সহীহ আল বুখারী

২য় খণ্ড

صحيح البخاري

مجلد رقم ٢

সহীহ
আল বুখারী

২য় খণ্ড

صحيح البخاري

مجلد رقم ٢

অনুবাদে
মাওলানা আতিকুর রহমান এম, এম ; এম, এ
অধ্যক্ষ মাওলানা মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক এম, এম ; এম, এ
অধ্যাপক মাওলানা রুহুল আমীন এম, এম ; এম, এ
অধ্যাপক মাওলানা আবদুল খালেক এম, এম ; এম, এ
অধ্যাপক হেলাল উদ্দিন এম, এম ; এম, এ

সম্পাদনায়
মাওলানা মুহাম্মদ মূসা
অধ্যক্ষ মাওলানা মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ১০৩

১২শ প্রকাশ

জিলকদ	১৪৩৫
ভাদ্র	১৪২১
সেপ্টেম্বর	২০১৪

মূল্য ঃ ৪৯০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

صحيح البخارى-এর বাংলা অনুবাদ

SAHIH AL-BOKHARI-2nd Volume. Published by Adhunik Prokashani,
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.



Sponsored by Bangladesh Islamic Institute
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 490.00 Only.

কিছু কথা

আল্লাহর মেহেরবানীতে বিগত দশ বছরের মধ্যে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার ক্ষেত্র দ্রুত সম্প্রসারিত হয়েছে। সিহাহ সিত্তার প্রায় সবগুলো কিতাব বাংলা অনূদিত হয়ে গেছে। মুওয়াত্তা ইমাম মালিক ও মুওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ প্রকাশিত হয়েছে। অন্যদিকে সংকলনগুলোর মধ্যে মিশকাত ও রিয়াদুস সালেহীনও প্রকাশিত হয়েছে। অন্য হাদীসগ্রন্থ ও সংলকনগুলোর অনুবাদ, সম্পাদনা ও প্রকাশনার কাজও অব্যাহত রয়েছে। এ জন্য সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন সংস্থা এগিয়ে এসেছে। তবে এ সংস্থাগুরো কোন একটি পারস্পরিক সমঝোতা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে এগিয়ে চলছে না। ফলে একাধিক সংস্থা একই গ্রন্থ প্রকাশ করছে। এতে কাজের অগ্রগতি তুলনামূলকভাবে মন্থরতার শিকার হচ্ছে। তাছাড়া এর মধ্যে একটা পরিকল্পনাহীনতার ছাপও দেখা যাচ্ছে। আসলে এ সংস্থাগুলোর মধ্যে একটা আভ্যন্তরীণ সমঝোতা গড়ে উঠলে হাদীসের অনুবাদ বাংলায় আরো বেশী অগ্রসর হওয়া সম্ভব হবে। এর ফলে বিশ্বের বিশ কোটি বাংলা ভাষাভাষী মানুষ উপকৃত হতো এবং মুসলমানদের ইসলামী চরিত্র গঠন, সুস্থ ও নির্ভেজাল ইসলামী সমাজ কাঠামো নির্মাণ ও অমুসলিমদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের কাজে বহুল অগ্রগতি সাধিত হতো।

ইতিপূর্বে আমাদের অনূদিত সহীহ আল বুখারী বিভিন্ন খণ্ডের প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে কোন কোন খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণও বাজারে এসে গেছে। কিন্তু সম্পাদনার কাজ ব্যাহত হবার কারণে ২য় খণ্ডটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হতে পারেনি। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর এবার এ খণ্ডটির সুষ্ঠূ সম্পাদনার কাজ শেষ করা সম্ভব হয়েছে। এ খণ্ডটি যেভাবে সম্পাদনা করা হয়েছে তাতে একে একটি নতুন সংস্করণও বলা যায়। এ সংস্করণটির মোটামুটি বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ ঃ

এক, ভারতীয় ও মিসরীয় সংস্করণ সামনে রেখে মূল আরবীর সম্পাদনা করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ আরবী বিকল্প পাঠ ব্রাকেটের মধ্যে দিয়ে দেয়া হয়েছে। ফলে আরবীর মূল টেক্সটে যথাসম্ভব কোন ভুল নেই।

দুই, তরজমায় ইতিপূর্বে যে ভুল-ত্রুটি ছিল তা দূর করা হয়েছে।

তিন, ভাষাও যতদূর সম্ভব প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য করার চেষ্টা করা হয়েছে।

চার, অধ্যায় নম্বর ও অনুচ্ছেদ নম্বরও যোগ করা হয়েছে।

কম্পিউটারের প্রতারণা না থাকলে এ সংস্করণটিকে আমরা নির্ভুল বলতে পারি আমাদের বোধ ও যোগ্যতার সীমা পর্যন্ত। ইনশাআল্লাহ অন্যান্য খণ্ডগুলোকেও আমরা একের পর এক এভাবে সুসংস্কৃত রূপ দেবার চেষ্টা করবো। তবে এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে বিদগ্ধ পাঠক সমাজের সুরুচি, সজাগ দৃষ্টি ও অনুসন্ধিৎসা। তারা যদি তাদের পাঠ ও অধ্যয়নের হক আদায় করেন তাহলে এ কিতাবটি আরো সুশৃংখল, পরিশুদ্ধ ও ত্রুটিহীন রূপ নিতে পারে। অর্থাৎ পড়ার সময় যেখানেই তাদের নজরে কোন ত্রুটি বা অপূর্ণতা ধরা পড়বে সংগে সংগেই তারা তা নোট করবেন। যথা সময়ে সেগুলো আমাদের

জানিয়ে দিলে আমরা তা বিবেচনা করতে পারবো। এভাবে লেখক, পাঠক ও প্রকাশকের ত্রয়ী সহযোগিতায় একটি কিতাব বিশেষ করে হাদীস গ্রন্থ সর্বাংগ সুন্দর রূপ নিতে পারে। এজন্য আল্লাহর কাছে অবশ্যই প্রত্যেক পূর্ণ প্রতিদান পাবেন এতে সন্দেহ নেই। হাদীস চর্চার মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের ঈমান ও হেদায়াতের নূর এবং দুনিয়া ও আখেরাতে কামিয়াবী দান করুন। আমীন।

আবদুল মান্নান তালিব
১৩ রজব ১৪১৩, ৭ই জানুয়ারী ১৯৯৩

সূচীপত্র

অধ্যায়-১০
কিতাবুল হজ্জ
(হজ্জের বর্ণনা)

অধ্যায় —১০(১)

উমরার বর্ণনা

অধ্যায় –১০ (২)
মদীনার হেরেম

অধ্যায় – ১১
কিতাবুস সাওম
(রোজার বর্ণনা)

অধ্যায়—১২

কিতাবুল বুয়ূ

(ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্য)

অধ্যায়–১৩
কিতাবুস সালাম
(অগ্রিম ক্রয়–বিক্রয়ের বর্ণনা)

অধ্যায়–১৪
কিতাবুল ইজারা
(ইজারার বর্ণনা)

অধ্যায়–১৫

কিতাবুল কেফালাহ

(জামিন হওয়ার বর্ণনা)

অধ্যায়–১৬

কিতাবুল ওকালাত

(প্রতিনিধিত্বের বর্ণনা)

অধ্যায়–১৭

কিতাবুল হারসে ওয়াল মুজারেআ

(কৃষিকার্য ও ভাগচাষ)

অধ্যায়—১৮
কিতাবুল মুসাকাত
(পানিসেচের বর্ণনা)

অধ্যায়—১৯
কিতাবুল ইসতিকরাদ
(ঋণের আদান–প্রদান)

অধ্যায়—২০
কিতাবুল খুসুমাহ
(ঝগড়া–বিবাদ মীমাংসা)

অধ্যায়–২১
কিতাবুল লুকতাহ
(কুড়িয়ে পাওয়া বস্তুর বর্ণনা)

অধ্যায়–২২
কিতাবুল মাজালিম ওয়াল কিসাস
(জুলুম প্রতিরোধ ও হত্যার প্রতিশোধ)

অধ্যায়–২৩

কিতাবুশ শিরকা

(অংশীদারিত্ব)

অধ্যায়–২৪

কিতাবুর রাহন

(বন্ধক সংক্রান্ত বর্ণনা)

অধ্যায়–২৫

কিতাবুল ইত্ক ওয়াল ফাদ্লাহা

(ক্রীতদাস মুক্ত করা ও তার মর্যদার বর্ণনা)

অধ্যায়—২৬

কিতাবুল মুকাতিব

(চুক্তিবদ্ধ দাসের বর্ণনা)

অধ্যায়—২৭

কিতাবুল হেবা ওয়া ফাদলিহা ওয়াত—তাহরীস আলাইহা)

(দান করার মর্যাদা এবং এ ব্যাপারে উৎসাহিত করা)

অধ্যায়—২৮

কিতাবুশ শাহাদাত

(সাক্ষ্যদানের মর্যাদা)

অধ্যায়—৯

كتاب الزكاة

(যাকাতের বর্ণনা)

১—অনুচ্ছেদ ঃ যাকাত ওয়াজিব হওয়ার বর্ণনা। মহান আল্লাহ বলেনঃ

قَوْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوْا الزَّكٰوةَ

"তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও।"

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ নবী (সঃ)—এর হাদীস বর্ণনা প্রসঙ্গে আবু সুফিয়ান আমাকে বলেছেন, নবী (সঃ) আমাদেরকে নামায কায়েম করতে, যাকাত প্রদান করতে, আত্মীয়—স্বজনদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে এবং পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করতে নির্দেশ দিতেন।

١٣٠٥. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ اُدْعُهُمْ اِلٰى شَهَادَةِ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا بِذَالِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذٰلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِيْ اَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِيْ فُقَرَائِهِمْ.

১৩০৫. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) মুয়ায (রা)—কে ইয়ামান দেশে পাঠান এবং তাঁকে বলেন, তুমি (প্রথমে) তাদেরকে এ সাক্ষ্য দিতে আহবান জানাবে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই এবং আমি (মুহাম্মাদ) আল্লাহর রসূল। যদি তারা এ কথা মেনে নেয় তবে তাদের বলবে, আল্লাহ প্রত্যহ তাদের ওপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যদি তারা এটাও মেনে নেয় তবে তাদের জানিয়ে দিবে, আল্লাহ তাদের ওপর তাদের ধন—সম্পত্তিতে যাকাত ফরয করেছেন। ঐ যাকাত তাদের মধ্যেকার ধনীদের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়ে তাদের দরিদ্রদের মাঝে বন্টিত হবে।

١٣٠٦. عَنْ اَبِيْ اَيُّوْبَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اَخْبِرْنِيْ بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِيْ الْجَنَّةَ قَالَ مَالَهُ مَالَهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَرَبٌ مَالَهُ تَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَاتُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلٰوةَ وَتُؤْتِي الزَّكٰوةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ.

১৩০৬. আবু আইউব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (সঃ)-কে বলল, আমাকে বেহেশতে যাবার উপায় স্বরূপ একটি কাজের কথা বলে দিন। তখন জনৈক ব্যক্তি বলে উঠল; 'চমৎকার প্রশ্ন তো!' নবী (সঃ) বললেন, সে জরুরী প্রশ্ন করেছে, চমৎকার প্রশ্ন তার। (তারপর তাকে বললেনঃ) তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, (যথারীতি) নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক অটুট রাখবে।

١٣٠٧. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ اَعْرَابِيًّا اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ دُلَّنِىْ عَلٰى عَمَلٍ اِذْ عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ تَعْبُدُ اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلٰوةَ الْمَكْتُوْبَةَ وَتُؤَدِّى الزَّكٰوةَ الْمَفْرُوْضَةَ وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ فَقَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لاَ اَزِيْدُ عَلٰى هٰذَا فَلَمَّا وَلّٰى قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَنْظُرَ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ اِلٰى هٰذَا .

১৩০৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক বেদুইন নবী (সঃ)-এর নিকট এসে বলল, আপনি আমাকে এমন একটি কাজের কথা বলুন, যা করলে আমি বেহেশতে প্রবেশ করতে পারব। নবী (সঃ) বললেনঃ তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, ফরয নামায কায়েম করবে, ফরয যাকাত পরিশোধ করবে এবং রমযানের রোযা রাখবে। বেদুইন বলল, যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম করে বলছি, এর অতিরিক্ত আমি কিছুই করব না। (আবু হুরাইরা বলেন,) লোকটি চলে গেলে নবী (সঃ) বললেনঃ যে ব্যক্তি কোন জান্নাতবাসীকে দেখে আনন্দ লাভ করতে চায় সে যেন এ লোকটিকে দেখে।[১]

١٣٠٨. عَنْ اَبِىْ جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا هٰذَا الْحَىَّ مِنْ رَبِيْعَةَ قَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ وَلَسْنَا نَخْلُصُ اِلَيْكَ اِلاَّ فِى الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَمُرْنَا بِشَىْءٍ نَاخُذُهُ عَنْكَ وَنَدْعُوْ اِلَيْهِ مَنْ وَّرَائَنَا قَالَ اٰمُرُكُمْ بِاَرْبَعٍ وَاَنْهَاكُمْ عَنْ اَرْبَعٍ اَلْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ وَشَهَادَةِ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَعَقَدَ بِيَدِهٖ هٰكَذَا وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَاَنْ تُؤَدُّوْا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ وَاَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيْرِ وَالْمُزَفَّتِ .

১৩০৮. আবু জামরা (রঃ) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, একদা আবদুল কায়স গোত্রের এক প্রতিনিধি দল নবী (সঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর

১. হজ্জ তখনো ফরয হয়নি। তাই বেদুইন লোকটিকে হজ্জের কথা বলা হয়নি।

রসূল! আমাদের এ গোত্রটি "রাবীআ" গোত্রেরই একটি শাখা। আমাদের ও আপনার মধ্যবর্তী স্থলে কাফের "মুদার" গোত্রটি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছে। (যার ফলে) 'মাহে হারাম'[২] ব্যতীত (অন্য মাসে) আমরা আপনার নিকট আসতে পারি না। সুতরাং আমাদেরকে এমন কিছু নির্দেশ দান করুন, যা আমরা আপনার কাছ থেকে জেনে নিয়ে নিজেরাও আমল করতে পারি এবং আমাদের লোকদেরকেও (যাদের পক্ষ থেকে আমরা এসেছি) এর প্রতি আহবান জানাতে পারি। নবী (সঃ) বললেনঃ আমি তোমাদেরকে চারটি কাজের আদেশ দিচ্ছি এবং চারটি কাজ থেকে নিষেধ করছি। (যে চারটি কাজের আদেশ দিচ্ছি তা হলো) (১) আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। এই বলে তিনি নিজের হাত দ্বারা ইংগিত করেন,[৩] (২) নামায কায়েম করা, (৩) যাকাত প্রদান করা এবং (৪) গনীমতের (জিহাদলব্ধ মাল) এক-পঞ্চমাংশ (ইমামের নিকট) জমা দেয়া। আর আমি তোমাদেরকে দুব্বা, হান্তাম, নাকীর ও মুযাফ্ফাত[৪] (এ চারটি পানপাত্রের ব্যবহার) থেকে নিষেধ করছি। সুলায়মান ও আবু নুমান হাম্মাদের সূত্রে বলেন, আল্লাহর প্রতি ঈমান হলো এ কথায় সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই।

١٣٠٩. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَهُ مِنِّىْ مَالَهُ وَنَفْسَهُ اِلَّا بِحَقِّهٖ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ فَقَالَ وَاللّٰهِ لَاُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ فَاِنَّ الزَّكٰوةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللّٰهِ لَوْ مَنَعُوْنِىْ عَنَاقًا كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلٰى مَنْعِهَا قَالَ عُمَرُ فَوَاللّٰهِ مَا هُوَ اِلَّا اَنْ قَدْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَ اَبِىْ بَكْرٍ فَعَرَفْتُ اَنَّهُ الْحَقُّ ـ

১৩০৯. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ওফাতের পর এবং আবু বাকর (রা)-র খেলাফতকালে আরবের কোন কোন গোত্র কাফের হয়ে গেল, তখন (আবু বাকর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সংকল্প করলে) উমর (রাঃ) বলেন, আপনি কিরূপে লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন (যারা কেবল যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে), অথচ রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমি (আল্লাহর পক্ষ থেকে) লোকদের বিরুদ্ধে

২. 'মাহে হারাম'-যে সব মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ হারাম। এ মাসগুলো হল মুহররম, রজব, জিল্কাদ ও জিলহজ্জ। গোটা আরব সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই নিষেধাজ্ঞা রহিত হয়ে গেছে।

৩. অর্থাৎ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার সময় নবী (সঃ) হাত মুষ্টিবদ্ধ করে শাহাদত আঙ্গুল উত্তোলন করে আল্লাহর একত্বের প্রতি ইংগিত করেন।

৪. 'দুব্বা'-লাউয়ের খোল দ্বারা প্রস্তুত পাত্র বিশেষ। 'হান্তাম'-মাটির সবুজ পাত্র বিশেষ। 'নাকীর'-কাঠের পাত্র বিশেষ। 'মুযাফ্ফাত' তৈলাক্ত পাত্র বিশেষ। এসব পাত্রে তৎকালে শরাব রাখা হত।

যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত না তারা বলে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" (আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই)। আর যে ব্যক্তি এটা বলল, সে তার জান-মাল আমার হাত থেকে রক্ষা করল। অবশ্য আইনের দাবী আলাদা (অর্থাৎ ইসলামের বিধান অনুযায়ী দন্ড পাওয়ার উপযোগী কোন অপরাধ করলে তা তাকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে৷ এবং তার প্রকৃত বিচারভার আল্লাহর ওপর। তখন আবু বাকর (রা) বললেন, আল্লাহর শপথ! যারা নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে আমি অবশ্যই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। কেননা যাকাত হচ্ছে মালের উপর আরোপিত অবশ্য দেয়। আল্লাহর কসম! যদি তারা আমাকে এমন একটি ছাগল-ছানা প্রদানেও অস্বীকৃতি জানায়, যা তারা রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে প্রদান করত, তবে এ অস্বীকৃতির জন্য আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। উমর (রাঃ) বললেন, আল্লাহর কসম! ব্যাপারটা এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, আবু বাকরের হৃদয়কে আল্লাহ যুদ্ধের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। তখন আমি স্পষ্টই উপলব্ধি করলাম যে, এটাই (অর্থাৎ আবু বাকরের অভিমত) সঠিক।

২-অনুচ্ছেদ : যাকাত দেয়ার ব্যাপারে বায়আত করা। আল্লাহ তাআলা কাফেরদের সম্পর্কে বলেন :

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ .

"যদি তারা (কুফরী থেকে) তওবা করে নামায কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে, তবে তারা তোমাদের দীনী ভাই"-(তাওবাঃ ১১)।

١٣١٠. قَالَ جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بَايَعْتُ النَّبِىَّ ﷺ عَلٰى اِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

১৩১০. জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি নবী (সঃ)-এর নিকট নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা ও প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কল্যাণকামী হওয়ার ব্যাপারে বায়আত করেছি।

৩-অনুচ্ছেদ : যাকাত প্রতিরোধকারীদের গুনাহ। মহান আল্লাহ বলেন :

قَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَايُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ * يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَاكُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ *

"আর যারা সোনা ও রূপা সঞ্চিত করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দান করুন। (সেদিন ঐ সব (সোনা-রূপা) দোযখের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে এবং তদ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্বদেশ এবং

তাদের পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হবে। (এবং বলা হবে) এটা তোমরা নিজেদের জন্য যা সঞ্চয় করেছিলে তার প্রতিফল। সুতরাং যা তোমরা সঞ্চিত করেছিলে তার স্বাদ গ্রহণ কর"– (সূরা তাওবাঃ ৩৪–৩৫)।

١٣١١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ تَاتِىْ الْاِبْلُ عَلٰى صَاحِبِهَا عَلٰى خَيْرِ مَا كَانَتْ اِذَا هُوَ لَمْ يُعْطِ فِيْهَا حَقَّهَا تَطَؤُهُ بِاَخْفَافِهَا وَتَاتِىْ الْغَنَمُ اِلٰى صَاحِبِهَا عَلٰى خَيْرِ مَا كَانَتْ اِذَا لَمْ يُعْطِ فِيْهَا حَقَّهَا تَطَؤُهُ بِاَظْلاَفِهَا وَتَنْطِحُهُ بِقُرُوْنِهَا قَالَ وَمِنْ حَقِّهَا اَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ قَالَ وَلاَ يَاْتِىْ اَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلٰى رَقَبَتِهِ لَهَا يُعَارٌ فَيَقُوْلُ يَا مُحَمَّدُ فَاَقُوْلُ لاَ اَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ وَلاَ يَاْتِىْ بِبَعِيْرٍ يَحْمِلُهُ عَلٰى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاءٌ فَيَقُوْلُ يَا مُحَمَّدُ فَاَقُوْلُ لاَ اَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ.

১৩১১. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন, উটের যা হক (দেয়) রয়েছে উটের মালিক যদি তা আদায় না করে তবে (কিয়ামতের দিন) ঐ উট পূর্বের চাইতেও অধিক মোটাতাজা অবস্থায় মালিকের নিকট উপস্থিত হবে এবং স্বীয় খুর দ্বারা তাকে পিষ্ট করতে থাকবে। (তদ্রূপ) বকরীর যা হক (দেয়) রয়েছে তার মালিক যদি তা আদায় না করে তবে (কিয়ামতের দিন) ঐ বকরী পূর্বের চাইতে শক্তিশালী অবস্থায় মালিকের নিকট উপস্থিত হবে এবং স্বীয় খুর দ্বারা তাকে দলন করতে ও শিং দ্বারা গুঁতোতে থাকবে। নবী (সঃ) বলেনঃ তার হকসমূহের মধ্যে একটি হল পানি পান করাবার স্থানে ওদের দোহন করা (এবং দরিদ্রদের মাঝে দুধ বিতরণ করা)।[৫] নবী (সঃ) আরো বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন তোমাদের কাউকেও যেন চিৎকাররত কোন বকরী কাঁধে বহন করে উপস্থিত হতে না হয় এবং বলতে না হয়, হে মুহাম্মাদ (সঃ)! (আমাকে রক্ষা করুন) আর আমাকে যেন বলতে না হয়, আল্লাহর শাস্তি থেকে তোমাকে রক্ষা করার জন্য (আজ) আমি কিছুই করতে পারি না। আমি তো (আল্লাহর হুকুম) আগেই জানিয়ে দিয়েছি। আর তোমাদের কাউকেও যেন চিৎকাররত কোন উট কাঁধে বহন করে উপস্থিত হতে না হয় এবং বলতে না হয়, হে মুহাম্মাদ (সঃ) (সাহায্য করুন)! এবং আমাকেও যেন বলতে না হয়, তোমার ব্যাপারে কিছু করার এখতিয়ার (আজ) আমার নেই। আমি তো পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছি।

١٣١٢. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ لَهُ زَبِيْبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ثُمَّ يَاْخُذُ

---

৫. গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুর যাকাত দেয়া ফরয। কিন্তু দরিদ্রের মাঝে দুধ বিতরণ ফরয নয়, নফল সদকা বিশেষ।

بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِى بِشِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا مَالُكَ اَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلاَ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ .

১৩১২. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ যাকে ধন-সম্পদন দান করেছেন অথচ সে তার যাকাত আদায় করে না, কিয়ামতের দিন ঐ ধন-সম্পদ তার জন্য একটি টাক মাথাওয়ালা বিষধর সাপে রূপান্তরিত করা হবে- যার (চোখ দুটোর ওপর) দুটি কালো বিন্দু থাকবে এবং ঐ সাপ তার গলদেশে পেঁচানো হবে। অতপর সাপটি ঐ ব্যক্তির উভয় অধর প্রান্ত (কামড়ে) ধরে বলবে, আমি তোমার ধন-সম্পদ, আমি তোমার সঞ্চিত ভান্ডার। তারপর নবী (সঃ) এ আয়াত পাঠ করেনঃ "এবং আল্লাহ যাদেরকে কৃপা করে যা কিছু দান করেছেন তা নিয়ে যারা কার্পণ্য করে তারা যেন মনে না করে যে, এটা তাদের পক্ষে কল্যাণকর হবে। বস্তুতঃ এটা হবে তাদের পক্ষে অকল্যাণকর। তারা যে বিষয়ে কার্পণ্য করছে কিয়ামতের দিন তা তাদের গলায় (বেড়ির ন্যায়) জড়ানো হবে"-(আল ইমরানঃ ১৮০)।

৪-অনুচ্ছেদ : যে মালের যাকাত আদায় করা হয় তা 'কান্‌য' বা সঞ্চয়ের পর্যায়ে পড়ে না। কেননা নবী (সঃ) বলেছেন : পাঁচ উকিয়ার [৬] (রূপা) কমে যাকাত নেই।

١٣١٣ . عَنْ خَالِدِ بْنِ اَسْلَمَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ اَعْرَابِىٌّ اَخْبِرْنِىْ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ . قَالَ ابْنُ عُمَرَ مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَوَيْلٌ لَّهُ اِنَّمَا كَانَ هٰذَا قَبْلَ اَنْ تُنْزَلَ الزَّكٰوةُ فَلَمَّا اُنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللّٰهُ طُهْرًا لِّلْاَمْوَالِ .

১৩১৩. খালিদ ইবনে আসলাম (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদা আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-র সাথে বের হলাম। এক বেদুইন (তাঁকে) বলল, আমাকে "যারা সোনা-রূপা পুঞ্জীভূত করে..." আয়াতের মর্মার্থ বলে দিন। ইবনে উমর (রঃ) বললেন, যে ব্যক্তি সোনা-রূপা সঞ্চিত করে রেখেছে এবং তার যাকাত আদায় করেনি তার পরিণতি অত্যন্ত অশুভ। আর প্রয়োজনের অতিরিক্তটুকু আল্লাহর পথে ব্যয় করার হুকুম যাকাত সম্পর্কিত নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার আগেকার। যাকাতের আয়াত অবতীর্ণ করে আল্লাহ যাকাতকে মাল পবিত্রকরণের উপকরণ বানিয়ে দিলেন।

١٣١٤ . عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ .

[৬] পাঁচ উকিয়া হল তৎকালীন দু'শ দিরহাম আর বর্তমানে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার সমান।

১৩১৪. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন ঃ পাঁচ উকিয়ার কমে (রূপার মধ্যে) যাকাত নেই, পাঁচটি উটের কমে যাকাত নেই এবং পাঁচ ওয়াসাকের[৭] কমে (শস্যের মধ্যে) কোন যাকাত নেই।

١٣١٥. عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ مَرَرْتُ بِالرَّبَذَةِ فَاِذَا اَنَا بِاَبِىْ ذَرٍّ فَقُلْتُ لَهُ مَا اَنْزَلَكَ مَنْزِلَكَ هٰذَا قَالَ كُنْتُ بِالشَّامِ فَاخْتَلَفْتُ اَنَا وَمُعَاوِيَةُ فِىْ الَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ مُعَاوِيَةُ نَزَلَتْ فِىْ اَهْلِ الْكِتَابِ فَقُلْتُ نَزَلَتْ فِيْنَا وَفِيْهِمْ فَكَانَ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُ فِىْ ذٰلِكَ وَكَتَبَ اِلٰى عُثْمَانَ يَشْكُوْنِىْ فَكَتَبَ اِلَىَّ عُثْمَانُ اَنِ اقْدَمِ الْمَدِيْنَةَ فَقَدِمْتُهَا فَكَثُرَ عَلَىَّ النَّاسُ حَتّٰى كَاَنَّهُم لَمْ يَرَوْنِى قَبْلَ ذٰلِكَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِعُثْمَانَ فَقَالَ لِىْ اِنْ شِئْتَ تَنَحَّيْتَ فَكُنْتَ قَرِيْبًا فَذَاكَ الَّذِىْ اَنْزَلَنِىْ هٰذَا الْمَنْزِلَ وَلَوْ اَمَّرُوا عَلَىَّ حَبَشِيًّا لَسَمِعْتُ وَاَطَعْتُ .

১৩১৫. যায়েদ ইবনে ওয়াহ্ব (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা (মদীনার নিকটবর্তী) 'রাবাযা'[৮] নামক স্থানে গেলাম। সেখানে আবু যার (গিফারী)–এর সাথে আমার সাক্ষাত ঘটে। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এ জায়গায় কেন এসেছেন? তিনি বললেন, আমি সিরিয়ায় ছিলাম। সেখানে আমার ও মুয়াবিয়ার মধ্যে "যারা সোনা–রূপা সঞ্চিত করে..." আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে মতভেদ দেখা দেয়। মুয়াবিয়া বললেন, এ আয়াত আহলে কিতাব অর্থাৎ ইয়াহূদী–খৃষ্টানদের লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে। আমি বললাম, আমাদের (মুসলমানদের) ও আহলে কিতাবদের (উভয়ের) উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছে। এ ব্যাপারে আমার ও তাঁর মধ্যে খুব বাদানুবাদ চলতে থাকে। অবশেষে মুয়াবিয়া আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে উসমানকে চিঠি লিখেন। উসমান আমাকে লিখলেন, আমি যেন মদীনায় চলে আসি। সুতরাং আমি মদীনায় চলে এলাম। এখানে এলে লোকেরা আমার নিকট এমনভাবে ভীড় জমাতে লাগল যেন তারা ইতিপূর্বে আমাকে কখনো দেখেনি (এবং আমার সিরিয়া ত্যাগের কারণ জানতে চাইল)। আমি এ ব্যাপারে উসমানকে অবহিত করলে তিনি আমাকে বললেন, যদি (তুমি ঝামেলা থেকে) দূরে থাকতে চাও তবে মদীনার অদূরে কোন (নিভৃত) স্থানে অবস্থান কর। আর এটাই সেই কারণ যা আমাকে এ জায়গায় আসতে বাধ্য করেছে (অর্থাৎ উসমানের আদেশেই আমি এখানে অবস্থান করছি)। যদি খলীফা কোন হাবশীকেও আমার নেতা নিযুক্ত করেন, তবে আমি তার কথা শুনব এবং তার আনুগত্য করব।

---

৭. ' পাঁচ ওয়াসাক' এ দেশীয় ওজনে প্রায় আটাশ মন। হানাফী মতে পাঁচ ওয়াসাকের কমেও উশর দিতে হয়।

৮. 'রাবাযা' মদীনা শহর থেকে মক্কার পথে প্রায় ৪৫ মাইল দূরে অবস্থিত। আবু যার গিফারী (রাঃ) উসমান (রাঃ)–র আদেশক্রমে মদীনা থেকে রাবাযায় চলে যান এবং বাকী জীবন সেখানেই কাটিয়ে দেন। তাঁর মাযার সেখানেই বিদ্যমান।

١٣١٦. عَنِ الْاَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ جَلَسْتُ اِلٰى مَلَاٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَجَاءَ رَجُلٌ خَشِنُ الشَّعْرِ وَالثِّيَابِ وَالْهَيْئَةِ حَتّٰى قَامَ عَلَيْهِمْ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ بَشِّرِ الْكَانِزِيْنَ بِرَضْفٍ يُحْمٰى عَلَيْهِ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ ثُمَّ يُوْضَعُ عَلٰى حَلَمَةِ ثَدْىِ اَحَدِهِمْ حَتّٰى يَخْرُجَ مِنْ نُغْضِ كَتِفِهِ وَيُوْضَعُ عَلٰى نُغْضِ كَتِفِهِ حَتّٰى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَدْيِهِ يَتَزَلْزَلُ ثُمَّ وَلّٰى فَجَلَسَ اِلٰى سَارِيَةٍ وَتَبِعْتُهُ وَجَلَسْتُ اِلَيْهِ وَاَنَا لَا اَدْرِىْ مَنْ هُوَ فَقُلْتُ لَهُ لَا اُرٰى الْقَوْمَ اِلَّا قَدْ كَرِهُوْا الَّذِىْ قُلْتَ قَالَ اِنَّهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا قَالَ لِىْ خَلِيْلِىْ قَالَ قُلْتُ وَمَنْ خَلِيْلُكَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَا اَبَا ذَرٍّ اَتُبْصِرُ اُحُدًا قَالَ فَنَظَرْتُ اِلَى الشَّمْسِ مَا بَقِىَ مِنَ النَّهَارِ وَاَنَا اُرٰى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُرْسِلُنِىْ فِىْ حَاجَةٍ لَهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا اُحِبُّ اَنَّ لِىْ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا اُنْفِقُهُ كُلَّهُ اِلَّا ثَلَاثَةَ دَنَانِيْرَ وَاِنَّ هٰؤُلَاءِ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا اِنَّمَا يَجْمَعُوْنَ الدُّنْيَا وَلَا وَاللّٰهِ لَا اَسْئَلُهُمْ دُنْيَا وَلَا اَسْتَفْتِيْهِمْ عَنْ دِيْنٍ حَتّٰى اَلْقَى اللّٰهَ .

১৩১৬. আহনাফ ইবনে কায়েস (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি কুরাইশদের একদল লোকের মাঝে বসা ছিলাম। হঠাৎ সেখানে উষ্কখুষ্ক চুলধারী, মোটা পোশাক পরিহিত ও আলুথালু অবয়ব বিশিষ্ট এক লোকের আবির্ভাব ঘটল। লোকটি (সোজা) তাদের নিকট এসে দাঁড়াল এবং সালাম করে বলল, 'সম্পদ পুঞ্জীভূতকারীদেরকে এই সুসংবাদ দাও যে, একটি পাথর জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করে তাদের একজনের বুকের ওপর রাখা হবে যা তার কাঁধের হাড়গোড় ভেদ করে বেরিয়ে যাবে। তারপর পাথরটি আবার তার কাঁধের ওপর রাখা হবে যা তার বক্ষস্থল ভেদ করে বেরিয়ে যাবে এবং পাথরটি (অগ্নিদাহে) কাঁপতে থাকবে।' অতপর লোকটি পেছন দিকে সরে গিয়ে একটি খুঁটির কাছে গিয়ে বসে পড়ল। আমিও তার পিছু পিছু এসে তার নিকটেই বসে পড়লাম। কিন্তু সে কে তা আমি জানতাম না। আমি তাকে বললাম, তুমি যা বললে তাতে লোকেরা অসন্তুষ্ট হয়েছে বলে আমার মনে হল। সে বলল, তারা কিছুই বুঝে না। অথচ (একথা) আমার বন্ধু বলেছেন। আমি বললাম, তোমার বন্ধু বলতে তুমি কাকে বুঝাচ্ছ? সে বললঃ (আমার বন্ধু হচ্ছেন) 'নবী' (সঃ)। (তিনি বলেছেন) হে আবু যার! তুমি কি উহুদ পাহাড় দেখতে পাচ্ছ? আমি সূর্যের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, দিনের কিছু অংশ তখনো বাকী রয়েছে (অর্থাৎ সূর্য তখনো অস্ত যায়নি)। আমি ধারণা করছিলাম, রসূলুল্লাহ (সঃ) (হয়ত বা) তাঁর কোন প্রয়োজনে আমাকে (কোথাও) পাঠাবেন। আমি বললাম, হাঁ (দেখতে পাচ্ছি)। তিনি বললেনঃ আমি এটা মোটেই পসন্দ করি না যে, উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনা আমার হোক আর আমি তা (আমার নিজের জন্য) খরচ করি। শুধু তিনটি স্বর্ণমুদ্রা হলেই আমার জন্য যথেষ্ট। (তারপর আবু যার বললেন) অথচ এরা তো কিছুই বুঝে

না। এরা শুধু দুনিয়া সঞ্চয় করছে। আল্লাহর কসম! আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত (মৃত্যু পর্যন্ত) আমি এদের নিকট পার্থিব কিছুই চাইব না (বরং স্বল্পতেই তুষ্ট থাকব) এবং দীন সম্পর্কেও এদেরকে কিছু জিজ্ঞেস করব না [বরং রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট যা শুনেছি তা-ই যথেষ্ট মনে করব]।

৫-অনুচ্ছেদ ঃ ধন-সম্পদ সৎপথে ব্যয় করা।

١٣١٧. عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ حَسَدَ الاَّ فِيْ اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ اَتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلٰى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ اَتَاهُ اللّٰهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِيْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا .

১৩১৭. ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ দুই ব্যক্তি ছাড়া আর কারো ব্যাপারে ঈর্ষা বা হাসাদ[১] বৈধ নয়। প্রথম ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দিয়েছেন এবং সাথে সাথে তাকে তা সৎকাজে ব্যয় করার যথেষ্ট মনোবলও দান করেছেন। দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ 'হিকমত' (জ্ঞান) দান করেছেন এবং সে তদ্বারা (সঠিক) মীমাংসা করে ও (লোকদের) তা শিখায়।

৬-অনুচ্ছেদ ঃ দান-খয়রাতে প্রদর্শনেচ্ছা। মহান আল্লাহ বলেনঃ

قَوْلُهُ تَعَالٰى : يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تُبْطِلُوْا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لاَ يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْئٍ مِمَّا كَسَبُوْا وَاللّٰهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ (البقرة - ٢٦٤)

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা খোঁটা ও ক্লেশ দিয়ে নিজেদের দান-খয়রাত বিনষ্ট কর না, ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে (শুধু) লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে স্বীয় অর্থ দান করে এবং আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে না। সুতরাং ঐ ব্যক্তির উপমা এরূপ, যেমন এক বৃহৎ মসৃণ পাথর, যার ওপর কিছু পরিমাণ মাটি (জমে) থাকে, অতপর তাতে প্রচন্ড বৃষ্টিপাত হয়; তখন সেটাকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে দেয়। (তদ্রূপ দানের মাধ্যমে) তারা যা কিছু অর্জন করেছে তদ্বারা (কপটতা ও লোক দেখানো

---

১. হাসাদ ঃ এখানে গিবতা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হলোঃ অপরের ভালো দেখে সেরূপ হাসিল করার বাসনা। এরূপ ঈর্ষা বা গিবতা করা বৈধ।

উদ্দেশ্য হওয়ার কারণে) কোন বিষয়েই তারা সুফল পাবে না এবং আল্লাহ অবিশ্বাসীদেরকে পথ দেখান না"– (সূরা বাকারা ঃ ২৬৪)।

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ صَلْدًا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْئٌ وَ قَالَ عِكْرَمَةُ وابل مَطَرٌ شَدِيْدٌ وَالطَّلُّ النَّدٰى

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, "সালদান" শব্দের অর্থ এমন বস্তু যার ওপর কোন কিছুর চিহ্ন নেই। ইকরামা (র) বলেন ঃ "ওয়াবিল" শব্দের অর্থঃ প্রচন্ড বৃষ্টিপাত, আর "তাল্লুন" শব্দের অর্থ শিশির বা হালকা বৃষ্টি।

৭–অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ অবৈধ উপায়ে অর্জিত মালের সদকা (দান–খয়রাত) গ্রহণ করনে না। শুধুমাত্র বৈধ পন্থায় অর্জিত মালের সদকাই গ্রহণযোগ্য হবে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لِقَوْلِهِ تَعَالَى – قَوْلٌ مَعْرُوْفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌمِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللّٰهُ غَنِىٌّ حَلِيْمٌ.

"যে দানের পেছনে ক্লেশ রয়েছে সে দান অপেক্ষা উত্তম বাক্য ও ক্ষমা উৎকৃষ্টতর এবং আল্লাহ মহাসম্পদশালী ও সহিষ্ণু"– (বাকারা ঃ ২৬৩)।

৮–অনুচ্ছেদ ঃ বৈধ উপায়ে অর্জিত মাল থেকে সদকা (দান) করা। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لِقَوْلِهِ تَعَالٰى يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقَاتِ وَاللّٰهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ . اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوْا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ .

"আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করেন ও দানকে বর্ধিত করেন এবং আল্লাহ অবিশ্বাসী পাপীদেরকে ভালবাসেন না। নিশ্চয় যারা ঈমান আনে সৎকাজ করে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার রয়েছে। (পরকালে) তাদের জন্য (কোনরূপ বিপদের) আশংকা নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না" (বাকারাঃ ২৭৬–২৭৭)।

١٣١٨. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ اِلاَّ الطَّيِّبَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّى اَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتّٰى تَكُوْنَ مِثْلَ الْجَبَلِ .

১৩১৮. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি বৈধ উপার্জন থেকে একটি খেজুর পরিমাণ দান করে, আর আল্লাহ তো পবিত্র বস্তু ছাড়া অন্য কিছুই কবুল করেন না, আল্লাহ ঐ দান নিজের ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতপর তিনি তা দানকারীর জন্য পরিপোষণ করতে থাকেন, যেভাবে তোমাদের কেউ নিজের অশ্ব শাবক পরিপোষণ করে থাকে। শেষ পর্যন্ত ঐ দান পাহাড় সমতুল্য হয়ে যায়।

৯–অনুচ্ছেদ ঃ গ্রহীতার প্রত্যাখ্যানের পূর্বে দান করা উচিৎ।

١٣١٩. عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ تَصَدَّقُوْا فَانَّهُ يَأْتِىْ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِىْ الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلاَيَجِدُ مَنْ يَّقْبَلُهَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ لَوْ جِئْتَ بِهَا بِالْاَمْسِ لَقَبِلْتُهَا فَاَمَّا الْيَوْمَ فَلاَ حَاجَةَ لِىْ فِيْهَا (بِهَا)

১৩১৯. হারিসা ইবনে ওয়াহ্‌ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সঃ)–কে বলতে শুনেছিঃ তোমরা দান কর। কেননা তোমাদের ওপর এমন এক সময় আসবে যখন কোন লোক তার যাকাত নিয়ে ঘুরতে থাকবে, অথচ এমন কাউকে খুঁজে পাবে না যে তা গ্রহণ করবে। লোকে বলবে, যদি গতকাল এটা নিয়ে আসতে তবে অবশ্যই আমি গ্রহণ করতাম, কিন্তু আজ আর আমার এর প্রয়োজন নেই।

١٣٢٠. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَكْثُرَ فِيْكُمُ الْمَالُ فَيَفِيْضُ حَتّٰى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَّقْبَلُ صَدَقَتَهُ وَحَتّٰى يَعْرِضَهُ فَيَقُوْلَ الَّذِىْ يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ لاَ اَرَبَ لِىْ .

১৩২০. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন ঃ কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত তোমাদের মাঝে ধন–সম্পদের এতটা প্রাচুর্য দেখা না দেবে যে, তা (ভান্ডার ভর্তি হয়ে) উপচে পড়বে। এমনকি সম্পদের মালিক তখন ভাবনায় পড়বে যে, কে তার দান (যাকাত) গ্রহণ করবে এবং সে ঐ সম্পদ (দানের জন্য) পেশ করবে। কিন্তু যার সামনেই সে তা পেশ করবে সে–ই বলবে, আমার (ধন–সম্পদের) প্রয়োজন নেই।

١٣٢١. عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَجَاءَهُ رَجُلاَنِ اَحَدُهُمَا يَشْكُوْ الْعَيْلَةَ وَالْاٰخَرُ يَشْكُوْ قَطْعَ السَّبِيْلِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّا قَطْعُ السَّبِيْلِ فَانَّهُ لاَ يَاْتِىْ عَلَيْكَ اِلاَّ قَلِيْلٌ حَتّٰى تَخْرُجَ الْعِيْرُ اِلٰى مَكَّةَ بِغَيْرِ خَفِيْرٍ وَاَمَّا الْعَيْلَةُ فَاِنَّ السَّاعَةَ لاَ تَقُوْمُ حَتّٰى يَطُوْفَ اَحَدُكُمْ بِصَدَقَتِهِ فَلاَ يَجِدُ مَنْ يَّقْبَلُهَا مِنْهُ ثُمَّ لَيَقِفَنَّ اَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَىِ اللّٰهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ وَلاَ تُرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ ثُمَّ لَيَقُوْلَنَّ لَهُ اَلَمْ اُوْتِكَ مَالاً فَلَيَقُوْلَنَّ بَلٰى ثُمَّ لَيَقُوْلَنَّ اَلَمْ اُرْسِلْ اِلَيْكَ رَسُوْلاً فَلَيَقُوْلَنَّ بَلٰى فَيَنْظُرُ عَنْ

يَمِيْنِهِ فَلاَ يَرٰى الاَّ النَّارَ ثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ شِمَالِهِ فَلاَ يَرٰى الاَّ النَّارَ فَلْيَتَّقِيَنَّ اَحَدُكُمْ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَانْ لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ .

১৩২১. আদী ইবনে হাতিম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (একদা) নবী (সঃ)-এর নিকট ছিলাম। এমন সময় দু'জন লোক তাঁর নিকট এসে উপস্থিত হল। তাদের একজন দারিদ্র্যের অনুযোগ করল এবং অপরজন রাহাজানির (অর্থাৎ পথ-ঘাটের নিরাপত্তাহীনতার) অভিযোগ করল। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন ঃ রাহাজানি সম্পর্কে কথা এই যে, অচিরেই (বাণিজ্যিক) কাফেলাসমূহ প্রহরী ছাড়াই মক্কা গমন করবে। দারিদ্র্য সম্পর্কে কথা এই যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত না (অবস্থা এরূপ দাঁড়াবে যে) তোমাদের কেউ নিজের যাকাতের অর্থ নিয়ে ইতস্তত ঘুরে বেড়াবে অথচ এমন কাউকে সে খুঁজে পাবে না যে তার কাছ থেকে ঐ অর্থ গ্রহণ করবে। তারপর নিশ্চয়ই তোমাদের কেউ (এক দিন) আল্লাহর সামনে এমনভাবে দাঁড়াবে যে, তার মাঝে ও আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা থাকবে না এবং কথা বুঝিয়ে দেয়ার জন্য কোন দোভাষীও থাকবে না। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেনঃ আমি কি তোমাকে ধন-সম্পদ দান করিনি? সে বলবেঃ হাঁ নিশ্চয়ই। আল্লাহ আবার জিজ্ঞেস করবেনঃ আমি কি তোমার নিকট রসূল পাঠাইনি? সে বলবেঃ হাঁ নিশ্চয়ই। অতপর সে তার ডান দিকে তাকাবে, কিন্তু আগুন ছাড়া আর কিছুই দেখবে না। তারপর সে তার বাম দিকে নযর করবে, কিন্তু (সেখানেও) আগুন ছাড়া আর কিছুই দেখবে না। অতএব তোমাদের প্রত্যেকেই একটি খেজুরের টুকরা দিয়ে হলেও যেন নিজেকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করে। যদি এটাও সে না পায় (অর্থাৎ সামান্য খেজুর দেয়ার সামর্থও যদি না থাকে) তবে উত্তম কথা দিয়ে (দোযখের আগুন থেকে নিজেকে রক্ষা করে)।

١٣٢٢. عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَيَاْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوْفُ الرَّجُلُ فِيْهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ ثُمَّ لاَ يَجِدُ اَحَدًا يَاْخُذُهَا مِنْهُ وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهُ اَرْبَعُوْنَ امْرَاَةً يَلُذْنَ بِهِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ .

১৩২২. আবু মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ মানুষের ওপর এমন এক সময় আসবে যখন এক ব্যক্তি যাকাতের সোনা নিয়ে ইতস্তত ঘুরতে থাকবে কিন্তু এমন কাউকে সে খুঁজে পাবে না যে তার কাছ থেকে তা গ্রহণ করে। আরো দেখা যাবে যে, পুরুষদের সংখ্যাল্পতা ও নারীদের সংখ্যাধিক্যের দরুন চল্লিশজন নারী একজন পুরুষের অধীনে থাকবে এবং তার আশ্রয় গ্রহণ করবে।

১০-অনুচ্ছেদ ঃ এক টুকরা খেজুর কিংবা আরো নগণ্য কিছু দান করে হলেও (দোযখের) আগুন থেকে বেঁচে থাক। মহান আল্লাহ বলেনঃ

قَوْلُهُ تَعَالٰى- وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ * اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ لَهُ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ .

"যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য এবং মানসিক দৃঢ়তা সহকারে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাদের দৃষ্টান্ত উচ্চে অবস্থিত উদ্যানের অনুরূপ, যাতে প্রচন্ড বারিধারা বর্ষিত হয়, অনন্তর তাতে দ্বিগুণ ফল-শস্য উৎপন্ন হয়; আর যদি তাতে তেমন প্রচন্ড বারিপাত নাও হয় তবে হালকা শিশিরই তার জন্য যথেষ্ট এবং আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলী খুব প্রত্যক্ষ করছেন। তোমাদের মধ্যে কেউ কি এটা পসন্দ করে যে, তার জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের এমন একটি বাগান হয় যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত এবং তাতে রয়েছে সকল প্রকারের ফল ফলাদি"- (বাকারাঃ ২৬৫-২৬৬)।

١٣٢٣. عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ اٰيَةُ الصَّدَقَةِ كُنَّا نُحَامِلُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ كَثِيْرٍ فَقَالُوْا مُرَاءٍ وَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ فَقَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ عَنْ صَاعِ هٰذَا فَنَزَلَتْ الَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الصَّدَقَاتِ وَالَّذِيْنَ لَايَجِدُوْنَ اِلاَّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ *

১৩২৩. আবু মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন যাকাত ও দান-খয়রাত সম্পর্কিত আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন আমরা শ্রমের কাজ করতাম। একজন লোক (আবদুর রহমান ইবনে আওফ) এসে বহু অর্থ-সম্পদ দান করে দিলেন। ঐ সময় (মুনাফিক) লোকেরা বলতে লাগল, এ লোকটি রিয়াকার অর্থাৎ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে দান করছে। তারপর অপর একজন লোক (আবু আকীল আনসারী) এসে এক সা'[১০] দান করলেন। (মুনাফিক) লোকেরা বলল, আল্লাহ এই এক সা'-র মুখাপেক্ষী নন। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়ঃ "যারা সদকা প্রদানে আগ্রহী মু'মিনদের বিদ্রূপ করে এবং পরিশ্রম দ্বারা যারা অর্থোপার্জন করে তাদেরকে উপহাস করে, আল্লাহ অচিরেই তাদেরকে উপহাস করবেন (অর্থাৎ উপহাসের প্রতিফল দিবেন) এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি"- (তওবাঃ ৭৯)।

---

১০. এক সা'-র ওজন প্রায় তিন সের এগার ছটাক।

١٣٢٤. عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدِنِ الْاَنْصَارِى قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ انْطَلَقَ اَحَدُنَا اِلَى السُّوْقِ فَتَحَامَلَ فَيُصِيْبُ الْمُدَّ وَاِنَّ لِبَعْضِهِمُ الْيَوْمَ لَمِائَةَ اَلْفٍ .

১৩২৪. আবু মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন আমাদের দান করার আদেশ করতেন (অর্থাৎ যাকাত ও দান–খয়রাতের হুকুম যখন অবতীর্ণ হয়) তখন আমাদের কেউ কেউ বাজারে চলে যেত এবং বোঝা বহন করে এক 'মুদ'[১১] মজুরী লাভ করত এবং তা থেকে দান করত। আর আজ তাদের কেউ কেউ লাখপতি।

١٣٢٥. عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اتَّقُوْا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ .

১৩২৫. আদী ইবনে হাতেম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সঃ)–কে বলতে শুনেছি, এক টুকরা খেজুর দান করে হলেও তোমরা (দোযখের) আগুন থেকে বাঁচ।

١٣٢٦. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْاَلُ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِىْ شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ فَاَعْطَيْتُهَا اِيَّاهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَاْكُلْ مِنْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ وَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْنَا فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ مَنِ ابْتُلِىَ مِنْ هٰذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ .

১৩২৬. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন একটি স্ত্রীলোক তার দু'টি কন্যাসহ আমার নিকট সাহায্য চাইতে আসে। কিন্তু আমার নিকট একটা খেজুর ছাড়া সে আর কিছুই পেল না। আমি তাকে তা দিয়ে দিলাম। সে ঐ খেজুরটি তার কন্যাদ্বয়ের মধ্যে ভাগ করে দিল। নিজে তা থেকে একটুও খেল না, তারপর উঠে চলে গেল। নবী (সঃ) আমাদের নিকট এলে আমি তাঁকে ঘটনাটা বললাম। নবী (সঃ) বললেনঃ যে কেউ এরূপ অসহায় কন্যাদের কারণে কোন প্রকার কষ্ট ভোগ করবে তার জন্য তারা (কন্যারা) দোযখের আগুন থেকে আড়াল হবে (অর্থাৎ কন্যাদের প্রতিপালনের বিনিময়ে আল্লাহ তাকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করবেন)।

১১–অনুচ্ছেদ ঃ কোন্ প্রকারের দান–খয়রাত উত্তম এবং সুস্থ ও অর্থের প্রয়োজন থাকা অবস্থায় দান করার ফযীলত। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى– وَاَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَآ اَخَّرْتَنِىْ اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ . (مُنَافِقُوْنَ) وَقَوْلُهٗ تَعَالٰى– يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ ط وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ .

"(হে ঈমানদারগণ!) আমি তোমাদেরকে যে উপজীবিকা দান করেছি মৃত্যুর পূর্বে তা থেকে ব্যয় কর যখন (মৃত্যুলগ্নে) সে বলবে ঃ হে আমার প্রতিপালক! যদি আমাকে আরো কিছু

১১. মুদ এদেশীয় ওজনে প্রায় এক সের।

দিন সময় দিতেন তাহলে আমি অনেক দান—সাদকা করতাম এবং সৎলোকদের দলভুক্ত হয়ে যেতাম। (সূরা মুনাফিকুন) "হে ঈমানদারগণ। আমি তোমাদেরকে যে উপজীবিকা দান করেছি তা থেকে ঐ দিন (কিয়ামত) আসার পূর্বে ব্যয় কর— যেদিন কোন ক্রয়—বিক্রয় হবে না, বন্ধুত্ব থাকবে না এবং কোন সুপারিশ চলবে না। আর অবিশ্বাসীরাই হচ্ছে প্রকৃত যালেম।" (বাকারা ঃ ২৫৪)

١٣٢٧. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الصَّدَقَةِ اَعْظَمُ اَجْرًا قَالَ اَنْ تَصَدَّقَ وَاَنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَامُلُ الْغِنَى وَلَاتُمْهِلْ حَتّٰى اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ.

১৩২৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (সঃ)—এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, হে রসূলুল্লাহ! কোন্ ধরনের দান সর্বাধিক পূণ্যের? তিনি বললেন, তুমি সুস্থ ও অর্থের প্রয়োজন থাকা অবস্থায় (যে দান করবে) এবং দারিদ্র্যের আশংকা করছ, ধনী হওয়ার আশাও পোষণ করছ, এমতাবস্থায় যে দান করবে। আর ঐ সময় পর্যন্ত বিলম্ব করবে না, যখন তোমার প্রাণ হবে কন্ঠাগত আর তুমি বলবে, অমুককে এত, অমুককে এত দিলাম। বস্তুত তা তো তখন অপরের হয়ে গেছে।

১২— অনুচ্ছেদ ঃ

١٣٢٨. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ بَعْضَ اَزْوَاجِ النَّبِىِّ ﷺ قُلْنَ لِلنَّبِىِّ ﷺ اَيُّنَا اَسْرَعُ بِكَ لُحُوْقًا قَالَ اَطْوَلُكُنَّ يَدًا فَاَخَذُوْا قَصَبَةً يَذْرَعُوْنَهَا فَكَانَتْ سَوْدَةُ اَطْوَلَهُنَّ يَدًا فَعَلِمْنَا بَعْدُ اِنَّمَا كَانَتْ طُوْلَ يَدِهَا الصَّدَقَةُ وَكَانَتْ اَسْرَعَنَا لُحُوْقًا بِهِ وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ -

১৩২৮. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ)—এর কোন কোন সহধর্মিণী নবী (সঃ)—কে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের মধ্যে কে সবার আগে (মৃত্যুর পর) আপনার সাথে মিলিত হবেন? তিনি বললেনঃ যে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ হস্তের অধিকারিণী। তাঁরা একটি কাঠি নিয়ে (নিজেদের) হাত মেপে দেখলেন, সাওদা (রাঃ) তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘহস্ত। পরে (সবার আগে যয়নবের মৃত্যু হলে) আমরা বুঝতে পারলাম, হাতের দীর্ঘতা মানে দানশীলতা। তিনি (যয়নব) আমাদের মধ্যে সবার আগে তাঁর সাথে মিলিত হন এবং তিনি দান করতে ভালবাসতেন।

১৩—অনুচ্ছেদ ঃ প্রকাশ্যে দান করা। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَقَوْلُهُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ .

"যারা দিনে ও রাতে, প্রকাশ্যে ও গোপনে নিজেদের ধন–সম্পদ দান করে তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে পুরস্কার, তাদের জন্য কোন আশংকার কারণ নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না"–(বাকারাঃ ২৭৪)।

১৪–অনুচ্ছেদ ঃ গোপনে দান করা। আবু হুরাইরা (রাঃ) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি এতটা গোপনভাবে দান করল যে, তার ডান হাত কি খরচ করল তা তার বাম হাতও জানতে পাল না। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَقَوْلُهُ تَعَالٰى اِنْ تُبْدُوْا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِىَ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّاٰتِكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ .

"যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান কর তবে তা উৎকৃষ্ট, আর যদি তোমরা তা গোপনে কর এবং দরিদ্রকে প্রদান কর তবে সেটাও তোমাদের জন্য উত্তম। আর (এ দানের বরকতে) আল্লাহ তোমাদের পাপও মোচন করে দেবেন। আল্লাহ তোমাদের কার্যক্রম সম্পর্কে পুরোপুরি খবর রাখেন"–(বাকারাঃ ২৭১)।

১৫–অনুচ্ছেদ ঃ অজান্তে কোন ধনী ব্যক্তিকে যাকাত বা দান–খয়রাত করলে।

١٣٢٩. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لاَ تَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِى يَدِ سَارِقٍ فَاَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ تُصُدِّقَ عَلٰى سَارِقٍ فَقَالَ اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لاَ تَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِىْ يَدِ زَانِيَةٍ فَاَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ تُصَدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلٰى زَانِيَةٍ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلٰى زَانِيَةٍ لاَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِى يَدِ غَنِىٍّ فَاَصبَحُوا يَتَحَدَّثُوْنَ تُصُدِّقَ عَلٰى غَنِىٍّ فَقَالَ اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلٰى سَارِقٍ وَعَلٰى زَانِيَةٍ وَعَلٰى غَنِىٍّ فَاُتِىَ فَقِيْلَ لَهُ اَمَّا صَدَقَتُكَ عَلٰى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ اَن يَّسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ وَاَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا اَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا وَاَمَّا الْغَنِىُّ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا اَعْطَاهُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ .

১৩২৯. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ একদা এক ব্যক্তি বলল, অবশ্যই আমি কিছু দান–খয়রাত করব। অতপর সে তার দানের অর্থ নিয়ে বের হলো এবং একটি চোরের হাতে তা সমর্পণ করল। সকাল বেলা লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, একটি চোরকে দান করা হয়েছে। লোকটি বললঃ 'হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা

তোমারই, আমি অবশ্যই (রাতের বেলা) আবারও কিছু দান–খয়রাত করব। আবার সে তার দানের অর্থ নিয়ে বের হল এবং (অজ্ঞাতে) একটি ব্যভিচারিণীকে তা দান করল। সকাল বেলা লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, এ রাতে একটি যেনাকারিণীকে দান করা হয়েছে। লোকটি বললঃ হে আল্লাহ! সব প্রশংসা তোমারই; একটি যেনাকারিণীকে (দান করা হল?)। আমি অবশ্যই (এ রাতেও) কিছু দান করব। সুতরাং (পুনরায়) সে তার দান–খয়রাত নিয়ে বের হল এবং (নিজের অজ্ঞাতে) তা এক ধনী ব্যক্তিকে দিয়ে দিল। সকাল বেলা লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, একজন ধনীকে দান করা হয়েছে। লোকটি বলল ঃ হে আল্লাহ! সব প্রশংসা তোমারই। একটি চোর, একটি যেনাকারিণী ও একজন ধনীকে (দান করা হল)। পরে (স্বপ্নযোগে) তাকে বলা হল, তোমার এসব দানের ব্যাপারে কথা এই যে, হয়ত বা এর কারণে চোরটি চৌর্যবৃত্তি থেকে বিরত থাকবে; এবং যেনাকারিণী হয়ত যেনা থেকে বিরত থাকবে, আর ধনী ব্যক্তি হয়ত (এ থেকে) উপদেশ গ্রহণ করবে এবং ফলতঃ আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তা থেকে কিছু দান করবে।

১৬–অনুচ্ছেদ ঃ অজ্ঞাতে নিজের পুত্রকে দান করা।

١٣٣٠. عَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنَا وَاَبِى وَجَدِّى وَخَطَبَ عَلَىَّ فَاَنْكَحَنِىْ وَخَاصَمْتُ اِلَيْهِ وَكَانَ اَبِىْ يَزِيْدُ اَخْرَجَ دَنَانِيْرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِى الْمَسْجِدِ فَجِئْتُ فَاَخَذْتُهَا فَاَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ وَاللّٰهِ مَااِيَّاكَ اَرَدْتُّ فَخَاصَمْتُهُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيْدُ وَلَكَ مَااَخَذْتَ يَامَعْنُ .

১৩৩০. মা'ন ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা, আমার দাদা ও আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর নিকট বায়আত করেছিলাম। তিনি আমার বিয়ের পয়গাম পাঠান এবং আমাকে বিয়েও করান। (একবার) আমি তাঁর নিকট একটি নালিশ নিয়ে গেলাম। (নালিশটি এই) আমার পিতা ইয়াযীদ দান করার জন্য কয়েকটি দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) বের করলেন এবং মসজিদে এক ব্যক্তির নিকট তা রেখে দিলেন (এবং তাকে দান করার অনুমতিও দিলেন)। অতপর আমি গিয়ে তা (দান–স্বরূপ) গ্রহণ করলাম এবং তা নিয়ে আমার পিতার নিকট হাযির হলাম। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তো তোমাকে দান (করার) ইচ্ছা করিনি। আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর নিকট নালিশ করলাম। তিনি বললেনঃ হে ইয়াযীদ! তুমি যে (পূণ্যের) নিয়াত করেছিলে তা তোমার (অর্থাৎ দানের সওয়াব তুমি ঠিকই পাবে) এবং হে মা'ন! তুমি যা গ্রহণ করেছ তা তোমারই।

১৭–অনুচ্ছেদ ঃ ডান হাতে দান করা।

١٣٣١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظِلِّهٖ يَوْمَ لاَ ظِلَّ اِلاَّ

ظِلُّهُ اِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِىْ عِبَادَةِ اللّٰهِ وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ قَلْبُهُ فِىْ الْمَسَاجِدِ وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِى اللّٰهِ اِجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَّجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّى اَخَافُ اللّٰهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَاَخْفَاهَا حَتّٰى لاَ تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ.

১৩৩১. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ (কিয়ামত দিবসে) তাঁর (আরশের) ছায়াতলে আশ্রয় দিবেন, যে দিন তাঁর ছায়া ছাড়া কোন ছায়া (আশ্রয়) থাকবে না। (১) ন্যায়পরায়ণ ইমাম (রাষ্ট্রনায়ক), (২) ঐ যুবক যে আল্লাহর ইবাদাতের মধ্যে বড় হয়েছে, (৩) ঐ ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে লেগে রয়েছে (অর্থাৎ জামাআতের প্রতি যে উন্মুখ থাকে), (৪) ঐ দুই ব্যক্তি যারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একে অন্যকে ভালবেসেছে এবং তাতে অবিচল রয়েছে, কিংবা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়েছে (তাও আল্লাহর উদ্দেশ্যে), (৫) ঐ ব্যক্তি যাকে কোন অভিজাত সুন্দরী নারী (ব্যভিচারের দিকে) আহবান করে আর (তদুত্তরে) সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি, (৬) ঐ ব্যক্তি যে কিছু দান করল এবং তা এতটা গোপনভাবে করল যে, তার বাম হাত জানতে পারল না তার ডান হাত কি দান করেছে এবং (৭) ঐ ব্যক্তি যে একাকী বসে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তার চোখ দু'টো (আল্লাহর ভয়ে) অশ্রুপাত করে।

١٣٣٢. عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ تَصَدَّقُوْا فَسَيَاتِىْ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِىْ الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهٖ فَيَقُوْلُ الرَّجُلُ لَوْ جِئْتَ بِهَا بِالْاَمْسِ لَقَبِلْتُهَا مِنْكَ فَاَمَّا الْيَوْمَ فَلاَ حَاجَةَ لِىْ فِيْهَا

১৩৩২. হারিসা ইবনে ওয়াহ্‌ব আল–খুযায়ী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সঃ)–কে বলতে শুনেছিঃ তোমরা দান–খয়রাত কর। কেননা তোমাদের ওপর এমন এক সময় আসবে যখন কোন লোক তার যাকাত নিয়ে ঘুরতে থাকবে (কিন্তু দেয়ার মত কাউকে পাবে না)। লোকে বলবে, যদি গতকাল এটা নিয়ে আসতে, তবে অবশ্যই আমি তা তোমার কাছ থেকে গ্রহণ করতাম। কিন্তু আজ আর আমার এর প্রয়োজন নেই।

১৮–অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি তার খাদেমকে দান করতে বলল, নিজের হাতে দান করল না। আবু মূসা (রা) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, সে (খাদেম)–ও দানকারী হিসেবে পরিগণিত হবে।

١٣٣٣. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ

مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا اَجْرُهَا بِمَا اَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا اَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذٰلِكَ لاَيَنْقُصُ بَعْضُهُمْ اَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا .

১৩৩৩. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ যদি কোন স্ত্রীলোক কোন ক্ষতিসাধন ব্যতিরেকে তার ঘরের খাদ্য-সামগ্রী থেকে কিছু দান করে তবে সে সওয়াব পাবে। কেননা সে দান করেছে এবং তার স্বামীও সওয়াব পাবে, যেহেতু সে উপার্জন করেছে। আর খাজাঞ্চীও অনুরূপ সওয়াব পাবে। তাদের কেউ কারো সওয়াব বিন্দুমাত্র হ্রাস করতে পারবে না।

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ সচ্ছলতা বজায় রেখে দান-খয়রাত করা উচিত। যে ব্যক্তি দান করল অথচ সে নিজেই অভাবী কিংবা তার পরিবার-পরিজন অভাবগ্রস্থ অথবা সে ঋণগ্রস্থ, এমতাবস্থায় (তার জন্য) দান, হেবা (উপঢৌকন) ও গোলাম আযাদ করার চাইতে ঋণ পরিশোধ সর্বাধিক জরুরী। এরূপ দান (আল্লাহর নিকট) প্রত্যাখাত। কেননা অন্যের মাল বিনষ্ট করার অধিকার তার (দানকারীর) নেই। নবী (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি লোকদের মাল বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে অন্যের সম্পদ হস্তগত করে আল্লাহ তাকে ধ্বংস করে ছাড়বেন। হাঁ যদি ঐ ব্যক্তি (দানকারী) ধৈর্যশীল হিসেবে সুপরিচিত হয় এং নিজের অসচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও অপরকে নিজের ওপর অগ্রাধিকার দিতে সক্ষম হয় (তবে তার কথা স্বতন্ত্র)। যেমন আবু বাকর (রাঃ) করেছেন, তিনি যখন নিজের ধন-সম্পদ দান করলেন, তখন সব সম্পদ দান করে দিলেন। এমনিভাবে আনসারগণ মুহাজিরদেরকে নিজেদের ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আর (যেহেতু) নবী (সঃ) ধন-সম্পদ বিনষ্ট করতে নিষেধ করেছেন, সুতরাং দানের নামে লোকদের ধন-সম্পদ বিনষ্ট করার তার (দাতার) অধিকার নেই। কা'ব ইবনে মালেক (রা) বলেনঃ আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল। আমার তওবা কবুল হওয়ার কারণে আমি আমার সমস্ত মাল আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উদ্দেশ্যে দান করে দিতে চাই (কেননা এ মালের কারণেই আমি জিহাদে শরীক হতে পারিনি)। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন ঃ কিছু মাল তোমার নিজের জন্য রাখ। আর সেটাই হবে তোমার জন্য উত্তম। আমি বললামঃ আমি আমার খায়বারের (যমীনের) অংশটুকু নিজের জন্য রাখলাম।

١٣٣٤. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ .

১৩৩৪. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ অভাবমুক্ত থেকে যে দান করা হয় সেটাই সর্বোত্তম দান এবং নিজের পোষ্য আত্মীয়দের দিয়ে (দান-খয়রাত) শুরু কর।

١٣٣٥. عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلٰى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَمَنْ يَّسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَّسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهُ .

১৩৩৫. হাকীম ইবনে হিযাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ ওপরের হাত নীচের হাত থেকে উত্তম। নিজের পোষ্য (আত্মীয়)-দের দিয়ে (দান-খয়রাত) শুরু কর। অভাবমুক্ত থেকে যে দান করা হয় সেটাই উত্তম দান। যে ব্যক্তি অন্যের কাছে হাত না পেতে পবিত্র থাকতে চায় আল্লাহ তাকে (তা থেকে) পবিত্র রাখেন এবং যে স্বনির্ভর থাকতে চায় আল্লাহ তাকে অভাবমুক্ত রাখেন।

١٣٣٦. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ وَالْمَسْاَلَةَ اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلٰى فَالْيَدُ الْعُلْيَا هِىَ الْمُنْفِقَةُ وَالسُّفْلٰى هِىَ السَّائِلَةُ .

১৩৩৬. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) মিম্বারে দাঁড়িয়ে দান-খয়রাত, পরমুখাপেক্ষীহীনতা ও ভিক্ষা থেকে নিবৃত্তির উল্লেখ করে বললেনঃ ওপরের হাত নীচের হাত থেকে উত্তম। ওপরের হাত হল দানকারীর এবং নীচের হাত হল দান প্রার্থীর।

২০-অনুচ্ছেদ ঃ কিছু দান-খয়রাত করে খোঁটা দেওয়া নিন্দনীয়। মহান আল্লাহ বলেনঃ

لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُوْنَ مَا اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلاَ اَذًى لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ .

"যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে, অতপর যা তারা ব্যয় করে তার জন্য (দান গ্রহীতাকে) গঞ্জনা (খোঁটা) না দেয় এবং ক্লেশ প্রদান না করে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার রয়েছে, তাদের জন্য কোনরূপ আশংকার কারণ নেই এবং তারা চিন্তিত হবে না"-(বাকারাঃ ২৬২)।

২১-অনুচ্ছেদ ঃ যিনি তড়িঘড়ি দান-খয়রাত করা পসন্দ করেন।

١٣٣٧. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ صَلّٰى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ الْعَصْرَ فَاَسْرَعَ ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ فَلَمْ يَلْبَثْ اَنْ خَرَجَ فَقُلْتُ اَوْ قِيْلَ لَهُ فَقَالَ كُنْتُ خَلَّفْتُ فِى الْبَيْتِ تِبْرًا مِنَ الصَّدَقَةِ فَكَرِهْتُ اَنْ اُبَيِّتَهُ فَقَسَمْتُهُ .

১৩৩৭. উকবা ইবনে হারিস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) একদিন আসরের নামায সমাপন করে খুব তড়িঘড়ি ঘরে প্রবেশ করলেন এবং কিছুক্ষণ পর আবার বেরিয়ে এলেন। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, অথবা তাঁকে (এ তড়িঘড়ির কারণ) জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেনঃ সদকার এক টুকরা কাঁচা সোনা আমি ঘরে রেখে এসেছিলাম। আর সদকার মাল ঘরে রেখে রাত যাপন করাটা আমার অপসন্দনীয়। তাই তা আমি বন্টন করে দিয়ে এলাম।

২২–অনুচ্ছেদ : দান–খয়রাতের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা এবং এ ব্যাপারে সুপারিশ করা।

١٣٣٨. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ عِيدٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلُ وَلاَ بَعْدُ ثُمَّ مَالَ عَلَى النِّسَاءِ وَبِلاَلٌ مَعَهُ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْقُلْبَ وَالْخُرْصَ .

১৩৩৮. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) ঈদের দিন নবী (সঃ) বের হলেন এবং দুই রাকাত নামায আদায় করলেন। তার আগে ও পরে তিনি কোন নামায (নফল বা সুন্নাত) পড়েননি। অতপর তিনি মহিলাদের লক্ষ্য করে তাদের ওয়াজ নসীহত করলেন। (এ সময়) বিলাল (রা) তাঁর সাথে ছিলেন। তারপর তিনি তাদেরকে দান–খয়রাত করতে আদেশ দিলেন। তখন মহিলারা তাদের চুড়ি ও কানবালা খুলে দিতে থাকল।

١٣٣٩. عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ اَوْ طُلِبَتْ اِلَيْهِ حَاجَةٌ قَالَ اِشْفَعُوْا تُؤْجَرُوْا وَيَقْضِيْ اللّٰهُ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَاشَاءَ .

১৩৩৯. আবু মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন কোন সাহায্য প্রার্থী রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর নিকট আসত, কিংবা তাঁর নিকট কোন প্রয়োজন মিটাবার আবেদন করা হত, তখন তিনি বলতেনঃ তোমরা সুপারিশ কর, তার জন্য তোমরা পূণ্য লাভ করবে। আল্লাহ তাঁর নবীর যবনীতে যা চান তাই আদেশ করেন।

١٣٤٠. عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ تُوْكِيْ فَيُوكَى عَلَيْكِ .

১৩৪০. আসমা বিনতে আবু বাকর (রাঃ) বলেন, নবী (সঃ) আমাকে বলেছেনঃ (দান না করে) সম্পদ আটকে রেখো না, তাহলে তোমার ক্ষেত্রেও (না দিয়ে) আটক করে রাখা হবে।

١٣٤١. عَنْ عَبْدَةَ وَقَالَ لاَ تُحْصِي فَيُحْصِي اللّٰهُ عَلَيْكِ .

১৩৪১. আবদা ইবনে সালামা (রঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) আসমা (রা) কে বলেছেনঃ (দান না করে) গুণে গুণে সঞ্চয় করে রেখো না, তাহলে আল্লাহও তোমাকে না দিয়ে জমা করে রাখবেন।

২৩–অনুচ্ছেদ ঃ সামর্থ অনুযায়ী দান করা।

١٣٤٢. عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ اَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ لاَ تُوْعِى فَيُوْعِىَ اللّٰهُ عَلَيْكِ اَرْضَخِى مَا اسْتَطَعْتِ .

১৩৪২. আসমা বিনতে আবু বাক্‌র (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সঃ)–এর নিকট আসলেন। নবী (সঃ) (তাকে) বললেনঃ (টাকা–পয়সা) থলেতে আবদ্ধ করে রেখো না, তাহলে আল্লাহও তোমাকে না দিয়ে আবদ্ধ করে রাখবেন, যতটুকু সাধ্যে কুলোয় দান কর।

২৪–অনুচ্ছেদ ঃ দান–খয়রাতে পাপ মোচন হয়।

١٣٤٣. عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اَيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيْثَ رَسُوْلِ اللّٰهِ عَنِ الْفِتْنَةِ قَالَ قُلْتُ اَنَا اَحْفَظُهُ كَمَا قَالَ قَالَ اِنَّكَ عَلَيْهِ لَجَرِىءٌ فَكَيْفَ قَالَ قُلْتُ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِىْ اَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلٰوةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْمَعْرُوْفُ قَالَ سُلَيْمٰنُ قَدْ كَانَ يَقُوْلُ الصَّلٰوةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ لَيْسَ هٰذِهِ اُرِيْدُ وَلٰكِنِّى اُرِيْدُ الَّتِى تَمُوْجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ قَالَ قُلْتُ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بَأْسٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَكَ بَابٌ مُغْلَقٌ قَالَ فَيُكْسَرُ الْبَابُ اَوْ يُفْتَحُ قَالَ قُلْتُ لاَ بَلْ يُكْسَرُ فَاِنَّهُ اِذَا كُسِرَ لَمْ يُغْلَقْ اَبَدًا قَالَ قُلْتُ اَجَلْ فَهِبْنَا اَنْ نَسْاَلَهُ مَنِ الْبَابُ فَقُلْنَا لِمَسْرُوْقٍ سَلْهُ قَالَ فَسَاَلَهُ فَقَالَ عُمَرُ قَالَ فَقُلْنَا فَعَلِمَ عُمَرُ مَنْ تَعْنِىْ قَالَ نَعَمْ كَمَا اَنَّ دُوْنَ غَدٍ لَيْلَةً وَذٰلِكَ اَنِّى حَدَّثْتُهُ حَدِيْثًا لَيْسَ بِالْاَغَالِيْطِ .

১৩৪৩. হুযাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "একদা উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) (আমাদের লক্ষ্য করে) বললেন, বিপর্যয় (ফেতনা) সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর হাদীস তোমাদের মধ্যে কার স্মরণ রয়েছে? হুযাইফা (রা) বলেন, আমি বললাম, তিনি (এ সম্পর্কে) যা বলেছেন আমি তা হুবহু স্মরণ রেখেছি। উমর (রা) বললেনঃ তুমি তো দেখছি এ ব্যাপারে বড় সাহসী, আচ্ছা বল তো! তিনি (হুযাইফা) বলেন, আমি বললাম, হাদীসটি এই যে, মানুষের পরিবার–পরিজন, সন্তান–সন্ততি ও প্রতিবেশীকে কেন্দ্র করে যে বিবাদের সূত্রপাত হয় নামায, দান–খয়রাত ও ন্যায়ের আদেশ তার জন্য কাফ্‌ফারা স্বরূপ। (রাবী) সুলায়মান বলেন, কখনো তিনি (আবু ওয়াইল) এভাবে বলতেন, নামায, দান–খয়রাত, ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায় থেকে নিষেধ (তার জন্য কাফ্‌ফারা স্বরূপ)। তিনি [উমর রাঃ] বললেন, আমার উদ্দেশ্য এটা নয়; বরং আমি ঐ ফেতনা সম্পর্কে জানতে

চাচ্ছি যা সমুদ্র–তরঙ্গের ন্যায় উত্থিত হবে। হুযাইফা (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিমীন! সে সম্পর্কে আপনার কোন ভয়ের কারণ নেই। (কেননা) আপনার ও তার মাঝে একটি রুদ্ধ দ্বার রয়েছে। তিনি [উমর রাঃ] বললেন, ঐ (রুদ্ধ) দ্বার ভাঙ্গা হবে, না খোলা হবে? হুযাইফা (রা) বলেন, আমি বললাম, না; বরং ভাঙ্গা হবে। তিনি [উমর রাঃ] বললেন, যদি ভাঙ্গা হয় তবে তো ওটা আর কখনো বন্ধ হবে না। হুযাইফা (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হাঁ। [আবু ওয়াইল রাঃ বললেনঃ] ঐ (রুদ্ধ) দ্বার কে, তা আমরা হুযাইফাকে জিজ্ঞেস করতে ভয় পেলাম। তাই আমরা মাসরূককে বললাম, তাঁকে (হুযাইফাকে) জিজ্ঞেস করুন। মাসরূক (রঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, (ঐ রুদ্ধ–দ্বার হল) উমর। আবু ওয়াইল (রঃ) বলেন, আমরা (আবার) জিজ্ঞেন করলাম, উমর কি জানেন আপনি তাঁকে বুঝাচ্ছেন? তিনি (হুযাইফা) বললেন, হাঁ, এরূপ (দৃঢ়)–ভাবে জানেন যেমন আগামী কালের পূর্বে আজকের রাত। কেননা আমি তাঁকে এমন একটি হাদীস বলেছি যা ভুল নয়।

২৫–অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি মুশরিক অবস্থায় দান–খয়রাত করল, পরে মুসলমান হল।

١٣٤٤. عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَأَيْتَ اَشْيَاءَ كُنْتُ اَتَحَنَّثُ بِهَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ اَوْ عَتَاقَةٍ وَصِلَةِ رَحِمٍ فَهَلْ فِيْهَا مِنْ اَجْرٍ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَسْلَمْتَ عَلٰى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ .

১৩৪৪. হাকীম ইবনে হিযাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে রসূলুল্লাহ! আমাকে বলুন, অজ্ঞতার যুগে ধর্মকাজ মনে করে যে দান–খয়রাত অথবা দাসমুক্তি কিংবা রক্ত–বন্ধন সংযুক্ত রাখা (আত্মীয়তা রক্ষা করা) প্রভৃতি কাজ করতাম তার জন্য কোন প্রতিদান পাওয়া যাবে কি? তখন নবী (সঃ) বললেনঃ অতীতে সম্পন্ন পূণ্য কাজ সমেতই তুমি মুসলমান হয়েছ।

২৬–অনুচ্ছেদ ঃ যে খাদেম কোনরূপ ক্ষতি না করে তার মনিবের আদেশে দান করে, তার প্রতিদান প্রসঙ্গে।

١٣٤٥. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْاَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا اَجْرُهَا وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذٰلِكَ .

১৩৪৫. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যদি কোন স্ত্রীলোক (পরিবারের) ক্ষতি সাধন না করে তার স্বামীর খাদ্য–সামগ্রী থেকে কিছু দান করে, তবে সে পূণ্য লাভ করবে (যেহেতু সে দান করেছে) এবং তার স্বামীও (পূণ্য লাভ করবে) যেহেতু সে উপার্জন করেছে। আর খাজাঞ্চীও অনুরূপ পূণ্য লাভ করবে।

١٣٤٦ . عَنْ اَبِىْ مُوْسَى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَلْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الْاَمِيْنُ الَّذِىْ يُنَفِّذُ وَرُبَّمَا قَالَ يُعْطِى مَا اُمِرَ بِهٖ كَامِلاً مُوَفَّرًا طَيِّبًا بِهٖ نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ اِلَى الَّذِىْ اُمِرَ لَهُ بِهٖ اَحَدُ الْمُتَصَدِّقِيْنَ .

১৩৪৬. আবু মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ যে বিশ্বস্ত মুসলিম খাজাঞ্চী তাকে যা আদেশ করা হয়েছে তা পুরোপুরিভাবে সন্তুষ্টচিত্তে কাজে পরিণত করে কিংবা (যা দান করতে বলা হয়েছে তা) দান করে এবং যাকে যা দেয়ার জন্য বলা হয়েছে তাকে তা পৌছে দেয় সে দানকারীদ্বয়ের একজন (অপর জন দাতা স্বয়ং)।

২৭–অনুচ্ছেদঃ যে স্ত্রী ক্ষতি সাধন না করে স্বামীর ঘর থেকে কিছু দান–খয়রাত করে কিংবা কাউকে কিছু খেতে দেয়, তার প্রতিদান প্রসঙ্গে।

١٣٤٧ . عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْاَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَاِذَا اَطْعَمَتِ الْمَرْاَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ لَهَا اَجْرُهَا وَلَهُ مِثْلُهُ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذٰلِكَ لَهُ بِمَا اكْتَسَبَ وَلَهَا بِمَا اَنْفَقَتْ .

১৩৪৭. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সঃ) বলেছেনঃ যদি কোন স্ত্রী কোন–রূপ ক্ষতি সাধন না করে স্বামীর ঘর থেকে কিছু দান–খয়রাত করে কিংবা যদি কোন স্ত্রী স্বামীর ঘর থেকে কাউকে কিছু খেতে দেয়, তবে সে পূণ্য লাভ করবে এবং তার স্বামীও অনুরূপ পূণ্য লাভ করবে। আর খাজাঞ্চীও ঐ পরিমাণ পূণ্য পাবে। স্বামী এজন্য পাবে যে, সে উপার্জন করেছে, আর স্ত্রী এজন্য পাবে যে, সে দান করেছে।

١٣٤٨. عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا اَنْفَقَتِ الْمَرْاَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ فَلَهَا اَجْرُهَا وَلِلزَّوْجِ بِمَا اكْتَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذٰلِكَ .

১৩৪৮. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন ঃ যদি কোন স্ত্রীলোক ক্ষতি সাধন না করে তার ঘরের খাদ্যসামগ্রী থেকে কিছু দান করে, তবে সে এর সওয়াব পাবে এবং তার স্বামীও (সওয়াব পাবে), যেহেতু সে উপার্জন করেছে। আর খাযাঞ্চীও অনুরূপ সওয়াব লাভ করবে।

২৮–অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী–

قَوْلَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرٰى وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرٰى –

"যে ব্যক্তি দান করে এবং আল্লাহকে ভয় করে আর উত্তম বিষয়কে সত্য বলে মানে, অচিরেই আমি তার জন্য (শান্তির) সহজ পথকে আরো সহজ করে দেব। কিন্তু যে ব্যক্তি কৃপণতা করে ও বেপরোয়া হয় এবং উত্তম বিষয়ে অসত্য আরোপ করে, সত্বরই আমি তার জন্য (শাস্তির পথকে সুগম করে দেব" –(আল–লাইলঃ ৫–১০)। (ফেরেশতারা দোআ করেঃ হে আল্লাহ! দানকারীকে পুরস্কৃত কর।

١٣٤٩. عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ الاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُوْلُ اَحَدُهُمَا اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا وَيَقُوْلُ الاٰخَرُ اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا .

১৩৪৯. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ প্রতিদিন প্রত্যুষে যখন (আল্লাহর) বান্দারা ঘুম থেকে ওঠে তখন দু'জন ফেরেশতা আসমান থেকে নেমে আসে। তাদের একজন বলতে থাকেঃ হে আল্লাহ! দাতাকে পুরস্কৃত কর এবং অপরজন বলতে থাকে ঃ হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস কর।

২৯–অনুচ্ছেদ ঃ দাতা ও কৃপণের উপমা।

١٣٥٠. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَثَلُ الْبَخِيْلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيْدٍ .

عَن اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَثَلُ الْبَخِيْلِ وَالْمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيْدٍ مِنْ ثُدِيِّهِمَا اِلٰى تَرَاقِيْهِمَا فَاَمَّا الْمُنْفِقُ فَلاَ يُنْفِقُ الاَّ سَبَغَتْ اَوْ وَفَرَتْ عَلٰى جِلْدِهٖ حَتّٰى تُخْفِى بَنَانَهُ وَتَعْفُوْ اَثَرَهُ وَاَمَّا الْبَخِيْلُ فَلاَ يُرِيْدُ اَنْ يُنْفِقَ شَيْئًا الاَّ لَزِقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا فَهُوَ يُوَسِّعُهَا فَلاَ تَتَّسِعُ .

১৩৫০. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেনঃ কৃপণ ও দানশীল ব্যক্তিদ্বয়ের উপমা এরূপ দুই ব্যক্তির মত যাদের দু'জনের গায়ে দুটি লৌহবর্ম রয়েছে। আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে অপর একটি রিওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)–কে বলতে শুনেছেনঃ কৃপণ এবং দাতার উপমা এরূপ দুই ব্যক্তির অনুরূপ যাদের দু'জনের দেহে বুক থেকে কণ্ঠনালী (গলা) পর্যন্ত দু'টি লৌহবর্ম রয়েছে। দাতা যাদের দু'জনের দেহে বুক থেকে কণ্ঠনালী (গলা) পর্যন্ত দু'টি লৌহবর্ম রয়েছে। দাতা যখনই দান করতে উদ্যত হয়, তখন ঐ বর্ম তার শরীরে ঢিলা ও বিস্তৃত হয়ে পড়ে। এমনকি তা তার নখাগ্র পর্যন্ত আবৃত করে ফেলে এবং তার পদচিহ্ন মুছে দেয়। কিন্তু কৃপণ ব্যক্তি

যখনই কিছু দান করতে ইচ্ছা করে তখন বর্মের প্রতিটি আংটা স্বস্থানে দৃঢ়ভাবে এঁটে যায়। সে বর্মটিকে প্রশস্ত ও ঢিলা করতে চায় কিন্তু তা ঢিলা হয় না।

৩০–অনুচ্ছেদ : উপার্জন ও ব্যবসায়িক পণ্য থেকে দান–খয়রাত করা। মহান আল্লাহ বলেনঃ

لِقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلاَّ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ .

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি মাটি (ভূমি) থেকে তোমাদের জন্য যা উৎপাদন করি তার মধ্য থেকে যা উৎকৃষ্ট তা থেকে দান কর। তা থেকে নিকৃষ্ট বস্তু দান করার ইচ্ছা কর না। (কেননা) তোমরা নিজেরাও তো ঐরূপ বস্তু (কারো কাছ থেকে) ভ্রূকুঞ্চিত না করে নিতে চাও না এবং জেনে রেখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং প্রশংসিত" –(বাকারাঃ ২৬৭)।

৩১–অনুচ্ছেদ : প্রত্যেক মুসলমানেরই দান–খয়রাত করা কর্তব্য। যদি তাতে অসমর্থ হয় তবে সে যেন সৎকাজ করে।

١٣٥١. عَنْ جَدِّ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى بُرْدَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ فَقَالَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَقَالَ يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوْا فَاِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يُعِيْنُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوْفِ قَالُوْا فَاِنْ لَّمْ يَجِدْ قَالَ فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوْفِ وَالْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَاِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ .

১৩৫১. সাঈদ ইবনে আবু বুরদার দাদা (আবু মূসা আশআরী রাঃ) থেকে। নবী (সঃ) বলেছেনঃ প্রত্যেক মুসলমানেরই দান-খয়রাত করা কর্তব্য। সাহাবারা বললেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! যার কিছু নেই (সে কি করবে)? তিনি বললেন, সে নিজ হাত দিয়ে কাজ (শ্রম) করবে, ফলে সে নিজেও লাভবান হবে এবং দানও করতে পারবে। তাঁরা বললেন, যদি সে তাতেও অক্ষম হয়? তিনি বললেন : তবে সে অভাবী ও দুর্দশাগ্রস্তের (কাজে) সাহায্য করবে। সাহাবারা বলেন, যদি সে তাতেও সক্ষম না হয়? তিনি বললেন, তবে সে যেন সৎকাজ করে এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকে। এটাই তার জন্য সদকা।

৩২–অনুচ্ছেদ : যাকাত কি পরিমাণ দিতে হবে? যে ব্যক্তি বকরী দান করল।

١٣٥٢. عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ اَنَّهَا قَالَتْ بُعِثَ اِلٰى نُسَيْبَةَ الْاَنْصَارِيَّةِ بِشَاةٍ فَاَرْسَلَتْ اِلٰى

عَائِشَةَ مِنْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَكُمْ شَىْءٌ فَقَالَتْ لاَ اِلاَّ مَا اَرْسَلَتْ بِهِ نُسَيْبَةُ مِنْ ذٰلِكَ الشَّاةِ فَقَالَ هَاتِ فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا .

১৩৫২. উম্মে আতিয়্যা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসার–রমনী নুসাইবা'র[১৩] নিকট (সদকার) একটি বকরী [নবী (সঃ) কর্তৃক] প্রেরিত হয়েছিল এবং সে (নুসাইবা) তা থেকে কিছু (গোশত) আয়েশা (রা)–র নিকট পাঠিয়েছিল। নবী (সঃ) তাঁকে (আয়েশাকে) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নিকট কিছু (খাবার) আছে? তিনি উত্তর দিলেন, ঐ বকরীটির যে গোশত নুসাইবা পাঠিয়েছে তাছাড়া অন্য কিছু নেই। তিনি [নবী সঃ] বললেন, নিয়ে আস, ওটা (সদকা) যথাস্থানে পৌঁছে গেছে।

৩৩–অনুচ্ছেদ ঃ রূপার যাকাত।

١٣٥٣. عَنْ اَبِى سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ فِىْ دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الْاِبِلِ وَلَيْسَ فِىْ مَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِىْ مَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ .

১৩৫৩. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেনঃ উটের মধ্যে পাঁচটির কমে যাকাত নেই,[১৪] (রূপার মধ্যে) পাঁচ উকিয়ার কমে যাকাত নেই এবং (শস্যের মধ্যে) পাঁচ ওয়াসাকের কম হলে কোন যাকাত নেই।

---

১৩. নুসাইবা উম্মে আতিয়্যা (রা)–রই নাম। নিজেই নিজের বিবরণ দিতে গিয়ে তৃতীয় পুরুষ (3rd person) ব্যবহার করেছেন।

১৪. এক নজরে বিভিন্ন সম্পদের যাকাতের পরিমাণঃ

(১) উটঃ ৫ থেকে ২৪টি পর্যন্ত উটের যাকাত–

০ প্রতি ৫টিতে ১টি বকরী দিতে হবে।

০ ২৫	থেকে	৩৫	পর্যন্ত	১টি ২	বছরের	মাদী	উট।
০ ৩৬	”	৪৫	”	১টি ৩	”	”	”
০ ৪৬	”	৬০	”	১টি ৪	” ”	”	
০ ৬১	”	৭৫	”	১টি ৫	” ”	”	
০ ৭৬	”	৯০	”	১টি ৩	” ”	”	
০ ৯১	”	১২০	”	২টি ৪	”	”	”
অতপর প্রতি	৪০টিতে	১টি ৩		”	”	”	
আর প্রতি		৫০	”	১টি ৪	”	”	”

(২) গরুঃ

০ প্রতি ৩০টিতে ১টি ১ বছরের গাভী

০ প্রতি ৪০টিতে ১টি ২ বছরের গাভী

١٣٥٤. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ بِهٰذَا

১৩৫৪. আবু সাঈদ (খুদরী) (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সঃ) থেকে (ওপরে বর্ণিত) এ হাদীসটি শুনেছি।

৩৪—অনুচ্ছেদ ঃ যাকাত বাবত (সোনা—রূপার পরিবর্তে) পণ্য—সামগ্রী দান করা। তাউস (র) বলেন, মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) (যাকাত আদায় করতে গিয়ে) ইয়েমেনবাসীকে বললেন, তোমরা যাকাত বাবত যব ও ভুট্টা (ইত্যাদির) পরিবর্তে বস্ত্র জাতীয় পণ্য অর্থাৎ চাদর কিংবা পোশাক আমার নিকট নিয়ে আস। এটা (যেমন) তোমাদের জন্যও সহজ হবে (তেমনী) মদীনায় নবী (সঃ)—এর সাহাবীদের পক্ষেও উত্তম হবে। নবী (সঃ) বলেছেনঃ খালিদ ইবনে ওলীদ তার লৌহবর্ম তথা যুদ্ধের হাতিয়ার আল্লাহর পথে (লড়ার জন্য) ওয়াকফ করে দিয়েছে।

নবী (সঃ) (একদা স্ত্রীলোকদের লক্ষ্য করে) বলেন, তোমরা তোমাদের অলংকার হলেও দান কর। [ইমাম বুখারী (র) বলেন, এতে বুঝা যায়, নবী (সঃ) দানের ক্ষেত্রে পণ্য—সামগ্রী ও অন্যান্য জিনিসের মধ্যে পার্থক্য করেননি]। তখন স্ত্রীলোকেরা তাদের কানবালা ও গলার হার খুলে দান করতে লাগল। ইমাম বুখারী (র) বলেন, নবী (সঃ) সোনা—রূপাকে পণ্য—সামগ্রী থেকে আলাদা করেননি।

١٣٥٥. عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ الَّتِى اَمَرَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَةُ بِنْتِ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُوْنٍ فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيْهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا اَوْ شَاتَيْنِ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلٰى وَجْهِهَا وَعِنْدَهَا ابْنُ لَبُوْنٍ فَاِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْئٌ.

---

(৩) ছাগল/ ভেড়াঃ

০ ৪০	থেকে	১২০ পর্যন্ত	১টি ১ বছরের বকরী	
০১২১	”	২০০ পর্যন্ত	২টি ১	” ”
০ ২০১	”	৩০০ পর্যন্ত	৩টি ১	” ”

অতপর প্রতি শতে ১টি করে বাড়বে।

(৪) স্বর্ণঃ ৭$\frac{১}{২}$ তোলা, রূপা ঃ ৫২$\frac{১}{২}$ তোলা হলে $\frac{১}{৪০}$ যাকাত।

(৫) কৃষিজাত ঃ বিনা সেচে $\frac{১}{১০}$, সেচে $\frac{১}{২০}$।

(৬) খনিজ মালের $\frac{১}{৫}$।

(৭) অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের $\frac{১}{৪০}$।

১৩৫৫. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ ও তাঁর রসূল (যাকাত সম্পর্কে) যে আদেশ করেছিলেন আবু বাক্‌র (রাঃ) তা তাঁকে (আনাসকে) লিখে পাঠান। (তন্মধ্যে ছিল) যার যাকাত এ পরিমাণ দাঁড়ায় যে, তার ওপর পূর্ণ এক বছরের একটি বাচ্চা উষ্ট্রী দেয়া (ওয়াজিব) হয় অথচ তা তার নিকট নেই, বরং দু'বছর পূর্ণ হয়েছ এমন একটি উষ্ট্রী তার নিকট রয়েছে, তবে ওটাই তার কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে এবং যাকাত আদায়কারী তাকে বিশ দিরহাম অথবা দু'টি বকরী প্রদান করবে। আর যদি পূর্ণ এক বছরের বাচ্চা উষ্ট্রী দেয় হয় আর তা তার নিকট না থাকে, বরং পূর্ণ দুই বছরের উট তার থাকে, তবে ওটাই তার কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে, কিন্তু তার সাথে আর কিছুই দেয় হবে না।

١٣٥٦. عَنْ عَطَاءِ بْنَ اَبِىْ رَبَاحٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَشْهَدُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَصَلّٰى قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَرَاٰى اَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ فَاَتَاهُنَّ وَمَعَهُ بِلاَلٌ نَاشِرٌ ثَوْبَهُ فَوَعَظَهُنَّ وَاَمَرَهُنَّ اَنْ يَّتَصَدَّقْنَ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِى وَاَشَارَ اَيُّوْبُ اِلٰى اُذُنِهٖ وَاِلٰى حَلْقِهٖ.

১৩৫৬. ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ) সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি খুতবার পূর্বে (ঈদের) নামায পড়েন। অতপর তিনি ভাবলেন যে, স্ত্রীলোকদের তিনি তার খুতবা (ভাষণ) শুনাতে পারেননি (অর্থাৎ দূরত্বের কারণে তারা শুনতে পায়নি)। তাই তিনি তাদের নিকট আসলেন। বিলাল (রাঃ)-ও তাঁর সাথে আসলেন এবং এক খন্ড কাপড় বিস্তৃত করে ধরলেন। তারপর তিনি [সঃ] তাদেরকে নসীহত করলেন এবং দান-খয়রাত করতে আদেশ দিলেন। তখন স্ত্রীলোকেরা যে যা পারল দান করতে লাগল। এ কথা বলে বর্ণনাকারী আইউব (র) তাঁর কান ও গলার দিকে ইংগিত করেন। (অর্থাৎ স্ত্রীলোকেরা তাদের কান ও গলা থেকে অলংকারাদি খুলে কাপড়ের উপর নিক্ষেপ করতে লাগল)।

৩৫-অনুচ্ছেদ ঃ বিচ্ছিন্নগুলো একত্র ও একত্রকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। সালিম (র) ইবনে উমর (রা)-র সূত্রে নবী (সঃ) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٣٥٧. عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ الَّتِى فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ .

১৩৫৭. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) (যাকাত সম্পর্কে) যা নির্ধারিত করেছেন, আবু বাক্‌র (রাঃ) তা তাঁকে (আনাসকে) লিখে পাঠান। (তার মধ্যে এটাও ছিল) "যাকাতের ভয়ে বিচ্ছিন্নগুলোকে যেন একত্র করা না হয় এবং একত্রগুলোকে যেন বিচ্ছিন্ন করা না হয়।"[১৫]

[১৫] যাকাত দেয়ার ভয়ে অপকৌশল অবলম্বন করা যেমন-দুই ভাইয়ের পৃথক পৃথক চল্লিশটি বকরী আছে। এভাবে দু'জনের দু'টি বকরী যাকাত হিসাবে দেয়। সুতরাং তারা এ সুযোগ গ্রহণ করলো যে, একত্র করে আশিটি বকরী দেখিয়ে দিলো আর একটি বকরী যাকাত আদায় করলো, কেননা চল্লিশ থেকে একশ বিশ পর্যন্ত বকরীর জন্যও একটি বকরীই দিতে হয়।

৩৬-অনুচ্ছেদ ঃ যে মাল দুই শরীকের যৌথ মালিকানাধীন থাকে (যাকাত প্রদানের পর) তারা উভয়ে সমান হারে ভাগাভাগি করে নেবে। তাউস ও আতা (র) বলেন, যদি শরীকদ্বয় তাদের স্ব স্ব মাল সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকে তবে তাদের মালকে (যাকাত আদায়ের জন্য) একত্র করা যাবে না। সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন, শরীকদ্বয়ের প্রত্যেকের চল্লিশটি করে বকরী না হওয়া পর্যন্ত যাকাত ওয়াজিব হবে না।

١٣٥٨. عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ الَّتِي فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيْطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ .

১৩৫৮. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) (যাকাত সম্পর্কে) যা নির্দিষ্ট করেছেন আবু বাক্‌র (রাঃ) তা তাঁকে লিখে দিয়েছিলেন। (তার মধ্যে এটাও ছিল) "এবং যে মাল দুই শরীকের যৌথ মালিকানায় থাকে (যাকাত প্রদানের পর) তারা উভয়ে তা সমান হারে ভাগাভাগি করে নেবে।"

৩৭-অনুচ্ছেদ ঃ উটের যাকাত। আবু বাক্‌র, আবু যার ও আবু হুরাইরা (রাঃ) নবী (সঃ) থেকে এ সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٣٥٩. عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنَّ شَأْنَهَا شَدِيْدٌ فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ تُؤَدِّي صَدَقَتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ فَإِنَّ اللّٰهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا .

১৩৫৯. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক বেদুইন রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে হিজরত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ আরে হতভাগা! ওটা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। আচ্ছা, তোমার কি যাকাত দেওয়ার মত উট আছে? সে বলল, হাঁ। তিনি বললেন, তবে তুমি সমুদ্রের ওপারে (দূর দেশে) থেকে নেক আমল করতে থাক, আল্লাহ তোমার নেক আমল থেকে বিন্দুমাত্রও হ্রাস করবেন না।[১৬]

৩৮-অনুচ্ছেদঃ যার এক বছরের একটি বাচ্চা উষ্ট্রী যাকাত হিসাবে ধার্য হয় অথচ তা তার নিকট নেই।

١٣٦٠. عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ فَرِيْضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي أَمَرَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ ﷺ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا

অথবা কারো কাছে ষাট কিংবা সত্তর তোলা রূপা ছিল। সে যাকাতের ভয়ে কিছু রূপা বেনামা অপরকে দিয়ে রাখলো যেন তার নেসাব পূর্ণ না হয়। তাহলে যাকাত দিতে হবে না। এ ধরনের অপকৌশল অবলম্বন করা জঘন্য গোনাহর কাজ।

[১৬] অর্থাৎ দূর দেশ থেকে আল্লাহর হুকুম যথাযথ পালন করাই যথেষ্ট। সেখান থেকে হিজরত করে এখানে আসার প্রয়োজন নেই। কারণ হিজরতের বিধি-বিধান পালন করা বড়ই কঠিন ও দুরূহ।

تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ اِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ اَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا وَمَنْ
بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ
الْجَذَعَةُ وَيُعْطِيْهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا اَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ
عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ اِلاَّ بِنْتُ لَبُوْنٍ
فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُوْنٍ وَيُعْطِيْ شَاتَيْنِ اَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ
بِنْتَ لَبُوْنٍ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيُعْطِيْهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا اَوْ
شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُوْنٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَاِنَّهَا تُقْبَلُ
مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَيُعْطِيْ مَعَهَا عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا اَوْ شَاتَيْنِ .

১৩৬০. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ তাঁর রসূল (সঃ)–কে ফরয সদকা (যাকাত) সম্পর্কে যে আদেশ করেছিলেন, আবু বাক্র (রা) তা তাঁকে (আনাসকে) লিখে দিয়েছেন। (তার মধ্যে এটাও ছিল) "যার উটের সংখ্যা এত হয়েছে যে, (তার ওপর) একটি পঞ্চম বর্ষীয় উষ্ট্রী যাকাত বাবত ওয়াজিব হয় অথচ তার নিকট সেটা নেই, বরং তার নিকট রয়েছে চতুর্থ বর্ষীয়া উষ্ট্রী, তবে চতুর্থ বর্ষীয়া উষ্ট্রীই তার কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাকে এর সাথে (অতিরিক্ত) দু'টি বকরী দিতে হবে যদি এটা তার পক্ষে সহজসাধ্য হয়, অথবা বিশ দিরহাম (দিতে হবে)। আর যার উটের সংখ্যা এত হয়েছে যে, যাকাত বাবত তার ওপর একটি চতুর্থ বর্ষীয়া উষ্ট্রী দেয়, অথচ তার নিকট চতুর্থ বর্ষীয়া উষ্ট্রী নেই, বরং তার নিকট আছে পঞ্চম বর্ষীয়া উষ্ট্রী, তবে পঞ্চম বর্ষীয়া উষ্ট্রীই তার কাছ থেকে গৃহীত হবে এবং যাকাত আদায়কারী তাকে বিশ দিরহাম অথবা দু'টি বকরী প্রদান করবে। যার উটের সংখ্যা এত হয়েছে যে, যাকাত বাবত তার ওপর একটি চতুর্থ বর্ষীয়া উষ্ট্রী ওয়াজিব হয়, অথচ তার নিকট তৃতীয় বর্ষীয়া উষ্ট্রী ছাড়া আর কিছু (চতুর্থ বা পঞ্চম বর্ষীয়া) নেই, তবে তার কাছ থেকে তৃতীয় বর্ষীয়া উষ্ট্রীই গৃহীত হবে এবং এর সাথে তাকে দু'টি বকরী অথবা বিশ দিরহাম দিতে হবে। যার ওপর যাকাত বাবত একটি তৃতীয় বর্ষীয়া উষ্ট্রী ওয়াজিব হয়, অথচ তার নিকট আছে চতুর্থ বর্ষীয়া উষ্ট্রী, তবে চতুর্থ বর্ষীয়া উষ্ট্রীই তার কাছ থেকে গৃহীত হবে এবং যাকাত আদায়কারী তাকে বিশ দিরহাম অথবা দু'টি বকরী প্রদান করবে। যার ওপর যাকাত বাবত একটি তৃতীয় বর্ষীয়া উষ্ট্রী ওয়াজিব হয় অথচ তা তার নিকট নেই, বরং তার নিকট আছে দ্বিতীয় বর্ষীয়া উষ্ট্রী, তবে দ্বিতীয় বর্ষীয়া উষ্ট্রীই তার নিকট থেকে গৃহীত হবে এবং এর সাথে তাকে বিশ দিরহাম অথবা দু'টি বকরী (অতিরিক্ত) দিতে হবে।

৩৯–অনুচ্ছেদ ঃ মেষ ও বকরীর যাকাত।

١٣٦١. عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ هٰذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ اِلَى الْبَحْرَيْنِ : بِسْمِ
اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ هٰذِهِ فَرِيْضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِيْ فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ

وَالَّتِى اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ رَسُوْلَهٗ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلٰى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ
فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِ فِى اَرْبَعٍ وَعِشْرِيْنَ مِنَ الْاِبِلِ فَمَا دُوْنَهَا مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ
شَاةٌ فَاِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ اِلٰى خَمْسٍ وَّثَلاَثِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ مَخَاضٍ اُنْثٰى فَاِذَا
بَلَغَتْ سِتَّةً وَّثَلاَثِيْنَ اِلٰى خَمْسٍ وَّاَرْبَعِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ لَبُوْنٍ اُنْثٰى فَاِذَا بَلَغَتْ سِتًّا
وَّاَرْبَعِيْنَ اِلٰى سِتِّيْنَ فَفِيْهَا حِقَّةٌ طَرُوْقَةُ الْجَمَلِ فَاِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَّسِتِّيْنَ اِلٰى خَمْسٍ
وَّسَبْعِيْنَ فَفِيْهَا جَذَعَةٌ فَاِذَا بَلَغَتْ يَعْنِىْ سِتَّةً وَّسَبْعِيْنَ اِلٰى تِسْعِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتَا لَبُوْنٍ
فَاِذَا بَلَغَتْ اِحْدٰى وَتِسْعِيْنَ اِلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَفِيْهَا حِقَّتَانِ طَرُوْقَتَا الْجَمَلِ فَاِذَا
زَادَتْ عَلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَفِىْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ وَفِىْ كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ وَمَنْ
لَّمْ يَكُنْ مَعَهٗ اِلاَّ اَرْبَعٌ مِّنَ الْاِبِلِ فَلَيْسَ فِيْهَا صَدَقَةٌ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ رَبُّهَا فَاِذَا بَلَغَتْ
خَمْسًا مِنَ الْاِبِلِ فَفِيْهَا شَاةٌ وَفِىْ صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِىْ سَائِمَتِهَا اِذَا كَانَتْ اَرْبَعِيْنَ اِلٰى
عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ شَاةٌ فَاِذَا زَادَتْ عَلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ اِلٰى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ فَاِذَا زَادَتْ
عَلٰى مِائَتَيْنِ اِلٰى ثَلٰثِ مِائَةٍ فَفِيْهَا ثَلٰثُ شِيَاهٍ فَاِذَا زَادَتْ عَلٰى ثَلٰثِ مِائَةٍ فَفِىْ كُلِّ
مِائَةٍ شَاةٌ فَاِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ اَرْبَعِيْنَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيْهَا
صَدَقَةٌ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ رَبُّهَا وَفِى الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ اِلاَّ تِسْعِيْنَ وَمِائَةً
فَلَيْسَ فِيْهَا شَىْءٌ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ رَبُّهَا .

১৩৬১. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আবু বাক্‌র (রাঃ) তাঁকে বাহরাইনে পাঠানোর সময় নিম্নোক্ত আদেশনামা লিখে দেনঃ

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে। রসূলুল্লাহ (সঃ) ফরয সদকা (যাকাত) সম্পর্কে মুসলমানদের ওপর যা নির্ধারণ করেছেন এবং সে সম্পর্কে আল্লাহ তাঁর রসূলকে যা আদেশ করেছেন তা এই। কাজেই মুসলিমদের মধ্যে যার কাছেই (যাকাত) বিধি অনুসারে এটা চাওয়া হবে সে যেন তা প্রদান করে। কিন্তু যার নিকট তার অধিক (অর্থাৎ নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিক) দাবী করা হয় সে যেন (অতিরিক্ত) প্রদান না করে। চব্বিশটি উট কিংবা তার কম হলে বকরী দিতে হবে (এ নিয়মে যে,) প্রতি পাঁচটি উটের জন্য একটি বকরী। উটের সংখ্যা যখন পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ হবে তখন তাতে একটি দ্বিতীয় বর্ষীয়া উষ্ট্রী (দেয় হবে); যখন তা ছত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশে পৌছবে তখন তাতে একটি তৃতীয় বর্ষীয়া উষ্ট্রী দিতে হবে, যখন তা ছিচল্লিশ থেকে ষাট হবে তখন তাতে গর্ভধারণের উপযোগী একটি চতুর্থ বর্ষীয়া উষ্ট্রী দিতে হবে। যখন তা (উটের সংখ্যা) একষট্টি থেকে পঁচাত্তর হবে তখন তাতে একটি পঞ্চম বর্ষীয়া উষ্ট্রী দিতে হবে। যখন তা ছিয়াত্তর থেকে নব্বই হবে তখন

তাতে দু'টি তৃতীয় বর্ষীয়া উষ্ট্রী দিতে হবে। যখন তা একানব্বই থেকে একশ' বিশ হবে তখন তাতে গর্ভধারণের উপযোগী দু'টি চতুর্থ বর্ষীয়া উষ্ট্রী দিতে হবে। যখন উটের সংখ্যা একশ' বিশের উর্ধ্বে যাবে তখন প্রতি চল্লিশটির জন্য একটি তৃতীয় বর্ষীয়া উষ্ট্রী এবং প্রতি পঞ্চাশটি উটের জন্য একটি চতুর্থ বর্ষীয়া উষ্ট্রী দেয় হবে। যদি কারো নিকট মাত্র চারটি উট থাকে তবে তাতে যাকাত দেয় হবে না। হাঁ যদি মালিক স্বেচ্ছায় (নফল সাদকা হিসেবে) কিছু প্রদান করে (তবে তা উত্তম)। কিন্তু যখন উটের সংখ্যা পাঁচ হবে তখন তাতে একটি বকরী ওয়াজিব হবে। গৃহপালিত বকরীর যাকাত দিতে হবে–চল্লিশ থেকে একশ' বিশটি পর্যন্ত একটি বকরী, একশ' বিশটির অধিক হলে দু'শ পর্যন্ত দু'টি বকরী; দু'শ'য়ের অধিক হলে তিনশ' পর্যন্ত তিনটি বকরী এবং যদি তিনশ'য়ের অধিক হয় তবে প্রতি একশ'য়ের জন্য একটি বকরী (ওয়াজিব হবে)। বকরীর সংখ্যা যদি কারো নিকট চল্লিশের একটিও কম থাকে তবে তাতে যাকাত দেয় হবে না। হাঁ, মালিক যদি স্বেচ্ছায় কিছু প্রদান করে (ভালো)। রূপার মধ্যে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ (যাকাত) প্রদান করা ওয়াজিব। যদি রূপার পরিমাণ মাত্র একশ' নব্বই দিরহাম হয় তবে তাতে কিছুই ওয়াজিব হবে না।[১৭] হাঁ, যদি মালিক ইচ্ছা করে (তবে নফল হিসেবে কিছু দান করতে পারে)।

৪০–অনুচ্ছেদ ঃ যাকাত বাবত অতি বৃদ্ধ কিংবা দোষযুক্ত (পশু) কিংবা পাঠা ছাগল গ্রহণ করা যাবে না। হাঁ, যদি আদায়কারী (প্রয়োজন বশত) নিতে চায় (তবে নিতে পারে)।

١٣٦٢. عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ الَّتِىْ اَمَرَ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ ﷺ وَلاَ يُخْرَجُ فِىْ الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ وَلاَ تَيْسٌ اِلاَّ مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ .

১৩৬২. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ তাঁর রসূল (সঃ)-কে (যাকাত সম্পর্কে) যে আদেশ করেছিলেন আবু বাক্‌র (রাঃ) তা তাঁকে (আনাসকে) লিখে দিয়েছিলেন। (তার মধ্যে এটাও ছিল), যাকাত বাবত যেন অতি বৃদ্ধ কিংবা দোষযুক্ত (পশু) ও পাঠা ছাগল দেয়া না হয়, হাঁ, আদায়কারী যদি (প্রয়োজন বশত পাঠা) পশু নিতে চায় (তবে নিতে পারে)।

৪১–অনুচ্ছেদ ঃ যাকাত বাবত বকরীর মাদী বাচ্চা গ্রহণ করা।

١٣٦٣. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَاللّٰهِ لَوْ مَنَعُوْنِىْ عَنَاقًا كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلٰى مَنْعِهِمَا قَالَ عُمَرُ فَمَا هُوَ اِلاَّ اَنْ رَاَيْتُ اَنَّ اللّٰهَ شَرَحَ صَدْرَ اَبِىْ بَكْرٍ بِالْقِتَالِ فَعَرَفْتُ اَنَّهُ الْحَقُّ .

১৭. কমপক্ষে দু'শ দিরহাম হলে রূপার মধ্যে যাকাত ফরয হয়। এ দেশে এর পরিমাণ সাড়ে বায়ান্ন তোলা।

১৩৬৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বাক্‌র (রাঃ) (যাকাত সম্পর্কে) বলেছেনঃ "আল্লাহর কসম! যদি তারা এমন একটি ছাগল–ছানা প্রদানেও অস্বীকৃতি জানায় যা তারা রসূলুল্লাহ (সঃ)–কে প্রদান করত, তবে এ অস্বীকৃতির জন্য আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। উমর (রাঃ) বললেন, আমার ধারণা, ব্যাপারটা এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, আবু বাক্‌রের হৃদয়কে আল্লাহ যুদ্ধের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। তখন আমি স্পষ্টই উপলব্ধি করলাম যে, এটাই (আবু বাক্‌রের কথাই) সঠিক।

৪২–অনুচ্ছেদ ঃ যাকাত বাবত লোকদের উত্তম মালসমূহ গ্রহণ করা যাবে না।

١٣٦٤. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا عَلَى الْيَمَنِ قَالَ اِنَّكَ تَقْدَمُ عَلٰى قَوْمٍ اَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ اَوَّلَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ عِبَادَةُ اللّٰهِ فَاِذَا عَرَفُوْا اللّٰهَ فَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِيْ يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَاِذَا فَعَلُوْا فَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكٰوةً تُؤْخَذُ مِنْ اَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلٰى فُقَرَائِهِمْ فَاِذَا اَطَاعُوْا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ اَمْوَالِ النَّاسِ .

১৩৬৪. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন মুয়ায (রা)–কে (দশম হিজরীতে) ইয়ামন দেশে পাঠান তখন বলেন ঃ তুমি কিতাবধারী সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছ। সুতরাং সর্বপ্রথম তুমি তাদেরকে আল্লাহর ইবাদতের প্রতি আহবান জানাবে। যদি তারা আল্লাহর কথা মেনে নেয় তবে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তাদের ওপর দিন–রাত পাঁচ (ওয়াক্ত) নামায ফরয করেছেন। যদি তারা এটা করে তবে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তাদের ওপর যাকাত ফরয করেছেন–যা তাদের (ধনীদের) সম্পদ থেকে সংগৃহীত হয়ে তাদের গরীবদের মধ্যে বিতরিত হবে। যদি তারা এটা মেনে নেয়, তবে তাদের নিকট থেকে যাকাত আদায় করবে, কিন্তু সাবধান! লোকদের ভাল ভাল সম্পদগুলো (গ্রহণ করা) থেকে বিরত থাকবে।

৪৩–অনুচ্ছেদ ঃ পাঁচটি উটের কমে যাকাত নেই।

١٣٦٥. عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْاِبِلِ صَدَقَةٌ .

১৩৬৫. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ খেজুরের মধ্যে পাঁচ ওয়াসাকের কমে যাকাত নেই; রূপার মধ্যে পাঁচ উকিয়ার কমে যাকাত নেই এবং উটের মধ্যে পাঁচটির কমে যাকাত নেই।

৪৪–অনুচ্ছেদ ঃ গরুর যাকাত। আবু হুমাইদ (রা) বলেন, নবী (সঃ) বলেছেনঃ আমি ঐ ব্যক্তিকে অবশ্যই চিনতে পারব যে আল্লাহর নিকট চিৎকাররত গাভী নিয়ে হাযির হবে। 'খুওয়ার' শব্দের পরিবর্তে 'জুওয়ার' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ থেকে 'তাজআরূনা,' অর্থাৎ গরু যেমন চিৎকার করে, তারাও তেমন চিৎকার করবে।

١٣٦٦. عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ انْتَهَيْتُ اِلَيْهِ يَعْنِىْ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ اَوْ وَالَّذِىْ لاَ اِلٰهَ غَيْرُهُ اَوْ كَمَا حَلَفَ مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُوْنُ لَهُ اِبِلٌ اَوْ بَقَرٌ اَوْ غَنَمٌ لاَ يُؤَدِّىْ حَقَّهَا اِلاَّ اُتِىَ بِهَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْظَمَ مَا تَكُوْنُ وَاَسْمَنَهُ تَطَؤُهُ بِاَخْفَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا كُلَّمَا جَازَتْ عَلَيْهِ اُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ اُوْلاَهَا حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ النَّاسِ رَوَاهُ بُكَيْرٌ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ

১৩৬৬. আবূ যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা নবী (সঃ)–এর নিকট গেলাম। তিনি বললেনঃ ঐ সত্তার কসম যাঁর অধিকারে আমার প্রাণ, অথবা (বলেছেন) ঐ সত্তার কসম যিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই, অথবা অনুরূপ কোন হলফ করে (তিনি বললেন) যারই উট কিংবা গরু অথবা বকরী রয়েছে–যদি সে তার হক (ওয়াজিব) আদায় না করে, তবে কিয়ামতের দিন ঐ জানোয়ারগুলোকে পূর্বের চাইতেও অধিক বড় ও মোটাতাজা অবস্থায় ঐ ব্যক্তির নিকট উপস্থিত করা হবে এবং ঐ জানোয়ার স্বীয় খুর দ্বারা উক্ত ব্যক্তিকে দলন করতে থাকবে এবং শিং দ্বারা তাকে গুঁতোতে থাকবে। যখন শেষ জানোয়ারটি তাকে অতিক্রম করে যাবে তখন প্রথমটি আবার তার কাছে ফিরে আসবে (এবং পালাক্রমে তাকে দলন করতে শুরু করবে)। এমনিভাবে চূড়ান্ত ফয়সালার দিন পর্যন্ত চলতে থাকবে।

৪৫–অনুচ্ছেদ ঃ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দেরকে যাকাত প্রদান করা। নবী (সঃ) বলেছেনঃ তার জন্য দ্বিগুণ প্রতিদান রয়েছে। একটি আত্মীয়তার (হক আদায়ের) জন্য, অপরটি দান করার জন্য।

١٣٦٧. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَنَّهُ اَكْثَرَ الْاَنْصَارِ بِالْمَدِيْنَةِ مَالاً مِنْ نَخْلٍ وَكَانَ اَحَبُّ اَمْوَالِهِ اِلَيْهِ بَيْرُ حَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَّاءٍ فِيْهَا طَيِّبٍ قَالَ اَنَسٌ فَلَمَّا اُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ قَامَ اَبُوْ طَلْحَةَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَقُوْلُ لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَاِنَّ اَحَبَّ اَمْوَالِىْ اِلَىَّ بَيْرُ حَاءَ وَاِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلّٰهِ اَرْجُوْ بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللّٰهِ

تَعَالٰى فَضَعْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ حَيْثُ اَرَاكَ اللّٰهُ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَخْ ذٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَاِنِّىْ اَرٰى اَنْ تَجْعَلَهَا فِى الْاَقْرَبِيْنَ فَقَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَفْعَلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَسَمَهَا اَبُوْ طَلْحَةَ فِىْ اَقَارِبِهٖ وَبَنِىْ عَمِّهٖ تَابَعَهُ رَوْحٌ .

১৩৬৭. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনায় আনসারদের মধ্যে আবু তালহা (রা)–রই খেজুর বাগানের সম্পদ সবচাইতে অধিক ছিল এবং তাঁর সম্পদের মধ্যে 'বাইরূ হা'আ (বাগানটিই) তাঁর অধিকতর প্রিয় ছিল। এটা মসজিদে নববীর সম্মুখভাগে অবস্থিত ছিল। রসূলুল্লাহ (সঃ) কখনো কখনো ঐ বাগানে প্রবেশ করতেন এবং সেখানকার মিঠা পানি পান করতেন। আনাস (রাঃ) বলেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলঃ "তোমরা যা ভালবাস, তা থেকে দান না করা পর্যন্ত তোমরা কিছুতেই প্রকৃত পূণ্য লাভ করবে না," তখন আবু তালহা (রা) রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর নিকট এসে বললেন, "হে রসূলুল্লাহ! মঙ্গলময় মহান আল্লাহ বলেছেন, তোমরা যা ভালবাস তা থেকে দান না করা পর্যন্ত কিছুতেই প্রকৃত পূণ্য লাভ করবে না। (আমি দেখলাম) আমার সম্পদসমূহের মধ্যে 'বাইরূ হাআ' আমার নিকট অধিকতর প্রিয়। আমি তা আল্লাহর উদ্দেশ্যে দান করলাম, আল্লাহর নিকট এর পূণ্য ও সঞ্চয়ের আশা রাখি। অতএব হে রসূলুল্লাহ! আপনি এটা নিয়ে নেন এবং যেভাবে ইচ্ছা এটা ব্যবহার করুন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ বাঃ! এটা তো লাভজনক সম্পদ, এটা তো লাভজনক সম্পদ। তুমি যা বললে তা আমি শুনলাম। (তবে) তুমি এটা তোমার আত্মীয়–স্বজনদের দিয়ে দেয়াটাই আমি সঙ্গত মনে করি। আবু তালহা (রা) বললেন, হে রসূলুল্লাহ! আমি তাই করব। অতপর আবু তালহা (রা) তাঁ তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও চাচাত ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন।

١٣٦٨. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ اَضْحٰى اَوْ فِطْرٍ اِلَى الْمُصَلّٰى ثُمَّ انْصَرَفَ فَوَعَظَ النَّاسَ وَاَمَرَهُمْ بِالصَّدَقَةِ فَقَالَ يَااَيُّهَا النَّاسُ تَصَدَّقُوْا فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَاِنِّىْ اُرِيْتُكُنَّ اَكْثَرَ اَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِيْنٍ اَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ اِحْدَاكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمَّا صَارَ اِلٰى مَنْزِلِهٖ جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ تَسْتَاذِنُ عَلَيْهِ فَقِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذِهٖ زَيْنَبُ فَقَالَ اَيُّ الزَّيَانِبِ فَقِيْلَ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ نَعَمْ ائْذَنُوْا لَهَا فَاُذِنَ لَهَا قَالَتْ يَانَبِىَّ اللّٰهِ اِنَّكَ اَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ وَكَانَ عِنْدِىْ حُلِىٌّ لِىْ فَاَرَدْتُّ اَنْ اَتَصَدَّقَ بِهٖ فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ اَنَّهُ وَوَلَدَهُ اَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهٖ عَلَيْهِمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَدَقَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ اَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهٖ عَلَيْهِمْ .

১৩৬৮. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার ঈদুল আযহা অথবা ঈদুল ফিতরের দিন (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) রসূলুল্লাহ (সঃ) ঈদগাহে বের হলেন। অতপর (নামায) শেষ করে তিনি লোকদের নসীহত করলেন এবং তাদের দান-খয়রাত করতে নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন, হে লোকেরা! তোমরা দান-খয়রাত কর। তারপর তিনি (উপস্থিত) মহিলাদের নিকট পৌছলেন এবং বললেনঃ হে নারী সমাজ! তোমরা দান-খয়রাত কর। কেননা আমাকে দেখানো হয়েছে যে, দোযখের অধিকাংশ অধিবাসী নারী। তারা বলল, হে আল্লাহর রসূল! এরূপ কেন হবে? তিনি বললেনঃ তোমরা (অন্যের প্রতি) খুব বেশী লা'নত (অভিশাপ) করে থাক এবং স্বামীদের প্রতি অকৃতজ্ঞ। হে নারীগণ! তোমাদের অপূর্ণ বুদ্ধি ও দীন হওয়া সত্বেও বিচক্ষণ ও সচেতন পুরুষের বুদ্ধি হরণকারিণী তোমাদের ব্যতীত এমন আর কাউকে দেখিনি। অতপর তিনি (সঃ) ঘরে ফিরলেন। যখন তিনি স্বগৃহে ফিরে আসলেন, তখন ইবনে মাসউদ (রা)-র স্ত্রী যয়নব (রা) এসে তাঁর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চাইল। বলা হল, হে আল্লাহর রসূল! এই যে যয়নব (দেখা করতে চাচ্ছেন)। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ যয়নব? জবাবে বলা হল, ইবনে মাসউদের স্ত্রী। তিনি বললেন, হাঁ, তাকে অনুমতি দাও। তাকে অনুমতি দেয়া হলে তিনি (এসে) বললেন, হে আল্লাহর নবী! আপনি আজ দান-খয়রাত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আমার নিকট আমার নিজস্ব কিছু অলংকার রয়েছে, যা আমি দান করতে মনস্থ করেছি। কিন্তু ইবনে মাসউদ (রা) মনে করেন যে, আমি যাদেরকে এটা দান করতে চাই তাদের চাইতে তিনি এবং তাঁর সন্তান-সন্তুতি অধিক হকদার। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ ইবনে মাসউদ ঠিকই বলেছে, তুমি যাদের ওটা দান করতে চাও তাদের চাইতে তোমার স্বামী ও তোমার সন্তান-সন্তুতিই অধিক হকদার।

৪৬-অনুচ্ছেদ : মুসলমানের ঘোড়ার কোন যাকাত নেই।

١٣٦٩. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِىْ فَرَسِهٖ وَغُلَامِهٖ صَدَقَةٌ.

১৩৬৯. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ মুসলমানদের ওপর তাদের ঘোড়া ও দাসের কোন যাকাত নেই।

৪৭-অনুচ্ছেদ : মুসলমানের দাসের কোন যাকাত নেই।

١٣٧٠. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِىْ عَبْدِهٖ وَلَا فِىْ فَرَسِهٖ.

১৩৭০. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী [সঃ] বলেছেনঃ মুসলমানদের তাদের দাস ও ঘোড়ায় কোন যাকাত নেই।

৪৮-অনুচ্ছেদ : ইয়াতীম-অনাথদের দান করা।

١٣٧١. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ يُحَدِّثُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ

وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَالَ انِّى مِمَّا اَخَافُ عَلَيْكُم مِنْ بَعْدِى مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُم مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتِهَا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَوَيَاتِىْ الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَسَكَتَ النَّبِىُّ ﷺ فَقِيْلَ لَهُ مَا شَانُكَ تُكَلِّمُ النَّبِىَّ ﷺ وَلاَ يُكَلِّمُكَ فَرَأَيْنَا اَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ قَالَ فَمَسَحَ عَنْهُ الرُّحْضَاءَ وَقَالَ اَيْنَ السَّائِلُ وَكَاَنَّهُ حَمِدَهُ فَقَالَ اِنَّهُ لاَ يَاتِى الْخَيْرُ بِالشَّرِّ وَاِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيْعُ يَقْتُلُ اَوْ يُلِمُّ اِلاَّ اٰكِلَةَ الْخَضْرَاءِ اَكَلَتْ حَتّٰى اِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ فَثَلَطَتْ وَبَالَتْ وَرَتَعَتْ وَاِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ مَا اَعْطٰى مِنْهُ الْمِسْكِيْنَ وَالْيَتِيْمَ وَابْنَ السَّبِيْلِ اَوْ كَمَا قَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَاِنَّهُ مَنْ يَاْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَالَّذِىْ يَاكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ وَيَكُوْنُ شَهِيْدًا عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ.

১৩৭১. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) একদা মিম্বরের ওপর বসলেন এবং আমরা তাঁর চার পাশে বসে পড়লাম। তিনি বললেনঃ আমার পরে তোমাদের সম্পর্কে যেসব ব্যাপারে আমি আশংকা করছি তার মধ্যে অন্যতম হল দুনিয়ার চাকচিক্য ও শোভা–সৌন্দর্য যা তোমাদের জন্য উন্মুক্ত হবে। এক ব্যক্তি বলে উঠল, হে রসূলুল্লাহ! কল্যাণ কি কখনও অকল্যাণ নিয়ে আসে? নবী (সঃ) চুপ থাকলেন। ঐ লোকটিকে তখন বলা হল, কি দুর্ভাগ্য তোমার! তুমি নবী (সঃ)–এর সঙ্গে কথা বলছ, কিন্তু তিনি তোমার সঙ্গে কথা বলছেন না। অতপর আমরা বুঝতে পারলাম যে, তাঁর ওপর ওহী অবতীর্ণ হচ্ছে। তিনি নিজের (মুখমন্ডল হতে) ঘাম মুছে বললেনঃ প্রশ্নকর্তা কোথায়? তিনি যেন তার প্রশংসাই করলেন। তারপর তিনি বললেনঃ কল্যাণের বস্তু তো কখনও অকল্যাণ বয়ে আনে না। তবে বসন্ত ঋতুতে যেসব (উদ্ভিদ) উৎপন্ন হয় তা (অপরিমিত ভোজনে) মৃত্যু ঘটায় কিংবা মৃত্যুর নিকটবর্তী করে। কিন্তু যে তৃণভোজী পশু তা ভক্ষণ করে এবং উদর পূর্ণ হলে সূর্যের দিকে মুখ করে (জাবর কাটে আর) মলমুত্র ত্যাগ করে এবং পুনরায় চরতে শুরু করে (তার ক্ষতি করে না)। এ (দুনিয়ার) ধন–সম্পদ আকর্ষণীয় ও সুমিষ্ট এবং ঐ ধন মুসলমানদের কতই উত্তম বন্ধু যা থেকে সে নিঃস্ব, অনাথ (ও অসহায়) পথচারীকে দান করে। কিন্তু যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে এ ধন উপার্জন করে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে আহার করে অথচ তৃপ্ত হয় না। ঐ মাল কিয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে।

৪৯–অনুচ্ছেদ ঃ স্বামীকে এবং নিজের লালনাধীন ইয়াতীমদের যাকাত প্রদান করা। এ প্রসঙ্গে আবু সাঈদ (রাঃ) মহানবী (সঃ)–এর হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٣٧٢. عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَتْ كُنْتُ فِى الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ وَاَيْتَامٍ فِىْ حَجْرِهَا فَقَالَتْ

لِعَبْدِ اللّٰهِ سَلْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَيُجْزِئُ عَنِّى اَنْ اُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلٰى اَيْتَامٍ فِىْ حَجْرِىْ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ سَلِى اَنْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَانْطَلَقْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِّنَ الْاَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِى فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا سَلِ النَّبِىَّ ﷺ اَيُجْزِئُ عَنِّى اَنْ اَتَصَدَّقَ عَلٰى زَوْجِىْ وَاَيْتَامٍ لِّىْ فِىْ حَجْرِىْ وَقُلْنَا لَا تُخْبِرْ بِنَا فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَنْ هُمَا قَالَ زَيْنَبُ فَقَالَ اَىُّ الزَّيَانِبِ قَالَ امْرَأَةُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ لَهَا اَجْرَانِ اَجْرُ الْقَرَابَةِ وَاَجْرُ الصَّدَقَةِ .

১৩৭২. আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদের) স্ত্রী যয়নব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা মসজিদে নববীতে ছিলাম। তখন নবী (সঃ)-কে দেখলাম যে, তিনি (নারীদেরকে লক্ষ্য করে) বললেনঃ তোমরা তোমাদের অলংকারাদি হলেও দান কর। আর যয়নব (তার স্বামী) আবদুল্লাহ এবং যেসব ইয়াতীম তার পোষ্য ছিল তাদের জন্য ব্যয় করতেন (অর্থাৎ তাদের ভরণপোষণ করতেন)। তিনি (যয়নব) আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ)-কে বললেন, আপনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করুন, আমি যে আপনার এবং যে ইয়াতীমরা আমার পোষ্য রয়েছে তাদের জন্য ব্যয় করছি তা কি দান হিসেবে আমার পক্ষে যথেষ্ট হবে? তিনি (আবদুল্লাহ) বলেন, তুমি গিয়েই রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস কর। তখন আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট গমন করলাম এবং দরজার নিকট জনৈকা আনসার রমণীকে দেখতে পেলাম। তার প্রয়োজনটাও ছিল আমার প্রয়োজানের মত। তখন বিলাল (রাঃ) আমাদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমরা তাকে বললাম, আপনি নবী (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করুন, আমি যে আমার স্বামী ও যে ইয়াতীমরা আমার কোলে রয়েছে তাদের জন্য সদকা (ব্যয়) করছি তা কি (দান হিসেবে) আমার পক্ষে যথেষ্ট হবে? আমরা (তাকে) আরও বললাম, [নবী সঃ-এর নিকট] আমাদের নাম বলবেন না। বিলাল (রাঃ) নবী (সঃ)-এর নিকট গেলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেনঃ ঐ মহিলা দু'জন কে কে? বিলাল (রাঃ) বললেন, যয়নব। তিনি (পুনরায়) জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ যয়নব? বিলাল (রাঃ) বললেন, আবদুল্লাহর (ইবনে মাসউদ) স্ত্রী। তিনি (সঃ) বললেন ঃ হাঁ তার দ্বিগুণ পূণ্য হবে-আত্মীয়তার (হক আদায় করার) পূণ্য এবং দানের পূণ্য।[১৮]

١٣٧٣ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلِى اَجْرٌ اَنْ اُنْفِقَ عَلٰى بَنِىْ اَبِىْ سَلَمَةَ اِنَّمَا هُمْ بَنِىَّ فَقَالَ اَنْفِقِىْ عَلَيْهِمْ فَلَكِ اَجْرُ مَا اَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ .

[১৮] স্ত্রী তার স্বামীকে দান-খয়রাত করতে পারে কি না, এ সম্বন্ধে ইমামদের মাঝে মতভেদ আছে। ইমাম আবু হানীফা (রঃ) বলেন, জায়েয নয়। ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র) বলেন, জায়েয আছে। যাকাত বা ফেৎরা আদায় হবে (শামী,২খ, ৮৭)।

ওপরে বর্ণিত হাদীস দ্বারা সাহেবাইন দলীল প্রদান করেন। ইমাম আযম (র) বলেন ঃ এ হাদীসগুলোতে নফল দান-খয়রাত সম্পর্কে বলা হয়েছে।

১৩৭৩. উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি যদি আবু সালামার পুত্রদের জন্য ব্যয় করি, তারা তো আমারই পুত্র, তবে আমার কোন পূণ্য হবে কি? তিনি বলেনঃ তাদের জন্য ব্যয় কর, তাদের জন্য যা ব্যয় করবে তার পূণ্য তুমি লাভ করবে।

৫০–অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ

(সদকা বা যাকাতের অর্থ) গোলাম আযাদ, ঋণগ্রস্ত ও আল্লাহর পথে এবং (অসহায়) পথচারীদের জন্য (নির্ধারিত)।

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর মালের যাকাত দ্বারা গোলাম আযাদ করতেন এবং হজ্জের জন্য (দুঃস্থ হাজ্জীদের) দান করতেন।

হাসান (বসরী) বলেন ঃ যদি (যাকাত দানকারী) যাকাতের অর্থ দ্বারা নিজের পিতাকে ক্রয় করে তবে তা জায়েয, (এছাড়া) সৈনিক এবং এমন ব্যক্তিকেও (যাকাত) দেয়া যেতে পারে যে হজ্জ করেনি (যদি সে দরিদ্র হয়)। অতপর তিনি এ আয়াত পাঠ করেনঃ

اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعَمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ .

"সদকা (যাকাত) কেবলমাত্র দরিদ্র, অভাবগ্রস্ত ও যাকাত আদায়ে নিয়োজিত কর্মচারীবৃন্দ, প্রীতি বন্ধনের জন্য এবং গোলাম মুক্তি ও ঋণগ্রস্তদের এবং আল্লাহর পথে ও (অসহায়) পথচারীদের জন্য। এটা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও বিজ্ঞানময়।"

উল্লিখিত (আটটি খাতের) যে কোন খাতে দান করাই যথেষ্ট। নবী (সঃ) বলেছেন ঃ খালিদ (ইবনে ওলীদ) তার লৌহবর্ম ও যুদ্ধ–সরঞ্জামাদি আল্লাহর পথে ওয়াকফ করে দিয়েছে। আবুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) আমাদের যাকাতলব্ধ উটের পিঠে আরোহণ করিয়ে হজ্জে গিয়েছেন।

١٣٧٤. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِصَدَقَةٍ فَقِيْلَ مَنَعَ ابْنُ جَمِيْلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَايَنْقِمُ ابْنُ جَمِيْلٍ اِلاَّ اَنَّهُ كَانَ فَقِيْرًا فَاَغْنَاهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَاَمَّا خَالِدٌ فَاِنَّكُمْ تَظْلِمُوْنَ خَالِدًا قَدِ احْتَبَسَ اَدْرَاعَهُ وَاَعْتُدَهُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَعَمُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَهِىَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا .

১৩৭৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) যাকাত আদায়ের নির্দেশ প্রদান করলে (তাঁকে) বলা হল যে, ইবনে জামীল, খালিদ ইবনে ওলীদ ও আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (যাকাত দিতে) অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। নবী (সঃ) বললেনঃ ইবনে জামীল বুঝি এ কারণে অস্বীকার করছে যে, সে নিঃস্ব ছিল, অতপর আল্লাহ ও তাঁর রসূল তাকে বিত্তশালী করেছেন। আর খালিদের কথা এই যে, তোমরা (যাকাত দাবী করে) তার ওপর যুলুম করেছ। কেননা সে তার লৌহবর্ম ও যুদ্ধ সরঞ্জামাদি আল্লাহর পথে ওয়াক্ফ করে দিয়েছে। আর আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব, তিনি রসূলের চাচা। সুতরাং এটা (দাবীকৃত যাকাত) তার জন্য অবশ্য ওয়াজিব এবং তৎসঙ্গে অনুরূপ পরিমাণ (অর্থাৎ তাঁর মর্যাদার খাতিরে তিনি শুধু ধার্যকৃত যাকাতই দেবেন না, বরং তার দ্বিগুণ দেবেন)। *

৫১—অনুচ্ছেদঃ কারো নিকট কিছু চাওয়া থেকে বিরত থাকা।

١٣٧٥. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ اُنَاسًا مِّنَ الاَنْصَارِ سَاَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَاَلُوْهُ فَاَعْطَاهُمْ حَتّٰى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ مَا يَكُوْنُ عِنْدِى مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ اَدَّخِرَهُ عَنْكُم وَمَنْ يَّسْتَعِفَّ يُعِفَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَّسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهُ وَمَنْ يَّتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهُ وَمَا اُعْطِىَ اَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَاَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ .

১৩৭৫. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। কয়েকজন আনসারী রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর নিকট কিছু চাইলে তিনি তাদের দান করলেন। আবার তারা চাইলে তিনি তাদের (আবারও) দান করলেন। এতে তাঁর নিকট যা ছিল সব নিঃশেষ হয়ে গেল। তখন তিনি (আবারও) দান করলেন। এতে তাঁর নিকট যা ছিল সব নিঃশেষ হয়ে গেল। তখন তিনি (রসূল) বললেনঃ আমার নিকট মাল থাকলে আমি তা কখনো তোমাদেরকে না দিয়ে মজুদ করে রাখি না। যে ব্যক্তি অপরের নিকট কিছু চাওয়া থেকে পবিত্র থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখেন এবং যে স্বনির্ভর থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে স্বনির্ভর রাখেন এবং যে ধৈর্যাবলম্বী হতে চায়, আল্লাহ তাকে ধৈর্যশীল করেন। ধৈর্যের চাইতে অধিক কল্যাণকর ও প্রশস্ততর দান আর কাউকেও দেয়া হয়নি।

١٣٧٦. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِى بِيَدِهِ لاَنْ يَّاْخُذَ اَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلٰى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ اَنْ يَّاْتِىَ رَجُلاً فَيَسْاَلَهُ اَعْطَاهُ اَوْمَنَعَهُ

১৩৭৬. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ ঐ সত্তার কসম যাঁর অধিকারে আমার প্রাণ। তোমাদের কারো পক্ষে এক গাছা রজ্জু নিয়ে বের হওয়া এবং কাঠ সংগ্রহ করে পিঠে বোঝাই করে বয়ে আনা কোন লোকের কাছে গিয়ে ভিক্ষা

* আবু দাউদের বর্ণনায় আছেঃ আব্বাস (রা)–র যাকাত তাঁর পক্ষ থেকে আমি পরিশোধ করব।

চাওয়ার চেয়ে উত্তম। অথচ সে ব্যক্তি তাকে দান করতেও পারে অথবা তাকে বিমূখও করতে পারে।

١٣٧٧. عَنِ الزُّبَيْرِ بِنِ الْعَوَّامِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَنْ يَأْخُذَ اَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَاتِيَ بِحُزْمَةِ حَطَبٍ عَلٰى ظَهْرِهِ فَيَبِيْعَهَا فَيَكُفُّ اللّٰهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ اَنْ يَّسْاَلَ النَّاسَ اَعْطَوْهُ اَوْ مَنَعُوْهُ –

১৩৭৭. যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ তোমাদের কারো এক গাছা রশি নিয়ে বের হওয়া এবং কাঠের বোঝা নিজের পিঠে করে বয়ে এনে তা বিক্রি করা যার দ্বারা আল্লাহ তার সম্মান রক্ষা করে থাকেন এটা তার জন্য এমন কাজ থেকে অধিক উত্তম যে, সে লোকের কাছে ভিক্ষা চাইবে, আর তারা তাকে হয়ত দান করবে অথবা ফিরিয়ে দিবে।

١٣٧٨. عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حَزَامٍ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَعْطَانِيْ ثُمَّ سَاَلْتُهُ فَاَعْطَانِيْ ثُمَّ سَاَلْتُهُ فَاَعْطَانِيْ ثُمَّ قَالَ يَا حَكِيْمُ اِنَّ هٰذَا الْمَالَ حَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ اَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهُ فِيْهِ وَمَنْ اَخَذَهُ بِاِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيْهِ وَكَانَ كَالَّذِيْ يَاكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلٰى قَالَ حَكِيْمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ اَرْزَاُ اَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتّٰى اُفَارِقَ الدُّنْيَا فَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ يَدْعُوْ حَكِيْمًا اِلَى الْعَطَاءِ فَيَاْبٰى اَنْ يَّقْبَلَهُ مِنْهُ ثُمَّ اِنَّ عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَاَبٰى اَنْ يَّقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا فَقَالَ عُمَرُ اِنِّيْ اُشْهِدُكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلٰى حَكِيْمٍ اَنِّيْ اَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هٰذَا الْفَيْءِ فَيَاْبٰى اَنْ يَّاْخُذَهُ فَلَمْ يَرْزَاْ حَكِيْمٌ اَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى تُوُفِّيَ ـ

১৩৭৮. হাকীম ইবনে হিযাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর নিকট কিছু চাইলাম, তিনি আমাকে কিছু দান করলেন। আবার তাঁর নিকট কিছু চাইলাম, তিনি আবার দান করলেন। আবারও তাঁর নিকট কিছু চাইলাম তিনি (এবারও) কিছু দান করলেন এবং বললেনঃ হে হাকীম! এ মাল আকর্ষণীয় ও সুমিষ্ট। যে এটা নির্লোভে গ্রহণ করে সে এতে বরকত প্রাপ্ত হয়; কিন্তু যে এটা লোভাতুর মনে গ্রহণ করে সে এতে বরকত পায় না এবং সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে আহার করতে থাকে অথচ তৃপ্ত হয় না। ওপরের (দাতার) হাত নীচের (ভিক্ষার) হাতের চাইতে উত্তম। হাকীম (রা) বলেন, তখন আমি বললাম, হে রসূলুল্লাহ! ঐ সত্তার কসম যিনি আপনাকে সত্যসহকারে

পাঠিয়েছেন! আমি এ দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়া পর্যন্ত আপনার পরে আর কারো নিকট হতে কিছু গ্রহণ করব না। পরবর্তী কালে আবু বাক্‌র (রাঃ) হাকীম (রা)-কে দান গ্রহণ করতে আহ্বান জানাতেন। কিন্তু তিনি তাঁর কাছ থেকে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করতেন। তারপর উমর (রাঃ)-ও তাকে দান করার জন্য ডাকলেন, কিন্তু তিনি তাঁর নিকট থেকেও কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। তখন উমর (রাঃ) বললেন ঃ হে মুসলিম সমাজ। আমি হাকীম সম্পর্কে তোমাদের সাক্ষী রাখছি যে, এ গনীমতের মাল থেকে তার প্রাপ্য আমি তাকে দান করছি, কিন্তু সে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করছে। এভাবে হাকীম (রা) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পর আমৃত্যু কারো কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করেননি।

৫২-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ যাকে লোভ-লালসা ও চাওয়া ব্যতীতই কিছু দান করেন (সে তা গ্রহণ করতে পারে)। (কেননা মহান আল্লাহ বলেনঃ)

وَفِى اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ . ـ

"বিত্তবানদের সম্পদে ভিক্ষুক ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।"

١٣٧٩. عَنْ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعْطِيْنِى الْعَطَاءَ فَاَقُوْلُ اَعْطِهِ مَنْ هُوَ اَفْقَرُ اِلَيْهِ مِنِّى فَقَالَ خُذْهُ اِذَا جَاءَكَ مِنْ هٰذَا الْمَالِ شَىْءٌ وَاَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لاَ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ . ـ

১৩৭৯. উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে কিছু দান করলে আমি বলতাম, আমার চাইতে যার অভাব বেশী তাকে দিন। তিনি বলতেন ঃ এটা গ্রহণ কর, যখন এ সম্পদ থেকে কিছু তোমার নিকট আসে অথচ তুমি তার জন্য লালায়িত নও এবং প্রার্থীও নও তখন তুমি তা গ্রহণ কর। আর এরূপ না হলে তোমার মনকে তার (ঐ মালের) পেছনে ধাবিত কর না।

৫৩-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি সম্পদ বৃদ্ধি করার জন্য লোকদের নিকট হাত পাতে।

١٣٨٠. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْاَلُ النَّاسَ حَتّٰى يَاْتِىَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ لَيْسَ فِى وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ وَقَالَ اِنَّ الشَّمْسَ تَدْنُوْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْعَرَقُ نِصْفَ الْاُذُنِ فَبَيْنَمَ هُمْ كَذٰلِكَ اسْتَغَاثُوْا بِاٰدَمَ ثُمَّ بِمُوْسٰى ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ ﷺ وَزَادَ عَبْدُ اللّٰهِ فَيَشْفَعُ لِيُقْضٰى بَيْنَ الْخَلْقِ فَيَمْشِىْ حَتّٰى يَاْخُذَ بِحَلْقَةِ الْبَابِ فَيَوْمَئِذٍ يَبْعَثُهُ اللّٰهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا يَحْمَدُهُ اَهْلُ الْجَمْعِ كُلُّهُمْ . ـ

১৩৮০. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি (সম্পদ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে) সর্বদা লোকের নিকট হাত পেতে বেড়ায় সে কিয়ামতের দিন এমতাবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার মুখমন্ডলে সামান্য গোশ্তও থাকবে না। তিনি (সঃ) আরো বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন সূর্য নিকটবর্তী হবে, এমনকি ঘাম কানের মধ্যভাগ পর্যন্ত পৌছবে। এমতাবস্থায় লোকেরা (প্রথমে) আদম (আঃ), অতপর মূসা (আঃ) এবং তারপর (সর্বশেষে) মুহাম্মাদ (সঃ)–এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবে।

রাবী আবদুল্লাহ (ইবনে সালেহ) –এর বর্ণনায় আরও আছেঃ "তখন তিনি (সঃ) মাখলুকের মধ্যে (তড়িৎ) ফয়সালার জন্য (আল্লাহর নিকট) সুপারিশ করবেন। অতপর তিনি (বেহেশতের দিকে) এগিয়ে যাবেন এবং (বেহেশতের) দরজার কড়া ধরে দাঁড়াবেন। ঐদিন আল্লাহ তাঁকে 'মাকামে মাহমূদ' (প্রশংসিত স্থান)–এ পৌছাবেন। উপস্থিত সবাই ঐ স্থানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকবে।"

৫৪–অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ বলেন,

قَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى لاَ يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ الحَافًا

"তারা (অর্থাৎ আল্লাহর পথে অবরুদ্ধ ব্যক্তিরা) ব্যাকুলভাবে লোকের নিকট চেয়ে বেড়ায় না" এবং কি পরিমাণ সম্পদ হলে কোন ব্যক্তিকে সম্পদশালী বলা চলে। নবী (সঃ) বলেনঃ যে পর্যন্ত এ পরিমাণ সম্পদ অর্জিত না হবে যা তাকে অভাবমুক্ত করবে (সে পর্যন্ত সম্পদশালী বলা যাবে না)। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ لاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِى الْاَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ لاَ يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ـ

"(সদকাসমূহ) সেসব দরিদ্রের জন্য ব্যয় কর, যারা আল্লাহর পথে অবরুদ্ধ রয়েছে বলে (জীবিকার অন্বেষণে) দেশের কোথাও ভ্রমণ করতে সক্ষম হয় না। কারো কাছে কিছু চায় না বলে নির্বোধ লোকেরা তাদের ধনশালী মনে করে। তাদের চেহারা দেখেই তুমি তাদের চিনতে পারবে। তারা ব্যাকুলভাবে লোকের নিকট চেয়ে বেড়ায় না। আর যে অর্থ–সম্পদ তোমরা ব্যয় করবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তৎসম্পর্কে খুব জ্ঞাত।"

١٣٨١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِىْ تَرُدُّهُ الْاُكْلَةُ وَالْاُكْلَتَانِ وَلٰكِنَّ الْمِسْكِيْنُ الَّذِيْ لَيْسَ لَهُ غِنًى وَيَسْتَحِى اَوْ لاَ يَسْاَلُ النَّاسَ اِلْحَافًا.

১৩৮১. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ ঐ ব্যক্তি প্রকৃত মিস্‌কীন নয় যে দু'এক গ্রাস (খাদ্য) পেয়ে ফিরে যায় (অথবা দু'এক গ্রাস খাদ্য যাকে দ্বারে দ্বারে ফেরায়), বরং প্রকৃত মিসকীন সেই ব্যক্তি যার সচ্ছলতা নেই অথচ চাইতেও লজ্জাবোধ করে কিংবা ব্যাকুলভাবে লোকের নিকট কিছু চায় না।

١٣٨٢. عَنْ الشَّعْبِيِّ حَدَّثَنِيْ كَاتِبُ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ اِلَى الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنْ اكْتُبْ اِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ فَكَتَبَ اِلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلٰثًا قِيْلَ وَقَالَ وَاِضَاعَةَ الْمَالِ وَكَثْرَةَ السُّوَالِ .

১৩৮২. মুগীরা ইবনে শো'বার লেখক (কেরানী) বলেন, একদা মুয়াবিয়া (রাঃ) মুগীরা ইবনে শো'বাকে লিখলেন, আমাকে এমন কিছু (কথা) লিখে পাঠাও যা তুমি নবী (সঃ) থেকে শুনেছ। তিনি (মুগীরা) তাকে লিখলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)–কে বলতে শুনেছিঃ আল্লাহ তোমাদের জন্য তিনটি কাজ অপসন্দ করেন। (১) অতিরিক্ত বা নিরর্থক কথা বলা, (২) সম্পদ ধ্বংস করা, (৩) বেশী বেশী যাঞ্চা করা।

١٣٨٣. عَنْ اَبِيْ عَامِرٍ قَالَ اَعْطٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَهْطًا وَاَنَا جَالِسٌ فِيْهِمْ قَالَ فَتَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْهِمْ رَجُلاً لَمْ يُعْطِهِ وَهُوَ اَعْجَبُهُمْ اِلَيَّ فَقُمْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ مَا لَكَ عَنْ فُلاَنٍ وَاللّٰهِ اِنِّيْ لاَرَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ اَوْ مُسْلِمًا قَالَ فَسَكَتُّ قَلِيْلاً ثُمَّ غَلَبَنِيْ مَا اَعْلَمُ فِيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا لَكَ عَنْ فُلاَنٍ وَاللّٰهِ اِنِّيْ لاَرَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ اَوْ مُسْلِمًا قَالَ فَسَكَتُّ قَلِيْلاً ثُمَّ غَلَبَنِيْ مَا اَعْلَمُ فِيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا لَكَ عَنْ فُلاَنٍ وَاللّٰهِ اِنِّيْ لاَرَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ اَوْ مُسْلِمًا ثَلٰثَ مَرَّاتٍ قَالَ اِنِّيْ لاُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْهُ خَشْيَةَ اَنْ يُكَبَّ فِى النَّارِ عَلٰى وَجْهِهٖ وَعَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ يُحَدِّثُ بِهٰذَا فَقَالَ فِيْ حَدِيْثِهٖ فَضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهٖ فَجَمَعَ بَيْنَ عُنُقِيْ وَكَتِفِيْ ثُمَّ قَالَ اَقْبِلْ اَيْ سَعْدُ اِنِّيْ لاُعْطِي الرَّجُلَ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ فَكُبْكِبُوْا قُلِبُوْا مُكِبًّا اَكَبَّ الرَّجُلُ اِذَا كَانَ فِعْلُهُ غَيْرَ وَاقِعٍ عَلٰى اَحَدٍ فَاِذَا وَقَعَ الْفِعْلُ قُلْتَ كَبَّهُ اللّٰهُ لِوَجْهِهٖ وَكَبَبْتُهُ اَنَا .

১৩৮৩. আবু আমের সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) রসূলুল্লাহ (সঃ) একদল লোককে কিছু (মাল) দান করলেন এবং আমিও তাদের মাঝে

ছিলাম। বর্ণনাকারী বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে বাদ দিলেন, তাকে কিছুই দান করলেন না। অথচ ঐ ব্যক্তিই আমার নিকট অধিক প্রিয় ছিল। আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর নিকট গেলাম এবং তাঁকে ব্যাপারটি চুপি চুপি বললাম, আপনি অমুক লোকটিকে যে বাদ দিয়ে দান করলেন। আল্লাহর কসম! আমি তাকে একজন মুমিন মনে করি। তিনি (সঃ) বললেন ঃ বরং বল, সে একজন মুসলমান। বর্ণনাকারী বললেন, আমি কিছুক্ষণ চুপ থাকলাম। অতপর তার অভাব সম্পর্কে আমি যা জানি তা আমাকে প্রভাবিত করল (অর্থাৎ তার অভাব–অনটনের কথা মনে করে আমি আর চুপ থাকতে পারলাম না)। তাই আমি (আবার) বললাম, হে রসূলুল্লাহ, কি ব্যাপার! অমুক লোকটিকে যে বাদ দিলেন। আল্লাহর কসম! আমি তাকে একজন মুমিন মনে করি। তিনি বললেন, বরং বল, সে একজন মুসলমান। বর্ণনাকারী (আবু আমের) বলেন, আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলাম। অতপর তার (অভাব) সম্পর্কে আমি যা জানি তা আমাকে প্রভাবিত করল। তাই আমি (আবারও) বললাম,. হে রসূলুল্লাহ, কি ব্যাপার! আপনি অমুক লোকটিকে যে বাদ দিলেন। আল্লাহর কসম! আমি তাকে একজন মুমিন মনে করি। তিনি বললেন, বরং বল, সে একজন মুসলমান। এভাবে তিনবার (এরূপ কথাবার্তা) হল। (অবশেষে) তিনি বললেন, আমি এক ব্যক্তিকে দান করি অথচ অপর ব্যক্তি আমার নিকট তার চাইতে প্রিয়তর হয়ে থাকে, শুধু উপুড় করে দোযখে নিক্ষেপিত হবার ভয়ে (এরূপ করি)।

ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমি আমার পিতা (সা'দ)–কে এ হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি তাঁর বর্ণনায় বলেছেন, (তৃতীয় বারের পর) নবী (সঃ) তাঁর হাত আমার কাঁধ ও গর্দানের মাঝখানে রাখলেন, তারপর বললেন, এসো সা'দ (দানের ব্যাপারে তোমার জিজ্ঞাসার জবাব শোন)। আমি এক ব্যক্তিকে দান করি....শেষ পর্যন্ত।

١٣٨٤. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِىْ يَطُوْفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلٰكِنَّ الْمِسْكِيْنُ الَّذِىْ لاَ يَجِدُ غِنًى يُغْنِيْهِ وَلاَ يُفْطَنُ بِهٖ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلاَ يَقُوْمُ فَيَسْاَلُ النَّاسَ.

১৩৮৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি লোকের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়ায় এবং দু'এক গ্রাস (খাবার) কিংবা দু'একটা খেজুর পেয়ে ফিরে যায় সে প্রকৃত মিসকীন নয়, বরং প্রকৃত মিসকীন ঐ ব্যক্তি যার এমন সম্বল নেই যা তাকে অভাবমুক্ত রাখে। অথচ তার অবস্থাও কারো জ্ঞাত নয় যে, তাকে কেউ কিছু দান করে এবং সেও লোকের নিকট গিয়ে মুখ খুলে কিছু চায় না।

١٣٨٥. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَنْ يَّاْخُذَ اَحَدُكُمْ حَبْلَهُ ثُمَّ يَغْدُ وَاَحْسِبُهُ قَالَ اِلَى الْجَبَلِ فَيَحْتَطِبُ فَيَبِيْعُ فَيَاكُلُ وَيَتَصَدَّقُ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ اَنْ يَسْاَلَ النَّاسَ.

১৩৮৫. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ এক গাছা রশি নিয়ে (বর্ণনাকারী বলেন) আমার মনে পড়ে তিনি বলেছেন, পাহাড়ে গমন করা এবং কাঠ সংগ্রহ করে বিক্রি করা এবং (তার দ্বারা) আহারের সংস্থান করা ও দান-খয়রাত করা তার জন্য লোকের নিকট কিছু চাওয়ার চাইতে অধিক উত্তম।

৫৫-অনুচ্ছেদ : অনুমানে খেজুরের পরিমাণ নির্ধারণ করা।

١٣٨٦. عَنْ اَبِىْ حُمَيْدِنِ السَّاعِدِىِّ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ غَزْوَةَ تَبُوْكَ فَلَمَّا جَاءَ وَادِىَ الْقُرٰى اِذَا امْرَأَةٌ فِىْ حَدِيْقَةٍ لَهَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَصْحَابِهِ اُخْرُصُوْا وَخَرَصَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَشَرَةَ اَوْسُقٍ فَقَالَ لَهَا اَحْصِىْ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَلَمَّا اَتَيْنَا تَبُوْكَ قَالَ اَمَا اِنَّهَا سَتَهُبُّ اللَّيْلَةَ رِيْحٌ شَدِيْدَةٌ وَلاَ يَقُوْمَنَّ اَحَدٌ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ بَعِيْرٌ فَلْيَعْقِلْهُ فَعَقَلْنَاهَا وَهَبَّتْ رِيْحٌ شَدِيْدَةٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَاَلْقَتْهُ بِجَبَلِ طَيِّئٍ وَاَهْدٰى مَلِكُ اَيْلَةَ لِلنَّبِىِّ ﷺ بَغْلَةً بَيْضَاءَ وَكَسَاهُ بُرْدًا وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ فَلَمَّا اَتٰى وَادِىَ الْقُرٰى قَالَ لِلْمَرْأَةِ كَمْ جَاءَتْ حَدِيْقَتُكِ قَالَتْ عَشَرَةَ اَوْسُقٍ خَرْصَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنِّى مُتَعَجِّلٌ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَمَنْ اَرَادَ مِنْكُمْ اَنْ يَّتَعَجَّلَ مَعِىْ فَلْيَتَعَجَّلْ فَلَمَّا قَالَ ابْنُ بَكَّارٍ كَلِمَةً مَعْنَاهَا اَشْرَفَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ هٰذِهِ طَابَةُ فَلَمَّا رَاٰى اُحُدًا قَالَ هٰذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُوْرِ الْاَنْصَارِ قَالُوْا بَلٰى قَالَ دُوْرُ بَنِى النَّجَّارِ ثُمَّ دُوْرُ بَنِىْ عَبْدِ الْاَشْهَلِ ثُمَّ دُوْرُ بَنِىْ سَاعِدَةَ اَوْ دُوْرُ بَنِى الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ وَفِىْ كُلِّ دُوْرِ الْاَنْصَارِ يَعْنِىْ خَيْرًا.

১৩৮৬. আবু হুমাইদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী (সঃ)-এর সাথে তাবূকের যুদ্ধে লড়াই করেছিলাম। তিনি "ওয়াদিল-কুরা" নামক জনপদে পৌঁছে একটি স্ত্রীলোককে তার বাগানে দেখতে পেলেন। নবী (সঃ) স্বীয় সহচরদের বললেন, তোমরা (বাগানের খেজুরের) পরিমাণ অনুমান কর। রসূলুল্লাহ (সঃ) দশ ওয়াসাক (প্রায় ষাট মণ) অনুমান করলেন। তারপর তিনি স্ত্রীলোকটিকে বললেন : এ বাগানে কি পরিমাণ খেজুর উৎপন্ন হয় তার হিসেব রেখ। যখন আমরা তাবূকে উপস্থিত হলাম তখন নবী (সঃ) বললেন : সাবধান! আজ রাতে প্রচন্ড ঝড় বইবে। সুতরাং তোমাদের কেউ যেন দাঁড়িয়ে না থাকে এবং যার সঙ্গে উট রয়েছে সে যেন তা বেঁধে রাখে। আমরা আমাদের উট বেঁধে রাখলাম। প্রচন্ড ঝড় বইতে লাগল। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়েছিল, ঝড় তাকে 'তাই' পাহাড়ে নিক্ষেপ করল।

(ঐ সময়) আইলার[১৯] বাদশাহ নবী (সঃ)-কে একটি সাদা খচ্চর উপঢৌকন দিলেন এবং তিনি (সঃ) তাকে একখানা চাদর প্রদান করলেন আর তাকে ঐ দেশের রাজত্ব লিখে দিলেন। (ফেরার পথে) যখন তিনি 'ওয়াদিল-কুরা' পৌঁছলেন তখন ঐ স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ তোমার বাগানে কি পরিমাণ (খেজুর) উৎপন্ন হয়েছে? সে জবাব দিলঃ "দশ ওয়াসাক" যা রসূলুল্লাহ (সঃ) অনুমান করেছিলেন। অতপর নবী (সঃ) বললেন ঃ আমি শীগ্‌গির মদীনায় পৌঁছুতে চাই। সুতরাং তোমাদের যে কেউ আমার সাথে যেতে চায় সে যেন তাড়াতাড়ি করে। (অতপর রাবী) ইবনে বাক্কার একটি কথা বললেন যার অর্থ হল, যখন তিনি (সঃ) মদীনার নিকটবর্তী হলেন তখন বললেন ঃ এটা 'তাবা'[২০]। যখন তিনি উহুদ পাহাড় দেখলেন তখন বললেনঃ এটা ঐ পাহাড় যে আমাদেরকে ভালবাসে এবং আমরাও এটাকে ভালবাসি। আমি কি তোমাদের সর্বোত্তম আনসার গোত্র সম্পর্কে অবহিত করব না? সাথীরা বললেন, হাঁ। তিনি বললেনঃ সর্বোত্তম গোত্র হলো বনু নাজ্জার, অতপর বনু আবদুল আশহাল, অতপর বনু সায়েদা অথবা বনুল হারিস ইবনে খাযরাজ। তবে প্রতিটি আনসার গোত্রই উত্তম।

৫৬-অনুচ্ছেদ ঃ বৃষ্টির পানি ও ঝর্ণার পানি দ্বারা সিঞ্চিত ভূমিতে 'উশর' (দশমাংশ) ওয়াজিব। উমর ইবনে আবদুল আযীয (র)-র মতে মধুর উপর কোন যাকাত নেই।

١٣٨٧. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُوْنُ اَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ.

১৩৮৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন ঃ যেসব ভূমি বৃষ্টি ও ঝর্ণার পানি দ্বারা অথবা নদনদী দ্বারা স্বাভাবিকভাবে সিঞ্চিত হয়, তাতে 'উশর' (দশমাংশ) ওয়াজিব হবে। আর যেসব ভূমিতে পানি সেচ করতে হয় তাতে বিশ ভাগের এক ভাগ ওয়াজিব হবে।

৫৭-অনুচ্ছেদ ঃ পাঁচ ওয়াসাকের কমে যাকাত নেই।

١٣٨٨. عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِيْمَا اَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيْ اَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ مِّنَ الْاِبِلِ الذَّوْدِ صَدَقَةٌ وَلَا فِيْ اَقَلَّ مِنْ خَمْسِ اَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ.

১৩৮৮. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ (শস্যের মধ্যে) পাঁচ ওয়াসাকের কমে কোন যাকাত নেই, উটের ওপর পাঁচটির কমে যাকাত নেই এবং রূপার উপর পাঁচ উকিয়ার কমে কোন যাকাত নেই।

১৯. 'আইলা' সমুদ্র উপকূলে একটি পুরনো শহর।

২০. 'তাবা' মদীনার অপর নাম, অর্থ হলো 'পবিত্র'।

৫৮—অনুচ্ছেদ : খেজুর কাটার মওসুমে খেজুরের যাকাত আদায় করা। আর সদকার (যাকাত লব্ধ) খেজুর হাতে নেয়ার জন্য ছোট বাচ্চাকে ছেড়ে দেয়া যায় কি?

١٣٨٩. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُؤْتٰى بِالتَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ فَيَجِىْءُ هٰذَا بِتَمْرِهٖ وَهٰذَا مِنْ تَمْرِهٖ حَتّٰى يَصِيْرَ عِنْدَهٗ كَوْمًا مِنْ تَمْرٍ فَجَعَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَلْعَبَانِ بِذَالِكَ التَّمْرِ فَاَخَذَ اَحَدُهُمَا تَمْرَةً فَجَعَلَهٗ فِىْ فِيْهِ فَنَظَرَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْرَجَهَا مِنْ فِيْهِ فَقَالَ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ اٰلَ مُحَمَّدٍ لَا يَاكُلُوْنَ الصَّدَقَةَ .

১৩৮৯. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খেজুর কাটার মওসুম এলে যাকাতের খেজুরসমূহ রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর নিকট আনা হত। এক ব্যক্তি তার খেজুর নিয়ে আসল। আরেক জন তার খেজুর নিয়ে আসল। এভাবে তাঁর নিকট খেজুরের স্তূপ পড়ে যেত। একদিন হাসান ও হুসাইন (রাঃ) ঐ খেজুর নিয়ে খেলা করতে করতে তাদের একজন একটি খেজুর মুখে পুরে দিলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) তার প্রতি লক্ষ্য করলেন এবং খেজুরটি তার মুখ থেকে বের করে বললেন : "তুমি কি জান না যে, মুহাম্মাদের বংশধররা সদকার দ্রব্য খায় না"?

৫৯—অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি নিজের ফল অথবা বৃক্ষ (ফলসহ) অথবা যমীন (ফসলসহ) কিংবা শুধু ফসল বিক্রি করল যার ওপর উশর অথবা যাকাত ওয়াজিব ছিল, অতপর সে অন্য মাল দ্বারা ঐ যাকাত আদায় করল, অথবা সে এ ধরনের ফল বিক্রি করে দিল যাতে যাকাত ওয়াজিব ছিল না। নবী (সঃ) বলেনঃ তোমরা ব্যবহারের উপযোগী না হওয়া পর্যন্ত ফল বিক্রি কর না। সুতরাং ফল ব্যবহারের উপযোগী হওয়ার পর বিক্রি করতে তিনি কাউকে নিষেধ করেননি এবং (এ ব্যাপারে) যার ওপর যাকাত ওয়াজিব হয়েছে আর যার ওপর ওয়াজিব হয়নি এ দু'জনের মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি।

١٣٩٠. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَكَانَ اِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا قَالَ حَتّٰى تَذْهَبَ عَاهَتُهٗ

১৩৯০. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,.নবী (সঃ) খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন যে পর্যন্ত না তা ব্যবহারের উপযোগী হয়। (ইবনে উমরকে) যখন জিজ্ঞেস করা হত যে, ব্যবহারোপযোগী হওয়া মানে কি? তিনি বলতেন, তার (খেজুরের) আপদ কাল কেটে যাওয়া।

١٣٩١. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا.

১৩৯১. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) ব্যবহারের উপযোগী না হওয়া পর্যন্ত ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

١٣٩٢. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتّٰى تُزْهٰى قَالَ حَتّٰى تَحْمَارُ.

১৩৯২. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) ফল রঙীন না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ লাল রং ধারণ না করা পর্যন্ত বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

৬০–অনুচ্ছেদ ঃ যাকাতদাতা স্বীয় যাকাতের মাল ক্রয় করতে পারে কি? অপরের যাকাতের মাল ক্রয় করাতে কোন দোষ নেই। কেননা নবী (সঃ) শুধু যাকাতদাতাকে (নিজের যাকাতের মাল) ক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, অন্যদের নিষেধ করেননি।

١٣٩٣. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ كَانَ يُحَدِّثُ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ تَصَدَّقَ لِفَرَسٍ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ فَاَرَادَ اَنْ يَّشْتَرِيَهُ ثُمَّ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَأْمَرَهُ فَقَالَ لَا تَعُدْ فِى صَدَقَتِكَ فَبِذٰلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَتْرُكُ اَنْ يَّبْتَاعَ شَيْئًا تَصَدَّقَ بِهِ اِلَّا جَعَلَهُ صَدَقَةً.

১৩৯৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, একদা উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) একটি ঘোড়া আল্লাহর পথে দান করেন। এরপর তিনি দেখলেন যে, ঐ ঘোড়াটি বিক্রি হচ্ছে। তিনি তা কিনতে চাইলেন। তিনি নবী (সঃ)–এর নিকট এসে (এ ব্যাপারে) তাঁর অনুমতি চাইলেন। তিনি (সঃ) বললেন ঃ নিজের দান ফেরত নিও না। এ কারণে (আবদুল্লাহ) ইবনে উমর (রা) যখনি কোন দানের বস্তু ক্রয় করতেন তৎক্ষণাৎ তা সদকা করে দিতেন।

١٣٩٤. عَنْ زَيْدِ ابْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُوْلُ حَمَلْتُ عَلٰى فَرَسٍ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاَضَاعَهُ الَّذِىْ كَانَ عِنْدَهُ فَاَرَدْتُ اَنْ اَشْتَرِيَهُ وَظَنَنْتُ اَنَّهُ يَبِيْعُهُ بِرُخْصٍ فَسَاَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَا تَشْتَرِيْهِ وَلَا تَعُدْ فِى صَدَقَتِكَ وَاِنْ اَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ فَاِنَّ الْعَائِدَ فِى صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِى قَيْئِهِ.

১৩৯৪. আবু যায়েদ (র) বলেনঃ আমি উমর (রাঃ)–কে বলতে শুনেছিঃ আমি আল্লাহর পথে একটি ঘোড়া দান করেছিলাম। কিন্তু যার নিকট ঐ ঘোড়াটি ছিল সে তাকে অকর্মণ্য

করে দিয়েছিল। আমি ওটা কেনার ইচ্ছা করলাম। আমি ধারণা করলাম যে, সে ওটা সস্তা দামে বিক্রি করবে। আমি নবী (সঃ)–কে (এ সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেনঃ ওটা খরীদ কর না। তুমি যা সদকা করেছ তা পুনরায় গ্রহণ কর না, যদিও সে এক দিরহামের বিনিময়ে তোমাকে তা প্রদান করে। কেননা সদকার দ্রব্য পুনঃ গ্রহণকারী নিজ বমি ভক্ষণকারীরই ন্যায়।

৬১–অনুচ্ছেদ ঃ নবী (সঃ) ও তাঁর বংশধরদের জন্য সদকা বা যাকাত প্রদান সম্পর্কিত বর্ণনা।

١٣٩٥. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِى فِيْهِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ كَخْ كَخْ لِيَطْرَحَهَا ثُمَّ قَالَ اَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لاَ نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ.

১৩৯৫. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হাসান ইবনে আলী (রা) যাকাতের খেজুর থেকে একটি খেজুর (হাতে) নিলেন এবং তা মুখে পুরে দিলেন। নবী (সঃ) বললেন ঃ খক্ খক্, যাতে সে ওটা ফেলে দেয়। অতপর তিনি বলেন ঃ তুমি কি জান না যে, আমরা (বনু হাশিমরা) যাকাতের দ্রব্য খাই না?

৬২–অনুচ্ছেদঃ নবী (সঃ)–এর সহধর্মিণীদের গোলামদের সদকা দান প্রসঙ্গে।

١٣٩٦. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَجَدَ النَّبِىُّ ﷺ شَاةً مَيْتَةً أُعْطِيَتْهَا مَوْلاَةٌ لِمَيْمُوْنَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ هَلاَّ انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا قَالُوْا اِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ اِنَّمَا حُرِّمَ اَكْلُهَا.

১৩৯৬. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) (একদা) একটি মৃত বকরী দেখতে পেলেন। ওটা সদকার মাল থেকে মায়মুনা (রাঃ)–এর মুক্ত দাসীকে দেয়া হয়েছিল। নবী (সঃ) বললেনঃ ওর চামড়াটা তোমরা কাজে লাগালে না কেন? তারা জবাব দিল, ওটা যে মৃত। তিনি বললেনঃ ওটা ভক্ষণ করাই শুধু হারাম।

١٣٩٧. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِىْ بَرِيْرَةَ لِلْعِتْقِ وَأَرَادَ مَوَالِيْهَا أَنْ يَّشْتَرِطُوْا وَلاَءَ هَا فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ ﷺ اشْتَرِيْهَا فَاِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَتْ وَأُوْتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِلَحْمٍ فَقُلْتُ هٰذَا مَا تُصُدِّقَ بِهٖ عَلٰى بَرِيْرَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ.

১৩৯৭. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বারীরাহ (নাম্নী দাসী)–কে মুক্ত করার জন্য খরীদ করতে চাইলে তার মনিবরা এই শর্ত আরোপ করতে চাইল যে, তার 'ওয়ালা'

(উত্তরাধিকার) তাদেরই থাকবে। তখন আয়েশা (রাঃ) (এ সম্পর্কে) নবী (সঃ)–কে বললে তিনি তাকে বলেনঃ তুমি তাকে কিনে নাও। 'ওয়লা' (উত্তরাধিকার) তো তারই যে মুক্ত করে।

আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ (একদা) নবী (সঃ)–এর সামনে কিছু গোশ্‌ত আনা হল। আমি বললাম, এটা বারীরাকে সদকা স্বরূপ দেয়া গোশ্‌ত। তিনি বললেনঃ এটা তার জন্য সদকা বটে, কিন্তু আমাদের জন্য হাদিয়া (উপঢৌকন)।

৬৩–অনুচ্ছেদ ঃ সদকা যখন যথাস্থানে পৌঁছে যায়।

١٣٩٨. عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ الْاَنْصَارِيَّةَ قَالَتْ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى عَائِشَةَ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ قَالَتْ لَا اِلَّا شَيْءٌ بَعَثَتْ بِهِ اِلَيْنَا نُسَيْبَةُ مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثْتَ لَهَا مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ اِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا.

১৩৯৮. আনসার রমনী উম্মে আতিয়্যাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) আয়েশা (রাঃ)–র নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নিকট কিছু (খাবার) আছে? তিনি জবাব দিলেন, আপনি সদকার যে বকরীটা নুসাইবার জন্য পাঠিয়েছিলেন, তার যে গোশ্‌তটুকু সে আমাদের জন্য পাঠিয়েছে তা ব্যতীত অন্য কিছু নেই। তিনি (সঃ) বললেনঃ নিশ্চয়ই ওটা যথাস্থানে পৌঁছে গেছে (সুতরাং এখন আমরা তার গোশ্‌ত খেতে পারি)।

١٣٩٩. عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اُتِيَ بِلَحْمٍ تُصُدِّقَ بِهِ عَلٰى بَرِيْرَةَ فَقَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ.

১৩৯৯. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ)–এর সামনে এমন কিছু গোশ্‌ত আনা হল যা বারীরাকে সদকা স্বরূপ দেয়া হয়েছিল। তিনি (সঃ) বললেনঃ এটা তার জন্য সদকা বটে, কিন্তু আমাদের জন্য হাদিয়া (উপহার) স্বরূপ।

৬৪–অনুচ্ছেদ ঃ যাকাত ধনীদের থেকে গ্রহণ করে যে কোন এলাকার গরীবদের মধ্যে বিতরণ।[২১]

١٤٠٠. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِيْنَ بَعَثَهُ اِلَى الْيَمَنِ اِنَّكَ سَتَاْتِي قَوْمًا اَهْلَ الْكِتَابِ فَاِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ اِلٰى اَنْ يَشْهَدُوْا

২১. প্রত্যেক এলাকার যাকাত সেই এলাকার গরীবদের জন্যই ব্যয় করতে হবে। কোন কোন ইমামের মাযহাবে এরূপ করাই ওয়াজিব, অন্যত্র নেয়া জায়েয নয়। ইমাম আবু হানীফার মাযহাবে কয়েকটি ক্ষেত্রে অন্য অঞ্চলে যাকাত প্রেরণ করা যায় ঃ যেমন (১) যাকাতদাতার গরীব আত্মীয় অন্য এলাকায় থাকলে; (২) এবং কোনো এলাকায় অভাব বেশী দেখা দিলে; (৩) এলেম শিক্ষার্থী ও অভাবী নেক লোকদের জন্য এক এলাকার যাকাত অন্য এলাকায় প্রেরণ করা যায় (শামী)।

اَن لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لَكَ بِذَالِكَ فَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لَكَ بِذٰلِكَ فَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِم صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلٰى فُقَرَائِهِمْ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لَكَ بِذٰلِكَ فَاِيَّاكَ وَكَرَائِمَ اَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ .

১৪০০. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ)–কে ইয়ামন দেশে পাঠান তখন তাঁকে বলেন ঃ তুমি এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছ যারা কিতাবধারী। সুতরাং তুমি তাদের নিকট পৌছে আহবান জানাবে যে, তারা যেন সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহর রসূল। যদি তারা তোমার এ কথা মেনে নেয় তবে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, প্রত্যহ দিন–রাতে আল্লাহ তাদের ওপর পাঁচ (ওয়াক্ত) নামায ফরয করেছেন। যদি তারা তোমার এ কথাও মেনে নেয় তবে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তাদের ওপর যাকাত ফরয করেছেন যা তাদের ধনীদের কাছ থেকে সংগৃহীত হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করা হবে। যদি তারা তোমার এ কথাও মেনে নেয় তবে তাদের ভাল ভাল সম্পদগুলো (গ্রহণ করা) থেকে বিরত থেক। আর মযলূমের অভিশ্রাপকে ভয় কর, কেননা তার ও আল্লাহর মাঝখানে কোন প্রতিবন্ধক নেই।

৬৫–অনুচ্ছেদ ঃ যাকাত দানকারীর জন্য ইমামের দোআ ও মঙ্গল কামনা করা। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ..

"তাদের সম্পদ থেকে যাকাত আদায় করে তাদেরকে (গুনাহ থেকে) পবিত্র কর এবং তাদের জন্য দোআ কর। তোমার দোয়া তাদের জন্য শান্তিদায়ক।"

١٤٠١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اٰلِ فُلاَنٍ فَاَتَاهُ اَبِىْ بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اٰلِ اَبِىْ اَوْفٰى.

১৪০১. আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন সম্প্রদায় তাদের যাকাত নিয়ে নবী (সঃ)–এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি বলতেন ঃ হে আল্লাহ! তুমি অমুকের বংশধরের ওপর করুণা কর। আমার পিতাও স্বীয় যাকাত নিয়ে তাঁর নিকট এলে তিনি বলেন ঃ হে আল্লাহ! আবু আওফার বংশধরের ওপর দয়া কর।

৬৬-অনুচ্ছেদ : সমুদ্র থেকে প্রাপ্ত সম্পদ। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আম্বার[২২] ভূগর্ভস্থ ধন নয়, বরং এটা সমুদ্র থেকে নিক্ষিপ্ত একটি বস্তু। হাসান বসরী (র) বলেন, আম্বার ও মুক্তার মধ্যে এক-পঞ্চমাংশ যাকাত (ওয়াজিব)। ইমাম বুখারী (র) বলেন, নবী (সঃ) ভূগর্ভস্থ ধনে এক-পঞ্চমাংশ নির্ধারণ করেছেন, পানি অর্থাৎ সমুদ্র থেকে প্রাপ্ত ধনে নয়। আবু হুরাইরা (রাঃ) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন : বনী ইসরাঈলের কোন এক ব্যক্তি একই গোত্রের অপর এক ব্যক্তির নিকট এক হাজার দীনার কর্জ চাইলে সে তাকে তা প্রদান করল। পরে ঐ দেনাদার সমুদ্রের দিকে যাত্রা করল। কিন্তু কোন যানবাহন পেল না (যাতে নির্ধারিত সময়ে পৌঁছে দেনা পরিশোধ করতে পারে)। তাই সে এক খন্ড কাঠ নিয়ে তাতে ছিদ্র করল এবং তার মধ্যে হাজার দীনার ভরে (ছিদ্র বন্ধ করে) তা সমুদ্রে ভাসিয়ে দিল। যে লোকটি তাকে কর্জ দিয়েছিল সে (নির্ধারিত দিনে সমুদ্র তীরে) গেল এবং হঠাৎ ঐ কাঠের টুকরাটা তার নজরে পড়ল। সে তার পরিবারের জ্বালানি কাঠের জন্য তা নিয়ে এল। এরপর তিনি [আবু হুরাইরা রাঃ] সম্পূর্ণ ঘটনাটা বর্ণনা করেন। সে কাঠের টুকরাটা চিরে ঐ অর্থ পেয়ে গেল।

৬৭-অনুচ্ছেদ : 'রিকায' অর্থাৎ ভূগর্ভস্থ ধনে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব। মালেক ইবনে আনাস ও ইবনে ইদরীস (ইমাম শাফিয়ী) বলেন, জাহিলী যুগে ভূগর্ভে প্রোথিত সম্পদকে 'রিকায' বলে। এর পরিমাণ কম হোক আর বেশী হোক তাতে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে। এবং খনি 'রিকায' নয়। নবী (সঃ) বলেছেন : খনির জন্য (খননকালে মারা গেলে) দন্ড নেই এবং ভূগর্ভস্থ ধনে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব। উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) খনি থেকে প্রতি দু'শ' দিরহামে পাঁচ দিরহাম (চল্লিশ ভাগের একভাগ) গ্রহণ করেছেন।

হাসান বসরী (র) বলেন, কাফের অধ্যুসিত এলাকার ভূগর্ভস্থ ধনে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব। আর মুসলিম অধ্যুষিত এলাকার ভূগর্ভস্থ ধনে যাকাত ওয়াজিব। যদি শত্রু-ভূমিতে কোন বস্তু কুড়িয়ে পাওয়া যায় তবে তার ঘোষণা দিতে হবে। যদি শত্রু পক্ষের মাল হয় তবে তাতে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে। কেউ কেউ (ইমাম আবু হানীফা) বলেন, জাহিলী যুগের ভূগর্ভে প্রোথিত সম্পদের ন্যায় খনিও 'রিকায'।[২৩] কেননা যখন খনি থেকে কিছু বের করা হয় তখন বলা হয় : 'আরকাযাল মাদিন'। (বুখারী বলেন) এর জবাব এই যে, যখন কাউকে কোন বস্তু দান করা হয়, কিংবা কেউ যদি অধিক মুনাফা অর্জন করে অথবা ফল অধিক উৎপন্ন হয় তখন বলা হয় : 'আরকাযাত'। তাছাড়া তিনি নিজেই স্ববিরোধী উক্তি করেছেন। তিনি বলেছেন, খনি গোপন করাতে কোন দোষ নেই এবং এক-পঞ্চমাংশ আদায় করতে হবে না।

---

২২. বর্তমান কালে তিমি মাছকে আনবার বলা হয়।

২৩. ইমাম আবু হানীফার মতে 'রিকায' অর্থাৎ ভূগর্ভে প্রোথিত সম্পদ, আর 'মা'দিন' অর্থাৎ ভূগর্ভে প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদ (খনি) এ উভয়টার মধ্যে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব।

১৪০২. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ .

১৪০২. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ (গৃহপালিত) পশুর (ক্ষতির) জন্য দন্ড নেই। কূপের জন্য দন্ড নেই এবং খনির জন্যও নেই।[২৪] ভূ–গর্ভস্থ ধনে এক–পঞ্চমাংশ ওয়াজিব।

৬৮—অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ বলেন ঃ "যাকাত আদায়কারী কর্মকর্তা"। এবং যাকাত আদায়কারী থেকে ইমামের হিসেব–নিকেশ গ্রহণ করা।

১৪০৩. عَنْ اَبِىْ حُمَيْدِنِ السَّاعِدِىِّ قَالَ اسْتَعْمَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاً مِنَ الْاَسْدِ عَلٰى صَدَقَاتِ بَنِى سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنُ الْمُتَبِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ –

১৪০৩. আবু হুমাইদ সা'ইদী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বনী সুলাইমের নিকট থেকে যাকাত আদায় করার জন্য আসাদ গোত্রের ইবনে লুতবিয়্যাকে নিযুক্ত করেছিলেন। সে ফিরে এলে তিনি তার কাছ থেকে হিসেব নিয়েছিলেন।

৬৯—অনুচ্ছেদ ঃ যাকাতের উট ও উটের দুধ পর্যটকের প্রয়োজনে ব্যবহার করা।

১৪০৪. عَن اَنَسٍ اَنَّ اُنَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ اجْتَوَوُا الْمَدِيْنَةَ فَرَخَّصَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّاْتُوْا اِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوْا مِن اَلْبَانِهَا وَاَبْوَالِهَا فَقَتَلُوْا الرَّاعِىَ وَاسْتَاقُوْا الذَّوْدَ فَاَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاُتِىَ بِهِمْ فَقَطَّعَ اَيْدِيَهُمْ وَاَرْجُلَهُمْ وَسَمَّرَ اَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ بِالْحَرَّةِ يَعَضُّوْنَ الْحِجَارَةَ .

১৪০৪. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। উরাইনা গোত্রের কিছু লোক মদীনায় এলে সেখানকার আবহাওয়া তাদের অনুকূল হল না (ফলে তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে)। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে যাকাতলব্ধ উটের নিকট যেতে এবং ঐ উটের দুধ ও পেশাব পান করতে অনুমতি দিলেন। (সুস্থতা লাভের পর) তারা পালের রাখালকে হত্যা করে উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে গেল। রসূলুল্লাহ (সঃ) (তাদেরকে পাকড়াও করার জন্য) লোক পাঠালেন। তাদেরকে ধরে আনা হল। তিনি (সঃ) তাদের হাত–পা কেটে দিলেন এবং তাদের চোখে (গরম) শলাকা বিদ্ধ করলেন। তারপর তাদেরকে কাঁকরময় স্থানে ফেলে রাখলেন। তারা

২৪. উপযুক্ত ব্যবস্থা ও সাবধানতা অবলম্বন সত্ত্বেও জানোয়ার কর্তৃক কেউ নিহত হলে তার জন্য মালিককে মৃত্যুপণ দিতে হবে না। কূপ অথবা খনি খননকালে অথবা অন্য কোন সময়ে তাতে চাপা পড়ে কেউ মারা গেলে তার জন্য মালিককে মৃত্যুপণ দিতে হবে না, যদি কূপ বা খনি মালিকের নিজস্ব জমিতে কিংবা জন[illegible] খনন করা হয়।

(যন্ত্রণায় ও ক্ষুৎ-পিপাসায়) পাথর চিবাতে থাকে। আবূ কিলাবা, সাবিত ও হুমাইদ প্রমুখ রাবী আনাস (রাঃ) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

৭০–অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম কর্তৃক নিজের হাতে যাকাতের উটে দাগ লাগানো।

١٤٠٥. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ غَدَوْتُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ لِيُحَنِّكَهُ فَوَافَيْتُهُ فِىْ يَدِهِ الْمِيْسَمُ يَسِمُ اِبِلَ الصَّدَقَةِ .

১৪০৫. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক দিন ভোরবেলা শিশু আবদুল্লাহ ইবনে আবু তালহাকে নিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট গিয়েছিলাম যেন তিনি খুর্মা চিবিয়ে তার মুখের তালুতে লাগিয়ে দেন। আমি গিয়ে দেখতে পেলাম যে, তাঁর হাতে পশু দাগাবার একটি লৌহযন্ত্র রয়েছে, যদ্বারা তিনি যাকাতের উটগুলো দাগাচ্ছিলেন।

সাদাকাতুল ফিতর বা ফিতরা

৭১–অনুচ্ছেদ : সদকায়ে ফিতর ফরয হওয়ার বর্ণনা। আবুল আলিয়া, আতা ও ইবনে সীরীন (র)–এর মতে সদকায়ে ফিতর ফরয।[১]

١٤٠٦. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَكٰوةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاَمَرَ بِهَا اَنْ تُؤَدّٰى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ اِلَى الصَّلٰوةِ .

১৪০৬. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) মুসলিম দাস ও স্বাধীন ব্যক্তি, নর ও নারী এবং বালক ও বৃদ্ধের ওপর সদকায়ে ফিতর (রোযার ফিতরা) এক সা'[২] খেজুর কিংবা এক সা' যব নির্ধারিত করে দিয়েছেন। তিনি এটাও আদেশ করেছেন যে, লোকদের (ঈদের) নামাযে যাবার পূর্বেই যেন তা আদায় করা হয়।

৭২–অনুচ্ছেদ : সদকায়ে ফিতর মুসলিম দাস ও স্বাধীন সবার ওপর ওয়াজিব।

١٤٠٧. عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَرَضَ زَكٰوةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلٰى كُلِّ حُرٍّ اَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ .

১৪০৭. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) মুসলিম নর–নারী, স্বাধীন ও গোলাম প্রত্যেকের ওপর সদকায়ে ফিতর এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব নির্ধারিত করে দিয়েছেন।

৭৩–অনুচ্ছেদ : সদকায়ে ফিতর বাবত এক সা' যব প্রদান করা।[৩]

١٤٠٨. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ قَالَ كُنَّا نُطْعِمُ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ.

---

১. সদকা বা ফিতরা সম্পর্কে ইমামদের মাঝে মতভেদ দেখা যায়। যেমন ইমাম আবু হানীফার মতে তা ওয়াজিব। ইমাম শাফিয়ী, মালেক, আহমদ প্রমুখের মতে সদকা ফেতরা ফরয। এই উভয় মতের মধ্যে সূক্ষ্ম ও মর্মগত সামান্য পার্থক্য বিদ্যমান।

২. এ দেশীয় ওজনে এক সা' সমান তিন সের এগার ছটাক।

৩. ফিতরার পরিমাণ সম্পর্কে হানাফী মত হলো, অর্ধ সা' বা এক সের সাড়ে তেরো ছটাক। অন্যান্য ইমামদের মতে পূর্ণ সা'।

১৪০৮. আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা সাদকায়ে ফিতর বাবত এক সা' যব দিতাম।

৭৪—অনুচ্ছেদ ঃ সদকায়ে ফিতর বাবত এক সা' খাদ্যদ্রব্য প্রদান করা।

١٤٠٩. عَنْ اَبِى سَعِيْدِ نِ الْخُدرِىِّ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ زَكٰوةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِّنْ طَعَامٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ اَقِطٍ اَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ.

১৪০৯. আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (রসূলুল্লার যমানায়) সদকায়ে ফিতর বাবত (মাথাপিছু) এক সা' পরিমাণ খাবার (আটা) অথবা এক সা' যব অথবা এক সা' খেজুর অথবা এক সা' পনির কিংবা এক সা' কিসমিস প্রদান করতাম।

৭৫—অনুচ্ছেদ ঃ সদকায়ে ফিতর বাবত এক সা' খেজুর প্রদান করা।

١٤١٠. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ اَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ بِزَكٰوةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ.

১৪১০. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, নবী (সঃ) সদকায়ে ফিতর বাবত এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন। আবদুল্লাহ বলেন, (পরবর্তী কালে) লোকেরা (আমীর মুয়াবিয়া ও তার সঙ্গীরা) তার স্থলে দুই 'মুদ্দ'[৪] গম নির্ধারিত করেছেন।

৭৬—অনুচ্ছেদ ঃ এক সা' কিসমিস প্রদান করা।

١٤١١. عَنْ اَبِى سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ قَالَ كُنَّا نُعْطِيْهَا فِى زَمَانِ النَّبِىِّ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ زَبِيْبٍ فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَ تِ السَّمْرَاءُ قَالَ اُرٰى مُدًّا مِنْ هٰذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ.

১৪১১. আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ)-এর যমানায় আমরা ফিতরা বাবত (মাথা পিছু) এক সা' খাবার (গম) অথবা এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব কিংবা এক সা' কিসমিস প্রদান করতাম। মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর যমানায় যখন এক সা' যব কিংবা এক সা' কিসমিস প্রদান করতাম। মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর যমানায় যখন গম আমদানি হল তখন তিনি বললেন, আমার মতে এর (গমের) এক 'মুদ্দ' (অন্য জিনিসের) দুই মুদ্দের সমান।

---

৪. দুই 'মুদ্দ' হলো ঃ এক সা'র অর্ধেক, অর্থাৎ এক সের সাড়ে তের ছটাক।

৭৭–অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের নামাযে যাবার আগেই ফিতরা আদায় করা।

١٤١٢. عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمَرَ بِزَكٰوةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ اِلَى الصَّلٰوةِ.

১৪১২. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) লোকদের (ঈদের) নামাযে যাওয়ার পূর্বেই সদকায়ে ফিতর আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।

١٤١٣. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ فِىْ عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِّنْ طَعَامٍ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ وَكَانَ طَعَامُنَا الشَّعِيْرُ وَالزَّبِيْبُ وَالْاَقِطُ وَالتَّمْرُ.

১৪১৩. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ)–এর যমানায় ঈদুল ফিতরের দিন আমরা ফিতরা বাবত (মাথাপিছু) এক সা' পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য প্রদান করতাম। আবু সাঈদ (খুদরী) বলেন, তখন আমাদের খাবার ছিল যব, কিসমিস পনির ও খুরমা।

৭৮–অনুচ্ছেদ ঃ ক্রীতদাস ও স্বাধীন উভয়ের ওপর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব। যুহরী (র) বলেন, ব্যবসার ক্রীতদাসদের ক্ষেত্রে যাকাত ও ফিতরা দু'টোই আদায় করতে হবে।

١٤١٤. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ النَّبِىُّ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ اَوْ قَالَ رَمَضَانَ عَلَى الذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوْكِ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهٖ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِىْ التَّمْرَ فَاَعْوَزَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ مِنَ التَّمْرِ فَاَعْطٰى شَعِيْرًا وَّكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِىْ عَنِ الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ حَتّٰى اَنْ كَانَ لَيُعْطِىْ عَنْ بَنِىَّ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِيْهَا الَّذِيْنَ يَقْبَلُوْنَهَا وَكَانُوْا يُعْطُوْنَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ اَوْ يَوْمَيْنِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ بَنِىَّ يَعْنِى بَنِىْ نَافِعٍ قَالَ كَانُوْا يُعْطُوْنَ لِيُجْمَعَ لاَ لِلْفُقَرَاءِ

১৪১৪. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) নর ও নারী এবং স্বাধীন ও ক্রীতদাসের ওপর সদকায়ে ফিতর অথবা বলেছেন রোযার ফিতরা (রাবীর সন্দেহ) এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব নির্ধারিত করে দিয়েছেন। পরবর্তী কালে লোকেরা আধা সা' গমকে এর (এক সা' খেজুরের) সমান ধরে নিয়েছে। ইবনে উমর (সব সময়) খেজুর প্রদান করতেন। একবার মদীনাবাসীর নিকট খেজুরের আকাল দেখা দিলে

তিনি যব প্রদান করেন। ইবনে উমর (রাঃ) ছোট বড় সবার ফিতরা প্রদান করতেন। (রাবী নাফে বলেন,) এমনকি আমার ছেলেদের ফিতরাও তিনি দিয়ে দিতেন। ইবনে উমর ওদেরকেই ফিতরা প্রদান করতেন যারা তা গ্রহণ করত এবং সাহাবারা ঈদুল ফিতরের এক কিংবা দুই দিন পূর্বেই (আদায়কারীর নিকট) ফিতরা জমা দিতেন।

আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) বলেন, হাদীসে 'বানিয়্যি' শব্দ দ্বারা নাফে'র ছেলেদেরকে বুঝানো হয়েছে। তিনি আরো বলেন, সাহাবারা আদায়কারীর নিকট ফিতরা জমা দিতেন, সরাসরি গরীবদেরকে দিতেন না।

৭৯–অনুচ্ছেদ ঃ বড় ও ছোট সবার ওপর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব। আবু উমর বলেন ঃ উমর, আলী, ইবনে উমর, জাবির, আয়েশা (রা), তাউস, আতা ও ইবনে সীরীন (র)–এর মতে ইয়াতীমের মাল থেকেও যাকাত (সদকায়ে ফিতর) আদায়
সীরীন (র)–এর মতে ইয়াতীমের মাল থেকেও যাকাত (সদকায়ে ফিতর) আদায়
করতে হবে। যুহরী (র) বলেন, পাগলের সম্পদেরও যাকাত দিতে হবে।

١٤١٥. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ وَالْمَمْلُوْكِ .

১৪১৫. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) প্রত্যেক ছোট, বড়, স্বাধীন ও ক্রীতদাসের ওপর সদকায়ে ফিতর এক সা' যব অথবা এক সা' খেজুর নির্ধারিত করেদিয়েছেন।

অধ্যায়—১০

كتاب الحج

(হজ্জের বর্ণনা)

১—অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জ ফরয ও তার মর্যাদা। মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ

"যারা এই ঘর (বায়তুল্লাহ) পর্যন্ত পৌছার সামর্থ্য রাখে তাদেরকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে এই ঘরের হজ্জ আদায় করতে হবে। আর কেউ প্রত্যাখ্যান করলে সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহ বিশ্ববাসীর মুখাপেক্ষী নন" (আলে ইমরানঃ ৯৭)।

١٤١٦. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْفَضْلُ رَدِيْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَشْعَمَ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ اِلَيْهَا وَتَنْظُرُ اِلَيْهِ وَجَعَلَ النَّبِىُّ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ اِلَى الشِّقِّ الاٰخَرِ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ فَرِيْضَةَ اللّٰهِ عَلٰى عِبَادِهِ فِى الْحَجِّ اَدْرَكَتْ اَبِى شَيْخًا كَبِيْرًا لاَ يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ اَفَاَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذٰلِكَ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ .

১৪১৬. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা ফযল রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর পিছনে তাঁর সওয়ারীতে বসা ছিলেন। এ সময় খাছআম গোত্রের এক মহিলা আগমন করলে ফযল তার দিকে তাকাচ্ছিল এবং মহিলাটিও ফযলের দিকে তাকাচ্ছিল। নবী (সঃ) বার বার ফযলের মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে থাকলেন। মহিলাটি বলল, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ কর্তৃক বান্দার ওপর আরোপিত হজ্জ আমার বৃদ্ধ পিতার উপর ফরয হয়েছে। তিনি সওয়ারীর ওপর ঠিক হয়ে বসে থাকতে পারেন না। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করতে পারি? উত্তরে নবী (সঃ) বললেন, হাঁ, পার। এটি ছিল বিদায় হজ্জের সময়কার ঘটনা।[১]

---

১. বদলী হজ্জ করা সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ আছেঃ

ক. ইমাম আবূ হানীফা, মালেক ও আহমদের মতে নিজে হজ্জ না করে অন্যের বদলী হজ্জ করতে পারে। উক্ত হাদীস এর দলীল। কেননা রসূল (সঃ) মহিলাটিকে এ কথা জিজ্ঞেস করেননি, তুমি হজ্জ করেছ কি না, অথচ তাকে বলে দিয়েছেনঃ বদলী হজ্জ করতে পার।

খ. ইমাম শাফিঈ'র মতে নিজে হজ্জ না করে অপরের বদলী হজ্জ করা জায়েয নয়।

২–অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالاً وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ لِيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِى اَيَّامٍ مَّعْلُوْمَاتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوْا الْبَائِسَ الْفَقِيْرَ * ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ * الحج ايات ٢٧-٢٩

"হজ্জের জন্য লোকদেরকে এই মর্মে আহবান জানাও যেন তারা দূর দূরান্ত থেকে হেঁটে এবং সব কৃশকায় উটের ওপর সওয়ার হয়ে তোমার নিকট আগমন করে, এখানে যেসব কল্যাণ তাদের জন্য রয়েছে সেগুলো যাতে তারা প্রত্যক্ষ করতে পারে এবং আল্লাহ যে জন্তুগুলো তাদেরকে দান করেছেন কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনে সেগুলোর ওপর আল্লাহর নাম নিতে পারে (কোরবানী করে)। অতপর তার গোশ্‌ত নিজেরাও খাবে আর দরিদ্র অভাব–গ্রস্তদেরও দান করবে। এরপর নিজেদের (শরীরের) ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করবে (ইহরাম খুলে গোসল করা নখ ইত্যাদি কাটা) ও মান্নত পূরণ করবে এবং এই সুপ্রাচীন ঘরের তাওয়াফ করবে" (সূরা হজ্জ : ২৭–২৯)।

١٤١٧. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَرْكَبُ رَاحِلَتَهُ بِذِى الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ يُهِلُّ حِيْنَ تَسْتَوِى بِهٖ قَائِمَةً -

১৪১৭. ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি যুল–হুলাইফা নামক জায়গায় রসূলুল্লাহ (সঃ)–কে তাঁর সাওয়ারীতে আরোহণ করতে দেখেছি। তাঁর সওয়ারী ঠিকভাবে দাঁড়িয়ে গেলে তিনি সজোরে তালবিয়া ("লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা") পড়তে থাকেন।

١٤١٨. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىِّ اَنَّ اِهْلاَلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ حِيْنَ اسْتَوَت بِهٖ رَاحِلَتُهُ -

১৪১৮. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। যুল–হুলাইফা থেকে রসূলুল্লাহ (সঃ) ঠিক সেই সময় সজোরে তালবিয়া পড়তে শুরু করেন, যখন তাঁর সওয়ারী উট তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল্।

৩–অনুচ্ছেদ : সওয়ারীতে আরোহণ করে হজ্জে যাওয়া। আবান... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) আয়েশার সাথে তাঁর ভাই আবদুর রহমানকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি তাঁকে (আয়েশাকে) সওয়ারীতে বসিয়ে তানঈম নামক জায়গা থেকে উমরা করিয়েছিলেন। উমর (রা) বলেছেন, হজ্জের উদ্দেশ্যে সওয়ারীর পিঠে

মজবুত করে হাওদা বাঁধো। কেননা দুটি জিহাদের মধ্যে এটি একটি জিহাদ। মুহাম্মদ ইবনে আবু বাক্‌র.....সুমামা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আনাস (রা) একটি সওয়ারীর পিঠে হাওদার মধ্যে বসে হজ্জে গিয়েছেন। অথচ তিনি কৃপণ স্বভাবের মানুষ ছিলেন না। তিনি (আনাস) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) সওয়ারীর পিঠে হাওদায় বসে হজ্জে গিয়েছিলেন। এর ওপর তাঁর আসবাবপত্রও ছিল।

١٤١٩. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اعْتَمَرْتُمْ وَلَمْ اَعْتَمِرْ قَالَ يَاعَبْدَ الرَّحْمٰنِ اذْهَبْ بِاُخْتِكَ فَاَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيْمِ فَاَحْقَبَهَا عَلٰى نَاقَةٍ فَاَعْتَمَرَتْ .

১৪১৯. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনারা উমরা আদায় করলেন, অথচ আমি উমরা আদায় করতে পারলাম না। একথা শুনে নবী (সঃ) আবদুর রহমান ইবনে আবু বাক্‌রকে বললেন, হে আবদুর রহমান! যাও, তোমার বোনকে নিয়ে তানঈম নামক জায়গা থেকে উমরা করাও। আবদুর রহমান তাঁকে সওয়ারীর ওপর হাওদার মধ্যে পিছনে বসিয়ে নিলেন এবং এভাবে তিনি (আয়েশা) উমরা সমাপন করলেন।

৪–অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর নিকট কবুল হওয়া হজ্জের মর্যাদা।

١٤٢٠. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ اَىُّ الاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ اِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ جِهَادٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ .

১৪২০. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'কোন্ আমল সবচাইতে উত্তম?' তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান। আবার জিজ্ঞেস করা হল, এরপর কোন্ কাজটি সবচাইতে উত্তম? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল, এরপর কোন্ কাজটি সবচাইতে উত্তম? তিনি বললেন, 'হজ্জে মাবরূর' অর্থাৎ আল্লাহর নিকট কবুল হওয়া হজ্জ।

١٤٢١. عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَرٰى الْجِهَادَ اَفْضَلَ الْعَمَلِ اَفَلاَ نُجَاهِدُ قَالَ لٰكِنَّ اَفْضَلُ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ .

১৪২১. উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে আল্লাহর রসূল! জিহাদকে আমরা (মেয়েরা) সবচাইতে উত্তম কাজ বলে জানি, আমরা কি জিহাদে অংশগ্রহণ করবো না? তিনি বললেন, না, বরং তোমাদের জন্য সর্বোত্তম জিহাদ হচ্ছে 'হজ্জে মাবরূর'।

١٤٢٢. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ .

১৪২২. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ সমাপন করলো এবং হজ্জ সমাপনকালে কোন প্রকার অশ্লীল কথা ও কাজে কিংবা গোনাহর কাজে লিপ্ত হলো না, সে সদ্যজাত শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে প্রত্যাবর্তন করল।

৫—অনুচ্ছেদ : হজ্জ ও উমরার মীকাত নির্ধারণ (অর্থাৎ হজ্জ ও উমরার নিয়্যত করলে বিভিন্ন এলাকার বা দেশের লোকদের যেসব নির্দিষ্ট স্থান হতে ইহ্‌রাম বাঁধতে হবে)।

١٤٢٣. عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ اَنَّهُ اَتَى عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ فِى مَنْزِلِهِ وَلَهُ فُسْطَاطٌ وَسُرَادِقٌ فَسَأَلْتُ مِنْ اَيْنَ يَجُوْزُ اَنْ اَعْتَمِرَ قَالَ فَرَضَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ وَلِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِاَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ.

১৪২৩. যায়েদ ইবনে জুবায়ের (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমরের অবস্থানে গমন করলেন। তাঁর তাঁবুটি সূতি ও পশমী বস্ত্র নির্মিত ছিল। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ জায়গা থেকে উমরার ইহ্‌রাম বাঁধা আমার জন্য জায়েয? তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) নজদ্‌বাসীদের জন্য কারন্ থেকে, মদীনাবাসীদের জন্য যুল-হুলাইফা এবং শামবাসীদের জন্য জুহ্‌ফা নামক জায়গাকে হজ্জ ও উমরার মীকাত বা ইহ্‌রাম বাঁধার জায়গা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

৬—অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى وَاتَّقُوْنِ يٰاُولِى الْاَلْبَابِ . البقرة – اية ١٩٧

"তোমরা হজ্জের সফরে পথের সম্বল (প্রয়োজনীয় দ্রব্য) সাথে নিয়ে যাও। আর সবচাইতে উত্তম পাথেয় হল তাকওয়া বা পরহেজগারী। হে জ্ঞানীগণ! আমাকে ভয় করে চলো।" (বাকারা—১৯৭)।

١٤٢٤. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ اَهْلُ الْيَمَنِ يَحُجُّوْنَ وَلَا يَتَزَوَّدُوْنَ وَيَقُوْلُوْنَ نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ فَاِذَا قَدِمُوْا مَكَّةَ سَأَلُوْا النَّاسَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى.

১৪২৪. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ইয়ামানবাসীরা হজ্জে গমন করত কিন্তু সফরের পাথেয় আনত না। তারা বলত, আমরা আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু মক্কা পৌছার পর তারা লোকদের কাছে ভিক্ষা করে বেড়াত। সুতরাং সর্বশক্তিমান আল্লাহ (তাদেরকে নির্দেশ দিয়ে, নাযিল করলেন) "তোমরা হজ্জের সফরে পাথেয় সাথে নিয়ে যাও। আর জেনে রাখো! উত্তম পাথেয় হল তাকওয়া বা খোদাভীতি।"

৭–অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জ ও উমরার জন্য মক্কাবাসীদের ইহ্‌রাম বাধার স্থান।

١٤٢٥. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ وَقَّتَ لاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَالْحُلَيْفَةِ وَلاَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلاَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلاَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ اَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ اَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُوْنَ ذٰلِكَ فَمِنْ حَيْثُ اَنْشَاءَ حَتّٰى اَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ .

১৪২৫. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) মদীনাবাসীদের জন্য যুল–হুলাইফা, শামবাসীদের (সিরিয়া) জন্য জুহ্‌ফা, নজদ্‌বাসীদের জন্য কারনুল মানাযিল এবং ইয়ামানবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম[২] নামক স্থানকে (হজ্জ ও উমরার জন্য) মীকাত বা ইহ্‌রাম বাঁধার জায়গা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এই স্থানগুলো উক্ত লোকদের জন্য, আর যেসব লোক হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্যে উক্ত স্থানগুলোর ওপর দিয়ে অতিক্রম করবে তাদের জন্যও মীকাত বা ইহ্‌রাম বাঁধার নির্দিষ্ট জায়গা। আর যারা মীকাতের অভ্যন্তরের অধিবাসী তারা যেখানে আছে সেখান থেকেই ইহ্‌রাম বাঁধবে, এমনকি মক্কাবাসীগণ মক্কা থেকেই ইহ্‌রাম বাধবে।

৮–অনুচ্ছেদ ঃ মদীনাবাসীদের মীকাত। তারা যুল–হুলাইফা[৩] নামক স্থানে পৌছার পূর্বে ইহ্‌রাম বাঁধবে না।

١٤٢٦. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ يُهِلُّ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ وَاَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَاَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ قَالَ عَبْدُ اللهِ وَبَلَغَنِىْ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ وَيُهِلُّ اَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ.

১৪২৬. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, মদীনাবাসীগণ যুল–হুলাইফা থেকে, শামবাসীগণ জুহ্‌ফা থেকে এবং নজদ্‌বাসীগণ কারন্

২. পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও ভারতবাসী হজ্জ গমনেচ্ছুদের মীকাতও ইয়ালামলাম।

৩. যুল–হুলাইফা, এ স্থানটি মদীনার অদূরে অবস্থিত। বর্তমানে একে বীরে আলী বলা হয়। এখানে একটি মসজিদ আছে।

(কারনুল মানাযিল) থেকে (হজ্জ ও উমরার) ইহ্‌রাম বাঁধবে। আবদুল্লাহ (ইবনে উমর) বলেছেন, আমি জানতে পেরেছি, রসূলুল্লাহ (সঃ) এও বলেছেন যে, ইয়ামানবাসীগণ ইয়ালামলাম থেকে ইহ্‌রাম বাঁধবে।

৯–অনুচ্ছেদ : শাম (সিরিয়া)–বাসীদের ইহ্‌রাম বাঁধার স্থান।

١٤٢٧. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَقَّتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَاالْحُلَيْفَةِ وَلاَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلاَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلاَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ اَتٰى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ اَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُوْنَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ اَهْلِهِ وَكَذَاكَ حَتّٰى اَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّوْنَ مِنْهَا.

১৪২৭. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) মদীনাবাসীদের জন্য যুল-হুলাইফা, শামবাসীদের জন্য জুহ্‌ফা, নাজদ্‌বাসীদের জন্য কারনুল মানাযিল এবং ইয়ামানবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম নামক স্থানকে (হজ্জ ও উমরার জন্য) মীকাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এই স্থানগুলো উক্ত লোকদের জন্য যেমন মীকাত, যেসব লোক ঐ এলাকার অধিবাসী নয়, কিন্তু হজ্জ ও উমরা পালনের জন্য ঐ সব এলাকার ওপর দিয়ে এলাকার অধিবাসী নয়, কিন্তু হজ্জ ও উমরা পালনের জন্য ঐ সব এলাকার ওপর দিয়ে অতিক্রম করবে তাদের জন্যও তেমনি মীকাত। আর যারা মীকাতগুলোর অভ্যন্তরে বসবাস করে তাদের বাসস্থানই তাদের মীকাত। এমনকি মক্কাবাসীগণ তাদের বাসস্থান থেকেই ইহ্‌রাম বাঁধবে।

১০–অনুচ্ছেদ : নাজদবাসীদের মীকাত।

١٤٢٨. عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مُهَلُّ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذُوالْحُلَيْفَةِ وَمُهَلُّ اَهْلِ الشَّامِ مَهْيَعَةُ وَهِىَ الْجُحْفَةُ وَاَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ زَعَمُوْا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ وَلَمْ اَسْمَعْهُ وَمُهَلُّ اَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ

১৪২৮. সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, যুল-হুলাইফা মদীনাবাসীদের ইহ্‌রাম বাঁধার স্থান, মুহাইয়া অর্থাৎ জুহ্‌ফা শামবাসীদের জন্য এবং নজদ্‌বাসীদের জন্য কারন (কারনুল মানাযিল) ইহ্‌রাম বাঁধার নির্দিষ্ট স্থান। ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেছেন, লোকেরা বলত, নবী (সঃ) (একথাও) বলেছেন যে, ইয়ামানবাসীদের ইহ্‌রাম বাঁধার নির্দিষ্ট স্থান হল ইয়ালামলাম, কিন্তু আমি তা [নবী (সঃ)-এর এই কথা] শুনতে পাইনি।

১১–অনুচ্ছেদ : মীকাতসমূহের অভ্যন্তরে বসবাসকারীদের ইহরাম বাঁধার স্থান।

١٤٢٩. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ وَقَّتَ لاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَاالْحُلَيْفَةِ وَلاَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلاَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَلاَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ اَتٰى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ اَهْلِهِنَّ مِمَّنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُوْنَهُنَّ فَمِنْ اَهْلِهِ حَتّٰى اِنَّ اَهْلَ مَكَّةَ يُهِلُّوْنَ مِنْهَا

১৪২৯. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) মদীনাবাসীদের জন্য যুল–হুলাইফা, শামবাসীদের জন্য জুহ্ফা, ইয়ামানবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম এবং নজদ্বাসীদের জন্য কার্ন্ (কারনুল মানাযিল) নামক স্থানকে মীকাত নির্দিষ্ট করেছেন। এসব স্থান উক্ত এলাকার জন্য এবং অন্য সব এলাকা থেকে যারা হজ্জ ও উমরা সমাপনের উদ্দেশ্যে আগমন করবে তাদের জন্য মীকাত। কিন্তু যারা মীকাতের অভ্যন্তরের অধিবাসী তাদের বাড়ীই তাদের জন্য মীকাত। এমনকি মক্কাবাসীগণ মক্কা থেকে ইহ্রাম বাঁধবে।

১২–অনুচ্ছেদ : ইয়ামানবাসীদের মীকাত।

١٤٣٠. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ وَقَّتَ لاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَاالْحُلَيْفَةِ وَلاَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلاَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلَ وَ لاَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ هُنَّ لاَهْلِهِنَّ وَلِكُلِّ اٰتٍ اَتٰى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ اَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُوْنَ ذٰلِكَ فَمِنْ حَيْثُ اَنْشَاَ حَتّٰى اَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ.

১৪৩০. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) মদীনাবাসীদের জন্য যুল–হুলাইফা, শামবাসীদের জন্য জুহ্ফা, নজদবাসীদের জন্য কারনুল–মানাযিল এবং ইয়ামানবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম নামক স্থানকে মীকাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এ স্থানগুলো এখানকার অধিবাসীদের জন্য এবং অন্য যেসব লোক (এর বাইরে থেকে) হজ্জ ও উমরা পালনের নিয়াতে এসব জায়গার ওপর দিয়ে অতিক্রম করে তাদের জন্যও মীকাত হিসেবে নির্ধারিত। কিন্তু এসব মীকাতের অভ্যন্তরে যারা বাস করে তাদের জন্য মীকাত হল যেখান থেকে তারা (হজ্জের উদ্দেশ্যে) যাত্রা করবে। আর মক্কাবাসীগণ মক্কা থেকেই ইহরাম বাঁধবে।

১৩–অনুচ্ছেদ : যাতু ইরক নামক স্থান হল ইরাকবাসীদের মীকাত।

١٤٣١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا فُتِحَ هٰذَانِ الْمِصْرَانِ اَتَوْا عُمَرَ فَقَالُوْا يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَدَّ لاَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ

طَرِيْقِنَا وَاِنَّا اِنْ اَرَدْنَا قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنَا قَالَ فَانْظُرُوْا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيْقِكُمْ فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ .

১৪৩১. আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এ দু'টি শহর (বসরা ও কুফা) বিজিত হলে এর অধিবাসীরা উমরের নিকট এসে বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন। নজদবাসীদের জন্য রসূলুল্লাহ (সঃ) কারন্ (কারনুল মানাযিল)-কে (মীকাত হিসেবে) নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কিন্তু তা আমাদের যাতায়াতের পথ থেকে দূরে অবস্থিত। যদি আমরা কারন্ (কারনুল-মানাযিল) হয়ে যেতে চাই, তবে তা আমাদের জন্য কষ্টদায়ক হয়। একথা শুনে উমর (রা) বললেন, কারন্ বরাবর সম দূরত্বে তোমাদের যাতায়াত পথে একটি জায়গা দেখে (নির্দিষ্ট করে) নাও। অতপর তিনি নিজেই যাতু ইরক নামক জায়গাকে তাদের মীকাত নির্দিষ্ট করে দিলেন।

১৪-অনুচ্ছেদ : যুল-হুলাইফাতে নামায আদায় করা।

١٤٣٢. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ بِذِى الْحُلَيْفَةِ فَصَلّٰى بِهَا وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ

১৪৩২. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) যুল-হুলাইফায় তাঁর উট বসিয়ে রেখে নামায আদায় করেছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উমরও অনুরূপ করতেন।

১৫-অনুচ্ছেদ : শাজারার পথে নবী (সঃ)-এর মদীনা হতে বহির্গমন।

١٤٣٣. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيْقِ الشَّجَرَةِ وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيْقِ الْمُعَرَّسِ وَاَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا خَرَجَ اِلٰى مَكَّةَ يُصَلِّى فِى مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ وَاِذَا رَجَعَ صَلّٰى بِذِى الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِى وَبَاتَ حَتّٰى يُصْبِحَ .

১৪৩৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) মদীনা থেকে বহির্গমনকালে শাজারার পথ দিয়ে বের হতেন এবং মদীনায় প্রবেশকালে মুআররাসের পথে প্রবেশ করতেন। আর রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন মদীনা থেকে বের হয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করতেন তখন মসজিদে শাজারাতে তিনি নামায আদায় করতেন। আবার যখন তিনি (মদীনায়) ফিরে আসতেন তখন তিনি যুল-হুলাইফায় উপত্যকার মধ্যখানে নামায আদায় করতেন এবং সেখানে রাত যাপন করে ভোরে (মদীনার দিকে) যাত্রা করতেন।

১৬–অনুচ্ছেদ : নবী (সঃ)–এর বাণী, আল–আকীক একটি মোবারক বা কল্যাণময় উপত্যকা।

١٤٣٤. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ اَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ بِوَادِى الْعَقِيْقِ يَقُوْلُ اَتَانِى اللَّيْلَةَ اٰتٍ مِنْ رَّبِّى فَقَالَ صَلِّ فِىْ هٰذَا الْوَادِى الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةٌ فِىْ حَجَّةٍ .

১৪৩৪. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি উমর (রা)–কে বলতে শুনেছেন, আমি আল–আকীক উপত্যকায় নবী (সঃ)–কে বলতে শুনেছি, আজ রাতে আমার রবের তরফ থেকে একজন আগমনকারী এসে আমাকে বলল, এই কল্যাণময় উপত্যকায় নামায আদায় করুন এবং বলুন, আমি হজ্জ ও উমরার একত্রে ইহরাম বাঁধলাম।

١٤٣٥. عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ اُرِىَ وَهُوَ فِىْ مُعَرَّسٍ بِذِى الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِى قِيْلَ لَهُ اِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ وَقَدْ اَنَاخَ بِنَا سَالِمٌ يَتَوَخَّى الْمَنَاخَ الَّذِىْ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يُنِيْخُ يَتَحَرَّى مُعَرَّسَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ اَسْفَلَ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِى بِبَطْنِ الْوَادِى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيْقِ وَسَطٌ مِّنْ ذٰلِكَ .

১৪৩৫. সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেন। যুল–হুলাইফার আকীক উপত্যকার মধ্যস্থলে রাতের বিশ্রামস্থলে নবী (সঃ) স্বপ্নে দেখলেন তাঁকে বলা হয়, এখন আপনি কল্যাণময় উপত্যকায় অবস্থান করছেন। রাবী বলেন, সালেম (র) আমাদের সাথে উট বেঁধে রেখে সেই স্থানটির খোঁজ করেন যেখানে ইবনে উমর (রা) উট বেঁধে মহানবী (স)–এর রাতের বিশ্রামস্থলটির অনুসন্ধান করতেন। উপত্যকার মধ্যস্থলের মসজিদ ও পথের মাঝখানের ফাঁকা স্থানটি হল তাঁর (স) বিশ্রামস্থল। তা মসজিদ অপেক্ষা কিছুটা ঢালুভূমি।

১৭–অনুচ্ছেদ : কাপড় থেকে খালুক বা সুগন্ধি তিনবার ধোয়ার নির্দেশ।

١٤٣٦. عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلٰى اَخْبَرَهُ اَنَّ يَعْلٰى قَالَ لِعُمَرَ اَرِنِى النَّبِىَّ ﷺ حِيْنَ يُوْحٰى اِلَيْهِ قَالَ فَبَيْنَمَا النَّبِىُّ ﷺ بِالْجِعِرَّانَةِ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِّنْ اَصْحَابِهِ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ تَرٰى فِىْ رَجُلٍ اَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِطِيْبٍ فَسَكَتَ النَّبِىُّ ﷺ سَاعَةً فَجَاءَهُ الْوَحْىُ فَاَشَارَ عُمَرُ اِلٰى يَعْلٰى فَجَاءَ يَعْلٰى وَعَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثَوْبٌ قَدْ اُظِلَّ بِهِ فَاَدْخَلَ رَاْسَهُ فَاِذَا

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُحْمَرُّ الْوَجْهِ وَهُوَ يَغِطُّ ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ اَيْنَ الَّذِيْ سَأَلَ عَنِ الْعُمْرَةِ فَأُتِيَ بِرَجُلٍ فَقَالَ اغْسِلِ الطِّيْبَ الَّذِيْ بِكَ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ وَانْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ وَاصْنَعْ فِيْ عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِيْ حَجِّكَ فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ اَرَادَ الْاِنْقَاءَ حِيْنَ اَمَرَهُ اَنْ يَغْسِلَ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ نَعَمْ .

১৪৩৬. সাফওয়ান ইবনে ইআলা (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইআলা (রা) উমর (রা)-কে বললেন, নবী (সঃ)-এর প্রতি যে মুহূর্তে ওহী নাযিল হয়, সে সময় তাঁর (সঃ) অবস্থা (কিরূপ হয়) আমাকে দেখাবেন। উমর (রা) বলেন, নবী (সঃ) জিরানা[৪] নামক জায়গাতে অবস্থান করছিলেন। তাঁর সাথে সাহাবাদেরও একটি দল ছিল। এ সময় এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল। ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার ফয়সালা কি যে উমরার ইহ্‌রাম বেঁধেছে কিন্তু তার কাপড় ও শরীরে সুগন্ধি লাগানো রয়েছে। একথা শুনে নবী (সঃ) কিছুক্ষণের জন্য চুপ থাকলেন। ইতিমধ্যে তাঁর প্রতি ওহী নাযিল শুরু হল। উমর (রা) ইআলাকে ইশারা করলে তিনি এগিয়ে এলেন। সেই সময় রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর গায়ের ওপরে একখানা কাপড় টানিয়ে ছায়া করা হয়েছিল। ইআলা (রা) কাপড়ের মধ্যে তাঁর মাথা নিয়ে উঁকি দিয়ে দেখতে পেলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মুখমন্ডল লোহিতবর্ণ ধারণ করেছে, আর নিদ্রিত ব্যক্তির ন্যায় তাঁর নাক থেকে শব্দ বেরুচ্ছে। অতপর এ অবস্থা দূরীভূত হলে তিনি বলেন, উমরা সম্পর্কে যে ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিল সে কোথায়? লোকটিকে এনে উপস্থিত করা হলে তিনি বলেন, তোমার শরীরে যে সুগন্ধি আছে তা তিনবার ধুয়ে ফেল, শরীর থেকে জুব্বাটি খুলে ফেল এবং হজ্জে যা কিছু করে থাক উমরাতেও তাই কর। ইবনে জুরায়েজ বর্ণনা করেন, আমি আতাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, রসূলুল্লাহ (সঃ) কর্তৃক তিনবার ধোয়ার নির্দেশদান কি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উদ্দেশ্যে ছিল? জবাবে তিনি বললেন, হাঁ।

১৮—অনুচ্ছেদ ঃ ইহ্‌রাম বাঁধার সময় সুগন্ধি ব্যবহার করা।

ইহ্‌রাম বাঁধতে মনস্থ করলে কিরূপ পোশাক পরিধান করতে হবে? চুল আচড়ানো এবং তেল মাখা যাবে কি না? ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, মুহরিম ব্যক্তি সুগন্ধির ঘ্রাণ নিতে পারে, আর্শিতে মুখ দেখতে পারে এবং খাদ্য জাতীয় পদার্থ, যেমনঃ তেল, ঘি ইত্যাদি ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে। আতা (র) বলেছেন, আংটি পরিধান করতে এবং টাকার থলিয়া বাঁধতে পারবে। ইবনে উমর (রাঃ) নিজের পেটে কাপড় বাঁধা অবস্থায় তাওয়াফ করেছেন। আয়েশা (রা)-র মতে, নেংটি পরিধানে কোন দোষ নেই। আবু আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী বলেন, আয়েশার এ কথার অর্থ হল, যারা তাঁর উটের ওপর হাওদা বাঁধে তাদের নেংটি পরিধান করায় কোন দোষ নেই।

৪. জি'রানা বা জিইররানা মক্কা থেকে প্রায় ১০/১২ মাইল দূরে অবস্থিত।

١٤٣٧. عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ فَذَكَرْتُهُ لِاِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ مَا تَصْنَعُ بِقَوْلِهِ حَدَّثَنِيْ الْاَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَاَنِّي اَنْظُرُ اِلٰى وَبِيْصِ الطِّيْبِ فِي مَفَارِقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

১৪৩৭. সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ইবনে উমর (রা) ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় যয়তুন তেল মর্দন করতেন। সুতরাং বিষয়টি আমি (মুহাদ্দিস) ইবরাহীমের কাছে বর্ণনা করলে তিনি বলেন, তুমি তাঁর এ বর্ণনা কি করবে? আসওয়াদ আমার নিকট আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আয়েশা) বলেছেন, ইহ্‌রাম অবস্থায় তিনি (সঃ) যে সুগন্ধি ব্যবহার করতেন রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সিঁথিতে তার চাকচিক্য যেন আমি এখনো দেখতে পাচ্ছি।

١٤٣٨. عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كُنْتُ اُطَيِّبُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِاِحْرَامِهِ حِيْنَ يُحْرِمُ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ اَنْ يَّطُوْفَ بِالْبَيْتِ .

১৪৩৮. নবী (সঃ)-এর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ইহ্‌রাম বাঁধার সময় এবং ইহ্‌রাম খোলার সময় খানায়ে কা'বা তাওয়াফ করার পূর্বে আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম।

১৯—অনুচ্ছেদ : চুলে আঠালো দ্রব্য লাগিয়ে ইহ্‌রাম বাঁধা।

١٤٣٩. عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُهِلُّ مُلَبِّدًا .

১৪৩৯. সালেম (রঃ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) চুলে আঠালো দ্রব্য লাগিয়ে ইহ্‌রাম বেঁধেছেন।

২০—অনুচ্ছেদ : যুল-হুলাইফার মসজিদের নিকটে ইহ্‌রাম বাঁধা।[৫]

١٤٤٠. عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَاهُ يَقُوْلُ مَا اَهَلَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلاَّ مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ يَعْنِيْ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ .

১৪৪০. সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) তাঁর পিতাকে বলতে শুনেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) যুল-হুলাইফার মসজিদের নিকটে ইহ্‌রাম বেঁধেছেন।

২১—অনুচ্ছেদ : মুহরিম ব্যক্তি যে ধরনের পোশাক পরিধান করতে পারবে না।

৫. ইহরামের অবস্থায় হাজ্জীগণ যে আরবী (লাব্বাইকা আল্লাহুমা লাব্বাইকা) দোয়া পাঠ করেন তাকে বলে তালবিয়া।

١٤٤١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَلْبَسُ الْقَمِيْصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيْلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ اِلاَّ اَحَدٌ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوْا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ اَوْوَرْسٌ

১৪৪১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রসূল! মুহরিম ব্যক্তি কিরূপ কাপড় পরিধান করবে? রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, মুহরিম ব্যক্তি কামিস বা জামা, পাগড়ী, পাজামা, টুপি ও মোজা পরিধান করবে না। তবে যার জুতা নেই সে মোজা পরিধান করতে পারবে। কিন্তু মোজা দু'টির পায়ের গোছার নীচে থেকে (ওপরের অংশটুকু) কেটে ফেলতে হবে। আর জাফরান বা ওয়ারস[৬] সুগন্ধি লাগানো কোন কাপড় পরিধান করবে না।[৭]

২২–অনুচ্ছেদ : হজ্জের সফরে কোন জন্তুর পিঠে আরোহণ করা বা সওয়ারীতে কাউকে পিছনে আরোহণ করানো।

١٤٤٢. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ اُسَامَةَ كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ اِلَى الْمُزْدَلِفَةِ ثُمَّ اَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ اِلٰى مِنًى قَالَ فَكِلاَهُمَا قَالَ لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ﷺ يُلَبِّي حَتّٰى رَمٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ .

১৪৪২. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। উসামা (রা) নবী (সঃ)–এর সওয়ারীতে আরাফা থেকে মুযদালিফা পর্যন্ত (তাঁর) পিছনে বসা ছিলেন। পরে নবী (সঃ) মুযদালিফা থেকে মিনা পর্যন্ত ফযলকেও পিছনে উঠিয়ে নিলেন। বর্ণনাকারী (ইবনে আব্বাস) বলেন, তারা উভয়েই (উসামা ও ফযল) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) জামরাতুল আকাবায় কঙ্কর মারার পূর্ব পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করছিলেন।

২৩–অনুচ্ছেদ : মুহরিম ব্যক্তি কি ধরনের কাপড়, চাদর ও লুঙ্গি পরিধান করবে? আয়েশা (রা) ইহরাম অবস্থায় কুসুম রঙ্গের কাপড় পরিধান করেছিলেন। তিনি বলেছেন, মেয়েরা ইহরাম অবস্থায় মুখমন্ডল ঢাকবে না, সুগন্ধি মাখা বা জাফরানে রঞ্জিত কোন কাপড় পরিধান করবে না।

---

৬. ওয়ারস এক প্রকার সুগন্ধিযুক্ত ঘাস।

৭. আবু আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী বলেন, মুহরিম ব্যক্তি তার মাথা ধুতে পারে কিন্তু চুল চিরুনী করতে পারবে না, কিংবা শরীর চুলকাবে না। আর মাথা ও শরীর থেকে উকুন ধরে মাটিতে ফেলে দিবে (মারতে পারবে না)।

জাবের (রা) বলেছেন, আমি কুসুম রংকে সুগন্ধি মনে করি না। আয়েশা (রা) মেয়েদের অলংকার ব্যবহার এবং কালো বা গোলাপী রঙের কাপড় এবং মোযা পরিধানে কোন দোষ আছে বলে মনে করতেন না। ইবরাহীম বলেছেন, মুহরিম ব্যক্তির পরিধেয় বস্ত্র পাল্টাতে কোন দোষ নেই।

١٤٤٣. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ انْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْمَدِيْنَةِ بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ وَلَبِسَ اِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَاَصْحَابُهُ فَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْئٍ مِنَ الْاَرْدِيَةِ وَالْاُزُرِ اَنْ تُلْبَسَ اِلاَّ الْمُزَعْفَرَةَ الَّتِي تَرْدَعُ عَلَى الْجِلْدِ فَاَصْبَحَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ حَتّٰى اسْتَوٰى عَلَى الْبَيْدَاءِ اَهَلَّ هُوَ وَاَصْحَابُهُ وَقَلَّدَ بُدْنَهُ وَذٰلِكَ لِخَمْسٍ بَقِيْنَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ فَقَدِمَ مَكَّةَ لِاَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعٰى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ اَجْلِ بُدْنِهِ لِاَنَّهُ قَلَّدَهَا ثُمَّ نَزَلَ بِاَعْلٰى مَكَّةَ عِنْدَ الْحَجُوْنِ وَهُوَ مُهِلٌّ بِالْحَجِّ وَلَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتّٰى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ وَاَمَرَ اَصْحَابَهُ اَنْ يَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يُقَصِّرُوْا مِنْ رُؤُسِهِنَّ ثُمَّ يَحِلُّوْا وَذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بُدْنَةٌ قَلَّدَهَا وَمَنْ كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَتُهُ فَهِيَ لَهُ حَلَالٌ وَالطِّيْبُ وَالثِّيَابُ .

১৪৪৩. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) এবং তাঁর সাহাবাগণ তেল মাখা, চিরুনী করা এবং লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করার পর মদীনা থেকে রওয়ানা হলেন। নবী (সঃ) জাফরানী রঙের এমন কাপড় যা থেকে শরীরে রং লাগতে পারে তা ছাড়া অন্য যে কোন চাদর বা লুঙ্গি পরিধান করতে নিষেধ করেননি। অতপর প্রত্যূষে যুল-হুলাইফা থেকে সওয়ারীতে আরোহণ করে বায়দা নামক জায়গাতে উপস্থিত হলে তিনি ও তাঁর সাহাবাগণ তালবিয়া পাঠ করলেন এবং নিজেদের কোরবানীর পশুর গলায় কেলাদা বা (কোরবানীর পশুর চিহ্ন) মালা বেঁধে দিলেন। তখন যুল-কা'দা মাসের পাঁচ দিন অবশিষ্ট ছিল এবং যখন তিনি মক্কায় উপনীত হলেন, তখন যুল-হিজ্জার চার তারিখ ছিল। তিনি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলেন এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করলেন (দৌড়ালেন), কিন্তু কোরবানীর পশুর গলায় কেলাদা বা মালা বাঁধা ছিল (সাথে কোরবানীর পশু ছিল) বিধায় ইহরাম খোললেননি। অতপর মক্কার নিকটবর্তী উঁচু ভূমিতে হাজুন নামক স্থানে ইহরাম অবস্থায় অবস্থান করেন। আর এরপর তাওয়াফ করে পুনরায় কা'বা ঘরের নিকটবর্তী হননি আরাফাত থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত। অবশ্য তাঁর সাহাবাগণকে তাওয়াফ করতে, সাফা-মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করতে এবং মাথার চুল কেটে ইহরাম খুলতে নির্দেশ দিলেন। যাদের সাথে কোরবানীর পশু ছিল না এ নির্দেশ ছিল তাদের জন্য। এ ছাড়াও যার সাথে তার স্ত্রী ছিল তার সাথে সহবাস করা এরপর থেকে

বৈধ বলে জানিয়ে দিলেন। সংগে সংগে সুগন্ধি ব্যবহার ও কাপড় (ইহরামের কাপড় ব্যতীত অন্য কাপড়) পরিধানেরও অনুমতি দিলেন।

২৪–অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি রাত যাপন করে ভোর পর্যন্ত যুল–হুলাইফাতে অবস্থান করে। ইবনে উমর (রা) নবী (সঃ) থেকে এতদসংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٤٤٤. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ اَرْبَعًا وَبِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ بَاتَ حَتَّى اَصْبَحَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ فَلَمَّا رَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَاسْتَوَتْ بِهِ اَهَلَّ.

১৪৪৪. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (হজ্জের সফরে) নবী (সঃ) মদীনাতে চার রাকআত নামায আদায় করে যাত্রা করেছেন এবং যুল–হুলাইফাতে পৌঁছে দুই রাকআত নামায আদায় করেছেন, আর সেখানেই ভোর পর্যন্ত রাত যাপন করেছেন। পরে সওয়ারীর ওপর আরোহণ করে সেটি সোজা হয়ে দাঁড়ালে তিনি তালবিয়া পাঠ শুরু করেন।

١٤٤٥. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيُّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِيْنَةِ اَرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ وَاَحْسِبُهُ بَاتَ بِهَا حَتَّى اَصْبَحَ.

১৪৪৫. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (হজ্জের সফরে) নবী (সঃ) মদীনা থেকে যোহরের নামায চার রাকআত পড়ে রওয়ানা হলেন এবং যুল–হুলাইফাতে পৌঁছে আসরের নামায দুই রাকআত আদায় করলেন। তিনি বললেন, আমার মনে হয় তিনি (সঃ) সেখানে রাত যাপন করে ভোর পর্যন্ত অবস্থান করেছিলেন।

২৫–অনুচ্ছেদ ঃ উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করা।

١٤٤٦. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ الظُّهْرَ اَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُوْنَ بِهِمَا جَمِيْعًا.

১৪৪৬. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হজ্জের সফরে যাত্রার সময় নবী (সঃ) মদীনাতে যোহরের নামায চার রাকআত এবং যুল–হুলাইফাতে পৌঁছে আসরের নামায দুই রাকআত আদায় করেছেন। আমি সবাইকে উচ্চস্বরে হজ্জ ও উমরার তালবিয়া পাঠ করতে শুনেছি।

২৬–অনুচ্ছেদ ঃ তালবিয়া পাঠ করা।

١٤٤٧. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ.

১৪৪৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর তালবিয়া হল, "লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইকা ইন্নাল হামদা ওয়ান-নি'মাতা লাকা ওয়াল-মুলকা লা শারীকা লাকা।"[৮] 'হে আল্লাহ!, (তোমার আহবানে সাড়া দিয়ে) আমি হাযির আছি। তোমার কোন শরীক নাই এ কথার সাক্ষ্য প্রদানের জন্য আমি হাযির আছি। সমস্ত প্রশংসা ও নিয়ামত একমাত্র তোমারই, এ ঘোষণা দেয়ার জন্যও আমি হাজির ও প্রস্তুত হয়ে আছি। আর নিরঙ্কুশ রাজত্ব ও বাদশাহী তোমারই, তোমার কোন শরীক নেই।'

١٤٤٨. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنِّى لَاَعْلَمُ كَيْفَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُلَبِّى لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ

১৪৪৮. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি অবশ্যই জানি, নবী (সঃ) কিভাবে তালবিয়া পাঠ করতেন। তাঁর তালবিয়া ছিলঃ লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইকা ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা। [হে রব। (তোমার আহবানে সাড়া দিয়ে) আমি হাযির আছি। তোমার কোন শরীক বা অংশীদার নেই এ সাক্ষ্য প্রদানের জন্য আমি হাযির আছি। সকল প্রশংসা ও নেয়ামত একমাত্র তোমারই– এ ঘোষণা দিতেও আমি হাযির আছি]।

২৭–অনুচ্ছেদ : সওয়ারীতে আরোহণের সময় তালবিয়া বলার পূর্বে তাহমীদ, তাসবীহ ও তাকবীর বলা।[৯]

١٤٤٩. عَنْ اَنَسٍ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ مَعَهُ بِالْمَدِيْنَةِ الظُّهْرَ اَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ بَاتَ بِهَا حَتَّى اَصْبَحَ ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى اسْتَوَتْ بِهٖ عَلَى الْبَيْدَاءِ حَمِدَ اللّٰهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ ثُمَّ اَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَاَهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا فَلَمَّا قَدِمْنَا اَمَرَ النَّاسَ فَحَلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ اَهَلُّوا بِالْحَجِّ قَالَ وَنَحَرَ النَّبِىُّ ﷺ بَدَنَاتٍ بِيَدِهٖ قِيَامًا وَذَبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ كَبْشَيْنِ اَمْلَحَيْنِ.

---

৮. হজ্জের উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধার পর অন্তরে বিশ্বাসসহ মুখে উপরোক্ত কথাগুলো উচ্চারণের নামই হল তালবিয়া পাঠ করা। প্রত্যেক ইহরাম বাঁধা ব্যক্তিকে চলার পথে চড়াই উতরাই অতিক্রমের সময়, কোন কাফেলার সাথে সাক্ষাত হলে কিংবা পথ চলতে চলতে মাঝে মাঝে এ কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করতে হয়।

৯. তাহমীদ–আল্লাহর প্রশংসা করা। তাসবীহ–আল্লাহর পবিত্রতার ঘোষণা দেয়া এবং তাকবীর হল আল্লাহ মহৎ, মহান ও বিরাট এ কথার ঘোষণা করা।

১৪৪৯. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজ্জের সফরে যাত্রার প্রাক্কালে রসূলুল্লাহ (সঃ) মদীনাতে চার রাকআত নামায আদায় করলেন এবং সফরে যাত্রা করার পর যুল-হুলাইফাতে পৌঁছে আসরের নামায দুই রাকআত আদায় করলেন। এ সময় আমরাও তাঁর সাথে ছিলাম। তিনি সেখানে রাত যাপন করলেন এবং ভোর হলে (যাত্রার জন্য) সওয়ারীতে আরোহণ করলেন এবং বায়দা নামক স্থানে পৌঁছে আল্লাহর প্রশংসা করলেন, তাসবীহ পাঠ করলেন এবং তাকবীর পড়লেন, এরপর হজ্জ ও উমরার তালবিয়া পাঠ করলে অন্য সকলেও হজ্জ ও উমরার তালবিয়া পাঠ করল। অতপর আমরা মক্কায় উপনীত হলে তিনি লোকদেরকে (উমরা করার পর) ইহরাম খুলতে নির্দেশ দিলেন। সবাই ইহরাম খুলে ফেলল। অতপর তারবিয়ার দিন আসলে সকলেই হজ্জের জন্য তালবিয়া পাঠ করল। বর্ণনাকারী বলেন, নবী (সঃ) কতকগুলো উটকে খাড়া করে কোরবানী করলেন এবং আগের বছর তিনি মদীনায় শিং বিশিষ্ট সাদা-কালো রংয়ের দু'টি দুম্বা কোরবানী করেন।

২৮-অনুচ্ছেদ : সওয়ারী আরোহীকে নিয়ে ঠিকমত দাঁড়িয়ে গেলে তালবিয়া পাঠ শুরু করবে।

١٤٥٠. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَهَلَّ النَّبِيُّ ﷺ حِيْنَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً.

১৪৫০. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সওয়ারীর পিঠে আরোহণ করার পর সেটি ঠিকমত দাঁড়িয়ে গেলে নবী (সঃ) তালবিয়া পাঠ করতেন।

২৯-অনুচ্ছেদ : কিবলার দিকে মুখ করে ইহরাম বাঁধা ও তালবিয়া পাঠ করা। আবু মা'মার বর্ণনা করেছেন, আবদুল ওয়ারিস আইয়ুবের মাধ্যমে নাফে থেকে বর্ণনা করেছেন। নাফে বলেছেন, যুল-হুলাইফাতে ইবনে উমর (রা) ফজরের নামায আদায় করার পর তাঁর সওয়ারী প্রস্তুত করার নির্দেশ দিতেন। তা প্রস্তুত করা হলে তিনি তাতে আরোহণ করার পর যখন সেটি যাত্রার জন্য ঠিকমত প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াত, তখন তিনি কিবলামুখী হয়ে তালবিয়া পাঠ করতেন এবং এ অবস্থায়ই (অর্থাৎ তালবিয়া পাঠ করতে করতে) হেরেমে পৌঁছার পর তা বন্ধ করতেন। অতপর যীতুয়া[১০] নামক স্থানে পৌঁছে রাত যাপন করতেন এবং সকাল হলে ফজরের নামায আদায় করে গোসল করতেন এবং বলতেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) এরূপই করতেন। গোসল সম্পর্কে ইসমাঈল আইয়ুবের নিকট থেকে অনুরূপ হাদীসই বর্ণনা করেছেন।

١٤٥١. عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا اَرَادَ الْخُرُوْجَ اِلٰى مَكَّةَ اِدَّهَنَ بِدُهْنٍ لَيْسَ لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ ثُمَّ يَاتِيْ مَسْجِدَ ذِى الْحُلَيْفَةِ فَيُصَلِّى ثُمَّ

১০. যীতুয়া' মক্কার নিকটবর্তী একটি উপত্যকা। বর্তমানে এটা 'বী'রে যাহেদ' নামে অভিহিত।

يَرْكَبُ فَاِذَا اسْتَوَت بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً اَحرَمَ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ يَفْعَلُ.

১৪৫১. নাফে (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে উমর (রা) হজ্জের বা উমরার উদ্দেশ্যে মক্কা গমনের সিদ্ধান্ত করলে সুগন্ধিবিহীন তেল মাখতেন। যুল-হুলাইফার মসজিদে পৌছে নামায আদায় করতেন, অতপর সওয়ারীতে আরোহণ করতেন। সেটি ঠিকমত দাঁড়িয়ে গেলে বা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলে তিনি ইহরাম বাঁধতেন এবং বলতেন, আমি নবী (সঃ)–কে এরূপই করতে দেখেছি।

৩০–অনুচ্ছেদ ঃ কোন উপত্যকা বা নিম্নভূমিতে অবতরণের সময় তালবিয়া পাঠ করা।

١٤٥٢. عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرُوْا الدَّجَّالَ اَنَّهُ قَالَ مَكْتُوْبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ قَالَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ اَسْمَعْهُ وَلٰكِنَّهُ قَالَ اَمَّا مُوْسٰى كَاَنِّى اَنْظُرُ اِلَيْهِ اِذَا انْحَدَرَ فِى الْوَادِيْ يُلَبِّى.

১৪৫২. মুজাহিদ (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইবনে আব্বাস (রা)–র কাছে উপস্থিত ছিলাম। এ সময় সকলে দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা শুরু করল। একজন বলল, নবী (সঃ) বলেছেন, তার (দাজ্জালের) কপালে 'কাফের' শব্দটি লিখিত থাকবে। বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, ও কথা আমি শুনিনি। তবে তিনি (সঃ) মূসা (আ) সম্পর্কে বলেছেন, আমি যেন দেখছি যখন তিনি নিম্নভূমিতে অবতরণ করছেন, তখন তালবিয়া পাঠ করছেন।

৩১–অনুচ্ছেদ ঃ যেসব মহিলা হায়েয ও নেফাস অবস্থায় আছে তারা কিভাবে ইহরাম বাঁধবে বা তালবিয়া পাঠ করবে।

١٤٥٣. عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَاَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لاَ يَحِلُّ حَتّٰى يُحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيْعًا فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَاَنَا حَائِضٌ وَلَمْ اَطُفْ بِالبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذٰلِكَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ انْقُضِى رَأْسَكِ وَامْتَشِطِى وَاَهِلِّىْ بِالْحَجِّ وَدَعِى الْعُمْرَةَ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ اَرْسَلَنِى النَّبِيُّ ﷺ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ اِلَى التَّنْعِيْمِ فَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ هٰذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ قَالَتْ فَطَافَ الَّذِيْنَ كَانُوْا اَهَلُّوْا بِالْعُمْرَةِ

بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوْا ثُمَّ طَافُوْا طَوَافًا اُخَرَ (وَاحِدًا) بَعْدَ اَنْ رَجَعُوْا مِنْ مِّنًى وَاَمَّا الَّذِيْنَ جَمَعُوْا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَاِنَّمَا طَافُوْا طَوَافًا وَاحِدًا.

১৪৫৩. নবী (সঃ)–এর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বিদায় হজ্জে নবী (সঃ)–এর সাথে যাত্রা করলাম। আমরা সবাই উমরার উদ্দেশ্যে ইহ্রাম বাঁধলাম। কিন্তু নবী (সঃ) বললেন, যাদের কাছে কোরবানীর পশু আছে তারা হজ্জের জন্যও ইহ্রাম বেঁধে নাও এবং হজ্জ ও উমরা সমাপন না করা পর্যন্ত ইহ্রাম খুলবে না। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, আমি হায়েয অবস্থায় মক্কায় উপনীত হলাম। তাই আমি বায়তুল্লার তাওয়াফ ও সাফা–মারওয়ায় সা'ঈ করলাম না। আমি এ বিষয়ে নবী (সঃ)–এর নিকট অভিযোগ করলে তিনি আমাকে বলেন, চুলের বেণী খুলে ফেল এবং চিরুনী করে উমরার নিয়াত পরিত্যাগ করে শুধু হজ্জের জন্য ইহ্রাম বেঁধে নাও। আয়েশা (রা) বলেন, আমি তাই করলাম। অতপর আমাদের হজ্জ সমাপ্ত হলে নবী (সঃ) আমাকে আবদুর রহমান ইবনে আবু বাক্র (অর্থাৎ আমার ভাই)–এর সাথে তানঈমে পাঠালেন। আমি সেখান থেকে (ইহ্রাম বেঁধে) উমরা আদায় করলাম। এরপর নবী (সঃ) বললেন, এটিই তোমার উমরার ইহ্রাম বাঁধার স্থান (অথবা এটা তোমরা পূর্বোক্ত উমরার পরিপূরক)। আয়েশা বর্ণনা করেন, যারা উমরা আদায়ের জন্য ইহ্রাম বেঁধেছিল তারা বায়তুল্লার তাওয়াফ করল, সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করল এবং মিনা থেকে ফিরে আসার পর আর একবার বায়তুল্লার তাওয়াফ করল। আর যারা হজ্জ ও উমরা এক সাথে আদায় করল তারা শুধুমাত্র একবার বায়তুল্লার তাওয়াফ করল।

৩২–অনুচ্ছেদ ঃ নবী (সঃ)–এর সময়ে যারা তাঁর অনুকরণে ইহ্রাম বেঁধেছেন। ইবনে উমর (রা) এ বিষয়ে নবী (সঃ) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٤٥٤ . عَنْ جَابِرٍ اَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَلِيًّا اَنْ يُّقِيْمَ عَلٰى اِحْرَامِهٖ وَذَكَرَ قَوْلَ سُرَاقَةَ وَزَادَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِمَا اَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ قَالَ بِمَا اَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ فَاهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا اَنْتَ ـ

১৪৫৪. জাবের (রা) বর্ণনা করেছেন। নবী (সঃ) আলী (রা)–কে তাঁর ইহ্রাম ঠিক রাখার জন্য আদেশ করেছিলেন। অতপর জাবের (রা) সুরাকা (রা)–র কথা বর্ণনা করেছেন। সুরাকা (রা) বলেন, মুহাম্মদ ইবন বাক্র, ইবনে জুরায়েজ থেকে এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ) আলীকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আলী! তুমি কিসের ইহ্রাম বেঁধেছ? আলী বলেন, যে জিনিসের ইহ্রাম নবী (সঃ) বেঁধেছেন, আমিও সেই জিনিসের ইহ্রাম বেঁধেছি। তখন নবী (সঃ) বললেন, কোরবানীর পশু প্রেরণ কর ও যেমন আছ তেমনভাবেই ইহ্রাম ঠিক রাখ।

١٤٥٥ . عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ عَلِيٌّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ بِمَا اَهْلَلْتَ قَالَ بِمَا اَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ لَوْ لَا اَنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ لَاَحْلَلْتُ.

১৪৫৫. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আলী (রা) ইয়ামান থেকে নবী (সঃ)–এর নিকট এসে উপস্থিত হলে তিনি (সঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিসের (হজ্জের না উমরার) ইহরাম বেঁধেছ? জবাবে তিনি বলেন, নবী (সঃ) যে উদ্দেশ্যে ইহরাম বেঁধেছেন আমিও সে উদ্দেশ্যেই ইহরাম বেঁধেছি। নবী (সঃ) বললেন, যদি আমার সাথে কোরবানীর পশু না থাকত তাহলে আমি ইহরাম খুলে ফেলতাম।

١٤٥٦. عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ بَعَثَنِىْ النَّبِىُّ ﷺ اِلٰى قَوْمِىْ بِالْيَمَنِ فَجِئْتُ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ بِمَا اَهْلَلْتَ فَقُلْتُ اَهْلَلْتُ كَاِهْلَالِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ هَلْ مَعَكَ مِنْ هَدْىٍ قُلْتُ لاَ فَاَمَرَنِىْ اَنْ اَطُوْفَ بِالْبَيْتِ فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ اَمَرَنِىْ فَاَهْلَلْتُ فَاَتَيْتُ امْرَاَةً مِّنْ قَوْمِىْ فَمَشَطَتْنِىْ اَوْ غَسَلَتْ رَاْسِىْ فَقَدِمَ عُمَرُ فَقَالَ اِنْ نَاخُذْ بِكِتَابِ اللّٰهِ فَاِنَّهُ يَاْمُرُنَا بِالتَّمَامِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَاَتِمُّوْا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ وَاِنْ نَاخُذْ بِسُنَّةِ النَّبِىِّ ﷺ فَاِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتّٰى نَحَرَالْهَدْىَ

১৪৫৬. আবু মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) আমাকে আমার কওমের কাছে ইয়ামানে প্রেরণ করলেন। আমি সেখান থেকে মক্কায় আগমন করলাম। তখন তিনি মক্কার কঙ্করময় এলাকায় (মুহাসসাবে) অবস্থানরত ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, তুমি কিসের উদ্দেশ্যে (হজ্জ না উমরা) ইহরাম বেঁধেছ? আমি বললাম, আমি নবী (সঃ)–এর মতই ইহরাম বেঁধেছি। তিনি (সঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি কোরবানীর পশু আছে? আমি বললাম, 'না'। তখন তিনি আমাকে বায়তুল্লার তাওয়াফ করতে নির্দেশ দিলে আমি বায়তুল্লার তাওয়াফ করলাম এবং সাফা–মারওয়ার মধ্যে সা'ঈ করলাম। অতপর তিনি আমাকে ইহরাম খুলতে নির্দেশ দান করলে আমি ইহরাম খুলে আমার গোত্রের একজন মহিলার কাছে আসলাম। সে আমার চুল চিরুনী করে দিল অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) মাথা ধুইয়ে দিল। উমর (রা) স্বীয় খেলাফতকালে এ সম্পর্কে বললেন, "আমরা যদি আল্লাহর কিতাবের নির্দেশ গ্রহণ করি তাহলে আল্লাহর কিতাব আমাদেরকে পূর্ণ করার নির্দেশ প্রদান করে। মহান আল্লাহ বলেছেন, "তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ ও উমরা পূর্ণ কর।" অপরদিকে যদি আমরা নবী (সঃ)–এর সুন্নাহকে গ্রহণ করি তাহলে তো তিনি কোরবানী না করা পর্যন্ত ইহরাম খুলেননি।

৩৩–অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوْقَ وَلاَ جِدَالَ فِىْ الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى وَاتَّقُوْنِ يٰاُوْلِى الْاَلْبَابِ . البقرة – ١٩٦

"হজ্জের মাসগুলো সুবিদিত যে ব্যক্তি এ নির্দিষ্ট মাসগুলোতে হজ্জ আদায়ের সংকল্প করবে, তাকে এ ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে যে, হজ্জ সমাপনের মধ্যে কোন অশ্লীলতা ও যৌনসম্ভোগ অথবা কোন প্রকার ঝগড়া বিবাদের সুযোগ নেই। আর তোমরা যে নেক কাজ কর তা আল্লাহ অবহিত আছেন। আর হজ্জের সফরে তোমরা পাথেয় সাথে করে নিয়ে যাও। সবচাইতে উত্তম পাথেয় হলো খোদাভীতি। অতএব হে সুধীজন! আমার অবাধ্যতা বর্জন করে চল" –(বাকারা : ১৯৭)।

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ط قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ط وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوْا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى وَأْتُوْا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا وَاتَّقُوْا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ . البقرة -١٨٩-

"হে নবী! লোকে তোমাকে চাঁদের ক্ষয়-বৃদ্ধি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বল এটা মানুষের জন্য তারিখ নির্দিষ্ট করার উপায় ও হজ্জের সময় জানিয়ে দেয়ার জন্য। তাছাড়া তাদেরকে এ কথাও বলে দাও যে, পিছন দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ কোন সৎকর্ম নয় বরং প্রকৃত সৎকর্ম হল খোদাভীতি। তোমরা সম্মুখ দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ কর এবং আল্লাহকে ভয় কর যেন সফলতা লাভ করতে পার" – (বাকারা : ১৮৯)।

ইবনে উমর (রা) বলেছেন, হজ্জের মাসসমূহ হলঃ শাওয়াল, যুল-কা'দাহ এবং যুল-হিজ্জার দশ দিন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, হজ্জের মাসগুলোতেই হজ্জের ইহরাম বাঁধা সুন্নাত। খোরাসান বা কিরমান থেকে ইহরাম বাঁধাকে উসমান (রা) মাকরূহ বা অপসন্দ করতেন। ১১

١٤٥٧. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ اَشْهُرِ الْحَجِّ وَلَيَالِي الْحَجِّ وَحُرُمِ الْحَجِّ فَنَزَلْنَا بِسَرِفَ قَالَتْ فَخَرَجَ اِلٰى اَصْحَابِهٖ فَقَالَ مَنْ لَّمْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَعَهُ هَدْيٌ فَاَحَبَّ اَنْ يَّجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَلاَ قَالَتْ فَالْاٰخِذُ بِهَا وَالتَّارِكُ لَهَا مِنْ اَصْحَابِهٖ قَالَتْ فَاَمَّا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَرِجَالٌ مِّنْ اَصْحَابِهٖ فَكَانُوْا اَهْلَ قُوَّةٍ وَكَانَ مَعَهُمُ الْهَدْيُ فَلَمْ يَقْدِرُوْا عَلَى الْعُمْرَةِ قَالَتْ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا اَبْكِيْ فَقَالَ مَا يُبْكِيْكِ يَاهَنْتَاهُ قُلْتُ سَمِعْتُ قَوْلَكَ لِاَصْحَابِكَ فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ قَالَ وَمَا شَانُكِ قُلْتُ لاَ اُصَلِّيْ قَالَ

১১. উসমান (রাঃ) নির্দিষ্ট সময়ের ন্যায় নির্দিষ্ট স্থানের প্রতিও লক্ষ্য রাখতেন। তিনি নির্ধারিত মীকাতের পূর্বে অন্য স্থান-যেমন খুরাসান ও কিরমান (ইরানের দুটো প্রদেশ) থেকে ইহরাম বাঁধা মাকরূহ বলেছেন।

فَلاَ يَضُرُّكِ اِنَّمَا اَنْتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِ اٰدَمَ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْكِ مَا كَتَبَ عَلَيْهِنَّ فَكُوْنِى فِىْ حَجَّتِكِ فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّرْزُقَكِهَا قَالَتْ فَخَرَجْنَا فِىْ حَجَّتِهٖ حَتّٰى قَدِمْنَا مِنًى فَطَهَرْتُ ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ مِنًى فَاَفَضْتُ بِالْبَيْتِ قَالَتْ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ فِى النَّفْرِ الْاٰخِرِ حَتّٰى نَزَلَ الْمُحَصَّبَ وَنَزَلْنَا مَعَهُ فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبِى بَكْرٍ فَقَالَ اخْرُجْ بِاُخْتِكَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ افْرُغَا ثُمَّ ائْتِيَا هَاهُنَا فَاِنِّى اَنْظُرُكُمَا حَتّٰى تَأْتِيَانِىْ قَالَتْ فَخَرَجْنَا حَتّٰى اِذَا فَرَغْتُ وَفَرَغَ مِنَ الطَّوَافِ ثُمَّ جِئْتُهُ بِسَحَرَ فَقَالَ هَلْ فَرَغْتُمْ قُلْتُ نَعَمْ فَاٰذَنَ بِالرَّحِيْلِ فِىْ اَصْحَابِهٖ فَارْتَحَلَ النَّاسُ فَمَرَّ مُتَوَجِّهًا اِلَى الْمَدِيْنَةِ.

১৪৫৭. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা হজ্জের মাসে, হজ্জের রাতে, হজ্জের সময়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর সাথে যাত্রা করলাম এবং সারিফ নামক স্থানে গিয়ে যাত্রা বিরতি করলাম। আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী (সঃ) তাঁর সাহাবাদের কাছে গিয়ে বললেন, তোমাদের মধ্যে যার সাথে কোরবানীর পশু নেই, সে এই ইহ্‌রামকে উমরার ইহ্‌রামে পরিণত করতে চাইলে তা করতে পারে। আর যার কাছে কোরবানীর পশু আছে সে এরূপ করবে না। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ)–এর সাহাবাদের মধ্যে কতেকে এ নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করল এবং কতেকে করল না। রসূলুল্লাহ (সঃ) এবং তাঁর কিছু সংখ্যক সাহাবা (দীর্ঘ কাল ইহরাম অবস্থায় থাকতে) সক্ষম ছিলেন এবং তাঁদের সাথে কোরবানীর জন্তুও ছিল। সুতরাং তাঁরা কেবল উমরা করেই ইহ্‌রামমুক্ত হতে পারলেন না। আয়েশা (রাঃ) বলেন, এরপর রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার কাছে আসলেন। আমি তখন কাঁদছিলাম। এ অবস্থা দেখে তিনি আমাকে বললেন, হে পাগলী নারী! তুমি কাঁদছ কেন? আমি বললাম, আপনার সাহাবাদেরকে আপনি যা বলেছেন, তা আমি শুনেছি। এখন তো আমি উমরা করতে পারছি ন। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ কেন, ব্যাপার কি? আমি বললাম, আমি তো নামায পড়ছি না (অর্থাৎ ঋতুবতী)। তিনি বললেন, তাতে তোমার কোন ক্ষতি নেই। তুমি তো আদমের কন্যাদেরই একজন। তাদের সকলের জন্য যা নির্দিষ্ট আছে তোমার জন্যও ঠিক তাই নির্দিষ্ট আছে। তুমি তোমার হজ্জের সিদ্ধান্তেই ঠিক থাক। হতে পারে আল্লাহ তোমাকে উমরা করার সুযোগও দিবেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, অতপর আমরা হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম এবং মিনায় হাযির হলাম। আর সেখানেই পবিত্রতা লাভ করলাম। অতপর মিনা থেকে ফিরে এসে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলাম। আয়েশা (রাঃ) বলেন, অতপর আমি তাঁর (সঃ) সাথে শেষ যাত্রাকারী দলের সংগে যাত্রা করলাম। কাফেলা মুহাসসাবে পৌছলে আমরাও নবী (সঃ)–এর সাথে সেখানে পৌছলাম। তিনি আবদুর রহমান ইবনে আবু বাক্‌রকে ডেকে বললেন, তোমার ভগ্নীকে নিয়ে হেরেমের বাইরে চলে যাও। সেখান থেকে সে উমরার জন্য ইহরাম বেঁধে চলে আসবে। তোমাদের

আগমন পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করতে থাকব। আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, এরপর আমরা দু'জনে উমরার উদ্দেশ্যে বের হলাম এবং আমি ও সে (আয়েশার ভাই) তাওয়াফ শেষ করে ভোর হওয়ার পূর্বেই নবী (সঃ)-এর সাথে এসে মিলিত হলাম। তিনি আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি উমরা করেছ? আমি বললাম, হাঁ। সুতরাং এরপর তিনি তাঁর সাহাবাদের যাত্রা করতে নির্দেশ দিলেন। অতপর সবাই মদীনা অভিমুখে যাত্রা করলেন।

৩৪-অনুচ্ছেদ : হজ্জে তামাত্তু, কিরান ও ইফরাদ। আর যে ব্যক্তির কাছে কোরবানীর পশু নাই তার হজ্জ (ও ইহরাম) ভংগ করে উমরা করতে পারবে কি না।[১২]

১৪৫৮. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَلاَ نَرٰى اِلاَّ اَنَّهُ الْحَجُّ فَلَمَّا قَدِمْنَا تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ فَاَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْىَ اَنْ يَّحِلَّ فَحَلَّ وَ مَنْ لَّمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْىَ وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ فَاَحْلَلْنَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَحِضْتُ فَلَمْ اَطُفْ بِالْبَيْتِ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَاَرْجِعُ اَنَا بِحَجَّةٍ قَالَ وَمَا طُفْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا مَكَّةَ قُلْتُ لاَ قَالَ فَاذْهَبِى مَعَ اَخِيْكِ اِلَى التَّنْعِيْمِ فَاَهِلِّى بِعُمْرَةٍ ثُمَّ مَوْعِدُكِ كَذَا وَكَذَا وَقَالَتْ صَفِيَّةُ مَا اُرَانِىْ اِلاَّ حَابِسَتَكُمْ فَقَالَ عَقْرٰى حَلْقٰى اَوْ مَا طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَتْ قُلْتُ بَلٰى قَالَ لاَ بَأْسَ اِنْفِرِى قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَقِيَنِىْ النَّبِىُّ ﷺ وَهُوَ مُصْعِدٌ مِنْ مَكَّةَ وَاَنَا مُنْهَبِطَةٌ عَلَيْهَا اَوْ اَنَا مُصْعِدَةٌ وَهُوَ مُنْهَبِطٌ مِنْهَا.

১৪৫৮. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা নবী (সঃ)-এর সাথে যাত্রা করলাম। হজ্জ আদায় করা ব্যতীত আমাদের আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। আমরা মক্কায় পৌছে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলাম। যারা কোরবানীর পশু সাথে আনেনি নবী (সঃ) তাদেরকে ইহরাম খুলে ফেলতে নির্দেশ দিলেন। সুতরাং যারা সাথে কোন কোরবানীর পশু নিয়ে আসেনি তারা ইহরাম খুলে ফেলল। নবী (সঃ)-এর স্ত্রীগণও যেহেতু কোরবানীর পশু সাথে আনেননি, সুতরাং তাঁরাও ইহরাম খুলে ফেললেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি তখন হায়েয অবস্থায় ছিলাম। সুতরাং আমি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে পারলাম না। অতপর মুহাসসাবের রাতে আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বললাম, হে আল্লাহর রসূল! সবাই হজ্জ ও

১২. হেরেম শরীফ থেকে যারা কসর নামায পড়ার মত দূরত্বে বাস করে হজ্জের মাসে মিকাত হতে তাদের উমরার ইহরাম বাঁধা এবং উমরা সমাপনান্তে ঐ বছরই মক্কা থেকে হজ্জের ইহরাম বেঁধে হজ্জ সমাপন করাকে হজ্জে তামাত্তু' বলে। কিরান হল দু'টির জন্য একত্রে ইহরাম বাঁধা এবং ইফরাদ' হল শুধু হজ্জের জন্য 'ইহরাম' বাঁধা।

উমরা আদায় করে প্রত্যাবর্তন করবে আর আমাকে শুধু হজ্জ আদায় করে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমরা মক্কায় আগমন করার পরবর্তী রাতগুলোতেও কি তুমি তাওয়াফ করনি? আমি বললাম, 'না।' তখন তিনি বললেন, যাও তোমার ভাইয়ের সাথে তান'ঈমে (একটি জায়গার নাম) গিয়ে ইহরাম বাঁধ এবং উমরা সমাপন করে অমুক জায়গায় ফিরে এস। সাফিয়া (রাঃ) বললেন, আমার মনে হয়ে আমি আপনাদের বাধাদানকারী হব। রসূলুল্লাহ (সঃ) এ কথা শুনে মিষ্টি তিরস্কার করে বললেন, এই বন্ধা নেড়ে নারী! তুমি কি ইয়াওমুন্নাহরে তাওয়াফ করনি? সাফিয়া (রা) বলেন, জবাবে আমি বললাম, হাঁ, করেছি। তিনি বললেন, তাহলে কোন অসুবিধা নেই। তুমি রওয়ানা হয়ে যাও। আয়েশা (রা) বলেন, আমার উমরা সমাপন হলে এমন অবস্থায় নবী (সঃ)-এর সাথে আমার সাক্ষাত হল যে, তিনি মক্কার উচ্চভূমিতে আরোহণ করছেন আর আমি অবতরণ করছি অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) আমি আরোহণ করছিলাম এবং তিনি অবতরণ করছিলেন।

١٤٥٩. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِالْحَجِّ وَاَهَلَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْحَجِّ فَاَمَّا مَنْ اَهَلَّ بِالْحَجِّ اَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لَمْ يَحِلُّوا حَتّٰى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ-

১৪৫৯. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, বিদায় হজ্জের বছর আমরা হজ্জের উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে যাত্রা করলাম। আমাদের মধ্যে কিছু লোক উমরার জন্য ইহরাম বেঁধেছিল কিছু লোক হজ্জ ও উমরা দু'টোর জন্য ইহরাম বেঁধেছিল এবং কিছু সংখ্যক লোক শুধু হজ্জের জন্য ইহরাম বেঁধেছিল। আর রসূলুল্লাহ (সঃ) শুধু হজ্জের জন্য ইহরাম বেঁধেছিলেন। তবে যারা শুধু হজ্জের জন্য অথবা হজ্জ ও উমরা দু'টোর জন্যই ইহরাম বেঁধেছিলেন তারা কোরবানীর দিনের পূর্বে ইহরাম খুলতে পারেননি।

١٤٦٠. عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا وَعُثْمَانُ يَنْهٰى عَنِ الْمُتْعَةِ وَاَنْ يُّجْمَعَ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا رَاٰى عَلِيٌّ اَهَلَّ بِهِمَا لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ قَالَ مَا كُنْتُ لِاَدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ ﷺ لِقَوْلِ اَحَدٍ -

১৪৬০. মারওয়ান ইবনুল হাকাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি উসমান ও আলী (রা) উভয়েরই খেলাফত যুগ দেখেছি। উসমান (রা) হজ্জে তামাত্তু ও কিরান করতে নিষেধ করতেন। কিন্তু আলী (রা) তা দেখে তাঁর খেলাফত কালে হজ্জ ও উমরার একই সাথে ইহরাম বাঁধলেন এবং লাব্বাইকা বে উমরাতিন ওয়া হাজ্জাতিন পড়লেন। তিনি বললেন, মাত্র এক ব্যক্তির কথায় আমি নবী (সঃ)-এর সুন্নাত ত্যাগ করতে পারি না।

١٤٦١. عَنِ ابْنِ عباسٍ قَالَ كَانُوْا يَرَوْنَ اَنَّ الْعُمْرَةَ فِي اَشْهُرِ الْحَجِّ اَفْجَرِ الْفُجُوْرِ فِي الْاَرْضِ وَيَجْعَلُوْنَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا وَيَقُوْلُوْنَ اِذَا بَرَاَ الدَّبَرْ وَعَفَا الْاَثَرْ وَانْسَلَخَ صَفَرْ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ. قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَاَصْحَابُهُ صَبِيْحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّيْنَ بِالْحَجِّ فَاَمَرَهُمْ اَنْ يَجْعَلُوْهَا عُمْرَةً فَتَعَاظَمَ ذٰلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّ الْحِلِّ قَالَ حِلٌّ كُلُّهُ -

১৪৬১. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হজ্জের মাসে উমরা আদায় করাকে মুশরিকরা পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট শ্রেণীর গোনাহ বলে মনে করত। তারা মাহে মুহাররমকে সফর বানিয়ে নিত এবং বলত, উটের পিঠের ঘা শুকিয়ে গেলে, রাস্তায় মুসাফিরের পদচিহ্ন মুছে গেলে এবং সফর মাস অতিবাহিত হলে উমরা করতে ইচ্ছুকদের জন্য উমরা করা হালাল হয়ে যায়। নবী (সঃ) এবং তাঁর সাহাবাগণ হজ্জের ইহরাম বেঁধে চার তারিখে সকালে (মক্কা) পৌঁছলেন এবং সবাইকে উমরা করতে নির্দেশ দিলেন। সকলের কাছেই এ নির্দেশটি গুরুতর বলে মনে হল। তাই তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! এরপর আমাদের জন্য কি কি হালাল হবে। তিনি বললেন, সব কিছুই হালাল হবে।

١٤٦٢. عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاَمَرَهُ بِالْحِلِّ-

১৪৬২. আবূ মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী (সঃ)-এর কাছে আগমন করলে তিনি ইহরাম খোলার নির্দেশ দিলেন।

١٤٦٣. عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَاشَانُ النَّاسِ حَلُّوْا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحِلَّ اَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ اِنِّي لَبَّدْتُ رَاْسِيْ وَقَلَّدْتُ هَدْيِ فَلَا اَحِلُّ حَتّٰى اَنْحَرَ -

১৪৬৩. নবী (সঃ)-এর স্ত্রী হাফসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হে আল্লাহর রসূল! ব্যাপার কি, সকলেই যে ইহরাম খুলে ফেলেছে কিন্তু আপনি এখনও উমরার ইহরাম খুলেন নি? জবাবে তিনি বলেন, আমি মাথার চুল (আঠালো পদার্থ দিয়ে) জড়িয়ে নিয়েছি এবং আমার কোরবানীর পশুর গলায় মালা লটকিয়েছি। অতএব কোরবানী না করা পর্যন্ত আমি ইহরাম খুলব না।

١٤٦٤. عَنْ اَبِيْ جَمْرَةَ نَصْرِ بْنِ عِمْرَانَ الضُّبَعِيِّ قَالَ تَمَتَّعْتُ فَنَهَانِيْ نَاسٌ فَسَاَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَاَمَرَنِيْ فَرَاَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَاَنَّ رَجُلًا يَقُوْلُ لِيْ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ وَعُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ فَاَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ سُنَّةُ النَّبِيِّ ﷺ

ثُمَّ قَالَ اَقِمْ عِنْدِى وَاَجْعَلُ لَكَ سَهْمًا مِّنْ مَّالِىْ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِمَ فَقَالَ لِلرُّؤْيَا الَّتِىْ رَأَيْتَ -

১৪৬৪. আবু জামরাহ নাসর ইবনে ইমরান দুবাঈ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি হজ্জে তামাত্তু আদায় করার জন্য ইহরাম বাঁধলে কিছু সংখ্যক লোক আমাকে নিষেধ করল। সুতরাং এ ব্যাপারে আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে হজ্জে তামাত্তু করতে আদেশ দিলেন। পরে আমি স্বপ্নে দেখতে পেলাম, একজন লোক আমাকে বলছেন, 'হজ্জ কবুল হয়েছে এবং উমরাও কবুল হয়েছে'। এ বিষয়ে ইবনে আব্বাস (রা)-কে জানালে তিনি বললেন,, এটি তো নবী (সঃ)-এর সুন্নাত। পরে তিনি আমাকে বলেন, আমার নিকট অবস্থান করুন। আমি আমার মাল ও সম্পদের একটা অংশ আপনাকে দিয়ে দেব। শো'বা (র) বলেন, আমি (আবু জামরাকে) জিজ্ঞেস করলাম, তিনি (ইবনে আব্বাস) সম্পদের অংশ দিতে চাইলেন কেন? জবাবে তিনি (আবু জামরা) বললেন, আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম সেই কারণে।

١٤٦٥. عَنْ اَبِىْ شِهَابٍ قَالَ قَدِمْتُ مُتَمَتِّعًا مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ فَدَخَلْنَا قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فَقَالَ لِىْ اُنَاسٌ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ تَصِيْرُ الْاٰنَ حَجَّتُكَ مَكِّيَّةً فَدَخَلْتُ عَلٰى عَطَاءٍ اَسْتَفْتِيْهِ فَقَالَ حَدَّثَنِىْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ يَوْمَ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ وَقَدْ اَهَلُّوا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا فَقَالَ لَهُم اَحِلُّوا مِن اِحرَامِكُم بِطَوَافِ الْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَصِّرُوْا ثُمَّ اَقِيْمُوا حَلَالًا حَتّٰى اِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَاَهِلُّوْا بِالْحَجِّ وَاجْعَلُوْا الَّتِىْ قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً فَقَالُوْا كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ فَقَالَ افْعَلُوا مَا اَمَرْتُكُمْ فَلَوْ لَا اَنِّىْ سُقْتُ الْهَدْىَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِىْ اَمَرْتُكُم وَلٰكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّى حَرَامٌ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ فَفَعَلُوْا-

১৪৬৫. আবু শিহাব (র) বর্ণনা করেছেন, আমি উমরার ইহরাম বেঁধে ইয়াওমুত তারবিয়াহ, অর্থাৎ আট তারিখের তিনদিন পূর্বেই মক্কা পৌছলে মক্কাবাসীদের কিছু সংখ্যক লোক আমাকে বলল, আপনার হজ্জ এখন দেখছি মক্কী হজ্জ হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে সঠিক মাসয়ালা জানার জন্য আমি আতা (র)-র কাছে গেলাম। তিনি বললেন, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) আমাকে বলেছেন যে, যে দিন মহানবী (স) কোরবানীর পশুগুলো সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেদিন তিনি নবী (সঃ)-এর সাথে হজ্জ করেছিলেন। অথচ সবাই শুধুমাত্র হজ্জের ইহরাম বেঁধেছিল। তিনি তাদের বললেন, তোমরা বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সাঈ করে ইহরাম খুলে ফেল আর মাথার চুল কেটে ফেল এবং ইহরাম মুক্ত হয়ে যাও, আবার আট তারিখ আসলে হজ্জের ইহরাম বেঁধে নাও এবং পূর্বেরটাকে উমরার ইহরাম গণ্য কর। সবাই বলল, আমরা তো হজ্জের নিয়াত করেছিলাম,

এমতাবস্থায় সেটিকে কি করে উমরার ইহ্‌রামে পরিণত করব? জবাবে নবী (সঃ) বললেন, আমি যা নির্দেশ প্রদান করছি তাই কর। যদি আমি সাথে কোরবানীর পশু এনে না থাকতাম, তাহলে তোমাদের যে নির্দেশ আমি দিচ্ছি, আমি নিজেও তাই করতাম। কিন্তু আমি কোন হারামকে (অর্থাৎ ইহ্‌রাম বাঁধার কারণে যেসব কাজ সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ হয়েছে তা) হালাল করতে পারি না যতক্ষণ না কোরবানীর পশু তার জায়গায় না পৌঁছে (ততক্ষণ আমি ইহ্‌রাম খুলতে পারি না)। সুতরাং লোকেরা সবাই তাঁর নির্দেশ মত কাজ করল।

١٤٦٦. عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ اخْتَلَفَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ وَهُمَا بِعُسْفَانَ فِى الْمُتْعَةِ فَقَالَ عَلِيٌّ مَا تُرِيْدُ اِلَى اَنْ تَنْهٰى عَنْ اَمْرٍ فَعَلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ عُثْمَانُ دَعْنِىْ عَنْكَ قَالَ فَلَمَّا رَاٰى ذٰلِكَ عَلِيٌّ اَهَلَّ بِهِمَا جَمِيْعًا –

১৪৬৬. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হজ্জে তামাত্তুর ব্যাপারে উসফান[১৩] নামক স্থানে আলী ও উসমান (রা)-র মধ্যে মতানৈক্য হয়ে গেল। আলী (রা) বললেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) যে কাজ করেছেন তা থেকে আপনি নিষেধ করছেন, এতে আপনার উদ্দেশ্য কি? জবাবে উসমান (রা) বললেন, আমাকে আমার মতে চলতে দিন। বর্ণনাকারী বলেন, এ দেখে আলী (রা) এক সাথেই দু'টোর (হজ্জ ও উমরা) ইহ্‌রাম বাঁধলেন।

৩৫—অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি হজ্জের নিয়াত করে এবং তজ্জন্য (ইহ্‌রাম বেঁধে) তালবিয়া পাঠ করে।

١٤٦٧. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَدِمْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ نَقُوْلُ لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ فَاَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً

১৪৬৭. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, (হজ্জ সমাপনের জন্য) আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে আগমন করলাম। এ সময় আমরা বলছিলাম, লাব্বাইকা বিল হাজ্জি। কিন্তু নবী (সঃ) আমাদের নির্দেশ দিলে আমরা তা উমরায় পরিণত করে নিলাম (অর্থাৎ উমরার নিয়াত করলাম)।[১৪]

৩৬—অনুচ্ছেদ ঃ নবী (সঃ)—এর সময়ে হজ্জে তামাত্তু।

١٤٦٨. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ تَمَتَّعْنَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَنَزَلَ الْقُرْاٰنُ قَالَ رَجُلٌ بِرَاْيِهِ مَا شَاءَ –

১৩. 'উসফান' মক্কা থেকে প্রায় ছত্রিশ মাইল দূরবর্তী একটি জনপদ।

১৪. তিন প্রকার হজ্জে ইহরাম বাঁধার সময় এভাবে লাব্বাইকা পড়ে দোআ করা উত্তম।

১৪৬৮. ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর সময়ে হজ্জে তামাত্তু আদায় করেছি এবং এ সম্পর্কে কুরআনের আয়াতও নাযিল হয়েছে। অথচ এক ব্যক্তি যেভাবে ইচ্ছা নিজের ব্যক্তিগত অভিমত ব্যক্ত করছেন।[১৫]

৩৭–অনুচ্ছেদ : মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর বাণী :

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ط فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ وَلَا تَحْلِقُوْا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهٗ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ بِهٖ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ * فَاِذَا اَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ . سورة البقرة . آية ١٩٦

"আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য হজ্জ ও উমরার নিয়াত করলে তা পূর্ণাংগরূপে আদায় কর। যদি কোথাও অবরুদ্ধ হও তবে কোরবানীর জন্য যা পাবে কোরবানী হিসেবে আল্লাহর দরবারে পেশ করবে। আর কোরবানী ঠিক তার জায়গায় (হেরেমে) না পৌছা পর্যন্ত মাথা মুড়াবে না। অবশ্য কেউ পীড়িত হওয়া অথবা মাথায় কোন কষ্টদায়ক ব্যাধি থাকার কারণে যদি মাথা মুন্ডন করে তাহলে তার উচিত রোযা রাখা, ফিদইয়া দান করা অথবা কোরবানী করা। এরপর শান্তির পরিবেশ হলে (এবং হজ্জের পূর্বেই মক্কা পৌছতে পারলে) হজ্জের পূর্বে তোমাদের কেউ যদি উমরা করে কল্যাণ লাভ করতে চায় তবে সে সাধ্যমত কোরবানী দিবে। কিন্তু কোরবানী দিতে না পারলে হজ্জের মওসুমে তিনটি এবং বাড়ী ফিরে সাতটি (মোট দশটি) রোযা রাখবে। এই বিশেষ সুবিধা একমাত্র তাদের জন্য যারা মসজিদে হারামের আশেপাশে বসবাস করে না। আল্লাহর দেয়া এসব নির্দেশের অবাধ্যতা থেকে দূরে থাক। ভালভাবে জেনে নাও যে, আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা–" (সূরা বাকারা : ১৯৬)।

(আবু কামেল ফুদায়েল ইবনে হুসাইন বাসরী বলেছেন, আবু মা'শারুল বররা উসমান ইবনে গিয়াস এবং ইকরামার মাধ্যমে ইবনে আব্বাস থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে,) ইবনে আব্বাসকে হজ্জে তামাত্তু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল।

১৫. এখানে হযরত উমর (রাঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছে। কেননা উমরই প্রথম ব্যক্তি যিনি হজ্জে তামাত্তু করতে নিষেধ করেছিলেন।

তিনি বলেছেন, বিদায় হজ্জের সময় মুহাজির, আনসার ও নবী (সঃ)–এর স্ত্রীগণ ইহরাম বেঁধেছিলেন। আর সেই সাথে আমরাও ইহরাম বেঁধেছিলাম। অতপর আমরা মক্কায় পৌঁছলে রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে বললেন, তোমরা তোমাদের হজ্জের ইহরামকে উমরায় পরিণত করে নাও (অর্থাৎ হজ্জের নিয়াতকে উমরার নিয়াতে পরিবর্তিত কর)। কিন্তু যাদের কুরবানীর পশু আছে এবং তার গলায় মালা বেঁধেছে তাকে এমনটি করতে হবে না। আমরা বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলাম, সাফা–মারওয়ার মাঝে সাঈ করলাম, আমাদের স্ত্রীদের কাছে গমন করলাম (সহবাস করলাম) এবং (ইহরামের কাপড় বদলিয়ে) কাপড় পরিধান করলাম। নবী (সঃ) বলেছেন, যারা কোরবানীর পশুর গলায় কিলাদা (মালা) বেঁধেছে, তাদের কোরবানী যথাস্থানে (হেরেমে) না পৌছা পর্যন্ত ইহরাম খুলতে পারবে না। এরপর তারবিয়ার দিন (অর্থাৎ আট তারিখের সন্ধ্যায়) নবী (সঃ) আমাদেরকে হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধতে নির্দেশ দিলেন। আমরা হজ্জের সকল মানাসিক (অনুষ্ঠান) সমাপন করে ফিরে এসে বায়তুল্লাহর ও সাফা–মারওয়ার তাওয়াফ করলে আমাদের হজ্জ সম্পন্ন হল এবং একটি কুরবানী আমাদের ওপর ওয়াজিব হল। কেননা মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেছেন ঃ

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ
فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ–
سُوْرَةَ الْبَقَرَة اية ١٩٦

"হজ্জের সময় উপনীত হওয়ার পূর্বে তোমাদের কেউ যদি উমরা করার সুযোগ গ্রহণ করতে চায় তবে সে সামর্থ মত কোরবানী দিবে। কিন্তু কোরবানী দিতে না পারলে হজ্জের মওসুমে তিনটি এবং বাড়ী ফিরে সাতটি (মোট দশটি) রোযা রাখবে–" (সূরা বাকারা ঃ ১৯৬)।

অর্থাৎ নিজেদের বাসভূমিতে ফিরে যাওয়ার পর (অবশিষ্ট সাতটি রোযা আদায় করবে)। আর এ ক্ষেত্রে কোরবানীর জন্য একটি বকরীই যথেষ্ট। সুতরাং সবাই হজ্জ ও উমরাকে একসাথে আদায় করতে পারার কারণে একই বছর দু'টি ইবাদত করতে সক্ষম হয়েছে। কেননা এর (অনুমতি প্রদান করে) আল্লাহ তাঁর কিতাবে নির্দেশ দিয়েছেন। আর নী (সঃ) এটিকে সুন্নাত হিসেবে পালন করেছেন এবং মক্কাবাসীগণ ব্যতীত অন্যান্য এলাকার অধিবাসীদের জন্য বৈধ করে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ

ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوْا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ
شَدِيْدُ الْعِقَابِ – سُورة البقرة . اية ١٩٦

"এই বিশেষ সুবিধা তাদের জন্য যারা মসজিদে হারামের আশেপাশে বসবাস করে না। আল্লাহর এসব নির্দেশের অবাধ্যতা থেকে দূরে থাক। জেনে রাখ, আল্লাহ কঠিন শাস্তি প্রদানকারী" —(বাকারা ঃ ১৯৬)।

আল্লাহ তাআলা তাঁর পবিত্র গ্রন্থে যা বলেছেন, তদনুযায়ী হজ্জের মাসগুলো হলঃ শাওয়াল, যুল–কা'দাহ ও যুল–হিজ্জাহ। এই মাসগুলোতে যারা হজ্জে তামাত্তু আদায় করবে তাদেরকে (অতিরিক্ত) একটি কোরবানী করতে হবে অথবা রোযা রাখতে হবে।

৩৮–অনুচ্ছেদ ঃ মক্কায় প্রবেশের সময় গোসল করা।

١٤٦٩. عَنْ نَافِعٍ قَالَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا دَخَلَ اَدْنَى الْحَرَمِ اَمْسَكَ عَنِ التَّلْبِيَةِ ثُمَّ يَبِيتُ بِذِىْ طُوًى ثُمَّ يُصَلِّى بِهِ الصُّبْحَ وَيَغْتَسِلُ وَيُحَدِّثُ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ .

১৪৬৯. নাফে (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ইবনে উমর (রা) হেরেমের নিকটবর্তী হলে তালবিয়া পাঠ বন্ধ করে দিতেন, যি–তুয়া নামক উপত্যকায় রাত কাটাতেন, সকালে সেখানে ফজরের নামায আদায় করে গোসল করতেন। তিনি বলেন, আল্লাহর নবী (সঃ) এরূপই করতেন।

৩৯–অনুচ্ছেদ ঃ দিবাভাগে অথবা রাতে মক্কায় প্রবেশ করা।

١٤٧٠. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَاتَ النَّبِىُّ ﷺ بِذِى طُوًى حَتّٰى اَصْبَحَ ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ .

১৪৭০. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) যি–তুয়া নামক উপত্যকায় রাত যাপন করেছেন এবং ভোর হলে মক্কায় প্রবেশ করেছেন। আর ইবনে উমর (রা)–ও এরূপ করতেন।

৪০–অনুচ্ছেদ ঃ কোন্ এলাকা দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করতে হবে?

١٤٧١. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلٰى.

১৪৭১. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) সানিয়্যাতুল উলইয়া (মক্কার পূর্বদিকে কাদা নামক উচ্চ গিরিপথ) দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করতেন ও

সানিয়্যাতুস সুফলা (মক্কার পশ্চিম দিকে কাদা নামক নিম্ন গিরিপথ) দিয়ে মক্কা থেকে বের হতেন।

৪১ অনুচ্ছেদ ঃ কোন্ এলাকা দিয়ে মক্কা থেকে বের হতে হবে?

١٤٧٢. عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ كَدَاءٍ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِى بِالْبَطْحَاءِ وَخَرَجَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلٰى -

১৪৭২. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন), রসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কার কংকরময় ভূমিতে অবস্থিত সানিয়্যাতুল উলইয়ার কাদা নামক জায়গা দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করতেন এবং সানিয়্যাতুস সুফলা দিয়ে বের হতেন।

١٤٧٣. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمَّا جَاءَ اِلٰى مَكَّةَ دَخَلَهَا مِنْ اَعْلاَهَا وَخَرَجَ مِنْ اَسْفَلِهَا

১৪৭৩. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন), নবী (সঃ) মক্কায় এসে এর উচ্চভূমি দিয়ে প্রবেশ করতেন এবং নিম্নভূমি দিয়ে বের হতেন।

١٤٧٤. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ وَخَرَجَ مِنْ كُدًى مِنْ اَعْلٰى مَكَّةَ .

১৪৭৪. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন), মক্কা বিজয়ের বছর নবী (সঃ) কাদা নামক জায়গা দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন আর মক্কার উচ্চভূমিতে অবস্থিত কোদা নামক জায়গা দিয়ে প্রস্থান করেছিলেন।

١٤٧٥. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ مِنْ اَعْلٰى مَكَّةَ وَكَانَ عُرْوَةُ يَدْخُلُ عَلٰى كِلْتَيْهِمَا مِنْ كَدَاءٍ وَكُدًى وَاَكْثَرُ مَا يَدْخُلُ مِنْ كُدًى وَكَانَتْ اَقْرَبَهُمَا اِلٰى مَنْزِلِهِ-

১৪৭৫. আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) মক্কা বিজয়ের বছর নবী (সঃ) মক্কার উচ্চভূমিতে অবস্থিত কাদা নামক জায়গা দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন।

١٤٧٦. عَنْ عُرْوَةَ قَالَ دَخَلَ النَّبِى ﷺ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ مِنْ اَعْلٰى مَكَّةَ وَكَانَ عُرْوَةُ اَكْثَرَ مَا يَدْخُلُ مِنْ كُدًى وَكَانَ اَقْرَبَهُمَا اِلٰى مَنْزِلِه -

১৪৭৬. উরওয়া (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মক্কা বিজয়ের বছরে নবী (সঃ) মক্কার উচ্চভূমি এলাকার কাদা নামক জায়গা দিয়ে প্রবেশ করেছিলেন। উরওয়া (র) অধিকাংশ

সময়ই কোদা নামক জায়গা দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করতেন। দু'টি জায়গার (কাদা এবং কোদা) মধ্যে এটিই ছিল তাঁর বাড়ীর বেশ নিকটবর্তী।[১৬]

١٤٧٧. عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ وَكَانَ عُرْوَةُ يَدْخُلُ مِنْهُمَا كِلَيْهِمَا وَكَانَ اَكْثَرَ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَاءٍ اَقْرَبَهُمَا اِلَى مَنْزِلِهِ-

১৪৭৭. হিশাম (রঃ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, মক্কা বিজয়ের বছরে নবী (সঃ) কাদা নামক জায়গা দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন। উরওয়া (কাদা এবং কোদা) এ দু'টি জায়গা দিয়েই প্রবেশ করতেন। তবে তিনি তাঁর বাড়ীর নিকটবর্তী কোদা নামক জায়গা দিয়ে অধিকাংশ সময় প্রবেশ করতেন।[১৭]

৪২–অনুচ্ছেদ : মক্কা ও তার বাড়ি–ঘরের মর্যাদা। মহান আল্লাহর বাণী :

وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا اِلَى اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ. وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهُ قَلِيْلاً ثُمَّ اَضْطَرُّهُ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ * وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ * رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ-

(سورة البقرة - ايات ١٢٤-١٢٨)

"আর আমি এ ঘরকে (কা'বাকে) সমগ্র মানবজাতির জন্য কেন্দ্র এবং নিরাপত্তার জায়গা হিসেবে ঘোষণা দিয়েছি। (আর লোকদের নির্দেশ দিয়েছিলাম যে,) ইবরাহীম যেখানে দাঁড়িয়ে আমার ইবাদত করত, সে জায়গাটাকে নামাযের স্থায়ী জায়গা করে নাও। সংগে সংগে ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে তাকীদ করেছিলাম, আমার এই ঘরকে তাওয়াফ 'ই'তেকাফ, রুকূ' ও সিজদাকারীদের জন্য (নামায আদায়কারীদে জন্য) পাক পবিত্র রাখ। আর যখন ইবরাহীম এই বলে প্রার্থনা করলেন যে, হে আমার রব। এ শহরকে তুমি নিরাপত্তার শহর করে দাও এবং

---

১৬. হিশাম বর্ণনা করেছেন, উরওয়া (ইবনে যুবায়ের) কাদা ও কোদা এ উভয় জায়গা দিয়েই মক্কায় প্রবেশ করতেন। আর অধিকাংশ সময় তিনি কোদা নামক জায়গা দিয়ে প্রবেশ করতেন। কারণ, এটি তাঁর বাড়ী বেশী নিকটে হত।

১৭. আবু আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী বলেছেন, কাদা এবং কোদা আলাদা আলাদা দু'টি জায়গা।

এখানকার যে সকল বাসিন্দা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে তাদেরকে রিযিক হিসেবে সব রকমের ফলমূল দান কর। জবাবে তার রব বললেন, এর পরেও যারা কুফরী করবে তাদেরকেও আমি দুনিয়ার স্বল্পকালস্থায়ী জীবনের প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করব। কিন্তু পরিণামে তাকে জাহান্নামের আযাবের দিকে নিয়ে যাব, আর তা কতই না জঘন্য জায়গা। ঐ সময়ের স্মৃতি স্মরণযোগ্য, যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল (পিতা–পুত্র) মিলে এ ঘরের বুনিয়াদ গেঁথে উঠাচ্ছিল আর দোয়া করেছিল, হে আমাদের রব! আমাদের (পিতা–পুত্র) উভয়কে তুমি মুসলমান (তোমার অনুগত) বানাও। আমাদের অধস্তন পুরুষ থেকে এমন এক জাতির উৎপত্তি ঘটাও যারা সত্যিকার অর্থেই তোমার অনুগত হবে। তোমার ইবাদতের পন্থা আমাদের বাতলিয়ে দাও এবং আমাদের ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করে দাও। কেননা তুমি বড় ক্ষমাশীল, তওবা কবুলকারী ও মেহেরবান (বাকারা : ১২৪–১২৮)।

١٤٧٨. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا بُنِيَتِ الْكَعْبَةُ ذَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ وَعَبَّاسُ يَنْقُلاَنِ الْحِجَارَةَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ ﷺ اجْعَلْ اِزَارَكَ عَلٰى رَقَبَتِكَ فَخَرَّ اِلَى الاَرْضِ فَطَمَحَتْ (فَطَمَحَتْ) عَيْنَاهُ اِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ اَرِنِى اِزَارِى فَشَدَّهُ عَلَيْهِ–

১৪৭৮. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, কা'বার নির্মাণকাজ শুরু হলে নবী (সঃ) ও (তাঁর চাচা) আব্বাস (কাঁধে করে) পাথর বয়ে আনছিলেন। এক সময় আব্বাস নবী (সঃ)-কে বললেন, তোমার ইজার (লুঙ্গি) খুলে কাঁধে রেখে (তার ওপরে) পাথর বহন কর। সুতরাং তিনি এরূপ করা (কাপড় খোলা) মাত্র সংজ্ঞাহীন হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন এবং (তাঁর) চোখ দু'টি আসমানের দিকে নিবদ্ধ হয়ে গেল। এমতাবস্থায় তিনি বললেন, আমার ইজারখানা আমাকে দাও। সুতরাং (তাঁকে তা দেয়া হলে) তিনি তা বেঁধে নিলেন অর্থাৎ পরিধান করলেন।

١٤٧٩. عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهَا اَلَمْ تَرٰى اَنَّ قَوْمَكِ حِيْنَ (لَمَّا) بَنَوا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوْا عَنْ قَوَاعِدِ اِبْرَاهِيْمَ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ تَرُدُّهَا عَلٰى قَوَاعِدِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ لَوْلاَ حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَفَعَلْتُ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَاأُرٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَرَكَ اسْتِلاَمَ الرُّكْنَيْنِ الَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ اِلاَّ اَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلٰى قَوَاعِدِ اِبْرَاهِيْمَ–

১৯. মক্কা ও মক্কার চারদিকে কিছু জায়গাকে হেরেম বলা হয়। এ স্থানকে হেরেম এ জন্য বলা হয় যে, এ স্থানে এমন অনেক কাজ করাকে আল্লাহ তাআলা হারাম বা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন যা এ এলাকার

১৪৭৯. নবী (সঃ)–এর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেছিলেনঃ আয়েশা! তুমি কি জান না, তোমার কওম যখন কা'বা ঘর নির্মাণ করেছিল তখন ইবরাহীমের ভিতের চেয়ে ছোট করে নির্মাণ করেছিল? (আয়েশা বলেন), আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি তা পুনরায় ইবরাহীমের তৈরী ভিত অনুযায়ী নির্মাণ করবেন না? জবাবে নবী (সঃ) বললেন, কুফরের সাথে তোমার কওমের সম্পর্ক যদি অল্পকাল আগের না হত, তবে আমি অবশ্যই তা করতাম (অর্থাৎ কা'বা ঘর ভেঙ্গে ইবরাহীমের ভিত অনুযায়ী নির্মাণ করতাম)। আবদুল্লাহ (ইবনে উমর) বর্ণনা করেছেন, আয়েশা (রা) নিশ্চিতভাবেই রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর নিকট থেকে এ কথা শুনেছেন। সূতরাং আমার মনে হয় এজন্যই রসূলুল্লাহ (সঃ) হাজরে আসওয়াদের সন্নিকটস্থ দু'টি রুকনে চুমু খাওয়া পরিত্যাগ করেছিলেন। কেননা কা'বা ঘর ইবরাহীমের তৈরী ভিত্তি অনুযায়ী পূর্ণাংগ করে নির্মাণ করা হয়নি।

١٤٨. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَاَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْجِدَارِ اَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَا لَهُمْ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِى الْبَيْتِ قَالَ اِنَّ قَوْمَكِ قَصُرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ قُلْتُ فَمَا شَانُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا قَالَ فَعَلَ ذٰلِكَ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوْهَا مَنْ شَاءُوْا وَيَمْنَعُوْا مَنْ شَاءُوْا وَلَوْلَا اَنَّ قَوْمَكِ حَدِيْثٌ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ فَاَخَافُ اَنْ تُنْكِرَ قُلُوْبُهُمْ اَنْ اُدْخِلَ الْجِدَارَ فِى الْبَيْتِ وَاَنْ اُلصِقَ بَابَهُ بِالْاَرْضِ –

১৪৮০. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি (কা'বা) ঘরের বাইরের প্রাচীর (হাতীম) সম্পর্কে নবী (সঃ)–কে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, সেটি কি (কা'বা) ঘরের অংশ? নবী (সঃ) বললেন, হাঁ (সেটাও কা'বা ঘরের অংশ)। আমি বললাম, তাহলে তারা (কুরাইশরা) সেই অংশ খানায়ে কা'বার অন্তর্ভুক্ত করেনি কেন? তিনি (সঃ) বললেন, তাদের নিকট এজন্য খরচ করার মত অর্থের অনটন দেখা দিয়েছিল। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, দরজা (কা'বা ঘরের দরজা) এত উঁচুতে স্থাপন করার কারণ কি? জবাবে নবী (সঃ) বললেন, তোমার কওম এটি এজন্য করেছে যে, তারা যাকে ইচ্ছা প্রবেশের অনুমতি দেবে আর যাকে ইচ্ছা প্রবেশ করতে বাধা দেবে। জাহিলিয়াতের সাথে তোমার কওমের সম্পর্ক যদি অল্পকাল আগের না হত এবং প্রাচীর বেষ্টিত স্থান বায়তুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত করা তাদের মন মেনে নিতে পারবে না বলে আমি ভয় না করতাম, তাহলে উক্ত স্থান বায়তুল্লাহর মধ্যে শামিল করতাম এবং দরজা নীচু করে ভূমি সংলগ্ন করে দিতাম।[১৮]

١٤٨١. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ لَا حَدَاثَةُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَنَقَضْتُ الْبَيْتَ ثُمَّ لَبَنَيْتُهُ عَلٰى اَسَاسِ اِبْرَاهِيْمَ فَاِنَّ قُرَيْشًا اِسْتَقْصَرَتْ بِنَاءَهُ وَجَعَلْتُ لَهُ خَلْفًا .

১৮. হাতীম : বায়তুল্লাহ শরীফ সংলগ্ন উত্তর পাশে ছোট দেয়ালঘেরা স্থানকে হাতীম বলা হয়। মূলতঃ এটা কাবারই অংশ।

১৪৮১. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেছেন, একদা রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে বলেছিলেন, কুফরী ধ্যানধারণার সাথে তোমার কওমের সম্পর্ক যদি অল্পকাল আগের না হত, তাহলে আমি কা'বা ঘর ভেঙ্গে ফেলে তা ইবরাহীমের ভিত অনুযায়ী নির্মাণ করতাম। কেননা কুরাইশগণ তা ছোট করে নির্মাণ করেছে এবং এর আরো একটি দরজা রাখতাম।

١٤٨٢. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهَا يَاعَائِشَةُ لَوْ لاَ اَنَّ قَوْمَكِ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لاَمَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهُدِمَ فَاَدْخَلْتُ فِيْهِ مَا اُخْرِجَ مِنْهُ وَاَلْزَقْتُهُ بِالْاَرْضِ وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا فَبَلَغْتُ بِهِ اَسَاسَ اِبْرَاهِيْمَ فَذَالِكَ الَّذِىْ حَمَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَلٰى هَدْمِهِ قَالَ يَزِيْدُ وَشَهِدْتُّ ابْنَ الزُّبَيْرِ حِيْنَ هَدَمَهُ وَبَنَاهُ وَاَدْخَلَ فِيْهِ مِنَ الْحَجَرِ وَقَدْ رَأَيْتُ اَسَاسَ اِبْرَاهِيْمَ حِجَارَةً كَاَسْنِمَةِ الْاِبِلِ قَالَ جَرِيْرٌ فَقُلْتُ لَهُ اَيْنَ مَوْضِعُهُ قَالَ اُرِيْكَهُ الْاٰنَ فَدَخَلْتُ مَعَهُ الْحِجْرَ فَاَشَارَ اِلٰى مَكَانٍ فَقَالَ هٰهُنَا فَحَزَرْتُ مِنَ الْحِجْرِ سِتَّةَ اَذْرُعٍ اَوْ نَحْوَهَا-

১৪৮২. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে (সম্বোধন করে) বলেছিলেন, হে আয়েশা! জাহিলিয়াতের সাথে তোমার কওমের সম্পর্কটা যদি অতি অল্প দিন আগের না হত, তাহলে আমি নির্দেশ দিয়ে বায়তুল্লাহ ভেঙ্গে ফেলতাম এবং তার যে স্থানটুকু বাইরে রাখা হয়েছে তা ঘরের অন্তর্ভূক্ত করে নিতাম। আর ঘর ও তার দরজা ভূমি সংলগ্ন করে দিতাম এবং দু'টি দরজা রাখতাম, একটা পূর্বদিকে ও অপরটা পশ্চিম দিকে, আর ইবরাহীমের তৈরী (ভিতের ওপর নির্মিত) ঘরের সমতুল্য করে দিতাম। নবী (সঃ) –এর এই বাণীই (আবদুল্লাহ) ইবনে যুবায়েরকে বায়তুল্লাহ ভেঙ্গে গড়বার অনুপ্রেরণা ও সাহস যুগিয়েছিল। ইয়াযীদ বর্ণনা করেছেন, (আবদুল্লা) ইবনে যুবায়ের (রা) যে সময় ঘর ধ্বসিয়ে তা পুনঃনির্মাণ করেন এবং বেষ্টিত অংশটুকু (হাতীম) এর অন্তর্ভূক্ত করেন সে সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। সেই সময় ইবরাহীম (আ) কর্তৃক নির্মিত ভিতের পাথরও দেখেছি যা একটা উটের কুঁজের মত দেখাত। জারীর ইবনে হাযেম (র) বর্ণনা করেছেন, আমি ইয়াযীদকে জিজ্ঞেস করলাম, উক্ত পাথরের স্থান কোনটি? তিনি বললেন, আমি এখনই সে স্থান তোমাকে দেখাচ্ছি। সুতরাং আমি তাঁর সাথে গিয়ে পরিত্যক্ত দেয়াল বেষ্টনীতে (হাতীমে) প্রবেশ করলে তিনি একটি জায়গার প্রতি ইশারা করে বললেন, এখানে। জারীর (র) বলেছেন, আমি অর্ধ বৃত্তাকার স্থানটুকু মেপে দেখেছি– ছয় গজ বা তার কাছাকাছি।

৪৩–অনুচ্ছেদ ঃ মক্কার হেরেমের মর্যাদা।[১১] মহান আল্লাহর বাণী ঃ

اِنَّمَا اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِىْ حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْئٍ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ (سورة النمل - اية ٩١)

"হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে জানিয়ে দাও, আমাকে এই নির্দেশই দেয়া হয়েছে যে, আমি এ শহরের প্রভুর দাসত্ব করব যিনি একে হেরেম বা মহিমান্বিত করেছেন। তিনি সব জিনিসেরই মালিক। আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন আমি মুসলমান হয়ে জীবন যাপন করি–" (নামল ঃ ৯১)।

وَقَالُوْا اِنْ نَتَّبِعِ الْهُدٰى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا . اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَّهُمْ حَرَمًا اٰمِنًا يُّجْبٰى اِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْئٍ رِّزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ (سورة القصص - اية ٥٧)

"তারা বলে, আমরা যদি তোমাদের সাথে এ হেদায়াতের আনুগত্য স্বীকার করে নেই তাহলে স্বদেশভূমি থেকে অকস্মাৎ বহিষ্কৃত হব। কিন্তু এটা কি বাস্তব ঘটনা নয় যে, আমি একটি নিরাপদ ও শান্তিময় হেরেমকে তাদের অবস্থান স্থল করেছি, যেখানে সব রকমের ফল–ফলাদি আমার পক্ষ থেকে রিযিক হিসেবে প্রতিনিয়ত এসে জমা হচ্ছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক এটা অবহিত নয়"–(কাসাস ঃ ৫৭)।

١٤٨٣. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اِنَّ هٰذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللّٰهُ لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ وَلاَ يَلْتَقِطُ لُقْطَتَهُ اِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا-

১৪৮৩. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কা বিজয়ের দিন বলেছিলেনঃ এ শহরকে আল্লাহ মহিমান্বিত ও মর্যাদাসম্পন্ন করেছেন। এর কাঁটা (গাছ)–ও কাটা যাবে না, শিকার তাড়া করা যাবে না, রাস্তায় পড়ে থাকা জিনিস প্রচারের উদ্দেশ্য ব্যতীত কেউ কুড়িয়ে নিতে পারবে না।

৪৪–অনুচ্ছেদ ঃ মক্কার ঘর–বাড়ীতে উত্তরাধিকার বহাল থাকা ও ঐগুলোর ক্রয় বিক্রয় করা। মসজিদে হারামের মধ্যে সকল মানুষেরই (মুসলমান) অধিকার সমান। কেননা মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ

বাইরে হারাম বা নিষিদ্ধ নয়। হেরেম মক্কী বা মক্কার হেরেমের সীমা হল, মক্কা থেকে মদীনার পথে তিন মাইল, ইরাকের পথে সাত মাইল, জে'রানার পথে নয় মাইল এবং জেদ্দার পথে দশ মাইল পর্যন্ত। এই সীমার মধ্যে অবস্থিত জায়গাকে হেরেম বলা হয়। হেরেমের বাইরে হালাল এমন অনেক কাজও হেরেমের মধ্যে হারাম। মক্কা ইসলামের কেন্দ্রভূমি। তাই এর মর্যাদা, মহত্ব ও গৌরব বৃদ্ধির জন্য এ ব্যবস্থা করা হয়েছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِىْ جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءَ نِ الْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادِ ط وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِاِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ (سورة الحج - اية . ٢٥)

"যারা কুফরী করছে এবং আল্লাহর পথে চলতে বাধা দিচ্ছে এবং মসজিদে হারামে (এর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে) যাওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যে মসজিদে হারামকে আমি সকল মানুষের জন্য তৈরী করেছি এবং যেখানে স্থানীয় ও বহিরাগত লোকের অধিকার সমান, তাদের আচরণ নিশ্চিতভাবেই শাস্তি প্রদানের মত আচরণ। এতে (মসজিদে হারামে) যে-ই সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যুলুমের পথ ধরবে, আমি তাকে কঠিন শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করাব"– (সূরা হজ্জ : ২৫)।

١٤٨٤. عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّهُ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَيْنَ تَنْزِلُ فِىْ دَارِكَ بِمَكَّةَ فَقَالَ وَهَلْ تَرَكَ عَقِيْلٌ مِنْ رِبَاعٍ اَوْ دُوْرٍ وَكَانَ عَقِيْلٌ وَرِثَ اَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلاَ عَلِىٌّ شَيْئًا لاَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَكَانَ عَقِيْلٌ وَطَالِبُ كَافِرَيْنِ فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ لاَ يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانُوْا يَتَاوَّلُوْنَ قَوْلَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوا وَنَصَرُوْا اُوْلٰئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلاَيَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا وَاِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلاَّ عَلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْثَاقٌ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ - سورة الانفال- اية ٧٢

১৪৮৪. উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সঃ)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! মক্কায় আপনি নিজ বাড়ীতে কোথায় অবস্থান করবেন (মনে করছেন?) নবী (সঃ) বললেন, আকীল কি আসবাবপত্র ও ঘরবাড়ীর কিছু অবশিষ্ট রেখেছে? আকীল এবং তালেব আবু তালেবের উত্তরাধিকারী হয়েছিল, কিন্তু জাফর ও আলী (রা) উত্তরাধিকারী হননি। কেননা তাঁরা দু'জন ছিলেন মুসলমান, আর আকীল ও তালেব কাফের। এ কারণে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলতেন, মুমিন কোন কাফেরের উত্তরাধিকারী হতে পারে না। ইবনে শিহাব (র) বর্ণনা করেছেন, এ ব্যাপারে সকলেই মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার এ বাণীর ব্যাখ্যা করে উক্ত মর্ম গ্রহণ করতেন। (আয়াতটির অর্থ হল) "যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, আল্লাহর পথে জান-মাল দিয়ে জিহাদ করেছে এবং যারা হিজরতকারীদের আশ্রয় দান করেছে এবং তাদেরকে

সাহায্য করেছে তারাই একে অপরের বন্ধু ও অভিভাবক। আর যেসব লোক ঈমান এনেছে কিন্তু হিজরত করে দারুল ইসলামে আগমন করেনি তাদের সাথে বন্ধুত্ব বা অভিভাবকত্বের কোন প্রকার সম্পর্ক তোমাদের ততক্ষণ পর্যন্ত থাকতে পারে না, যতক্ষণ না তারা হিজরত করে চলে আসে। তবে দীনের ব্যাপারে তারা তোমাদের কাছে সাহায্যপ্রার্থী হলে এবং তারা তোমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ জাতির বিরুদ্ধে না গেলে, তোমরা তাদের সাহায্য করতে পার। যা কিছুই তোমরা করছ তা সবই আল্লাহ দেখে থাকেন" (আনফাল ঃ ৭২)।

৪৫–অনুচ্ছেদ ঃ নবী (সঃ)–এর মক্কায় উপনীত হওয়া।

١٤٨٥. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ اَرَادَ قُدُوْمَ مَكَّةَ مَنْزِلُنَا غَدًا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِخَيْفِ بَنِىْ كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوْا عَلَى الْكُفْرِ–

১৪৮৫. আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) যখন মক্কা আগমনের ইচ্ছা করলেন তখন বলেছিলেনঃ ইনশাআল্লাহ আগামী কাল আমাদের অবস্থান স্থল হবে খাইফে বনী কিনানাতে, যেখানে কুরাইশগণ কুফরীর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য শপথ করেছিল।

١٤٨٦. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مِنَ الْغَدِ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ بِمِنًى نَحْنُ نَازِلُوْنَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِىْ كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوْا عَلَى الْكُفْرِ يَعْنِى بِذَالِكَ الْمُحَصَّبَ وَذٰلِكَ اَنَّ قُرَيْشًا وَكِنَانَةَ تَحَالَفَتْ عَلٰى بَنِىْ هَاشِمٍ وَبَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَوْ بَنِىْ الْمُطَّلِبِ اَن لاَّ يُنَاكِحُوْهُمْ وَلاَ يُبَايِعُوْهُمْ حَتّٰى يُسَلِّمُوْا اِلَيْهِمُ النَّبِىَّ ﷺ

১৪৮৬. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) ইয়াওমুন নাহারে (অর্থাৎ কোরবানীর দিন) মিনাতে অবস্থানকালে বলেছিলেন ঃ আমরা আগামী কাল সকালে খাইফে বনী কিনানা অর্থাৎ মুহাস্সাবে অবস্থান করব যেখানে তারা (অর্থাৎ কুরাইশরা) কুফরের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য শপথ করেছিল। ঘটনাটি ছিল এই যে, কুরাইশ ও বনী কিনানা (গোত্রদ্বয়) বনী হাশেম ও বনী আবদুল মুত্তালিব অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) বনী মুত্তালিবের ব্যাপারে এই শপথ নিয়াছিল যে, যে পর্যন্ত তারা (বনী হাশেম ও বনী মুত্তালিব) নবী (সঃ)–কে তাদের (কুরাইশ ও বনী কিনানার) হাতে সোপর্দ না করবে তত দিন পর্যন্ত তাদের সাথে বিবাহ–শাদীর সম্পর্ক স্থাপন করবে না এবং ক্রয়–বিক্রয় ও ও ব্যবসা–বাণিজ্য করবে না।

৪৬–অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِىْ وَبَنِىَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِىْ فَاِنَّهٗ مِنِّىْ وَمَنْ عَصَانِىْ فَاِنَّكَ

غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ه رَبَّنَا اِنِّیْ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِی بِوَادٍ غَيْرِ ذِیْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِیْ اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ ه (سورة ابراهيم آيات ٣٥-٢٧

"ঐ সময়ের কথা স্মরণ কর যখন ইবরাহীম দো'আ করেছিলঃ হে আমার রব। এ শহরকে (মক্কা) তুমি নিরাপত্তার শহর বানাও, আর আমাকে ও আমার সন্তানদের মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখ। হে প্রভু! ঐ সব মূর্তি বহু লোককে পথভ্রষ্ট করেছে। সুতরাং তাদের মধ্যে যে আমার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করবে, সে আমার পথ অনুসরণকারী হবে। যদি কেউ অমান্য করে তাহলে তুমি তো ক্ষমাশীল ও মেহেরবান। প্রভু হে! আমি একটি ঊসর মরুপ্রান্তরে আমার সন্তানদের এক অংশ তোমার মহিমান্বিত ঘরের পাশে এনে রেখে যাচ্ছি, হে রব! যাতে তারা এখানে নামায প্রতিষ্ঠিত করে। সুতরাং তুমি ওদের প্রতি মানুষের মন আকৃষ্ট করে দাও এবং তাদেরকে ফলমূলের খাদ্য দান কর, যাতে তারা তোমার শোকরগোজার বান্দা হতে পারে—" (ইবরাহীম ঃ ২৪—২৭)।

৪৭—অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণীঃ

جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْیَ وَالْقَلَائِدَ ذٰلِكَ لِتَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ وَاَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيْمٌ . (المائدة ٩٧)

"পবিত্র স্থান কাবাকে আল্লাহ লোকদের (সমষ্টিগত জীবনের) জন্য আবাসভূমি (স্থিতির ধারক) করেছেন। আর নিষিদ্ধ মাস, কোরবানীর পশুগুলো এবং পশুর গলায় লটকানো চিহ্নসমূহ (এ উদ্দেশ্যে সহায়ক করে দেয়া হয়েছে) যাতে তোমরা বুঝতে পার যে, আল্লাহ আসমান ও যমীনের সকল অবস্থা জ্ঞাত রয়েছেন। আর সর্ব বিষয়ে তো তাঁর জানাই আছে—" (মাইদা ঃ ৯৮)।

١٤٨٧. عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِیِّ ﷺ قَالَ يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُوالسُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ

১৪৮৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) নবী (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, ক্ষীণ পায়ের নলা বিশিষ্ট হাবশীরা কাবাঘর ধ্বংস করবে।

١٤٨٨. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانُوْا يَصُوْمُوْنَ عَاشُوْرَاءَ قَبْلَ اَنْ يُّفْرَضَ

رَمَضَانُ وَكَانَ يَوْمًا تُسْتَرُ فِيْهِ الْكَعْبَةُ فَلَمَّا فَرَضَ اللّٰهُ رَمَضَانَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ شَاءَ اَن يَّصُوْمَهُ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ شَاءَ اَن يَّتْرُكَهُ فَلْيَتْرُكْهُ –

১৪৮৮. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রমযানের রোযা ফরয হওয়ার আগে মুসলমানগণ আশূরার রোযা রাখতেন। আর এ দিনটিতে (আশূরার দিনটি) কাবা ঘরকে গেলাফ দ্বারা ঢাকা হত। অতঃপর আল্লাহ তাআলা রমযানের রোযা ফরয করে দিলে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ তোমাদের কেউ আশূরার রোযা রাখতে চাইলে এখনও (রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পরও) রাখতে পারে। আর যারা তা ছেড়ে দিতে চায় ছেড়ে দিতে পারে।

١٤٨٩. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَيُحَجَّنَّ الْبَيْتُ وَلَيُعْتَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُوْجِ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ تَابَعَهُ اَبَانٌ وَعِمْرَانٌ عَنْ قَتَادَةَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ شُعْبَةَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى لاَ يُحَجَّ الْبَيْتَ وَالاَوَّلُ اَكْثَرُ –

১৪৮৯. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সঃ) বলেছেন, ইয়াজূজ–মাজুজের আবির্ভাবের পরও বায়তুল্লাহয় হজ্জ ও উমরা হতে থাকবে। আবান (রঃ) ইমরানের মাধ্যমে কাতাদা থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর আবদুর রহমান শো'বা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যত দিন পর্যন্ত না বায়তুল্লাহর হজ্জ বন্ধ হবে তত দিন পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। তবে প্রথম কথাটিই বেশী লোকে বর্ণনা করেছেন।

৪৮–অনুচ্ছেদ ঃ কা'বা ঘরকে গেলাফ দ্বারা আবৃত করা।

١٤٩٠. عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ قَالَ جَلَسْتُ مَعَ شَيْبَةَ عَلَى الْكُرْسِىِّ فِى الْكَعْبَةِ فَقَالَ لَقَدْ جَلَسَ هٰذَا الْمَجْلِسَ عُمَرُ فَقَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ لاَّ اَدَعَ فِيْهَا صَفْرَاءَ وَلاَ بَيْضَاءَ اِلاَّ قَسَمْتُهُ قُلْتُ اِنَّ صَاحِبَيْكَ لَمْ يَفْعَلاَ قَالَ هُمَا الْمَرْاٰنِ اَقْتَدِىْ بِهِمَا –

১৪৯০. আবু ওয়ায়েল (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি শাইবার সাথে কা'বার আঙ্গিনায় একটি কুরসীতে বসেছিলাম। শাইবা বললেন, একদিন উমর (রা) এখানে বসেছিলেন। তিনি (উমর) বললেন, আমি এ (কা'বা) ঘরের মধ্যে কোন প্রকার সোনা বা রূপা না রেখে বরং তা বন্টন করে দেয়ার ইচ্ছা করেছি। (শাইবা বলেন) আমি বললাম, আপনার (পূর্ববর্তী) দুই সাথী (রসূলুল্লাহ সাঃ ও আবু বকর) তো এরূপ করেননি। একথা শুনে উমর (রা) বললেন, ঐ দুই জনকেই তো আমি অনুসরণ করে থাকি (অর্থাৎ তাঁরা যদি এরূপ না করে থাকেন তাহলে আমিও করব না)।

৪৯–অনুচ্ছেদ ঃ কা'বা ঘর বিধ্বস্ত করা। আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) বলেছেন, একটি সেনাবাহিনী কা'বা ঘরে যুদ্ধাভিযান চালাবে, কিন্তু তাদেরকে মাটিতে ধ্বসিয়ে দেওয়া হবে।

١٤٩١. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَأَنِّى بِهِ أَسْوَدَ أَفْحَجَ يَقْلَعُهَا حَجَرًا حَجَرًا–

১৪৯১. ইবনে আব্বাস (রাঃ) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (সঃ) বলেছেন, আমি সেই কালো কুৎসিৎ ব্যক্তিকে যেন দেখছি, যে কা'বার এক একটি পাথর খুলে খুলে নিক্ষেপ করবে।

١٤٩٢. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُوالسُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ –

১৪৯২. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, পায়ের দু'টি ক্ষুদ্র গোছা বিশিষ্ট এক হাবশী কা'বা ঘর ধ্বংস করবে।

৫০–অনুচ্ছেদ ঃ হাজরে আসওয়াদ সম্পর্কে যেসব কথা উল্লেখিত হয়েছে।

١٤٩٣. عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ إِنِّى لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْ لَا أَنِّى رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ –

১৪৯৩. আবেস ইবনে রাবীআ (রঃ) উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (উমর) হাজরে আসওয়াদের কাছে এসে তাতে চুমু দিয়ে বললেন, আমি জানি তুমি একটি পাথর বৈ কিছু নও। তুমি কারো অনিষ্ট করতেও পার না, আবার উপকার করতেও সক্ষম নও। আমি যদি নবী (সঃ)-কে তোমায় চুমু দিতে না দেখতাম তাহলে আমি কখনো তোমায় চুমু দিতাম না।

৫১–অনুচ্ছেদ ঃ কা'বা ঘরের দরজা বন্ধ করা এবং ঘরের অভ্যন্তরে যেদিকে বা যেখানে ইচ্ছা নামায পড়া।

١٤٩٤. عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْبَيْتَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ فَأَغْلَقُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَلَمَّا فَتَحُوْا فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ وَلَجَ فَلَقِيْتُ بِلَالًا فَسَأَلْتُهُ هَلْ صَلَّى فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ بَيْنَ الْعَمُوْدَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ –

১৪৯৪. সালেম (রঃ) তাঁর পিতা (আবদুল্লাহ ইবনে উমর) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবদুল্লাহ) বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) নিজে এবং উসামা ইবনে যায়েদ, বিলাল ও উসমান ইবনে তালহা (রা) কাবা ঘরে প্রবেশ করলেন এবং দরজা বন্ধ করে দিলেন। পরে দরজা খুললে আমিই সর্বপ্রথমে (তাতে) প্রবেশ করলাম এবং বিলালের দেখা পেলাম। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, রসূলুল্লাহ (সঃ) কি ঘরের মধ্যে নামায পড়েছেন? তিনি বললেন, হাঁ তিনি (সঃ) ইয়ামানী স্তম্ভ দু'টির মাঝখানে দাঁড়িয়ে নামায পড়েছেন।

৫২—অনুচ্ছেদ : কা'বা ঘরের অভ্যন্তরে নামায পড়া।

١٤٩٥. عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ اِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَشٰى قِبَلَ الْوَجْهِ حِيْنَ يَدْخُلُ وَيَجْعَلُ الْبَابَ قِبَلَ الظَّهْرِ يَمْشِىْ حَتّٰى يَكُوْنَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِىْ قِبَلَ وَجْهِهٖ قَرِيْبًا مِّنْ ثَلٰثَةِ اَذْرُعٍ فَيُصَلِّىْ يَتَوَخّٰى الْمَكَانَ الَّذِىْ اَخْبَرَهُ بِلَالٌ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى فِيْهِ وَلَيْسَ عَلٰى اَحَدٍ بَاْسٌ اَنْ يُّصَلِّىَ فِىْ اَىِّ نَوَاحِى الْبَيْتِ شَاءَ -

১৪৯৫. নাফে (রঃ) ইবনে উমর (রা) সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি যখনই খানায়ে কা'বাতে প্রবেশ করতেন তখনই দরজা পিছনে রেখে সামনের দিকে এতখানি এগিয়ে যেতেন যে, তাঁর ও সামনের দেয়ালের মধ্যে মাত্র তিন গজের দূরত্ব থাকত। সেখানে তিনি নামায পড়তেন এবং পরে সেই জায়গাটির উদ্দেশ্যে এগিয়ে যেতেন যেখানে রসূলুল্লাহ (সঃ) নামায পড়েছেন। জায়গাটির কথা বিলাল (রা) তাঁকে বলেছিলেন। তবে খানায়ে কা'বার অভ্যন্তরে যে কোন দিকে যে কোন জায়গায় নামায আদায় করতে দোষ নেই।

৫৩—অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি কা'বা ঘরে প্রবেশ করেনি। ইবনে উমর (রা) অনেক বার হজ্জ করেছেন কিন্তু কা'বা ঘরে প্রবেশ করতেন না।

١٤٩٦. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى قَالَ اعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلّٰى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَهُ مَنْ يَّسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ اَدَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْكَعْبَةَ قَالَ لَا -

১৪৯৬. আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) উমরা আদায় করলেন। সেই সময় তিনি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলেন এবং মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দুই রাকাত নামায আদায় করলেন। এ সময় তাঁর সাথে একটি লোক ছিল, যে তাঁকে লোকদের থেকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছিল। এক ব্যক্তি তাকে (আড়ালকারী ব্যক্তিকে) জিজ্ঞেস করল, রসূলুল্লাহ (সঃ) কি কা'বা ঘরে প্রবেশ করেছিলেন? সে জবাব দিল, না (তিনি প্রবেশ করেননি)।

৫৪—অনুচ্ছেদ ঃ কা'বার চতুর্দিকে তাকবীর ধ্বনি দেয়া।

١٤٩٧. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ اَبٰى اَنْ يَّدْخُلَ الْبَيْتَ وَفِيْهِ الْاٰلِهَةُ فَاَمَرَ بِهَا فَاُخْرِجَتْ فَاَخْرَجُوْا صُوْرَةَ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فِيْ اَيْدِيْهِمَا الْاَزْلَامُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَا وَاللّٰهِ قَدْ عَلِمُوْا اَنَّهُمَا لَمْ يَسْتَقْسِمَا بِهَا قَطُّ فَدَخَلَ الْبَيْتَ فَكَبَّرَ فِيْ نَوَاحِيْهِ وَلَمْ يُصَلِّ فِيْهِ –

১৪৯৭. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মক্কা বিজয়ের সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) কা'বা ঘরের কাছে আগমন করে তার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে অস্বীকার করলেন। কারণ তখন তাতে ছিল বহু সংখ্যক ইলাহ বা পাথরের মূর্তি আকারের দেবদেবী। তিনি সেগুলো বের করে ফেলতে নির্দেশ দিলেন। সেগুলো বের করে ফেলা হল। (মুসলমানগণ) সবাই ইবরাহীম ও ইসমাঈলের মূর্তিও বের করে ফেললেন। তাদের (ইবরাহীম ও ইসমাঈল) হাতে দেওয়া ছিল আযলাম (শুভ-অশুভ নির্ণয়ক তীর ফলক)। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, আল্লাহ তাদের (মুশরিকদের) ধ্বংস করুন। আল্লাহর শপথ। তারা (মুশরিকরা) অবশ্যই জানতো যে, তাঁরা (ইবরাহীম ও ইসমাঈল) কোন সময়ও শুভ-অশুভ নির্ণয়ক তীর নিক্ষেপ করেননি। অতঃপর তিনি (সঃ) কা'বা ঘরে প্রবেশ করলেন এবং তার বিভিন্ন স্থানে তাকবীর ধ্বনি বললেন। তবে তখন তিনি সেখানে নামায পড়েননি।

৫৫—অনুচ্ছেদঃ রমল কিভাবে শুরু হয়েছে। [২২]

١٤٩٨. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحَابُهُ فَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ اِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ وَفْدٌ (وَقَدْ) وَهَنَهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ فَاَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يَّرْمُلُوْا الْاَشْوَاطَ الثَّلٰثَةَ وَاَنْ يَّمْشُوْا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ وَلَمْ يَمْنَعْهُ اَنْ يَّاْمُرَهُمْ اَنْ يَّرْمُلُوْا الْاَشْوَاطَ كُلَّهَا اِلَّا الْاِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ–

১৪৯৮. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) ও তাঁর সাহাবাগণ (উমরাতুল কাযা) আদায়ের উদ্দেশ্যে (মক্কায়) আগমন করলে মুশরিকরা বলতে শুরু করল, এমন একদল লোক তোমাদের এখানে এসেছে মদীনার জ্বর যাদেরকে হীন ও দুর্বল করে দিয়েছে। (একথা শুনে) রসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবাদের প্রথম তিন শাওতে (কা'বার চারদিকে একবার ঘোরাকে এক শাওত বলে) রমল করতে নির্দেশ দিলেন, কিন্তু দুই রুকনের মাঝে স্বাভাবিক গতিতে চলতে বললেন। আর তাদের ওপর স্নেহপ্রবণ হয়েই তিনি সবগুলো শাওতে (মোট সাত শাওত দিতে হয়) রমল করতে নির্দেশ দেননি।

---

২২. রমল হল ছোট ছোট পদক্ষেপে দুই কাঁধ হেলিয়ে দুলিয়ে (বীর যোদ্ধার মত) দ্রুত চলা। যাতে কাফেররা মুসলমানদের দৈহিক শক্তি, বীরত্ব ও সাহসিকতার প্রমাণ পায় এবং তাদের শক্তিহীন ও দুর্বল মনে করতে না পারে।

৫৬—অনুচ্ছেদঃ মক্কা আগমনের পরই হাজরে আসওয়াদকে চুমু দেয়া এবং তাওয়াফের সময় প্রথম তিন শাওতে রমল করা।

١٤٩٩. عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ يَقْدَمُ مَكَّةَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الأَسْوَدَ أَوَّلَ مَا يَطُوْفُ يَخُبُّ ثَلٰثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ .

১৪৯৯. সালেম (রঃ) তাঁর পিতা (আবদুল্লাহ ইবনে উমর) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবদুল্লাহ) বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দেখেছি যখন তিনি মক্কা আগমন করতেন তখন প্রথম তাওয়াফেই হাজরে আসওয়াদে চুমু দিতেন এবং সাত তাওয়াফের প্রথম তিন তাওয়াফে রমল করতেন।

৫৭—অনুচ্ছেদ : হজ্জ ও উমরায় রমল করা।

١٥٠٠. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَعَى النَّبِيُّ ﷺ ثَلٰثَةَ أَشْوَاطٍ وَمَشٰى أَرْبَعَةً فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ-

১৫০০. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হজ্জ ও উমরা আদায়ের ক্ষেত্রে নবী (সঃ) (তাওয়াফের সময় প্রথম) তিন শাওতে দ্রুত ও (পরবর্তী) চার শাওতে স্বাভাবিকভাবে পদচারণা করেছেন।

١٥٠١. عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِلرُّكْنِ أَمَا وَاللّٰهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْ لَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اسْتَلَمَكَ مَا اسْتَلَمْتُكَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ قَالَ وَمَا لَنَا وَلِلرَّمَلِ إِنَّمَا كُنَّا رَأَيْنَا بِهِ الْمُشْرِكِيْنَ وَقَدْ أَهْلَكَهُمُ اللّٰهُ ثُمَّ قَالَ شَيْءٌ صَنَعَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَا نُحِبُّ أَنْ نَتْرُكَهُ .

১৫০১. যায়েদ ইবনে আসলাম (রঃ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) রুকন (হাজরে আসওয়াদ)-কে সম্বোধন করে বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি জানি তুমি একটি পাথর বৈ কিছু নও। তুমি কারো ক্ষতি করতে পার না এবং উপকার করতেও পার না। আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তোমায় চুমু দিতে না দেখলে আমিও তোমায় চুমু দিতাম না। (এসব কথা বলার পর) তিনি হাজরে আসওয়াদে চুমু দিলেন এবং আবার বললেন, এ রমল করাতেই বা আমাদের কি প্রয়োজন? হাঁ, এর দ্বারা আমরা মুশরিকদের (আমাদের বীরত্ব ব্যঞ্জক ভাবভঙ্গি) দেখিয়েছি। এখন আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। এরপর তিনি বললেন, এটি এমন একটি বিষয় যা রসূলুল্লাহ (সঃ) করেছিলেন। অতএব তা পরিত্যাগ করা আমাদের পসন্দ নয়।

١٥٠٢. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَا تَرَكْتُ اسْتِلاَمَ هٰذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ فِى شِدَّةٍ وَلاَ رَخَاءٍ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُمَا قُلْتُ لِنَافِعٍ اَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمْشِىْ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ قَالَ اِنَّمَا كَانَ يَمْشِىْ لِيَكُوْنَ اَيْسَرَ لاِسْتِلاَمِهِ–

১৫০২. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কষ্ট অথবা আরাম যে অবস্থায়ই হোক না কেন এ দু'টি রুকনে চুমু দেওয়া আমি তখন থেকে ছাড়িনি, যখন থেকে রসূলুল্লাহ (সঃ)–কে আমি এ দু'টিতে চুমু দিতে দেখেছি। (উবায়দুল্লাহ বলেন) আমি নাফে'কে জিজ্ঞেস করলাম, ইবনে উমর (রা) কি দু'টি রুকনের মাঝখানে স্বাভাবিক গতিতে চলতেন? তিনি বললেন, হাঁ, চুমু দেয়ার সুবিধার জন্য তিনি এ দু'টির মাঝে এসে ধীর গতিতে হাঁটতেন।

৫৮–অনুচ্ছেদঃ লাঠি বা ছড়ির সাহায্যে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করা।

١٥٠٣. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَافَ النَّبِىُّ ﷺ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلٰى بَعِيْرِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ–

১৫০৩. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, বিদায় হজ্জের সময় নবী (সঃ) তাঁর উষ্ট্রীর ওপর আরোহণ করে তাওয়াফ করেছেন এবং লাঠির সাহায্যে হাজরে আসওয়াদে চুমু দিয়েছেন।[২৩]

৫৯–অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি শুধুমাত্র দু'টি রুকনে ইয়ামানীকে চুমু দিতে সক্ষম হল। মুহাম্মদ ইবনে বকর (র) ইবনে জুরায়েজ ও আমর ইবনে দীনারের মাধ্যমে আবু শা'ছা থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু শা'ছা বলেছেন, কে এমন আছে যে বায়তুল্লাহর কোন কিছু থেকে নিজেকে দূরে রাখতে চায়? মু'আবিয়া (রা) সবগুলো রুকনেই চুমু দিতেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাঁকে বললেন, আমরা কিন্তু এ দু'টি রুকনে চুমু দেই না। একথা শুনে মু'আবিয়া তাঁকে বললেন, বায়তুল্লাহর কোন কিছুই বাদ দেয়ার মত নয়। (আবদুল্লাহ) ইবনে যুবায়ের সবগুলোতেই চুমু দিতেন।

١٥٠٤. عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَمْ اَرَ النَّبِىَّ ﷺ يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ اِلاَّ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ–

১৫০৪. সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) তাঁর পিতা (আবদুল্লাহ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবদুল্লাহ) বলেছেন, দু'টি রুকনে ইয়ামানী ব্যতীত আমি নবী (সঃ)–কে বায়তুল্লাহর আর কোন কিছুতেই চুমু দিতে দেখিনি।

২৩. হাজরে আসওয়াদে মুখ লাগিয়ে চুমু দিতে পারলে সেটিই উত্তম। তবে যদি খুব ভিড় থাকে তাহলে লাঠি বা ছড়ি হাজরে আসওয়াদের সাথে লাগিয়ে তাতে চুমু দিলেও চলবে। এমনকি লাঠি বা ছড়ি দ্বারা স্পর্শ করাও যদি সম্ভব না হয়, তাহলে হাজরে আসওয়াদের প্রতি হাত দ্বারা ইশারা করবে এবং হাতে চুমু দেবে।

৬০—অনুচ্ছেদ ঃ হাজরে আসওয়াদে চুমু দেওয়া।

١٥٠٥. عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَقَالَ لَوْ لاَ اَنِّى رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ

১৫০৫. যায়েদ ইবনে আসলাম (রঃ) তার পিতা (আসলাম) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আসলাম) বলেছেন, আমি দেখেছি উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হাজরে আসওয়াদে চুমু দিয়ে বললেন, যদি রসূলুল্লাহ (সঃ)–কে তোমায় চুমু দিতে না দেখতাম তাহলে আমিও তোমায় চুমু দিতাম না।

١٥٠٦. عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَرَبِيِّ قَالَ سَاَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنْ اسْتِلاَمِ الْحَجَرِ فَقَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ وَقَالَ اَرَاَيْتَ اِنْ زُحِمْتُ اَرَاَيْتَ اِنْ غُلِبْتُ قَالَ اجْعَلْ اَرَاَيْتَ بِالْيَمَنِ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ

১৫০৬. যুবায়ের ইবনে আরাবী (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হাজরে আসওয়াদে চুমু দেওয়া সম্পর্কে এক ব্যক্তি ইবনে উমর (রা)–কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)–কে তাতে চুমু দিতে দেখেছি। লোকটি বলল, যদি অধিক ভীড়ের মধ্যে পড়ে যাই এবং অপারগ হয়ে পড়ি? ইবনে উমর (রা) বললেন, তোমার ওসব 'যদি' ও 'মনে করুন' ইত্যাদি দূরে রেখে দাও তো। আমি নবী (সঃ)–কে হাজরে আসওয়াদে চুমু দিতে দেখেছি।

৬১—অনুচ্ছেদঃ হাজরে আসওয়াদের কাছে গিয়ে ইংগিতে চুমু দেওয়া।

١٥٠٧. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَافَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْبَيْتِ عَلٰى بَعِيْرٍ كُلَّمَا أَتٰى عَلَى الرُّكْنِ اَشَارَ اِلَيْهِ بِشَيْءٍ–

১৫০৭. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) একটি উটের পিঠে আরোহণ করে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করেছেন। তাওয়াফের সময় যখনই তিনি হাজরে আসওয়াদের কাছে পৌঁছতেন তখনই কোন জিনিস দ্বারা তার প্রতি ইশারা করতেন (অর্থাৎ চুমু দেওয়ার পরিবর্তে তিনি এতটুকু করাই যথেষ্ট মনে করেছেন)।

৬২—অনুচ্ছেদ ঃ হাজরে আসওয়াদের কাছে পৌঁছে তাকবীর বলা।

١٥٠٨. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَافَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْبَيْتِ عَلٰى بَعِيْرٍ كُلَّمَا اَتَى الرُّكْنَ اَشَارَ اِلَيْهِ بِشَيْءٍ كَانَ عِنْدَهُ وَكَبَّرَ–

১৫০৮. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) একটি উটের পিঠে আরোহণ করে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেছেন। যখন তিনি হাজরে আসওয়াদের কাছে পৌঁছতেন তখন সেদিকে কোন জিনিস দ্বারা ইশারা করতেন এবং তাকবীর বলতেন।

৬৩–অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি মক্কায় আগমনের পর বাড়ী ফেরার পূর্বে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করে এবং দুই রাকাত নামায আদায় করে সাফা পাহাড়ের দিকে গমন করে (সাফা–মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করার জন্য যায়)।

١٥٠٩. عَنْ عُرْوَةَ قَالَ اَخْبَرَتْنِىْ عَائِشَةُ اَنَّ اَوَّلَ شَىْءٍ بَدَأَ بِهِ حِيْنَ قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ اَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ حَجَّ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ مِثْلَهُ ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ اَبِىْ الزُّبَيْرِ فَاَوَّلُ شَىْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارَ يَفْعَلُوْنَهُ وَقَدْ اَخْبَرَتْنِىْ اُمِّىْ اَنَّهَا اَهَلَّتْ هِىَ وَاُخْتُهَا وَالزُّبَيْرُ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ بِعُمْرَةٍ فَلَمَّا مَسَحُوْا الرُّكْنَ حَلُّوْا –

১৫০৯. উরওয়া (রঃ) আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আয়েশা) আমাকে অবহিত করেছেন যে, নবী (সঃ) মক্কা পৌঁছেই প্রথমে যে কাজ করলেন তা হল, তিনি উযু করলেন এবং তারপর (বায়তুল্লাহর) তাওয়াফ করলেন। কিন্তু এটি উমরার তাওয়াফ ছিল না। অতঃপর আবু বকর ও উমর (তাঁদের খেলাফতকালে) অনুরূপভাবেই হজ্জ আদায় করেন। এরপর আমি আমার পিতা যুবায়েরের সাথে হজ্জ করেছি। তিনিও সর্বপ্রথমে তাওয়াফ করেছিলেন। আমি আনসার ও মুহাজিরদেরও অনুরূপভাবে হজ্জ করতে দেখেছি। আমার আম্মাজান আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি, তাঁর বোন, যুবায়ের এবং অমুক অমুক ব্যক্তি উমরা আদায়ের জন্য ইহরাম বাঁধলে তাদেরকেও অনুরূপই করতে দেখেছি। তারা হাজরে আসওয়াদ স্পর্শের (চুমু দেয়ার) পরই ইহরাম খোলেন।

١٥١٠. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا طَافَ فِى الْحَجِّ اَوِ الْعُمْرَةِ اَوَّلَ مَا يَقْدَمُ سَعَى ثَلٰثَةَ اَطْوَافٍ وَمَشٰى اَرْبَعَةً ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَطُوْفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ–

১৫১০. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) হজ্জ বা উমরা আদায়ের জন্য মক্কায় আগমন করার পরই রসূলুল্লাহ (সঃ) যে তাওয়াফ করতেন তার প্রথম তিন তাওয়াফে দৌড়াতেন (রমল করতেন) এবং অবশিষ্ট চার তাওয়াফে স্বাভাবিক গতিতে চলতেন, এরপর দুই রাকাত নামায পড়তেন এবং সাফা–মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করতেন।

١٥١١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ

الْاَوَّلَ يَخُبُّ ثَلٰثَةَ اَطْوَافٍ وَيَمْشِي اَرْبَعَةً وَاَنَّهُ كَانَ يَسْعٰى بَطْنَ الْمَسِيْلِ اِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

১৫১১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) নবী (সঃ) প্রথম বার যখন বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করলেন, তখন প্রথম তিন তাওয়াফে দ্রুত চললেন এবং অবশিষ্ট চার তাওয়াফে স্বাভাবিক গতিতে চললেন। আর সাফা–মারওয়ার মাঝে সা'ঈর সময় উভয় টিলার মাঝখানের নীচু স্থানটুকু দৌড়ে পার হতেনা।

৬৪–অনুচ্ছেদঃ পুরুষদের সাথে মেয়েদের তাওয়াফ করা।

আমর ইবনে আলী বলেন, আমার কাছে আবু আসেম (রঃ), ইবনে জুরায়েজ এবং আতার মাধ্যমে ইবনে হিশাম (রঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে হিশাম পুরুষদের সাথে মেয়েদের তাওয়াফ করতে নিষেধ করলে আতা তাঁকে বললেন, কি করে তাদেরকে আপনি নিষেধ করছেন? অথচ নবী (সঃ)–এর স্ত্রীগণ পুরুষদের সাথে তাওয়াফ করেছেন। আমি (ইমাম বুখারী) বললাম, এ ঘটনা পর্দা সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হওয়ার আগের না পরের? তিনি (আমর ইবনে আলী) জবাব দিলেন, হাঁ আমার জীবনের শপথ! আমি পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পর তাদেরকে এরূপ করতে দেখেছি। আমি বললাম, কি করে পুরুষরা মেয়েদের সাথে মিশতে পারে? জবাবে তিনি বলেন, তারা মেয়েদের সাথে মিশে একাকার হয়ে যেত না। যেমন আয়েশা (রা) পুরুষদের থেকে দূরে থেকে তাওয়াফ করতেন এবং তাদের সাথে মিশতেন না। একজন মহিলা আয়েশাকে বলল, হে উম্মুল মুমিনীন! চলুন, আমরা হাজরে আসওয়াদে চুমু দেই। আয়েশা (রা) তাকে বললেন, তুমি যাও। আর এ কথা বলে তিনি অস্বীকার করলেন। নবী (সঃ)–এর স্ত্রীগণ রাতে (তাওয়াফ করতে) বের হতেন, তাদেরকে কেউ চিনতে পারত না। এভাবে তাঁরা পুরুষদের সাথে তাওয়াফ করতেন। কিন্তু তাঁরা খানায়ে কা'বায় প্রবেশ করতে চাইলে বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতেন। পুরুষরা বের হয়ে গেলে তখন তাঁরা প্রবেশ করতেন। আয়েশা (রা) যখন সাবীর পাহাড়ের পাদদেশে (তাঁবুতে) অবস্থান করছিলেন সেই সময় আমি ও উবায়েদ ইবনে উমায়ের তাঁর নিকটে গেলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সেই সময় তিনি কি দিয়ে পর্দা করছিলেন? তিনি বললেন, সেই সময় তিনি তুর্কী তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন, এর দরজায় একটা পর্দা লটকানো ছিল। এছাড়া আমাদের ও তাঁর মাঝে আর কোন প্রকার পর্দা ছিল না। সেই সময় তিনি একটি গোলাপী চাদর পরিহিতা ছিলেন।

١٥١٢. عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ شَكَوْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنِّيْ اَشْتَكِيْ فَقَالَ طُوْفِيْ مِنْ وَّرَاءِ النَّاسِ وَاَنْتِ رَاكِبَةٌ فَطُفْتُ مِنْ وَّرَاءِ النَّاسِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَئِذٍ يُصَلِّيْ اِلٰى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ وَالطُّوْرِ وَكِتَابٍ مَّسْطُوْرٍ–

১৫১২. নবী (সঃ)-এর স্ত্রী উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আমার পীড়ার অভিযোগ করলে (এবং এ কারণে তাওয়াফ করার অসুবিধার কথা বললে) তিনি বলেন, তুমি সওয়ারীতে আরোহণ করে লোকদের পিছনে পিছনে থেকে তাওয়াফ কর। সুতরাং আমি লোকদের পিছনে পিছনে থেকে তাওয়াফ করলাম। আর সেই সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) বায়তুল্লাহর এক পাশে নামায আদায় করছিলেন এবং তিনি নামাযে 'ওয়াত্ তূরে ওয়া কিতাবিম মাসতূর' সূরাটি পড়ছিলেন।

৬৫—অনুচ্ছেদ ঃ তাওয়াফের সময় কথাবার্তা বলা।

١٥١٣. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ وَهُوَ يَطُوْفُ بِالْكَعْبَةِ بِاِنْسَانٍ رَبَطَ يَدَهُ اِلٰى اِنْسَانٍ بِسَيْرٍ اَوْ بِخَيْطٍ اَوْ بِشَيْءٍ غَيْرِ ذٰلِكَ فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ قُدْهُ بِيَدِهِ -

১৫১৩. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) নবী (সঃ) কা'বা ঘর তাওয়াফের সময় একটি লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। লোকটি তার হাত ফিতা, রশি বা অনুরূপ কোন কিছু (যেমন রুমাল) দ্বারা অন্য এক লোকের সাথে বেধে রেখেছিল। নবী (সঃ) নিজ হাতে তা কেটে দিলেন এবং বললেন, ওকে হাত ধরে নিয়ে যাও।[২৪]

١٥١٤. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَاٰى رَجُلاً يَتُوْفُ بِالْكَعْبَةِ بِزِمَامٍ اَوْ غَيْرِهِ فَقَطَعَهُ -

১৫১৪. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) নবী (সঃ) এক ব্যক্তিকে খানায়ে কা'বার তাওয়াফ করতে দেখলেন, লোকটি চাবুকের রশি বা অনুরূপ কিছু দ্বারা বাঁধা ছিল। সুতরাং তিনি তা কেটে দিলেন।

৬৬—অনুচ্ছেদ ঃ উলঙ্গ হয়ে কেউ বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করতে পারবে না এবং কোন মুশরিকও হজ্জ করতে পারবে না।

١٥١٥. عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ بَعَثَهُ فِى الْحَجَّةِ الَّتِى اَمَّرَهُ عَلَيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ فِىْ رَهْطٍ يُؤَذِّنُ فِى النَّاسِ اَنْ لاَ يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ -

---

২৪. জাহিলী যুগে মানুষ আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য নানা রকমের ফন্দি-ফিকির বের করত এবং তা দ্বারা নিজেদেরকে কষ্ট দিয়ে মনে করত যে, এভাবে আল্লাহর নৈকট্য লাভ হবে। অথচ এভাবে অর্থহীন ও উদ্দেশ্যহীন কাজের মাধ্যমে কখনো আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভ করা যেতে পারে না। নবী (সঃ)-এর আগমন হয়েছিল মানব জাতিকে এসব কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের বন্ধন থেকে মুক্ত করে খোদায়ী আইনের অধীনে স্বাধীন মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। তাই অর্থহীনভাবে লোকটির হাত বাঁধা দেখে তিনি বন্ধন কেটে দিলেন এবং লোকটিকে হাত ধরে নিতে বললেন।

১৫১৫. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) বিদায় হজ্জের পূর্বে যে হজ্জে রসূলুল্লাহ (সঃ) আবু বকর সিদ্দীককে 'আমীরে হজ্জ' নিয়োগ করেছিলেন সে সময় কোরবানীর দিন তিনি [আবু বকর রাঃ] আমাকে কিছু সংখ্যক লোক সমভিব্যাহারে এই ঘোষণা করার জন্য পাঠিয়েছিলেন যে, এই বছরের পর আর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না এবং উলঙ্গ হয়েও কেউ বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে পারবে না।

৬৭—অনুচ্ছেদঃ কেউ তাওয়াফ করতে করতে তা বন্ধ করে দিলে। আতা (রঃ) বলেছেন, তাকে তাওয়াফরত ব্যক্তিদের মধ্যেই গণ্য করা হবে। ফরয নামাযের ইকামত হলে তাওয়াফ বন্ধ করে নামাযে শামিল হবে। নামাযের সালাম ফিরানোর পর তাকে যদি নিজের জায়গা থেকে (যেখান থেকে সে তাওয়াফ বন্ধ করেছে) বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় তবে যেখান থেকে তাওয়াফ ছিন্ন হয়েছে সেখান থেকেই শুরু করবে। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) ও আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করা হয়েছে।

৬৮—অনুচ্ছেদ : নবী (সঃ) প্রতি সাত চক্কর পর দুই রাকাত নামায আদায় করেছেন। নাফে বর্ণনা করেছেন, ইবনে উমর (রাঃ) প্রতি সাত চক্করে দুই রাকাত নামায পড়তেন। ইসমাঈল ইবনে উমাইয়া বর্ণনা করেছেন, আমি যুহরীকে জিজ্ঞেস করলাম যে, আতা (ইবনে আবু রাবাহ মক্কী) বলে থাকেন, তাওয়াফের এ দুই রাকাত নামাযের স্থলে (ঐ সময়ের) ফরজ নামাযই যথেষ্ট। জবাবে তিনি বললেন, সুন্নাত অনুযায়ী কাজ করাই উত্তম। তাওয়াফের সময় এমন কোন সাত চক্কর নবী (সঃ) দিতেন না যাতে তিনি দুই রাকাত আদায় করতেন না।

١٥١٦. عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ اَيَقَعُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِى الْعُمْرَةِ قَبْلَ اَن يَّطُوْفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ قَالَ وَسَاَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ لاَ يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ حَتّٰى يَطُوْفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ -

১৫১৬. আমর (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি ইবনে উমর (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, উমরার সময় কি কোন ব্যক্তি সাফা-মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করার আগে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে পারে? তিনি বলেন, নবী (সঃ) (মক্কায়) আগম করে (প্রথমে) সাত বার বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করলেন, তারপর মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দুই রাকাত নামায পড়লেন এবং পরে সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সা'ঈ করলেন আর বললেন, 'তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের জীবনে অনুসরণীয় উত্তম আদর্শ রয়েছে, (আল-আহযাব)। এরপর (বর্ণনাকারী) আমর বললেন, আমি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাব দিলেন, 'না', সাফা ও মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ করার পূর্বে কেউ তার স্ত্রীর কাছে যাবে না।

৬৯—অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি তাওয়াফে কুদূম বা প্রথম বার তাওয়াফের পর আরাফাতের দিকে চলে গেল এবং সেখান থেকেই ফিরে গেল, খানায়ে কা'বার কাছে গেল না বা তাওয়াফও করল না।[২৫]

١٥١٧. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ فَطَافَ سَبْعًا وَسَعٰى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتّٰى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ –

১৫১৭. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ নবী (সঃ) মক্কায় আগমন করে সাত বার কা'বার তাওয়াফ করলেন এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করলেন কিন্তু এ তাওয়াফ (তাওয়াফে কুদূম বা আগমনি তাওয়াফ) করার পর আরাফাত থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত কা'বার নিকটে গেলেন না।

৭০—অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদের বাইরে তাওয়াফের দুই রাকাত নামায আদায় করা। উমর (রা) এ দুই রাকাত নামায হেরেমের বাইরে পড়েছেন।

١٥١٨. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ بِمَكَّةَ وَأَرَادَ الْخُرُوْجَ وَلَمْ تَكُنْ أُمُّ سَلَمَةَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَأَرَادَتِ الْخُرُوْجَ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ لِلصُّبْحِ فَطُوْفِي عَلٰى بَعِيْرِكِ وَالنَّاسُ يُصَلُّوْنَ فَفَعَلَتْ ذٰلِكَ وَلَمْ تُصَلِّ حَتّٰى خَرَجَتْ –

১৫১৮. নবী (সঃ)-এর স্ত্রী উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। হজ্জের মৌসুমে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মক্কায় অবস্থানকালে যখন তিনি (সেখান থেকে) যাত্রা করার ইচ্ছা করলেন,

---

২৫. 'তাওয়াফ' ঃ তিন প্রকার (১) কুদূম (২) যিয়ারত ও (৩) সুদূর।

(১) কুদূম তাওয়াফ সুন্নাত যা বায়তুল্লাহতে এসেই করতে হয়।

(২) যিয়ারত তাওয়াফ ফরয। হজ্জের তিনটি ফরযের অন্যতম।

(৩) বিদায়ী তাওয়াফকে সুদূর বলা হয়। বিদায়ী তাওয়াফ করা ওয়াজিব।

তাওয়াফের পর দুই রাকাত নামায পড়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। ইমাম শাফিয়ী ও হাম্বলীদের এই অভিমত। হানাফী ও মালেকীদের মতে এ নামায ওয়াজিব। দলীল ঃ

(১) মহান আল্লাহর বাণী ঃ

অর্থাৎ 'মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থান বানাও' অর্থাৎ এখানে নামায পড়।

(২) যেহেতু নবী (সঃ) এ নামায সব সময় পড়েছেন।

এ নামায পড়ার স্থান ঃ মাকামে ইবরাহীমকে সামনে রেখে দুই রাকাত নামায পড়াই উত্তম ও সুন্নাত তরীকা। কেউ এখানে পড়তে না পারলে বাইরে কোথাও আদায় করে নেয়া তার জন্য জায়েয। দলীল ঃ হাদীসে উম্মে সালামা (রাঃ)। হেঁটে তাওয়াফ করতে সক্ষম না হলে অন্য কিছুতে চড়ে তাওয়াফ করা জায়েয। উযূ করে তাওয়াফ করতে হবে। ইমামদের মতে উযূ বিহীন তাওয়াফ শুদ্ধ হয় না। নবী (সঃ) উযূ করে তাওয়াফ করেছেন।

তাঁর সাথে (তাঁর স্ত্রী) উম্মে সালামা (রা)–ও যাত্রার প্রস্তুতি নিলেন, অথচ তখনও তিনি তাওয়াফ করেননি। তিনি তাঁকে বললেন, সকালে যখন ফজরের নামাযের ইকামত হবে এবং লোকেরা নামায পড়তে থাকবে তখন তুমি তোমার উটের পিঠে আরোহণ করে তাওয়াফ করে নিও। সুতরাং তিনি তাই করলেন এবং তাওয়াফের দুই রাকআত নামায না পড়েই যাত্রা করলেন।

৭১–অনুচ্ছেদ ঃ মাকামে ইবরাহীমের[২৬] পিছনে দাঁড়িয়ে তাওয়াফের দুই রাকআত নামায পড়া।

١٥١٩. عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّفَا وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ .

১৫১৯. আমর ইবনে দীনার (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আমি ইবনে উমর (রা)–কে বলতে শুনেছি যে, নবী (সঃ) মক্কায় আগমন করে সাত বার বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলেন এবং মাকামে ইবারহীমের পিছনে দাঁড়িয়ে দুই রাকআত নামায পড়লেন, অতঃপর (সা'ঈ করার জন্য) সাফা পাহাড়ের দিকে গমন করলেন। মহান ও শক্তিমান আল্লাহ বলেছেন, "তোমাদের অনুসরণের জন্য আল্লাহর রসূলের জীবনে উত্তম আদর্শ রয়েছে।"

৭২–অনুচ্ছেদ ঃ ফজর ও আসরের নামাযের পর তাওয়াফ করা। ইবনে উমর (রা) সূর্য উদিত না হওয়ার পূর্বেই তাওয়াফের দুই রাকআত নামায পড়তেন। আর উমর (রা) ফজরের নামাযের পর তাওয়াফ করেছেন এবং সওয়ারীতে আরোহণ করে যি–তুয়া নামক উপত্যকায় পৌছে দুই রাকআত নামায পড়েছেন।

١٥٢٠. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ نَاسًا طَافُوْا بِالْبَيْتِ بَعْدَ صَلٰوةِ الصُّبْحِ ثُمَّ قَعَدُوْا اِلَى الْمُذَكِّرِ حَتّٰى اِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامُوْا يُصَلُّوْنَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ قَعَدُوْا حَتّٰى اِذَا كَانَتِ السَّاعَةُ الَّتِى تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلٰوةُ قَامُوْا يُصَلُّوْنَ .

১৫২০. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। কিছু লোক ফজরের নামাযের পর বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করে এক বক্তার কাছে তার বক্তৃতা শোনার জন্য গিয়ে বসলো এবং সূর্য উদিত হওয়ার সময় সবাই নামাযের জন্য উঠে পড়লো। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন, তারা সেখানে বসে থাকলো এবং নামাযের মাকরূহ সময় উপস্থিত হলে নামায আদায় করতে দাঁড়াল।

---

২৬. যে পাথরের ওপর হযরত ইবরাহীম (আঃ)–এর পদচিহ্ন আছে সেটাই মাকামে ইবরাহীম। এই পাথরে দাঁড়িয়ে তিনি বায়তুল্লাহর দেয়াল গেঁথে ছিলেন।

١٥٢١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهى عَنِ الصَّلٰوةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا.

১৫২১. আবদুল্লাহ (ইবনে উমর) (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় নামায পড়তে নিষেধ করতেন।

١٥٢٢. عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَطُوفُ بَعْدَ الْفَجْرِ وَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَرَأَيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَيُخْبِرُ اَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَدْخُلْ بَيْتَهَا اِلاَّ صَلاَّهُمَا.

১৫২২. আবদুল আযীয ইবনে রুফাঈ' (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা)-কে ফজরের নামাযের পর তাওয়াফ করতে ও তারপর দুই রাকআত নামায পড়তে দেখেছি। আবদুল আযীয (ইবনে রুফাঈ') আরো বর্ণনা করেছেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরকে আসরের পরেও দুই রাকআত নামায পড়তে দেখেছি। আর এ সম্পর্কে তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের) বলতেন, আয়েশা (রা) তাঁর কাছ বর্ণনা করেছেনঃ ঃ নবী (সঃ) দুই রাকআত নামায না পড়ে তাঁর ঘরে যেতেন না।

৭৩– অনুচ্ছেদ ঃ পীড়িত ব্যক্তির সওয়ারীতে আরোহণ করে তাওয়াফ করা।

١٥٢٣. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ طَافَ بِالْبَيْتِ وَهُوَ عَلَى بَعِيرٍ كُلَّمَا اَتَى عَلَى الرُّكْنِ اَشَارَ اِلَيْهِ بِشَيْئٍ فِى يَدِهِ وَكَبَّرَ.

১৫২৩. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। একটি উটে আরোহণ করে রসূলুল্লাহ (সঃ) বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেছেন। তাওয়াফের সময় যখনই তিনি হাজরে আসওয়াদের কাছে উপনীত হতেন তখনই তাঁর হাতের কোন একটা জিনিস দ্বারা ইশারা করতেন এবং তাকবীর বলতেন।

١٥٢٤. عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ شَكَوْتُ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ اَنِّى اَشْتَكِى فَقَالَ طُوفِى مِنْ وَّرَاءِ النَّاسِ وَاَنْتِ رَاكِبَةٌ فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى اِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَاُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ.

১৫২৪. উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে অভিযোগ করলাম, আমি পীড়িত (সুতরাং আমি তাওয়াফ করতে সক্ষম নই। তাই তিনি আমাকে বললেন, সওয়ারীতে আরোহণ করে লোকদের পিছনে থেকে তাওয়াফ করে

নাও। সুতরাং আমি (সেভাবেই) তাওয়াফ করলাম। এ সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) বায়তুল্লাহর এক পাশে নামায পড়ছিলেন আর তাতে তিনি সূরা তূর পাঠ করছিলেন।

৭৪–অনুচ্ছেদ ঃ হাজ্জীদের পানি পান করানো।

١٥٢٥. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْ يَّبِيْتَ بِمَكَّةَ لَيَالِى مِنًى مِنْ اَجْلِ سِقَايَتِهِ فَاَذِنَ لَهُ .

১৫২৫. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) মিনাতে অবস্থানের নির্দিষ্ট রাতগুলোতে মক্কায় অবস্থান করে হাজ্জীদের পানি পান করানোর জন্য রসূলুল্লাহ (স)–এর অনুমতি চাইলে তিনি তাকে অনুমতি দিলেন।

١٥٢٦. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَاءَ اِلَى السِّقَايَةِ فَاسْتَسْقٰى فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا فَضْلُ اذْهَبْ اِلٰى اُمِّكَ فَاتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِشَرَابٍ مِّنْ عِنْدِهَا فَقَالَ اَسْقِنِىْ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُمْ يَجْعَلُوْنَ اَيْدِيَهُمْ فِيْهِ قَالَ اَسْقِنِى فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ اَتٰى زَمْزَمَ وَهُمْ يَسْقُوْنَ وَيَعْمَلُوْنَ فِيْهَا فَقَالَ اعْمَلُوْا فَاِنَّكُمْ عَلٰى عَمَلٍ صَالِحٍ ثُمَّ قَالَ لَوْلَا اَنْ تُغْلَبُوْا لَنَزَلْتُ حَتّٰى اَضَعَ الْحَبْلَ عَلٰى هٰذِهِ يَعْنِى عَاتِقَهُ وَاَشَارَ اِلٰى عَاتِقِهِ .

১৫২৬. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন, হজ্জের সময়ে) যে জায়গায় পানি পান করানো হয়, নবী (স) সেখানে এসে (আব্বাসের কাছে) পানি (পান করতে) চাইলেন। তখন আব্বাস (রা) ফযলকে লক্ষ্য করে বললেন, হে ফযল! তুমি তোমার মায়ের কাছে গিয়ে তার নিকট থেকে রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর জন্য শরবত নিয়ে আস। তখন তিনি বললেন, আমাকে পান করাও। জবাবে তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! সবাই তো এর মধ্যে হাত দেয়। অতএব এ পানি আপনার পান করার দরকার নেই। এরপরও তিনি বললেন, আমাকে পানি পান করাও। তারপর তিনি সেখান থেকেই পানি পান করলেন এবং পরে যমযমের নিকট এসে দেখলেন সবাই পানি পান করানো ও পানি উঠানোতে ব্যস্ত। এসব দেখে তিনি বললেন, তোমরা এসব কাজ করতে থাক। কেননা তোমরা সৎ ও নেক কাজ করে যাচ্ছ। তারপর তিনি আরো বললেন, 'মানুষের ভিড়ে তোমরা পর্যুদস্ত হয়ে পড়বে মনে না করলে তিনি নিজের কাঁধের প্রতি ইশারা করে বললেন, আমি সওয়ারী হতে নেমে (পানি উঠাবার) দড়ি আমার কাঁধে নিতাম (অর্থাৎ পানি উঠিয়ে মানুষকে পান করাতাম। কিন্তু আমি এ কাজ করতে আরম্ভ করলে মানুষের ভিড় বেড়ে যাবে এবং ভিড়ের চাপে তোমরা শ্রান্ত–ক্লান্ত হয়ে পড়বে। তাই এরূপ করা আমি ভাল মনে করছি না)।

৭৫—অনুচ্ছেদ ঃ যমযম সম্পর্কে যা কিছু উল্লেখিত হয়েছে। আবদান— আবদুল্লাহ, ইউনুস ও যুহরীর মাধ্যমে আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আবু যার (রা) বর্ণনা করতেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আমি মক্কায় অবস্থানকালে এক দিন আমার ঘরের ছাদ (রাতে) খুলে গেল এবং জিবরাঈল অবতরণ করে আমার বক্ষ বিদারণ করেন এবং যমযমের পানি দ্বারা তা ধুয়ে দিলেন। অতঃপর একখানা স্বর্ণের থালায় ঈমান ও হিকমাত পরিপূর্ণ করে এনে আমার বক্ষে ঢেলে দিয়ে তা জোড়া লাগালেন। এরপর আমাকে নিয়ে তিনি দুনিয়ার আসমানে আরোহণ করলেন এবং দুনিয়ার আসমানের দ্বাররক্ষী ফেরেশতাকে বললেনঃ খুলে দাও। দ্বাররক্ষী ফেরেশতা জিজ্ঞেস করলেন, কে? জবাবে তিনি বললেন, 'জিবরাঈল।'

১৫২৭. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَقَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ قَالَ عَاصِمٌ فَحَلَفَ عِكْرِمَةُ مَا كَانَ يَوْمَئِذٍ اِلاَّ عَلٰى بَعِيْرٍ.

১৫২৭. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে যমযমের পানি পান করিয়েছি। তিনি দাঁড়িয়েই তা পান করেছেন। আসেম বর্ণনা করেছেন যে, ইকরামা (র) এ বিষয়ে শপথ করে বলেছেন যে, সেই সময় তিনি একটি উটের ওপর আরোহিত ছিলেন।

৭৬— অনুচ্ছেদ ঃ কিরান হজ্জকারীদের বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করা।

১৫২৮. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَاَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ثُمَّ لاَ يَحِلُّ حَتّٰى يَحِلَّ مِنْهُمَا فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَاَنَا حَائِضٌ فَلَمَّا قَضَيْنَا حَجَّنَا اَرْسَلَنِىْ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِلَى التَّنْعِيْمِ فَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ هٰذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ فَطَافَ الَّذِيْنَ اَهَلُّوْا بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ حَلُّوْا ثُمَّ طَافُوْا طَوَافًا اٰخَرَ بَعْدَ اَنْ رَجَعُوْا مِنْ مِنًى وَاَمَّا الَّذِيْنَ جَمَعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَاِنَّمَا طَافُوْا طَوَافًا وَاحِدًا.

১৫২৮. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের সময় আমরা হজ্জ পালনের জন্য রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে যাত্রা করলাম। (প্রথমে) আমরা শুধু উমরার জন্য ইহরাম বাঁধলাম। পরে তিনি নির্দেশ দিলেন, যার সাথে কোরবানীর পশু আছে সে যেন হজ্জ এবং উমরা উভয়টির জন্য ইহরাম বাঁধে এবং দু'টিই সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত ইহরাম না খোলে। আয়েশা বলেন, আমি যখন মক্কায় পৌঁছলাম, তখন আমি হায়েয অবস্থায় ছিলাম (সুতরাং আমি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করতে পারলাম না)। আমরা হজ্জ সম্পন্ন করলে

রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে (আমার ভাই) আবদুর রহমানের সাথে তানঈম নামক জায়গায় পাঠালেন। সেখান থেকে আমি উমরা আদায় করলাম। তিনি বললেন, তোমার পূর্ববর্তী উমরার পরিবর্তে এটিই। যারা উমরার জন্য ইহ্‌রাম বেঁধেছিলো তারা একবার তাওয়াফ করার পর ইহ্‌রাম খুলে মিনা থেকে ফিরে আসার পর আরেকবার তাওয়াফ করলো। আর যারা হজ্জ ও উমরা একসাথে আদায় করলো তারা শুধু মাত্র একবারই তাওয়াফ করলো।

١٥٢٩. عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ دَخَلَ اِبْنُهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَظَهْرُهُ فِى الدَّارِ فَقَالَ اِنِّى لاَ اٰمَنُ اَن يَّكُوْنَ الْعَامُ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ فَيَصُدُّوْكَ عَنِ الْبَيْتِ فَلَوْ اَقَمْتَ فَقَالَ قَدْ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَاِنْ يُّحَلْ بَيْنِى وَبَيْنَ الْبَيْتِ اَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ - ثُمَّ قَالَ اُشْهِدُكُمْ اَنِّى قَدْ اَوْجَبْتُ مَعَ عُمْرَتِى حَجًّا قَالَ ثُمَّ قَدِمَ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا.

১৫২৯. নাফে (রঃ) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমর (রা) তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহর কাছে গেলেনে। (হজ্জে যাত্রার জন্য) তাঁর সওয়ারী তখন বাড়ীতে (প্রস্তুত) ছিল। আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ বললেন ঃ আমি (এ সময়ে আপনার হজ্জে যাওয়া) নিরাপদ মনে করছি না। কারণ এ বছর লোকদের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হতে পারে, যে কারণে তারা বায়তুল্লাহ থেকে আপনাকে বাধা দিতে পারে। সুতরাং আপনি যদি (এ বছর বাড়ীতেই) অবস্থান করতেন তাহলে বরং ভালো হত। তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে উমর) বললেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-ও (বায়তুল্লাহর উদ্দেশ্যে) যাত্রা করেছিলেন, কিন্তু বায়তুল্লাহ ও তাঁর মাঝে কাফের কুরাইশরা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সুতরাং আমার ও বায়তুল্লাহর মাঝে যদি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হয় তাহলে রসূলুল্লাহ (সঃ) যেমন করেছিলেন আমিও তাই করব। কেননা (আল্লাহর বাণী) 'আল্লাহর রসূলের জীবনে তোমাদের অনুসরণীয় আদর্শ রয়েছে।' এরপর তিনি (আরো) বললেন, আমি তোমাদের সাক্ষী রেখে বলছি, আমি আমার উমরার সাথে হজ্জ আদায় করা ওয়াজিব করে নিয়েছি। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তিনি মক্কায় আগমন করলেন এবং হজ্জ ও উমরা উভয়ের জন্য মাত্র একবার তাওয়াফ করলেন।

١٥٣٠. عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ اَرَادَ الْحَجَّ عَامَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ وَاِنَّا نَخَافُ اَن يَّصُدُّوْكَ فَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اِذَنْ اَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُوْلُ

اللهِ ﷺ اِنِّى اُشْهِدُكُمْ اَنِّى قَدْ اَوْجَبْتُ عُمْرَةً ثُمَّ خَرَجَ حَتّٰى اِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ مَا شَاْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ اِلاَّ وَاحِدًا اُشْهِدُكُمْ اَنِّى قَدْ اَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِى وَاَهْدٰى هَدْيًا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ وَلَمْ يَزِدْ عَلٰى ذٰلِكَ فَلَمْ يَنْحَرْ وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْئٍ حَرُمَ مِنْهُ وَلَمْ يَحْلِقْ وَلَمْ يُقَصِّرْ حَتّٰى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَنَحَرَ وَحَلَقَ وَرَاٰى اَنْ قَدْ قَضٰى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الاَوَّلِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ كَذٰلِكَ فَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ

১৫৩০. নাফে (র) থেকে বর্ণিত। যে বছর হাজ্জাজ (ইবনে ইউসুফ) আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য আগমন করেছিল, সেই বছর (আবদুল্লাহ) ইবনে উমর (রা) হজ্জের সংকল্প করলে তাঁকে বলা হল, এবার (হজ্জের সময়ে) লোকদের মাঝে যুদ্ধ সংঘটিত হতে যাচ্ছে বলে মনে হয় এবং আমি আশংকা করছি, তারা আপনাকে (হজ্জের ব্যাপারে) বাধা দান করবে। এ কথা শুনে তিনি বললেন, আল্লাহর রসূলের জীবনে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। (যদি বাধাপ্রাপ্ত হই) তাহলে রসূলুল্লাহ (সঃ) যা করেছিলেন আমিও তাই করব। আমি তোমাদের সাক্ষী করে বলছি, আমি আমার উমরার সাথে হজ্জও ওয়াজিব করে নিয়েছি। এ সময় তিনি কুদাইদ নামক জায়গা থেকে কোরবানীর পশুও কিনে নিয়ে গেলেন। এর অধিক তিনি আর কিছুই করলেন না, না কোরবানী করলেন, না ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কোন কাজ করলেন, না মাথা কামালেন এবং চুল ছাঁটলেন। এমতাবস্থায় কোরবানীর দিন এলে কোরবানী করে মাথা মুড়ালেন। তাঁর মত ছিল যে, প্রথমবারের তাওয়াফের দ্বারা হজ্জ ও উমরার তাওয়াফ পূর্ণ করেছেন। ইবনে উমর (রা) বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) এরূপই করেছিলেন।

৭৭– অনুচ্ছেদ ঃ উযূসহ তাওয়াফ করা।

١٥٣١. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نُوْفَلٍ الْقُرَشِىِّ اَنَّهُ سَاَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ قَدْ حَجَّ النَّبِىُّ ﷺ فَاَخْبَرَتْنِى عَائِشَةُ اَنَّ اَوَّلَ شَيْئٍ بَدَاَ بِهِ حِيْنَ قَدِمَ اَنَّهُ تَوَضَّاَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ حَجَّ اَبُوْ بَكْرٍ فَكَانَ اَوَّلَ شَيْئٍ بَدَاَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ عُمَرُ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ حَجَّ عُثْمَانُ فَرَاَيْتُهُ اَوَّلَ شَيْئٍ بَدَاَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ مُعَاوِيَةُ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ اَبِى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فَكَانَ اَوَّلَ شَيْئٍ بَدَاَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ رَاَيْتُ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالاَنْصَارَ يَفْعَلُوْنَ ذٰلِكَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ اٰخِرُ

مَنْ رَأَيْتُ فَعَلَ ذٰلِكَ ابْنُ عُمَرَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُضْهَا عُمْرَةً وَهٰذَا ابْنُ عُمَرَ عِنْدَهُمْ فَلاَ يَسْأَلُوْنَهُ وَلاَ اَحَدٌ مِمَّنْ مَضٰى مَا كَانُوْا يَبْدَؤُنَ بِشَيْءٍ حَتّٰى يَضَعُوْنَ اَقْدَامَهُمْ مِنَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لاَ يَحِلُّوْنَ وَقَدْ رَأَيْتُ اُمِّى وَخَالَتِىْ حِيْنَ يَتَقَدَّمَانِ لاَ تَبْتَدِءَانِ بِشَيْءٍ اَوَّلَ مِنَ الْبَيْتِ تَطُوْفَانِ بِهٖ ثُمَّ اِنَّهُمَا لاَ تَحِلاَّنِ وَقَدْ اَخْبَرَتْنِىْ اُمِّى اَنَّهَا اَهَلَّتْ هِىَ وَاُخْتُهَا وَالزُّبَيْرُ وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ بِعُمْرَةٍ فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوْا .

১৫৩১. মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে নাওফাল আল-কুরাশী (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি উরওয়া ইবনুয যুবায়েরকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আয়েশা (রা) আমাকে জানিয়েছেন যে, নবী (সঃ) হজ্জ করেছেন। হজ্জ করতে গিয়ে (মক্কা) আগমন করে তিনি প্রথমে উযূ করে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেছেন। কিন্তু তা উমরা ছিল না। এরপর আবু বকর (রা) হজ্জ করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনিও প্রথমে যে কাজটি করেছেন তা হলো বায়তুল্লাহর তাওয়াফ। কিন্তু এরপরেও তা উমরা হয়ে যায়নি। এরপর উমর (রা)-ও অনুরূপ করেছেন। এরপর উসমান (রা) হজ্জ করেছেন। আমি দেখেছি, সর্বপ্রথম তিনি যে কাজটি দ্বারা শুরু করেছেন তা হলো বায়তুল্লাহর তাওয়াফ। তবে তা উমরা হয়ে যায়নি। তারপর মুআবিয়া ও আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হজ্জ করেছেন এবং আমিও আমার পিতা যুবায়ের ইবনে আওয়ামের সাথে হজ্জ করেছি। সবাই প্রথম যে কাজটি দ্বারা শুরু করেছেন, তাহলো বায়তুল্লাহর তাওয়াফ। কিন্তু তা উমরার তাওয়াফ ছিল না। এছাড়াও আমি মুহাজির ও আনসারদের এরূপই করতে দেখেছি, কিন্তু তাও উমরা ছিল না। এরপর সর্বশেষ যাকে আমি এরূপ করতে দেখেছি তিনি হলেন ইবনে উমর (রা)। তিনি তা (হজ্জকে) ভঙ্গ করে উমরায় পরিণত করেননি। তাদের সামনে তো ইবনে উমর (রা) বর্তমান আছেন, কিন্তু তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করে দেখে না কেন? যারা চলে গেছেন মক্কার (পবিত্র) ভূমিতে পা রাখার পর তাদের সবাই বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ব্যতীত আর কিছুই প্রথমে শুরু করতেন না এবং পরে তারা ইহরাম খুলতেনও না। এছাড়াও আমি আমার আম্মা ও খালাকে দেখেছি তাঁরা (মক্কায়) আগমন করলে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ব্যতীত আর কিছু দ্বারাই প্রথমে শুরু করতেন না। এরপরও তাঁরা ইহরাম খুলে ফেলতেন না। তাছাড়া আমার আম্মা আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি, তাঁর বোন, যুবায়ের এবং আরো কয়েক ব্যক্তি উমরার জন্য ইহরাম বেঁধেছেন এবং হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করার পর ইহরাম খুলেছেন।

৭৮–অনুচ্ছেদ : সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করা ওয়াজিব এবং এ দু'টিকে আল্লাহর নিদর্শন বানানো হয়েছে।

١٥٣٢. عَنْ عُرْوَةَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَهَا اَرَأَيْتَ قَوْلَ اللّٰهِ تَعَالٰى اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ

عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ فَوَ اللّٰهِ مَا عَلٰى اَحَدٍ جُنَاحٌ اَنْ لاَّ يَطُوْفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَتْ بِئْسَمَا قُلْتَ يَا ابْنَ اُخْتِىْ اِنَّ هٰذِهِ لَوْ كَانَتْ كَمَا اَوَّلْتَهَا عَلَيْهِ كَانَتْ لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ لاَّ يَتَطَوَّفَ بِهِمَا وَلٰكِنَّهَا اُنْزِلَتْ فِى الْاَنْصَارِ كَانُوْ قَبْلَ اَنْ يُّسْلِمُوْا يُهِلُّوْنَ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِى كَانُوْا يَعْبُدُوْنَهَا عِنْدَ الْمُشَلَّلِ فَكَانَ مَنْ اَهَلَّ يَتَحَرَّجُ اَنْ يَّطُوْفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا اَسْلَمُوْا سَاَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ اَن نَطُوْفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ

قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَدْ سَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لاَحَدٍ اَنْ يَّتْرُكَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ اَخْبَرْتُ اَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ اِنَّ هٰذَا لَعِلْمٌ مَا كُنْتُ سَمِعْتُهُ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالاً مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ يَذْكُرُوْنَ اَنَّ النَّاسَ اِلاَّ مَنْ ذَكَرَتْ عَائِشَةُ مِمَّنْ كَانَ يُهِلُّ لِمَنَاةَ كَانُوْا يَطُوْفُوْنَ كُلُّهُمْ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا ذَكَرَ اللّٰهُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فِى الْقُرْاٰنِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كُنَّا نَطُوْفُ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَنْزَلَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ فَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا فَهَلْ عَلَيْنَا مِنْ حَرَجٍ اَنْ نَطُوْفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ فَاَسْمَعُ هٰذِهِ الْاٰيَةَ نَزَلَتْ فِى الْفَرِيْقَيْنِ كِلَيْهِمَا فِى الَّذِيْنَ كَانُوْا يَتَحَرَّجُوْنَ اَنْ يَّطُوْفُوا بِالْجَاهِلِيَّةِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَالَّذِيْنَ يَطُوْفُوْنَ ثُمَّ تَحَرَّجُوْا اَنْ يَّطُوْفُوْا بِهِمَا فِى الْاِسْلاَمِ مِنْ اَجْلِ اَنَّ اللّٰهَ اَمَرَ بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا حَتّٰى ذَكَرَ ذٰلِكَ بَعْدَ مَا ذَكَرَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ .

১৫৩২. উরওয়া (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আয়েশা (রা)–কে জিজ্ঞেস করলাম, মহান আল্লাহর এ বাণী সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?[২৭] নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া (পাহাড়দ্বয়) আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে কেউ বায়তুল্লাহর হজ্জ অথবা উমরা করবে তার কোন গোনাহ হবে না যদি সে ঐ দু'টি পাহাড়ের মাঝে সা'ঈ করে। কেউ যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও সন্তুষ্ট চিত্তে কোন ভাল কাজ করে তবে আল্লাহ তা জানেন এবং তিনি তার গুরুত্ব দিয়ে থাকেন" (আল–বাকারাঃ ১৫৮)। অতএব আল্লাহর শপথ। মনে হয় সাফা ও মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ না করলে কারো কোনরূপ গোনাহ হবে না। এ কথা শুনে আয়েশা (রা) বললেন, তুমি অত্যন্ত খারাপ কথা বললে বোনপো। এ আয়াতের তুমি যেরূপ ব্যাখ্যা করলে যদি তা ঠিক হত তবে আয়াতটি হত "তার কোন গুনাহ নাই যদিও সে এ দু'টির মাঝে তাওয়াফ না করে"। কিন্তু (প্রকৃত ব্যাপার তা নয়) আয়াতটি আনসারদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তারা নাফরমান মানাত মূর্তির উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধতো। মোশাল্লালের নিকট স্থাপিত এই মূর্তিটিরই তারা পূজা করত। সুতরাং এভাবে যে ইহরাম বাঁধতো সে সাফা ও মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ বা সাঈ করা খারাপ মনে করত। তাই ইসলাম গ্রহণের পর তারা রসূলুল্লাহ (সঃ)–কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করল। তারা বললো, হে আল্লাহর রসূল! সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করা আমরা খারাপ ও অনুচিত মনে করতাম। তখন আল্লাহ নাযিল করলেন, "নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া (পাহাড়দ্বয়) আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে কেউ বায়তুল্লাহর হজ্জ অথবা উমরা করবে, তার কোন গোনাহ হবে না যদি সে ঐ দু'টি পাহাড়ের মাঝে সাঈ করে। আর কেউ যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও সন্তুষ্ট চিত্তে কোন কল্যাণকর ও ভাল কাজ করে তবে আল্লাহ তা জানেন এবং তার কদর করে থাকেন" (আল–বাকারা ঃ ১৫৮)। এরপর আয়েশা (রা) বলেন, এ দু'টি পাহাড়ের মাঝে সা'ঈ করা রসূলুল্লাহ (সঃ) অব্যাহত রেখেছেন। সুতরাং এ পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সা'ঈ ত্যাগ করার

---

২৭ সাফা ও মারওয়া মসজিদে হারামের নিকটবর্তী দু'টি পাহাড়ের নাম। আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহীম (আ)–কে হজ্জের জন্য যেসব কাজ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে দৌড়ানোও তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তী কালে মক্কা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে শিরক ছড়িয়ে পড়লে সাফা পাহাড়ের ওপর আসাফ নামক একটি মূর্তি ও মারওয়া পাহাড়ের ওপর নায়লা নামক একটি মূর্তি স্থাপন করে তার আস্তানা গড়ে তোলা হয় এবং এর চতুর্দিকে তাওয়াফ করা হত। পরে নবী (সঃ)–এর দাওয়াতের ফলে আরবের সর্বত্র ইসলামের আলোকরশ্মি ছড়িয়ে পড়লে সকলেই মনে মনে এ সন্দেহ পোষণ করতে থাকে যে, সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করা প্রকৃত হজ্জের অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত, নাকি শিরক যুগের আবিষ্কার? আমরা এ তাওয়াফ ও সা'ঈ করে কোন শিরক করছি না তো? হযরত আয়েশা (রা) –র বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফ ও সা'ঈ করা মদীনাবাসীগণ অপসন্দ করত। কারণ তারা মানাত নামক দেবতার অনুরক্ত ছিল এবং আসাফ ও নায়েলাকে অস্বীকার করত। এসব কারণে মসজিদে হারামকে কিবলা নির্ধারিত করার সময় সাফা ও মারওয়ার ব্যাপারে ভুল বুঝাবুঝি দূর করার প্রয়োজন ছিল। সুতরাং কুরআন মজীদের আয়াত নাযিল করে বলে দেয়া হল যে, সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করা হজ্জের প্রকৃত অনুষ্ঠানসমূহের অন্তর্গত। এগুলোর সাথে জাহিলী রীতি–নীতি ও আচার–অনুষ্ঠানের কোন সম্পর্ক নেই, বরং এর পবিত্রতা আল্লাহর তরফ থেকেই নির্ধারিত। হাদীসটিতে এ বিষয়েরই আলোচনা রয়েছে।

কোন এখতিয়ার কারো নেই। উরওয়া বর্ণনা করেছেন, এরপর আয়েশা (রা)–র এ কথাগুলো আমি আবূ বকর ইবনে আবদুর রহমানকে জানালে তিনি বললেন, এটি তো সত্যিকারের জ্ঞানের কথা, এরূপ কথা তো (এর আগে) শুনিনি। অবশ্য আমি জ্ঞানী ব্যক্তিদের কিছু লোককে আয়েশা (রা) যা বলেছেন তা ব্যতীত অন্য কিছু বলতে শুনেছি। তা এই যে, যেসব লোক মানাতের উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধতো তারা সবাই সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করত। কিন্তু কুরআনে আল্লাহ যখন শুধুমাত্র বায়তুল্লাহর তাওয়াফের কথা উল্লেখ করলেন, সাফা মারওয়ার কথা উল্লেখ করলেন না, তখন সবাই এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমরা সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফ করতাম। কিন্তু মহান আল্লাহ শুধুমাত্র বায়তুল্লাহর তাওয়াফের কথা বলে আয়াত নাযিল করেছেন এবং সাফার কথা উল্লেখ করেননি। সুতরাং এমতাবস্থায় আমরা যদি সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফ বা সা'ঈ করি তাহলে কি কোন গোনাহ হবে? তখন আল্লাহ তাআলা নাযিল করলেন ঃ "নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া (পাহাড়দ্বয়) আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং কেউ বায়তুল্লাহর হজ্জ এবং উমরা করার কালে যদি ঐ দু'টি পাহাড়ের মাঝে তাওয়াফ বা সা'ঈ করে তবে তার কোন গুনাহ হবে না। আর কেউ যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও সন্তুষ্ট চিত্তে কোন কল্যাণকর কাজ করে তবে আল্লাহ তা অবহিত আছেন এবং তিনি তার কদর করে থাকেন" (বাকারা ঃ ১৫৮)।

আবূ বকর (র) বর্ণনা করেছেন ঃ আমি শুনতে পাই যে, এই আয়াতটি ঐ দুই দল লোক সম্পর্কে নাযিল হয়েছে যারা জাহিলিয়াতের সময়ে সাফা ও মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ করাকে গুনাহ মনে করত এবং যারা এর তাওয়াফ (জাহিলী যুগে) করত, কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর তাওয়াফ করাকে গোনাহ মনে করতে শুরু করল। কেননা আল্লাহ শুধু বায়তুল্লাহর তাওয়াফের নির্দেশ দান করেছেন, সাফার কথা উল্লেখ করেননি। এ কারণে বায়তুল্লাহর তাওয়াফের কথা উল্লেখের পর সাফা–মারওয়ার তাওয়াফের কথা উল্লেখ করলেন।

৭৯–অনুচ্ছেদ ঃ সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করার নিয়ম সম্পর্কে হাদীসে যা বর্ণিত হয়েছে। ইবনে উমর (রা) বলেছেন, বনী আব্বাদের বসত এলাকা থেকে বনী আবু হুসাইনের মধ্যবর্তী স্থান পর্যন্ত সা'ঈ করতে হবে।

١٥٣٣. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا طَافَ الطَّوَافَ الْاَوَّلَ خَبَّ ثَلٰثًا وَمَشٰى اَرْبَعًا وَكَانَ يَسْعٰى بَطْنَ الْمَسِيْلِ اِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقُلْتُ لِنَافِعٍ اَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يَمْشِىْ اِذَا بَلَغَ الرُّكْنَ الْيَمَانِىْ قَالَ لَا اِلَّا اَنْ يُّزَاحَمَ عَلَى الرُّكْنِ فَاِنَّهٗ كَانَ لَا يَدَعُهٗ حَتّٰى يَسْتَلِمَهٗ .

১৫৩৩. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (স) যখন প্রথমবার তাওয়াফ করতেন তখন প্রথম তিন চক্করে দৌড়াতেন এবং পরবর্তী চার চক্করে স্বাভাবিক

গতিতে চলতেন। যখন তিনি সাফা ও মারওয়ার মধ্যখানে তাওয়াফ করতেন তখন বাতনে মাসীল নামক জায়গায় দৌড়াতেন। বর্ণনাকারী উবায়দুল্লাহ ইবনে উমর বলেন, আমি নাফেকে জিজ্ঞেস করলাম, রুকনে ইয়ামানী অর্থাৎ হাজরে আসওয়াদের কাছে পৌছে কি আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) স্বাভাবিক গতিতে চলতেন? তিনি বলেন, না (তবে হাজরে আসওয়াদের নিকট ভীড় হলে একটু মন্থর গতিতে চলতেন।) কেননা চুম্বন না করে তিনি সেখান থেকে সরে যেতেন না।

١٥٣٤. عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فِى عُمْرَةٍ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ اَيَأْتِى امْرَأَتَهُ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ لاَ يَقْرَبَنَّهَا حَتّٰى يَطُوْفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .

১৫৩৪. আমর ইবনে দীনার (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি ইবনে উমরকে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যে উমরা আদায় করে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ সম্পন্ন করেছে কিন্তু সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করেনি, সে কি তার স্ত্রীর কাছে গমন (সহবাস) করতে পারবে? তিনি (ইবনে উমর) বললেন ঃ নবী (সঃ) মক্কায় আগমন করে সাতবার বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করলেন, মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দুই রাকআত নামায পড়লেন এবং সাফা ও মারওয়া (পাহাড়দ্বয়)–এর মাঝে সাতবার সা'ঈ করলেন। আর তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের জীবনে অনুসরণীয় আদর্শ রয়েছে (সূরা আহযাব)। আমি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)–কেও এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, সাফা ও মারওয়ার সা'ঈর পূর্বে কেউ স্ত্রীর কাছে যেতে পারবে না।

١٥٣٥. عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَعٰى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ تَلاَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ .

১৫৩৫. আমর ইবনে দীনার (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি ইবনে উমরকে বলতে শুনেছিঃ নবী (সঃ) মক্কায় আগমন করে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলেন, দুই রাক–আত নামায পড়লেন এবং তারপর সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করে এ আয়াত তিলাওয়াত করলেনঃ "তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের জীবনে রয়েছে অনুসরণীয় উত্তম আদর্শ ও নমুনা।"

١٥٣٦. عَنْ عَاصِمٍ قَالَ قُلْتُ لِاَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَكُنْتُمْ تَكْرَهُوْنَ السَّعْىَ بَيْنَ

الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَالَ نَعَمْ لاَنَّهَا كَانَتْ مِنْ شَعَائِرِ الْجَاهِلِيَّةِ حَتّٰى اَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ .

১৫৩৬. আসেম (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কি সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করা অপসন্দ করতেন? জবাবে তিনি বললেন, হাঁ। কেননা তা ছিল জাহিলিয়াতের নিদর্শন। এমনকি শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করে আমাদেরকে জানিয়ে দিলেনঃ "নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া (পাহাড়দ্বয়) আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং কেউ বায়তুল্লাহর হজ্জ বা উমরা পালন ব্যাপদেশে এ দু'টি পাহাড়ের মধ্যে সা'ঈ করলে তার কোন গোনাহ হবে না। আর যে ব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সন্তুষ্ট চিত্তে কোন কল্যাণকর কাজ করবে, আল্লাহ তার সম্পর্কে অবহিত এবং তিনি তার কদর করে থাকেন" (বাকারা ঃ ১৫৮)।

١٥٣٧. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّمَا سَعٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيُرِىَ الْمُشْرِكِيْنَ قُوَّتَهُ .

১৫৩৭. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) মুশরিকদেরকে তাঁর শক্তি প্রদর্শনের জন্য বায়তুল্লাহ তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে সা'ঈ করেছিলেন।

৮০– অনুচ্ছেদ ঃ মেয়েদের হায়েয অবস্থায় একমাত্র বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ছাড়া (হজ্জের) অন্যান্য অনুষ্ঠান আদায় করা এবং সাফা ও মারওয়ার মধ্যে উযুবিহীন অবস্থায় তাওয়াফ ও সা'ঈ করা।

١٥٣٨. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ قَدِمْتُ مَكَّةَ وَاَنَا حَائِضٌ وَلَمْ اَطُفْ بِالْبيتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَتْ فَشَكَوْتُ ذٰلِكَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ افْعَلِى كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ اَنْ لاَّ تَطُوْفِى بِالْبَيْتِ حَتّٰى تَطْهُرِىْ .

১৫৩৮. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ (হজ্জে যাত্রা করে) আমি হায়েয অবস্থায় মক্কায় উপনীত হওয়ায় বায়তুল্লাহ কিংবা সাফা ও মারওয়ার মধ্যে তাওয়াফ করতে পারলাম না। তিনি (আয়েশা) বলেছেন, এ ব্যাপারে আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে অভিযোগ করলে তিনি বলেন, হাজ্জীদের করণীয় সব কিছুই তুমি পালন কর তবে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত বায়তুল্লাহ তাওয়াফ কর না।

١٥٣٩. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَهَلَّ النَّبِىُّ ﷺ هُوَ وَاَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ

وَلَيْسَ مَعَ اَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْىٌ غَيْرِ النَّبِىِّ ﷺ وَطَلْحَةَ وَقَدِمَ عَلِىٌّ مِنَ الْيَمَنِ وَمَعَهُ هَدىٌ فَقَالَ اَهْلَلْتُ بِمَا اَهَلَّ بِهِ النَّبِىُّ ﷺ فَاَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ اَصْحَابَهُ اَنْ يَّجْعَلُوْهَا عُمْرَةً وَيَطُوْفُوْا ثُمَّ يُقَصِّرُوْا وَيَحِلُّوْا اِلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدىُ فَقَالُوْا نَنْطَلِقُ اِلىٰ مِنًى وَذَكَرُ اَحَدِنَا يَقْطُرُ مَنِيًّا فَبَلَغَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ اَمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا اَهْدَيْتُ وَلَوْ لاَ اَنَّ مَعِىَ الْهَدىُ لاَحْلَلْتُ وَحَاضَتْ عَائِشَةُ فَنَسَكَتْ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ اَنَّهَا لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ فَلَمَّا طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تَنْطَلِقُوْنَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَاَنْطَلِقُ بِحَجٍّ فَاَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبِى بَكْرٍ اَنْ يَّخْرُجَ مَعَهَا اِلَى التَّنْعِيْمِ فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ.

১৫৩৯. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) ও তাঁর সাহাবাগণ হজ্জের উদ্দেশ্যে ইহরাম বেঁধে যাত্রা করলেন। কিন্তু নবী (সঃ) ও তালহা (রা) ব্যতীত তাদের কারো সাথেই কোরবানীর পশু ছিল না। তবে আলী (রাঃ) ইয়ামান থেকে আগমন করেছিলেন এবং তাঁর সাথেও কোরবানীর পশু ছিল। আলী (রা) বললেন, নবী (সঃ) যে উদ্দেশ্যে ইহরাম বেঁধেছেন আমিও ঠিক সেই উদ্দেশ্যেই ইহরাম বেঁধেছি। পরে নবী (সঃ) সাহাবাদের সকলকে (যাদের কাছে কোরবানীর পশু ছিল না) তাদের হজ্জকে উমরায় রূপান্তরিত করে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে নির্দেশ দিলেন এবং পরে চুল ছেঁটে ইহরাম খুলতে বললেন। তখন সবাই বলাবলি করলেন, আমরা কিভাবে মিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করব অথচ আমাদের কেউ কেউ এই মাত্র স্ত্রী সহবাসে লিপ্ত হয়েছে? এসব কথা নবী (সঃ)–এর কানে পৌছলে তিনি বললেন, আমি যে নির্দেশ দান করেছি এবং যা আমি পরে জানতে পেরেছি যদি তা আগেই জানতে পারতাম তাহলে কোরবানীর পশু সংগে করে আনতাম না। আর যদি আমার সাথে কোরবানীর পশু না থাকতো তবে অবশ্যই আমি ইহরাম খুলে ফেলতাম। এ সময় আয়েশা (রা) হায়েযগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। তাই হজ্জের সমস্ত অনুষ্ঠান পালন করলেও একমাত বায়তুল্লাহ তাওয়াফ তিনি করতে পারলেন না। পরবর্তী সময়ে পবিত্র হলে তিনি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলেন। এ সময় তিনি (আয়েশা) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনারা সবাই হজ্জ ও উমরা (উভয়টিই) সমাধা করে প্রত্যাবর্তন করছেন, অথচ আমি শুধুমাত্র হজ্জ আদায় করে প্রত্যাবর্তন করছি। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে (আয়েশাকে) তানঈম পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার জন্য (তাঁর ভাই) আবদুর রহমান ইবনে আবু বকরকে নির্দেশ দিলেন। এভাবে তিনি হজ্জ আদায়ের পর উমরাও আদায় করলেন।

١٥٤٠. عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا اَنْ يَّخْرُجْنَ فَقَدِمَتْ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ

قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ فَحَدَّثَتْ اَنَّ اُخْتَهَا كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَدْ غَزَا مَعَ رَسُوْلِ لِلّٰهِ ﷺ ثِنْتَى عَشْرَةَ غَزْوَةً وَكَانَتْ اُخْتِىْ مَعَهُ فِي سِتِّ غَزَوَاتٍ قَالَتْ كُنَّا نُدَاوِى الْكَلْمٰى وَنَقُوْمُ عَلَى الْمَرْضٰى فَسَاَلَتْ اُخْتِىْ رَسُوْلَ للّٰه ﷺ فَقَالَتْ هَلْ عَلٰى اِحْدَانَا بَاْسٌ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا جِلْبَابٌ اَنْ لاَّ تَخْرُجَ قَالَ لِتُلْبِسَهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا وَلْتَشْهَدِ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَلَمَّا قَدِمَتْ اُمُّ عَطِيَّةَ سَاَلْتُهَا اَوْ قَالَتْ سَاَلْنَاهَا قَالَتْ وَكَانَتْ لاَ تَذْكُرُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَبَدًا اِلاَّ قَالَتْ بِاَبِى فَقُلْتُ اَسَمِعْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ نَعَمْ بِاَبِي فَقَالَتْ لِتَخْرُجَ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُوْرِ اَوِ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُوْرِ وَالْحُيَّضُ فَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَتَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلّٰى فَقُلْتُ الْحَائِضُ فَقَالَتْ اَوَلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا.

১৫৪০. হাফসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা আমাদের কুমারী মেয়েদের (ঈদের নামাযের জন্য) বাইরে বের হতে দিতাম না। একদা জনৈকা মহিলা বনী খালাফের প্রাসাদে আগমন করলো। সে বললো, তার বোন রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কোন এক সাহাবার স্ত্রী ছিলেন। সেই সাহাবা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে বারোটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, আর আমার বোন তার সাথে ছয়টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি (আমার বোন) বলেছেন, (এসব যুদ্ধে) আমরা আহতদের ঔষধ লাগাতাম ও ব্যান্ডেজ করতাম এবং পীড়িতদের সেবা করতাম। আমার বোন রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের কারো চাদর না থাকার কারণে যদি (ঈদের নামাযের জন্য) বের না হয়, তবে কি তার কোন দোষ হবে? জবাবে নবী (সঃ) বললেন, তার বান্ধবী নিজের (অতিরিক্ত) চাদর তাকে ব্যবহার করতে দিবে। এভাবে সে মংগলজনক কাজে অংশগ্রহণ করবে এবং মুমিনদের সাথে দোয়ায় শরীক হবে। পরে উম্মে আতিয়্যা (রা) আগমন করলে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম অথবা তিনি নিজেই বললেন (বর্ণনাকারীর সন্দেহ), তিনি (উম্মে আতিয়্যা) "আমার পিতা-মাতা কোরবান হোক", এ কথা না বলে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কথা বলতেন না। আপনি কি রসূলুল্লাহ (স)-কে ঐরূপ বলতে শুনেছেন? তিনি বলেন, হাঁ অবশ্যই, আমার পিতার শপথ। তিনি বললেন, যুবতী ও পর্দানশীন নারীদেরও বের হওয়া উচিৎ অথবা বলেন, পর্দানশীন যুবতী ও হায়েযগ্রস্তদেরও বের হওয়া উচিৎ। তারা কল্যাণকর কাজে এবং মুসলমানদের সাথে দোয়ায় যথাস্থানে উপস্থিত থাকবে। তবে হায়েগ্রস্তরা নামাযে শরীক হবে না। আমি মহানবী (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম; হায়েয অবস্থায়ও নারীরা ঈদের মাঠে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়বে? জবাবে তিনি বললেন, তারা কি আরাফাত ও অমুক অমুক জায়গাতে অংশগ্রহণ করে না?

৮১–অনুচ্ছেদঃ মক্কাবাসীদের বাতহা (মক্কার উপত্যকা) ও অন্যান্য স্থান থেকে ইহরাম বাঁধা এবং হাজীগণ যখন মিনার দিকে যাত্রা করবে (তখন তাদের করণীয়)। মক্কার স্থায়ী অধিবাসী সম্পর্কে আতাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, সে কি হজ্জের জন্য তালবিয়া বলবে? তিনি জবাব দিলেন, ইবনে উমর (রা) তারবিয়ার[২৮] দিন যোহরের নামায পড়ার পর সওয়ারীতে ঠিকমত আরোহণ করে তালবিয়া বলতেন। আবদুল মালেক (র) আতার মাধ্যমে জাবের (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (জাবের ইবনে আবদুল্লাহ) বলেছেন, আমরা নবী (সঃ)–এর সাথে মক্কায় আগমন করলাম এবং ইহরাম খুলে ফেললাম। ইতিমধ্যে তারবিয়ার দিন উপনীত হল। তখন আমরা মক্কাকে পিছনে রেখে (ইহরাম বেঁধে) হজ্জের জন্য তালবিয়া পাঠ করলাম। আবুয যুবায়ের (র) জাবের (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, আমরা বাতহা থেকে ইহরাম বেঁধেছিলাম। উবায়েদ ইবনে জুরায়েজ (র) ইবনে উমর (রা)–কে বলেছিলেন, আপনি যখন মক্কায় ছিলেন তখন দেখেছি সব লোক চাঁদ দেখে ইহরাম বাঁধলেও আপনি তারবিয়ার দিন না আসা পর্যন্ত ইহরাম বাঁধেননি। তিনি বললেন, সওয়ারীতে আরোহণ করার আগে আমি নবী (সঃ)–কে ইহরাম বাঁধতে দেখিনি।

৮২–অনুচ্ছেদ : তারবিয়ার দিন (৮ই যিলহজ্জ) কোন্ স্থানে যোহরের নামায আদায় করতে হবে।

١٥٤١. عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ سَأَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قُلْتُ اَخْبِرْنِيْ بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَالَ بِمِنًى قُلْتُ فَاَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ قَالَ بِالْاَبْطَحِ ثُمَّ قَالَ افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ اُمَرَاؤُكَ.

১৫৪১. আবদুল আযীয ইবনে রুফাঈ' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)–কে বললাম, নবী (সঃ) থেকে স্মরণ করে একটি জিনিস আমাকে বলুন। নবী (সঃ) তারবিয়ার দিন যোহর ও আসরের নামায কোন স্থানে পড়েছেন? তিনি জবাব দিলেন, 'মিনাতে'। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, মিনা থেকে ফেরার দিন কোথায় নামায পড়েছিলেন? তিনি বললেন, আবতাহে (মুহাসসাবে)। এ কথা বলার পর তিনি বললেন, তোমাদের (ন্যায়বান) নেতাগণ যেভাবে করেন, তোমরাও সেভাবে করে যাও।

١٥٤٢. عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ خَرَجْتُ اِلَى مِنًى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَلَقِيْتُ اَنَسًا ذَاهِبًا عَلَى حِمَارٍ فَقُلْتُ اَيْنَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ هٰذَا الْيَوْمَ الظُّهْرَ قَالَ اُنْظُرْ حَيْثُ يُصَلِّي اُمَرَاؤُكَ فَصَلِّ –

[২৮]. 'তারবিয়ার' দিন বলতে যিলহজ্জ মাসের আট তারিখকে বুঝানো হয়।

১৫৪২. আবদুল আযীয (ইবনে রুফাঈ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তারবিয়ার দিন আমি মিনার পথে যাত্রা করে (পথিমধ্যে) আনাস (রা)–র সাক্ষাত পেলাম। তিনি একটি গাধার পিঠে আরোহণ করে যাচ্ছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, এ দিনে নবী (সঃ) যোহরের নামায কোন জায়গায় পড়েছেন? তিনি (আনাস) বললেন, লক্ষ্য কর যেখানে তোমাদের নেতাগণ নামায পড়েন, সেখানেই নামায পড়ে নাও।

৮৩– অনুচ্ছেদ ঃ মিনাতে নামায আদায় করা।

١٥٤٣. عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِّنْ خِلاَفَتِهِ.

১৫৪৩. উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা (ইবনে উমর) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (ইবনে উমর) বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) মিনাতে দুই রাকআত নামায পড়েছেন। আবু বকর, উমর ও উসমান (রা) তাঁদের খেলাফতের প্রথম ভাগে মিনাতে দুই রাকাত নামায পড়েছেন।

١٥٤٤. عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ صَلّٰى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ وَنَحْنُ اَكْثَرَ مَا كُنَّا قَطُّ وَاٰمَنَهُ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ.

১৫৪৪. হারিসা ইবনে ওয়াহ্‌ব খোযায়ী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) মিনাতে আমাদের দুই রাকআত নামায পড়ালেন। এ সময় আমরা সংখ্যায় এতো বেশী ছিলাম, যা আগে কখনো ছিলাম না এবং সাথে সাথে নিরাপদ ও শংকাহীনও ছিলাম।

١٥٤٥. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ اَبِىْ بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمُ الطُّرُقُ فَيَالَيْتَ حَظِّىْ مِنْ اَرْبَعٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ.

১৫৪৫. আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী (সঃ)–এর সাথে (মিনাতে) দু'রাকাত নামায পড়েছি, আবু বকরের সাথে দু'রাকাত পড়েছি এবং উমরের সাথেও দু'রাকাত পড়েছি। এরপর তোমাদের পথ বিভক্ত হয়ে গেছে (অর্থাৎ তোমরা মতানৈক্য করে কেউ কসর আদায় করছ, আবার কেউ চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযের চার রাকাতই পড়ছ)। কতই না ভাল হত যদি চার রাকাতের মধ্য থেকে আমার অংশের দুই রাকাত কবুল হত।

৮৪– অনুচ্ছেদ ঃ আরাফাতের (ময়দানে অবস্থানের) দিন রোযা রাখা।

١٥٤٦. عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ شَكَّ النَّاسُ يَوْمَ عَرْفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ فَبَعَثْتُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ .

১৫৪৬. উম্মুল ফাদল (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আরাফাতে অবস্থানের দিন রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর রোযা রাখার ব্যাপারে লোকদের মধ্যে সন্দেহ দেখা দিলে আমি (ঐ দিন) নবী (সঃ)-এর কাছে কিছু পানীয় পাঠিয়ে দিলাম এবং তিনি তা পান করলেন।[২৯]

৮৫- অনুচ্ছেদ ঃ সকালে মিনা থেকে আরাফাতে যাওয়ার সময় তালবিয়া ও তাকবীর বলা।

١٥٤٧. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ الثَّقَفِىِّ اَنَّهُ سَئَلَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنًى اِلٰى عَرَفَةَ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ فِى هٰذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ كَانَ يُهِلُّ مِنَّا الْمُهِلُّ فَلاَ يُنْكِرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ مِنَّا الْمُكَبِّرُ فَلاَ يُنْكِرُ عَلَيْهِ .

১৫৪৭. মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর সাকাফী (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে যখন তাঁরা দু'জন মিনা থেকে 'আরাফাতের দিকে যাচ্ছিলেন-জিজ্ঞেস করলেন, আজকের এ দিনে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে থেকে কি কি করছিলেন? তিনি (আনাস) বললেন, আমাদের মধ্য থেকে তালবিয়া পাঠকারীরা তালবিয়া পাঠ করছিলেন।, তিনি (সঃ) তা নিষেধ করেননি। আবার কেউ তাকবীর উচ্চারণ করছিলেন, তিনি তাও নিষেধ করেননি।

৮৬- অনুচ্ছেদ ঃ আরাফাতের দিন দুপুরে অবস্থান স্থলে যাত্রা করা (অর্থাৎ আরাফাতের সন্নিকটস্থ নামিরাহ নামক জায়গা থেকে আরাফাতের অবস্থান স্থলে গমন করা)।

١٥٤٨. عَنْ سَالِمٍ قَالَ كَتَبَ عَبْدُ الْمَالِكِ اِلَى الْحَجَّاجِ اَنْ لاَ يُخَالِفَ ابْنَ عُمَرَ فِى الْحَجِّ فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ وَاَنَا مَعَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَاحَ عِنْدَ سُرَادِقِ الْحَجَّاجِ فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ مُلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ

২৯. আরাফার দিন অর্থাৎ ৯ই যিলহজ্জ তারিখে রোযা রাখাঃ-

(ক) ইমাম শাফিয়ী বলেন, এদিন রোযা রাখা মাকরূহ।

(খ) হানাফীদের মতেঃ রোযা ভংগ করা মুস্তাহাব। তবে হজ্জ পালনকারী ছাড়া ব্যক্তির জন্য রোযা মুস্তাহাব।

(গ) ইমাম মুহাম্মদের মতে ঃ রাখা বা ভাংগার অনুমতি আছে। তবে রোযা রাখা অতিরিক্ত ইবাদত। হজ্জের অনুষ্ঠানাদি পালনে অসুবিধা হলে ভাংগাই উত্তম।

فَقَالَ مَا لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ الرَّوَاحَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ قَالَ هٰذِهِ السَّاعَةَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَنْظِرْنِي حَتّٰى أُفِيضَ عَلٰى رَأْسِي ثُمَّ أَخْرُجَ فَنَزَلَ حَتّٰى خَرَجَ الْحَجَّاجُ فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي فَقُلْتُ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلِ الْوُقُوفَ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ فَلَمَّا رَأٰى ذٰلِكَ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ صَدَقَ .

১৫৪৮. সালেম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবদুল মালেক (ইবনে মারওয়ান) হাজ্জাজ (ইবনে ইউসুফ) সাকাফী–র কাছে লিখেন (অর্থাৎ হাজ্জাককে মক্কার শাসক করে আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়েরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য যখন পাঠালেন) যে, হজ্জের ব্যাপারে (আবদুল্লাহ) ইবনে উমরের বিরোধিতা না করে বরং তাঁকে অনুসরণ করবে। আরাফাতের (অবস্থানের) দিনে সূর্য ঢলে পড়ার পর ইবনে উমর (রা) হাজ্জাজের তাঁবুর কাছে গিয়ে চিৎকার করে ডাকলেন। আমি তখন তাঁর সাথে ছিলাম। হাজ্জাজ (জাফরানী) কুসুম রঙের চাদর পরিহিত অবস্থায় বের হয়ে এসে ইবনে উমরকে বললেন, হে আবু আবদুর রহমান! কি ব্যাপার? ইবনে উমর (রা) বললেন, যদি আপনি সুন্নাতের অনুসরণ করতে চান তাহলে এখনই যেতে হবে যে! হাজ্জাজ বললেন, এখনই কি (অর্থাৎ এ দুপুরের প্রচন্ড সূর্যতাপের মধ্যেই কি যেতে হবে)? ইবনে উমর (রা) বললেন, হাঁ, এখনই যেতে হবে। তিনি (হাজ্জাজ) বললেন, অবকাশ দিন, গোসল করে বের হই। সুতরাং ইবনে উমর (রা) তাঁর সওয়ারী হতে অবতরণ করে হাজ্জাজের বেরিয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। হাজ্জাজ আমার ও আমার আব্বার মাঝে থেকে চলতে থাকলেন। (সালেম বলেন), আমি তাকে বললাম, যদি আপনি সুন্নাতের অনুসরণ করতে চান তবে খুতবা সংক্ষিপ্ত করবেন এবং (আরাফাতে) ওকুফ (অবস্থান) জলদি করবেন। (একথা শুনে) হাজ্জাজ আবদুল্লাহ (ইবনে উমর)–এর প্রতি বার বার (জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে) তাকাতে থাকলে তিনি (ইবনে উমর) বললেন, সে (সালেম ইবনে আবদুল্লাহ) ঠিকই বলেছে।

৮৭– অনুচ্ছেদ : আরাফাতের ময়দানে সওয়ারী জন্তুর ওপর অবস্থান করা।

١٥٤٩ . عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ أُنَاسًا اخْتَلَفُوا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلٰى بَعِيرٍ فَشَرِبَهُ .

১৫৪৯. উম্মুল ফাদল বিনতে হারিস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আরাফাতে অবস্থানের দিন কিছু সংখ্যক লোক তাঁর সামনে ঐ দিন নবী (সঃ)–এর রোযা রাখা সম্পর্কে পরস্পর মতানৈক্য করল। কেউ বলল, তিনি (আজ) রোযা রেখেছেন। কেউ বলল, তিনি (আজ) রোযা রাখেননি। আমি তাঁর কাছে এক পেয়ালা দুধ পাঠিয়ে দিলে তিনি তা পান করলেন। সেই সময় তিনি একটি উটের পিঠে আরোহিত ছিলেন।

৮৮– অনুচ্ছেদ ঃ আরাফাতে যোহর ও আসরের নামায এক সাথে আদায় করা। জামাআতের সাথে নামায পড়তে না পারলে ইবনে উমর (রা) দুই নামায (যোহর ও আসর) একসাথে পড়ে নিতেন। লাইস . . . সালেম থেকে বর্ণনা করেছেন, যে বছর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ (আব্দুল্লাহ) ইবনে যুবায়েরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, সে বছর সে আবদুল্লাহ (ইবনে উমর)–কে জিজ্ঞেস করেছিল, আরাফার দিনে অবস্থানের সময় আমরা কি করব? জবাবে সালেম বললেন, এ ব্যাপারে আপনি যদি সুন্নাতের অনুসরণ করতে চান তাহলে আরাফার দিন দুপুরেই যোহরের নামায পড়ে নিন। এ কথা শুনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বললেন, সালেম ঠিকই বলেছে। সুন্নাত মোতাবেক সাহাবাগণ (আরাফার দিন) যোহর ও আসর এক সাথে পড়ে নিতেন। ইবনে শিহাব বলেন, (একথা শুনে) আমি সালেম (ইবনে আবদুল্লাহ)–কে জিজ্ঞেস করলাম, রসূলুল্লাহ (সঃ)–ও কি এমনই করেছেন। জবাবে সালেম বললেন, এরূপ করার দ্বারা তোমরা তাঁর সুন্নাতই অনুসরণ করে থাক।

৮৯– অনুচ্ছেদ ঃ আরাফাতের ময়দানে খুতবা সংক্ষিপ্ত করা।

١٥٥. عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ الْمٰلِكِ بْنَ مَرْوَانَ كَتَبَ اِلَى الْحَجَّاجِ اَنْ يَّأْتَمَّ بِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فِى الْحَجِّ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ عَرَفَةَ جَاءَ ابْنُ عُمَرَ وَاَنَا مَعَهُ حِيْنَ زَاغَتِ الشَّمْسُ اَوْ زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَاحَ عِنْدَ فُسْطَاطِه اَيْنَ هٰذَا فَخَرَجَ اِلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ الرَّوَاحَ فَقَالَ الْاٰنَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ اَنْظِرْنِى اُفِيْضُ عَلَىَّ مَاءً فَنَزَلَ ابْنُ عُمَرَ حَتّٰى خَرَجَ فَسَارَ بَيْنِى وَبَيْنَ اَبِىْ فَقُلْتُ لَوْ كُنْتَ تُرِيْدُ اَنْ تُصِيْبَ السُّنَّةَ الْيَوْمَ فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلِ الْوُقُوْفَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ صَدَقَ .

১৫৫০. সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান হাজ্জাজকে লিখে পাঠালেন যে, হজ্জের ব্যাপারে যেন আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে অনুসরণ করা হয়। আরাফার দিন সূর্য (পশ্চিম আকাশে) ঢলে পড়ার পর (আবদুল্লাহ) ইবনে উমর (রা) তার (হাজ্জাজের) তাঁবুর কাছে আসলেন। তখন আমিও তাঁর সাথে ছিলাম। তিনি (ইবনে উমর) উচ্চস্বরে তাকে (হাজ্জাজকে) ডাকলেন। বললেন, এ কোথায়? সে তখন বেরিয়ে আসলে ইবনে উমর বললেন, যেতে হবে। সে বলল, এখনই কি? ইবনে উমর বললেন, হাঁ, এখনই। হাজ্জাজ বলল, আমাকে মাথায় পানি ঢেলে নেয়ার (অর্থাৎ গোসল করে নেয়ার) অবকাশ দিন। সুতরাং (আবদুল্লাহ) ইবনে উমর (রা) তাঁর সওয়ারী হতে অবতরণ করে হাজ্জাজের বেরিয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। সে (বেরিয়ে এসে) আমার ও আমার আব্বার মাঝে থেকে চলতে থাকল। এ সময় আমি তাকে বললাম, আজকের এ দিনে (অর্থাৎ আরাফার দিনে) আপনি যদি সুন্নাতমোতাবেক কাজ করতে চান তবে খুতবা

সংক্ষিপ্ত করবেন এবং ওকুফে জলদি করবেন। এসব কথা শুনে ইবনে উমর বললেন, সে (সালেম) ঠিকই বলেছে।

৯০– অনুচ্ছেদ ঃ আরাফাতে অবস্থানের জন্য জলদি করা। আবু আবদুল্লাহ ইমাম বোখারী (র) বলেন, এ অনুচ্ছেদে মালেক কর্তৃক ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত হাদীসটি সন্নিবিষ্ট করা যায়, কিন্তু আমি কোন হাদীসের পুনরুল্লেখ করতে চাই না।

৯১– অনুচ্ছেদ ঃ আরাফাতের ময়দানে অবস্থান স্থলে জলদি যাওয়া।

١٥٥١. عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ اَضْلَلْتُ بَعِيْرًا لِّى فَذَهَبْتُ اَطْلُبُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ فَرَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَاقِفًا بِعَرَفَةَ فَقُلْتُ هٰذَا وَاللّٰهِ مِنَ الْحُمْسِ فَمَا شَانُهُ هٰهُنَا.

১৫৫১. জুবায়ের ইবনে মুত'ইম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আমার একটা উট হারিয়ে ফেললাম এবং আরাফাতের ময়দানে অবস্থানের দিন তা খুঁজতে খুঁজতে আরাফাতের মাঠে উপস্থিত হয়ে নবী (সঃ)-কে সেখানে অবস্থানরত দেখতে পেলাম। তখন আমি বলে উঠলাম, আল্লাহর শপথ! ইনি তো কুরাইশদের লোক। এখানে তাঁর কি প্রয়োজন?

١٥٥٢. عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ عُرْوَةُ كَانَ النَّاسُ يَطُوْفُوْنَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ عُرَاةً الاَّ الْحُمْسَ وَالْحُمْسُ قُرَيْشٌ وَمَا وَلَدَتْ وَكَانَتِ الْحُمْسُ يَحْتَسِبُوْنَ عَلَى النَّاسِ يُعْطِى الرَّجُلَ الرَّجُلُ الثِّيَابَ يَطُوْفُ فِيْهَا وَتُعْطِى الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ الثِّيَابَ تَطُوْفُ فِيْهَا فَمَنْ لَّمْ يُعْطِهِ الْحُمْسُ طَافَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانًا وَكَانَ يُفِيْضُ جَمَاعَةُ النَّاسِ مِنْ عَرَفَاتٍ وَيُفِيْضُ الْحُمْسُ مِنْ جَمْعٍ قَالَ وَاَخْبَرَنِى اَبِى عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ هٰذِهِ الاٰيَةَ نَزَلَتْ فِى الْحُمْسِ ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ قَالَ كَانُوْا يُفِيْضُوْنَ مِنْ جَمْعٍ فَدُفِعُوْا (فَرُفِعُوْا) اِلٰى عَرَفَاتٍ.

১৫৫২. হিশাম ইবনে উরওয়া (রঃ) থেকে বর্ণিত। উরওয়া বলেছেন, হুম্‌স বা কুরাইশরা এবং তাদের ঔরসে জন্মগ্রহণকারী সন্তান-সন্ততি ব্যতীত সব লোকেরাই জাহিলী যুগে উলঙ্গ হয়ে (খানায়ে কা'বার) তাওয়াফ করত। আর হুমুস বা কুরাইশগণ নেকী মনে করে লোকেরদেকে কাপড় দান করত। তাদের পুরুষরা পুরুষদের কাপড় দিত আর মেয়েরা মেয়েদের কাপড় দিত। এ কাপড়ে তারা তাওয়াফ করত। কুরাইশগণ যাদেরকে কাপড় প্রদান করত না তারা উলঙ্গ হয়েই (খানায়ে কা'বার) তাওয়াফ করত। সকল মানুষই

আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন করত, কিন্তু কুরাইশরা মুযদালিফা থেকে প্রত্যাবর্তন করত। বর্ণনাকারী হিশাম বলেন, আমার পিতা আয়েশা (রা)–র নিকট থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, "অতঃপর যেখান থেকে অন্য সকল লোক প্রত্যাবর্তন করে সেখান থেকে তোমরাও প্রত্যাবর্তন কর" এ আয়াতটি কুরাইশদের সম্পর্কেই নাযিল হয়। বর্ণনাকারী বলেন, কুরাইশরা মুযদালিফা থেকে প্রত্যাবর্তন করত। তাই তাদেরকে আরাফাতে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হল।

৯২– অনুচ্ছেদ ঃ আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় চলার গতি যেরূপ হবে।

١٥٥٣. عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ قَالَ سُئِلَ اُسَامَةُ وَاَنَا جَالِسٌ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسِيْرُ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ حِيْنَ دَفَعَ قَالَ كَانَ يَسِيْرُ الْعَنَقَ فَاِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ قَالَ هِشَامٌ وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ وَفَجْوَةٌ مُتَّسَعٌ وَالْجَمِيْعُ فَجَوَاتٌ وَفِجَاءٌ وَكَذَالِكَ رَكْوَةٌ وَرِكَاءٌ مَنَاصٌ لَيْسَ حِيْنَ فِرَارٍ.

১৫৫৩. হিশাম ইবনে উরওয়া (র) তাঁর পিতা উরওয়া (রঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (উরওয়া) বলেছেন, একদা আমি উসামার কাছে বসেছিলাম। এমন সময় হাজ্জাতুল বিদা বা বিদায় হজ্জে আরাফাত থেকে মুযদালিফাতে ফেরার পথে রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর চলার গতি কেমন ছিল সে সম্পর্কে উসামাকে জিজ্ঞেস করা হল। জবাবে তিনি বলেন, তিনি দ্রুত গতিতে চলতেন। আর যখন তিনি কোন বিস্তীর্ণ প্রান্তরে বা ফাঁকা পথে উপনীত হতেন তখন আরো দ্রুত গতিতে চলতেন।

৯৩–অনুচ্ছেদ ঃ কোন প্রয়োজনে (পায়খানা–পেশাব ইত্যাদির জন্য) আরাফাত ও মুযদালিফার মধ্যবর্তী স্থানে অবতরণ করা।

١٥٥٤. عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ حَيْثُ اَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ مَالَ اِلَى الشِّعْبِ فَقَضٰى حَاجَتَهُ فَتَوَضَّاَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَتُصَلِّى قَالَ الصَّلٰوةُ اَمَامَكَ.

১৫৫৪. উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। যে সময় নবী (সঃ) আরাফাত থেকে মুযদালিফার দিকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন তখন তিনি একটা গিরিপথের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং সেখানে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিলেন, অতপর উযু করলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি (এখন) নামায পড়বেন? তিনি বললেন, নামায তো তোমার সম্মুখে (অর্থাৎ সামনে আরো কিছু পথ অগ্রসর হওয়ার পর মুযদালিফায় নামায পড়া হবে)।

١٥٥٥. عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ غَيْرَ اَنَّهُ يَمُرُّ بِالشِّعْبِ الَّذِىْ اَخَذَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَيَدْخُلُ فَيَنْتَقِضُ وَيَتَوَضَّأُ وَلاَ يُصَلِّى حَتّٰى يُصَلِّىَ بِجَمْعٍ .

১৫৫৫. নাফে (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) মুযদালিফাতে এশা ও মাগরিবের নামায একই সাথে পড়তেন। যে গিরিপথে রসূলুল্লাহ (সঃ) গিয়েছিলেন সেই পথে তিনিও যেতেন। সেখানে প্রবেশ করে তিনি পেশাব–পায়খানার প্রয়োজন সেরে উযু করতেন, কিন্তু সেখানে নামায না পড়ে মুযদালিফায় গিয়ে নামায পড়তেন।

١٥٥٦. عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّهُ قَالَ رَدِفْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مِنْ عَرَفَاتٍ فَلَمَّا بَلَغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الشِّعْبَ الاَيْسَرَ الَّذِىْ دُوْنَ الْمُزْدَلِفَةِ اَنَاخَ فَبَالَ ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْوَضُوْءَ فَتَوَضَّأَ وُضُوْءًا خَفِيْفًا فَقُلْتُ الصَّلٰوةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الصَّلٰوةُ اَمَامَكَ فَرَكِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلّٰى ثُمَّ رَدِفَ الْفَضْلُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ غَدَاةَ جَمْعٍ قَالَ كُرَيْبٌ فَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّى حَتّٰى بَلَغَ الْجَمْرَةَ .

১৫৫৬. উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আরাফাতের ময়দান থেকে রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর (সওয়ারীর) পিছনে আরোহণ করলাম। রসূলুল্লাহ (সঃ) মুযদালিফা যাবার আগেই বাম পাশের পাহাড়ী গুহায় পৌছলে তাঁর সওয়ারীর উট বসালেন। এরপর তিনি পেশাব করে আসলে আমি তাঁকে পানি ঢেলে দিলাম এবং তিনি হালকা উযু করলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি নামায পড়বেন? তিনি বললেন, নামায সামনে গিয়ে। তারপর রসূলুল্লাহ (সঃ) সওয়ারীতে আরোহণ করে মুযদালিফায় আগমন করলেন এবং সেখানে নামায পড়লেন। এরপর কোরবানীর দিন সকাল বেলা ফযল (ইবনে আব্বাস) রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর (সওয়ারীর) পিছনে আরোহণ করে যাত্রা করলেন। (ইবনে আব্বাসের আযাদকৃত গোলাম) কুরাইব বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ফযল (ইবনে আব্বাস) থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) জামরাতে না পৌছা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করতে থাকলেন।

৯৪–অনুচ্ছেদ ঃ আরাফাত থেকে ফেরার সময় শান্তভাবে পথ চলার জন্য নবী (সঃ)–এর নির্দেশ প্রদান এবং চাবুকের সাহায্যে লোকদের প্রতি তাঁর ইশারা করা।

١٥٥٧. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ فَسَمِعَ النَّبِىُّ وَرَاءَهُ زَجْرًا شَدِيْدًا وَضَرْبًا وَصَوْتًا لِلاِبِلِ فَاَشَارَ بِسَوْطِهِ اِلَيْهِمْ وَقَالَ اَيُّهَا

النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ فَانَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالْاِيْضَاعِ اَوْضَعُوْا اَسْرَعُوْا خِلاَلَكُمْ
مِنَ التَّخَلُّلِ بَيْنَكُمْ وَفَجَّرْنَا خِلاَلَهُمَا بَيْنَهُمَا

১৫৫৭. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আরাফাতের দিন তিনি নবী (সঃ)-এর সাথে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। নবী (সঃ) পিছনের দিকে সোরগোল ও উট পিটানোর শব্দ শুনতে পেলেন। তাই তিনি (পিছনে ফিরে) চাবুকের দ্বারা তাদের প্রতি ইশারা করে বললেনঃ হে লোকসকল! ধীরেসুস্থে চল! (উটগুলোকে) দ্রুত হাঁকিয়ে চলাতে কোন কল্যাণ নেই।

৯৫—অনুচ্ছেদ ঃ মুযদালিফাতে (মাগরিব ও এশার) দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে আদায় করা।

١٥٥٨. عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّهُ يَقُوْلُ دَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ فَنَزَلَ الشِّعْبَ فَبَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوْءَ فَقُلْتُ لَهُ الصَّلٰوةُ فَقَالَ الصَّلٰوةُ اَمَامَكَ فَجَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ فَتَوَضَّاءَ فَاَسْبَغَ ثُمَّ اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ اَنَاخَ كُلُّ اِنْسَانٍ بَعِيْرَهُ فِى مَنْزِلِهِ ثُمَّ اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا .

১৫৫৮. উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন করার পথে গিরি সংকটে অবতরণ করে পেশাব করলেন এবং তারপর (হালকা) উযু করলেন কিন্তু পূর্ণাঙ্গ উযু করলেন না। আমি (উসামা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, নামায? তিনি বললেন, 'নামায সামনে গিয়ে'। অতঃপর তিনি মুযদালিফাতে পৌঁছে উযু করলেন এবং পূর্ণাঙ্গ উযু করলেন। এরপর নামাযের ইকামত হলে তিনি মাগরিবের নামায পড়লেন। অতঃপর সকল লোক নিজ নিজ জায়গায় নিজেদের উট বসিয়ে দিল এবং (এশার) নামাযের ইকামত হলে নবী (সঃ) নামায পড়লেন, কিন্তু এশা ও মাগরিবের মাঝে আর কোন নামায পড়লেন না।

৯৬—অনুচ্ছেদ ঃ নফল নামায আদায় করা ছাড়াই (মাগরিব ও এশা) দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে আদায় করা।

١٥٥٩. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ جَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِاِقَامَةٍ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا وَلاَ عَلٰى اِثْرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا.

১৫৫৯. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) মুযদালিফাতে মাগরিব ও এশার নামায একসাথে পড়লেন। প্রত্যেক নামাযের জন্য আলাদা আলাদা ইকামত বলা হয়েছিল। তিনি দুই নামাযের মাঝে বা পরে কোন নফল নামায আদায় করেননি।

١٥٦٠. عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَمَعَ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ .

১৫৬০. আবু আইয়ূব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বিদায় হজ্জের সময় মুযদালিফাতে মাগরিব ও এশার নামায একসাথে পড়েছিলেন।

৯৭—অনুচ্ছেদ : মুযদালিফাতে মাগরিব ও এশা উভয় নামাযের জন্য আযান ও ইকামত দেয়া।

١٥٦١. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ يَقُوْلُ حَجَّ عَبْدُ اللّٰهِ فَاَتَيْنَا الْمُزْدَلِفَةَ حِيْنَ الْاَذَانِ بِالْعَتَمَةِ اَوْ قَرِيْبًا مِّنْ ذٰلِكَ فَاَمَرَ رَجُلاً فَاَذَّنَ وَاَقَامَ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَصَلّٰى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَعَا بِعَشَائِهٖ فَتَعَشّٰى ثُمَّ اَمَرَ اُرٰى فَاَذَّنَ وَاَقَامَ قَالَ عَمْرٌو لاَ اَعْلَمُ الشَّكَّ الاَّ مِنْ زُهَيْرٍ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ قَالَ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ لاَ يُصَلِّى هٰذِهِ السَّاعَةَ الاَّ هٰذِهِ الصَّلٰوةَ فِى هٰذَا الْمَكَانِ مِنْ هٰذَا الْيَوْمِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ هُمَا صَلاَتَانِ تُحَوَّلاَنِ عَنْ وَقْتِهَا صَلٰوةُ الْمَغْرِبِ بَعْدَ مَا يَاْتِى النَّاسُ الْمُزْدَلِفَةَ وَالْفَجْرُ حِيْنَ يَبْزُغُ الْفَجْرُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَفْعَلُهُ .

১৫৬১. আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (এক বছর) আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) হজ্জ আদায় করলেন। (সেই বছর) আমরা (আরাফাত থেকে) এশার নামাযের আযানের সময় বা তার কাছাকাছি সময়ে মুযদালিফায় গেলাম। তিনি (ইবনে মাসউদ) এক ব্যক্তিকে আদেশ করলে সে আযান দিল এবং ইকামত বললো। তখন তিনি মাগরিবের নামায পড়লেন এবং এরপর আরো দুই রাকাত নামায পড়লেন। এরপর তিনি রাতের খানা চেয়ে নিয়ে খেলেন। (আবদুর রহমান বললেনঃ) আমার মনে হয়, তারপর তিনি (ইবনে মাসউদ) একজনকে আযান ও ইকামতের নির্দেশ দিলেন। (বর্ণনাকারী 'আমর ইবনে খালিদ বলেন)ঃ যুহাইর ব্যতীত আর কেউ এ ব্যাপারে সন্দেহ করেছেন বলে আমার জানা নেই। এরপর তিনি দুই রাকাত এশার নামায আদায় করলেন। ফজরের সময় হলে তিনি (ইবনে মাসউদ) বললেন, নবী (সঃ) এ দিনে এ সময় এখানে এ নামায ছাড়া আর কোন নামায পড়তেন না। আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) বলেন, ঐ দুই ওয়াক্ত নামায (মাগরিব ও এশা) তার প্রকৃত ওয়াক্ত থেকে সরিয়ে আদায় করা হয়েছে। তাই লোকেরা মুযদালিফাতে পৌঁছার পর মাগরিবের নামায আদায় করে, আর ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার সাথে সাথে ফজরের নামায আদায় করে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি নবী (সঃ)-কে এরূপই করতে দেখেছি।

৯৮–অনুচ্ছেদ ঃ চাঁদ ডুবে যাওয়ার পর যারা নিজ পরিবারের দুর্বল লোকদের আগে পাঠিয়ে দিয়ে মুযদালিফায় অবস্থান করে ও দোয়া করে।

١٥٦٢. عَنْ سَالِمٍ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ اَهْلِه فَيَقِفُوْنَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ فَيَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ مَا بَدَا لَهُمْ ثُمَّ يَرْجِعُوْنَ قَبْلَ اَنْ يَّقِفَ الْاِمَامُ وَقَبْلَ اَنْ يَّدْفَعَ فَمِنْهُمْ مَنْ يَّقْدَمُ مِنًى لِصَلٰوةِ الْفَجْرِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَّقْدَمُ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاِذَا قَدِمُوْا رَمَوْا الْجَمْرَةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ اَرْخَصَ فِى اُوْلٰئِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

১৫৬২. সালেম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) তাঁর পরিবারের দুর্বল লোকদের আগে পাঠিয়ে দিতেন। রাত্রিকালে তারা মুযদালিফাতে মাশআরে হারামের নিকট অবস্থান করে তাদের ইচ্ছা ও সাধ্য মত আল্লাহকে স্মরণ করতেন। অতঃপর ইমামের (স্বীয়) অবস্থানে ফিরে আসার আগেই (মুযদালিফা থেকে মিনাতে) তারা প্রত্যাবর্তন করতেন। তাদের কেউ কেউ মিনাতে ফজরের নামায পড়ার জন্য আগমন করতেন এবং কেউ কেউ এর পরে আসতেন। তারা এসে জামরায় (আকাবাতে) কংকর মারতেন। ইবনে উমর (রাঃ) বলতেন, ঐসব (দুর্বল) লোকদের জন্য রসূলুল্লাহ (সঃ) এ ক্ষেত্রে বিধান শিথিল করেছেন।

١٥٦٣ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَنِى النَّبِىُّ ﷺ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ.

১৫৬৩. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) আমাকে রাতের বেলা মুযদালিফা থেকে পাঠিয়েছিলেন।

١٥٦٤. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ اَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِىُّ ﷺ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِى ضَعَفَةِ اَهْلِه.

১৫৬৪. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) তাঁর পরিবারের যেসব দুর্বল লোকদের মুযদালিফার রাতে আগেভাগেই পাঠিয়েছিলেন আমিও তাঁদের মধ্যে ছিলাম।

١٥٦٥. عَنْ اَسْمَاءَ اَنَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعٍ عِنْدَ الْمُزْدَلِفَةِ فَقَامَتْ تُصَلِّى فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ قُلْتُ لَا فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ يَابُنَىَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَتْ فَارْتَحِلُوْا فَارْتَحَلْنَا فَمَضَيْنَا حَتّٰى رَمَتِ الْجَمْرَةَ ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتِ الصُّبْحَ فِىْ مَنْزِلِهَا فَقُلْتُ

لَهَا يَاهَنْتَاهُ مَاأُرَانَا اِلاَّ قَدْ غَلَّسْنَا قَالَتْ يَا بُنَيَّ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَذِنَ لِلظُّعُنِ.

১৫৬৫. আসমা (রাঃ)-র আযাদকৃত গোলাম আবদুল্লাহর সূত্রে বর্ণিত। তিনি (আসমা) মুযদালিফার রাতে মুযদালিফার নিকটবর্তী স্থানে পৌছে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি ঘন্টাখানেক নামায পড়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে বৎস! চাঁদ কি ডুবেছে? আমি (আবদুল্লাহ) বললাম, না চাঁদ ডুবেনি। সুতরাং তিনি আবার ঘন্টাখানেক নামায পড়ার পর জিজ্ঞেস করলেন, বৎস! চাঁদ কি ডুবেছে? আমি বললাম, হাঁ চাঁদ ডুবে গেছে। তখন তিনি (আসমা) বললেন, এখন তোমরা যাত্রা কর। সুতরাং আমরা যাত্রা করলাম এবং চলতে থাকলাম। অতঃপর জামরাতে (আকাবাতে) পৌছে তিনি (আসমা) কংকর মারলেন এবং ফিরে এসে নিজের অবস্থানের জায়গাতেই ফজরের নামায আদায় করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাঁকে বললাম, হে রমণী! আমার মনে হয় আমরা (বেশ) অন্ধকার থাকতেই নামায আদায় করলাম। জবাবে তিনি বললেন, বৎস! রসূলুল্লাহ (সঃ) মেয়েদের জন্য এর অনুমতি প্রদান করেছেন।

١٥٦٦. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ النَّبِيَّ ﷺ لَيْلَةَ جَمْعٍ وَكَانَتْ ثَقِيْلَةً ثَبْطَةً فَاَذِنَ لَهَا.

১৫৬৬. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, সাওদা (রাঃ) মুযদালিফার রাতে যাত্রা করার জন্য নবী (সঃ)-এর কাছে অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দিলেন। সাওদা (রাঃ) ছিলেন মন্থর গতিসম্পন্ন স্থূলদেহী মহিলা। সুতরাং তিনি (সঃ) তাঁকে অনুমতি দিয়েছিলেন।

١٥٦٧. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نَزَلْنَا الْمُزْدَلِفَةَ فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ ﷺ سَوْدَةُ اَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ وَكَانَتْ امْرَأَةً بَطِيْئَةً فَاَذِنَ لَهَا فَدَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ وَاَقَمْنَا حَتّٰى اَصْبَحْنَا نَحْنُ ثُمَّ دَفَعْنَا بِدَفْعِه فَلَاَنْ اَكُوْنَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَمَا اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ مَفْرُوْحٍ بِه.

১৫৬৭. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা সবাই মুযদালিফায় পৌছলে সাওদা (রাঃ) সব লোকের আগেই যাত্রার জন্য নবী (সঃ)-এর কাছে অনুমতি চাইলেন, যাতে সবার একযোগে যাত্রাকালের ভিড় এড়াতে পারেন। কেননা তিনি ছিলেন একজন মন্থর গতিসম্পন্ন মহিলা। সুতরাং নবী (সঃ) তাঁকে অনুমতি দিলেন। লোকের ভিড়ের আগেই তিনি যাত্রা করলেন। আর আমরা সেখানেই অবস্থান করলাম এবং ভোর পর্যন্ত

থাকলাম। পরে তাঁর (সঃ) সাথেই আমরা যাত্রা করলাম। যদি আমিও সাওদার মত রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অনুমতি চাইতাম তাহলে তা আমার জন্য অত্যন্ত খুশীর কারণ হত।

৯৯-অনুচ্ছেদ : কোন্ সময় মুযদালিফাতে ফজরের নামায পড়তে হবে?

١٥٦٨. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَلّٰى صَلٰوةً بِغَيْرِ مِيْقَاتِهَا اِلاَّ صَلاَتَيْنِ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلّٰى الْفَجْرَ قَبْلَ مِيْقَاتِهَا .

১৫৬৮. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এশা ও মাগরিব নামাযকে (মুযদালিফাতে) একসাথে পড়া এবং ফজরের নামায ওয়াক্তের পূর্বেই পড়ে নেয়া, এই দুই নামায ব্যতীত আর কোন নামায সময়ের পূর্বে আদায় করতে আমি নবী (সঃ)-কে দেখিনি।

١٥٦٩. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ اِلٰى مَكَّةَ ثُمَّ قَدِمْنَا جَمْعًا فَصَلَّى الصَّلاَتَيْنِ كُلَّ صَلٰوةٍ وَحْدَهَا بِاَذَانٍ وَاِقَامَةٍ وَالْعِشَاءُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِيْنَ طَلَعَ الْفَجْرُ قَائِلٌ يَقُوْلُ طَلَعَ الْفَجْرُ وَقَائِلٌ يَقُوْلُ لَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ ثُمَّ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاَتَيْنِ حُوِّلَتَا عَنْ وَقْتِهِمَا فِى هٰذَ الْمَكَانِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فَلاَ يَقْدَمُ النَّاسُ جَمْعًا حَتّٰى يُعْتِمُوْا وَصَلٰوةَ الْفَجْرِ هٰذِهِ السَّاعَةَ ثُمَّ وَقَفَ حَتّٰى اَسْفَرَ ثُمَّ قَالَ لَوْ اَنَّ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَفَاضَ الْاٰنَ اَصَابَ السُّنَّةَ فَمَا اَدْرِى اَقَوْلُهُ كَانَ اَسْرَعَ اَمْ دَفْعُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّى حَتّٰى رَمٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ .

১৫৬৯. আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-র সাথে মক্কার দিকে যাত্রা করলাম। সেখান থেকে মুযদালিফায় আগমন করলে তিনি সেখানে আলাদা আলাদা আযান ও ইকামতে দুই (ওয়াক্তের) নামায একসাথে পড়লেন (অর্থাৎ মাগরিব ও এশার নামায) এবং এ দুই নামাযের মাঝে রাতের খাবারও খেলেন। পরে উষার উদয়কালে যখন ফজরের নামায আদায় করলেন তখন কেউ কেউ বলছিল, ফজর (উষা) হয়ে গিয়েছে। আবার কেউ কেউ বলছিল, ফজর এখনও হয়নি। এরপর তিনি (ইবনে মাসউদ) বললেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'মাগরিব ও এশা এই দুই ওয়াক্তের নামায স্বাভাবিক সময় থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে।' তাই এশার ওয়াক্তের আগেই যেন কেউ মুযদালিফায় আগমন না করে। আর এই দ্বিতীয় সময় হল

ফজরের নামাযের সময়। তাই ফর্সা হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করলেন এবং ফর্সা হয়ে গেলে বললেন, আমীরুল মুমিনীন যদি এ মুহূর্তে ফিরে আসেন তাহলে তিনি সুন্নাত মোতাবেক কাজ করবেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জানি না যে, উসমানই দ্রুত প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, না তাঁর (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের) কথাই প্রথমে শেষ হয়েছিল। তখন থেকে কোরবানীর দিন জামরায় আকাবাতে কংকর মারা পর্যন্ত তিনি (আবদুল্লাহ) অবিরত তালবিয়া পাঠ করছিলেন।

১০০–অনুচ্ছেদ : মুযদালিফা হতে কোন্ সময় প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

١٥٧٠. عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ يَقُوْلُ شَهِدْتُ عُمَرَ صَلَّى بِجَمْعٍ الصُّبْحَ ثُمَّ وَقَفَ فَقَالَ اِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ كَانُوْا لاَ يُفِيْضُوْنَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَيَقُوْلُوْنَ اَشْرِقْ ثَبِيْرُ وَاَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَالَفَهُمْ ثُمَّ اَفَاضَ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

১৫৭০. আমর ইবনে মায়মূন (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজ্জের সময় আমি উমর (রাঃ)-র সাথে ছিলাম। তিনি মুযদালিফাতে ফজরের নামায পড়লেন এবং সেখানেই (মাশআরে হারামে) অবস্থান করলেন। তিনি বললেন, মুশরিকরা (মুযদালিফা থেকে) সূর্য না ওঠা পর্যন্ত রওয়ানা হত না। সেখানে (অবস্থানকালে) তারা বলত, হে সাবির (পাহাড়)। আলোকিত হও। আর নবী (সঃ) তাদের বিপরীত করেছেন এবং সূর্য উদয়ের আগে মুযদালিফা থেকে রওয়ানা হন।

১০১–অনুচ্ছেদ : কোরবানীর দিন সকালে জামরায় 'আকাবাতে কংকর মারার সময় তালবিয়া ও তাকবীর বলা এবং কোনো সওয়ারীর পিছনে সওয়ার হয়ে রাস্তা চলা।

١٥٧١. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَرْدَفَ الْفَضْلَ فَاَخْبَرَ الْفَضْلُ اَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّى حَتّٰى رَمَى الْجَمْرَةَ.

১৫৭১. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) (মুযদালিফা থেকে যাত্রার সময়) ফযলকে তাঁর সওয়ারীর পৃষ্ঠে পিছনে বসিয়ে নিলেন। পরে ফযল জানিয়েছেন যে, তিনি (সঃ) জামরায় আকাবাতে পৌঁছে কংকর না মারা পর্যন্ত তালবিয়া পড়ছিলেন।

١٥٧٢. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ اُسَامَةَ كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ اِلَى الْمُزْدَلِفَةِ ثُمَّ اَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ اِلٰى مِنًى قَالَ فَكِلاَهُمَا قَالاَ لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ﷺ يُلَبِّى حَتّٰى رَمٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.

১৫৭২. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। উসামা (ইবনে যায়েদ) আরাফাত থেকে মুযদালিফা পর্যন্ত নবী (সঃ)–এর সওয়ারীর পিছনে বসে ছিলেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, তারা (উসামা ও ফযল) দু'জনই বর্ণনা করেছেন, জামরায় আকাবাতে কংকর না মারা পর্যন্ত তিনি (সঃ) তালবিয়া পড়ছিলেন।

১০২–অনুচ্ছেদ ঃ

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ (البقرة . اٰية -١٩٦)

"(আর যদি তোমরা হজ্জের পূর্বেই মক্কায় পৌছে যাও) তবে তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হজ্জের সময় আসা পর্যন্ত উমরার সুযোগ গ্রহণ করবে সে যেন তার সাধ্যমত কোরবানী করে। আর কারো জন্য যদি কোরবানী দেয়ার মত অবস্থা না থাকে তাহলে সে হজ্জ সমাপনকালে তিনটা এবং বাড়ী ফিরে সাতটা মোট এই দশটা রোযা রাখবে। এ সুবিধা একমাত্র তাদের জন্যই যাদের বসতি ও পরিবার–পরিজন মসজিদে হারামের নিকটবর্তী নয়। আল্লাহকে ভয় কর। জেনে রাখ, আল্লাহ কঠিন শাস্তি প্রদানকারী" (সূরা বাকারা ঃ ১৯৬)।

ইসহাক ইবনে মানসূর, নাদর ইবনে শুমাইল, শো'বা ও আবু জামরার মাধ্যমে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। আবু জামরা বলেন, আমি (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাসকে মুত'আহ (হজ্জে তামাত্তো) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে মুত'আহ করতে আদেশ দিলেন। আমি তাঁকে কোরবানীর পশু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, উট, গরু বা বকরী কোরবানী করতে হবে অথবা একটি পশুতে একভাগ শরীক হতে পারবে। তিনি বলেন, তামাত্তো হজ্জ কিছু সংখ্যক লোকের অপসন্দ হল। এমতাবস্থায় আমি রাত্রি বেলা স্বপ্নে দেখতে পেলাম, একটা লোক ঘোষণা করছে এবারের হজ্জ এবং এবারের মুত'আহ উভয়টি কবুল হয়েছে। আমি এরপর ইবনে আব্বাসের কাছে এসে তাঁকে সব কিছু বললে তিনি আল্লাহু আকবার বলে উঠলেন এবং বললেন, এটাই তো আবুল কাসেম (সঃ)–এর সুন্নাত। আদাম, ওয়াহ্‌ব ইবনে জারীর এবং গুনদার শো'বা থেকে এবারের হজ্জ ও এবারের মুত'আহ কবুল হয়েছে, শব্দের পরিবর্তে এবারের উমরা ও এবারের হজ্জ কবুল হয়েছে বর্ণনা করেছেন।

১০৩–অনুচ্ছেদ ঃ কোরবানীর জন্তুর পিঠে আরোহণ করা। আল্লাহর বাণীঃ

وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ

عَلَيْهَا صَوَافَّ فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوْا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ * لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا. وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوْا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ (سُوْرَةُ الحَجِّ - اٰيَات- ٣٦-٣٧)

'আর উটকে আমরা তোমাদের জন্য আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে শামিল করেছি। তোমাদের জন্য এতে কল্যাণ নিহিত আছে। সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো অবস্থায় এগুলোর উপর আল্লাহর নাম স্মরণ কর। (কোরবানীর পরে) এগুলোর পিঠ মাটি স্পর্শ করলে নিজেরাও খাও এবং যারা অভাবের মুখে হাত পাতে না এবং যারা হাত পাতে উভয় শ্রেণীর লোককেই খেতে দাও। এভাবে এসব জন্তুকে আমি তোমাদের অনুগত করে দিয়েছি, যেন তোমরা শুকরিয়া আদায় কর। এসব জন্তুর গোশত অথবা রক্ত আল্লাহর কাছে পৌছে না, বরং তোমাদের তাকওয়াই মাত্র তাঁর কাছে পৌছে। তিনি ঐসব জন্তুকে তোমাদের জন্য এভাবে অনুগত করেছেন, যাতে তার দেখানো পথে তোমরা তার মহত্ব ঘোষণা করতে পার। আর হে নবী! তুমি নেককারদেরকে সুসংবাদ দান কর" (হজ্জ ঃ ৩৬—৩৭)।

١٥٧٣. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى رَجُلاً يَسُوْقُ بُدْنَةً قَالَ ارْكَبْهَا فَقَالَ اِنَّهَا بُدْنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا فَقَالَ اِنَّهَا بُدْنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا وَيْلَكَ فِى الثَّانِيَةِ اَوْ فِى الثَّالِثَةِ.

১৫৭৩. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) এক ব্যক্তিকে কোরবানীর পশু (উট) টেনে নিয়ে যেতে দেখে বললেন, (এর পিঠে) আরোহণ করে নিয়ে যাও। লোকটি বললো, এটি কোরবানীর পশু। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, (এর পিঠে) আরোহণ কর। লোকটি এবারও বললো, এটি তো কোরবানীর পশু। এবার রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, তুমি (এর পিঠে) আরোহণ কর। দ্বিতীয় অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) তৃতীয় বার তিনি লোকটিকে বলেছিলেন, হে হতভাগা।

١٥٧٤. عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَاٰى رَجُلاً يَسُوْقُ بُدْنَةً فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ اِنَّهَا بُدْنَةٌ فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ اِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا ثَلٰثًا.

১৫৭৪. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) এক ব্যক্তিকে একটি কোরবানীর পশু টেনে নিয়ে যেতে দেখে বললেন, (এর পিঠে) আরোহণ করে নিয়ে যাও। লোকটি বললো, এটি তো কোরবানীর পশু। নবী (সঃ) বললেন, এর পিঠে সওয়ার হয়ে নিয়ে যাও। লোকটি আবার বললো, এটি তো কোরবানীর পশু। নবী (সঃ) বললেন, এর পিঠে সওয়ার হয়ে নিয়ে যাও। একথাটি তিনি তিনবার বললেন।

১০৪–অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি কোরবানীর পশু সংগে নিয়ে যায়।

١٥٧٥. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ تَمَتَّعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ وَاَهْدٰى فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْىَ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ وَبَدَاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ اَهَلَّ بِالْحَجِّ فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ اَهْدٰى فَسَاقَ الْهَدْىَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَّمْ يُهْدِ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ اَهْدٰى فَاِنَّهُ لاَ يَحِلُّ مِنْ شَيْئٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتّٰى يَقْضِىَ حَجَّهُ وَمَنْ لَّمْ يَكُنْ مِنْكُمْ اَهْدٰى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعَ اِلٰى اَهْلِهِ فَطَافَ حِيْنَ قَدِمَ مَكَّةَ وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ اَوَّلَ شَيْئٍ ثُمَّ خَبَّ ثَلٰثَةَ اَطْوَافٍ وَمَشٰى اَرْبَعًا فَرَكَعَ حِيْنَ قَضٰى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ فَاَتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ اَطْوَافٍ ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْئٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتّٰى قَضٰى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَاَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْئٍ حَرُمَ مِنْهُ وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَهْدٰى وَسَاقَ الْهَدْىَ مِنَ النَّاسِ . وَعَنْ عُرْوَةَ اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِى تَمَتُّعِهِ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَهُ بِمِثْلِ الَّذِىْ اَخْبَرَنِىْ سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১৫৭৫. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, বিদায় হজ্জে রসূলুল্লাহ (সঃ) হজ্জ ও উমরা একসাথে করে তামাত্তু হজ্জ আদায় করলেন। তিনি যুল–হুলাইফা নামক জায়গা থেকে কোরবানীর পশু সাথে নিয়ে গেলেন। সুতরাং সবাইকে তামাত্তু করার নির্দেশ দানের পর রসূলুল্লাহ (সঃ) উমরার জন্য তালবিয়া পাঠ করলেন এবং এরপর হজ্জের জন্য তালবিয়া পাঠ করলেন। এ দেখে লোকেরাও হজ্জের সাথে উমরার নিয়াত করে তামাত্তু আদায় করলো। কতেকে তাদের সাথে কোরবানীর পশু নিয়ে গিয়েছিল আবার কতেকে তা নেয়নি। নবী (সঃ) মক্কা পৌঁছে লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা যারা কোরবানীর পশু

সাথে এনেছ হজ্জ আদায় না করা পর্যন্ত কোন নিষিদ্ধ (হারাম) জিনিস তাদের জন্য হালাল নয়। আর তোমরা যারা কোরবানীর পশু সাথে আননি তারা বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা মারওয়ার সা'ঈ করে চুল কেটে ইহরাম খুলে ফেলো এবং (নতুন করে) হজ্জের ইহরাম বাঁধো। কিন্তু যারা কোরবানী দিতে পারবে না তারা হজ্জের মওসুমে তিনটি রোযা এবং বাড়ী ফিরে সাতটি রোযা রাখবে। সুতরাং হজ্জ সমাপনকালে নবী (সঃ) মক্কা পৌছে প্রথমেই হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করলেন এবং বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করলেন। তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রমল করলেন (শরীর হেলিয়ে দুলিয়ে দ্রুত চললেন) এবং অবশিষ্ট চার চক্করে স্বাভাবিক গতিতে চললেন। বায়তুল্লাহর তাওয়াফ শেষ করে তিনি মাকামে ইবরাহীমের পাশে দুই রাকাত নামায পড়লেন। নামায শেষে তিনি সাফা পাহাড়ে গেলেন এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাতবার সা'ঈ করলেন, অতঃপর হজ্জ সমাপন করে ইয়াওমুন নাহরে কোরবানী না করা পর্যন্ত ইহরাম অবস্থায় রইলেন। সেখান থেকে ফিরে এসে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করে ইহরাম খুললেন। তাই যেসব লোক তাদের সাথে কোরবানীর পশু নিয়ে গিয়েছিল তারাও রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে অনুসরণ করল।

১০৫-অনুচ্ছেদ ঃ (হজ্জে রওয়ানা হয়ে) পথিমধ্যে কোরবানীর পশু খরিদ করা।

١٥٧٦. عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ لِاَبِيْهِ اَقِمْ فَانِّى لاَ اٰمَنُهَا اَنْ سَتُصَدُّ عَنِ الْبَيْتِ قَالَ اِذَنْ اَفْعَلَ كَمَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فَاَنَا اُشْهِدُكُمْ اَنِّىْ قَدْ اَوْجَبْتُ عَلٰى نَفْسِىْ الْعُمْرَةَ فَاَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ قَالَ ثُمَّ خَرَجَ حَتّٰى اِذَا كَانَ بِالْبَيْدَاءِ اَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَقَالَ مَا شَانُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ اِلاَّ وَاحِدٌ ثُمَّ اشْتَرَى الْهَدْىَ مِنْ قُدَيْدٍ ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا فَلَمْ يَحِلَّ حَتّٰى اَحَلَّ مِنْهُمَا جَمِيْعًا .

১৫৭৬. নাফে (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ (র) তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ)-কে বললেন, আপনি এ বছর হজ্জে না গিয়ে আমাদের সাথে বাড়ীতে অবস্থান করুন। কেননা বায়তুল্লাহ থেকে আপনাকে ফিরিয়ে দেয়া হবে না (এ সময় আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের ও হাজ্জাজের মধ্যে সংঘর্ষ চলছিল) এ ব্যাপারে আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিতে পারছি না। একথা শুনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বললেন, এরূপ অবস্থা দেখা দিলে আমি তাই করব যা রসূলুল্লাহ (সঃ) করেছিলেন। তিনি আরো বললেনঃ (কুরআন মজীদে আছে) "তোমাদের অনুসরণের জন্য আল্লাহর রসূলের জীবনে উত্তম আদর্শ রয়েছে" (সূরা আহযাব)। সুতরাং আমি তোমাদেরকে সাক্ষী করে বলছি, এ বছর উমরা আদায় করাকে আমার জন্য ওয়াজিব করে নিয়েছি। তাই তিনি উমরার জন্য ইহরাম বাঁধলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তিনি রওয়ানা হলেন এবং বায়দা নামক জায়গায় পৌছে হজ্জ ও উমরা উভয়টির জন্য ইহরাম বেঁধে বললেন ঃ হজ্জ ও উমরার ব্যাপার তো

একই (অর্থাৎ একইভাবে তা আদায় করতে হয়)। এরপর কুদায়েদ নামক স্থান থেকে তিনি কোরবানীর পশু খরিদ করলেন এবং মক্কা আগমন করে হজ্জ ও উমরার জন্য একই তাওয়াফ করলেন, আর (হজ্জ ও উমরা) দু'টিই সমাধা না হওয়া পর্যন্ত ইহরাম খুললেন না।

১০৬–অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি যুল–হুলাইফা থেকে উটের কুঁজ যখম করে ও মালা বাঁধার পর ইহরাম বাঁধে। নাফে (রঃ) বলেছেন, ইবনে উমর (রা) মদীনা থেকে কোরবানীর জন্তু সাথে নিলে যুল–হুলাইফাতে পৌঁছে তা ইশ'আর ও তাকলীদ করতেন। উটকে কেবলামুখী করে বসিয়ে বড় ছুরি দিয়ে কুঁজের ডান পাশে আঘাত করতেন।

١٥٧٧. عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ قَالَا خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْحُدَيْبِيَّةِ فِى بِضْعِ عَشَرَةَ مِائَةً مِنْ اَصْحَابِهِ حَتَّى اِذَا كَانُوْا بِذِى الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ النَّبِيُّ ﷺ الْهَدْىَ وَاَشْعَرَهُ وَاَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ .

১৫৭৭. মিসওয়ার ইবনে মাখরামা ও মারওয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেছেন, নবী (সঃ) হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে এক হাজারেরও অধিক সাহাবা নিয়ে (মদীনা থেকে) যাত্রা করলেন। যুল–হুলাইফাতে উপনীত হয়ে নবী (সঃ) কোরবানীর পশু ইশ'আর (যখম করলেন) ও তাকলীদ (মালা) করলেন এবং উমরার ইহরাম বেঁধে নিলেন।

١٥٧٨. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ النَّبِيِّ ﷺ بِيَدَىَّ ثُمَّ قَلَّدَهَا وَاَشْعَرَهَا وَاَهْدَاهَا وَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْئٌ كَانَ اُحِلَّ لَهُ .

১৫৭৮. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) কোরবানীর পশুর কেলাদা আমি নিজ হাতে পাকিয়ে দিয়েছি। আর তিনি তা নিজ হাতে (কোরবানীর পশুর) গলায় বেঁধে ইশ'আর করে (মক্কায়) পাঠিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় যা তাঁর জন্য হালাল ছিল তা তিনি হারাম মনে করেননি। অর্থাৎ কোরবানীর পশু বা হাদী মক্কায় প্রেরণের পর ইহরামের বিধিনিষেধ তাঁর প্রতি আরোপিত হয়নি।

১০৭–অনুচ্ছেদ ঃ উট ও গরুর গলায় বাঁধার জন্য মালা পাকানো।

١٥٧٩. عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا شَانُ النَّاسِ حَلُّوْا وَلَمْ تَحِلَّ (تَحلل) اَنْتَ قَالَ اِنِّى لَبَّدْتُ رَاْسِىْ وَقَلَّدْتُ هَدْيِى وَلاَ اَحِلُّ حَتَّى اَحِلَّ مِنَ الْحَجِّ .

১৫৭৯. হাফ্সা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)–কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! কি ব্যাপার, লোকেরা যে সবাই ইহরাম খুলে ফেলেছে, অথচ

আপনি এখনও ইহরাম খুলছেন না? রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, আমি মাথার চুল জড়িয়ে নিয়েছি এবং কোরবানীর পশুর গলায় কিলাদা বেঁধেছি। সুতরাং হজ্জ সমাধা না করা পর্যন্ত ইহরাম খুলতে পারি না।

١٥٨٠. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُهْدِى مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِهِ ثُمَّ لاَ يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ .

১৫৮০. আয়েশা (রাঃ) থেকে বাণত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) মদীনা থেকে (মক্কায়) কোরবানীর পশু প্রেরণ করতেন, আর আমি তার গলায় বাঁধার জন্য মালা পাকাতাম। কিন্তু এগুলো প্রেরণ করার পর ইহ্‌রামধারী ব্যক্তির যা যা বর্জন করতে হয় তিনি তা বর্জন করতেন না।

১০৮–অনুচ্ছেদ ঃ কোরবানীর পশুকে ইশ'আর করা। উরওয়া (রঃ) মিসওয়ার (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) কোরবানীর পশুকে তাকলীদ ও ইশ'আর করেছেন এবং তারপর উমরা আদায়ের জন্য ইহরাম বেঁধেছেন।

١٥٨١. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْيِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ اَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا اَوْ قَلَّدْتُهَا ثُمَّ بَعَثَ بِهَا اِلَى الْبَيْتِ وَاَقَامَ بِالْمَدِيْنَةِ فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْئٌ كَانَ لَهُ حِلٌّ .

১৫৮১. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ)–এর কোরবানীর পশুর কিলাদা আমি পাকিয়েছি। পরে নবী (সঃ) পশুকে ইশ'আর করে গলায় কিলাদা বেঁধেছেন অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) আমি বেঁধেছি। অতঃপর ঐ পশুগুলোকে তিনি বায়তুল্লাহর দিকে প্রেরণ করে মদীনায় অবস্থান করেছেন এবং হালাল কোন জিনিসকে নিষিদ্ধ মনে করেননি।

১০৯–অনুচ্ছেদ ঃ নিজ হাতে কিলাদা পাকানো ও বাঁধা।

١٥٨٢. عَنْ زِيَادِ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ كَتَبَ اِلٰى عَائِشَةَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ مَنْ اَهْدٰى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتّٰى يُنْحَرَ هَدْيُهُ قَالَتْ عَمْرَةُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَنَا فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْيِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِيَدَىَّ ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدَيْهِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ اَبِى فَلَمْ يَحْرُمْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَيْئٌ اَحَلَّهُ اللّٰهُ لَهُ حَتّٰى نُحِرَ الْهَدْىُ .

১৫৮২. যিয়াদ ইবনে আবু সুফিয়ান থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রাঃ)–র নিকট এই বলে পত্র লিখেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোরবানীর জন্তু (মক্কায়) প্রেরণ করলো, তা কোরবানী না করা পর্যন্ত ঐ ব্যক্তির জন্য ঐ সব কাজ করা হারাম যা হাজ্জীদের জন্য হারাম। বর্ণনাকারী আমরাহ (রঃ) বলেনঃ (পত্র পেয়ে) আয়েশা (রাঃ) বললেন, ইবনে আব্বাস যা বলেছেন প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। আমি নিজ হাতে রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর কোরবানীর পশুর কিলাদা পাকাতাম, আর রসূলুল্লাহ (সঃ) নিজ হাতে তা পশুর গলায় লটকিয়ে আমার পিতার সাথে (মক্কায়) প্রেরণ করেছেন। কিন্তু এর পরেও তা কোরবানী না করা পর্যন্ত আল্লাহর হালাল করা কোন জিনিস রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর প্রতি হারাম হয়নি (অর্থাৎ কোরবানীর পশু প্রেরণের পর তিনি ইহরামধারীদের মত আচরণ না করে স্বাভাবিকভাবেই জীবনযাপন করেছেন)।

১১০–অনুচ্ছেদ ঃ বকরীর গলায় কিলাদা লটকানো।

١٥٨٣. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَهْدَى النَّبِيُّ ﷺ مَرَّةً غَنَمًا.

১৫৮৩. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) এক সময় একটি বকরী কোরবানীর জন্য (মক্কায়) প্রেরণ করেছিলেন।

١٥٨٤. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَفْتِلُ الْقَلاَئِدَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَيُقَلِّدُ الْغَنَمَ وَيُقِيْمُ فِىْ اَهْلِهِ حَلاَلاً.

১৫৮৪. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী (সঃ)–এর কিলাদা পাকিয়ে প্রস্তুত করতাম। তিনি সেগুলো বকরীর গলায় লটকিয়ে (কোরবানীর জন্য হেরেমে পাঠিয়ে) দিতেন এবং নিজে পরিবার–পরিজনদের মধ্যে বাড়ীতে ইহরাম ছাড়াই অবস্থান করতেন। অর্থাৎ ইহরাম বাঁধলে যেসব বিধিনিষেধ মেনে চলতে হয় তা তিনি মানতেন না।

١٥٨٥. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَفْتِلُ قَلاَئِدَ الْغَنَمِ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَيَبْعَثُ بِهَا ثُمَّ يَمْكُثُ حَلاَلاً.

১৫৮৫. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী (সঃ)–এর বকরীর জন্য কিলাদা পাকাতাম। তিনি সেগুলোকে (কোরবানীর পশু) হেরেমে (মক্কায়) প্রেরণ করে নিজে ইহরাম ছাড়াই বাড়ীতে অবস্থান করতেন।

١٥٨٦. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَتَلْتُ لِهَدْىِ النَّبِيِّ ﷺ تَعْنِى الْقَلاَئِدَ قَبْلَ اَنْ يُحْرِمَ.

১৫৮৬. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) ইহরাম বাঁধার পূর্বে আমি তাঁর কোরবানীর জন্তুর জন্য কিলাদা পাকিয়ে দিয়েছি।

১১১–অনুচ্ছেদ ঃ পশম বা তুলার কিলাদা (মালা)।

১٥٨٧. عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ فَتَلْتُ قَلَائِدَهَا مِنْ عِهْنٍ كَانَ عِنْدِى .

১৫৮৭. উম্মুল মু'মিনান আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আমার কাছে রাখা তুলা দিয়ে কোরবানীর পশুর কিলাদা (মালা) পাকিয়ে দিয়েছি।

১১২–অনুচ্ছেদ ঃ কোরবানীর পশুর গলায় জুতার মালা লটকানো।

١٥٨٨. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً يَسُوْقُ بُدْنَةً فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ اِنَّهَا بُدْنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ رَاكِبَهَا يُسَايِرُ النَّبِىَّ ﷺ وَالنَّعْلُ فِىْ عُنُقِهَا -

১৫৮৮. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর নবী (সঃ) এক ব্যক্তিকে একটি কোরবানীর পশু টেনে নিয়ে যেতে দেখে বললেনঃ এর পিঠে আরোহণ করে যাও। সে বললো, এটি তো কোরবানীর পশু। তিনি (সঃ) বললেন, তাতে কি, এর ওপর আরোহণ করো। বর্ণনাকারী আবু হুরাইরা বলেন ঃ আমি ঐ ব্যক্তিকে ঐ পশুটির পিঠে সওয়ার হয়ে এমনভাবে যেতে দেখেছি যে, নবী (সঃ) এর সাথে সাথে চলছিলেন। তখন জন্তুটির গলায় জুতার মালা লটকানো ছিল।

১১৩–অনুচ্ছেদ ঃ কোরবানীর পশুকে আচ্ছাদন পরানো। ইবনে উমর (রাঃ) কুঁজের কাছে আচ্ছাদন ফেড়ে দুই ভাগ করে দিতেন। তবে কোরবানী করার সময় তিনি তা এ আশংকায় খুলে নিতেন যে, রক্ত রঞ্জিত হয়ে তা খারাপ হয়ে যাবে। পরে অবশ্য তিনি তা সদকা করে দিতেন।

١٥٨٩. عَنْ عَلِىٍّ قَالَ اَمَرَنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ اَتَصَدَّقَ بِجِلَالِ الْبُدْنِ الَّتِى نَحَرْتُ وَبِجُلُوْدِهَا .

১৫৮৯. আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) কোরবানী করার পর আমাকে কোরবানীর পশুর আচ্ছাদন ও চামড়া সদকা করে দেয়ার আদেশ করেছেন।

১১৪–অনুচ্ছেদঃ রাস্তা থেকে পশু খরিদ করা এবং তার গলায় কিলাদা (মালা) লটকানো।

١٥٩٠. عَنْ نَافِعٍ قَالَ اَرَادَ ابْنُ عُمَرَ الْحَجَّ عَامَ حَجَّةِ الْحَرُوْرِيَّةِ فِى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ وَنَخَافُ اَنْ يَصُدُّوْكَ فَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اِذَنْ اَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أُشْهِدُكُمْ أَنِّيْ قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً حَتّٰى كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ مَا شَانُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلاَّ وَاحِدٌ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ جَمَعْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَةٍ وَأَهْدٰى هَدْيًا مُقَلَّدًا اشْتَرَاهُ حِيْنَ قَدِمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَزِدْ عَلٰى ذٰلِكَ وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْئٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتّٰى يَوْمِ النَّحْرِ فَحَلَقَ وَنَحَرَ وَرَاٰى اَنْ قَدْ قَضٰى طَوَافَهُ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الْاَوَّلِ ثُمَّ قَالَ كَذٰلِكَ صَنَعَ النَّبِيُّ

১৫৯০. নাফে (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (আবদুল্লাহ) ইবনে যুবয়েরের খেলাফত কালে যে বছর খারেজীরা হজ্জ আদায়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, সে বছর (আবদুল্লাহ) ইবনে উমরও হজ্জ আদায়ের ইচ্ছা করলে তাকে বলা হল–এ বছর (লোকদের মধ্যে) যুদ্ধ সংঘটিত হতে যাচ্ছে। আর আমাদের আশংকা যে, তারা আপনাকে বাধা প্রদান করবে। এসব কথা শুনে তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে উমর) বললেন ঃ (কুরআন মজীদে বলা হয়েছে) "তোমাদের অনুসরণের জন্য আল্লাহর রসূলের জীবনে উত্তম আদর্শ রয়েছে" (সূরা আহযাব)। রসূলুল্লাহ (সঃ) (এরূপ ক্ষেত্রে) যা করেছিলেন আমিও তাই করব। আমি তোমাদের সাক্ষী রেখে ঘোষণা করছি যে, আমি নিজের প্রতি উমরা আদায় করা ওয়াজিব করে নিয়েছি। অতঃপর হজ্জে যাত্রা করে তিনি বায়দা নামক প্রান্তরে উপনীত হয়ে বললেন, হজ্জ আর উমরার অবস্থা তো একই অর্থাৎ একই নিয়মে আদায় করতে হয়। আমি তোমাদের সাক্ষী করে বলছি, আমি হজ্জকে উমরার সাথে একত্র করলাম। এরপর তিনি খরিদ করা মালা পরিহিত কোরবানীর পশু সাথে নিয়ে চললেন আর মক্কায় পৌছে তিনি বায়তুল্লাহ ও সাফা মারওয়ার তাওয়াফ করলেন, এ ক্ষেত্রে কোন কিছু অতিরিক্ত করলেন না বা কোরবানীর দিন আসা পর্যন্ত ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ এমন কোন কাজকে হালাল হিসেবে গণ্য করলেন না। (কোরবানীর দিন) তিনি মাথা মুন্ডন করেন ও কোরবানী করলেন এবং মনে করলেন প্রথম তাওয়াফের দ্বারাই হজ্জ ও উমরা উভয়টির জন্য তাওয়াফ সম্পূর্ণ করেছেন। এভাবে সবকিছু করার পর তিনি বললেন, নবী (সঃ) এরূপই করেছেন।

১১৫–অনুচ্ছেদঃ স্ত্রীদের অনুমতি ছাড়াই তাদের পক্ষ থেকে গরু কোরবানী করা।

١٥٩١. عَنْ عَائِشَةَ تَقُوْلُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِخَمْسٍ بَقِيْنَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ لاَ نُرٰى إِلاَّ الْحَجَّ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَّمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ وَسَعٰى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَّحِلَّ قَالَتْ فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ مَا هٰذَا قَالَ نَحَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ .

১৫৯১. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যুল–কা'দাহ মাসের পাঁচ দিন অবশিষ্ট থাকতে আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর সাথে মদীনা থেকে যাত্রা করলাম। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল হজ্জ আদায় করা। আমরা মক্কার নিকটবর্তী হলে রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের এই মর্মে নির্দেশ দিলেন যে, যার সাথে কোরবানীর জানোয়ার নেই বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা মারওয়ার মধ্যে সা'ঈ করার পর সে যেন ইহরাম খুলে ফেলে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, কোরবানীর দিন আমাদের কাছে গরুর গোশত আনা হলে আমি জিজ্ঞেস করলাম, একি? লোকেরা বলল, রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর স্ত্রীদের পক্ষ থেকে কোরবানী করেছেন (তারই গোশত)।

১১৬–অনুচ্ছেদ : মিনাতে নবী (সঃ)–এর কোরবানীর জায়গায় কোরবানী করা।

١٥٩٢. عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَنْحَرُ فِى الْمَنْحَرِ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ مَنْحَرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১৫৯২. নাফে (রঃ) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) কোরবানী করার স্থানে কোরবানী করতেন। 'উবায়দুল্লাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন, অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর কোরবানী করার জায়গায় কোরবানী করতেন।[১৭]

١٥٩١. عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ مِنْ جَمْعٍ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ حَتّٰى يُدْخَلَ بِهِ مَنْحَرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَعَ حُجَّاجٍ فِيْهِمُ الْحُرُّ وَالْمَمْلُوْكُ.

১৫৯৩. নাফে (রঃ) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমর (রাঃ) মুযদালিফা থেকে শেষ রাতের দিকে হাজ্জীদের দলের সাথে, যার মধ্যে স্বাধীন ও কৃতদাসও শামিল ছিল, নিজ কোরবানীর পশু পাঠিয়ে দিতেন। যাতে তা রসূলুল্লাহ (সঃ) যেখানে কোরবানী করতেন সেখানে পৌঁছে যায়।

১১৭–অনুচ্ছেদ : নিজ হাতে কোরবানী করা।

١٥٩٤. عَنْ اَنَسٍ وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ قَالَ وَنَحَرَ النَّبِىُّ ﷺ بِيَدِهِ سَبْعَةَ بُدْنٍ قِيَامًا وَضَحّٰى بِالْمَدِيْنَةِ كَبْشَيْنِ اَمْلَحَيْنِ اَقْرَنَيْنِ مُخْتَصَرًا .

১৫৯৪. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি হাদীসটি সংক্ষিপ্ত করে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) নিজ হাতে সাতটি উট দাঁড় করিয়ে কোরবানী করেছেন এবং মদীনাতে দু'টি সাদা কালো মিশ্রিত ও শিং বিশিষ্ট মেষ কোরবানী করেছেন।

---

১৭. মিনার সবটাই কোরবানীর জায়গা। এর যে কোন জায়গায় কেউ কোরবানী করলে তা আদায় হয়ে যাবে। তবে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর সুন্নাত পালনের পক্ষপাতী ছিলেন। আর এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সঃ) যেখানে কোরবানী (যবেহ) করেছিলেন ঠিক সেখানেই তিনি কোরবানী করেছেন।

১১৮—অনুচ্ছেদ ঃ উটকে (রশি দ্বারা) বেঁধে কোরবানী করা।

١٥٩٥. عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ اَنَاخَ بُدْنَتَهُ يَنْحَرُهَا قَالَ ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ.

১৫৯৫. যিয়াদ ইবনে জুবায়ের (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি দেখেছি ইবনে উমর (রাঃ) এক ব্যক্তির কাছে গেলেন যে তার উটকে কোরবানী করার জন্য বসিয়েছিল। তিনি তাকে বললেন, দাঁড় করিয়ে (পা) বেঁধে কোরবানী কর। এটিই মুহাম্মাদ (সঃ)–এর সুন্নাত।

১১৯—অনুচ্ছেদঃ উটকে দাঁড় করিয়ে কোরবানী করা। ইবনে উমর (রাঃ) বলেছেন, এটিই মুহাম্মাদ (সঃ)—এর সুন্নাত। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, (কুরআন মজীদে উল্লেখিত) সাওয়াফফা শব্দের অর্থ হলঃ দাঁড়ানো অবস্থায়।

١٥٩٦. عَنْ اَنَسٍ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ بِالْمَدِيْنَةِ اَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ فَبَاتَ بِهَا فَلَمَّا اَصْبَحَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَجَعَلَ يُهَلِّلُ وَيُسَبِّحُ فَلَمَّا عَلاَ عَلَى الْبَيْدَاءِ لَبَّى بِهِمَا جَمِيْعًا فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ اَمَرَهُمْ اَنْ يَحِلُّوا وَنَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ سَبْعَةَ بُدْنٍ قِيَامًا وَضَحَّى بِالْمَدِيْنَةِ كَبْشَيْنِ اَمْلَحَيْنِ اَقْرَنَيْنِ.

১৫৯৬. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা রওয়ানা হওয়ার সময় নবী (সঃ) মদীনাতে যোহরের নামায চার রাকাত এবং যুল–হুলাইফাতে আসরের নামায দুই রাকাত আদায় করে সেখানেই রাত যাপন করেন। ভোর হলে তিনি সওয়ারীতে আরোহণ করলেন এবং তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) ও তাসবীহ পাঠ শুরু করলেন। পরে বায়দার উচ্চভূমিতে আরোহণ করলে (হজ্জ ও উমরা) উভয়টির জন্য তালবিয়া ও তাসবীহ পাঠ করলেন এবং মক্কাতে প্রবেশ করে লোকদের (তাওয়াফ ও সাঈ করে) ইহরাম খুলতে আদেশ দিলেন। এই হজ্জে নবী (সঃ) সাতটি উট দাঁড় করিয়ে নিজ হাতে কোরবানী করলেন। আর মদীনাতে তিনি দু'টি সাদা কালো মিশ্রিত রংয়ের ও বড় বড় শিং বিশিষ্ট মেষ কোরবানী করেছিলেন।

١٥٩٧. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ بِالْمَدِيْنَةِ اَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ وَعَنْ اَيُّوْبَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ثُمَّ بَاتَ حَتَّى اَصْبَحَ فَصَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ حَتَّى اِذَا اسْتَوَتْ بِهِ الْبَيْدَاءَ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ.

১৫৯৭. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) হজ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার পূর্বে মদীনাতে যোহরের নামায চার রাকাত আদায় করেছিলেন এবং যুল-হুলাইফাতে পৌঁছে 'আসরের নামায দুই রাকাত পড়েছিলেন। আর আইয়ূব (রঃ) এক ব্যক্তির মাধ্যমে আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এরপর তিনি (সঃ) সেখানে রাত যাপন করলেন। ভোর হলে তিনি ফজরের নামায আদায় করে সওয়ারীতে আরোহণ করলেন। সওয়ারী বায়দা নামক জায়গায় পৌঁছলে তিনি উমরা ও হজ্জ উভয়টির নিয়াত করে তালবিয়া পাঠ করলেন।

১২০–অনুচ্ছেদ ঃ কোরবানীর পশুর কোন কিছুই কশাইকে দেয়া যাবে না।

١٥٩٨. عَنْ عَلِيٍّ قَالَ بَعَثَنِىْ النَّبِىُّ ﷺ فَقُمْتُ عَلَى الْبُدْنِ فَأَمَرَنِىْ فَقَسَمْتُ لُحُوْمَهَا ثُمَّ اَمَرَنِى فَقَسَمْتُ جِلاَلَهَا وَجُلُوْدَهَا وَقَالَ سُفْيَانُ حَدَّثَنِى عَبْدُ الْكَرِيْمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى لَيْلَىْ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ اَمَرَنِى النَّبِىُّ ﷺ اَنْ اَقُوْمَ عَلَى الْبُدْنِ وَلاَ اُعْطِىَ عَلَيْهَا شَيْئًا فِى جِزَارَتِهَا .

১৫৯৮. আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) আমাকে পাঠালে আমি গিয়ে কোরবানীর পশুর কাছে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে বন্টন করতে নির্দেশ দিলে আমি সমস্ত গোশত বন্টন করে দিলাম। তিনি আবার নির্দেশ দিলে জিন ও চামড়া বন্টন করে দিলাম। সুফিয়ান, আবদুল করীম, মুজাহিদ, আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলার মাধ্যমে আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আলী) বলেছেন, নবী (সঃ) আমাকে কোরবানীর পশুর পাশে দাঁড়াতে এবং তা থেকে কশাইকে পারিশ্রমিক বাবদ কিছু না দিতে আদেশ করলেন।

১২১–অনুচ্ছেদ ঃ কোরবানীর পশুর চামড়া সদকা করে দিতে হবে।

١٥٩٩. عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمَرَهُ اَنْ يَّقُوْمَ عَلٰى بُدْنِه وَاَنْ يَّقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُوْمَهَا وَجُلُوْدَهَا وَجِلاَلَهَا وَلاَ يُعْطِى فِىْ جِزَارَتِهَا شَيْئًا .

১৫৯৯. আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) তাঁকে নিজের কোরবানীর পশুর পাশে থাকতে, তার সমস্ত গোশত, চামড়া ও জিন বন্টন করে দিতে বলেছেন এবং (কশাইকে) পারিশ্রমিক হিসেবে তার গোশত থেকে না দিতে আদেশ করেছেন।

১২২–অনুচ্ছেদ ঃ কোরবানীর পশুর জিন ইত্যাদি সদকা করে দিতে হবে।

١٦٠٠. عَنْ عَلِيٍّ قَالَ اَهْدَى النَّبِىُّ ﷺ مِائَةَ بُدْنَةٍ فَاَمَرَنِى بِلُحُوْمِهَا فَقَسَمْتُهَا ثُمَّ اَمَرَنِى بِجِلاَلِهَا فَقَسَمْتُهَا ثُمَّ بِجُلُوْدِهَا فَقَسَمْتُهَا .

১৬০০. আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একবার নবী (সঃ) একশত উট কোরবানী করে আমাকে তার গোশত বন্টন করতে বললে আমি গোশত বন্টন করে দিলাম। তিনি জিনসমূহও বন্টন করে দিতে বললে সেগুলোও বন্টন করে দিলাম। সর্বশেষে চামড়াগুলো বন্টন করে দিতে বললে সেগুলোও বন্টন করে দিলাম।

وَاِذْ بَوَّانَا لِاِبْرٰهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لاَّ تُشْرِكْ بِىْ شَيْئًا وَّطَهِّرْ بَيْتِىَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْقَائِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ * وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالاً وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ * لِيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوْا اسْمَ اللّٰهِ فِىْ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوْا الْبَائِسَ الْفَقِيْرَ * ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ * ذٰلِكَ وَمَنْ يُّعَظِّمْ حُرُمٰتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِنْدَ رَبِّهِ

(سُورة الحج – ايات – ٢٦–٣٠)

১২৩–অনুচ্ছেদ ঃ "সেই সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন আমি ইবরাহীমকে এ ঘরের (খানায়ে কা'বা) জায়গা নির্দেশ করে দিলাম এবং সংগে সংগে এ হেদায়াতও দিলাম যে, আমার সাথে অন্য কিছু শরীক কর না। আর যারা তাওয়াফ করে, অবস্থান করে এবং নামায পড়ে তাদের জন্য আমার এ ঘরকে পবিত্র রাখ। আর হজ্জের জন্য লোকদের মধ্যে ঘোষণা প্রদান কর, যাতে তারা তোমাদের কাছে দূরদূরান্ত থেকে পায়ে হেঁটে এবং উটের পিঠে আরোহণ করে আসে এবং ঐ সব কল্যাণ স্বচক্ষে দেখতে পায় যা এখানে তাদের জন্য রয়েছে। আর কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনে তাদেরকে দেওয়া চতুষ্পদ জন্তুগুলোর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করবে। তারপর তা থেকে নিজেরাও খাবে এবং দরিদ্র–অভাবীদেরকেও খেতে দেবে। তারপর নিজের ময়লা আবর্জনা দূরীভূত করবে। তাদের নজর পূর্ণ করবে এবং এ প্রাচীন ঘরের তাওয়াফ করবে। এগুলোই হলো (কা'বা নির্মাণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য)। আর যারা আল্লাহর নিষেধের মর্যাদা দেবে তবে তা তাদের প্রভুর কাছে তাদের নিজেদের জন্যই কল্যাণকর" (হজ্জ ঃ ২৬–৩০)।

কোরবানীর গোশত কি পরিমাণ নিজে খাবে এবং কি পরিমাণ সদকা করবে তার বিধিনিষেধ। উবায়দুল্লাহ (রঃ) বলেছেন, নাফে (রঃ) ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইহরাম অবস্থায় কোন প্রাণী শিকার করলে ক্ষতিপূরণ হিসেবে যে কোরবানী দিতে হয় এবং নজর বা মানতের জন্য যে কোরবানী দেয়া হয় তার গোশত নিজে খেতে পারবে না, এছাড়া অন্যান্য কোরবানীর গোশত খেতে পারবে। আর আতা (রঃ) বলেছেন, তামাত্তুর জন্য প্রদত্ত কোরবানীর গোশত নিজেও খেতে পারবে, অপরকেও খাওয়াতে পারবে।

١٦٠١. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ كُنَّا لاَ نَاكُل مِنْ لُحُوْمِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلٰثٍ مِنًى فَرَخَّصَ لَنَا النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ كُلُوْا وَتَزَوَّدُوْا فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدنَا قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ اَقَالَ حَتّٰى جِئْنَا الْمَدِيْنَةَ قَالَ لاَ.

১৬০১. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মিনাতে আমরা আমাদের কোরবানীর গোশত তিন দিনের বেশী খেতাম না। নবী (সঃ) আমাদেরকে এ ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করে বললেন, খাও এবং সঞ্চিত করেও রাখ। তাই আমরা তা থেকে খেলাম এবং জমা করেও রাখলাম। বর্ণনাকারী ইবনে জুরায়েজ বলেন, আমি আতাকে জিজ্ঞেস করলাম, জাবের (রাঃ) কি এ কথা বলেছিলেন যে, এমনকি আমরা মদীনায় পৌছে গেলাম (অর্থাৎ ঐ জমা করা গোশত ফুরিয়ে না যেতেই আমরা মদীনা পৌছলাম)? জবাবে আতা বললেন, না।[৩১]

١٦٠٢. عَنْ عَائِشَةَ تَقُوْلُ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ لِخَمْسٍ بَقِيْنَ مِنْ ذِى الْقَعْدَةِ وَلاَ نَرٰى الاَّ الْحَجَّ حَتّٰى اذَا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ اذَا طَافَ بِالْبَيْتِ اَنْ يَحِلَّ قَالَتْ عَائِشَةُ فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ مَا هٰذَا فَقِيْلَ ذَبَحَ النَّبِىُّ ﷺ عَنْ اَزْوَاجِهِ.

১৬০২. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যুল-কাদাহ মাসের পাঁচ দিন অবশিষ্ট থাকতে আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে (হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে) যাত্রা করলাম। আর একমাত্র হজ্জ আদায় করা ছাড়া আমাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। এভাবে আমরা মক্কার নিকটবর্তী হলে রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের বললেন, তোমাদের মধ্যে যার সাথে কোরবানীর পশু নেই, সে যেন বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করার পর ইহরাম খুলে ফেলে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, অতঃপর কোরবানীর দিন আমাদের কাছে গরুর গোশত পাঠিয়ে দেয়া হলে আমি বললাম, একি (গরুর গোশত কোথা থেকে আসলো)? বলা হলো, রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর স্ত্রীদের পক্ষ থেকে কোরবানী করেছেন। ইয়াহ্ইয়া (ইবনে সাঈদ) বর্ণনা করেছেন, আমি কাসেম (ইবনে মুহাম্মাদ)-এর নিকট হাদীসটি বর্ণনা করলে তিনি বললেন, বর্ণনাকারী (আমরাহ বিনতে আবদুর রহমান) হাদীসটি যথার্থভাবেই তোমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন।

---

৩১. তিন দিনের পর কোরবানীর গোশত খাওয়া বা জমা করে রাখা সব ইমামদের মতে জায়েয হলেও জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে পদক্ষেপ নিতে হবে। সমাজের বেশীর ভাগ মানুষ কোরবানী করতে না পারলে তাদের পর্যন্ত গোশত পৌছানো ধনবানদের কর্তব্য এবং এই পরিস্থিতিতে তিন দিনের অধিককাল গোশত জমিয়ে রাখা উচিৎ নয়-(সম্পা.)।

১২৪–অনুচ্ছেদ ঃ মাথা মুড়ানোর আগেই কোরবানী করা।

١٦٠٣. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَمَّنْ حَلَقَ قَبْلَ اَنْ يَّذْبَحَ وَنَحْوِهِ قَالَ لاَ حَرَجَ لاَ حَرَجَ .

১৬০৩. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি কোরবানীর পশু যবেহ করার পূর্বেই মাথা মুড়িয়ে নিল অথবা উল্টাপাল্টা অনুরূপ কোন কাজ করলো তার সম্পর্কে নবী (সঃ)–কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, এতে কোন দোষ নেই, এতে কোন দোষ নেই।৩২

١٦٠٤. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ زُرْتُ قَبْلَ اَنْ اَرْمِيَ قَالَ لاَ حَرَجَ قَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ اَنْ اَذْبَحَ قَالَ لاَ حَرَجَ قَالَ ذَبَحْتُ قَبْلَ اَنْ اَرْمِيَ قَالَ لاَ حَرَجَ .

১৬০৪. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ)–কে এক ব্যক্তি বললো, আমি কংকর মারার আগেই (খানায়ে কা'বার) যিয়ারত করে ফেলেছি। নবী (সঃ) বললেন, তাতে দোষ নেই। সে লোকটি বললো, কোরবানী করার আগেই আমি মাথা মুড়িয়ে ফেলেছি। তিনি (সঃ) বললেন, দোষ নেই। লোকটি আবার বললো, কংকর মারার আগেই আমি কোরবানী করে ফেলেছি। তিনি (সঃ) বললেন, এতেও কোন দোষ নেই।

١٦٠٥. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ رَمَيْتُ بَعْدَ مَا اَمْسَيْتُ فَقَالَ لاَ حَرَجَ فَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ اَنْ اَنْحَرَ قَالَ لاَ حَرَجَ .

১৬০৫. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ)–কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, সন্ধ্যা হওয়ার পর আমি কংকর মেরেছি। নবী (সঃ) বললেনঃ কোন দোষ নেই। সে পুনরায় বললো, কোরবানী করার আগেই আমি মাথা মুড়িয়েছি। তিনি জবাবে বললেন, এতেও কোন দোষ নেই।

١٦٠٦. عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى قَالَ قَدِمْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ اَحَجَجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِمَا اَهْلَلْتَ قُلْتُ لَبَّيْكَ بِاهْلاَلٍ كَاهْلاَلِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اَحْسَنْتَ اِنْطَلِقْ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

৩২. হজ্জের কাজগুলো—কংকর নিক্ষেপ, কোরবানী করা, মাথা কামানো ও তাওয়াফে যিয়ারত করা। এগুলোর তরতীব ঠিক না থাকলেও গোনাহ হবে না। তবে হানাফী মাযহাব মতে নিয়মের ব্যতিক্রমের দরুন ক্ষতিপূরণ স্বরূপ একটি পশু কোরবানী দিতে হবে।

ثُمَّ اَتَيْتُ امْرَاَةً مِنْ نِسَاءِ بَنِى قَيْسٍ فَفَلَتْ رَاْسِى ثُمَّ اَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ فَكُنْتُ اُفْتِى بِهِ النَّاسَ حَتَّى خِلاَفَةِ عُمَرَ فَذَكَرْتُهُ لَهُ فَقَالَ اِنْ نَاْخُذْ بِكِتَابِ اللّٰهِ فَاِنَّهُ يَاْمُرُنَا بِالتَّمَامِ وَاِنْ نَاْخُذْ بِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ .

১৬০৬. আবূ মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে গেলাম। সে সময় তিনি বাত্‌হা নামক জায়গাতে ছিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি হজ্জ করার সংকল্প করেছ? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, কিসের জন্য (হজ্জের না উমরার) ইহরাম বেঁধেছ? আমি বললাম, নবী (সঃ)-এর ন্যায় ইহরাম বেঁধে তালবিয়া পড়েছি। (এসব কথা শুনে) তিনি (সঃ) বললেন, উত্তম করেছ। এখন গিয়ে বায়তুল্লাহ ও সাফা মারওয়ার তাওয়াফ কর। সুতরাং আমি (তাওয়াফ সমাধা করে) এরপর বনী কায়েস গোত্রের একজন মহিলার কাছে গেলাম। সে আমার মাথার উকুন বেছে দিল। এরপর আমি হজ্জের ইহরাম বেঁধে হজ্জ সমাধা করলাম। সেই সময় থেকে উমরের খেলাফতকাল পর্যন্ত আমি লোকদের এভাবে উমরা ও হজ্জ আদায় করতে ফতোয়া দিয়েছি। (উমরের সময়ে) একদিন তাঁকে আমি বিষয়টি বললে তিনি বলেন, যদি আমরা আল্লাহর কিতাবের হুকুম আঁকড়ে ধরতে চাই, তবে তা আমাদেরকে পূর্ণ করার নির্দেশ প্রদান করে, আর যদি রসূলুল্লাহর সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরতে চাই তা হলে দেখি যে, কোরবানীর পশু হেরেমে না পৌঁছা পর্যন্ত তিনি ইহরাম খুলেননি।

১২৫-অনুচ্ছেদ ঃ ইহরামের সময় মাথার চুল জড়িয়ে নেয়া এবং ইহরাম খুলে মাথা মুড়িয়ে নেয়া।

١٦٠٧. عَنْ حَفْصَةَ اَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا شَاْنُ النَّاسِ حَلُّوْا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ اَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ اِنِّى لَبَّدْتُ رَاْسِى وَقَلَّدْتُ هَدْيِى فَلاَ اَحِلُّ حَتَّى اَنْحَرَ .

১৬০৭. হাফসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! উমরা সমাধা করে লোকেরা সবাই ইহরাম খুলে ফেললো, কিন্তু আপনি উমরা শেষ করেও ইহরাম খুলছেন না? জবাবে তিনি বললেন, আমি তালবীদ করেছি অর্থাৎ আমার মাথার চুল জড়িয়ে নিয়েছি এবং কোরবানীর পশুর গলায় কিলাদা লটকিয়ে দিয়েছি। সুতরাং কোরবানী করার আগে এখন আর আমি ইহরাম খুলতে পারি না।

১২৬-অনুচ্ছেদ ঃ ইহরাম খোলার সময় মাথা মুড়িয়ে ফেলা বা চুল ছেঁটে ফেলা।

١٦٠٨. عَنْ نَافِعٍ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ حَلَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَجَّتِهِ .

১৬০৮. নাফে (রঃ) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমর (রাঃ) বলতেন, হজ্জ আদায়ের সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর মাথা মুড়িয়েছিলেন।

١٦٠٩. عَن عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَللّٰهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَللّٰهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِىْ نَافِعٌ رَحِمَ اللّٰهُ الْمُحَلِّقِيْنَ مَرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ قَالَ وَقَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِىْ نَافِعٌ وَقَالَ فِى الرَّابِعَةِ وَالْمُقَصِّرِيْنَ .

১৬০৯. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) এই বলে দোআ করলেনঃ হে আল্লাহ্! মাথা মুন্ডনকারীদের (যারা মাথার চুল মুড়িয়ে নেয়) প্রতি রহমত বর্ষণ কর। লোকেরা বললো, হে আল্লাহর রসূল। মাথার চুল কর্তনকারীদের (যারা মাথার চুল কেটে ছোট করে নেয়) প্রতিও (আল্লাহর রহমত হওয়ার জন্য বলুন)। তিনি (সঃ) বললেনঃ হে আল্লাহ! মাথা মুন্ডনকারীদের প্রতি তোমার রহমত বর্ষণ কর। সবাই বললো, হে আল্লাহর রসূল! চুল কর্তনকারীদের প্রতিও। তখন তিনি বললেনঃ আর চুল কর্তনকারীদের প্রতিও (রহমত বর্ষণ করুন)। লাইস (রঃ) বলেন, আমাকে নাফে (রঃ) বলেছেন, "আল্লাহ মাথা মুন্ডনকারীদের প্রতি করুণা করুন" কথাটি তিনি (সঃ) এক বা দুই বার বলেছেন। রাবী বলেন, উবায়দুল্লাহ (রঃ) নাফে (রঃ)–এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি (সঃ) চতুর্থ বারে বলেছেনঃ "যারা চুল ছোট করেছে তাদের প্রতিও"।

١٦١٠. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا وَالْمُقَصِّرِيْنَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا وَالْمُقَصِّرِيْنَ قَالَهَا ثَلٰثًا قَالَ وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ .

১৬১০. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) একদিন এই বলে দোআ করলেনঃ হে আল্লাহ! মাথা মুন্ডনকারীদের ক্ষমা করে দাও। একথা শুনে লোকেরা বললো, মাথার চুল কর্তনকারীদেরও (ক্ষমা করে দাও বলুন)। কিন্তু তিনি পুনরায় বললেন, হে আল্লাহ। মাথা মুন্ডনকারীদের ক্ষমা করে দাও। লোকেরা আবারও বললো, মাথার চুল কর্তনকারীদেরও (ক্ষমা করে দাও বলুন)। কিন্তু তিনি (সঃ) তিনবার বলার পর বললেন, চুল কর্তনকারীদেরও (ক্ষমা করে দাও)।

١٦١١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَلَقَ النَّبِىُّ ﷺ وَطَائِفَةٌ مِّنْ اَصْحَابِهٖ وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ .

১৬১১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) ও তাঁর সাহাবাদের একদল (ইহরাম খুলে) মাথা মুড়িয়ে নিলেন, আর তাঁর সাহাবাদের কেউ কেউ চুল ছেঁটে ছোট করে নিলেন।

١٦١٢. عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَصَّرْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمِشْقَصٍ -

১৬১২. মুআবিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি একটি কাঁচি দিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর চুল ছেঁটে ছোট করেছিলাম।

১২৭–অনুচ্ছেদঃ তামাত্তুকারীদের উমরা আদায়ের পর মাথার চুল ছেঁটে ফেলা।

١٦١٣. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ اَمَرَ اَصْحَابَهُ اَنْ يَّطُوْفُوْا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يَحِلُّوْا اَوْ يُقَصِّرُوْا -

১৬১৩. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) মক্কায় পৌঁছে তাঁর সাহাবীগণকে বাইতুল্লাহ ও সাফা–মারওয়া তাওয়াফের পর ইহরাম খুলে মাথার চুল মুড়ে নিতে বা ছেঁটে নিতে নির্দেশ দিলেন।

১২৮–অনুচ্ছেদঃ কোরবানীর দিন তাওয়াফে যিয়ারত করা। আবুয–যুবায়র, আয়েশা ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ) তাওয়াফে যিয়ারত রাত পর্যন্ত বিলম্ব করেছেন। নবী (সঃ) খানায়ে কা'বার যিয়ারত মিনার দিনগুলোতে করতেন। অর্থাৎ আইয়ামে তাশরীকের প্রথম দিনটির পর নবী (সঃ) তাওয়াফে যিয়ারত করতেন। ইবনে উমর (রা) একবার মাত্র তাওয়াফ করে নিদ্রা গেলেন। অতপর মিনা অর্থাৎ কোরবানীর দিন এসে উপস্থিত হলো। আবদুর রাজ্জাক উবায়দুল্লাহর নিকট থেকে এটা মারফু হাদীস হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

١٦١٤. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَاَفَضْنَا يَوْمَ النَّحْرِ فَحَاضَتْ صَفِيَّةُ فَاَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْهَا مَا يُرِيْدُ الرَّجُلُ مِنْ اَهْلِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهَا حَائِضٌ قَالَ حَابِسَتُنَا هِيَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ اُخْرُجُوا.

১৬১৪. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা নবী (সঃ)–এর সাথে হজ্জ আদায় করলাম এবং কোরবানীর দিন তাওয়াফে যিয়ারত করলাম। এই সময় সাফিয়ার মাসিক হলো আর নবী (সঃ) এই সময় তার থেকে এমন কিছু আশা করছিলেন, যা একজন স্বামী (স্বাভাবিকভাবে) তার স্ত্রীর নিকট থেকে আশা করে থাকে। তাই আমি তাঁকে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! সে (সাফিয়া) তো এখন হায়েয অবস্থায়। একথা শুনে নবী (সঃ) বললেন, সে তো আমাকে (এ পর্যন্ত) আটকিয়ে ফেলবে। লোকেরা বললো, হে

আল্লাহর রসূল! তিনি (সাফিয়া) তো কোরবানীর দিন তাওয়াফে যিয়ারত করেছেন। তখন নবী (সঃ) বললেন, তাহলে আর অপেক্ষা কি? যাও, যাত্রা কর।

১২৯—অনুচ্ছেদঃ যদি কেউ ভুল করে বা অজ্ঞতা বশতঃ সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ার পর কংকর মারে এবং কোরবানীর পশু যবেহ করার পূর্বে মাথা মুড়িয়ে ফেলে তার হুকুম।

١٦١٥. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قِيْلَ لَهُ فِى الذَّبْحِ وَالْحَلْقِ وَالرَّمْىِ وَالتَّقْدِيْمِ وَالتَّاخِيْرِ فَقَالَ لاَ حَرَجَ -

১৬১৫. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। কোরবানীর পশু যবেহ করা, মাথা মুড়ানো, কংকর মারা এবং হজ্জের বিভিন্ন কাজ আগে পিছে করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জবাব দিলেন, কোন দোষ হবে না অর্থাৎ কোন গোনাহও হবে না বা ফিদ্‌য়াও দিতে হবে না।

١٦١٦. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُسْأَلُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى فَيَقُوْلُ لاَ حَرَجَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ اَنْ اَذْبَحَ فَقَالَ اِذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ وَقَالَ رَمَيْتُ بَعْدَ مَا اَمْسَيْتُ فَقَالَ لاَ حَرَجَ .

১৬১৬. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মিনাতে অবস্থানকালে নবী (সঃ)-কে (বিভিন্ন বিষয়ে) জিজ্ঞেস করা হতো। তিনি বলতেন, কোন দোষ নাই। এক ব্যক্তি একদিন তাঁকে বলল, আমি কোরবানী যবেহ করার আগেই মাথা মুড়িয়ে নিয়েছি। তিনি বললেন, এখন যবেহ কর, এতে কোন দোষ নাই। সে বললো, সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ার পর কংকর মেরেছি। তিনি (সঃ) বললেন, এতেও কোন দোষ নেই।

১৩০—অনুচ্ছেদঃ জামরার কাছে সওয়ারীতে আরোহণ করে লোকদের প্রশ্নের জবাব দান করা।

١٦١٧. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَقَفَ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَجَعَلُوْا يَسْأَلُوْنَهُ فَقَالَ رَجُلٌ لَمْ اَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ اَنْ اَذْبَحَ قَالَ اِذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ فَجَاءَهُ اٰخَرُ فَقَالَ لَمْ اَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ اَنْ اَرْمِىَ قَالَ اِرْمِ وَلاَ حَرَجَ فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَىْءٍ قُدِّمَ وَلاَ اُخِّرَ اِلاَّ قَالَ اِفْعَلْ وَلاَ حَرَجَ .

১৬১৭. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। বিদায় হজ্জে রসূলুল্লাহ (সঃ) দাঁড়ালে লোকেরা তাঁকে (বিভিন্ন বিষয়ে) প্রশ্ন করতে থাকলো। এক ব্যক্তি বললো, আমি জানতাম না তাই কোরবানীর পশু যবেহ করার আগেই মাথা মুড়িয়ে নিয়েছি। তিনি বললেন, এখন যবেহ করে নাও কোন ক্ষতি নেই। অপর এক ব্যক্তি এসে বললো, আমি জানতাম না তাই কংকর মারার আগেই কোরবানী করে ফেলেছি। তিনি (সঃ) জবাবে বললেন, এখন কংকর মারার কাজ সমাধা করে নাও। ঐ দিন তাঁকে যে বিষয় সম্পর্কেই জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে, অমুক কাজ আগে করা হয়েছে এবং অমুক কাজ পরে করা হয়েছে; তিনি শুধু জবাব দিয়েছেন, কোন ক্ষতি নেই।

١٦١٨. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّهُ شَهِدَ النَّبِىَّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَامَ اِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ كُنْتُ اَحْسِبُ اَنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا ثُمَّ قَامَ اٰخَرُ فَقَالَ كُنْتُ اَحْسِبُ اَنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا حَلَقْتُ قَبْلَ اَنْ اَنْحَرَ نَحَرْتُ قَبْلَ اَنْ اَرْمِىَ وَاَشْبَاهَ ذٰلِكَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِفْعَلْ وَلاَ حَرَجَ قَالَ لَهُنَّ كُلِّهِنَّ فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ اِلاَّ قَالَ اِفْعَلْ وَلاَ حَرَجَ .

১৬১৮. আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। কোরবানীর দিন নবী (সঃ) খুতবা দিতে উঠলে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নবী (সঃ)–কে বললো, আমি জানতাম অমুক কাজ অমুক কাজের পূর্বে করণীয়। আর একজন লোক দাঁড়িয়ে বললো, আমি জানতাম অমুক কাজ অমুক কাজের আগে করণীয়। কিন্তু আমি কোরবানী করার আগেই মাথা মুন্ডন করেছি, আবার কংকর মারার পূর্বে কোরবানী করে ফেলেছি এবং অনুরূপ আরো অনেক কাজ করেছি। নবী (সঃ) বললেন, এখন করে নাও, কোন দোষ হবে না। সবগুলির ক্ষেত্রেই তিনি এরূপ বললেন। এমনকি ঐ দিন এমন কোন প্রশ্নই তাঁকে করা হয়নি যার উত্তরে তিনি বলেননি, এখন করে নাও, এতে কোন দোষ হবে না।

١٦١٨(ا)عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ وَقَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى نَاقَتِهِ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ ـ

১৬১৮(ক). আবদুল্লাহ ইবনে আ'মর ইবনে আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর উটের ওপর বসা ছিলেন। অতঃপর ওপরে বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করেন।

১৩১–অনুচ্ছেদ ঃ মিনাতে অবস্থানের দিনগুলিতে খুতবা প্রদান করা।

١٦١٩. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ يَاَيُّهَا النَّاسُ اَىُّ يَوْمٍ هٰذَا قَالُوْا يَوْمٌ حَرَامٌ فَقَالَ فَاَىُّ بَلَدٍ هٰذَا قَالُوْا بَلَدٌ

حَرَامٌ قَالَ فَاَیُّ شَهْرٍ هٰذَا قَالُوْا شَهْرٌ حَرَامٌ قَالَ فَاِنَّ دِمَاءَ كُمْ وَاَمْوَالَكُمْ وَاَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِىْ بَلَدِكُمْ هٰذَا فِىْ شَهْرِكُمْ هٰذَا فَاعَادَهَا مِرَارًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ اِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ اِلٰى اُمَّتِهِ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ لاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِىْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

১৬১৯. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। কোরবানীর দিন রসূলুল্লাহ (সঃ) লোকদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা! আজকের এই দিনটি কোন দিন? সবাই বললো, এটি মহা সম্মানিত দিন। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, এই শহরটি কোন শহর? সবাই বললো, মহা সম্মানিত শহর। তিনি আবারও জিজ্ঞেস করলেন, এ মাসটি কোন্ মাস? সবাই বললো, এটি মহা সম্মানিত মাস। তিনি বললেন, তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের মান–ইজ্জত তেমনি মহান যেমন এ মাস, এ শহর, এ দিনটি মহান। এ কথাটি তিনি কয়েক বার বললেন এবং পরে মাথা উঁচু করে বললেন, হে আল্লাহ! আমি পৌছাতে পেরেছি? হে আল্লাহ! আমি কি পৌছিয়ে দিয়েছি? ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন, সেই মহান সত্তার শপথ যাঁর অধীনে আমার প্রাণ। এটা তাঁর উম্মতের প্রতি অছিয়ত বা শেষ উপদেশ বাণী। নবী (সঃ) বললেন, এখানে উপস্থিত ব্যক্তিগণ যেন অনুপস্থিতদের কাছে পৌছিয়ে দেয় আর আমার পরে তোমরা কুফরীতে লিপ্ত হয়ে পরস্পরকে হত্যা করো না।

١٦٢٠. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ.

১৬২০. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আমি আরাফাতের ময়দানে নবী (সঃ)-কে খুতবা দিতে শুনেছি।

١٦٢١. عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِىُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ اَتَدْرُوْنَ اَىُّ يَوْمٍ هٰذَا قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ فَقَالَ اَلَيْسَ ذُو الْحِجَّةِ قُلْنَا بَلٰى قَالَ اَىُّ بَلَدٍ هٰذَا قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ اَلَيْسَتْ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلٰى قَالَ اَىُّ شَهْرٍ هٰذَا قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ اَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَةِ الْحَرَامِ

قُلْنَا بَلٰى قَالَ فَانَّ دِمَاءَ كُمْ وَاَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِى شَهْرِكُمْ هٰذَا فِى بَلَدِكُمْ هٰذَا الٰى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ اَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ اللّٰهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ اَوْعٰى مِنْ سَامِعٍ لاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

১৬২১. আবূ বাকরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, বিদায় হজ্জে কোরবানীর দিন নবী (সঃ) আমাদের সামনে খুতবা দিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান এটি কোন্ দিন? আমরা সবাই বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূল সর্বাধিক অবগত। নবী (সঃ) কিছু সময় চুপ থাকলেন। এমনকি আমরা ধারণা করলাম, তিনি হয়তো এর নাম পাল্টিয়ে নতুন নাম রাখবেন। তিনি বললেন, এটা কি কোরবানীর দিন নয়? আমরা বললাম, হাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ মাসটি কোন মাস? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূল সর্বাধিক অবগত। তিনি কিছু সময় চুপ করে থাকলেন, এমনকি আমরা ধারণা করে নিলাম, তিনি হয়তো এর নাম পাল্টিয়ে নতুন নামকরণ করবেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটি কি যিলহজ্জ মাস নয়? আমরা বললাম, হাঁ। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, এটি কোন্ শহর? আমরা সবাই বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই সর্বাধিক অবগত। তিনি কিছুক্ষণ চুপ রইলেন, এমনকি আমরা ধারণা করে নিলাম যে, তিনি এর নাম পাল্টিয়ে নতুন নামকরণ করবেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটি কি মহাসম্মানিত শহর নয়? আমরা সবাই বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, তোমাদের রক্ত ও সম্পদ তোমাদের এই শহর, এই মাস ও এই দিনের মতই ততদিন পর্যন্ত মহান ও মর্যাদা সম্পন্ন, যতদিন না তোমরা তোমাদের প্রভুর সাথে সাক্ষাত লাভ করবে। তাহলে আমি কি (সব কিছু) তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছি? উপস্থিত সবাই বলল, হাঁ। এ সময় তিনি বললেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক। আর (সাহাবাদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন) তোমাদের উপস্থিত লোকদের উচিত অনুপস্থিতদের কাছে এ বাণী পৌঁছিয়ে দেওয়া, কেননা যাদের কাছে পৌঁছানো হবে তাদের মধ্যে অনেক ব্যক্তি এমন থাকে যে শ্রবণকারীর চাইতে সংরক্ষণের দিক থেকে অধিক যোগ্য। আর তোমরা কিন্তু আমার পর কাফের হয়ে যেও না অর্থাৎ কুফরী আচরণে তৎপর হয়ো না।

١٦٢٢. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ بِمِنًى اَتَدْرُوْنَ اَىُّ يَوْمٍ هٰذَا قَالُوْا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَانَّ هٰذَا يَوْمٌ حَرَامٌ اَفَتَدْرُوْنَ اَىُّ بَلَدٍ هٰذَا قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ بَلَدٌ حَرَامٌ قَالَ اَتَدْرُوْنَ اَىُّ شَهْرٍ هٰذَا قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ شَهْرٌ حَرَامٌ قَالَ فَانَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَ كُمْ وَاَمْوَالَكُمْ وَاَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِىْ شَهْرِكُمْ هٰذَا فِى بَلَدِكُمْ هٰذَا وَقَالَ هِشَامُ بْنُ الْغَازِ اَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

وَقَفَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِى الْحَجَّةِ الَّتِىْ حَجَّ بِهٰذَا وَقَالَ هٰذَا يَوْمُ الْحَجِّ الاَكْبَرِ فَطَفِقَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ وَوَدَّعَ النَّاسَ فَقَالُوْا هٰذِهِ حَجَّةُ الْوَدَاعِ .

১৬২২. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) মিনাতে (খুতবা দানের সময়) বললেন, তোমরা কি জান (আজকের) এ দিনটি কোন্ দিন? সবাই বলল, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই সর্বাধিক অবগত। তিনি বললেন, এ দিনটি মহাসম্মানিত ও মর্যাদা সম্পন্ন দিন। তোমরা কি জান, এটি কোন্ শহর? সবাই বললো, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই সর্বাধিক অবগত। তিনি বললেন, এটি মহা সম্মানিত শহর। তিনি আবারও বললেন, তোমরা কি অবগত আছ, এটা কোন্ মাস? সাহাবারা সবাই বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই সর্বাধিক অবগত। তিনি বললেন, এ মাসটিও অত্যন্ত সম্মানিত মহান মাস। তারপর তিনি বললেন, তোমাদের এ মহান সম্মানিত শহর এই মহা সম্মানিত মাস এ দিনটি যেমন পবিত্র ও মহা সম্মানিত তেমনি তোমাদের রক্ত, সম্পদ ও মান-ইজ্জতকেও আল্লাহ তোমাদের পরস্পরের জন্য মহা সম্মানিত ও পবিত্র করে দিয়েছেন। হিশাম ইবনুল গায নাফে'র মাধ্যমে ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (ইবনে উমর) বলেছেন, কোরবানীর দিন নবী (সঃ) (মিনাতে) জামরাগুলোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে এ কথাগুলো বলেছিলেন। তিনি আরো বলেছিলেন যে, এ দিন হলো হজ্জের মহান দিন। এসব বলার পর নবী (সঃ) 'হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাক' এ কথাটি বলতে থাকলেন এবং লোকদেরকে বিদায় জানাতে থাকলেন। তাই সাহাবাগণ বললেন, এটি হল 'হাজ্জাতুল বিদা' বা বিদায় হজ্জ।

১৩২–অনুচ্ছেদ ঃ পানি সরবরাহকারী বা অনুরূপ অন্যান্য লোকেরা মিনায় অবস্থানের রাতগুলো মক্কায় কাটাতে পারে কি না।

١٦٢٣. عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ الْعَبَّاسَ اِسْتَاذَنَ النَّبِيَّ ﷺ لِيَبِيْتَ بِمَكَّةَ لَيَالِىَ مِنًى مِنْ اَجْلِ سِقَايَتِهِ فَاذِنَ لَهُ .

১৬২৩. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। হাজীদের খাবার পানি সরবরাহের প্রয়োজনে মিনায় অবস্থানের রাতগুলো মক্কায় যাপনের জন্য আব্বাস (রা) নবী (সঃ)-এর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি তাঁকে অনুমতি প্রাদন করেছিলেন।

১৩৩–অনুচ্ছেদ ঃ কংকর মারা। জাবের (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) কোরবানীর দিন দুপুরের কিছু পূর্বে এবং পরবর্তী সময়ে সূর্য ঢলে পড়ার পর কংকর মেরেছেন।

١٦٢٤. عَنْ وَبَرَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ مَتٰى اَرْمِى الْجِمَارَ قَالَ اِذَا

رَمٰى اِمَامُكَ فَارْمِهِ فَاَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْئَلَةَ قَالَ كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَاِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا.

১৬২৪. ওয়াবরা (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি ইবনে উমর (রা)–কে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কখন কংকর মারব? তিনি বললেন, তোমার নেতা[৩৩] যখন মারবে, তখন মারো। ওয়াবরা বলেন, আমি পুনরায় (একই) প্রশ্ন করলাম। (তখন তিনি বললেন,) আমরা অপেক্ষা করতাম এবং সূর্য (পশ্চিম আকাশে) ঢলে পড়লে কংকর মারতাম।

১৩৪–অনুচ্ছেদ ঃ বাতনুল ওয়াদী অর্থাৎ উপত্যকার মধ্যভাগ থেকে কংকর মারা।

١٦٢٥. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ رَمٰى عَبْدُ اللّٰهِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِىِّ فَقُلْتُ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِنَّ النَّاسَ يَرْمُوْنَهَا مِنْ فَوْقِهَا فَقَالَ وَالَّذِىْ لاَ اِلٰهَ غَيْرُهُ هٰذَا مَقَامُ الَّذِىْ اُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ .

১৬২৫. আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) উপত্যকার মধ্যভাগ অর্থাৎ জামরাতুল আকাবা থেকে কংকর মারলে আমি তাঁকে বললাম, 'হে আবদুর রহমানের পিতা! সবাই তো উপরিভাগ থেকে কংকর মেরে থাকে। তিনি বললেন, সেই মহান সত্তার শপথ যিনি ছাড়া কোন প্রভু নেই! এটিই সেই জায়গা, যেখানে নবী (সঃ)–এর ওপর সূরা বাকারা নাযিল হয়েছিল।

১৩৫–অনুচ্ছেদ ঃ জামরায় সাতটি কংকর মারতে হবে। ইবনে উমর (রা) নবী (সঃ) থেকে এটি বর্ণনা করেছেন।

١٦٢٦. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ اِنْتَهٰى اِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرٰى جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنًى عَنْ يَمِيْنِهِ . وَرَمٰى بِسَبْعٍ وَقَالَ هٰكَذَا رَمَى الَّذِىْ اُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ .

১৬২৬. আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি জামরাতুল কোবরা বা জামরাতুল আকাবা পর্যন্ত পৌছে বায়তুল্লাহ বামে ও মিনাকে ডানে করে সাতটি পাথর খণ্ড নিক্ষেপ করে বললেন, যে মহান ব্যক্তির প্রতি সূরা বাকারা নাযিল হয়েছে তিনিও এভাবেই কংকর মেরেছেন।

১৩৬–অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি জামরাতুল আকাবাতে কংকর মারার সময় বায়তুল্লাহকে বাম দিকে রাখে।

---

৩৩. এই হাদীসে ইমাম অর্থে আমীরে হজ্জকে বুঝানো হয়েছে।

١٦٢٧. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ يَزِيْدَ اَنَّهُ حَجَّ مَعَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ فَرَاَهُ يَرْمِى الْجَمْرَةَ الْكُبْرٰى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهٖ وَمِنًى عَنْ يَمِيْنِهٖ ثُمَّ قَالَ هٰذَا مَقَامُ الَّذِىْ اُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ .

১৬২৭. আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)–র সাথে হজ্জ করেছেন। তখন তিনি (আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ) তাঁকে (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে) জামরাতুল কোবরা বা আকাবা থেকে বায়তুল্লাহকে বামে ও মিনাকে ডানে রেখে সাতটি পাথর খন্ড মারতে দেখেছেন। অতপর তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ) বলেছেন, এটি সেই জায়গা যেখানে নবী (সঃ)–এর প্রতি সূরা বাকারা নাযিল হয়েছিল।

১৩৭–অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিটি পাথর মারার সময় তাকবীর বলতে হবে। এ কথা ইবনে উমর (রা) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

١٦٢٨. عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ السُّوْرَةُ الَّتِىْ يُذْكَرُ فِيْهَا الْبَقَرَةُ وَالسُّوْرَةُ الَّتِى يُذْكَرُ فِيْهَا اٰلُ عِمْرَانَ وَالسُّوْرَةُ الَّتِىْ يُذْكَرُ فِيْهَا النِّسَاءُ قَالَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لاِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ يَزِيْدَ اَنَّهُ كَانَ مَعَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ حِيْنَ رَمٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِىْ حَتّٰى اِذَا حَاذٰى بِالشَّجَرَةِ اعْتَرَضَهَا فَرَمٰى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ قَالَ مِنْ هٰهُنَا وَالَّذِىْ لاَ اِلٰهَ غَيْرُهُ قَامَ الَّذِىْ اُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ .

১৬২৮. আমাশ (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি একদিন হাজ্জাজকে মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি, যে সূরার মধ্যে গাভীর কথা উল্লেখ আছে, যে সূরার মধ্যে ইমরান পরিবারের কথা বলা হয়েছে এবং যে সূরার মধ্যে মহিলাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। বর্ণনাকারী আ'মাশ বলেন, এসব শুনে আমি তা ইবরাহীম (ইবনে ইয়াযীদ)–এর কাছে বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, জামরাতুল আকাবায় কংকর মারার সময় তিনি ইবনে মাসউদ (রা)–র সাথে ছিলেন। ইবনে মাসউদ (রা) উপত্যকার মধ্যভাগে উপস্থিত হলেন। গাছ বরাবর হলে তিনি তা সামনে করে দাঁড়ালেন এবং সাতটি পাথর খন্ড নিক্ষেপ করলেন। প্রতিটি পাথর খন্ড নিক্ষেপের সময় তিনি তাকবীর বলছিলেন। এরপর তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ) বললেন, সেই মহান সত্তার শপথ যিনি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই! এখানেই সেই মহান ব্যক্তি দাঁড়িয়ে (পাথর খন্ড মেরেছিলেন) যাঁর প্রতি সূরা বাকারা অবতীর্ণ হয়েছে।

১৩৮–অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি জামরাতুল আকাবাতে কংকর মারে কিন্তু সেখানে অবস্থান করে না। এ (অবস্থান না করার) বিষয়টি ইবনে উমর (রা) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

১৩৯–অনুচ্ছেদ : কেউ উভয় জামরা (জামরাতুল উলা ও জামরাতুস সানিয়া) থেকেই কংকর মারলে সেখানে নরম ভূমিতে অবতরণ করবে এবং কিছু সময় কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে। ৩৪

١٦٢٩. عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ
حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عَلٰى اِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتّٰى يُسْهِلَ فَيَقُوْمُ مُسْتَقْبِلَ
الْقِبْلَةِ فَيَقُوْمُ طَوِيْلاً وَيَدْعُوْ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطٰى ثُمَّ يَاْخُذُ
ذَاتَ الشِّمَالِ فَيُسْهِلُ وَيَقُوْمُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَدْعُوْ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ
وَيَقُوْمُ طَوِيْلاً ثُمَّ يَرْمِيْ جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِيْ وَلاَ يَقِفُ
عِنْدَهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَيَقُوْلُ هٰكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَفْعَلُهُ.

১৬২৯. সালেম (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে উমর (রা) সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নিকটবর্তী জামরায়[৩৫] সাতটি পাথর খন্ড মারতেন, প্রতিটি পাথর টুকরা মারার পর তাকবীর পাঠ করতেন, তারপর অগ্রসর হয়ে নরম ভূমিতে অবতরণ করতেন এবং কিবলামুখী হয়ে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে দুই হাত তুলে দোআ করতেন। তারপর তিনি জামরাতুল উসতায় বা মধ্যম জামরাতে কংকর মারতেন এবং বাঁ দিকে কিছু দূর চলে নরম ভূমিতে অবতরণ করে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন, তারপর উপত্যকার মধ্যভাগ থেকে জামরাতুল আকাবাতে কংকর মারতেন, তবে সেখানে অবস্থান না করে বরং তখনি প্রত্যাবর্তন করতেন। এরপর বলতেন, এসব কাজ আমি নবী (সঃ)-কে (এভাবেই) করতে দেখেছি।

১৪০–অনুচ্ছেদ জামরাতাতুদ–দুনয়া ও জামরাতুস– সানিয়ার নিকটে দুই হাত উত্তোলন করা (দোআ করা)।

---

৩৪. এই দুই জামরার কাছে কিছু বেশী সময় অবস্থান করবে। অবশ্য সময়ের পরিমাণ কত হবে সে বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে। ইবনে মাসউদের মতে সূরা বাকারা দুইবার পড়ার পরিমান সময় পর্যন্ত অবস্থান করতে হবে। আর ইবনে উমরের মতে সূরা বাকারা বা সূরা ইউসুফ একবার পাঠ করার সময় পর্যন্ত অবস্থান করতে হবে। তবে এখানে সময়ের পরিমাণ আসল নয়, বরং যাতে কিছু সময় দো'আ ও ইবাদত–বন্দেগীতে মশগুল থাকা যায় সেটাই আসল লক্ষ্য। সংগে সংগে জানা থাকা দরকার যে, এটা ফরজ বা ওয়াজিবও নয় যে, অবশ্যই পালন করতে হবে। বরং কেউ যদি অবস্থান না করে তবে তাতে দোষের কিছু নাই।

৩৫. নিকটবর্তী জামরা বলতে জামরাতুল উলাকে বুঝানো হয়েছে যা মসজিদে খায়েফের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত। এখানে কোরবানীর দ্বিতীয় দিনে কংকর মারা হয়।

١٦٣٠. عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَرْمِيْ الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عَلٰى اِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيُسْهِلُ فَيَقُوْمُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قِيَامًا طَوِيْلاً فَيَدْعُوْ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْمِى الْجَمْرَةَ الْوُسْطٰى كَذٰلِكَ فَيَاخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيُسْهِلُ وَيَقُوْمُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قِيَامًا طَوِيْلاً فَيَدْعُوْ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْمِى الْجَمْرَةَ ذَاتَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِيْ وَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا وَيَقُوْلُ هٰكَذَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُ.

১৬৩০. সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) জামরাতুদ্দুনয়া বা নিকটবর্তী জামরায় সাতটি পাথর খন্ড নিক্ষেপ করতেন এবং প্রতিটি পাথর খন্ড নিক্ষেপের সাথে সাথে তাকবীর বলতেন। তারপর তিনি অগ্রসর হয়ে নরম ভূমিতে নামতেন এবং কিবলামুখী হয়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে দুই হাত তুলে দোআ করতেন, তারপর সর্বশেষে উপত্যকার মধ্যভাগ থেকে জামরাতুল আকাবায় কংকর মারতেন, কিন্তু সেখানে অবস্থান বা অপেক্ষা করতেন না। তিনি বলতেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে আমি এভাবেই এসব কাজ করতে দেখেছি।

১৪১—অনুচ্ছেদ ঃ উভয় জামরার নিকটে দোআ করা।

١٦٣١. عَنِ الزُّهْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِيْ تَلِيْ مَسْجِدَ مِنًى يَرْمِيْهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمٰى بِحَصَاةٍ ثُمَّ تَقَدَّمَ اَمَامَهَا فَوَقَفَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُوْ وَكَانَ يُطِيْلُ الْوُقُوْفَ ثُمَّ يَاْتِى الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ فَيَرْمِيْهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمٰى بِحَصَاةٍ ثُمَّ يَنْحَدِرُ ذَاتَ الشِّمَالِ مِمَّا يَلِيَ الْوَادِيَ فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُوْ ثُمَّ يَاتِى الْجَمْرَةَ الَّتِى عِنْدَ الْعَقَبَةِ فَيَرْمِيْهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا قَالَ الزُّهْرِيُّ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يُحَدِّثُ بِمِثْلِ هٰذَا عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.

১৬৩১. যুহরী (রঃ) থেকে বর্ণিত। মিনার মসজিদের নিকটবর্তী জামরায় রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন কংকর মারতেন তখন সাতটি পাথরের টুকরা মারতেন। প্রতিটি পাথর খন্ড

নিক্ষেপের সময় তিনি তাকবীর বলতেন, তারপর সামনের দিকে এগিয়ে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে দু'হাত তুলে দোআ করতেন। তিনি সেখানে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করতেন। তারপর জামরায়ে সানিয়া বা দ্বিতীয় জামরাতে গিয়ে সাতটি কংকর মারতেন এবং প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সময় তাকবীর বলতেন। তারপর সেখান থেকে বাঁদিকে উপত্যকা সংলগ্ন স্থানে অবতরণ করতেন এবং কিবলামুখী হয়ে অবস্থান করতেন ও দু'হাত তুলে দোআ করতেন। তারপর সবশেষে তিনি আকাবার নিকটবর্তী জাম রায় যেতেন এবং সেখানেও সাতটি কংকর নিক্ষেপ করতেন। প্রতিটি পাথর মারার মুহূর্তে তাকবীর বলতেন। তারপর সেখানে অপেক্ষা করতেন। যুহরী (র) বর্ণনা করেছেন, আমি সালেম ইবনে আবদুল্লাহকে তাঁর পিতার মাধ্যমে নবী (সঃ) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করতে শুনেছি। বর্ণনাকারী বলেন, ইবনে উমর (রা) এ কাজগুলো করতেন।

১৪২–অনুচ্ছেদ ঃ কংকর মারার পর খোশবু লাগানো এবং তাওয়াফে যিয়ারতের আগে মাথা মুড়ানো।

١٦٣٢. عَنْ عَائِشَةَ تَقُوْلُ طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بِيَدَىَّ هَاتَيْنِ حِيْنَ اَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ حِيْنَ اَحَلَّ قَبْلَ اَنْ يَّطُوْفَ وَبَسَطَتْ يَدَيْهَا.

১৬৩২. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি নিজের হাত দু'খানা প্রসারিত করে বললেন, আমি আমার এ দু'হাতেই মহানবী (স)-এর ইহরাম বাঁধার সময় এবং তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে ইহরাম খোলার সময় তাঁকে সুগন্ধি লাগিয়ে দিয়েছি।

১৪৩–অনুচ্ছেদ ঃ বিদায়ী তাওয়াফ।

١٦٣٣. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اُمِرَ النَّاسُ اَنْ يَّكُوْنَ اٰخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ اِلاَّ اَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ.

১৬৩৩. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, লোকদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তাদের শেষ কাজ হবে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ[৩৬] করা, তবে এ হুকুম ঋতুবতী মেয়েদের জন্য শিথিল করা হয়েছে।

١٦٣٤. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ ثُمَّ رَكِبَ اِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ -

---

৩৬. সবশেষে বায়তুল্লাহর তাওয়াফকে তাওয়াফে সুদূর বা বিদায়ী তাওয়াফ বলা হয়। মক্কায় আগত বহিরাগত হাজীদের এ তাওয়াফ করা ওয়াজিব। ইমাম নববীর মতে এটি ওয়াজিব এবং এ তাওয়াফ না করলে তাকে একটি দম বা কোরবানী দিয়ে এর ক্ষতিপূরণ করতে হবে।

১৬৩৪. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) যোহর, আসর, মাগরিব ও এশার নামায আদায় করে অল্প কিছু সময় মুহাসসাব উপত্যকায় নিদ্রা গেলেন। তারপর সওয়ারীতে আরোহণ করে বায়তুল্লাহর দিকে যাত্রা করলেন এবং সেখানে পৌছে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করলেন, অর্থাৎ সবশেষে তাওয়াফ যিয়ারত করলেন।

১৪৪–অনুচ্ছেদ ঃ তাওয়াফে যিয়ারতের[৩৭] পর কোন মহিলার হায়েয হলে।

١٦٣٥. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيِّ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حَاضَتْ فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَحَابِسَتُنَا هِيَ قَالُوْا اِنَّهَا قَدْ اَفَاضَتْ قَالَ فَلاَ اِذَنْ .

১৬৩৫. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ)–এর স্ত্রী হুয়াই–এর কন্যা সাফিয়্যার হায়েয শুরু হলে সে সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর কাছে বলা হলে তিনি বললেনঃ সে (সাফিয়্যা) কি আমাদের যাত্রায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে? সবাই বলল, তিনি তো তাওয়াফে যিয়ারতের কাজ সেরে নিয়েছেন। নবী (সঃ) বললেন, তাহলে আর বাধা নেই।

١٦٣٦. عَنْ عِكْرِمَةَ اَنَّ اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ سَاَلُوْا ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ امْرَأَةٍ طَافَتْ ثُمَّ حَاضَتْ قَالَ لَهُمْ تَنْفِرُ قَالُوْا لاَ نَاْخُذُ بِقَوْلِكَ وَنَدَعُ قَوْلَ زَيْدٍ قَالَ اِذَا قَدِمْتُمُ الْمَدِيْنَةَ فَاسْئَلُوْا فَقَدِمُوْا الْمَدِيْنَةَ فَسَاَلُوْا فَكَانَ فِيْمَنْ سَاَلُوْا اُمُّ سُلَيْمٍ فَذَكَرَتْ حَدِيْثَ صَفِيَّةَ .

১৬৩৬. ইকরামা (রঃ) থেকে বর্ণিত। তাওয়াফে যিয়ারত করার পর যে মহিলার হায়েয এসেছে তার (করণীয়) সম্পর্কে মদীনাবাসীগণ ইবনে আব্বাস (রা)–কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি তাদের বললেন, সে মহিলা রওয়ানা হয়ে যাবে। তারা বলল, আমরা আপনার কথা গ্রহণ করতে পারি না এবং যায়েদ (ইবনে ছাবেত)–এর কথাও পরিত্যাগ করতে পারি না। তখন তিনি (ইবনে আব্বাস) বললেন, তোমরা মদীনায় ফিরে গেলে সেখানকার লোকদের জিজ্ঞেস করবে। সুতরাং তারা মদীনায় এসে জিজ্ঞেস করল। তারা যাদেরকে জিজ্ঞেস করল তাদের মধ্যে উম্মে সুলায়েম (রা)–ও ছিলেন। তিনি তাদেরকে সাফিয়্যার ঘটনা বর্ণনা করে শুনালেন। অর্থাৎ তাওয়াফে যিয়ারতের পর হযরত সাফিয়্যার হায়েয দেখা দিলে নবী (সঃ) তাঁকে বিদায়ী তাওয়াফের সুযোগ না দিয়েই মদীনার দিকে যাত্রা করেছিলেন।

---

৩৭. তাওয়াফে যিয়ারত হল হজ্জের একটি রুকন। তাওয়াফে যিয়ারত ছাড়া হজ্জ পূর্ণ হতে পারে না। রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর কথা "সে কি আমাদের যাত্রাপথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারিণী"? এর অর্থ হল, তার হায়েয এসে থাকলে বিদায়ী তাওয়াফ করতে হবে না। কিন্তু তাওয়াফে যিয়ারতের জন্য অবশ্যই অপেক্ষা করতে হবে। কারণ এটি হজ্জের রুকনের অন্তর্ভুক্ত।

١٦٣٧. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رُخِّصَ لِلْحَائِضِ اَنْ تَنْفِرَ اِذَا اَفَاضَتْ قَالَ وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ اِنَّهَا لاَ تَنْفِرُ ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ بَعْدُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَخَّصَ لَهُنَّ-

১৬৩৭. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তাওয়াফে যিয়ারত করার পর কোন স্ত্রীলোকের যদি হায়েয দেখা দেয় তাহলে [নবী (সঃ) কর্তৃক] তাকে রওয়ানা হয়ে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। বর্ণনাকারী (তাউস) বলেন, আমি (এ বিষয়ে) ইবনে উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি, ঋতুবতী রওয়ানা হয়ে যাবে না। পরে আবার তাঁকে বলতে শুনেছি, হায়েযগ্রস্থদের রওয়ানা হয়ে যাওয়ার জন্য নবী (স) অনুমতি দিয়েছেন।

١٦٣٨. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ وَلاَ نَرٰى اِلاَّ الْحَجَّ فَقَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَحِلَّ وَكَانَ مَعَهُ الْهَدْىُ فَطَافَ مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ نِسَائِهِ وَاَصْحَابِهِ وَحَلَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْىُ فَحَاضَتْ هِىَ فَنَسَكْنَا مَنَاسِكَنَا مِنْ حَجِّنَا فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ لَيْلَةُ النَّفْرِ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كُلُّ اَصْحَابِكَ يَرْجِعُ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ غَيْرِى قَالَ مَا كُنْتِ تَطُوْفِيْنَ بِالْبَيْتِ لَيَالِىَ قَدِمْنَا قُلْتُ بَلٰى قَالَ فَاخْرُجِىْ مَعَ اَخِيْكِ اِلَى التَّنْعِيْمِ فَاَهِلِّى بِعُمْرَةٍ وَمَوْعِدُكِ مَكَانُ كَذَا وَكَذَا فَخَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِلَى التَّنْعِيْمِ فَاَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَحَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَىٍّ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ عَقْرٰى حَلْقٰى اِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا اَمَا كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَتْ بَلٰى قَالَ فَلاَ بَأْسَ اِنْفِرِىْ فَلَقِيْتُهُ مُصْعِدًا عَلٰى اَهْلِ مَكَّةَ وَاَنَا مُنْهَبِطَةٌ اَوْ اَنَا مُصْعِدَةٌ وَهُوَ مُنْهَبِطٌ.

১৬৩৮. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা একমাত্র হজ্জের উদ্দেশ্যে নবী (সঃ)-এর সাথে যাত্রা করলাম। নবী (সঃ) মক্কায় পৌছে বায়তুল্লাহ ও সাফা-মারওয়ার তাওয়াফ করলেন। তাঁর সাথে কোরবানীর পশু ছিল, তাই তিনি ইহরাম খুললেন না। তাঁর স্ত্রী ও সাহাবাদের মধ্যে যারা তাঁর সাথে ছিলেন তাঁরাও তাওয়াফ করলেন এবং যাঁদের সাথে কোরবানীর পশু ছিল না তারা সবাই ইহরাম খুলে ফেললেন। বর্ণনাকারী আসওয়াদ বলেন, তাঁর (আয়েশার) হায়েয দেখা দিল। আমরা হজ্জের সকল আরকান আদায় করলাম। পরে লাইলাতুল হাসাবা অর্থাৎ যাত্রা করার রাত এলে তিনি

(আয়েশা) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! একমাত্র আমি ছাড়া আপনারা সাবাই হজ্জ ও উমরা উভয়টিই আদায় করে প্রত্যাবর্তন করছেন। এ কথা শুনে তিনি (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন, আমরা যে রাতে মক্কা এসেছি সে রাতে তুমি কি তাওয়াফ করোনি? তিনি বললেন, হাঁ করিনি।* তখন নবী (সঃ) বললেন, এখন তোমার ভাইয়ের সাথে তান'ঈম (নামক জায়গায়) চলে যাও এবং সেখান থেকে উমরার ইহরাম বেঁধে (উমরা আদায় করে) নাও। উমরা শেষে অমুক জায়গায় ফিরে আসবে। আয়েশা (রা) বলেন, আমি (আমার ভাই) আবদুর রহমানের সাথে তান'ঈমে গেলাম এবং (সেখান থেকে) উমরার ইহরাম বাঁধলাম। এ সময় সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই (ইবনে আখতাব)-এর হায়েয দেখা দিল। নবী (সঃ) তাকে লক্ষ্য করে বললেন, বন্ধ্যা, মাথামুড়া মহিলা, তুমি দেখছি আমাদের আটকিয়ে ফেললে! কোরবানীর দিন কি তুমি (বায়তুল্লাহর) তাওয়াফ করেছিলে? তিনি বললেন, হাঁ করেছিলাম। তখন নবী (সঃ) বললেন, তাহলে কোন অসুবিধা নাই, এখন যাত্রা কর। (আয়েশা বর্ণনা করেন, উমরা শেষে ফিরে) আমি তাঁর সাথে মিলিত হলাম। তিনি মক্কার উচ্চভূমিতে আরোহণ করেছেন আর আমি অবতরণ করছি অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) আমি আরোহণ করছি আর তিনি অবতরণ করছেন।

১৪৫—অনুচ্ছেদ ঃ প্রত্যাবর্তনের দিন আবতাহ নামক জায়গায় আসরের নামায আদায় করা।

١٦٣٩. عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبِرْنِيْ بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَالَ بِمِنًى قُلْتُ فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ قَالَ بِالْأَبْطَحِ افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ.

১৬৩৯. আবদুল আযীয ইবনে রুফাঈ (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে বললাম, নবী (সঃ) থেকে স্মরণ করে রেখেছেন এমন কিছু আমাকে অবহিত করুন। তিনি তারবিয়ার দিন অর্থাৎ যিলহজ্জের আট তারিখে যোহরের নামায কোথায় আদায় করেছিলেন? জবাবে তিনি বললেন, 'মিনাতে'। আমি জিজ্ঞেস করলাম, যাত্রা করার দিন আসরের নামায তিনি কোথায় পড়েছিলেন? জবাবে তিনি বললেন, আবতাহ নামক জায়গাতে। তারপর তিনি বললেন, তোমাদের আমীরগণ (আমীরে হজ্জ) যেমন করেন তোমরাও তেমনটি কর।

١٦٤٠. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَرَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ.

* অধিকাংশ বর্ণনায় 'লা' (না) আছে, কিন্তু আল মুসতামিলী থেকে আবু যার যে বর্ণনা উধৃত করেছেন তাতে 'বালা' (হাঁ) শব্দ এসেছে। এখানে শব্দটি 'না' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ ঃ 'হা' আমি তাওয়াফ করিনি" -(সম্পা.)।

১৬৪০. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি যোহর, আসর, মাগরিব ও এশার নামায পড়ার পর কিছু সময়ের জন্য মুহাস্‌সাবে (আবতাহে) নিদ্রা গিয়েছেন এবং পরে সওয়ারীতে আরোহণ করে বায়তুল্লায় গিয়ে তাওয়াফ করেছেন।

১৪৬—অনুচ্ছেদ ঃ মুহাসসাব।

١٦٤١. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّمَا كَانَ مَنْزِلاً يَنْزِلُهُ النَّبِىُّ ﷺ لِيَكُوْنَ اَسْمَحَ لِخُرُوْجِهٖ تَعْنِى الْاَبْطَحَ .

১৬৪১. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তা হল একটি মনযিল, যেখানে নবী (স) অবতরণ করতেন যাতে বেরিয়ে যাওয়া সহজতর হয়। এর দ্বারা তিনি (আয়েশা) আবতাহকে বুঝিয়েছেন।

١٦٤٢. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَيْسَ التَّحْصِيْبُ بِشَيْءٍ اِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ

১৬৪২. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মুহাস্‌সাবে অবতরণ ও অবস্থান কিছুই না (অর্থাৎ হজ্জের কোন আরকান নয় যা অবশ্য করণীয়), বরং এটি একটি জায়গা, রসূলুল্লাহ (সঃ) এখানে অবতরণ করেছিলেন।

১৪৭—অনুচ্ছেদ ঃ মক্কায় প্রবেশের পূর্বে যু—তুয়া উপত্যকায় অবতরণ করা এবং মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় যুল—হুলাইফার বাতহাতে অবতরণ করা।

١٦٤٣. عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَبِيْتُ بِذِىْ طُوًى بَيْنَ الثَّنِيَّتَيْنِ ثُمَّ يَدْخُلُ مِنَ الثَّنِيَّةِ الَّتِى بِاَعْلٰى مَكَّةَ وَكَانَ اِذَا قَدِمَ مَكَّةَ حَاجًّا اَوْ مُعْتَمِرًا لَمْ يُنِخْ نَاقَتَهُ اِلاَّ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيَأْتِى الرُّكْنَ الاَسْوَدَ فَيَبْدَأُ بِهٖ ثُمَّ يَطُوْفُ سَبْعًا ثَلٰثًا سَعْيًا وَاَرْبَعًا مَشْيًا ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيُصَلِّى سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَنْطَلِقُ قَبْلَ اَنْ يَّرْجِعَ اِلٰى مَنْزِلِهٖ فَيَطُوْفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَكَانَ اِذَا صَدَرَ عَنِ الْحَجِّ اَوِ الْعُمْرَةِ اَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِى بِذِى الْحُلَيْفَةِ الَّتِى كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُنِيْخُ بِهَا -

১৬৪৩. নাফে (রঃ) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমর (রা) দুই পাহাড়ের মধ্যস্থিত যু-তুয়া নামক জায়গাতে রাত যাপন করতেন, অতঃপর মক্কার উচ্চভূমিতে অবস্থিত পাহাড়টির

দিক থেকে প্রবেশ করতেন। যখনই তিনি হজ্জ বা উমরা আদায়ের জন্য মক্কায় আসতেন তখন মসজিদে হারামের দরজার সামনে ছাড়া উট বসাতেন না। তারপর খানায়ে কা'বাতে যেতেন এবং হাজরে আসওয়াদের নিকট থেকে তাওয়াফ আরম্ভ করতেন, মোট সাতবার তাওয়াফ করতেন। তিনি প্রথম তিন তাওয়াফে দৌড়াতেন এবং (পরের) চার তাওয়াফে স্বাভাবিক গতিতে চলতেন। তাওয়াফ শেষ করে দুই রাকআত নামায আদায় করতেন এবং নিজের অবস্থানের জায়গায় ফিরে যাওয়ার আগে সাফা–মারওয়ার দিকে যেতেন ও তাওয়াফ করতেন। আর হজ্জ বা উমরা সমাপ্ত করে ফেরার সময় তিনি যুল-হুলাইফা উপত্যকার বাতহা নামক জায়গায় অবরতণ করতেন যেখানে নবী (সঃ) উট বসাতেন, (ঠিক) সেই জায়গায় উট বসিয়ে দিতেন।

١٦٤٤. عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ سُئِلَ عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنِ الْمُحَصَّبِ فَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ نَزَلَ بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ وَعَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّى بِهَا يَعْنِى الْمُحَصَّبَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ اَحْسِبُهُ قَالَ وَالْمَغْرِبَ قَالَ خَالِدٌ لاَ اَشُكُّ فِى الْعِشَاءِ وَيَهْجَعُ هَجْعَةً وَيَذْكُرُ ذٰلِكَ عَنِ النَّبِىِّ

১৬৪৪. খালিদ ইবনুল হারিস (রঃ) থেকে বর্ণিত। উবায়দুল্লাহকে মুহাসসাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি নাফে (র)–এর সূত্রে আমাকে বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ), উমর এবং ইবনে উমর (রা) সেখানে থেমেছেন। নাফে থেকে আরো বর্ণিত যে, ইবনে উমর (রা) সেখানে অর্থাৎ মুহাসসাবে যোহর ও আসরের নামায পড়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছেন, মাগরিবের নামাযও পড়েছেন। খালিদ (ইবনে হারিস) বলেছেন, এশা সম্পর্কে আমার কোন সন্দেহ নেই। সেখানে তিনি অল্প কিছুক্ষণ নিদ্রা যেতেন। এ বিষয় ইবনে উমর (রা) নবী (সঃ) থেকেই বর্ণনা করেছেন।

১৪৮–অনুচ্ছেদঃ মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় যে ব্যক্তি যু–তুয়া উপত্যকায় থামে। মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা, হাম্মাদ, আইয়ুব ও নাফে'র মাধ্যমে ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি যখনই (মক্কায়) আগমন করতেন তখনই যু–তুয়া উপত্যকায় রাত যাপন করতেন এবং সকাল হলে (মক্কায়) প্রবেশ করতেন। আবার যখন (মক্কা থেকে) ফিরতেন তখনও যু–তুয়া উপত্যকায় যেতেন এবং সেখানে অবতরণ করে রাত যাপন করতেন ও ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। আর তিনি বলতেন, নবী (সঃ) এরূপই করতেন।

১৪৯–অনুচ্ছেদ : হজ্জের মওসুমে ব্যবসা করা এবং জাহিলী যুগের বাজারসমূহে[৩৮] কেনা–বেচা করা।

---

৩৮. জাহিলিয়াতের সময় আরবে চারটি প্রসিদ্ধ বাজার ছিল। ঐগুলো হল–উকায, যুল–মাজাজ, মক্কা থেকে কয়েক মাইল দূরে মাররায যাহরানের নিকট অবস্থিত মাজান্না এবং মক্কা থেকে ইয়ামানের পথে কিছু দূরে

١٦٤٥. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ ذُوالْمَجَازِ وَعُكَاظُ مَتْجَرَ النَّاسِ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ الاِسْلاَمُ كَاَنَّهُمْ كَرِهُوْا ذٰلِكَ حَتّٰى نَزَلَتْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ فِى مَوَاسِمِ الْحَجِّ .

১৬৪৫. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। জাহিলী যুগে যুল-মাজায ও উকাযে লোকদের ব্যবসায় কেন্দ্র ছিল। ইসলামের আগমনের পর মুসলমানগণ সেখানে ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা- বাণিজ্য ভাল মনে করল না। তখন এ আয়াত নাযিল হলঃ "এ ব্যাপারে কোন দোষ নাই, যদি হজ্জের মওসুমে তোমরা (ব্যবসায়-বাণিজ্যের মাধ্যমে) তোমাদের রবের করুণা অনুসন্ধান কর।"

১৫০—অনুচ্ছেদ ঃ শেষ রাতে মুহাসসাব থেকে যাত্রা করা।

١٦٤٦. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ حَاضَتْ صَفِيَّةُ لَيْلَةَ النَّفْرِ فَقَالَتْ مَا اُرَانِى اِلاَّ حَابِسَتَكُمْ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ عَقْرٰى حَلْقٰى اَطَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ قِيْلَ نَعَمْ قَالَ فَانْفِرِىْ

وَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لاَ نَذْكُرُ اِلاَّ الْحَجَّ فَلَمَّا قَدِمْنَا اَمَرَنَا اَن نَحِلَّ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةَ النَّفْرِ حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَىٍّ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ حَلْقَى عَقْرٰى مَا اُرَاهَا اِلاَّ حَابِسَتَكُمْ ثُمَّ قَالَ كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَانْفِرِى قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى لَمْ اَكُنْ حَلَلْتُ قَالَ فَاعْتَمِرِى مِنَ التَّنْعِيْمِ فَخَرَجَ مَعَهَا اَخُوْهَا فَلَقِيْنَاهُ مُدَّلِجًا فَقَالَ مَوْعِدُكِ مَكَانُ كَذَا وَكَذَا.

১৬৪৬. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনের রাতে সাফিয়্যার হায়েয হলে সে বলল, আমি মনে করতাম যে, আমি তোমাদের আটকিয়ে দেব। নবী (সঃ) তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, 'বন্ধ্যা, মাথা মুড়া, সে কি কোরবানীর দিন তাওয়াফ (যিয়ারত) করেনি? জবাবে বলা হল, হাঁ করেছেন। তিনি (সঃ) বললেন,

হবাশা। এ চার বাজার ছিল আরবের ব্যবসায়-বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক জীবনের প্রাণকেন্দ্র। এখানে যেমন নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় পণ্য-দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া যেত, তেমনি আরব উপদ্বীপের সাংস্কৃতিক জীবন প্রবাহও এগুলোকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হত। এসব কেন্দ্রেই নারী ও শরাবের পসরা বসতো, কবিতার আসর জমতো, দাসদাসীদের ক্রয় বিক্রয় হত। অর্থাৎ বড় বড় অপরাধ ও পাপ কাজের সবগুলোই এসব জায়গায় অনুষ্ঠিত হত।

তাহলে রওয়ানা হয়ে যাও। আয়শা (রা) থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর সাথে (মক্কার দিকে) যাত্রা করলাম। হজ্জ আদায় করা ছাড়া আমাদের আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। আমরা (মক্কায়) উপনীত হলে তিনি (সঃ) আমাদেরকে ইহরাম খুলে ফেলতে নির্দেশ দিলেন। (হজ্জ শেষে মক্কা থেকে) প্রত্যাবর্তনের রাত এলে সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই (ইবনে আখতাব)–এর হায়েয হল। নবী (সঃ) তাঁকে সম্বোধন করে বললেন, মাথা মুড়া বন্ধ্যা! আমি দেখছি সে তোমাদের আটকিয়ে দিল। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি কি কোরবানীর দিন তাওয়াফ করেছ? তিনি জবাব দিলেন, করেছি। তখন নবী (সঃ) বললেন, তাহলে রওয়ানা হও। (আয়েশা বলেন), আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি তো (এখনও) ইহরাম খুলিনি। তিনি বললেন, তান'ঈম থেকে ইহরাম বেঁধে উমরা আদায় করে নাও। সুতরাং তার সাথে তাঁর ভাই (আবদুর রহমান)–ও গেলেন। (আয়েশা বলেন,) মহানবী (স) ভোর রাতে বিদায়ী তাওয়াফের জন্য গেলে আমরা তখন তাঁর সাক্ষাত পেলাম। তিনি আমাকে বললেন, অমুক অমুক স্থানে আমার সাথে মিলিত হওয়ার জায়গা।

ابواب العمرة

(উমরার বর্ণনা)

১—অনুচ্ছেদঃ উমরা আদায় করা ওয়াজিব। উমরার মর্যাদা। ইবনে উমর (রাঃ) বলেছেন, এমন কেউ নেই যার ওপর হজ্জ ও উমরা আদায় করা ওয়াজিব নয়। ইবেন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহর কিতাবে হজ্জের সাথে সাথে উমরা আদায়ের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহর বাণীঃ

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ – البقرة ١٩٦

"আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য হজ্জ এবং উমরার নিয়ত করলে তা পূরা কর" (আল—বাকারাঃ ১৯৬)।

١٦٤٧. عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْعُمْرَةُ اِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ اِلاَّ الْجَنَّةُ .

১৬৪৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, এক উমরা আদায়ের পর পরবর্তী উমরা আদায় করা (এ দুই উমরার) মধ্যবর্তী গোনাহসমূহের জন্য কাফফারা। আর মকবুল হজ্জের (যে হজ্জ আল্লাহর কাছে কবুল হয়) পুরস্কারই হচ্ছে জান্নাত ।

২—অনুচ্ছেদঃ কেউ হজ্জ আদায়ের পূর্বে উমরা আদায় করলে।

١٦٤٨. عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ سَاَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ فَقَالَ لاَ بَاْسَ قَالَ عِكْرِمَةُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ اِعْتَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ قَبْلَ اَنْ يَحُجَّ .

১৬৪৮ ইবনে জুরায়েজ (রঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) ইকরামা ইবনে খলিদ (র) ইবনে উমরকে হজ্জ আদায়ের পূর্বে উমরা আদায় করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এতে কোন দোষ নেই। ইকরামা বর্ণনা করেন যে, ইবনে উমর (রা) বলেছেন, নবী (সঃ) হজ্জ আদায় করার আগে উমরা আদায় করেছিলেন।

৩— অনুচ্ছেদঃ মহানবী (সঃ) কতবার উমরা আদায় করেছেন?

١٦٤٩. عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ دَخَلْتُ اَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ فَاِذَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ جَالِسٌ اِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَاِذَا اُنَاسٌ يُصَلُّوْنَ فِى الْمَسْجِدِ صَلٰوةَ الضُّحٰى قَالَ فَسَاَلْنَاهُ عَنْ صَلاَتِهِمْ فَقَالَ بِدْعَةٌ ثُمَّ قَالَ

لَهُ كَمْ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ اَرْبَعُ اِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبَ فَكَرِهْنَا اَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ قَالَ وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الْحُجْرَةِ فَقَالَ عُرْوَةُ يَا اُمَّاهُ يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَلاَ تَسْمَعِيْنَ مَا يَقُوْلُ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَتْ مَايَقُوْلُ قَالَ يَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اعْتَمَرَ اَرْبَعَ عُمَرَاتٍ اِحْدَاهُنَّ فِيْ رَجَبَ قَالَتْ يَرْحَمُ اللّٰهُ اَبَاعَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَا اعْتَمَرَ عُمْرَةً اِلاَّ وَهُوَ شَاهِدُهُ وَمَا اعْتَمَرَ فِيْ رَجَبَ قَطُّ .

১৬৪৯. মুজাহিদ (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি এবং উরওয়া ইবনে যুবায়ের মসজিদে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম, আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) আয়েশার কামরার পাশে বসে আছেন। আর লোকজন মসজিদের মধ্যে চাশতের নামায আদায় করছে। আমরা তাঁকে লোকদের এ নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, বিদআত। উরওয়া ইবনে যুবায়ের তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, নবী (সঃ) কতবার উমরা করেছেন? জবাবে তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে উমর) বলেন, চারবার। তন্মধ্যে একবার রজব মাসে। আমরা তাঁর এ কথার প্রতিবাদ করা পসন্দ করলাম না। তিনি (মুজাহিদ) বলেন, আমরা (এ সময়) কামরার মধ্যে উম্মল মুমিনীন আয়েশার দাঁতনের শব্দ শুনতে পেলাম। উরওয়া ডাকলেন, আম্মাজান, উম্মুল মুমিনীন! আবু আবদুর রহমান কি বলছেন তা কি আপনি শুনছেন না? তিনি বললেন, সে কি বলছে? উরওয়া বললেন, তিনি (আবু আবদুর রহমান) বলছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) চারবার উমরা আদায় করেছেন, তন্মধ্যে একবার করেছেন রজব মাসে। এ কথা শুনে তিনি (আয়েশা) বলেন, আবু আবদুর রহমানকে আল্লাহ রহম করুন। রসূলুল্লাহ (সঃ) এমন কোন উমরা আদায় করেননি যার সাথে তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে উমর) ছিলেন না। তবে তিনি (সঃ) রজব মাসে কখনো উমরা আদায় করেননি।

١٦٥٠. عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ قَالَتْ مَااعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ رَجَبَ .

১৬৫০. উরওয়া ইবনে যুবায়ের (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (রজব মাসে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উমরা করা সম্পর্কে) আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) রজব মাসে কখনও উমরা করেননি।

١٦٥١. عَنْ قَتَادَةَ سَأَلْتُ اَنَسًا كَمْ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ اَرْبَعًا عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَّةِ فِيْ ذِي الْقَعْدَةِ حَيْثُ صَدَّهُ الْمُشْرِكُوْنَ وَعُمْرَةً مِّنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِيْ ذِي الْقَعْدَةِ حَيْثُ صَالَحَهُمْ وَعُمْرَةَ الْجِعْرَانَةِ اِذْ قَسَمَ غَنِيْمَةً اُرَاهُ حُنَيْنٍ قُلْتُ كَمْ حَجَّ قَالَ وَاحِدَةً .

১৬৫১. কাতাদা (রঃ) থেকে বর্ণিত। আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, নবী (সঃ) কতবার উমরা আদায় করেছেন? তিনি বললেন, চারবার ১। হুদায়বিয়ার উমরা যা যুল-কা'দাহ মাসে আদায় করেছিলেন, যে সময় মুশরিকরা তাঁকে (মক্কায় প্রবেশ করতে) বাধা দিয়েছিল। এর পরবর্তী বছর যুলকা'দাহ মাসের উমরা যখন মুশরিকরা তাঁর সাথে সন্ধি করেছিল। আর (তৃতীয় হল) জি'রানার উমরা যা সম্ভবতঃ হুনাইন যুদ্ধের সময় ছিল যখন নবী (সঃ) গীনমতের (যুদ্ধলব্ধ) অর্থ বন্টন করেছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কতবার হজ্জ করেছেন? তিনি (আনাস) জবাব দিলেন, একবার।

١٦٥٢. عَنْ قَتَادَةَ سَاَلْتُ اَنَسًا فَقَالَ اعْتَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ حَيْثُ رَدُّوْهُ وَمِنَ الْقَابِلِ عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَعُمْرَةً فِىْ ذِى الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ .

১৬৫২. কাতাদা (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন , নবী (সঃ) -এর উমরা আদায় করা সম্পর্কে আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বললেন, একবার নবী (সঃ) উমরা আদায় করেছিলেন, যে সময় মুশরিকরা তাঁকে বাধা প্রদান করে ফিরিয়ে দিয়েছিল, পরবর্তী বছর হুদায়বিয়ার উমরা আদায় করেছিলেন, যুল-কা'দাহ মাসে (জিরানার) উমরা আদায় করেছিলেন এবং শেষবার হজ্জের সাথে উমরা আদায় করেছিলেন।[২]

١٦٥٣. حَدَّثَنَا هُدْبَةُ ابْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ وَقَالَ اعْتَمَرَ اَرْبَعَ عُمَرٍ فِىْ ذِى الْقَعْدَةِ اِلاَّ الَّتِى اعْتَمَرَ مَعَ حَجَّتِهِ عُمْرَتَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَمِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ وَمِنَ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ.

১৬৫৩. হুদবাহ ইবনে খালিদ (র) হাম্মাম (রঃ) থেকে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি (হাম্মাম) বলেছেন, নবী (সঃ) তাঁর হজ্জের সাথে যে উমরা আদায় করেছিলেন সেটা ছাড়া সব কয়টি উমরাই তিনি যুলকা'দাহ মাসে আদায় করেছিলেন। অর্থাৎ হুদায়বিয়ার উমরা, পরবর্তী বছরের উমরা, জিরানার উমরা যেখানে তিনি হুনায়েনের গনীমতের সম্পদ বন্টন করেছিলেন এবং হজ্জের সাথে আদায়কৃত উমরা।

١٦٥٤. عَنْ اَبِى اِسحَاقَ قَالَ سَاَلْتُ مَسْرُوْقًا وَعَطَاءً وَمُجَاهِدًا فَقَالُوْا اِعتَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِى ذِي الْقَعْدَةِ قَبْلَ اَن يَّحُجَّ وَقَالَ سَمِعْتُ

১. নবী (সঃ) চতুর্থ উমরা তাঁর হজ্জের সময় আদায় করেছিলেন।

২. হজ্জের সাথে আদায়কৃত উমরাসহ যারা রসূলুল্লাহ (সঃ) -এর আদায়কৃত উমরার সংখ্যা চারটি বলেন, তারা হুদায়বিয়ার সন্ধির বছরের উমরাকেও গণনা করেন। আর যারা তিনটি বলেন, তারা হুদায়বিয়ার বছরের উমরাকে গণনা করেন না। তাদের মতে এ বছর তো নবী (সঃ) মক্কায় প্রবেশ করতেই পারেননি। তাই ঐ বছর উমরা করা হয়েছে বলে ধরা হবে না।

الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُوْلُ اِعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِى ذِى الْقَعْدَةِ قَبْلَ اَنْ يَّحُجَّ مَرَّتَيْنِ .

১৬৫৪. আবু ইসহাক (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর উমরা সম্পর্কে আমি মাসরূক, আ'তা ও মুজাহিদকে জিজ্ঞেস করলে তাঁরা বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) হজ্জ আদায় করার আগে যুল–কা'দাহ মাসে উমরা করেছেন। আবু ইসহাক বর্ণনা করেছেন, আমি বারা ইবনে আযেব (রা)–কে বলতে শুনেছি, হজ্জ করার পূর্বে রসূলুল্লাহ (সঃ) যুল–কা'দাহ মাসে দুবার উমরা করেছেন।

৪– অনুচ্ছেদঃ রমযান মাসে উমরা আদায় করা।

١٦٥٥. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاِمْرَأَةٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَسِيْتُ اسْمَهَا مَا مَنَعَكِ اَنْ تَحُجِّ مَعَنَا قَالَتْ كَانَ لَنَا نَاضِحٌ فَرَكِبَهُ اَبُوْ فُلاَنٍ وَابْنُهُ لِزَوْجِهَا وَابْنِهَا وَتَرَكَ نَاضِحًا نَنْضَحُ عَلَيْهِ قَالَ فَاِذَا كَانَ رَمَضَانُ اعْتَمِرِى فِيْهِ فَاِنَّ عُمْرَةً فِىْ رَمَضَانَ حَجَّةٌ اَوْ نَحْوًا مِمَّا قَالَ .

১৬৫৫. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) আনসারদের এক স্ত্রীলোককে, যার নাম ইবনে আব্বাস (রা) বলেছিলেন, কিন্তু আমি (আতা) ভুলে গিয়েছি, বললেন, আমাদের সাথে তোমার হজ্জ করতে বাধা কি ছিল? সে বলল, আমাদের পানি বহনকারী একটি উট ছিল তাতে অমুকের পিতা ও তার পুত্র (স্ত্রীলোকটির স্বামী ও ছেলে) আরোহণ করে চলে গিয়েছে এবং অপর একটি পানি বহনকারী উট রেখে গিয়েছে, যার দ্বারা আমরা পানি বহন করে থাকি। এসব শুনে নবী (সঃ) বললেন, তাহলে রমযান মাস এলে তুমি উমরা আদায় করো।

৫–অনুচ্ছেদঃ মুহাসসাবের রাতে অথবা অন্য কোন সময়ে উমরা আদায় করা।

١٦٥٦. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مُوَافِيْنَ لِهِلاَلِ ذِى الْحَجَّةِ فَقَالَ لَنَا مَنْ اَحَبَّ مِنْكُمْ اَنْ يُّهِلَّ بِالْحَجِّ فَلْيُهِلَّ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يُّهِلَّ بِالْعُمْرَةِ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلَوْلاَ اَنِّى اَهْدَيْتُ لاَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ قَالَتْ فَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِحَجٍّ وَكُنْتُ مِمَّنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَاَظَلَّنِى يَوْمُ عَرَفَةَ وَاَنَا حَائِضٌ فَشَكَوْتُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اُرْفُضِى عُمْرَتَكِ وَانْقُضِى رَاسَكِ

وَامْتَشِطِي وَاَهِلِّي بِالْحَجِّ فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ اَرْسَلَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمٰنِ اِلَى التَّنْعِيْمِ فَاَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِيْ.

১৬৫৬. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যিল-হজ্জের চাঁদ উঠলে আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে (হজ্জ আদায়ের উদ্দেশ্যে মক্কা) রওয়ানা হলাম। তিনি আমাদের বললেন, তোমরা যারা হজ্জের ইহরাম বাঁধতে চাও তারা হজ্জের জন্য ইহরাম বেঁধে নাও। আর যারা উমরার জন্য ইহরাম বাঁধতে চাও তারা উমরার ইহরাম বেঁধে নাও। যদি আমি কোরবানীর পশু সাথে না আনতাম তাহলে অবশ্যই উমরার ইহরাম বাঁধতাম। আয়েশা (রা) বলেন, (এ কথা শুনে) আমাদের কতেকে উমরার জন্য ইহরাম বাঁধল আবার কতেকে হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধল। যারা উমরার ইহরাম বেঁধেছিল আমি তাদের অন্তর্ভূক্ত ছিলাম। কিন্তু আরাফার দিন এলে আমি হায়েযগ্রস্ত হয়ে পড়লাম। এ বিষয়ে আমি নবী (সঃ)-এর কাছে অভিযোগ করলে তিনি বলেন, উমরা ছেড়ে দাও, মাথার বেণী খুলে ফেল এবং চুল আঁচড়ে হজ্জের জন্য ইহরাম বেঁধে নাও। এরপর মুহাসসাবের রাত এলে তিনি (সঃ) (আমার ভাই) আবদুর রহমানকে আমার সাথে তান'ঈমে পাঠালেন। আমি পূর্বের উমরার বদলে নতুন করে উমরার ইহরাম বাঁধলাম (এবং উমরা আদায় করলাম)।৩

৬–অনুচ্ছেদঃ তান'ঈম ৩ থেকে উমরা করা।

١٦٥٧. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى بَكْرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمَرَهُ اَنْ يُّرْدِفَ عَائِشَةَ وَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيْمِ.

১৬৫৭. আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) তাঁকে তাঁর সওয়ারীর পিছনে আয়েশাকে বসিয়ে তান'ঈম থেকে উমরা করানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন।

١٦٥٨. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَهَلَّ وَاَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ وَلَيْسَ مَعَ اَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْىٌ غَيْرِ النَّبِىِّ ﷺ وَطَلْحَةَ وَكَانَ عَلِىٌّ قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ وَمَعَهُ الْهَدْىُ فَقَالَ اَهْلَلْتُ بِمَا اَهَلَّ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَذِنَ لِاَصْحَابِهِ اَنْ يَّجْعَلُوْهَا عُمْرَةً يَطُوْفُوْا بِالْبَيْتِ ثُمَّ يُقَصِّرُوْا وَيَحِلُّوْا اِلاَّ مَنْ مَعَهُ الْهَدْىُ فَقَالُوْا نَنْطَلِقُ اِلٰى مِنًى وَذَكَرُ اَحَدِنَا يَقْطُرُ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ اَمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا اَهْدَيْتُ وَلَوْ لاَ اَنَّ مَعِىَ الْهَدْىَ لَاَحْلَلْتُ وَاَنَّ عَائِشَةَ حَاضَتْ فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ اَنَّهَا لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ قَالَ فَلَمَّا طَهُرَتْ وَطَافَتْ

৩. তান'ঈম মক্কা থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত

قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَنْطَلِقُوْنَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَاَنْطَلِقُ بِالْحَجِّ فَاَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبِى بَكْرٍ اَن يَّخْرُجَ مَعَهَا اِلَى التَّنْعِيْمِ فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ فِى ذِى الْحَجَّةِ وَاَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ لَقِىَ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ بِالْعَقَبَةِ وَهُوَ يَرْمِيْهَا فَقَالَ لَكُمْ خَاصَّةً هٰذِهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ لاَ بَلْ لِلْاَبَدِ .

১৬৫৮. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) ও সাহাবাগণ হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধলেন, কিন্তু শুধুমাত্র নবী (সঃ) ও তালহা (রাঃ) ছাড়া তাদের আর কারো সাথেই কোরবানীর পশু ছিল না। আর আলী (রা) যিনি ইয়ামান থেকে (হজ্জে) আগমন করেছিলেন–তাঁর সাথে কোরবানীর পশু ছিল। তিনি (আলী) বললেন, আল্লাহর রসূল (সঃ) যে উদ্দেশ্যে ইহরাম বেঁধেছেন আমিও সেই উদ্দেশ্যে ইহরাম বেঁধেছি। নবী (সঃ) তাঁর সাহাবাদেরকে তাদের হজ্জ উমরায় রূপান্তরিত করার অনুমতি প্রদান করেছিলেন, যেন তারা তাওয়াফ করে চুল ছেঁটে ইহরাম খুলে ফেলেন। তবে যাদের সাথে কোরবানীর পশু আছে তারা এরূপ করবে না। সাহাবারা বললেন, আমরা কামোদ্দিপ্ত অবস্থায় মিনায় যাব এ কেমন কথা। এ কথা নবী (সঃ)–এর কানে পৌঁছলে তিনি বলেন, যদি আমি এ ব্যাপারে প্রথমেই জানতে পারতাম যা পরে জানতে পারলাম, তাহলে আমি কোরবানীর পশু সংগে আনতাম না। আর কোরবানীর পশু যদি সংগে না থাকত তাহলে ইহরাম খুলে ফেলতাম। এ সময় আয়েশা (রাঃ) হায়েযগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। একমাত্র তাওয়াফে বায়তুল্লাহ ছাড়া তিনি হজ্জের যাবতীয় অনুষ্ঠান পালন করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি (আয়েশা) পবিত্র হলে (বায়তুল্লাহর) তাওয়াফ করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনারা হজ্জ ও উমরা উভয়টি আদায় করে ফিরবেন, আর আমি কি শুধুমাত্র হজ্জ করে ফিরব? তখন নবী (সঃ) আয়েশাকে তান'ঈমে নিয়ে যাওয়ার জন্য আবদুর রহমান ইবনে আবু বকরকে আদেশ করলেন। এভাবে তিনি যিলহজ্জ মাসে হজ্জ আদায়ের পর সেখান (তান'ঈম) থেকে উমরা আদায় করলেন। আর সুরাকা ইবনে মালেক ইবনে জুশাম (রাঃ) আকাবাতে এমন সময় নবী (সঃ)–এর সাথে সাক্ষাত করলেন যখন তিনি কংকর মারছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! এটা (হজ্জের সাথে উমরা আদায় করা) কি বিশেষ করে আপনার জন্য? তিনি বললেন, না; বরং চিরদিনের জন্য (এটা একটা নিয়ম)।

৭–অনুচ্ছেদঃ হজ্জের পরে কোরবানী ছাড়াই উমরা আদায় করা।

١٦٥٩. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُوَافِيْنَ لِهِلاَلِ ذِى الْحَجَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحَبَّ اَن يُّهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ وَمَنْ اَحَبَّ اَن يُّهِلَّ بِحَجَّةٍ فَلْيُهِلَّ وَلَوْ لاَ اَنِّى اَهْدَيْتُ لاَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَمِنْهُم

مَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنْهُم مَنْ اَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَكُنْتُ مِمَّنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحِضْتُ قَبْلَ اَنْ اَدْخُلَ مَكَّةَ فَاَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ وَاَنَا حَائِضٌ فَشَكَوْتُ ذٰلِكَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ دَعِي عُمْرَتَكِ وَانْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَاَهِلِّي بِالْحَجِّ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ اَرْسَلَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمٰنِ اِلَى التَّنْعِيْمِ فَاَرْدَفَهَا فَاَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِهَا فَقَضَى اللّٰهُ حَجَّهَا وَعُمْرَتَهَا وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذٰلِكَ هَدْيٌ وَلاَ صَدَقَةٌ وَلاَ صَوْمٌ .

১৬৫৯. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যিলহজ্জের চাঁদ উঠলে আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ) –এর সাথে হজ্জ আদায়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের বলেন, কেউ উমরার ইহ্‌রাম বাঁধতে চাইলে বেঁধে নাও। আর কেউ হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধতে চাইলে হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধে নাও। আমি যদি সাথে কোরবানীর পশু না আনতাম তাহলে উমরা আদায়ের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধতাম। সুতরাং তাদের কেউ উমরার ইহ্‌রাম বাঁধল আবার কেউ হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধে নিল। যারা উমরার জন্য ইহ্‌রাম বেঁধেছিল আমি ছিলাম তাদের অন্তর্ভুক্ত। পরে মক্কায় প্রবেশের পূর্বেই আমি ঋতুবর্তী হয়ে পড়লাম। আরাফার দিন এলে সেদিনও আমি নাপাক ছিলাম। তাই এ অবস্থার জন্য আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর কাছে অভিযোগ করলে তিনি বলেন, উমরা ছেড়ে দাও। মাথা (বেণী) খুলে ফেল, চুল আচড়ে নাও এবং হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধ। আমি তাই করলাম। মুহাসসাবের রাতে তিনি (স) আমার সাথে আবদুর রহমানকে তান'ঈমে পাঠালেন। (বর্ণনাকারী বলেন,) তিনি তাঁকে সওয়ারীতে নিজের পিছনে বসিয়ে নিলেন। তিনি পূর্বের উমরা (যা তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন)–র স্থানে (পুনরায়) উমরার ইহ্‌রাম বাঁধলেন। এভাবে আল্লাহ তাঁর হজ্জ ও উমরা উভয়টিই পূরণ করলেন। কিন্তু এর কোন ক্ষেত্রেই কোরবানী ও সদকা দিতে বা রোযা রাখতে হয়নি।

৮—অনুচ্ছেদঃ উমরার জন্য কষ্ট অনুপাতে সওয়াব বা পুরস্কার দেয়া হবে।

١٦٦٠. عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يَصْدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ وَاَصْدُرُ بِنُسُكٍ فَقِيْلَ لَهَا انْتَظِرِي فَاِذَا طَهُرْتِ فَاخْرُجِي اِلَى التَّنْعِيْمِ فَاَهِلِّي ثُمَّ ائْتِيْنَا بِمَكَانِ كَذَا وَلٰكِنَّهَا عَلٰى قَدْرِ نَفَقَتِكِ اَوْ نَصَبِكِ .

১৬৬০. আসওয়াদ (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আয়েশা (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! লোকেরা দু'টি অনুষ্ঠান (হজ্জ ও উমরা) পালন করে ফিরছে। আর আমি মাত্র একটি অনুষ্ঠান পালন করে ফিরছি। তখন তাঁকে বলা হল, অপেক্ষা কর। পরে যখন

তুমি (হায়েয থেকে) পবিত্র হয়ে যাবে তখন তান'ঈমে চলে যাবে এবং সেখান থেকে (উমরার) ইহরাম বেঁধে (উমরা আদায় করে) অমুক জায়গায় আমার সাথে মিলিত হবে। তবে সওয়াব বা পুরস্কার তোমার খরচ অথবা পরিশ্রম অনুপাতে হবে।

৯–অনুচ্ছেদঃ উমরা আদায়কারী উমরার তাওয়াফ করেই যদি রওয়ানা হয়ে যায়, তবে ঐ তাওয়াফ বিদায়ী তাওয়াফের জন্য যথেষ্ট কি না?

١٦٦١. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُهِلِّيْنَ بِالْحَجِّ فِى اَشْهُرِ الْحَجِّ وَحُرُمِ الْحَجِّ فَنَزَلْنَا بِسَرِفَ فَقَالَ النَّبِىُّ لاَصْحَابِهِ مَنْ لَّم يَكُنْ مَعَهُ هَدىٌ فَاَحَبَّ اَن يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَل وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدىٌ فَلاَ وَكَانَ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ وَرِجَالٍ مِّنْ اَصْحَابِهِ ذَوِى قُوَّةٍ الْهَدْىُ فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ عُمْرَةٌ فَدَخَلَ عَلَىَّ النَّبِىُّ ﷺ وَاَنَا اَبْكِىْ فَقَالَ مَا يُبْكِيْكِ قُلْتُ سَمِعْتُكَ تَقُوْلُ لاَصْحَابِكَ مَا قُلْتَ فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ قَالَ وَمَا شَانُكِ قُلْتُ لاَ اُصَلِّى قَالَ لاَ يَضُرُّكِ اَنْتِ مِنْ بَنَاتِ اٰدَمَ كُتِبَ عَلَيْكِ مَا كُتِبَ عَلَيْهِنَّ فَكُوْنِى فِىْ حَجِّكِ عَسَى اللّٰهُ اَن يَّرْزُقَكِهَا فَاَلَتْ فَكُنْتُ حَتّٰى نَفَرْنَا مِن مِّنًى فَنَزَلْنَا الْمُحَصَّبَ فَدعَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ اخْرُجِ بِاُخْتِكَ اِلَى الْحَرَمِ فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ افْرُغَا مِنْ طَوَافِكُمَا اَنْتَظِرْكُمَا هٰهُنَا فَاَتَيْنَا فِىْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَقَالَ فَرَغْتُمَا قُلْتُ نَعَمْ فَنَادى بِالرَّحِيْلِ فِى اَصْحَابِهِ فَارْتَحَلَ النَّاسُ وَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ صَلٰوةِ الصُّبحِ ثُمَّ خَرَجَ مُوَجِّهًا اِلَى الْمَدِيْنَةِ .

১৬৬১. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হজ্জের মাসে হজ্জের সম্মিলন স্থানের উদ্দেশ্যে (হজ্জের) ইহরাম বেঁধে আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ) –এর সাথে (মক্কার দিকে) রওয়ানা হলাম। সারিফ নামক জায়গায় উপনীত হলে নবী (সঃ) তাঁর সাহাবাদের বললেন, যার সাথে কোরবানীর জন্তু নেই সে উমরা করতে ভাল মনে করলে (নিজের ইহরাম) উমরা করে নাও। আর যাদের সাথে কোরবানীর জন্তু আছে তারা এরূপ করবে না। শুধু নবী (সঃ) ও তাঁর কিছু সংখ্যক সচ্ছল সাহাবার সাথে কোরবানীর জন্তু ছিল। সুতরাং তাদের হজ্জ উমরায় পরিণত হল না। এরপর এক সময় নবী (সঃ) আমার কাছে এলেন আমি তখন কাঁদছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কাঁদছ কেন? আমি বললাম, আপনি আপনার সাহাবাদের যা বলেছেন, আমি তা শুনেছি। আমার তো উমরা করা চলবে না (ঋতুবতী)। তিনি বললেন, তোমরার কি হয়েছে? আমি বললাম, নামায আদায় করতে

পারছি না। তিনি বললেন, এতে তোমার কোন ক্ষতি নেই। তুমি তো আদমের কন্যাদেরই একজন। তাদের জন্য যা নির্ধারিত তোমার জন্যও তাই নির্ধারিত আছে। সুতরাং তুমি হজ্জের অবস্থায়ই থাক। খুব সম্ভব আল্লাহ ওটিও (উমরাও) তোমাকে আদায়ের সুযোগ দিবেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি এ অবস্থায় থাকলাম এবং পরে আমরা মিনা থেকে যাত্রা করলাম এবং মুহাসসাবে উপনীত হলাম। আয়েশা (রা) বলেন, এ সময় নবী (সঃ) আমার ভাই আবদুর রহমানকে ডেকে বললেন, তোমার বোনকে হেরেমে নিয়ে যাও। সেখান থেকে সে উমরার ইহরাম বাঁধবে। তারপর তোমরা বায়তুল্লাহর তাওয়াফ শেষ করে চলে আসবে। আমি এখানে তোমাদের জন্য অপেক্ষায় থাকব। আমরা মধ্য রাতে ফিরে আসলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি উমরা করেছ? আয়েশা বলেন, আমি বললাম, 'হাঁ'। তখন তিনি সাহাবাদের যাত্রা করার ঘোষণা দিলেন এবং লোকজন রওয়ানা হয়ে গেল। ফজরের নামাযের পূর্বেই যারা বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করে নিয়েছিল, তারাও রওয়ানা হল এবং নবী (স)–ও মদীনা অভিমুখে যাত্রা করলেন।

১০–অনুচ্ছেদঃ হজ্জে যেসব কাজ করতে হয় উমরাতেও তাই করতে হয়।

١٦٦٢. عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ وَهُوَ بِالْجِعِرَّانَةِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهِ أَثَرُ الْخَلُوقِ أَوْ قَالَ صُفْرَةٌ فَقَالَ كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمْرَتِي فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسُتِرَ بِثَوْبٍ فَقُلْتُ لِعُمَرَ وَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ الْوَحْيَ فَقَالَ عُمَرُ تَعَالَ أَيَسُرُّكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ الْوَحْيَ قُلْتُ نَعَمْ فَرَفَعَ طَرَفَ الثَّوْبِ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ لَهُ غَطِيطٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ كَغَطِيطِ الْبَكْرِ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ اخْلَعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ وَاغْسِلْ أَثَرَ الْخَلُوقِ عَنْكَ وَأَنْقِ الصُّفْرَةَ وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ .

১৬৬২. সাফওয়ান ইবনে ইয়ালা ইবনে উমাইয়া (রঃ) তাঁর পিতার নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ)–এর জিরানা অবস্থানকালে এক ব্যক্তি হলুদ রঙের অথবা খালুক অথবা সুফরা জাতীয় সুগন্ধিযুক্ত একটা জুব্বা পরিহিত অবস্থায় এসে [নবী (সঃ)–কে] বলল, আপনি উমরাতে আমাকে কি কি কাজ করার নির্দেশ দেন? এ সময় আল্লাহ তাঁর নবীর প্রতি ওহী নাযিল করলেন। একখানা কাপড় দ্বারা তাঁকে ঢেকে দেওয়া হল। ইয়ালা (রাঃ) বললেন, আমি উমরকে বললাম, আল্লাহ তাঁর নবী (সঃ)–এর প্রতি ওহী নাযিল করছেন এমন অবস্থায় আমি তাঁকে দেখতে চাই। উমর (রাঃ) তাঁকে ডেকে বললেন, তুমি কি এমন অবস্থায় নবী (সঃ) –কে দেখতে উৎসাহী যখন আল্লাহ তাঁর প্রতি ওহী নাযিল

করছেন? আমি বললাম, হাঁ। তখন তিনি কাপড়ের এক দিক উঁচু করলেন। আমি দেখলাম, তিনি শব্দ করছেন। আমার মনে হয় তিনি (ইয়ালা) বলেছিলেন, জোয়ান উটের মত শব্দ। এ অবস্থা (তাঁর থেকে) দূরীভূত হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, উমরা সম্পর্কে প্রশ্নকারী কোথায়? তুমি তোমার গায়ের জুব্বা খুলে ফেল, খালুকের সুগন্ধি ধুয়ে ফেল এবং সুফরা (হলুদ রং) পরিষ্কার কর। তারপর হজ্জে যেমন কর, উমরাতেও তেমনি কর।[৩]

١٦٦٣. عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَاَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيْثُ السِّنِّ اَرَاَيْتِ قَوْلَ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِاعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَن يَّطَّوَّفَ بِهِمَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَلاَّ لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُوْلُ كَانَتْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَن لاَّ يَطَّوَّفَ بِهِمَا اِنَّمَا اُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فِى الْاَنْصَارِ كَانُوْا يُهِلُّوْنَ لِمَنَاةَ وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ وَكَانُوْا يَتَحَرَّجُوْنَ اَن يَّطَّوَّفُوْا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا جَاءَ الْاِسْلاَمُ سَاَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَن يَّطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ زَادَ سُفْيَانُ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ قَالَ مَا اَتَمَّ اللّٰهُ حَجَّ امْرِءٍ وَلاَ عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .

১৬৬৩. হিশাম ইবনে উরওয়া (রঃ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) –এর স্ত্রী আয়েশা (রা) –কে আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ আয়াত সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? আমি সে সময় অল্প বয়স্ক ছিলাম। আমি বললাম, আল্লাহর বাণীঃ

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ –

"নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। তাই যদি কোন ব্যক্তি বায়তুল্লাহর হজ্জ বা উমরা করে, এ পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সাঈ করে তার জন্য কোন গোনাহ নেই। আর কেউ আগ্রহ সহকারে কোন কল্যাণকর কাজ করলে আল্লাহ তা জানেন এবং তার মূল্য দেন" (আল–বাকারাঃ ১৫৮)।

---

৩. উমরার আরকান ৪টিঃ (১) ইহরাম বাঁধা (২) বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করা (৩) সাফা–মারওয়ার মাঝে সাঈ করা ও (৪) মাথা কামানো বা চুল কাটা। হজ্জের ফরয ৩টিঃ ইহরাম বাঁধা, তাওয়াফে যিয়ারত ও আরাফাতে অবস্থান করা। এ হাদীসে উমরাকে হজ্জের অনুকরণ বলা হয়েছে। এর অর্থ হলোঃ– হজ্জে যেসব বিধিনিষেধ আছে উমরাতেও তাই, যেমন সুগন্ধ ব্যবহার, রঙ্গিন পোশাক পরা ইত্যাদি।

আমার মনে হয়, এ আয়াতের অর্থ এই যে, যদি কেউ এ দুই পাহাড়ের মাঝে সাঈ না করে তাহলে তাতে তার কোন গোনাহ হবে না। আয়েশা (রা) বললেন, 'তুমি যা বলেছ কখনো তা নয়। তুমি যা বলেছ তাহলে আয়াতটি এরূপ হতো "ফালা জুনাহা আন লা ইয়াতাতাওয়াফা বিহিমা" অর্থাৎ "এ দু'টির মাঝে তাওয়াফ না করলে তার কোন গোনাহ হবে না।" আনসারদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। কেননা তারা (আনসাররা) মানাত মূর্তির জন্য ইহরাম বাঁধতো। আর মানাত (দেবতার মূর্তিটি) কাদীদ নামক জায়গার সামনে অবস্থিত ছিল। তাই আনসাররা (জাহেলী যুগে) সাফা ও মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ করতে দ্বিধাবোধ করত। ইসলামের আগমন ঘটলে তারা এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ) -কে জিজ্ঞেস করলে আল্লাহ নাযিল করলেনঃ

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَن يَّطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ .

"নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। তাই যদি কোন ব্যক্তি বায়তুল্লাহর হজ্জ বা উমরা করে, এ পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সাঈ করে তার জন্য কোন গোনাহ নেই। আর কেউ আগ্রহ সহকারে কোন কল্যাণকর কাজ করলে আল্লাহ তা জানেন এবং তার মূল্য দেন" (আল-বাকারাঃ ১৫৮)।

সুফিয়ান ও আবু মুআবিয়া..... হিশামের সূত্রে বর্ণিত হাদীসে আরও আছে যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, সাফা ও মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ বা সাঈ না করলে আল্লাহ কোন ব্যক্তির হজ্জ বা উমরা পূর্ণাঙ্গ করেন না।

১১-অনুচ্ছেদঃ উমরাকারী কখন ইহরাম খুলবে? আতা (র) জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) তাঁর সাহাবাদেরকে তাদের হজ্জ ও উমরা করে নিতে এবং তাওয়াফ[৫] করতে ও চুল ছেঁটে তারপর ইহরাম খুলতে বলেছিলেন।

١٦٦٤. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى اَوْفٰى قَالَ اعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاعْتَمَرْنَا مَعَهُ فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ طَافَ وَطُفْنَا مَعَهُ فَاَتَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ وَاَتَيْنَاهُمَا مَعَهُ وَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ اَنْ يَّرْمِيَهُ اَحَدٌ فَقَالَ لَهُ صَاحِبٌ لِىْ اَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ قَالَ لاَ قَالَ فَحَدِّثْنَا مَا قَالَ لِخَدِيْجَةَ قَالَ بَشِّرُوْا لِخَدِيْجَةَ بِبَيْتٍ فِى الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لاَ صَخَبَ فِيْهِ وَلاَ نَصَبَ .

৫. এ ক্ষেত্রে তাওয়াফের অর্থ হল বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ বা সাঈ করা। কেননা জাবের (রা) এ ব্যাপারে দৃঢ় মত পোষণ করতেন যে, সাফা ও মারওয়ার মাঝে তাওয়াফের আগে উমরা আদায়কারীর জন্য তার স্ত্রীর কাছে যাওয়া হালাল নয়। এ থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, তাওয়াফ বলতে এখানে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সাঈ' বুঝানো হয়েছে।

১৬৬৪. আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (এক সময়) রসূলুল্লাহ (সঃ) উমরা করলে আমরাও তাঁর সাথে উমরা করলাম। তিনি মক্কায় প্রবেশ করে তাওয়াফ করলে আমারও তাঁর সাথে তাওয়াফ করলাম। এরপর তিনি সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ে গেলে আমরাও তাঁর সাথে সেখান গেলাম। আমরা তাঁকে মক্কাবাসীদের থেকে (সব সময়) আড়াল করে রাখছিলাম যাতে কেউ তাঁর প্রতি তীর বর্ষণ করতে না পারে। বর্ণনাকারী (ইসমাঈল) বলেন, আমার এক বন্ধু তাঁকে (আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফাকে) জিজ্ঞেস করলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) কি কা'বা ঘরে প্রবেশ করেছিলেন? তিনি বললেন, না। আমার বন্ধু আবার তাঁকে বললেন, তিনি (সঃ) খাদীজা (রা) সম্পর্কে যা বলেছিলেন তা আমার কাছে বলুন। নবী (সঃ) বলেছিলেন, খাদীজাকে বেহেশতের মধ্যে মোতির দ্বারা নির্মিত এমন একটি ঘরের সুসংবাদ দাও যেখানে কোন প্রকার হৈ চৈ বা সোরগোল থাকবে না এবং কোন প্রকার কষ্টও থাকবে না।

١٦٦٥. عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فِى عُمْرَةٍ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ اَيَاتِى امْرَأَتَهُ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ قَالَ وَسَأَلْنَا جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ لاَ يَقْرَبَنَّهَا حَتّٰى يَطُوْفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .

১৬৬৫. আমর ইবনে দীনার (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি ইবনে উমর (রা) –কে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম— যে উমরা আদায় ব্যাপদেশে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেছে কিন্তু সাফা ও মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ করেনি, সে কি স্ত্রী সহবাস করতে পারবে? ইবনে উমর (রাঃ) বললেন, নবী (সঃ) মক্কায় আসলেন এবং সাতবার বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করে মাকামে ইবরাহীমের পাশে দুই রাকাত নামায পড়লেন। তারপর সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাতবার তাওয়াফ করলেন। আর তোমাদের জন্য তো আল্লাহর রসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে দীনার বলেন, আমি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)– কেও একই কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, সাফা ও মারওার তাওয়াফ না করা পর্যন্ত কেউ আর স্ত্রীর কাছে যাবে না।

١٦٦٦. عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ بِالْبَطْحَاءِ وَهُوَ مُنِيْخٌ فَقَالَ اَحَجَجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِمَا اَهْلَلْتَ قُلْتُ لَبَّيْكَ بِاِهْلَالٍ كَاِهْلَالِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَحْسَنْتَ طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ اَحِلَّ فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ اَتَيْتُ امْرَأَةً مِّنْ قَيْسٍ فَفَلَتْ رَاْسِىْ

ثُمَّ اَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ فَكُنْتُ اُفْتِىْ بِهِ حَتّٰى كَانَ فِى خِلَافَةِ عُمَرَ فَقَالَ اِنْ اَخَذْنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ فَاِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ وَاِنْ اَخَذْنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ فَاِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ .

১৬৬৬. আবু মূসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আল–বাতহা নামক জায়গায় নবী (সঃ) –এর কাছে উপস্থিত হলাম। নবী (সঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি হজ্জের সংকল্প করেছ? আমি বললাম, 'হাঁ'। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কি বলে ইহরাম বেঁধেছিলে? আমি বললাম, 'লাব্বাইকা বি ইহলালিন কা ইহলালিন নাবিয়্যি (সাঃ)' (হে আল্লাহ) নবী (সঃ) যে ইহরাম বেঁধেছেন আমিও অনুরূপ ইহরাম বেঁধে উপস্থিত হয়েছি বলে ইহরাম বেঁধেছিলাম। তিনি বললেন, অতি উত্তম করেছ এরপর বায়তুল্লাহ ও সাফা–মারওয়ার তাওয়াফ করে নাও এবং ইহরাম খুলে ফেল। তাই আমি বায়তুল্লাহ ও সাফা–মারওয়ার তাওয়াফ করলাম এবং পরে কায়েস গোত্রের এক মহিলার কাছে গেলাম। সে আমার মাথার উকুন বেছে দিল। এরপর আমি হজ্জের ইহরাম বাঁধলাম। আমি এভাবেই (অর্থাৎ যেভাবে হজ্জ ও উমরা আদায় করলাম) উমরের খিলাফতকাল পর্যন্ত ফতোয়া দিতে থাকলাম। অতপর উমর (রাঃ) বললেন, যদি আমরা আল্লাহর কিতাব গ্রহণ করি তবে তা আমাদেরকে পূর্ণ করতে আদেশ দেয়। আর যদি নবী (সঃ)–এর সুন্নাত গ্রহণ করি তাহলে দেখতে পাই যে, যতক্ষণ না কোরবানীর পশু তার যথাস্থানে পৌছেছে ততক্ষণ তিনি ইহরাম খুলেননি।

١٦٦٧. عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ مَوْلٰى اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ حَدَّثَهُ اَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ اَسْمَاءَ تَقُوْلُ كُلَّمَا مَرَرْتُ (مَرَّتْ) بِالْحَجُوْنِ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ لَقَدْ نَزَلْنَا مَعَهُ هٰهُنَا وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافٌ قَلِيْلٌ ظَهْرُنَا قَلِيْلَةٌ اَزْوَادُنَا فَاعْتَمَرْتُ اَنَا وَاُخْتِىْ عَائِشَةُ وَالزُّبَيْرُ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ فَلَمَّا مَسَحْنَا الْبَيْتَ اَحْلَلْنَا ثُمَّ اَهْلَلْنَا مِنَ الْعَشِىِّ بِالْحَجِّ .

১৬৬৭. আবুল আসওয়াদ (রঃ) থেকে বর্ণিত। আবু বকর (রাঃ)–র কন্যা আসমার আযাদকৃত গোলাম আবদুল্লাহ ইবনে কায়সান তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আসমাকে বলতে শুনতেন, "আল্লাহ তাঁর রসূলের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। " যখনই আমি এ হাজুন নামক জায়গার পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছি তখন তাঁর (সঃ) সাথে এখানে সওয়ারী থেকে নেমে থেমেছি। ঐ সময় আমাদের সামান ছিল স্বল্প। আমাদের সওয়ারী ছিল কম, সফরের সম্বলও (খাদ্যদ্রব্য) ছিল অতি অল্প। আমি ও আমার বোন আয়েশা, যুবায়ের ও অমুক অমুক উমরা আদায় করলাম। অতঃপর আমরা যখন বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলাম তখন ইহরাম খুলে ফেললাম এবং সন্ধ্যাকালে আবার হজ্জের জন্য ইহরাম বেঁধে নিলাম।

১২–অনুচ্ছেদঃ হজ্জ, উমরা বা জিহাদ থেকে ফিরে এসে কি বলবে?

١٦٦٨. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ اَوْ حَجٍّ اَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلٰى كُلِّ شَرَفٍ مِّنَ الْاَرْضِ ثَلٰثَ تَكْبِيْرَاتٍ ثُمَّ يَقُوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ.

১৬৬৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন কোন জিহাদ, হজ্জ কিংবা উমরা থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন তখন প্রতিটি উচ্চভূমিতে তিনবার তাকবীর বলার পর বলতেন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল্ মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর। আয়েবুনা তায়েবুনা আবেদুনা লিরব্বিনা হামেদুনা সাদাকাল্লাহু ওয়াদাহু ওয়া নাসারা আবদাহু ওয়া হাজামাল আহযাবা ওয়াহদাহু।

"আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি এক ও একক। তাঁর কোন শরীক নেই। সার্বভৌমত্ব ও সর্বময় প্রশংসা একমাত্র তাঁরই। তিনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, ইবাদতকারী, আমাদের রবের উদ্দেশ্যে সিজদাকারী ও প্রশংসাকারী। আল্লাহ তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন, নিজ বান্দাহকে সাহায্য করেছেন এবং একাকী সমস্ত শত্রুদলকে পরাস্ত করেছেন।"

১৩–অনুচ্ছেদঃ প্রত্যাবর্তনকারী হাজীদের স্বাগত জানানো এবং সে সময় এক বাহনে তিনজন একত্রে আরোহণ করা।

١٦٦٩. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ اسْتَقْبَلَهُ اُغَيْلِمَةُ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاٰخَرَ خَلْفَهُ.

১৬৬৯. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) মক্কা আগমন করলে বনি আবদুল মুত্তালিবের কয়েকজন বালক তাঁকে স্বাগত জানাল। তিনি (সঃ) তাদের একজনকে নিজ সওয়ারীতে সামনে ও অপর একজনকে পিছনে উঠিয়ে নিলেন।

১৪–অনুচ্ছেদঃ সকাল বেলা বাড়ী পৌঁছা।

١٦٧٠. عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا خَرَجَ اِلٰى مَكَّةَ يُصَلِّى فِىْ مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ وَاِذَا رَجَعَ صَلّٰى بِذِى الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِيِّ وَبَاتَ حَتّٰى يُصْبِحَ.

১৬৭০. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন মক্কার দিকে রওয়ানা হতেন তখন মসজিদে শাজারাতে নামায আদায় করতেন এবং যখন মক্কা থেকে ফিরতেন তখন উপত্যকার মধ্যখানে যুল-হুলাইফাতে নামায আদায় করতেন এবং সেখানেই সকাল পর্যন্ত রাত কাটাতেন।

১৫- অনুচ্ছেদঃ বিকালে বা সন্ধ্যাকালে বাড়ি প্রত্যাবর্তন করা।

١٦٧١. عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَطْرُقُ اَهْلَهُ لَيْلاً كَانَ لاَ يَدْخُلُ اِلاَّ غُدْوَةً اَوْ عَشِيَّةً .

১৬৭১. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) কখনও সফর থেকে ফিরে রাতে বাড়ীতে প্রবেশ করতেন না। তিনি সকাল অথবা সন্ধ্যায়ই কেবল বাড়ীতে প্রবেশ করতেন।

১৬-অনুচ্ছেদঃ নিজ শহরে পৌছে রাতের বেলা বাড়ীতে প্রবেশ করবে না।

١٦٧٢. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يَّطْرُقَ اَهْلَهُ لَيْلاً-

১৬৭২. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, সফর থেকে ফিরে রাতের বেলা নিজ বাড়ীতে নিজ পরিজনের কাছে প্রবেশ করতে নবী (সঃ) নিষেধ করেছেন।[৬]

১৭-অনুচ্ছেদঃ মদীনার (নিজস্ব আবাস স্থলে) নিকটবর্তী হয়ে উটের (সওয়ারীর) গতি দ্রুত করা।

١٦٧٣. عَنْ اَنَسٍ كَانَ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَاَبْصَرَ دَرَجَاتِ (دَوحَات) الْمَدِيْنَةِ اَوْضَعَ نَاقَتَهُ وَاِنْ كَانَتْ دَابَّةً حَرَّكَهَا زَادَ الْحَارِثُ عَنْ حُمَيْدٍ حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا

১৬৭৩. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) যখন কোন সফর থেকে ফিরে মদীনার উচ্চভূমি দেখতে পেতেন তখন উট দ্রুত চালাতেন আর বাহন অন্য কোন জন্তু হলেও তাকে তাড়া দিতেন। হুমায়েদের বর্ণনায় আছেঃ তিনি তাকে তাড়া দিয়েছেন মদীনার ভালোবাসায়।

১৮- অনুচ্ছেদঃ মহান আল্লাহর বাণীঃ وَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا **"দরজাসমূহ দিয়ে ঘরে প্রবেশ কর"** (আল-বাকারাঃ ১৮৯)।

৬. এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা ফরজ, ওয়াজিব বা মাকরূহ তাহরীমী বলে পরিগণিত নয়। বরং শুধুমাত্র নিষেধাজ্ঞা যা দ্বারা এতটুকু বুঝানো হয়েছে যে, এ সময়ে প্রবেশ না করাই উত্তম।

١٦٧٤. عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُوْلُ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فِيْنَا كَانَتِ الْاَنْصَارُ اِذَا حَجُّوْا فَجَاؤُا لَمْ يَدْخُلُوْا مِنْ قِبَلِ اَبْوَابِ بُيُوْتِهِمْ وَلٰكِنْ مِّنْ ظُهُوْرِهَا فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَدَخَلَ مِنْ قِبَلِ بَابِهِ فَكَاَنَّهُ عُيِّرَ بِذٰلِكَ فَنَزَلَتْ لَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى وَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا وَاتَّقُوْا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

১৬৭৪. আবু ইসহাক (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি বারা ইবনে আযেব (রাঃ)–কে বলতে শুনেছিঃ এ আয়াতটি আমাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। হজ্জ শেষে বাড়ী ফিরে আনসারগণ তাদের বাড়ীর সদর দরজা দিয়ে (বাড়ীতে) প্রবেশ না করে বরং পিছনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করতেন। এক আনসার ব্যক্তি (হজ্জ থেকে ফিরে) এসে তার বাড়ীর সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করলে সবাই তাকে লজ্জা দিল ও ভর্ৎসনা করলো, তখন এ আয়াতটি নাযিল হলঃ

وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى وَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا وَاتَّقُوْا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ–

"এটা কোন নেকীর কাজ নয় যে, তোমরা বাড়ীতে পিছনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। বরং নেকী হল গোনাহর কাজ থেকে সাবধান থাকা ও আল্লাহর অসন্তুষ্টি পরিহার করা। সুতরাং নিজের বাড়ীতে তোমরা সদর দরজা দিয়েই প্রবেশ কর। অবশ্য আল্লাহকে ভয় করতে থাক, সম্ভবতঃ এভাবেই সফলতা লাভ করতে পারবে (আল–বাকারাঃ ১৮৯)।

১৯–অনুচ্ছেদঃ সফর কষ্ট–ক্লেশের অংশবিশেষ।

١٦٧٥. عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِّنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ اَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ فَاِذَا قَضٰى نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ اِلٰى اَهْلِهِ.

১৬৭৫. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, সফর আযাবের অংশ বিশেষ। কেননা, সফর তোমাদের যে কোন লোকের যথাসময় খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ এবং নিদ্রার ব্যাপারে ব্যঘাত সৃষ্টি করে। সুতরাং সফরের প্রয়োজন শেষ হলেই বাড়ীতে ফিরে আসা উচিত। ৭

৭. এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, বিনা প্রয়োজনে সফর করা ঠিক নয়। কারণ প্রয়োজন শেষ হলেই নবী (সঃ) বাড়ী ফিরতে বলেছেন। এ ছাড়াও আহার নিদ্রা ঠিকমত না হওয়ার কারণে স্বাস্থ্যহানি ছাড়াও নানা প্রকার অসুবিধা ও জটিলতা দেখা দিতে পারে।

২০–অনুচ্ছেদঃ সফর থেকে মুসাফিরকে যদি শীঘ্র বাড়ী ফেরার প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে কি করবে?

١٦٧٦. عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بِطَرِيْقِ مَكَّةَ فَبَلَغَهُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ اَبِيْ عُبَيْدٍ شِدَّةُ وَجَعٍ فَاَسْرَعَ السَّيْرَ حَتّٰى كَانَ بَعْدَ غُرُوْبِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعَتَمَةَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ اِنِّيْ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ اِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ اَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا.

১৬৭৬. যায়েদ ইবনে আসলাম (রঃ) তাঁর পিতা আসলাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ)–র সাথে মক্কার দিকে যাচ্ছিলাম। ইতিমধ্যে (তাঁর স্ত্রী) সাফিয়্যা বিনতে আবু উবায়েদ সম্পর্কে তাঁর কাছে খবর পৌঁছল যে, তিনি গুরুতর অসুস্থ। তখন ইবনে উমর (রাঃ) তাঁর চলার গতি বাড়িয়ে দিলেন এবং (সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর পশ্চিম দিগন্তের) লালিমা অদৃশ্য হওয়ার পর সওয়ারী থেকে নেমে মাগরিব ও এশার নামায একত্রে আদায় করলেন। তারপর বললেন, আমি নবী (সঃ) –কে দেখেছি সফরে দ্রুত চলার প্রয়োজন দেখা দিলে তিনি মাগরিবকে দেরী করে এশা ও মাগরিবের নামায এক সাথে আদায় করতেন।

২১–অনুচ্ছেদঃ পথে অবরুদ্ধ ব্যক্তি ও ইহরাম অবস্থায় শিকারকারী ব্যক্তি কি করবে তার হুকুম। আল্লাহর বাণীঃ

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُوْا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (البقرة – ١٩٦)

"আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য হজ্জ ও উমরা আদায়ের নিয়ত করলে তা পূরা কর। আর যদি তোমরা কোথাও অবরুদ্ধ হয়ে পড় তাহলে কোরবানী যা যোগাড় করতে পারবে তা আল্লাহর সামনে পেশ কর (অর্থাৎ হেরেমে পাঠিয়ে দাও)। আর কোরবানী হেরেমে না পৌঁছা পর্যন্ত মাথা মুড়াবে না" (আল–বাকারাঃ ১৯৬)।

২২–অনুচ্ছেদঃ উমরা আদায়কারী অবরুদ্ধ হয়ে পড়লে তার বিধান।

١٦٧٧. عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ حِيْنَ خَرَجَ اِلٰى مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِى الْفِتْنَةِ قَالَ اِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْتُ كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ اَجْلِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ.

১৬৭৭. নাফে (রঃ) থেকে বর্ণিত। দুর্যোগের সময়ে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) উমরার নিয়ত করে মক্কায় রওয়ানা হয়ে বললেন, যদি বায়তুল্লাহর পথে বাধাপ্রাপ্ত হই তাহলে (হুদায়বিয়ার বছর) রসূলুল্লাহ (সঃ) –এর সাথে থেকে যা করেছিলাম (এ সময়ও) তা করবো। সুতরাং তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে উমর) উমরার জন্য ইহরাম বেঁধে নিলেন। কেননা রসূলুল্লাহ (সঃ) হুদায়বিয়ার বছরে উমরার জন্য ইহরাম বেঁধেছিলেন।

١٦٧٨. عَنْ نَافِعٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَاهُ اَنَّهُمَا كَلَّمَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ لَيَالِيَ نَزَلَ الْجَيْشُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالاَ لاَ يَضُرُّكَ اَلاَّ تَحُجَّ الْعَامَ اِنَّا نَخَافُ اَنْ يُّحَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَقَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُوْنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ وَاُشْهِدُكُمْ اَنِّي قَدْ اَوْجَبْتُ عُمْرَةً اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اَنْطَلِقُ فَاِنْ خُلِّيَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ الْبَيْتِ طُفْتُ وَاِنْ حِيْلَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَاَنَا مَعَهُ فَاَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ اِنَّمَا شَأْنُهُمَا وَاحِدٌ اُشْهِدُكُمْ اَنِّي قَدْ اَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِي فَلَمْ يَحِلَّ مِنْهُمَا حَتَّى حَلَّ (دَخَلَ) يَوْمَ النَّحْرِ وَاَهْدٰى وَكَانَ يَقُوْلُ لاَ نَحِلُّ حَتَّى نَطُوْفَ طَوَافًا وَاحِدًا يَوْمَ نَدْخُلُ مَكَّةَ –

১৬৭৮. নাফে (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ও সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (রঃ) তাঁকে জানিয়েছেন, যে বছর (হাজ্জাজ) আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করে সে সময় কয়েক দিন ধরে তাঁরা (তাঁদের পিতা) আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে (হজ্জে না যাওয়ার জন্য) বুঝালেন। তাঁরা দু'জনে বললেন , এ বছর হজ্জ না করলে আপনার কোন ক্ষতি হবে না। আমাদের আশংকা হচ্ছে যে, আপনার ও বায়তুল্লাহর মাঝে বাধা দাঁড় করানো হবে। এসব শুনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বললেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর সাথে হজ্জ আদায়ের উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে রওয়ানা হয়েছিলাম। কিন্তু কাফের কুরাইশরা বায়তুল্লাহর পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল। সুতরাং নবী (সঃ) তাঁর কোরবানীর পশু কোরবানী করলেন এবং মাথা মুড়ে নিলেন। আমি তোমাদেরকে সাক্ষী করে বলছি, আমি নিজের ওপর উমরাকে ওয়াজিব করে নিয়েছি, আল্লাহর ইচ্ছা হলে রওয়ানা হয়ে যাব। আমার ও বায়তুল্লাহর মাঝে যদি কোন বাধা না থাকে তাহলে আমি তাওয়াফ করবো। কিন্তু যদি আমার ও বায়তুল্লাহর মাঝে বাধা সৃষ্টি করা হয় তাহলে নবী (সঃ) যেমন করেছিলেন আমিও তেমন করব। সে সময় তো আমি তাঁর (সঃ) সাথে ছিলাম। তিনি যুল–হুলাইফা থেকে উমরার ইহরাম বেঁধে নিলেন এবং কিছু সময় পথ চললেন। তারপর বললেন, হজ্জ ও উমরা উভয়টির নিয়ম তো একই। আমি তোমাদের

সাক্ষী করে বলছি, আমি আমার উমরার সাথে হজ্জও নিজের জন্য ওয়াজিব করে নিয়েছি। সুতরাং তিনি হজ্জ ও উমরার ইহরাম তখন না খুলে কোরবানীর দিন খুললেন এবং কোরবানী দিলেন। তিনি বলতেন, আমরা ততক্ষণ ইহরাম খুলব না যতক্ষণ না একই সাথে মক্কায় প্রবেশের দিন হজ্জ ও উমরা উভয়টির জন্য একটি তাওয়াফ করে নেই।

١٦٧٩. عَنْ نَافِعٍ اَنَّ بَعْضَ بَنِى عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَهُ لَوْ اَقَمْتَ بِهٰذَا.

১৬৭৯. নাফে (রঃ) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ)–র কোন এক পুত্র তাঁকে বললেন, যদি আপনি এ সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে বাড়ীতে অবস্থান করতেন (তাহলে তা আপনার জন্য কতই না ভালো হতো)।

١٦٨٠. عَنْ عِكْرَمَةَ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ اُحْصِرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَحَلَقَ رَاسَهُ وَجَامَعَ نِسَاءَهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ حَتّٰى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلاً.

১৬৮০. ইকরামা (রঃ) থেকে বর্ণিত। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, (হুদায়বিয়ার বছর) রসূলুল্লাহ (সঃ)–কে মক্কা প্রবেশে বাধা প্রদান করা হলে তিনি মাথা মুড়িয়ে নিয়েছিলেন, স্ত্রীদের সাথে সহবাস করেছিলেন, কোরবানীর পশু কোরবানী করেছিলেন এবং পরবর্তী বছর উমরা করেছিলেন।

২৩–অনুচ্ছেদঃ হজ্জে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া।

١٦٨١. عَن سَالِمٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ اَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنْ حُبِسَ اَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْئٍ حَتّٰى يَحُجَّ عَامًا قَابِلاً فَيُهْدِىْ اَوْ يَصُوْمُ اِنْ لَّم يَجِد هَدْيًا.

১৬৮১. সালেম (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ইবনে উমর (রাঃ) বলতেনঃ রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর সুন্নাতই তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় কি? তোমাদের কেউ হজ্জ করতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হলে এবং সে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করে সাফা–মারওয়ার সাঈ করলে এবং ইহরাম খুলে ফেললে পরবর্তী বছর হজ্জ করবে। তখন সে কোরবানী করবে অথবা রোযা রাখবে যদি সে কোরবানীর পশু না পায়।

২৪–অনুচ্ছেদঃ বাধাপ্রাপ্ত হয়ে মাথা কামানোর আগেই কোরবানী করা।

١٦٨٢. عَنِ الْمِسْوَرِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَحَرَ قَبْلَ اَنْ يَّحلِقَ وَاَمَرَ اَصْحَابَهُ بِذٰلِكَ

১৬৮২. মিসওয়ার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (হুদায়বিয়ার বছর মক্কায় প্রবেশে) রসূলুল্লাহ (সঃ) বাধাপ্রাপ্ত হলে মাথা মুড়িয়ে নেয়ার আগেই কোরবানী করলেন এবং সকল সাহাবাকেও অনুরূপ করতে নির্দেশ দিলেন।[৮]

١٦٨٣. عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ وَسَالِمًا كَلَّمَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مُعْتَمِرِيْنَ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُوْنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بُدْنَهُ وَحَلَقَ رَاْسَهُ .

১৬৮৩. নাফে (রঃ) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ)–র বিরুদ্ধে হাজ্জাজের সৈন্য পরিচালনার বছরে আবদুল্লাহ ও সালেম উভয়েই তাদের পিতা আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ)–কে হজ্জে যেতে বারণ করার জন্য তাঁর সাথে কথাবার্তা বললেন। তখন আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বললেন, আমরা (হুদায়বিয়ার বছর) উমরার নিয়ত করে নবী (সঃ)–এর সাথে রওয়ানা হলে কুরাইশ কাফেররা বায়তুল্লাহর পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল। তাই রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর কোরবানীর পশু যবেহ করলেন এবং মাথা মুড়িয়ে নিলেন। এসব করার পর তিনি ইহরাম খুলে ফেললেন।

২৫–অনুচ্ছেদ ঃ যারা বলেন, অবরুদ্ধ বা বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির ওপর বদলা হজ্জ আদায় করা ওয়াজিব নয় তাদের দলীল। রাওহ..... ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, বদলা হজ্জ করা ঐ ব্যক্তির ওপর ওয়াজিব যে প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে হজ্জ ভঙ্গ করেছে। পক্ষান্তরে শরীয়তগ্রাহ্য কোন ওজর কিংবা অনুরূপ কোন কারণ প্রতিবন্ধক হলে ইহরাম খুলে ফেলবে এবং বদলা বা কাযা আদায় করতে হবে না। বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাছে কোরবানীর পশু থাকলে এবং তা পাঠিয়ে দিতে না পারলে কোরবানী করবে। আর যদি পাঠিয়ে দিতে সক্ষম হয় তাহলে কোরবানীর পশু তার জায়গায় না পৌঁছা পর্যন্ত ইহরাম খুলতে পারবে না। ইমাম মালেক ও অন্যান্যরা বলেছেন, যেখানেই অবস্থান করুক না কেন কোরবানী যবেহ করবে এবং মাথা মুড়িয়ে নেবে, তাকে কাযা আদায় করতে হবে না। কেননা হুদায়বিয়ার বছরে কোরবানীর পশু বায়তুল্লায় পৌঁছার পূর্বে ও খানায়ে কা'বার তাওয়াফের পূর্বে নবী (সঃ) ও তাঁর সাহাবাগণ কোরবানী করেছিলেন, মাথা মুড়িয়েছিলেন এবং ইহরামমুক্ত হয়েছিলেন। এতদসত্ত্বেও এ কথা বর্ণিত নাই যে, নবী (সঃ) কাউকে কাযা করার কিংবা পুনরায় হজ্জ করার আদেশ প্রদান করেছিলেন। অথচ হুদায়বিয়া হেরেমের বাইরে অবস্থিত।

৮. উপরোক্ত হাদীস বাহ্যত কুরআনের নির্দেশের সাথে সংঘর্ষশীল মনে হয়। কেননা বাধাপ্রাপ্ত বা অবরুদ্ধ ইহরামকারীদের সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ "কোরবানীর পশু তার জায়গায় পৌঁছার পূর্বে তোমরা মাথা মুড়িয়ে নিও না।" এ আয়াতে কোরবানী করার কথা বলা হয়নি, বরং কোরবানীর পশু তার জায়গায় পৌঁছার কথা বলা হয়েছে। আর বাধাপ্রাপ্ত বা অবরুদ্ধ ব্যক্তির জন্য তার জায়গা হলো যেখানে সে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। তাই উপরোল্লেখিত হাদীসে বর্ণিত রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর নির্দেশ কুরআনের পরিপন্থী নয়, বরং পূর্ণ মাত্রায় সামঞ্জস্য রয়েছে।

١٦٨٤. عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ حِيْنَ خَرَجَ مُعْتَمِرًا فِى الْفِتْنَةِ اِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ اَجْلِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ ثُمَّ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ نَظَرَ فِىْ اَمْرِهِ فَقَالَ مَااَمْرُهُمَا اِلاَّ وَاحِدٌ فَالْتَفَتَ اِلٰى اَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا اَمْرُهُمَا اِلاَّ وَاحِدٌ اُشْهِدُكُمْ اَنِّى قَدْ اَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا وَرَاى اَنَّ ذٰلِكَ مُجْزِيًا عَنْهُ وَاَهْدٰى .

১৬৮৪. নাফে (রঃ) থেকে বর্ণিত। ফেতনার বছর আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) উমরার উদ্দেশ্যে ইহরাম বেঁধে মক্কা যাওয়ার কালে বলেছিলেন, যদি আমি বায়তুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে বাঁধাপ্রাপ্ত হই তাহলে (হুদায়বিয়ার বছর) রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর সাথে থেকে যা করেছিলাম তাই করব। সুতরাং তিনি উমরার উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধলেন। কেননা হুদায়বিয়ার বছরে নবী (সঃ) উমরার জন্য ইহরাম বেঁধেছিলেন। এরপর আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) নিজের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করে বললেন, উভয়টির (হজ্জ ও উমরা) নিয়ম তো একই। তারপর তিনি তাঁর সংগীদের বললেন, উভয়টির (হজ্জ ও উমরা) নিয়ম তো একই। আমি তোমাদের সাক্ষী রেখে বলছি, আমি উমরার সাথে হজ্জও আমার ওপর ওয়াজিব করে নিয়েছি। তারপর উভয়টির জন্য তিনি একই তাওয়াফ করলেন এবং এটিকে যথেষ্ট মনে করলেন। তিনি কোরবানীর পশুও সাথে করে নিয়ে গিয়েছিলেন।

২৬–অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ .

"তবে যে ব্যক্তি পীড়িত হওয়ার কারণে অথবা মাথায় কোন কষ্টদায়ক ব্যাপার থাকার কারণে মাথা মুড়িয়ে নেয় ক্ষতিপূরণ হিসেবে তার রোযা রাখা, ফিদইয়া দেয়া কিংবা কোরবানী করা উচিত" (বাকারা ঃ ১৯৬)। এ তিনটির যে কোন একটি ব্যাপারে তাকে এখতিয়ার দেয়া হয়েছে। কিন্তু রোযা আদায় করলে তিনটি রোযা করতে হবে।

١٦٨٥. عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لَعَلَّكَ اَذَاكَ هَوَامُّكَ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحْلِقْ رَاْسَكَ صُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اَوْ اَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ اَوْ اُنْسُكْ بِشَاةٍ .

১৬৮৫. কা'ব ইবনে উ'জরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বললেন, উকুন বোধ হয় তোমাকে খুব কষ্ট দিচ্ছে। তিনি (কা'ব ইবনে উজরা) বললেন, হাঁ, হে আল্লাহর রসূল। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, তুমি মাথা মুড়িয়ে ফেল, তারপর তিন দিন রোযা রাখ, অথবা ছয়জন মিসকীনকে খাদ্য দান কর কিংবা একটি বকরী কোরবানী কর।

২৭–অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী اوصدقة এর ব্যাখ্যা হল ছয়জন মিসকীনকে খাদ্য দান করা।

١٦٨٦. عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ وَقَفَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَرَأْسِىْ يَتَهَافَتُ قَمْلاً فَقَالَ اَيُؤْذِيْكَ هَوَامُّكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاَحْلِقْ رَأْسَكَ اَوْ قَالَ اَحْلِقْ قَالَ فِىَّ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ بِهٖ اَذًى مِّنْ رَّأْسِهٖ اِلٰى اٰخِرِهَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ صُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ بَيْنَ سِتَّةٍ اَوْ نُسُكْ مِمَّا تَيَسَّرَ.

১৬৮৬. কা'ব ইবনে উজরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হুদায়বিয়াতে রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার পাশে দাঁড়ালেন। আমার মাথা থেকে উকুন পড়ছে দেখে তিনি বললেন, তোমার (মাথার) উকুন কি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, মাথা মুড়ে নাও। তিনি "মাথা মুড়ে নাও" অথবা "মুড়ে নাও" বললেন। কা'ব ইবনে উজরা (রাঃ) বলেন, এ আয়াতটি আমার সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে।

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ بِهٖ اَذًى مِّنْ رَّأْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ.

"তবে যে ব্যক্তি পীড়িত হওয়ার করণে অথবা মাথায় কোন প্রকার কষ্টদায়ক ব্যাপার থাকার কারণে মাথা মুড়িয়ে নেয়, ক্ষতিপূরণ হিসেবে তার রোযা অথবা ফিদইয়া দেয়া বা কোরবানী করা উচিত" (আল–বাকারা ঃ ১৯৬)

তাই (মাথা মুড়ে নেয়ার নির্দেশ দেয়ার পর) নবী (সঃ) বললেন, তিন দিন রোযা রাখা অথবা ছয়জন মিসকীনকে এক ফারাক' পরিমাণ সদকা দাও অথবা সাধ্যমত কোরবানী করা।[১]

২৮–অনুচ্ছেদ ঃ ফিদইয়া হিসাবে দেয় খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ আধা ছা'।

١٦٨٧. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ جَلَسْتُ اِلٰى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فَسَاَلْتُهُ عَنِ الْفِدْيَةِ فَقَالَ نَزَلَتْ فِىَّ خَاصَّةً وَهِىَ لَكُمْ عَامَّةً حُمِلْتُ

১. ফারাক তৎকালীন মদীনার একটা মাপ। মোট ষোল রতল বা দুই ছা'তে এক ফারাক। এ ফারাক মোটামুটিভাবে ছয় ছটাক।

إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي فَقَالَ مَا كُنْتُ أُرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى أَوْ مَا كُنْتُ أُرَى الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى تَجِدُ شَاةً فَقُلْتُ لاَ قَالَ فَصُمْ ثَلٰثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ نِصْفَ صَاعٍ.

১৬৮৭. আবদুল্লাহ ইবনে মা'কেল (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি কা'ব ইবনে উজরা (রাঃ)-র পাশে বসে তাকে ফিদইয়ার বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এতদসংক্রান্ত আয়াত বিশেষভাবে আমার ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, কিন্তু এর হুকুম সাধারণভাবে তোমাদের সবার জন্য। আমি এমন অবস্থায় রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে নীত হলাম যে, আমার মাথা থেকে বারে বারে আমার মুখমন্ডলে উকুন পড়ছিল। এ অবস্থা দেখে তিনি বললেন, আমার ধারণাও ছিল না যে, তোমার পীড়া এতদূর পৌঁছেছে যা এখন দেখছি। অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) আমার ধারণাও ছিল না যে, তোমার কষ্ট এতদূর পৌঁছেছে, যা এখন দেখছি। তুমি কি একটা বকরী যোগাড় করতে পারবে? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তিনটি রোযা রাখো অথবা মাথাপিছু আধা ছা' করে ছয়জন মিসকীনকে খাদ্য (গম) দান করো।

২৯-অনুচ্ছেদ ঃ নুসুক অর্থ বকরী কোরবানী করা।

١٦٨٨. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلٰى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ رَاٰهُ وَأَنَّهُ يَسْقُطُ عَلٰى وَجْهِهِ فَقَالَ أَيُؤْذِيْكَ هَوَامُّكَ قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَهُ أَنْ يَّحْلِقَ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَّهُمْ أَنَّهُمْ يَحِلُّوْنَ بِهَا وَهُمْ عَلٰى طَمَعٍ أَنْ يَّدْخُلُوْا مَكَّةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْفِدْيَةَ فَأَمَرَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةٍ أَوْ يُهْدِي شَاةً أَوْ يَصُوْمَ ثَلٰثَةَ أَيَّامٍ.

১৬৮৮. আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা (রঃ) কা'ব ইবনে উজরা (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে এ অবস্থায় দেখলেন যে, উকুন (মাথা থেকে) তাঁর চেহারার ওপর পড়ছে। তাই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, উকুন কি তোমাকে খুব কষ্ট দিচ্ছে? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ। তখন নবী (সঃ) তাঁকে মাথা মুড়ে ফেলতে আদেশ করলেন। তিনি (সঃ) সে সময় হুদায়বিয়ায় অবস্থানরত ছিলেন। তাঁদের কাছেও এ ব্যাপারে স্পষ্ট ছিল না যে, এখানেই তাঁদেরকে ইহরাম খুলে ফেলতে হবে। বরং তাঁরা মক্কায় প্রবেশের জন্য আগ্রহী ছিলেন। এ সময় আল্লাহ ফিদইয়া সংক্রান্ত আয়াত নাযিল করলে রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে এক ফারাক খাদ্য (গম) ছয়জন মিসকীনের মধ্যে বন্টন করতে অথবা তিন দিন রোযা রাখতে নির্দেশ দিলেন।

৩০—অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী (فلا رفث)—এর (رفث) সম্পর্কে হাদীসে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তার আলোচনা।

١٦٨٩. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَجَّ هٰذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ اُمُّهُ .

১৬৮৯. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি এ ঘরের হজ্জ আদায় করল, (এ সময়ে) স্ত্রী সহবাস করল না বা অশ্লীল কথাবার্তা বলল না সে এমন (নিষ্পাপ) হয়ে গেল যেমন মাতৃগর্ভ থেকে সদ্যজাত শিশু (নিষ্পাপ হয়ে জন্মে)।

৩১—অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী: وَلاَ فُسُوْقَ وَلاَ جِدَالَ فِى الْحَجِّ "হজ্জে কোন প্রকার অশ্লীল আচরণ ও ঝগড়া বিবাদ নাই।"

١٦٩٠. عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ .

১৬৯০. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি এ ঘরের হজ্জ করল এবং এ সময়ে স্ত্রীসহবাস করল না এবং কোন প্রকার গোনাহর কাজ করল না, সে একজন সদ্য প্রসূত শিশুর মত নিষ্পাপ অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে।

৩২—অনুচ্ছেদঃ ইহরাম অবস্থায় শিকার এবং অনুরূপ আরো কিছু। আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَقْتُلُوْا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَاعَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بٰلِغَ الْكَعْبَةِ اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوْقَ وَبَالَ اَمْرِهٖ عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُوانْتِقَامٍ اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوْا اللّٰهَ الَّذِىْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ .

"হে ঈমানদারগণ! ইহরাম অবস্থায় তোমরা কেউ শিকার করো না। যদি তোমাদের কেউ স্বেচ্ছায় এমন কাজ করে তাহলে যে পশু সে শিকার করেছে অনুরূপ একটি পশু নযর দিতে হবে। এ ব্যাপারে তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায় বিচারক ব্যক্তি ফয়সালা করবে এবং এ নযরানা কা'বায় পৌঁছাতে হবে। অথবা এ গুনাহর

কাফফারা হিসেবে কয়েকজন মিসকীনকে খাবার দিতে হবে অথবা এর সমান অনুপাতে রোযা রাখতে হবে। এটা তার কৃত অপরাধের সাজা স্বরূপ। পূর্বে যা কিছু হয়েছে আল্লাহ তা ক্ষমা করে দিয়েছেন। কিন্তু এখন যদি কেউ পুনরায় তা করে তাহলে আল্লাহ তার বদলা গ্রহণ করবেন। আল্লাহ সকলের ওপর বিজয়ী এবং বদলা গ্রহণের ক্ষমতার অধিকারী। তোমাদের জন্য সামুদ্রিক শিকার ধরা ও তা খাওয়া হালাল করা হয়েছে–তোমাদের ও ভ্রমণকারীদের ভোগের জন্য। আর যত দিন পর্যন্ত ইহরাম অবস্থায় থাক, তত দিন তোমাদের জন্য স্থলচর শিকার ধরা হারাম করা হয়েছে, আর আল্লাহকে ভয় কর যার কাছে সমবেত করা হবে" (আল–মাইদা ঃ ৯৫–৯৬)।

৩৩–অনুচ্ছেদ ঃ মুহরিম (ইহরামধারী) নয় এমন কোন ব্যক্তি যদি শিকার করে এবং মুহরিমকে উপহার হিসেবে পাঠায় তাহলে সে তা খেতে পারবে। ইবনে আব্বাস ও আনাস (রাঃ) শিকার ছাড়া অন্য কোন জন্তু যবেহ করায় মুহরিমের জন্য কোন ক্ষতি আছে বলে মনে করেননি। যেমনঃ উট, বকরী, গরু, মুরগী ও ঘোড়া।

١٦٩١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى قَتَادَةَ قَالَ انْطَلَقَ اَبِى عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ فَاَحْرَمَ اَصْحَابُهُ وَلَمْ يُحْرِمْ وَحُدِّثَ النَّبِىُّ ﷺ اَنَّ عَدُوًّا يَغْزُوْهُ فَانْطَلَقَ النَّبِىُّ ﷺ فَبَيْنَمَا اَنَا مَعَ اَصْحَابِهِ يُضَحِّكُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ فَنَظَرْتُ فَاِذَا اَنَا بِحِمَارِ وَحْشٍ فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَطَعَنْتُهُ فَاَثْبَتُّهُ وَاسْتَعَنْتُ بِهِمْ فَاَبَوْا اَنْ يُعِيْنُوْنِىْ فَاَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَخَشِيْنَا اَنْ نُقْتَطَعَ فَطَلَبْتُ النَّبِىَّ ﷺ اَرْفَعُ فَرَسِىْ شَأْوًا وَاَسِيْرُ شَأْوًا فَلَقِيْتُ رَجُلاً مِّنْ بَنِىْ غِفَارٍ فِىْ جَوْفِ اللَّيْلِ قُلْتُ اَيْنَ تَرَكْتَ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ تَرَكْتُهُ بِتَعْهُنَ وَهُوَ قَائِلٌ السُّقْيَا فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَهْلَكَ يَقْرَؤُنَ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللّٰهِ اِنَّهُمْ قَدْ خَشُوْا اَنْ يُّقْتَطَعُوْا دُوْنَكَ فَانْتَظِرْهُمْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَصَبْتُ حِمَارَ وَحْشٍ وَعِنْدِىْ مِنْهُ فَاضِلَةٌ فَقَالَ لِلْقَوْمِ كُلُوْا وَهُمْ مُحْرِمُوْنَ .

১৬৯১. আবদুল্লাহ ইবনে আবূ কাতাদা (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমার পিতা হুদায়বিয়ার বছর [নবী (সাঃ)–এর সাথে] গিয়েছিলেন। নবী (সঃ) ও সকল সাহাবা ইহরাম বেঁধেছিলেন কিন্তু তিনি ইহরাম বাঁধেননি। নবী (সঃ)–কে বলা হল যে, এক শত্রুদল তাঁর সাথে যুদ্ধ করতে চায়। নবী (সঃ) রওয়ানা হয়ে গেলেন। আমি আর কাতাদা তাঁর সাহাবাদের সাথে ছিলাম। তারা একে অপরের দিকে চেয়ে হাসছিলেন। আমি তাকিয়েই একটি জংলী গাধা দেখতে পেলাম। আমি সেটা আক্রমণ করে বর্শা মেরে মাটিতে ফেলে

দিলাম এবং তাদের সহযোগিতা চাইলে সকলেই অস্বীকৃত হল। যাই হোক, পরে আমরা তার গোশত খেলাম এবং [এজন্য বিলম্ব হওয়ার কারণে নবী (সঃ) থেকে] বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার আশংকা করলাম। সুতরাং আমি নবী (সঃ)-কে তালাশ করতে থাকলাম। এজন্য আমি কখনো আমার ঘোড়াকে দ্রুত চালাচ্ছিলাম আবার কখনো ধীরে। ইতিমধ্যে রাতের মধ্যভাগে আমি গিফার গোত্রের এক ব্যক্তির সাক্ষাত পেয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কোন জায়গায় নবী (সঃ)- কে ছেড়ে এসেছ? সে বলল, আমি তাঁকে তা'হেন নামক জায়গায়[১০] সুকইয়াতে মধ্যাহ্নে নিদ্রারত অবস্থায় রেখে এসেছি। (সেখানে পৌঁছে) আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনার সাহাবীগণ আপনাকে সালাম পাঠিয়েছে ও আপনার প্রতি আল্লাহর রহমতের জন্য দো'আ করছে। তারা সবাই আপনার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আশংকিত। অতএব আপনি তাদের জন্য অপেক্ষা করুন। তারপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি একটি জংলী গাধা শিকার করেছি এবং তার অবশিষ্ট গোশত আমার কাছে আছে। নবী (সঃ) সবাইকে বললেন, তোমরা সবাই (এ গোশত) খাও। অথচ তারা সবাই মুহরিম (ইহরাম অবস্থায়) ছিলেন।

৩৪–অনুচ্ছেদ ঃ মুহরিম ব্যক্তি শিকার দেখে হাসাহাসি করার কারণে অ–মুহরিম ব্যক্তি তা বুঝতে পেরে যদি জন্তুটিকে শিকার করে তাহলে তার হুকুম কি ?

١٦٩٢. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى قَتَادَةَ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ انْطَلَقْنَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ فَاَحْرَمَ اَصْحَابُهُ وَلَمْ اُحْرِمْ فَاُنْبِئْنَا بِعَدُوٍّ بِغَيْقَةَ فَتَوَجَّهْنَا نَحْوَهُمْ فَبَصَرَ اَصْحَابِىْ بِحِمَارِ وَحْشٍ وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَضْحَكُ اِلٰى بَعْضٍ فَنَظَرْتُ فَرَاَيْتُهُ فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ الْفَرَسَ فَطَعَنْتُهُ فَاَثْبَتُّهُ فَاسْتَعَنْتُهُمْ فَاَبَوْا اَنْ يُّعِيْنُوْنِىْ فَاَكَلْنَا مِنْهُ ثُمَّ لَحِقْتُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَخَشِيْنَا اَنْ نُّقْتَطَعَ اُرَفِّعُ فَرَسِىْ شَاْوًا وَاَسِيْرُ عَلَيْهِ شَاْوًا فَلَقِيْتُ رَجُلاً مِّنْ بَنِىْ غِفَارٍ فِىْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَقُلْتُ لَهُ اَيْنَ تَرَكْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ تَرَكْتُهُ بِتَعْهِنَ وَهُوَ قَائِلُ السُّقْيَا فَلَحِقْتُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَصْحَابَكَ اَرْسَلُوْا يَقْرَؤُنَ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللّٰهِ وَاِنَّهُمْ قَدْ خَشُوْا اَنْ يُّقْتَطَعَهُمُ الْعَدُوُّ دُوْنَكَ فَانْظُرْهُمْ فَفَعَلَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا اَصَدْنَا حِمَارَ وَحْشٍ وَاِنَّ عِنْدَنَا مِنْهُ فَاضِلَةً فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاَصْحَابِهِ كُلُوْا وَهُمْ مُحْرِمُوْنَ .

১০. মক্কা ও মদীনার মাঝখানে একটি জনপদের নাম সুক্ইয়া।

১৬৯২. আবদুল্লাহ ইবনে আবূ কাতাদাহ (রঃ) তাঁর পিতা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (পিতা) তাকে (পুত্রকে) বলেছেন, হুদায়বিয়ার বছর আমরা নবী (সঃ)-এর সাথে যাত্রা করলাম। তাঁর সব সাহাবাই ইহরাম বাঁধা ছিলেন, কিন্তু আমি ইহরাম বাঁধি নাই। গায়কা নামক জায়গাতে শত্রুর উপস্থিতি সম্পর্কে আমরা খবর পেয়ে তাদের উদ্দেশ্যে (তাদের মুকাবিলার জন্য) অগ্রসর হলাম। আমার সংগী সাহাবাগণ পথিমধ্যে একটা জংলী গাধা দেখে একে অপরের দিকে চেয়ে হাসতে থাকলে আমি তাকিয়েই সেটিকে দেখতে পেলাম এবং ঘোড়া ছুটিয়ে সেটিকে আক্রমণ করে বর্শা বিধিয়ে ফেলে দিলাম এবং পরে আমি তাদের (আমার সাথীদের সাহায্য প্রার্থনা করলে তারা অসম্মতি প্রকাশ করলেন)। পরে আমরা তার গোশত খেলাম ও গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে মিলিত হলাম। আমরা, [নবী (সঃ) থেকে] বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার কারণে শংকিত ছিলাম। তাই আমি কোনো সময়ে ঘোড়া দ্রুত চালিয়ে এবং কোনো সময়ে স্বাভাবিক চালিয়ে যেতে থাকলাম। মধ্য রাতে গিফার গোত্রের এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত হলে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে কোথায় রেখে এসেছ? সে বলল, তাঁকে তা'হেন নামক জায়গায় রেখে এসেছি। তিনি সেখান থেকে সুকইয়া নামক জায়গায় পৌছে মধ্যাহ্ন নিদ্রা যাচ্ছেন। পরে আমরা দ্রুত চলে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে মিলিত হলাম এবং আমি তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনার সাহাবারা আপনাকে সালাম ও আল্লাহর রহমত (দো'আ) বলে পাঠিয়েছে। তারা এ ব্যাপারে ভীত হয়ে পড়েছে যে, আপনার থেকে শত্রুরা তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। সুতরাং তাদের জন্য অপেক্ষা করুন। অতএব তিনি তাই করলেন। এ সময় আমি তাঁকে বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমরা একটি জংলী গাধা শিকার করেছি। আমাদের কাছে এর অবশিষ্ট গোশত আছে। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর সাহাবাদের বললেন, তোমরা (এ গোশত) খাও। অথচ তারা সবাই সে সময় ইহরাম অবস্থায় ছিলেন।

৩৫-অনুচ্ছেদ ঃ মুহরিম ব্যক্তি অ-মুহরিম ব্যক্তিকে শিকার জন্তু হত্যা করতে সাহায্য করবে না।

١٦٩٣. عَنْ اَبِى قَتَادَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ بِالْقَاحَةِ مِنَ الْمَدِيْنَةِ عَلٰى ثَلٰثٍ وَمِنَّا الْمُحْرِمُ وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرِمِ فَرَاَيْتُ اَصْحَابِى يَتَرَاؤُنَ شَيْئًا فَنَظَرْتُ فَاِذَا حِمَارُ وَحْشٍ يَعْنِى وَقَعَ سَوْطُهُ فَقَالُوْا لاَ نُعِيْنُكَ عَلَيْهِ بِشَىْءٍ اِنَّا مُحْرِمُوْنَ فَتَنَاوَلْتُهُ فَاَخَذْتُهُ فَاَتَيْتُ الْحِمَارَ مِنْ وَّرَاءِ اَكَمَةٍ فَعَقَرْتُهُ فَاَتَيْتُ بِهِ اَصْحَابِى فَقَالَ بَعْضُهُمْ كُلُوْا وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ تَاْكُلُوْا فَاَتَيْتُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ اَمَامَنَا فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ كُلُوْهُ حَلاَلٌ.

১৬৯৩. আবূ কাতাদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা মদীনা থেকে তিন মারহালা (১ মারহালা ১৬ মাইল) দূরে আল কাহাহ্ নামক জায়গায় নবী (সঃ)–এর সাথে ছিলাম। আমাদের অনেকে তখন মুহরিম (ইহরাম বাঁধা) ছিল এবং অনেকে অ–মুহরিম ছিল। আমি আমার বন্ধুদেরকে দেখলাম তারা পরস্পরকে কোন কিছু দেখাচ্ছে। আমি একটি জংলী গাধা দেখতে পেলাম। (অধস্তন রাবী বলেন,) এ সময় তাঁর চাকুব পড়ে গেলে সবাই বলল, আমরা ইহরাম অবস্থায় আছি, তাই এ ব্যাপারে তোমাকে কোন প্রকার সাহায্য করতে পারব না। আমি নিজে সেটি উঠিয়ে নিয়ে একটি টিলার আড়ালে গাধাটির কাছে গেলাম এবং (সেটিকে) গায়েল করে আমার বন্ধুদের কাছে নিয়ে আসলাম। তাদের কেউ কেউ বললো, খাও; আবার কেউ কেউ বলল, খেয়ো না। সুতরাং ওটি নিয়ে আমি নবী (সঃ)–এর কাছে গেলাম। তিনি ছিলেন আমাদের আগে। (আমি গিয়ে) এ বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, খাও, এ তো হালাল।[১১]

৩৬–অনুচ্ছেদ ঃ মুহরিম কোন অ–মুহরিমকে কোন শিকারের জন্তু দেখিয়ে দিবে না। কেননা তাহলে অ–মুহরিম সেটি শিকার করবে।

١٦٩٤. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى قَتَادَةَ اَنَّ اَبَاهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ حَاجًا فَخَرَجُوْا مَعَهُ فَصَرَفَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فِيْهِمْ اَبُوْ قَتَادَةَ فَقَالَ خُذُوْا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتّٰى نَلْتَقِىَ فَاَخَذُوْا سَاحِلَ الْبَحْرِ فَلَمَّا انْصَرَفُوْا اَحْرَمُوْا كُلُّهُمْ اِلاَّ اَبَا قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيْرُوْنَ اِذَا رَأَوْا حُمُرَ وَحْشٍ فَحَمَلَ اَبُوْ قَتَادَةَ عَلَى الْحُمُرِ فَعَقَرَ مِنْهُمْ اَتَانًا فَنَزَلُوْا فَاَكَلُوْا مِنْ لَحْمِهَا فَقَالُوْا اَنَاكُلُ لَحْمَ الصَّيْدِ وَنَحْنُ مُحْرِمُوْنَ فَحَمَلْنَا مَا بَقِىَ مِنْ لَحْمِ الْاَتَانِ فَلَمَّا اَتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا كُنَّا اَحْرَمْنَا وَقَدْ كَانَ اَبُوْ قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ فَرَاَيْنَا حُمُرَ وَحْشٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا اَبُوْ قَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا اَتَانًا فَنَزَلْنَا فَاَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا ثُمَّ قُلْنَا نَاكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُوْنَ فَحَمَلْنَا مَا بَقِىَ مِنْ لَحْمِهَا قَالَ اَمِنْكُمْ اَحَدٌ اَمَرَهُ اَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا اَوْ اَشَارَ اِلَيْهَا قَالُوْا لاَ قَالَ فَكُلُوْا مَا بَقِىَ مِنْ لَحْمِهَا.

১১. (ক) ইহরাম অবস্থায় কোন বন্যজীব শিকার করা হারাম; ইশারা করাও হারাম; এমনকি শিকারীকে কোন প্রকার সাহায্য করাও হারাম। (খ) মুহরিমগণ কোনো শিকার দেখে হাসাহাসি করলো, আর তা দেখে অমুহরিম বুঝে ফেললো এবং শিকার করলো, এতে কোন দোষ নেই।

১৬৯৪. আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা (রঃ) থেকে বর্ণিত। তাঁর পিতা তাঁকে বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) হজ্জে রওয়ানা হলে তাঁরাও তাঁর সাথে রওয়ানা হলেন। তাদের একদলকে অন্য পথে পাঠানো হল। আবু কাতাদা (রাঃ)–ও তাদের সাথে ছিলেন। নবী (সঃ) তাদেরকে বললেন, তোমরা সমুদ্রতীরের রাস্তা ধরে অগ্রসর হয়ে আমাদের সাথে মিলিত হবে। তারা সমুদ্রতীর ধরে অগ্রসর হয়ে যখন ফিরলেন, তখন একমাত্র আবু কাতাদা (রাঃ) ছাড়া সবাই ইহরাম বাঁধলেন। পথ চলতে চলতে তারা কিছু সংখ্যক জংলী গাধা দেখতে পেলেন। আবু কাতাদা (রাঃ) গাধাগুলোর ওপর আক্রমণ করেন এবং একটি গর্দভীকে আহত করেন। তখন সবাই সওয়ারী হতে অবতরণ করে (তার গোশত পাকিয়ে) খেলেন। এরপর তারা বললেন, আমরা তো মুহরিম, এমতাবস্থায় আমরা কি কোন শিকারের (মৃত জন্তুর) গোশত খেতে পারি? সুতরাং গর্দভীর অবশিষ্ট গোশত আমরা সাথে নিলাম। এভাবে তারা রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর কাছে পৌছে বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমরা সবাই ইহরাম অবস্থায় কিছু সংখ্যক জংলী গাধা দেখতে পেলাম। আবু কাতাদা ইহরাম অবস্থায় ছিলেন না। তাই তিনি আক্রমণ করে একটি গর্দভীকে আহত করে ফেলেন। আমরা সওয়ারী থেকে নেমে তার গোশত পাকিয়ে খাওয়ার পর (মনে সন্দেহ জাগায়) বললাম, আমরা তো মুহরিম। তাই এ অবস্থায় আমরা কি শিকারকৃত কোন জন্তুর গোশত খেতে পারি? এখন আমরা তার অবশিষ্ট গোশত সাথে এনেছি। নবী (সঃ) বললেন, তোমাদের কেউ কি জন্তুটির ওপর হামলা করতে তাকে আদেশ করেছে বা ইংগিত করেছে? তারা সবাই বলল. না (এমন কেউ করেনি)। তিনি বললেন, 'তাহলে তোমরা অবশিষ্ট গোশত খাও।'

৩৭–অনুচ্ছেদ ঃ মুহরিম ব্যক্তিকে জীবিত জংলী গাধা উপহার দিলে তা গ্রহণ করবে না।

١٦٩٥. عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ اَنَّهُ اَهْدٰى لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُمْ بِالْاَبْوَاءِ اَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَاٰى مَا فِىْ وَجْهِهِ قَالَ اِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ (نَرْدُدْهُ) عَلَيْكَ اِلاَّ اَنَّا حُرُمٌ –

১৬৯৫. সা'ব ইবনে জাসসামা লাইসী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)–কে একটি জংলী গাধা উপহার পাঠালে তিনি তা ফেরত দিলেন। এ সময় তিনি আবওয়া অথবা ওয়াদ্দান নামক জায়গায় অবস্থান করছিলেন। তার (সা'ব ইবনে জাসসামা লাইসী) মুখমন্ডলে তিনি (সঃ) মলিন ভাব দেখে বললেন, আমি ওটি ফেরত দিতাম না। শুধু এ কারণে ফেরত দিয়েছি যে, আমি এখন মুহরিম (ইহরাম বেঁধে আছি)।

৩৮–অনুচ্ছেদ ঃ ইহরামধারী ব্যক্তি যে যে প্রাণী হত্যা করতে পারে।

(١) ١٦٩٦ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ خَمْسٌ مِّنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِىْ قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ .

১৬৯৬ (১). ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ পাঁচ প্রকারের প্রাণী হত্যা করা ইহ্‌রামধারী ব্যক্তির জন্য দূষণীয় নয়।

(২) ١٦٩٦. عَنْ حَفْصَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمْسٌ مِّنَ الدَّوَابِّ لاَ حَرَجَ عَلٰى مَنْ قَتَلَهُنَّ الْغُرَابُ وَالْحِدَاءُ وَالْفَارَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ .

১৬৯৬ (২). হাফসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ কাক, চিল, ইঁদুর, বিচ্ছু ও খ্যাপা কুকুর এ পাঁচ প্রকারের জন্তুকে কেউ হত্যা করলে কোন দোষ নেই। [১২]

١٦٩٧. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِى الْحَرَمِ الْغُرَابُ وَالْحِدَاةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ.

১৬৯৭. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ পাঁচটি জন্তু এরূপ ক্ষতিকর ও কষ্টদায়ক যে, সেগুলো হেরেমের মধ্যেও হত্যা করা যেতে পারে। জন্তুগুলো হলঃ কাক, চিল, বিচ্ছু, ইঁদুর ও খ্যাপা কুকুর।

١٦٩٨. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى غَارٍ بِمِنًى اِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ وَالْمُرْسَلاَتِ وَاِنَّهُ لَيَتْلُوْهَا وَاِنِّى لاَ تَلَقَّهَا مِنْ فِيْهِ وَاِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا اِذْ وَثَبَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اُقْتُلُوْهَا فَابْتَدَرْنَاهَا فَذَهَبَتْ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيْتُمْ شَرَّهَا قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ اِنَّمَا اَرَدْنَا بِهٰذَا اَنَّ مِنًى مِنَ الْحَرَمِ وَاِنَّهُمْ لَمْ يَرَوا بِقَتْلِ الْحَيَّةِ بَأْسًا.

১৬৯৮. আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক সময়ে আমরা মিনাতে পাহাড়ের একটা গুহাতে নবী (সঃ)-এর সাথে ছিলাম। এ সময় তাঁর ওপর সূরা 'ওয়াল-মুরসালাত' নাযিল হল। আমি তাঁর মুখ থেকে সূরাটি শিখছিলাম। তখনও তাঁর মুখের আর্দ্রতা ছিল অর্থাৎ তিনি এখনও বলে শেষ করেননি ঠিক এ সময় একটি সাপ আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে নবী (সঃ) বললেন, ওটা হত্যা কর। আমরা দ্রুত ছুটে গেলে সাপটি পালিয়ে গেল। তখন নবী (সঃ) বললেন, তোমাদের অনিষ্ট থেকে সে রক্ষা পেল যেমন তোমরা তার অনিষ্ট থেকে বেঁচে গেলে। আবু আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী (রঃ) বলেন, আমার এ হাদীস বর্ণনার উদ্দেশ্য হল এটা দেখানো যে, মিনা হেরেমের অন্তর্ভুক্ত। আর সেখানে সাপ হত্যা করায় সাহাবাগণ কোন দোষ মনে করেননি। [১৩]

১২. খ্যাপা কুকুরের সাথে আক্রমণকারী হিংস্র জন্তুকে অনেকে তুলনা করেছেন এবং এ হাদীসের আলোকে সেগুলোর হত্যার অনুমতি দিয়েছেন।

১৩. যে পাঁচটি জন্তুকে হেরেমের অভ্যন্তরে হত্যা করা বৈধ সাপ তার অন্তর্ভুক্ত নয়। তবুও মারতে বলার কারণ হলঃ হত্যা করা ছাড়া যেসব হিংস্র জন্তুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়, হেরেমের অভ্যন্তরে সেগুলোকে হত্যা করলে গোনাহ হবে না। কিন্তু হাদীসে বর্ণিত পাঁচটি জন্তুর অন্তর্ভুক্ত নয় এমন হিংস্র জন্তুকে হত্যা করা ছাড়াই যদি তার ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হয় তাহলে সেগুলো হত্যা করা যাবে না এবং হত্যা করলে ফিদইয়া দিতে হবে।

١٦٩٩. عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لِلْوَزَغِ فُوَيْسِقٌ وَلَمْ اَسْمَعْهُ اَمَرَ بِقَتْلِهِ .

১৬৯৯. নবী (সঃ)-এর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) গিরগিটি ক্ষতিকারক বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাঁকে তার হত্যার নির্দেশ দিতে আমি শুনিনি।

৩৯-অনুচ্ছেদ : হেরেমের অভ্যন্তরের গাছ কাটা যাবে না। ইবনে আব্বাস (রা) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হেরেমের কাঁটা গাছও কাটা যাবে না?

١٧٠٠. عَنْ اَبِى شُرَيْحٍ الْعَدَوِى اَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوْثَ اِلَى مَكَّةَ ائْذَنْ لِىْ اَيُّهَا الْاَمِيْرُ اُحَدِّثْكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِلْغَدِ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ فَسَمِعَتْهُ اُذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِىْ وَاَبْصَرَتْهُ عَيْنَاىَ حِيْنَ تَكَلَّمَ بِهِ اِنَّهُ حَمِدَ اللهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ فَلاَ يَحِلُّ لِامْرِءٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَن يَّسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلاَ يُعْضَدُ بِهَا شَجَرَةٌ فَاِنْ اَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقُوْلُوْا لَهُ اِنَّ اللهَ اَذِنَ لِرَسُوْلِهِ ﷺ وَلَمْ يَاْذَنْ لَكُمْ وَاِنَّمَا اَذِنَ لِىْ سَاعَةً مِّنْ نَهَارٍ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْاَمْسِ وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَقِيْلَ لِاَبِى شُرَيْحٍ مَا قَالَ لَكَ عَمْرٌو قَالَ اَنَا اَعْلَمُ بِذٰلِكَ مِنْكَ يَا اَبَا شُرَيْحٍ اِنَّ الْحَرَمَ لاَ يُعِيْذُ عَاصِيًا وَلاَ فَارًّا بِدَمٍ وَلاَ فَارًّا بِخَرْبَةٍ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللهِ خَرْبَةٌ بَلِيَّةٌ .

১৭০০. আবু শুরাইহ আদাবী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি আমর ইবনে সা'ঈদ (রাঃ) (ইবনুল আসকে)-যে সময় সে মক্কায় (ইয়াযীদের নির্দেশে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের বিরুদ্ধে) সেনাবাহিনী প্রেরণ করছিলো[১৪] বললেন, 'হে আমীর! আমাকে অনুমতি দিন (অভয় দিন), তাহলে আমি আপনাকে এমন কিছু কথা শুনাব যা মক্কা বিজয়ের পরদিন রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছিলেন। ঐ কথাগুলো আমার দু'টি কান শুনেছে, মন সেগুলোকে স্মৃতিতে ধরে রেখেছে, আর দু'চোখ তার বাস্তবায়ন দেখেছে। যখন তিনি (সঃ) কথাগুলো বললেন, তখন প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করলেন, এরপর বললেনঃ মক্কাকে আল্লাহ

১৪. এ হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ)-র বিরুদ্ধে যে সেনাবাহিনী প্রেরণের কথা উল্লেখিত হয়েছে তা ৬১ হিজরী সনে ইয়াযীদের শাসনকালের ঘটনা। ইয়াযীদের অ-ইসলামী ও অন্যায় শাসনকে হযরত

নিজে হেরেম (মহা সম্মানিত) করেছেন, কোন মানুষ একে হেরেম করেনি। মক্কার মর্যাদা যখন এরূপ তখন আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে এমন কোন ব্যক্তির পক্ষে সেখানে (মক্কা) রক্তপাত করা কিংবা এর গাছ কেটে ফেলা হালাল নয়। যদি কেউ এখানে আল্লাহর রসূলের সাথে লড়াই করা বৈধ মনে করে তাহলে তাকে জানিয়ে দাও, এখানে লড়াই বা রক্তপাতের অনুমতি আল্লাহ একমাত্র তাঁর রসূলকে দিয়েছেন, তোমাদেরকে নয়। আমাকেও (সঃ) আল্লাহ অনুমতি দিয়েছিলেন (গত) দিনে স্বল্প সময়ের জন্য, আজ এর মর্যাদা আবার তেমনি পুনর্বহাল হয়েছে যেমন গতকাল ছিল। সুতরাং এখানে উপস্থিত লোকদের উচিত অনুপস্থিত লোকদের কাছে একথা পৌছে দেয়া। আবু শুরাইহ (রাঃ)–কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনার (এ বক্তব্যের) জবাবে আমর ইবনে সা'ঈদ ইবনুল আস (রাঃ) কি বলেছিলেন? তিনি বললেন, আমর বলেছিল, হে আবু শুরাইহ! এ বিষয়টি আমি আপনার চাইতে অনেক বেশি জানি তবে হেরেম কোন অপরাধী বা গোনাহগারকে, হত্যা করে পলাতককে এবং বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীকে আশ্রয় দান করে না। আবু আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী (রঃ) বলেন, খারবাতুন শব্দের অর্থ হলো ফিতনা ফাসাদ।

৪০–অনুচ্ছেদঃ হেরেমের অভ্যন্তরে কোন শিকার তাড়ানো যাবে না।

١٧٠١. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَلَمْ تَحِلَّ لاَحَدٍ قَبْلِى وَلاَ تَحِلُّ لاَحَدٍ بَعْدِى وَاِنَّمَا اُحِلَّتْ لِىْ سَاعَةً مِنْ نَّهَارٍ لاَ يُخْتَلٰى خَلاَهَا وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلاَ يُلْتَقَطُ لُقْطَتُهَا اِلاَّ لِمُعَرِّفٍ فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِلاَّ الْاِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَقُبُوْرِنَا فَقَالَ

আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) মেনে নিতে পারেননি। তিনি ইয়াযীদের বাই'আতও করেননি। বরং মক্কাকে কেন্দ্র করে ইসলামের ভিত্তিতে তিনি একটি রাষ্ট্র গড়ে তুলতে প্রয়াসী হন এবং অনেক দূর অগ্রসর হয়ে এতে সফলও হয়েছিলেন। এ কারণে ৬১ হিজরীতে তাঁর বিরুদ্ধে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফকে সেনাবাহিনীসহ আক্রমণ করতে পাঠানো হয় এবং সংগে সংগে ইয়াযীদের পক্ষ থেকে নিয়োগকৃত মদীনার আমীরকে সেনাবাহিনী প্রেরণ করে হাজ্জাজকে সাহায্য করতে বলা হয়। এ সেনাবাহিনীর আমীর করা হয় আমরকে। হেরেমে মক্কাতে হাজ্জাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও রক্তপাতের আশংকা করে আবু শুরাইহ (রাঃ) তাকে রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর হাদীস শুনিয়ে পরোক্ষভাবে মক্কার মর্যাদা নষ্ট না করার এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশের বিরুদ্ধে কাজ করার ব্যাপারে সাবধান করে দেন। কিন্তু "হেরেমে মক্কা কোন অপরাধীকে আশ্রয় দেয় না" আমর এ যুক্তি দেখান। কারণ, আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) ইয়াযীদের বাই'আত গ্রহণ করেননি। তাই এই অপরাধীর বিরুদ্ধে হেরেমের অভ্যন্তরে যুদ্ধ করা যেতে পারে বলে আমর যুক্তি দেখায়। এ বিষয়ই হাদীসটিতে সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে। তবে আমরের যুক্তিকে আবু শুরাইহ (রাঃ) স্বীকৃতি দেননি, বরং প্রতিবাদ করেছেন। আবু শুরাইহ (রাঃ)–র পরবর্তী কথাগুলো কি ছিল তা মুসনাদে আহমদে উল্লেখিত হয়েছে। তখন আবু শুরাইহ বললেন, আমি সে সময় (যখন নবী (সঃ) উপরোক্ত কথাগুলো বলেন এবং সে অনুযায়ী কাজ করেন) উপস্থিত ছিলাম, আর তুমি ছিলে অনুপস্থিত। নবী (সঃ) আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন, উপস্থিত লোকেরা অনুপস্থিত লোকদের এ বিষয়ে জানিয়ে দিবে। সুতরাং বুঝা গেল যে, আবু শুরাইহ আমরের যুক্তি গ্রহণ করেননি, বরং স্বাভাবিক ভাবেই আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরকেই হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত মনে করেছেন।'

الاَّ الاذْخرَ وَعَنْ خَالدٍ عَنْ عكْرَمَةَ قَالَ هَلْ تَدْرِى مَا لاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا هُوَ اَنْ تُنَحِّيَهِ مِنَ الظِّلِّ تَنْزِلُ مَكَانَهُ .

১৭০১. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ মক্কাকে হারাম (মর্যাদা দান) করেছেন। আমার আগে কারো জন্যে তা হালাল ছিল না এবং আমার পরেও কারও জন্য হালাল হবে না। অবশ্য এক দিনের কিছু সময়ের জন্য মক্কাকে আমার জন্য হালাল করা হয়েছিল। সুতরাং এখানকার ঘাস উঠানো যাবে না, বৃক্ষ কর্তন করা যাবে না, কোন শিকারকে তাড়া করা যাবে না এবং ঘোষণা ও প্রচারের উদ্দেশ্য ব্যতীত এখানে পড়ে থাকা জিনিস তুলে নেয়া যাবে না।[১৫] এই কথাগুলো শুনে আব্বাস (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের স্বর্ণকার ও কবরে ব্যবহারের জন্য ইযখির ঘাস বাদ রাখুন। তিনি বললেন, হাঁ, ইযখির ঘাস বাদ দিয়ে। খালিদ একরামা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জানো শিকার না তাড়ানোর অর্থ কি? এর অর্থ হল তাকে ছায়া থেকে তাড়িয়ে দিয়ে তার স্থানে অবতরণ করানো (এমনটি করা যাবে না।)

৪১–অনুচ্ছেদঃ মক্কাতে লড়াই করা হালাল নয়। আবু শুরাইহ (রাঃ) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মক্কায় রক্তপাত ঘটান যাবে না।

١٧٠٢. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَوْمَ افْتَتَحَ مَكَّةَ لاَ هِجْرَةَ وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَّنِيَّةٌ فَاِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا فَاِنَّ هٰذَا بَلَدٌ حَرَّمَهُ اللّٰهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيْهِ لاَحَدٍ قَبْلِى وَلَمْ يَحِلَّ لِىْ اِلاَّ سَاعَةً مِّنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ وَلاَ يَلْتَقِطُ لُقْطَتَهُ اِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا وَلاَ يُخْتَلٰى خَلاَهَا قَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِلاَّ الْاِذْخِرَ فَاِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوْتِهِمْ قَالَ قَالَ اِلاَّ الْاِذْخِرَ.

১৭০২. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। মক্কা বিজয়ের দিন নবী (সঃ) বলেছিলেনঃ এখন আর হিজরত রইল না, [১৬] তবে থাকলো জিহাদের প্রয়োজন এবং নিয়াত। সুতরাং যখন

১৫. লুকতা বা কুড়িয়ে পাওয়া বস্তুর হুকুম হল, যে কুড়িয়ে নেবে তাকে এ জিনিসটি সম্পর্কে এক বছর যাবত প্রচার করতে হবে। এ সময়ের মধ্যে মালিকের সন্ধান পাওয়া গেলে তাকে জিনিসটি প্রদান করবে অন্যথায় নিজে ব্যবহার করবে বা বায়তুল মালে জমা দেবে। কুড়ানো বস্তুর এ হুকুম সমগ্র বিশ্বের সকল এলাকার জন্য প্রযোজ্য।

১৬. "এখন আর হিজরত রইলো না।" এ কথার অর্থ হল মক্কা বিজয়ের পর হিজরতের বাধ্যবাধকতা (ফরজিয়াত) আর বর্তমান নেই। মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত কাফের ও খোদাদ্রোহী শক্তির এটা ছিল কেন্দ্রভূমি। এ কেন্দ্রীয়

জিহাদের প্রয়োজনে বের হতে ডাকা হবে তখন সে ডাকে সাড়া দিও। আর এই শহরকে আল্লাহর হারাম করে দেয়ার কারণেই এই শহর কিয়ামত পর্যন্ত হারাম বা মহা সম্মানিত থাকবে। আমার আগেও এই শহরে কারো লড়াই করা হালাল ছিল না এবং আমার জন্যও এক দিনের (গতকাল) কিছু সময় ছাড়া হালাল করা হয়নি। কেননা আল্লাহর হারাম করার কারণেই এ শহর কিয়ামত পর্যন্ত হারাম থাকবে। এ শহরের কাঁটা গাছ উপড়ে ফেলা বা গাছ কাটা যাবে না, শিকারকে তাড়ানো যাবে না, প্রচারের উদ্দেশ্য ছাড়া পড়ে থাকা কোন জিনিস কুড়ানো যাবে না এবং কাঁচা ঘাস কাটা বা উঠানো যাবে না। এসব শুনে আব্বাস (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! ইযখির ঘাস বাদ রাখুন। কেননা তা তাদের স্বর্ণকারদের ও গৃহের ছাদের জন্য প্রয়োজন হয়। বর্ণনাকারী বলেন, তখন নবী (সঃ) বললেন, ইযখির ঘাস বাদে।

৪২–অনুচ্ছেদঃ ইহরাম বাঁধা ব্যক্তি রক্তমোক্ষণ১৬ক. করাতে পারে। ইবনে উমর (রাঃ) তাঁর বেটা (ওয়াকিদ)–কে তাঁর ইহরাম অবস্থায় দাগ লাগিয়েছিলেন। মুহরিম সুগন্ধবিহীন ঔষধপত্র ব্যবহার করতে পারে।

١٧٠٣. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ احْتَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

১৭০৩. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহরাম অবস্থায় রসূলুল্লাহ (সঃ) রক্তমোক্ষণ করিয়েছিলেন।

١٧٠٤. عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِلَحْيِ جَمَلٍ فِيْ وَسَطِ رَأْسِهِ .

১৭০৪. ইবনে বুহাইনা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ইহরাম অবস্থায় নবী (সঃ) লাহিয়ে জামাল নামক জায়গাতে তাঁর মাথার মধ্যখানে রক্তমোক্ষণ করিয়েছিলেন।

৪৩–অনুচ্ছেদ ঃ ইহরাম অবস্থায় বিয়ে করা।

١٧٠٥. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

শক্তির সাহায্যে ও ইংগিতে মুসলমানদের ওপর নির্যাতন চালানো হত। তাই এর থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মুসলমানদের হিজরত ফরজ ছিল। তবে হাঁ, জিহাদের প্রয়োজন অবশ্যই থাকল যতদিন না ইসলাম বিজয়ী শক্তি হিসেবে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর হিজরতের পরিস্থিতি না থাকলেও হিজরতের নিয়ত সব সময়ই থাকতে হবে। যাতে প্রয়োজন পড়লে আল্লাহর দীনের জন্য সর্বস্ব পিছনে ফেলে হিজরত করা যায়।

জিহাদের জন্য কোন সময় যদি ইমাম সাধারণভাবে আহবান জানান তাহলে মুসলমান সবাইকে তাঁর এ আহবানে সাড়া দিতে হবে।

১৬ক. রক্ত মোক্ষণ–চিকিৎসার্থে রক্ত বহিষ্করণ। এতদঞ্চলে বেদেনীরা মামবঙ্গেহের কোন অংশে শিংগা লাগিয়ে যেভাবে রক্ত বের করে তাই।

১৭০৫. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) ইহরাম বাঁধা অবস্থায় মায়মূনা (রাঃ)-কে বিয়ে করেছিলেন।[১৭]

৪৪—অনুচ্ছেদ ঃ মুহরিম নারী—পুরুষের জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করা নিষেধ। আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, মুহরিম নারী ওয়ারস্[১৮] কিংবা জাফরানে রাঙানো কাপড় ব্যবহার করতে পারবে না।

١٧٠٦. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا اَنْ تَلْبِسَ مِنَ الثِّيَابِ فِى الْاِحْرَامِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ تَلْبَسُوْا الْقُمُصَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ الْبَرَانِسَ اِلاَّ اَنْ يَّكُوْنَ اَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلاَنِ فَلْيَبِسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْ اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوْا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرانٌ وَلاَ الْوَرْسُ وَلاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ -

১৭০৬. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রসূল! ইহরাম অবস্থায় কি ধরনের কাপড় পরিধান করতে আপনি আমাদের আদেশ করেন? নবী (সঃ) বললেন, কামিজ, পাজামা, পাগড়ি এবং টুপি জাতীয় কিছু পরবে না। তবে যদি কারো জুতা না থাকে তাহলে সে মোজা পরবে এবং গোড়ালির নীচে থেকে এর উপরের অংশ কেটে ফেলবে। আর যে কাপড়ে জাফরান বা ওয়ারস্ লাগানো হয়েছে এমন কোন কাপড় পরিধান করবে না। আর ইহরাম বাঁধা মেয়েরা মুখে নেকাব ও হাতে দস্তানা পরবে না।

١٧٠٧. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَقَصَتْ بِرَجُلٍ مُحْرِمٍ نَاقَتَهُ فَقَتَلَتْهُ فَاُتِىَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اغْسِلُوْهُ وَكَفِّنُوْهُ وَلاَ تُغَطُّوا رَأْسَهُ وَلاَ تُقَرِّبُوْهُ طِيْبًا فَاِنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ .

১৭০৭. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক মুহরিম ব্যক্তির উট তার (মালিকের) ঘাড় ভেঙ্গে হত্যা করলে তাকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে আনা হল। তিনি বললেনঃ ওকে গোসল দাও, কাফন পরাও তবে মাথা ঢেকে দিও না এবং সুগন্ধি লাগাবে না। কারণ তাকে কিয়ামতের দিন তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠান হবে।

---

১৭. ইহরাম অবস্থায় বিয়ের ইজাব কবুল করা জায়েয।

১৮. ওয়ারস্ হল এক প্রকার হলুদ রঙের উদ্ভিদ যা দ্বারা কাপড় রং করা যায়। এতে রাঙানো কাপড় থেকে এক প্রকার সুগন্ধ ছড়াতে থাকে।

৪৫–অনুচ্ছেদ ঃ মুহরিম ব্যক্তির গোসল করা। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, মুহরিম গোসলখানায় প্রবেশ করতে পারে (গোসল করতে পারে)। ইবনে উমর (রাঃ) ও আয়েশা (রাঃ) মুহরিম ব্যক্তির শরীর চুলকানোতে কোন দোষ মনে করতেন না।

١٧٠٨– عَنْ اِبْرٰهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالْاَبْوَاءِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ وَقَالَ الْمِسوَرُ لاَ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ فَاَرْسَلَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ اِلٰى اَبِى اَيُّوبَ الْاَنْصَارِىِّ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ يَسْتُرُ بِثَوْبٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هٰذَا فَقُلْتُ اَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حُنَيْنٍ اَرْسَلَنِىْ اِلَيْكَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ يَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَوَضَعَ اَبُوْ اَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَأْطَأَ حَتّٰى بَدَأَ رَأْسُهُ ثُمَّ قَالَ لاِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ اُصْبُبْ فَصَبَّ عَلٰى رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَاَقْبَلَ بِهِمَا وَاَدْبَرَ فَقَالَ هٰكَذَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ .

১৭০৮. ইবরাহীম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হুনায়েন (রাঃ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, ইহরাম বাঁধা ব্যক্তি মাথা ধুতে পারে কিনা এ নিয়ে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রাঃ)–র মধ্যে আবওয়া নামক স্থানে মতানৈক্য হল। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন, মুহরিম ব্যক্তি মাথা ধুতে পারে। কিন্তু মিসওয়ার (রাঃ) বললেন, মুহরিম ব্যক্তি মাথা ধুতে পারে না। সুতরাং আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) আমাকে আবু আইয়ূব আনসারী (রাঃ)–র কাছে পাঠালেন। আমি গিয়ে তাঁকে কূপ থেকে পানি উঠানো চরকির দুই খুঁটির মাঝে একটি কাপড়ের আড়ালে গোসল করতে দেখলাম। আমি তাঁকে সালাম দিলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে? আমি বললাম, আমি আবদুল্লাহ ইবনে হুনায়েন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) আমাকে আপনার কাছে এ কথা জানতে পাঠিয়েছেন যে, ইহরাম অবস্থায় রসূলুল্লাহ (সঃ) কিভাবে মাথা ধুতেন? এ কথা শুনে আবু আইয়ূব (রাঃ) তাঁর হাত (মাথার) কাপড়ের ওপর রেখে কাপড় সরালেন, এমনকি আমি তাঁর মাথা দেখতে পেলাম। এরপর তিনি একজন লোককে যে তাঁর মাথায় পানি ঢালছিল বললেন, পানি ঢাল, সে পানি ঢালতে থাকল। তিনি তখন দুই হাত দিয়ে মাথা নাড়া দিয়ে হাত দুখানা একবার সামনে আনলেন আবার পিছনে টেনে নিলেন। এরপর বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)–কে এরূপ করতে দেখেছি।

৪৬–অনুচ্ছেদ ঃ জুতার অভাবে মুহরিম শুধু মোজা পরিধান করবে।

١٧٠٩. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِعَرَفَاتٍ مَنْ لَّمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَمَنْ لَّمْ يَجِدْ اِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيْلَ لِلْمُحْرِمِ.

১৭০৯. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী (সঃ)-কে মুহরিমদের উদ্দেশ্যে আরাফাতে ভাষণ দিতে শুনেছি। তিনি বলেছেনঃ যার জুতা নেই সে শুধু মোজা পরিধার করবে আর যার ইজার বা লুংগি নেই সে পাজামা পরিধান করবে।

١٧١٠. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ لاَ يَلْبَسُ الْقَمِيْصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيْلاَتِ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلاَ وَرْسٌ وَاِنْ لَّمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتّٰى يَكُوْنَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ.

১৭১০. আবদুল্লাহ (ইবনে উমর) (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হল, মুহরিম ব্যক্তি কি ধরনের পোশাক পরিধান করবে? তিনি বললেনঃ কামিজ, পাগড়ি, পাজামা, টুপি এবং জাফরান ও ওয়ারসে রাঙানো কাপড় পরিধান করবে না। তবে জুতা না থাকলে মোজা পরবে এবং পায়ের গোড়ালির নীচে থেকে তা কেটে নেবে।

৪৭–অনুচ্ছেদ ঃ ইজার বা লুংগি না থাকলে (মুহরিম ব্যক্তি) পাজামা পরিধান করবে।

١٧١١. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ مَنْ لَّمْ يَجِدِ الْاِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيْلَ وَمَنْ لَّمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ.

১৭১১. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আরাফাতের ময়দানে নবী (সঃ) আমাদের সামনে ভাষণ দান করলেন। তিনি বললেনঃ (মুহরিম ব্যক্তির মধ্যে) যার ইজার বা লুংগি নেই সে পাজামা পরিধান করবে। আর কারো জুতা না থাকলে সে শুধু মোজা পরিধান করবে।

৪৮–অনুচ্ছেদ ঃ মুহরিম ব্যক্তির অস্ত্রসজ্জিত হওয়া। ইকরামা (রঃ) বলেছেন, শত্রুর আশংকা থাকলে মুহরিম ব্যক্তি অস্ত্রসজ্জিত থাকবে এবং ফিদইয়া আদায় করবে। তবে ফিদইয়া আদায় সম্পর্কে আর কেউই তাঁর সমর্থন করেননি।

١٧١٢. عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ ذِي الْقَعْدَةِ فَاَبٰى اَهْلُ مَكَّةَ اَنْ يَّدَعُوْهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتّٰى قَاضَاهُمْ لاَ يَدْخُلُ مَكَّةَ سِلاَحًا اِلاَّ فِي الْقِرَابِ.

১৭১২. বারাআ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) যিল–কা'দা মাসে উমরা আদায়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলে মক্কাবাসীগণ তাঁকে মক্কায় প্রবেশ করতে দিতে অস্বীকৃতি জানায়। অবশেষে তিনি তাদের সাথে এই শর্তে চুক্তিবদ্ধ হন যে, সশস্ত্র অবস্থায় নয়, বরং তলোয়ার কোষবদ্ধ করে তিনি মক্কায় প্রবেশ করবেন।

৪৯–অনুচ্ছেদ ঃ হেরেম ও মক্কাতে বিনা ইহরামে প্রবেশ করা। ইবনে উমর (রাঃ) বিনা ইহরামে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন। শুধুমাত্র হজ্জ ও উমরা আদায়ের সংকল্পকারীদের জন্য নবী (সঃ) ইহরাম বাঁধার নির্দেশ দিয়েছেন। কাঠ বহনকারী ও অন্যান্যের ক্ষেত্রে মক্কায় প্রবেশের জন্য ইহরাম বাঁধার কথা তিনি উল্লেখ করেননি।

١٧١٣. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَالْحُلَيْفَةِ وَلاَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلَ وَلاَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ هُنَّ لَهُنَّ وَلِكُلِّ اٰتٍ اَتٰى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ مَنْ اَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُوْنَ ذٰلِكَ فَمِنْ حَيْثُ اَنْشَاَ حَتّٰى اَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ .

১৭১৩. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) মদীনাবাসীদের জন্য যুল–হুলাইফা, নজদবাসীদের জন্য কারনুল মানাযিল এবং ইয়ামানবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম নামক জায়গাকে ইহরামের জন্য মীকাত নির্ধারিত করে দিয়েছেন। এই স্থানগুলোর অধিবাসীদের জন্য (এগুলো মীকাত) এবং বাইরে থেকে আগত হজ্জযাত্রীদের যারা এর পাশ দিয়ে বা ওপর দিয়ে অতিক্রম করবে তাদের জন্য এ স্থানগুলো মীকাত হিসেবে গণ্য হবে। আর মীকাতের অভ্যন্তরের অধিবাসীদের জন্য তারা যেখান থেকে যাত্রা করবে সেটাই ইহরাম বাঁধার জায়গা। এমনকি মক্কাবাসীগণ মক্কা থেকে ইহরাম বাঁধবে।

١٧١٤. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلٰى رَاْسِهِ الْمِغْفَرُ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ اِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِاَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ اُقْتُلُوْهُ–

১৭১৪. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। মক্কা বিজয়ের বছর (বিজয়ের দিন) রসূলুল্লাহ (সঃ) (মাথায়) হেলমেট বা লৌহ শিরস্ত্রাণ পরিহিত অবস্থায় (মক্কায়) প্রবেশ করলেন। যখন তিনি এটি মাথা থেকে নামালেন সেই সময় এক ব্যক্তি এসে তাঁকে জানালো যে, ইবনে খাতাল কা'বার গেলাফ ধরে আছে। তিনি (সঃ) বললেনঃ তাকে হত্যা কর।[১৯]

---

১৯. ইবনে খাতালকে হত্যা করার কয়েকটা কারণ দেখা যায়। প্রথম কারণ হল সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, কিন্তু পরে ইসলাম পরিত্যাগ করে মুরতাদ হয়। আর ইসলামী কানূনে মুরতাদের শাস্তি হল প্রাণদন্ড– যদি সে ভুল স্বীকার করে ইসলাম গ্রহণ না করে। দ্বিতীয় কারণ হল, একজন মুসলমান ছিলো তার খাদেম। মুরতাদ হওয়ার পর সে খাদেমটিকে একমাত্র মুসলমান হওয়ার কারণে হত্যা করে। তৃতীয় কারণ হল তার দুইটি

৫০–অনুচ্ছেদ ঃ অজ্ঞতাবশতঃ কেউ কামিজ পরে ইহ্‌রাম বাঁধলে তার হুকুম। আতা (রঃ) বলেছেন, অজ্ঞতা বা ভুলবশতঃ কেউ সুগন্ধি মাখলে বা সেলাই করা পোশাক পরিধান করলে তাকে কোন কাফ্‌ফারা আদায় করতে হবে না।

١٧١٥. عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَاَتَاهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهَا اَثَرُصُفْرَةٍ اَوْ نَحْوُهُ وَكَانَ عُمَرُ يَقُوْلُ لِيْ تُحِبُّ اِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحىُ اَنْ تَرَاهُ فَنَزَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ اصْنَعْ فِى عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِيْ حَجِّكَ وَعَضَّ رَجُلٌ يَدَ رَجُلٍ يَعْنِىْ فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَه فَاَبْطَلَهُ النَّبِىُّ ﷺ.

১৭১৫. সাফওয়ান ইবনে ইয়া'লা (রাঃ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি নবী (সঃ)–এর সাথে ছিলাম। (এমন সময়) হলুদ অথবা অনুরূপ বর্ণের একটি জুব্বা পরিধান করে এক ব্যক্তি তাঁর কাছে আসল। আর উমর (রাঃ) আমাকে বললেন, যখন নবী (সঃ)–এর প্রতি ওহী নাযিল হয় সেই মুহূর্তে তুমি কি তাঁকে দেখতে চাও? এরপর এক সময় নবী (সঃ)–এর প্রতি ওহী নাযিল হলো এবং ওহী নাযিলের অবস্থা বিদূরিত হলে তিনি বললেন, যেমন করে হজ্জ আদায় করো উমরাতেও তাই করো। এক ব্যক্তি অপর একজনের হাত কামড়িয়ে দিলে সে হাতটি টেনে নেয়ার সময় ঐ ব্যক্তির সামনের দুটি দাঁত উৎপাটিত হয়ে যায়, এর ক্ষতিপূরণের নালিশ নবী (সঃ) বাতিল করে দিলেন।

৫১–অনুচ্ছেদ ঃ কোন মুহরিম ব্যক্তি আরাফাতে মৃত্যুবরণ করলে তার পক্ষ থেকে হজ্জের অবশিষ্ট আরকানগুলো আদায় করতে নবী (সঃ) আদেশ প্রদান করেননি।

١٧١٦. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِعَرَفَةَ اِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِه فَوَقَصَتْهُ اَوْ قَالَ فَاَقْعَصَتْهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَّسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِىْ ثَوْبَيْنِ اَوْ قَالَ فِىْ ثَوْبَيْهِ وَلاَ تُخَمِّرُوْا رَاسَهُ وَلاَ تُحَنِّطُوْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّى -

১৭১৬. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি নবী (সঃ)–এর সাথে আরাফাতের ময়দানে অবস্থানরত ছিল। হঠাৎ সে তার সওয়ারী থেকে পড়ে গেলে তার ঘাড় ভেঙে গেল অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) সওয়ারী তার ঘাড় ভেঙে দিল। নবী (সঃ) বললেন, তাকে পানি ও কুল গাছের পাতা দিয়ে গোসল দাও, দু'টি কাপড়ে কাফন

গায়িকা দাসী ছিল যারা তার নির্দেশে রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর ব্যঙ্গ করে গান গাইত এবং তাঁর সম্পর্কে কটূক্তি করত। হেরেম আমান বা শান্তির জায়গা। যে এখানে প্রবেশ করে সে নিরাপত্তা লাভ করে। এতদসত্ত্বেও রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে কি করে হত্যা করলেন এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হয় রসূলুল্লাহ (সঃ) হলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে শরীআত প্রণেতা। আল্লাহর নির্দেশে তাঁর এ কাজ ঐ ব্যক্তিটির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল।

দাও অথবা (রাবীর সন্দেহ) তার দুটি কাপড়ে কাফন দাও, মাথা ঢেকে দিও না এবং সুগন্ধিও লাগিয়ো না। কেননা আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠাবেন।

١٧١٧. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِعَرَفَةَ اِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ اَوْ قَالَ فَاَوْقَصَتْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِيْ ثَوْبَيْنِ اَوْ قَالَ ثَوْبَيْهِ وَلاَ تُمِسُّوْهُ طِيْبًا وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلاَ تُحَنِّطُوْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا.

১৭১৭. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আরাফাতের ময়দানে এক ব্যক্তি নবী (সঃ)-এর সাথে অবস্থানরত ছিল। হঠাৎ সে তার সওয়ারী হতে পড়ে গেলে তার ঘাড় ভেঙ্গে যায় অথবা বলেছেন (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) সওয়ারী তার ঘাড় ভেঙ্গে দিল (এবং সে মৃত্যুবরণ করল)। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, তাকে পানি ও কুল গাছের পাতা দিয়ে গোসল দাও, (তার নিজের) দু'টি কাপড় দ্বারা কাফন পরাও, তার শরীরে সুগন্ধি লাগিয়ো না, মাথা ঢেকে দিও না এবং হানুতও (এক প্রকার সুগন্ধিযুক্ত ঘাস) দিও না। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠাবেন।

৫২—অনুচ্ছেদ ঃ মৃত মুহরিম ব্যক্তির কাফন—দাফনের নিয়ম।

١٧١٨. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلاً كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِيْ ثَوْبَيْهِ وَلاَ تَمَسُّوْهُ بِطِيْبٍ وَلاَ تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ فَاِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا.

১৭১৮. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় (আরাফাতের ময়দানে) নবী (সঃ)-এর সাথে ছিল। তার উট তার ঘাড় ভেঙ্গে দিলে সে মৃত্যুবরণ করল। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, একে পানি ও কুল পাতা দিয়ে গোসল দাও, তার দুই কাপড়ে তাকে কাফন দাও, তার শরীরে কোন সুগন্ধি লাগিয়ো না এবং তার মাথা ঢেকে দিও না। কেননা কিয়ামতের দিন তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় তাকে উঠানো হবে।

৫৩—অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ এবং মানত আদায় করা। পুরুষলোক নারীর পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পারে।

١٧١٩. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ امْرَأَةً مِّن جُهَيْنَةَ جَاءَتْ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ اِنَّ اُمِّى نَذَرَتْ اَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتّٰى مَاتَتْ اَفَاَحُجُّ عَنْهَا قَالَ حُجِّى عَنْهَا اَرَاَيْتِ لَوْ كَانَ عَلٰى اُمِّكِ دَيْنٌ اَكُنْتِ قَاضِيَةً اقْضُوا اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَحَقُّ بِالْوَفَاءِ.

১৭১৯. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। জুহাইনা গোত্রের একটি স্ত্রীলোক এসে নবী (সঃ)-কে বলল, আমার মা হজ্জ করার মানত করেছিলেন, কিন্তু হজ্জ না করতেই মৃত্যুবরণ করেছেন। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পারি? নবী (সঃ) বললেন, হাঁ, তার পক্ষ থেকে তুমি হজ্জ কর। তুমি এ ব্যাপারে কি মনে কর, যদি তোমার মা ঋণগ্রস্তা হতো তাহলে কি তুমি তা আদায় করতে না? আল্লাহর হক আদায় করে দাও। কেননা আল্লাহর হকই সব চাইতে বেশী আদায়যোগ্য।

৫৪–অনুচ্ছেদ ঃ যেসব লোক সওয়ারীতে বসে স্থির থাকতে পারে না তাদের পক্ষ থেকে হজ্জ করা।

١٧٢٠. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِّن خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ فَرِيْضَةَ اللّٰهِ عَلٰى عِبَادِهِ فِى الْحَجِّ اَدْرَكَتْ اَبِىْ شَيْخًا كَبِيْرًا لاَ يَسْتَطِيْعُ اَن يَّسْتَوِىَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِىَ عَنْهُ اَن اَحُجَّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ.

১৭২০. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। বিদায় হজ্জের বছরে খাস'আম গোত্রের এক স্ত্রীলোক এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! হজ্জ আদায় করা আল্লাহর তরফ থেকে বান্দার ওপর ফরয। আমার পিতার ওপর হজ্জ এমন সময় ফরয হয়েছে যখন তিনি বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছেন এবং সওয়ারীতে বসে থাকতে সক্ষম নন। আমি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করলে তার হজ্জ কি আদায় হবে? নবী (সঃ) বললেন, 'হাঁ।

৫৫–অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষের পক্ষ থেকে মহিলার হজ্জ করা।

١٧٢١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْفَضْلُ رَدِيْفَ النَّبِىِّ ﷺ فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ مِّنْ خَثْعَمَ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ اِلَيْهَا وَتَنْظُرُ اِلَيْهِ فَجَعَلَ النَّبِىُّ ﷺ يَصرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ اِلَى الشِّقِّ الاٰخَرِ فَقَالَتْ اِنَّ فَرِيْضَةَ اللّٰهِ اَدْرَكَتْ اَبِىْ شَيْخًا كَبِيْرًا لاَ يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ اَفَاَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذٰلِكَ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

১৭২১. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। ফযল নবী (সঃ)–এর সওয়ারীতে তাঁর পিছনে বসেছিলেন। খাসআম গোত্রের একজন স্ত্রীলোক এই সময় নবী (সঃ)–এর নিকট আসলে ফযল তার দিকে তাকায় আর স্ত্রীলোকটিও তার দিকে তাকায়। নবী (সঃ) ফযলের মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে দিলেন। স্ত্রীলোকটি [নবী (সঃ)–কে] বলল, আল্লাহর ফরয (হজ্জ) এমন অবস্থায় আমার পিতার উপর বাধ্যতামূলক হয়েছে যখন তিনি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন এবং সওয়ারীর ওপর স্থির থাকতে পারেন না। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পারি? নবী (সঃ) বললেন, হাঁ। এটা বিদায় হজ্জের সময়ের ঘটনা।

৫৬–অনুচ্ছেদ : বালকদের হজ্জ[২০] করা।

١٧٢٢. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ بَعَثَنِىْ اَوْ قَدَّمَنِىْ النَّبِىُّ ﷺ فِى الثَّقَلِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ.

১৭২২. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) আমাকে মালপত্রের সাথে মুযদালিফা থেকে রাত্রিকালে প্রেরণ করেছিলেন।

৫৭–অনুচ্ছেদঃ

١٧٢٣. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَقْبَلْتُ وَقَدْ نَاهَزْتُ الْحُلُمَ اَسِيْرُ عَلٰى اَتَانٍ لِىْ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَائِمٌ يُصَلِّىْ بِمِنًى حَتّٰى سِرْتُ بَيْنَ يَدَىْ بَعْضِ الصَّفِّ الْاَوَّلِ ثُمَّ نَزَلْتُ عَنْهَا فَرَتَعَتْ فَصَفَفْتُ مَعَ النَّاسِ وَرَاءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

১৭২৩. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আমার একটি গর্দভীর পিঠে আরোহণ করে মিনায় আগমন করলাম। আমি তখন প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার নিকটবর্তী। রসূলুল্লাহ (সঃ) তখন মিনাতে দাঁড়িয়ে নামাযরত ছিলেন। আমি প্রথম কাতারের সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করে গেলাম এবং তারপরে গর্দভীর পিঠ হতে নামলাম। সেটি বেড়াতে থাকল। আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর পিছনে গিয়ে লোকদের সাথে কাতারে শামিল হলাম।

١٧٢٤. عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حُجَّ بِىْ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ وَاَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِيْنَ.

১৭২৪. সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমাকে নবী (সঃ)–এর সাথে হজ্জ করানো হয়েছে। অথচ ঐ সময় আমার বয়স ছিল সাত বছর মাত্র।

---

২০. নবী (সঃ) যে সময় হজ্জ আদায় করেন ইবনে আব্বাস তখন তাঁর সাথে ছিলেন। আর সেই সময় তিনি ছিলেন কিশোর। এই কারণে বালকদের হজ্জ আদায় করা অনুচ্ছেদ শিরোনামে এ হাদীসটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

١٧٢٥. عَنِ الْجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ يَقُوْلُ لِلسَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ وَكَانَ لِلسَّائِبُ قَدْ حُجَّ بِهٖ فِى ثَقَلِ النَّبِيِّ ﷺ.

১৭২৫. উমর ইবনে আবদুল আযীয (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রা) সম্পর্কে বলেন, সায়েবকে নবী (সঃ)-এর সফর সামগ্রীর সাথে হজ্জ করানো হয়েছিল।

৫৮-অনুচ্ছেদ ঃ মেয়েদের হজ্জ। আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবরাহীম ইবনে সা'দ থেকে, তিনি তাঁর পিতা ও তিনি তাঁর দাদা থেকে আমাকে বলেছেন, উমর (রা) যে বছর শেষবারের মত হজ্জ করেন সেই বছর তিনি নবী (সঃ)-এর সকল স্ত্রীকে হজ্জ করার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং তাঁদের সাথে উসমান ইবনে আফফান ও আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-কে পাঠিয়েছিলেন।

١٧٢٦. عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ نَغْزُوْا وَنُجَاهِدُ مَعَكُمْ فَقَالَ لٰكِنَّ اَحْسَنُ الْجِهَادِ وَاَجْمَلُهُ الْحَجُّ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَلاَ اَدَعُ الْحَجَّ بَعْدَ اِذْ سَمِعْتُ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ

১৭২৬. উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল, আমরা মেয়েরা কি আপনার সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করব না? নবী (সঃ) বললেন, তোমাদের জন্য সবচাইতে সুন্দর ও উত্তম জিহাদ হল মকবুল (মাবরুর) হজ্জ।[২১] আয়েশা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর মুখে একথা শুনার পর থেকে আমি কখনও হজ্জ করা বাদ দেইনি।

١٧٢٧. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ اِلاَّ مَعَ ذِىْ مَحْرَمٍ وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ اِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى اُرِيْدُ اَنْ اَخْرُجَ فِى جَيْشٍ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِى تُرِيْدُ الْحَجَّ فَقَالَ اُخْرُجْ مَعَهَا.

১৭২৭. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, মেয়েরা মাহরাম (যার সাথে বিবাহ হারাম এমন আত্মীয়) ব্যক্তি ভিন্ন কারো সাথে সফর করবে না এবং মাহরাম ব্যক্তি কাছে না থাকলে কোন পুরুষ তার সাথে সাক্ষাত করবে না। এ কথা শুনে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমি তো অমুক অমুক সেনাদলের সাথে জিহাদে

২১. (মাবরূর) মকবুল হজ্জ বলতে বুঝায় যে হজ্জ পালনের ব্যাপারে কোন গোনাহর কাজ করা হয়নি। অর্থাৎ হজ্জ আদায়কারী কোন গোনাহর কাজ করেনি। অথবা যার মধ্যে কোন প্রদর্শনীর মনোভাব, কোন যৌন আবেদনমূলক কাজ বা ঝগড়া বা অশ্লীল কথাবার্তা হয়নি এবং পরবর্তী সময়ে হজ্জ পালনকারী কোন গোনাহর কাজে লিপ্ত হয়নি।

অংশগ্রহণ করার ইচ্ছা রাখি কিন্তু আমার স্ত্রী হজ্জ করার সংকল্প করেছে। (এমতাবস্থায় আমি কি করবো?) তিনি বললেন, তোমার স্ত্রীর সাথে যাও।[২২]

١٧٢٨. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ حَجَّتِهِ قَالَ لأُمِّ سِنَانٍ الأَنْصَارِيَّةِ مَا مَنَعَكِ مِنَ الْحَجِّ قَالَتْ أَبُوْ فُلاَنٍ تَعْنِي زَوْجَهَا وَكَانَ لَنَا نَاضِحَانِ حَجَّ عَلَى أَحَدِهِمَا وَالآخَرُ يَسْقِيْ أَرْضًا لَنَا قَالَ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي.

১৭২৮. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) হজ্জ থেকে ফিরে এসে উম্মে সিনান আনসারীকে (একজন আনসারী মহিলা) বললেন, কি তোমাকে হজ্জে যেতে বাধা দিল? তিনি (উম্মে সিনান) জবাবে বললেন, অমুকের পিতা অর্থাৎ তাঁর স্বামী। পানি টানার জন্য আমাদের দু'টি উট মাত্র। এর একটিতে চড়ে তিনি হজ্জ আদায় করতে গিয়েছিলেন এবং অপরটি আমাদের ক্ষেতে পানি সরবরাহ করতো। নবী (সঃ) বললেন, রমযান মাসে একটি উমরা আদায় করা একটি ফরয হজ্জ আদায়ের সমান অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) আমার সাথে হজ্জ আদায় করার সমান)।[২৩]

١٧٢٩. عَنْ قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدٍ وَقَدْ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً قَالَ أَرْبَعٌ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَوْ قَالَ يُحَدِّثُهُنَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَعْجَبْنَنِي وَآنَقْنَنِي أَنْ لاَ تُسَافِرَ امْرَأَةٌ مَسِيْرَةَ يَوْمَيْنِ لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُوْ مَحْرَمٍ وَلاَ صَوْمَ يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَلاَ ضُحَى وَلاَ صَلوٰةَ بَعْدَ صَلاَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلٰثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى.

১৭২৯. যিয়াদের আজাদকৃত গোলাম কাযাআহ (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আবু সাঈদ খুদরী (রা)-কে, যিনি নবী (সঃ)-এর সাথে বারোটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন-বলতে শুনেছি, চারটি বিষয় আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট থেকে শুনেছি অথবা বলেছেন (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) তিনি ঐগুলো নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। এ

২২. এই হাদীস থেকে জানা যায় যে, স্ত্রীর প্রতি হজ্জ ফরয থাকলে স্বামী তাকে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না, বরং স্ত্রীর সাথে যাওয়ার মত অন্য কোন মাহরাম পুরুষ না থাকলে তার সাথে সফরে যাওয়া স্বামীর জন্য ওয়াজিব।

২৩. "রমযান মাসে উমরা করা একটি ফরয হজ্জ করার সমান"-এর অর্থ এ নয় যে, রমযান মাসে একটি উমরা করলে নিজের জিম্মা থেকে ফরয হজ্জ আদায় হয়ে যাবে। বরং এর অর্থ এই যে, রমযান মাসে একটি উমরা করলে একটি ফরয হজ্জ আদায়ের সমান সওয়াব লাভ করা যাবে। আর এটিই এ হাদীসের সঠিক অর্থ।

বিষয়গুলো আমাকে চমৎকৃত করে দিয়েছে এবং বিস্ময়াভিভূত করেছে। (তা এই যে,) স্বামী বা মাহরাম ব্যক্তি ছাড়া কোন স্ত্রীলোক দুই দিনের রাস্তা সফর করবে না, কেউ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা এই দুই দিন রোযা রাখবে না। আসর ও ফজর এই দু'টি নামাযের পরে কেউ কোন নামায পড়বে না, আসরের পর সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত এবং ফজরের পর সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত। এবং মসজিদে হারাম, আমার মসজিদ (মসজিদুল নববী) ও মসজিদে আকসা এই তিনটি মসজিদ ছাড়া আর কোন মসজিদের জন্য সফরের প্রস্তুতি নেবে না। (অর্থাৎ এই তিনটি মসজিদ ছাড়া আর কোন মসজিদের জন্য আল্লাহর নৈকট্য লাভ বা সওয়াবের উদ্দেশ্যে সফর করবে না)।

৫৯–অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি পায়ে হেঁটে কাবা শরীফ যিয়ারতের মানত করলো।

١٧٣٠. عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَاٰى شَيْخًا يُهَادٰى بَيْنَ ابْنَيْهِ قَالَ مَا بَالُ هٰذَا قَالُوا نَذَرَ اَن يَّمْشِىَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَنْ تَعْذِيْبِ هٰـذَا نَفْسَهُ لَغَنِىٌّ وَاَمَرَهُ اَنْ يَّرْكَبَ .

১৭৩০. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন), নবী (সঃ) দেখলেন, এক বৃদ্ধ তার দুই পুত্রের ওপর ভর করে হেঁটে যাচ্ছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এর কি হয়েছে? লোকেরা জানালো, সে হেঁটে হেঁটে (কা'বা পর্যন্ত) যাওয়ার মানত করেছে। এ কথা শুনে তিনি (সঃ) বললেন, আল্লাহ এই লোকটির নিজেকে কষ্ট দেয়ার মুখাপেক্ষী নন। সুতরাং তিনি তাকে সওয়ার হয়ে যাওয়ার আদেশ করলেন।

١٧٣١. عَنْ عُقْبَةَ ابْنِ عَامِرٍ قَالَ نَذَرَت اُخْتِى اَنْ تَمْشِىَ اِلٰى بَيْتِ اللّٰهِ وَاَمَرَتْنِىْ اَنْ اَسْتَفْتِىَ لَهَا النَّبِىَّ ﷺ فَاسْتَفْتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ .

১৭৩১. উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমার বোন বায়তুল্লাহ পর্যন্ত হেঁটে যাওয়ার মানত করেছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে নবী (সঃ)-এর কাছ থেকে জেনে নেয়ার নির্দেশ দিলে আমি নবী (সঃ)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, হেঁটেও যাবে এবং সওয়ারীতেও যাবে।[২৪]

২৪. নবী (সঃ) উকবা ইবনে আমের (রা)-র বোনকে হেঁটে এবং সওয়ারী হয়ে যেতে নির্দেশ দিলেন, যাতে তার হেঁটে যাওয়ার মানত ভঙ্গ না হয়, বরং কিছু হাঁটার নযরও পূরণ হয়ে যায়।

فضائل المدينة

মদীনার হেরেম (নিষিদ্ধ এলাকা)

৬০—অনুচ্ছেদ ঃ মদীনার হারাম বা মহাসম্মানিত হওয়া সম্পর্কে হাদীসে যা বর্ণিত হয়েছে।

١٧٣٢. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمَدِيْنَةُ حَرَمٌ مِنْ كَذَا اِلٰى كَذَا لاَ يُقْطَعُ شَجَرُهَا وَلاَ يُحْدَثُ فِيْهَا حَدَثٌ مَنْ اَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ.

১৭৩২. আনাস ইবনে মালেক (রা) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সঃ) বলেছেন, মদীনার এখান থেকে ওখান পর্যন্ত (একটা নির্দিষ্ট সীমা উল্লেখ করে) হারাম–মহাসম্মানিত। এখানকার বৃক্ষ কাটা যাবে না। (কুরআন–সুন্নাহ বিরোধী) কোন অসংগত কাজ এখানে করা যাবে না। যে ব্যক্তি এখানে এরূপ বিদ্আত করবে তার প্রতি আল্লাহর, সকল ফেরেশতার এবং সমস্ত মানুষের অভিশাপ বর্ষিত হবে।

١٧٣٣. عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَاَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُوْنِيْ قَالُوْا لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ اِلاَّ اِلَى اللّٰهِ فَاَمَرَ بِقُبُوْرِ الْمُشْرِكِيْنَ فَنُبِشَتْ ثُمَّ بِالْخِرَبِ فَسُوِّيَتْ وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ.

১৭৩৩. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) মদীনায় আসার পর মসজিদ নির্মাণের আদেশ দিলেন। তিনি বললেন, হে বনী নাজ্জার! আমার নিকট থেকে (ভূমির) মূল্য গ্রহণ করো। তারা বললো, আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে এর মূল্য চাই না। তখন নবী (সঃ)–এর নির্দেশে মুশরিকদের কবর খুঁড়ে ফেলা হল, ভগ্নাবশেষ সাফ করে ভূমি সমতল করা হল এবং খেজুর গাছ কেটে ফেলা হল। মসজিদের কেবলার দিকে কেবল কিছু খেজুর গাছ সারিবদ্ধভাবে রাখা হল।

١٧٣٤. عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ حُرِّمَ مَا بَيْنَ لاَ بَتَيِ الْمَدِيْنَةِ عَلٰى لِسَانِيْ قَالَ وَاَتَى النَّبِيُّ ﷺ بَنِيْ حَارِثَةَ فَقَالَ اَرَاكُمْ يَا بَنِيْ حَارِثَةَ قَدْ خَرَجْتُمْ مِنَ الْحَرَمِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ بَلْ اَنْتُمْ فِيْهِ.

১৭৩৪. আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, মদীনার দুই কংকরময় ভূমির মধ্যবর্তী স্থানকে আমার কথা দ্বারা হারাম বা মর্যাদাবান করা হয়েছে। আর নবী (সঃ) বনী হারেসার এলাকায় গিয়ে বলেন, তোমরা তো হারামের বাইরে রয়ে গেছ। পরে তিনি এদিক ওদিক চেয়ে দেখে বললেন, না, বরং তোমরা হারামের অভ্যন্তরেই আছ।

١٧٣٥ . عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مَا عِنْدَنَا شَيْئٌ اِلاَّ كِتَابُ اللّٰهِ وَهٰذِهِ الصَّحِيْفَةُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَلْمَدِيْنَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ اِلٰى كَذَا مَنْ اَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا اَوْ اٰوٰى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ وَقَالَ ذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ فَمَنْ اَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ وَمَنْ تَوَلّٰى قَوْمًا بِغَيْرِ اِذْنِ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ .

১৭৩৫. আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমাদের কাছে আল্লাহর কিতাব ও নবী (সঃ)-এর পক্ষ থেকে এই সহীফা (পুস্তিকা) ছাড়া আর কিছুই নাই। এতে বর্ণিত আছে, মদীনা আইর[২৫] নামক স্থান থেকে অমুক স্থান পর্যন্ত হারাম বা সম্মানিত। এখানে যদি কেউ (কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী) অসংগত নতুন কিছু (বিদ'আত) করে কিংবা বিদ'আত সৃষ্টিকারীকে আশ্রয় দেয় তবে তার প্রতি আল্লাহ, সকল ফেরেশতা ও মানবকুলের অভিশাপ বর্ষিত হবে। তার কোন ফরয বা নফল ইবাদত (আল্লাহর কাছে) কবুল হবে না। তিনি আরো বলেছেন, মুসলমান কর্তৃক নিরাপত্তা দানের অধিকার সকলের ক্ষেত্রে সমান। সুতরাং কেউ কোন মুসলমানের প্রদত্ত নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটালে তার প্রতি আল্লাহ, সকল ফেরেশতা এবং গোটা মানবকুলের অভিশাপ বর্ষিত হবে।[২৬] তার কোন ফরয বা নফল ইবাদত কবুল করা হবে না। আর যে ব্যক্তি তার মিত্র গোত্রের অনুমতি ছাড়াই অন্য কওমের সাথে বন্ধুত্ব করলো, তার প্রতিও আল্লাহ, ফেরেশতাকুল ও গোটা মানবজাতির অভিশাপ বর্ষিত হবে। তার কোন ফরয বা নফল ইবাদত আল্লাহর কাছে গৃহীত হবে না।

৬১—অনুচ্ছেদ ঃ মদীনার মর্যাদা। মদীনা খারাপ লোকদের বহিষ্কার করে দেয়।

١٧٣٦ . عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَاْكُلُ الْقُرٰى يَقُوْلُوْنَ يَثْرِبُ وَهِيَ الْمَدِيْنَةُ تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ .

২৫. মদীনার একটি পাহাড়ের নাম আইর।

২৬. যে কোন মুসলমান কর্তৃক কাউকে নিরাপত্তা বা অভয় দান করা হয় আর তা শরীআতে অনুমোদিত হলে সে মুসলমান শরীফ ও কমিন যাই হোক না কেন তার এ অভয় ও নিরাপত্তা প্রদান সকল মুসলমান কর্তৃক স্বীকৃত হবে এবং তাতে বিঘ্ন সৃষ্টি করা যাবে না।

১৭৩৬. আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আমি এমন একটি জনপদে (শহরে) হিজরত করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি যা সকল জনপদের ওপর বিজয়ী হবে। লোকেরা তাকে ইয়াসরিব বলে থাকে। অথচ তার (উপযুক্ত) নাম হল মদীনা। এ মদীনা খারাপ লোকদেরকে (এর অভ্যন্তর থেকে) এমনিভাবে দূর করে দেয় যেমন কামারের হাপর লোহার ময়লা দূর করে দেয়।

৬২–অনুচ্ছেদ ঃ মদীনার (আরেক) নাম তাবাহ্।

١٧٣٧. عَنْ أَبِيْ حُمَيْدٍ قَالَ اَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ تَبُوْكَ حَتّٰى اَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ هٰذِهِ طَابَةٌ .

১৭৩৭. আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা নবী (সঃ)–এর সাথে তাবুক থেকে ফিরে এসে মদীনার নিকটবর্তী হলে তিনি বললেনঃ এই তো তাবাহ্ (তাবাহ্ অর্থ তাইয়েবা বা পবিত্র)।

৬৩–অনুচ্ছেদ ঃ মদীনার দুটি কালো কংকরময় এলাকা।

١٧٢٨. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ بِالْمَدِيْنَةِ تَرْتَعُ مَا ذَعَرْتُهَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا حَرَامٌ .

১৭৩৮. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, আমি যদি মদীনাতে হরিণ চরে বেড়াতে দেখি তাহলে সেটাকে ভয় দেখাব না। কেননা রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, মদীনার কংকরময় দুই এলাকার মধ্যবর্তী এলাকা হারাম।[২৮]

৬৪–অনুচ্ছেদ ঃ মদীনার প্রতি বিমুখ হওয়ার নিন্দাবাদ।

١٧٣٩. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ تَتْرُكُوْنَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰى خَيْرِ مَا كَانَتْ لاَ يَغْشَاهَا الاَّ الْعَوَافِي يُرِيْدُ عَوَافِيَ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ وَاٰخِرُ مَنْ يُحْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ يُرِيْدَانِ الْمَدِيْنَةَ يَنْعِقَانِ بِغَنَمِهِمَا فَيَجِدَانِهَا وُحُوْشًا حَتّٰى اِذَا بَلَغَ ثَنِيَّةَ الْوَادَاعِ خَرَّا عَلٰى وُجُوْهِهِمَا

১৭৩৯. আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)–কে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা উত্তম অবস্থায় মদীনাকে পরিত্যাগ করে চলে যাবে, আর তখন হিংস্র পশু–পাখী এখানে ছেয়ে যাবে। সবশেষে যারা মদীনাতে আসবে তারা হল মুযাইনা গোত্রের

২৮. আইর ও খাওর নামক দু'টি পাহাড়ের মধ্যবর্তী এলাকা হারাম।

দু'জন রাখাল। তারা তাদের বকরীর পাল হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই মদীনাতে আসবে। কিন্তু এসে দেখবে সেখানে জংলী পশুতে ছেয়ে গেছে। অবশেষে তারা সানিয়্যাতুল বিদা নামক জায়গাতে পৌঁছলে মুখ থুবড়ে পড়ে (মারা) যাবে।

١٧٤٠. عَنْ سُفْيَانَ بْنِ اَبِىْ زُهَيْرٍ اَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يُفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَاتِى قَوْمٌ يَبُسُّوْنَ فَيَتَحَمَّلُوْنَ بِاَهْلِهِمْ وَمَنْ اَطَاعَهُمْ وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَّهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ وَيُفْتَحُ الشَّامُ فَيَاتِى قَوْمٌ يَبُسُّوْنَ فَيَتَحَمَّلُوْنَ بِاَهْلِيْهِمْ وَمَنْ اَطَاعَهُمْ وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَّهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ . وَتُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَاتِى قَوْمٌ يَبُسُّوْنَ فَيَتَحَمَّلُوْنَ بِاَهْلِيْهِمْ وَمَنْ اَطَاعَهُمْ وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَّهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ .

১৭৪০. সুফিয়ান ইবনে আবু যুহায়ের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ ইয়ামান বিজিত হবে, তখন একদল লোক সওয়ারীর উট হাঁকিয়ে এসে তাদের পরিবার-পরিজন ও অনুগতদের বহন করে নিয়ে যাবে। অথচ মদীনা তাদের জন্য কল্যাণকর ও উত্তম[২৯] ছিল যদি তারা তা জানতে পারত। (ঠিক তেমনিভাবে) শামদেশ (সিরিয়া) বিজিত হবে এবং একদল লোক সওয়ারী জন্তু হাঁকিয়ে এসে তাদের পরিবার-পরিজন ও অনুগতদেরকে সওয়ারীতে উঠিয়ে এখান থেকে নিয়ে যাবে। কিন্তু মদীনা তাদের জন্য কল্যাণকর ছিল যদি তারা তা বুঝত। এর পরে ইরাক বিজিত হবে, তখন একদল লোক সওয়ারী জন্তু হাঁকিয়ে এসে তাদের স্বজন ও অনুগতদের সওয়ারীতে উঠিয়ে নিয়ে (মদীনা ত্যাগ করে) চলে যাবে। কিন্তু মদীনাই তাদের জন্য কল্যাণকর ছিল যদি তারা তা বুঝতে পারত।

৬৫-অনুচ্ছেদ ঃ ঈমান মদীনাতে ফিরে আসবে।[৩০]

١٧٤١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْاِيْمَانَ لَيَارِزُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ كَمَا تَارِزُ الْحَيَّةُ اِلٰى جُحْرِهَا .

১৭৪১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, ঈমান (শেষ পর্যন্ত) এমনভাবে মদীনায় ফিরে আসবে যেমন সাপ তার গর্তে ফিরে আসে।

৬৬-অনুচ্ছেদ ঃ মদীনাবাসীদের প্রতারণা করা ও তাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা গোনাহ।

২৯. মদীনা কল্যাণকর ও উত্তম এই অর্থে যে, এটি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর শহর। এখানে সম্মানিত সাহাবাগণের আবাস ছিল এবং তাঁদের অধিকাংশের কবরও এখানেই অবস্থিত। এখানে নবী (সঃ)-এর প্রতি অসংখ্য বার আল্লাহর ওহী নাযিল হয়েছে এবং খোদ রসূলুল্লাহ (সঃ) মদীনাকে তাঁর স্থায়ী আবাস হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। আর এখানেই তিনি শায়িত আছেন। সুতরাং মদীনা কোন অবস্থাতেই বরকতশূন্য হতে পারে না।

৩০. এখানে ঈমানের ফিরে আসার অর্থ হলো ঈমানের অধিকারী মু'মিন ব্যক্তি মদীনাতে এসে জমা হবে।

١٧٤٢. عَنْ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَكِيْدُ اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ اَحَدٌ اِلاَّ انْمَاعَ كَمَا يَنْمَاعُ الْمِلْحُ فِى الْمَاءِ.

১৭৪২. সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী (সঃ)-কে বলতে শুনেছি ঃ কেউ মদীনাবাসীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করলে সে এমনভাবে বিগলিত হয়ে যাবে লবণ যেমন বিগলিত হয়ে যায়।

৬৭–অনুচ্ছেদ ঃ মদীনার দুর্গসমূহ।

١٧٤٣. عَنْ اُسَامَةَ قَالَ اَشْرَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى اُطُمٍ مِّنْ اٰطَامِ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ هَلْ تَرَوْنَ مَا اَرٰى اِنِّى لاَرٰى مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلاَلَ بُيُوْتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ.

১৭৪৩. উসামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) মদীনার একটি সুউচ্চ প্রাসাদে আরোহণ করে বললেনঃ আমি যা দেখছি তা কি তোমরা দেখতে পাচ্ছ? আমি বৃষ্টি বিন্দু পতিত হওয়ার জায়গার মত তোমাদের ঘরসমূহে ফিতনার জায়গা দেখতে পাচ্ছি।

৬৮–অনুচ্ছেদ ঃ দাজ্জাল মদীনাতে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে না।

١٧٤٤. عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْمَدِيْنَةَ رُعْبُ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ اَبْوَابٍ عَلٰى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ.

১৭৪৪. আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, মসীহে দাজ্জালের ভীতি ও ত্রাস মদীনাতে প্রবেশ করবে না। ঐ সময় মদীনার সাতটি প্রবেশপথ থাকবে এবং প্রত্যেক প্রবেশপথে দুই জন করে ফেরেশতা (পাহারায়) থাকবে।

١٧٤٥. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اَنْقَابِ الْمَدِيْنَةِ مَلٰئِكَةٌ لاَ يَدْخُلُهَا الطَّاعُوْنُ وَلاَ الدَّجَّالُ.

১৭৪৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, মদীনার প্রবেশ পথসমূহে ফেরেশতারা পাহারায় থাকে। সেখানে মহামারী বা দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না।

١٧٤٦. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَدِيْثًا طَوِيْلاً عَنِ الدَّجَّالِ فَكَانَ فِيْمَا حَدَّثَنَا بِهِ اَنْ قَالَ يَاْتِى الدَّجَّالُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ اَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِيْنَةِ بَعْضَ السِّبَاخِ الَّتِى بِالْمَدِيْنَةِ فَيَخْرُجُ

الَيْهِ يَوْمَئِذٍ رَجُلٌ هُوَ خَيْرُ النَّاسِ اَوْ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ فَيَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنَّكَ الدَّجَّالُ الَّذِىْ حَدَّثَنَا عَنْكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَدِيْثَهُ فَيَقُوْلُ الدَّجَّالُ اَرَأَيْتَ اِنْ قَتَلْتُ هٰذَا ثُمَّ اَحْيَيْتُهُ هَلْ تَشُكُّوْنَ فِى الْاَمْرِ فَيَقُوْلُوْنَ لاَ فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيْهِ فَيَقُوْلُ حِيْنَ يُحْيِيْهِ وَاللّٰهِ مَا كُنْتُ قَطُّ بَصِيْرَةً مِّنِّى الْيَوْمَ فَيَقُوْلُ الدَّجَّالُ اَقْتُلُهُ فَلاَ يُسَلَّطُ عَلَيْهِ .

১৭৪৬. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের কাছে দাজ্জাল সম্পর্কে একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করলেন। যেসব কথা তিনি আমাদের কাছে বর্ণনা করলেন তার মধ্যে এ কথাও ছিল যে, দাজ্জালের ওপর মদীনায় প্রবেশ নিষিদ্ধ (তাই সে মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না)। সুতরাং সে মদীনার বাইরে একটি লবণাক্ত অনুর্বর ভূমিতে উপস্থিত হবে। সেই সময় (মদীনা থেকে) তার কাছে এক ব্যক্তি যাবে যে (তৎকালীন) মানব গোষ্ঠীর উত্তম অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) উত্তম লোকদের একজন। সে বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি সেই দাজ্জাল যার সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের অবহিত করেছেন। দাজ্জাল বলবে, আচ্ছা যদি আমি এই ব্যক্তিকে হত্যা করে জীবিত করি তাহলেও কি আমার ব্যাপারে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকবে? সবাই জবাব দেবে, না। সে তাকে হত্যা করে জীবিত করবে। জীবিত হয়েই লোকটি বলে উঠবে, আল্লাহর শপথ! আজকের চাইতে বেশী অভিজ্ঞতা (এ ব্যাপারে) আমার কোন দিনই ছিল না (যে, তুমিই নিঃসন্দেহে দাজ্জাল)। দাজ্জাল বলবে, আমি একে হত্যা করব। কিন্তু আর সে তাকে হত্যা করতে সক্ষম হবে না।

١٧٤٧. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ اِلاَّ سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ اِلاَّ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةَ لَيْسَ لَهُ مِنْ نِقَابِهَا نَقْبٌ اِلاَّ عَلَيْهِ الْمَلٰئِكَةُ صَافِّيْنَ يَحْرُسُوْنَهَا ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِيْنَةُ بِاَهْلِهَا ثَلٰثَ رَجَفَاتٍ فَيُخْرِجُ اللّٰهُ كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ .

১৭৪৭. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, মক্কা ও মদীনা ছাড়া এমন শহর (বা জনপদ) নেই যা দাজ্জাল পদদলিত করবে না। মক্কা এবং মদীনার প্রত্যেকটি প্রবেশপথেই ফেরেশতারা সারিবদ্ধ হয়ে পাহারারত থাকবে। এরপর মদীনা তার অধিবাসীসহ তিন বার প্রকম্পিত (ভূমিকম্প) হবে।[৩১] আর এভাবে আল্লাহ সেখান থেকে সমস্ত কাফের ও মুনাফিকদের বের করে দিবেন।

৩১. কিয়ামতের পূর্বে মদীনাতে তিনবার সাংঘাতিক রকমের ভূমিকম্প হবে এবং তা হবে এক নাগাড়ে। প্রথম দু'বার ভূমিকম্প হওয়ার পরে তৃতীয়বার যখন কম্পন হবে তখন সমস্ত দুর্বল ও কপট ঈমানের লোকেরা সেখান থেকে বেরিয়ে চলে যাবে, থাকবে শুধু খাঁটি মু'মিন। সুতরাং দাজ্জাল তাদের উপর প্রভাব খাটাতে পারবে না এবং বিজয় লাভে ব্যর্থ হবে।

৬৯–অনুচ্ছেদ : মদীনা অপবিত্র ও পাপীদের বহিষ্কার করে দেয়।

١٧٤٨. عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَبَايَعَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ فَجَاءَ مِنَ الْغَدِ مَحْمُومًا فَقَالَ أَقِلْنِي فَأَبَى ثَلٰثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ الْمَدِيْنَةُ كَالْكِيْرِ تَنْفِي خَبَثَهَا وَتَنْصَعُ طَيِّبَهَا .

১৭৪৮. জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক বেদুঈন নবী (সঃ)–এর কাছে এসে ইসলামের জন্য বায়আত তথা আনুগত্যের শপথ নিল। পরদিন সে জ্বরাক্রান্ত অবস্থায় নবী (সঃ)–এর কাছে এসে বলল, আমার বোঝা নামিয়ে দিন অর্থাৎ বায়আত বাতিল করে দিন। কিন্তু নবী (সঃ) তিনবার অস্বীকার করলেন এবং বললেন, মদীনা লোহা দগ্ধ করা হাপরের মত যা ময়লা আবর্জনা দূরীভূত করে এবং খাঁটি বা নির্ভেজালকে ধরে রাখে।

١٧٤٩. عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَقُوْلُ لَمَّا خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أُحُدٍ رَجَعَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَتْ فِرْقَةٌ نَقْتُلُهُمْ وَقَالَتْ فِرْقَةٌ لَا نَقْتُلُهُمْ فَنَزَلَتْ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّهَا تَنْفِي الرِّجَالَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ .

১৭৪৯. যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যে সময় নবী (সঃ) উহুদ যুদ্ধে যাত্রা করেন সে সময় তাঁর কিছু সংখ্যক সাথী (যুদ্ধে না গিয়ে) ফিরে আসলে একদল বলল, আমরা তাদেরকে হত্যা করব এবং অপর একদল বলল, না আমরা তাদেরকে হত্যা করব না। এই সময় "তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা মোনাফিকদের ব্যাপারে দুই দল হয়ে গেছ ...." (নিসাঃ ৮৮) এই আয়াত নাযিল হয়েছিল। আর নবী (সঃ) বলেছিলেন, আগুন যেমন লোহার মরিচা ও আবর্জনা দূর করে মদীনাও তেমন খারাপ লোকদের বহিষ্কার করে।

৭০ –অনুচ্ছেদ :

١٧٥٠. عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِيْنَةِ ضِعْفَيْ مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ .

১৭৫০. আনাস (রাঃ) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, হে আল্লাহ! তুমি মক্কাতে যে বরকত দান করেছ মদীনায় তার বরকত দ্বিগুণ দান কর।

١٧٥١. عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَنَظَرَ إِلَى جُدُرَاتِ الْمَدِيْنَةِ أَوْضَعَ رَاحِلَتَهُ وَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا .

১৭৫১. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) যখন সফর থেকে ফেরার পথে মদীনার প্রাচীরের দিকে তাকাতেন তখন মদীনার প্রতি ভালবাসার কারণে তাঁর উট দ্রুত চালনা করতেন। আর অন্য কোন জন্তুর ওপর থাকলে তাকে (দ্রুত চলার জন্য) আন্দোলিত করতেন।

৭১–অনুচ্ছেদ ঃ মদীনার কোন এলাকা পরিত্যাগ করা বা জনশূন্য করাকে নবী (সঃ) অপসন্দ করতেন।

١٧٥٢. عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَرَادَ بَنُوْ سَلَمَةَ اَنْ يَّتَحَوَّلُوْا اِلٰى قُرْبِ الْمَسْجِدِ فَكَرِهَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تُعْرٰى الْمَدِيْنَةُ وَقَالَ يَا بَنِى سَلَمَةَ اَلاَ تَحْتَسِبُوْنَ اٰثَارَكُمْ فَاَقَامُوْا.

১৭৫২. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, বনী সালামা গোত্র (মদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে) মসজিদ (নববী)–এর নিকটবর্তী স্থানে স্থানান্তরিত হওয়ার সংকল্প করলে রসূলুল্লাহ (সঃ) মদীনা জনশূন্য করা পসন্দ করলেন না। বরং তিনি বনী সালামার লোকদের বললেন, হে বনী সালামা! মসজিদে নববীর দিকে তোমাদের পদক্ষেপের সওয়াব কি তোমরা হিসেব কর না? সুতরাং বনী সালামা সেখানেই থেকে গেল।[৩২]

৭২–অনুচ্ছেদ ঃ

١٧٥٣. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَابَيْنَ بَيْتِىْ وَمِنْبَرِىْ رَوْضَةٌ مِّنْ رِّيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِىْ عَلٰى حَوْضِىْ.

১৭৫৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, আমার ঘর ও আমার মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থান বেহেশতের বাগানসমূহের একটি।[৩৩] আর আমার মিম্বার আমার হাওযের ওপরে অবস্থিত।

---

৩২. বনী সালামা গোত্রের বাসস্থান ছিল মদীনার এক প্রান্তে। সেখান থেকে মসজিদে নববীতে এসে নামায আদায় করা এবং রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর পবিত্র মাহফিলে উপস্থিত থাকা তাদের জন্য কষ্টকর হত। এই কারণে তারা মসজিদে নববীর নিকটবর্তী স্থানে বসতি স্থাপন করতে চাইলে নবী (সঃ) তা পসন্দ করলেন না। কারণ মদীনাকে তিনি মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন এবং মদীনার কোন এলাকা জনশূন্য হোক তা তিনি পসন্দ করতেন না। এছাড়া নামাযের জন্য মসজিদে হেঁটে যাওয়াতে প্রতিটি পদক্ষেপে সওয়াব হয়। আর মসজিদ একটু বেশি দূরে হলে সওয়াবও বেশি হয়। সুতরাং তিনি বনী সালামা গোত্রের লোকদের বললেন, নামাযের জন্য মসজিদে নববীতে যখন তোমরা হেঁটে হেঁটে যাও তখন কত সওয়াব অর্জন কর তা কি হিসেব করে দেখেছ?

৩৩. "আমার ঘর ও আমার মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থান বেহেশতের বাগানসমূহের একটি" এ কথাটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। প্রথমতঃ এ স্থানটি হবহু বেহেশতেরই একটি অংশ। দ্বিতীয়তঃ কিয়ামতের দিন এ স্থানটিকে বেহেশতের অংশ হিসেবে গণ্য করে বেহেশতে রূপান্তরিত করা হবে। তৃতীয়তঃ এখানে যারা ইবাদত করবে তারা নিশ্চিতভাবেই বেহেশত লাভ করবে।

١٧٥٤ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَعِكَ اَبُوْ بَكْرٍ وَبِلاَلٌ فَكَانَ اَبُوْبَكْرٍ اِذَا اَخَذَتْهُ الْحُمّٰى يَقُوْلُ :- كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِىْ اَهْلِهِ وَالْمَوْتُ اَدْنٰى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَكَانَ بِلاَلٌ اِذَا اُقْلِعَ عَنْهُ الْحُمّٰى يَرْفَعُ عَقِيْرَتَهُ يَقُوْلُ :- اَلاَ لَيْتَ شِعْرِىْ هَلْ اَبِيْتَنَّ لَيْلَةً بِوَادٍ وَحَوْلِىْ اِذْخِرٌ وَجَلِيْلُ وَهَلْ اَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مُجِنَّةٍ وَهَلْ يَبْدُوَنْ لِىْ شَامَةٌ وَطَفِيْلُ اللّٰهُمَّ الْعَنْ شَيْبَةَ بْنَ رَبِيْعَةَ وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيْعَةَ وَاُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ كَمَا اَخْرَجُوْنَا مِنْ اَرْضِنَا اِلٰى اَرْضِ الْوَبَاءِ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ اَوْ اَشَدَّ اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ صَاعِنَا وَفِىْ مُدِّنَا وَصَحِّحْهَا لَنَا وَانْقُلْ حُمَّهَا اِلَى الْجُحْفَةِ قَالَتْ وَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ وَهِىَ اَوْبَاُ اَرْضِ اللّٰهِ قَالَتْ فَكَانَ بُطْحَانُ يَجْرِىْ نَجْلاً يَعْنِىْ مَاءً اٰجِنًا

১৭৫৪. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) (হিজরত করে) মদীনায় আসলে আবু বকর ও বিলাল (রা) জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। আবু বকর (রা) যখনই জ্বরে আক্রান্ত হতেন তখনই একটি কবিতাংশ আবৃত্তি করে বলতেন, "প্রত্যেক ব্যক্তিই তার পরিবার ও স্বজনদের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে, অথচ মৃত্যু তার জুতার ফিতার চেয়েও নিকটবর্তী।" আর বিলালের যখন জ্বর ছেড়ে যেত তখন উচ্চস্বরে এ কবিতাংশ আবৃত্তি করতেন–"আহ! কতই না ভাল হত যদি আমি কবিতা বলতে পারতাম। আহ! যদি আমি মক্কার প্রান্তরে একটি রাত কাটাতে পারতাম যেখানে আমার চারদিকে এযখের ও জালিল ঘাস থাকত। আহ! একদিন যদি মুজেন্নার প্রান্তরে ঝর্ণার পানি পান করতে পারতাম এবং শামা ও তাফিল পাহাড়ের পাদদেশে যেতে পারতাম।" হে আল্লাহ! তুমি শায়বা ইবনে রাবী'আ, উতবা ইবনে রাবী'আ ও উমাইয়া ইবনে খালাফের প্রতি লা'নত বর্ষণ কর যেমন তারা আমাদের আবাসভূমি থেকে বের করে আমাদেরকে মহামারীর দেশে ঠেলে দিয়েছে। তাই এরপর রসূলুল্লাহ (সঃ) দো'আ করলেন, 'হে আল্লাহ! মক্কার প্রতি আমাদের যেমন মহব্বত মদীনার প্রতিও তেমন অথবা তার চাইতেও বেশি মহব্বত আমাদের মধ্যে সৃষ্টি করে দাও। হে আল্লাহ! আমাদের সা' ও মূদে বরকত দান কর এবং মদীনাকে আমাদের (বসবাসের) উপযোগী করে দাও। (অথবা অর্থ এই যে, এখানে এসে আমরা যেসব পীড়ায় আক্রান্ত হয়েছি তা ভাল করে দাও এবং এর জ্বরকে জুহফাতে স্থানান্তরিত করে দাও। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন, আমরা যে সময় মদীনায় আগমন করলাম তখন এটি ছিল আল্লাহর যমীনে সর্বাপেক্ষা বেশি মহামারীর স্থান। তিনি আরও বর্ণনা করেছেন, সেই সময় মদীনার প্রান্তরে বুতহান নামক একটা ঝর্ণা ছিল যা দিয়ে স্বল্প পরিমাণ বিকৃতবর্ণ দুর্গন্ধময় পানি প্রবাহিত হত।

١٧٥٥. عَنْ عُمَرَ قَالَ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ شَهَادَةً فِىْ سَبِيْلِكَ وَاجْعَلْ مَوْتِىْ فِى بَلَدِ رَسُوْلِكَ

১৭৫৫. যায়েদ ইবনে আসলাম (রঃ) তাঁর পিতার মাধ্যমে উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (উমর) দোয়া করতেন, হে আল্লাহ! আমাকে তোমার পথে শাহাদত (শহীদ হওয়া) এবং তোমার রসূলের শহরে (মদীনায়) মৃত্যু দান কর।[৩৪]

৩৪. সম্ভবত উমর (রাঃ)-এর এই দো'আ আল্লাহর কাছে কবুল হয়েছিল, যে কারণে তিনি মদীনাতেই শাহাদত বরণ করলেন।

অধ্যায়—১১

كتاب الصوم

(রোযার বর্ণনা)

১—অনুচ্ছেদঃ রমযানের রোযা ফরয। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ . (سورة البقره اية ١٨٣)

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতদের মত তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে। আশা করা যায় তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হবে" (বাকারা : ১৮৩)।

١٧٥٦. عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَنَّ اَعْرَابِيًّا جَاءَ الٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثَائِرَ الرَّاسِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنِيْ مَاذَا فَرَضَ اللّٰهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلٰوةِ فَقَالَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ اِلاَّ اَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا فَقَالَ اَخْبِرْنِى مَاذَا فَرَضَ اللّٰهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ فَقَالَ شَهْرَ رَمَضَانَ اِلاَّ اَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا فَقَالَ اَخْبِرْنِى مَاذَا فَرَضَ اللّٰهُ عَلَيَّ مِنَ الزَّكٰوةِ قَالَ فَاَخْبَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِشَرَائِعَ الْاِسْلاَمِ فَقَالَ وَالَّذِىْ اَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ لاَ اَتَطَوَّعُ شَيْئًا وَلاَ اَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللّٰهُ عَلَيَّ شَيْئًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْلَحَ اِنْ صَدَقَ اَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ اِنْ صَدَقَ .

১৭৫৬. তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। একদা জনৈক বেদুঈন রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর কাছে আসল। তার মাথার চুল ছিল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। সে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে বলুন, আল্লাহ আমার ওপর কত ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন? তিনি বললেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায। কিন্তু তুমি যদি নফল নামায পড় তবে তা স্বতন্ত্র কথা। লোকটি বলল, আমাকে বলুন, আল্লাহ আমার ওপর কতটা রোযা ফরয করেছেন? তিনি বললেন, গোটা রমযান মাস রোযা রাখা ফরয। কিন্তু তুমি যদি নফল রোযা রাখ তবে তা স্বতন্ত্র কথা। লোকটি আবার বলল, আমাকে বলুন, আল্লাহ আমার ওপর কি পরিমাণ যাকাত ফরয করেছেন? এবার রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে ইসলামের আইন–কানুন ও বিধি–

বিধান জানিয়ে দিলে সে বলল, সেই মহান সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য বিধান দিয়ে সম্মানিত করেছেন। আল্লাহ্ আমার উপরে যা ফরয করেছেন আমি তার অধিকও কিছু করব না আর কমও কিছু করব না। লোকটির মন্তব্য শুনে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, সে সত্য বলে থাকলে সফলতা লাভ করল অথবা বললেন, (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) সে সত্য বলে থাকলে জান্নাত লাভ করল।

١٧٥٧. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَامَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَاَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ لاَ يَصُوْمُهُ اِلاَّ اَنْ يُوَافِقَ صَوْمَهُ.

১৭৫৭. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) আশুরার[১] রোযা রেখেছেন এবং অন্যদেরকেও রাখার আদেশ করেছিলেন। রমযানের রোযা ফরয করা হলে আশুরার রোযা রাখা ছেড়ে দেয়া হয়। আর অভ্যাস মত রোযা রাখার দিন না হলে আবদুল্লাহ (ইবনে উমর) আশুরার রোযা রাখতেন না। অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) প্রতি মাসে নির্দিষ্ট কয়েকটি তারিখে রোযা রাখতেন। এসব তারিখে আশুরার দিন পড়লে তবেই তিনি আশুরার নিয়াত করে রোযা রাখতেন।

١٧٥٨. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَصُوْمُ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِصِيَامِهِ حَتّٰى فُرِضَ رَمَضَانُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ شَاءَ اَفْطَرَ.

১৭৫৮. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। জাহিলী যুগে কুরাইশরা আশুরার রোযা রাখত। পরে রসূলুল্লাহ (সঃ)-ও আশুরার রোযা রাখার আদেশ দান করেন। ইতিমধ্যে রমযানের রোযা ফরয করা হলে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, কেউ ইচ্ছা করলে এ রোযা (আশুরার রোযা) রাখতে পারে আবার ইচ্ছা করলে নাও রাখতে পারে।

২-অনুচ্ছেদঃ রোযার মর্যাদা।

١٧٥٩. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ فَاِنِ امْرُءٌ قَاتَلَهُ اَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ اِنِّى صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِّيحِ الْمِسْكِ يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ اَجْلِى الصِّيَامُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِى بِهِ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا.

১ আরবী মাস মুহাররমের দশ তারিখকে 'আশুরা' বলা হয়। এ দিনে রোযা রাখা সুন্নাত।

১৭৫৯. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, (গোনাহ হতে আত্মরক্ষার জন্য) রোযা ঢাল স্বরূপ। সুতরাং রোযাদার অশ্লীল কথা বলবে না বা জাহিলী আচরণ করবে না। কোন লোক তার সাথে ঝগড়া করতে উদ্যত হলে অথবা গালমন্দ করলে সে তাকে বলবে, "আমি রোযা রেখেছি।" কথাটি দু'বার বলবে। যার মুষ্ঠিতে আমার প্রাণ, সেই সত্তার শপথ! রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট কস্তরীর সুগন্ধি থেকেও উৎকৃষ্ট। কেননা (রোযাদার) আমার উদ্দেশ্যেই খাবার, পানীয় ও কামস্পৃহা পরিত্যাগ করে থাকে। তাই রোযা আমার উদ্দেশ্যেই। সুতরাং আমি বিশেষভাবে রোযার পুরস্কার দান করব। আর নেক কাজের পুরস্কার দশগুণ পর্যন্ত দেয়া হয়ে থাকে।[২]

৩–অনুচ্ছেদঃ রোযা গোনাহর কাফফারা।

١٧٦٠. عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ مَنْ يَحْفَظُ حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِى الْفِتْنَةِ قَالَ حُذَيْفَةُ أَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِى أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلٰوةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ قَالَ لَيْسَ أَسْأَلُ عَنْ ذِهِ إِنَّمَا أَسْأَلُ عَنِ الَّتِى تَمُوْجُ كَمَا يَمُوْجُ الْبَحْرُ قَالَ وَإِنَّ دُوْنَ ذٰلِكَ بَابًا مُغْلَقًا قَالَ فَيُفْتَحُ أَوْ يُكْسَرُ قَالَ يُكْسَرُ قَالَ ذَاكَ أَجْدَرُ أَنْ لاَّ يُغْلَقَ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قُلْنَا لِمَسْرُوْقٍ سَلْهُ أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مَنِ الْبَابُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ نَعَمْ كَمَا يَعْلَمُ أَنَّ دُوْنَ غَدٍ اللَّيْلَةَ .

১৭৬০. হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন উমর (রাঃ) সবাইকে লক্ষ্য করে বললেন, ফিতনা সম্পর্কে নবী (সঃ)–এর হাদীস জানা আছে এমন কেউ আছে কি? হুযাইফা (রাঃ) বললেন, আমি আছি। আমি নবী (সঃ)–কে বলতে শুনেছি, সন্তান ও পরিবার–পরিজন, ধন–সম্পদ এবং প্রতিবেশীই একজন লোকের জন্য ফিতনা। আর নামায, রোযা ও সদ্‌কা হল এ ফিতনার কাফফারা। এ কথা শুনে তিনি (উমর) বললেন, এ ফিতনা সম্পর্কে আমি জিজ্ঞেস করছি না, বরং যা সমুদ্র–তরঙ্গের ন্যায় বিশাল হবে ও অবিরত ধারায় আসতে থাকবে সেই ফিতনা সম্পর্কে আমি জিজ্ঞেস করছি। তিনি (হুযাইফা) বললেন, এরূপ ফিতনার সামনে একটি বন্ধ দরজা আছে। তিনি (ওমর) বললেন, সে দরজা খোলা হবে, না ভেঙ্গে দেয়া হবে? তিনি (হুযাইফা) বললেন, ভেংগে ফেলা হবে। আর কিয়ামত পর্যন্ত তা বন্ধ হওয়ার নয়। আমরা মাসরূককে বললাম, হুযাইফা (রাঃ)–কে জিজ্ঞেস করুন, এ বন্ধ দরজা বলতে কাকে বুঝানো হয়েছে তা কি ওমর (রাঃ) জানতেন? হুযাইফা (রাঃ) বললেন, হাঁ, আগামী প্রভাতের পূর্বে রাত আসা যতখানি নিশ্চিত ততখানি নিশ্চিতভাবেই তিনি তা জানতেন।

২. সাধারণত নেক কাজের পুরস্কার আল্লাহ কাজটির তুলনায় ন্যূনপক্ষে দশগুণ দেবেন বলে কুরআন মজীদে উল্লেখ আছে। কিন্তু রোযার পুরস্কার শুধুমাত্র দশগুণ দেয়া হবে না। বরং রসূলের যবানীতে আল্লাহ বলেছেনঃ রোযার পুরস্কার আমি নিজে বিশেষভাবে দান করব। আর তা দশগুণ নয়, তার অনেক বেশী। কত তা আমিই জানি। কেননা রোযা আমার উদ্দেশ্যেই রাখা হয়ে থাকে।

৪-অনুচ্ছেদঃ জান্নাতের রাইয়ান নামক দরজাটি রোযাদারদের জন্য নির্দিষ্ট।

١٧٦١. عَنْ سَهْلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ اَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ اَيْنَ الصَّائِمُوْنَ فَيَقُوْمُوْنَ لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ اَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَاِذَا دَخَلُوْا اُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ اَحَدٌ

১৭৬১. সাহল (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, বেহেশতে রাইয়ান নামক একটি দরজা আছে। কিয়ামতের দিন এটি দিয়ে রোযাদাররা (বেহেশতে) প্রবেশ করবে। রোযাদার ছাড়া আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। (কিয়ামতের দিন রোযাদারকে ডেকে) বলা হবে, রোযাদাররা কোথায়? তখন তারা উঠে দাঁড়াবে। তারা ছাড়া আর একজন লোকও সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। তাদের প্রবেশের পরই তা বন্ধ করে দেয়া হবে যাতে ঐ দরজা দিয়ে আর কেউ প্রবেশ করতে না পারে।

١٧٦٢. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ نُوْدِىَ مِنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَاعَبْدَ اللّٰهِ هٰذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّلٰوةِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الصَّلٰوةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجِهَادِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصِّيَامِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ بِاَبِى اَنْتَ وَاُمِّى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا عَلٰى مَنْ دُعِىَ مِنْ تِلْكَ الْاَبْوَابِ مِنْ ضَرُوْرَةٍ فَهَلْ يُدْعٰى اَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْاَبْوَابِ كُلِّهَا قَالَ نَعَمْ وَاَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ .

১৭৬২. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে এক জোড়া (দুটি জিনিস) খরচ করবে তাকে জান্নাতের সবগুলো দরজা থেকে ডেকে বলা হবে, হে আল্লাহর বান্দা! এই দরজাটি উত্তম। যে নামাযী, তাকে নামাযের দরজা থেকে ডাকা হবে, যে মুজাহিদ, তাকে জিহাদের দরজা থেকে ডাকা হবে, যে রোযাদার, তাকে রাইয়ান নামক দরজা থেকে ডাকা হবে, আর যে সদকাকারী তাকে সদকার দরজা থেকে ডাকা হবে। আবু বকর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার পিতা মাতা আপনার জন্য কোরবান হোক। কাউকে বেহেশতের ঐ সবগুলো দরজা থেকে ডাকার তো কোন প্রয়োজন নেই। তবে প্রকৃতই কি কাউকে সবগুলো দরজা থেকে ডাকা হবে? রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, হাঁ। আর আমি আশা করি, তুমি হবে তাদেরই একজন।

৫–অনুচ্ছেদঃ রমযানকে কি শুধু রমযান বলতে হবে, না শাহ্‌রে রমযান বলতে হবে? অনেকে উভয়টিই জায়েয মনে করেন। নবী (সঃ)–এর হাদীসে শুধু রমযান উল্লেখ আছে। যেমন "যে রমযানের রোযা রাখে"। তিনি আরো বলেছেন, "তোমরা রমযানের পূর্বে রোযা রেখো না।"

١٧٦٣. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ.

১৭৬৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, রমযান মাস এলে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়।

١٧٦٤. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ.

১৭৬৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, রমযান মাস শুরু হলে আসমানের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়, দোযখের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানদের শিকলে বন্দী করা হয়।

৬–অনুচ্ছেদঃ রমযানের চাঁদ দেখা।

١٧٦٥. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَصُوْمُوْا وَاِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَافْطِرُوْا فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَهُ –

১৭৬৫. ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)–কে বলতে শুনেছিঃ তোমরা (রমযানের) চাঁদ দেখলে রোযা রাখ আর (শাওয়ালের) চাঁদ দেখলে ইফতার কর (রোযা বন্ধ কর)। আর যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে (ত্রিশ দিন) হিসেব কর।

৭–অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি ঈমানসহ সওয়াবের আশায় ও উদ্দেশ্যে রমযানের রোযা রাখে। আয়েশা (রাঃ) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, কিয়ামতের দিন মানুষকে তাদের নিয়াতের অনুরূপ উঠানো হবে।

١٧٦٦. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ –

১৭৬৬. আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি শবে কদরে ঈমানসহ সওয়াবের আশায় নামায পড়বে তার অতীতের গোনাহসমূহ মাফ করে দেয়া

হবে। আর যে ব্যক্তি সওয়াবের আশায় ঈমানসহ রমযানের রোযা রাখবে তারও অতীতের সকল গোনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

৮—অনুচ্ছেদ ঃ রমযান মাসে নবী (সঃ) অত্যধিক দান করতেন।

١٧٦٧. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ اَجْوَدَ مَا يَكُوْنُ فِىْ رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ وَكَانَ جِبْرَائِيْلُ يَلْقَاه كُلَّ لَيْلَةٍ فِىْ رَمَضَانَ حَتّٰى يَنْسَلِخَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ الْقُرْاٰنَ فَاِذَا لَقِيَهُ جِبْرَائِيْلُ كَانَ اَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ .

১৭৬৭. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, গোটা মানব জাতির মধ্যে নবী (সঃ) সবচেয়ে বড় দানশীল ছিলেন। রমযান মাসে জিবরাঈল (আঃ) যে সময় তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন সে সময় তিনি সবচাইতে বেশী দানশীল হয়ে উঠতেন। জিবরাঈল রমযান মাসে প্রতি রাতেই তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন। এভাবেই রমযান মাস অতিবাহিত হত। নবী (সঃ) (এ সময়) তার সামনে কুরআন শরীফ পড়ে শুনাতেন। যখন জিবরাঈল তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন তখন তিনি গতিবান বায়ুর[৩] চাইতেও বেশী দানশীল হয়ে উঠতেন।

৯—অনুচ্ছেদ ঃ যে রোযাদার মিথ্যা ও তদনুযায়ী কাজ পরিত্যাগ করতে পারে না।

١٧٦٨. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِىْ اَنْ يَّدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ .

১৭৬৮. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, (রোযা থেকেও) কেউ যদি মিথ্যা কথা বলা ও তদনুযায়ী কাজ করা পরিত্যাগ না করে তবে তার শুধু খাদ্য ও পানীয় পরিত্যাগ করায় (রোযা রাখার) আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।[৪]

১০—অনুচ্ছেদ ঃ গালি ও কটুবাক্যের জবাবে রোযাদার কি শুধু বলবে, "আমি রোযাদার"?

١٧٦٩. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ لَهُ اِلاَّ الصِّيَامَ فَاِنَّهُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَاِذَا كَانَ يَوْمُ

৩. গতিবান বায়ু বলতে রহমত বুঝানো হয়েছে। কারণ বৃষ্টির মেঘ বায়ুতাড়িত হয়েই বিভিন্ন স্থানে নীত হয়। আর ফলমূল ও ফসলাদির জন্য বৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা সর্বজনবিদিত।

৪. যে রোযাদার মিথ্যা বলা ও অনুরূপ কাজ করা পরিত্যাগ করতে পারে না, তার রোযা আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না। আল্লাহ তার এই আমলের প্রতি মোটেও ভ্রূক্ষেপ করেন না। সে শুধু শুধুই উপবাস যাপন করে। অবশ্য তার ফরয দায়িত্ব আদায় হয়ে যায়।

صَوْمِ اَحدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ فَانْ سَابَّهُ اَحَدٌ اَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ
انِّى امْرَؤٌ صَائِمٌ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ
عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا اِذَا اَفْطَرَ فَرِحَ
وَاِذَا لَقِىَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ .

১৭৬৯. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন যে, আল্লাহ বলেছেন, রোযা ছাড়া বনী আদমের প্রতিটি কাজই তার নিজের জন্য, তবে রোযা আমার জন্য। আমি নিজে এর পুরস্কার প্রদান করব। রোযা ঢাল স্বরূপ। তোমাদের কেউ রোযা রেখে অশ্লীলতা ও ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হবে না। কেউ তার সাথে গালমন্দ বা ঝগড়া করলে শুধু বলবে, আমি রোযাদার। আর সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর মুঠিতে মুহাম্মাদের প্রাণ। আল্লাহর নিকট রোযাদারের মুখের গন্ধ কস্তুরীর খোশবু থেকেও উত্তম। রোযাদারের খুশীর বিষয় দু'টি। যখন সে ইফতার করে তখন একবার খুশীর কারণ হয়।[৫] আরেকবার যখন সে তার রবের সাথে সাক্ষাত করে রোযার বিনিময় পেয়ে খুশী হবে।

১১-অনুচ্ছেদ ঃ অবিবাহিত ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশংকা করলে সে রোযা রাখবে।

١٧٧. عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيْنَا اَنَا اَمْشِى مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ
فَقَالَ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَانَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَانَّهُ لَهُ وِجَاءٌ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ الْبَاءَةُ النِّكَاحُ .

১৭৭০. আলকামা (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদিন আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-র সাথে হাঁটছিলাম। তিনি [(আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)] বললেন, একদা আমরা নবী (সঃ)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে তার বিয়ে করা উচিত। কেননা বিয়ে চোখকে অবনতকারী ও গুপ্তাঙ্গের হেফাযতকারী। আর যে বিয়ে করতে সমর্থ নয় তার রোযা রাখা অবশ্য কর্তব্য। কেননা রোযা যৌন তাড়নাকে অবদমিত করে রাখে। আবু আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী (রঃ) বলেছেন, 'আল-বাআত' শব্দের অর্থ 'হল' বিয়ে।

১২-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (সঃ)-এর বাণীঃ তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখে ইফতার কর।[৬] সিলাহ (র) আম্মার (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আম্মার বলেছেন, যে ব্যক্তি সন্দেহজনক দিনে রোযা রাখে সে আবুল কাসেম (সঃ)-এর নাফরমানী করে।

৫. 'ইফতারের সময় খুশী হয়' কথা দ্বারা একমাস রোযার পরে ঈদের খুশীর কথা বুঝানো হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ রোযা কবুল হওয়ার কারণে যখন সে তার প্রভুর সান্নিধ্যে পৌঁছবে।

৬. চাঁদ দেখে রোযা রাখো এবং চাঁদ দেখে ইফতার করো। অর্থ হলো, শাবান মাসের শেষ তারিখে রমযানের চাঁদ দেখে রমযানের রোযা রাখ এবং শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখলে রোযা রাখা বন্ধ কর। সন্দেহের দিন বা

١٧٧١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوُا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَهُ.

১৭৭১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) রমযান সম্পর্কে আলোচনা করে বললেন, তোমরা (রমযানের) চাঁদ না দেখে রোযা রেখ না, আবার চাঁদ না দেখা পর্যন্ত ইফতারও করো না। আর আকাশ মেঘে ঢাকা থাকলে হিসেব করো অর্থাৎ ত্রিশ দিন পূর্ণ করো।

١٧٧٢. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَّعِشْرُوْنَ لَيْلَةً فَلَا تَصُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوْا الْعِدَّةَ ثَلٰثِيْنَ.

১৭৭২. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, মাস উনত্রিশ রাত বিশিষ্টও হয়। তাই তোমরা চাঁদ না দেখে রোযা রেখ না। আকাশ মেঘে ঢাকা থাকার কারণে চাঁদ দেখা না গেলে মাসের ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে।

١٧٧٣. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَخَنَسَ (حَبَسَ) الْاِبْهَامَ فِى الثَّالِثَةِ.

১৭৭৩. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, এত এত দিনে মাস হয় (দু'হাতের দশটি আঙুল তিনবার দেখিয়ে)। তৃতীয়বার তিনি (একটি) বৃদ্ধাঙুলী বন্ধ করে রাখলেন (অর্থাৎ কোন কোন মাস উনত্রিশ দিনেও হয় বুঝালেন)।

١٧٧٤. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَوْ قَالَ اَبُوْ الْقَاسِمِ ﷺ صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَاَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَاِنْ اُغْمِىَ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلٰثِيْنَ.

১৭৭৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) আবুল কাসেম (সঃ) বলেছেন, চাঁদ দেখে রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখে ইফতার করো (রোযা শেষ করো)। তবে আকাশ মেঘে ঢাকা থাকলে শাবানের ত্রিশ তারিখ পূর্ণ করো।

١٧٧٥. عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اٰلٰى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا فَلَمَّا مَضٰى

ইয়াওমুশ-শাক বলতে শাবানের ত্রিশ তারিখ বুঝানো হয়েছে। এ তারিখকে সন্দেহের দিন বলার কারণ হল, মেঘ বা অন্য কোন কারণে চাঁদ দেখা না গেলে এ দিনটি যেমন শাওয়াল মাসের ত্রিশ তারিখ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ঠিক তেমনি রমযান মাসের প্রথম তারিখ হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। তাই রমযানের নিয়াতে এই তারিখে রোযা রাখা মাকরূহ।

تِسْعَةٌ وَّعِشْرُوْنَ يَوْمًا غَدَا اَوْ رَاحَ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّكَ حَلَفْتَ اَنْ لاَّ تَدْخُلَ شَهْرًا فَقَالَ اِنَّ الشَّهْرَ يَكُوْنُ تِسْعَةً وَّعِشْرِيْنَ يَوْمًا.

১৭৭৫. উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) তাঁর স্ত্রীদের সাথে এক মাসের জন্য 'ঈলা' করলেন (অর্থাৎ এক মাস যাবত স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা না করার কসম করলেন)। উনত্রিশ দিন অতিবাহিত হলে সকালে অথবা সন্ধ্যায় তিনি তাদের কাছে গেলেন। তাকে বলা হল, আপনি তো এক মাস পর্যন্ত না আসার শপথ করেছেন? জবাবে নবী (সঃ) বললেন, মাস তো উনত্রিশ দিনেও হয়ে থাকে।

١٧٧٦. عَنْ اَنَسٍ قَالَ اٰلٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ وَكَانَتْ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ فَاَقَامَ فِيْ مَشْرُبَةٍ تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اٰلَيْتَ شَهْرًا فَقَالَ اِنَّ الشَّهْرَ يَكُوْنُ تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ.

১৭৭৬. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) তাঁর স্ত্রীদের সাথে 'ঈলা' করলেন, এ সময় তাঁর পা মচকে গিয়েছিল। উনত্রিশ রাত পর্যন্ত তিনি ঘরের মাচানে অবস্থান করেন এবং পরে সেখান থেকে বেরিয়ে স্ত্রীদের কাছে গেলে সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি তো এক মাসের কসম করেছিলেন। জবাবে তিনি বললেন, মাস তো উনত্রিশ দিনেও হয়ে থাকে।

১৩–অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের দু'টি মাসই পর পর উনত্রিশ দিনে হয় না। (অর্থাৎ রমযান মাস উনত্রিশ দিনে হলে যুল–হিজ্জাহ ত্রিশ দিনে হবে। আর যুল–হিজ্জাহ উনত্রিশ দিনে হলে রমযান ত্রিশ দিনে হবে)।

١٧٧٧. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ شَهْرَانِ لاَ يَنْقُصَانِ شَهْرَا عِيْدٍ رَمَضَانُ وَذُوالْحَجَّةِ.

১৭৭৭. আবদুর রহমান ইবনে আবু বাকরাহ্ (রাঃ) থেকে তাঁর পিতার বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, এমন দু'টি মাস আছে যার উভয়টিই (পরপর) ঘাটতি (উনত্রিশ দিনে) মাস হয় না।[৭] আর তা হল ঈদের দু'টি মাস–রমযান ও যুল–হিজ্জাহ।

১৪–অনুচ্ছেদ ঃ নবী (সঃ) বলেছেন, আমরা লেখাপড়া বা হিসাব–নিকাশ জানি না।

৭. আবু আবদুল্লাহ ইমাম বোখারী (রঃ) ইসহাকের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, এ দু'টি মাস ঘাটতি মাস হলেও পূর্ণাঙ্গ বলে গণ্য। ইমাম মুহাম্মাদ (রঃ) বলেছেন, এ দু'টি মাসের উভয়টিই ঘাটতি হতে পারে না। আবুল হাসান ইসহাক ইবনে রাহবিয়ার উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, মাস দু'টি উনত্রিশ বা ত্রিশ যে ক'দিনেই হোক না কেন মর্যাদার দিক থেকে এর কোন ঘাটতি হয় না।

١٧٧٨. عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِنَّا اُمَّةٌ اُمِّيَّةٌ لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ وَالشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا يَعْنِيْ مَرَّةً تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ وَمَرَّةً ثَلٰثِيْنَ .

১৭৭৮. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, আমরা উম্মী জাতি,[৮] লিখতে জানি না, হিসাব–নিকাশ করতেও জানি না। তবে মাস এতো দিনে আর এতো দিনে হয়, অর্থাৎ কখনো উনত্রিশ দিনে আবার কখনো ত্রিশ দিনে।

১৫–অনুচ্ছেদ ঃ রমযানের একদিন বা দু'দিন পূর্বে রোযা রাখা যাবে না।

١٧٧٩. عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَتَقَدَّمَنَّ اَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ اَوْ يَوْمَيْنِ اِلاَّ اَنْ يَّكُوْنَ رَجُلٌ كَانَ يَصُوْمُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذٰلِكَ الْيَوْمَ .

১৭৭৯. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ রমযানের একদিন বা দু'দিন পূর্বে (নফল) রোযা রাখবে না।[৯] তবে কেউ প্রতিমাসে ঐ সময় রোযা রাখতে অভ্যস্ত হলে রাখতে পারবে।

১৬–অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণীঃ

اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْاٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ (سورة البقرة اية – ١٨٧)

"রোযার সময় রাতের বেলা স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা (যৌন মিলন) তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের আবরণ আর তোমরা তাদের আবরণ। আল্লাহ জানেন যে, চুপে চুপে তোমরা নিজেদের সাথে খেয়ানত করে যাচ্ছিলে। তিনি তোমাদের এই অপরাধ মাফ করে দিয়েছেন। এখন তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা (যৌন মিলন) করতে পার। আর আল্লাহ যা তোমাদের জন্য লিখে রেখেছেন তা চাইতে পার" (সূরা বাকারা ঃ ১৮৭)।

৮. 'আমরা উম্মী বা নিরক্ষর জাতি' বলতে রসূলুল্লাহ (সঃ) কুরাইশ বা আরবদেরকে বুঝিয়েছিলেন। কেননা কুরাইশ তথা আরবদের প্রায় সবাই সে সময় লেখাপড়া জানত না। আর নবী (সঃ) তাদেরই একজন ছিলেন। এখানে তাঁর কথায় নম্রতা ও বিনয়ীভাব ফুটে উঠেছে।

৯. রমযানের পূর্বে নফল রোযা রাখলে দুর্বল হওয়ার কারণে রমযানের ফরয রোযা রাখতে অক্ষমতা আসতে পারে। এজন্য এ সময় নফল রোযা রাখতে নিষেধ করা হয়েছে।

١٧٨٠. عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ اِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا فَحَضَرَ الافْطَارُ فَنَامَ قَبْلَ اَنْ يُّفْطِرَ مَا يَأْكُلُ لَيْلَتَهُ وَلاَ يَوْمَهُ حَتّٰى يُمْسِيَ وَاِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ الْاَنْصَارِيَّ كَانَ صَائِمًا فَلَمَّا حَضَرَ الْاِفْطَارُ اَتٰى امْرَأَتَهُ فَقَالَ لَهَا اَعِنْدَكِ طَعَامٌ قَالَتْ لاَ وَلٰكِنْ اَنْطَلِقُ وَاَطْلُبُ لَكَ وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَجَاءَتْ امْرَأَتُهُ فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ خَيْبَةً لَكَ فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ غُشِيَ عَلَيْهِ فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَائِكُمْ فَفَرِحُوْا بِهَا فَرَحًا شَدِيْدًا وَنَزَلَتْ وَ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ اَتِمُّوْا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ -

১৭৮০. বারাআ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মুহাম্মাদ (সঃ)-এর সাহাবাদের কেউ রোযা রাখতেন, ইফতারের সময় উপস্থিত হলে কিছু না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লে তিনি আর কিছুই খেতেন না, পরের দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত এভাবেই রোযা রাখতেন। এক সময়ের ঘটনা, কায়েস ইবনে সিরমা আনসারী (রা) রোযা রেখেছিলেন। ইফতারের সময় হলে তিনি স্ত্রীর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে খাওয়ার মত কিছু আছে কি? স্ত্রী জওয়াব দিলেন, না। তবে আমি তালাশ করে দেখে আসি তোমার জন্য কিছু যোগাড় করতে পারি কিনা। কায়েস ইবনে সিরমা আনসারী (রা) দিনের বেলা (ক্ষেত-খামারে) কর্মব্যস্ত থাকতেন। (স্ত্রী খাবার তালাশে যাওয়ার পর) ঘুমে তাঁর চোখ মুদে আসলো।তাঁর স্ত্রী ফিরে এসে এ অবস্থা দেখে বলে উঠলেন, তোমার জন্য আফসোস! পরদিন দুপুর হলে তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। ঘটনা নবী (সঃ)-এর নিকট পৌঁছলে কুরআনের এ আয়াত নাযিল হলঃ রমযানের রাতের বেলা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা (যৌন মিলন) হালাল করা হয়েছে.........এ হুকুম অবহিত হয়ে সবাই অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। এরপর নাযিল হলোঃ "তোমরা খাও ও পান কর যতক্ষণ না ফজরের কালো রেখা দূর হয়ে সাদা রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠে। আর রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ করো" (সূরা বাকারাঃ ১৮৭)।

وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ اَتِمُّوْا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ فِيْهِ الْبَرَاءُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

"আর তোমরা খাও ও পান কর যতক্ষণ না ফজরের কালো রেখা দূর হয়ে সাদা রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠে। আর রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ করো।" বারাআ (রা) এ সম্পর্কিত হাদীস নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

١٧٨١. عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ عَمَدْتُ اِلٰى عِقَالٍ اَسْوَدَ وَاِلٰى عِقَالٍ اَبْيَضَ فَجَعَلْتُهُمَا تَحْتَ وِسَادَتِي فَجَعَلْتُ اَنْظُرُ فِي اللَّيْلِ فَلاَ يَسْتَبِيْنُ لِيْ فَغَدَوْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ اِنَّمَا ذٰلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ.

১৭৮১. আদী ইবনে হাতেম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যে সময় "খাও ও পান কর যতক্ষণ না ফজরের কালো রেখা দূর হয়ে সাদা রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠে" নাযিল হল তখন আমি একটি কালো ও একটি সাদা রংয়ের সূতা নিয়ে আমার বালিশের নীচে রেখে দিলাম। রাতের বেলা আমি (রশি দু'টি বার বার) দেখতে থাকলাম। কিন্তু তা স্পষ্টভাবে দেখতে পেলাম না। সকালে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে গিয়ে সব বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, এর অর্থ হল রাতের অন্ধকার ও দিনের আলো।

١٧٨٢. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ اُنْزِلَتْ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ وَلَمْ يَنْزِلْ مِنَ الْفَجْرِ فَكَانَ رِجَالٌ اِذَا اَرَادُوْا الصَّوْمَ رَبَطَ اَحَدُهُمْ فِيْ رِجْلَيْهِ الْخَيْطَ الْاَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الْاَسْوَدَ وَلاَ يَزَالُ يَاْكُلُ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُؤْيَتُهُمَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ بَعْدُ مِنَ الْفَجْرِ فَعَلِمُوْا اِنَّمَا يَعْنِي اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.

১৭৮২. সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যখন "খাও এবং পান কর যতক্ষণ না কালো রেখা দূর হয়ে সাদা রেখা স্পষ্ট হয়" নাযিল হল তখনও "ফজরের" কথাটা নাযিল হয়নি, এমতাবস্থায় লোকে রোযা রাখতে চাইলে প্রত্যেকেই দু'পায়ে সাদা ও কালো সূতা বেঁধে নিতো এবং (সাহরীর সময়) সাদা ও কালো বর্ণ স্পষ্ট দেখা না যাওয়া পর্যন্ত পানাহার করতো। পরবর্তী সময়ে আল্লাহ তাআলা 'ফজরের' কথাটা নাযিল করলেন। তখন সবাই জানতে পারল যে, সাদা ও কালো রেখার অর্থ হল রাত (এর অন্ধকার) ও দিন (এর আলো)।

১৮-অনুচ্ছেদঃ নবী (সঃ)-এর বাণী, বিলালের আযান যেন তোমাদের সাহরী থেকে বিরত না রাখে (অর্থাৎ বিলালের আযান শুনে তোমরা সাহরী খাওয়া বন্ধ করবে না)।

١٧٨٣. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ بِلاَلاً كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يُؤَذِّنَ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ فَاِنَّهُ لاَ يُؤَذِّنُ حَتّٰى يَطْلُعَ الْفَجْرُ قَالَ الْقَاسِمُ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ اَذَانِهِمَا اِلاَّ اَنْ يَرْقٰى ذَا وَ يَنْزِلَ ذَا.

১৭৮৩. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, বিলাল রাত থাকতে আযান দিতেন। তাই রসূলুল্লাহ (স) আদেশ করলেন, "ইবনে উম্মে মাকতূম আযান না দেয়া পর্যন্ত তোমরা পানাহার কর।" কেননা ফজর (উদয়) না হওয়া পর্যন্ত তিনি আযান দিতেন না। কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ বর্ণনা করেছেন, তাদের উভয়ের (বিলাল ও ইবনে উম্মে মাকতূম) আযানের মধ্যে এতটুকু সময়ের ব্যবধান ছিল যে, একজন (আযান দিয়ে মিনার থেকে সিঁড়ি বেয়ে) নামতেন আর একজন উঠতেন।

১৯–অনুচ্ছেদঃ তাড়াতাড়ি সাহরী খাওয়া। ১০

.١٧٨٤. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كُنْتُ اَتَسَحَّرُ فِيْ اَهْلِيْ ثُمَّ تَكُوْنُ سُرْعَتِيْ اَنْ اُدْرِكَ السُّحُوْرَ (السُّجُوْدَ) مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১৭৮৪. সাহল ইবনে সাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি বাড়ীতে পরিবার-পরিজনদের সাথে সাহরী খেতাম। তারপর রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে সাহরী খাওয়ার জন্য/ফজরের নামায পড়ার জন্য তাড়াহুড়া করে যেতাম।

২০–অনুচ্ছেদঃ সাহরী ও ফজরের নামাযের মাঝখানে সময়ের ব্যবধান।

١٧٨٥. عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَ السُّحُوْرِ وَالْاَذَانِ قَالَ قَدْرَ خَمْسِيْنَ اٰيَةً .

১৭৮৫. যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে সাহরী খেয়েছি। তারপর তিনি নামায পড়তে দাঁড়িয়েছেন। (বর্ণনাকারী আনাস বলেন), আমি যায়েদ ইবনে সাবেতকে জিজ্ঞেস করলাম, সাহরী ও আযানের মাঝখানে কত সময়ের ব্যবধান ছিল? তিনি বললেন, পঞ্চাশটি আয়াত পড়ার মত সময়ের ব্যবধানছিল।

২১–অনুচ্ছেদঃ সাহরী খাওয়াতে বরকত ও কল্যাণ লাভ হয়। তবে সাহরী খাওয়া বাধ্যতামূলক নয়। কেননা নবী (সঃ) ও তাঁর সাহাবাগণ ক্রমাগতভাবে রোযা রেখেছেন। কিন্তু সে ক্ষেত্রে সাহরীর উল্লেখ নেই।

١٧٨٦. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَاصَلَ فَوَاصَلَ النَّاسُ فَشَقَّ

১০. অনুচ্ছেদের বিকল্প পাঠে আছে, বিলম্বে সাহরী খাওয়া। হাদীসে "নামায পড়ার জন্য"-এর পরিবর্তে বিকল্প পাঠে আছে "সাহরী খাওয়ার জন্য।" মুগলাতাঈ বুখারীর কোন এক হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিতে "বিলম্বে সাহরী খাওয়া" শিরোনাম দেখেছেন। আল-কাশমীহানীর বর্ণনায় 'উদরিকাস-সুহূর' এসেছে কিন্তু নাসাফী ও জমহূরের বর্ণনায় 'উদরিকাস-সুজূদ' এসেছে-(সম্পাদক)

عَلَيْهِمْ فَنَهَاهُمْ قَالُوْا فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أَظَلُّ أُطْعَمُ وَأُسْقَى.

১৭৮৬. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। কোন এক সময় নবী (সঃ) একাধারে রোযা (সাওমে বেসাল) রাখতে থাকলে লোকেরাও (সাহাবাগণ) একাধারে রোযা রাখতে শুরু করেন। কিন্তু তা তাদের জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়ালে নবী (সঃ) তাদেরকে নিষেধ করলেন। সবাই বলল, আপনি যে একাধারে রোযা রাখছেন? তিনি বললেন, আমার অবস্থা তোমাদের মত নয়। আমাকে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) পানাহার করানো হয়ে থাকে।[১১]

١٧٨٧. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَسَحَّرُوْا فَإِنَّ فِي السُّحُوْرِ بَرَكَةً.

১৭৮৭. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। নবী (সঃ) বলেছেন, তোমরা সাহরী খাও; কেননা সাহরীতে বরকত লাভ হয়।

২২–অনুচ্ছেদঃ দিনের বেলা রোযার নিয়াত করা। উম্মুদ–দারদা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, আবু দারদা (কোন কোন সময়) এসে তাকে জিজ্ঞেস করতেন, তোমার কাছে খাওয়ার কোন ব্যবস্থা আছে কি? যদি আমি বলতাম 'না' তখন তিনি এই বলে রোযা রাখতেন যে, তাহলে আমি আজকে রোযা রাখলাম। আবু তালহা, আবু হুরাইরা, ইবনে আব্বাস ও হুযাইফা (রা)–ও এভাবে রোযা রেখেছেন।

١٧٨٨. عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ نَاسًا يُنَادِيْ فِي النَّاسِ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ أَنَّ مَنْ أَكَلَ فَلْيُتِمَّ أَوْ فَلْيَصُمْ وَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ فَلَا يَأْكُلْ.

১৭৮৮. সালামা ইবনুল আকওয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আশুরার দিন নবী (সঃ) লোকদের মধ্যে এ কথা প্রচার করার জন্য একজন ঘোষক পাঠালেন যে, যে ব্যক্তি আজ খাবার খেয়ে নিয়েছে সে যেন (সন্ধ্যা পর্যন্ত) আর না খায় অথবা রোযা রাখে। আর যে এখনো খাবার খায়নি সে যেন আর না খায় (এবং রোযা রাখে)।

২৩–অনুচ্ছেদঃ রোযাদার নাপাক অবস্থায় ভোরে উপনীত হলে।

---

[১১] আল্লাহ তাআলা বিশেষ রহমতের দ্বারা তাঁর পানাহারের প্রয়োজন পূরণ করতেন।

١٧٨٩. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ اَخْبَرَ مَرْوَانَ اَنَّ عَائِشَةَ وَاُمَّ سَلَمَةَ اَخْبَرَتَاهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِّنْ اَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُوْمُ فَقَالَ مَرْوَانُ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ اُقْسِمُ بِاللّٰهِ لَتُقَرِّعَنَّ (لَتُفْزِعَنَّ) بِهَا اَبَا هُرَيْرَةَ وَمَرْوَانَ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ فَكَرِهَ ذٰلِكَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ثُمَّ قُدِّرَ لَنَا اَنْ نَجْتَمِعَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ وَكَانَتْ لِاَبِىْ هُرَيْرَةَ هُنَالِكَ اَرْضٌ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ لِاَبِىْ هُرَيْرَةَ اِنِّى ذَاكِرٌ لَّكَ اَمْرًا وَلَوْ لَا اَنَّ مَرْوَانَ اَقْسَمَ عَلَيَّ فِيْهِ لَمْ اَذْكُرْهُ لَكَ فَذَكَرَ قَوْلَ عَائِشَةَ وَاُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ كَذَالِكَ حَدَّثَنِىَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ اَعْلَمُ وَقَالَ هَمَّامٌ وَابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْمُرُ بِالْفِطْرِ وَالْاَوَّلُ اَسْنَدُ.

১৭৮৯. আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি মারওয়ানকে অবহিত করেছেন যে, আয়েশা ও উম্মে সালামা (রা) তাকে বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর স্ত্রীর সাথে সহবাস জনিত নাপাকী নিয়ে রাতে নিদ্রা যেতেন এবং এ অবস্থায়ই ফজরের নামাযের সময় হয়ে যেত। তিনি গোসল করতেন এবং রোযার নিয়াত করে রোযা রাখতেন। এ হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে মারওয়ান আবদুর রহমান ইবনে হারেসকে বললেন, আমি আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, এ হাদীস শুনিয়ে তুমি আবু হুরাইরাকে আতংকিত করে দাও (কেননা এরূপ রোযাদারের রোযা হয় না বলে তিনি ফতোয়া দিয়ে থাকেন)। সেই সময় মারওয়ান ছিলেন মদীনার গভর্নর। হাদীসের বর্ণনাকারী আবু বকর বলেন, আবদুর রহমানের কাছে মারওয়ানের এ কথা মনোপূত ছিল না। এরপর আমরা ঘটনাক্রমে যুল-হুলাইফাতে একত্র হই। সেখানে আবু হুরাইরার এক খন্ড জমি ছিল। (এ সুযোগে) আবদুর রহমান আবু হুরাইরাকে বললেন, আমি আপনাকে একটি কথা বলতে চাই। মারওয়ান বিষয়টি সম্পর্কে আমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে না বললে আমি আপনাকে তা বলতাম না। এরপর তিনি আয়েশা ও উম্মে সালামার বর্ণিত হাদীস বললেন এবং এ কথাও বললেন যে, ফযল ইবনে আব্বাস (রা) –ও আমাকে এরূপ হাদীস বর্ণনা করে শুনিয়েছেন। আর তিনি সবচেয়ে বেশী অবহিত। হাম্মাম ও ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এরূপ ক্ষেত্রে নবী (সঃ) রোযা ভেঙ্গে ফেলার আদেশ দিতেন। তবে প্রথমোক্ত রিওয়ায়াতটির সনদই মজবুত।

২৪–অনুচ্ছেদঃ (সংগম ছাড়া) স্ত্রীর সাথে রোযাদারের সব রকমের মেলামেশা জায়েয। আয়েশা (রা) বলেছেন, রোযাদারের জন্য স্ত্রীর গোপন অংগ হারাম।

١٧٩٠. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِرْبٌ حَاجَةٌ وَقَالَ طَاوُسٌ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ الْأَحْمَقُ لَا حَاجَةَ لَهُ فِي النِّسَاءِ .

১৭৯০. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রোযা অবস্থায় নবী (সঃ) (স্ত্রীদের) চুম্বন ও স্পর্শ করতেন। তবে তিনি প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত রাখতে তোমাদের সবার চেয়ে বেশী সক্ষম ছিলেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, "মা'রিব" অর্থ প্রয়োজন বা চাহিদা। আর তাউস বলেছেনঃ "গাইরু উলিল-ইরবাহ্" অর্থ 'নির্বোধ' যাদের স্ত্রীলোকদের প্রতি কোন আকর্ষণ নেই।

২৫–অনুচ্ছেদঃ রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুমু দেওয়া। জাবের ইবনে যায়েদ (র) বলেছেন, কামুক দৃষ্টি নিয়ে স্ত্রীর দিকে তাকালে যদি বীর্যপাত ঘটে তবুও রোযা পূর্ণ করবে।

١٧٩١. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ ضَحِكَتْ .

১৭৯১. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রোযা অবস্থায় রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর কোন কোন স্ত্রীকে চুমু দিতেন। (একথা বলে) তিনি (আয়েশা) হেসে দিলেন।

١٧٩٢. عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا قَالَتْ بَيْنَمَا أَنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي الْخَمِيْلَةِ إِذْ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيْضَتِيْ فَقَالَ مَا لَكِ أَنُفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ فَدَخَلْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيْلَةِ وَكَانَتْ هِيَ وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَكَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ .

১৭৯২. উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কোন এক সময় আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর সাথে একই চাদরের নীচে শুয়েছিলাম। এই অবস্থায় আমার হায়েয শুরু হলে আমি হায়েযের কাপড় গুটিয়ে চুপে চুপে বের হলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার, তোমার হায়েয শুরু হয়েছে? আমি বললাম,'হাঁ'। এরপর তাঁর সাথে একই চাদরে শয়ন করলাম। আর তিনি (উম্মে সালামা) এবং রসূলুল্লাহ (সঃ) (পবিত্রতা অর্জনের জন্য) একই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করতেন এবং রসূলুল্লাহ (সঃ) রোযা অবস্থায় তাকে চুমু দিতেন।

২৬–অনুচ্ছেদঃ রোযাদারের গোসল করা। রোযা অবস্থায় আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) একখানা কাপড় ভিজিয়ে গায়ে জড়িয়েছেন। রোযা অবস্থায় ইমাম শা'বী (রঃ)

হাম্মামখানায় গিয়েছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ রোযা থেকে উনুনের খাদ্য বা অন্য কোন জিনিস চেখে দেখায় কোন দোষ নেই। হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, কুল্লি কল্লা বা শরীর ঠান্ডা করাতে রোযাদারের জন্য কোন দোষ নেই। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ রোযা রাখলে সকালে তেল মাখবে ও চিরুণী করবে (যাতে শরীর তরতরে থাকে)। আনাস (রাঃ) বলেছেন, আমার একটি চৌবাচ্চা আছে। আমি রোযা রেখে তাতে প্রবেশ করি (অর্থাৎ গোসল করি)। মহানবী (সঃ) রোযা অবস্থায় মেসওয়াক করতেন। রোযা রেখে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) সকাল–সন্ধ্যা মেসওয়াক করতেন। ইবনে সীরীন বলেছেন, রোযা অবস্থায় কাঁচা রসযুক্ত মেছওয়াক ব্যবহারেও কোন ক্ষতি নেই। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, কাঁচা মেসওয়াকের তো স্বাদ আছে? তিনি বললেন, পানিরও তো স্বাদ আছে, কিন্তু পানি দিয়ে তুমি তো কুল্লি কর। আনাস (রাঃ), হাসান বসরী ও ইবরাহীম নাখঈ (রঃ) রোযাদারের সুরমা ব্যবহারে কোন ক্ষতি আছে বলে মনে করেন না।

١٧٩٣. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِىْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ حُلْمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُوْمُ .

১৭৯৩. আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, রমযান মাসে এহতেলাম ছাড়াই নবী (সঃ)–এর ফরজ গোসলের প্রয়োজন থাকা অবস্থায় ফজরের ওয়াক্ত হয়ে আসতো। তিনি গোসল করতেন এবং রোযার নিয়াত করতেন।

١٧٩٤. عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ كُنْتُ اَنَا وَاَبِىْ فَذَهَبْتُ مَعَهُ حَتّٰى دَخَلْنَا عَلٰى عَائِشَةَ قَالَتْ اَشْهَدُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنْ كَانَ لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ اِحْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُوْمُهُ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلٰى اُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ مِثْلَ ذٰلِكَ .

১৭৯৪. আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা আমি এবং আমার পিতা আয়েশা (রাঃ)–র কাছে গিয়ে উপনীত হলাম। তিনি (আয়েশা) বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ) সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনি এহতেলামের কারণে নয়, সহবাসের কারণে ফরজ গোসলের প্রয়োজন নিয়ে ফজর পর্যন্ত থেকেছেন তারপর রোযা রেখেছেন। পরে আমরা সেখান থেকে উম্মে সালামা (রা)–র কাছে গেলাম তিনিও অনুরূপ কথাই বললেন।

২৭–অনুচ্ছেদঃ রোযাদার ভুলবশতঃ কিছু খেলে বা পান করলে তার হুকুম। আতা (র) বলেছেন, নাকে পানি দিতে গিয়ে তা কণ্ঠনালীতে প্রবশ করলে ক্ষতি নেই, যদি বের করে আনতে নাও পারে। হাসান বসরী (র) বলেছেন, কণ্ঠনালীতে মাছি প্রবেশ

করলে কিছুই হবে না। হাসান বসরী ও মুজাহিদ (র) বলেছেন, ভুল করে সংগম করে ফেললেও কিছু ক্ষতিপূরণ করতে হবে না।

١٧٩٥. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا نَسِىَ فَاَكَلَ اَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَاِنَّمَا اَطْعَمَهُ اللّٰهُ وَسَقَاهُ -

১৭৯৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, রোযাদার যদি ভুল করে খায় বা পান করে তাহলে সে (ইফতার না করে) রোযা পূর্ণ করবে। [১২] কেননা আল্লাহই তাকে পানাহার করিয়েছেন।

২৮-অনুচ্ছেদ ঃ রোযা অবস্থায় কোন কাঁচা রসালো বা শুকনো জিনিস দিয়ে মেসওয়াক করা। আমের ইবনে রাবীয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন,আমি এতো অধিক বার নবী (সঃ)-কে রোযা অবস্থায় মেসওয়াক করতে দেখেছি যে, তার সংখ্যা নির্ণয় করা মুশকিল। আবু হুরাইরা (রা) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, যদি আমার উম্মাতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম তাহলে প্রতিবার উযুর সময় (নামাযের ওয়াক্তে) সবাইকে মেসওয়াক করতে আদেশ করতাম। জাবের ও যায়েদ ইবনে খালেদ (রা)-র মাধ্যমে নবী (সঃ) থেকে অনুরূপ বর্ণনাই পাওয়া যায়। তবে এখানে রোযাদার ও অরোযাদারের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করা হয়নি। আয়েশা (রা) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মেসওয়াক মুখকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্নকারী এবং মহান প্রভু আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানকারী। আতা ও কাতাদা বলেছেন, রোযাদারের থুথু বা লালা গিলে ফেলা জায়েয।

١٧٩٦. عَنْ حُمْرَانَ قَالَ رَاَيْتُ عُثْمَانَ تَوَضَّاَ فَاَفْرَغَ عَلٰى يَدَيْهِ ثَلٰثًا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلٰثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنٰى اِلَى الْمِرْفَقِ ثَلٰثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرٰى اِلَى الْمِرْفَقِ ثَلٰثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى ثَلٰثًا الْيُسْرٰى ثَلٰثًا ثُمَّ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ تَوَضَّاَ نَحْوَ وُضُوْئِى هٰذَا ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّاَ نَحْوَ وَضُوْئِىْ هٰذَا ثُمَّ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيْهِمَا بِشَىْءٍ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

---

[১২]. রোযা রেখে কেউ ভুলে কিছু খেলে তাতে কাযা কিংবা কাফফারা অথবা কাযা-কাফফারা দুটি ওয়াজিব হবে কিনা এ বিষয়ে মতানৈক্য আছে। অধিকাংশ উলামার মত হলো, কিছুই হবে না। তবে ইমাম মালেক (র) বলেছেন, তার রোযা বাতিল হয়ে যাবে এবং কাযা আদায় করতে হবে।

১৭৯৬. হুমরান ইবনে আবান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি উসমান (রা)- কে উযূ করতে দেখেছি। তিনবার তিনি হাতের উপর পানি ঢাললেন, পরে কুল্লি করলেন, নাকে পানি দিলেন এবং তিনবার মুখমণ্ডল ধুলেন। তারপর ডান হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধুলেন এবং এরপর বাম হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধুলেন। তারপর মাথা মাসেহ করলেন এবং ডান পা তিনবার ধুলেন। সবশেষে বাম পা তিনবার ধুয়ে বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে আমার এ উযূর মত করেই উযূ করতে দেখেছি। তারপর তিনি (সঃ) বললেন, যে আমার এ উযূর মত উযূ করে দুই রাকআত নামায পড়বে-অন্য কোন কিছু যদি এ দুয়ের মাঝে না এসে থাকে-তাহলে তার অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

২৯—অনুচ্ছেদঃ নবী (সঃ) বলেছেন, কেউ যখন উযূ করবে তখন নাকের ছিদ্র পথে তাকে পানি পৌছাতে হবে৷ এ ব্যাপারে তিনি রোযাদার ও অরোযাদারের মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি৷ হাসান বসরী বলেছেন, নাকের মধ্যে ওষুধ দিলে যদি তা কণ্ঠনালীতে না পৌছে তবে তাতে কোন ক্ষতি নেই৷ রোযাদার সুরমা ব্যবহার করতে পারবে৷ আতা বলেছেন, রোযাদার কুল্লি করে মুখের পানি ফেলে দিলে রোযার কোন ক্ষতি হয় না৷ থুথু নিক্ষেপ করার পর মুখগহ্বরে যে আর্দ্রতা থাকে তা গিলে ফেললে রোযার কোন ক্ষতি হয় না৷ দাঁত বা মুখে আটকে থাকা খাদ্যের কণা চিবাবে না৷ এরূপ খাদ্যের কণা চিবিয়ে তার রস যদি গিলে ফেলা হয় তাহলে আমি বলি না যে, তার রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়, তবে এরূপ করা নিষিদ্ধ৷

৩০—অনুচ্ছেদ ঃ রমযান মাসে রোযা রেখে সংগম করা৷ আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে **একটি মারফু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি** অসুখ বা ওযর ছাড়া রমযানের **একটি রোযা ভঙ্গ করল, সারা জীবনের** রোযা দ্বারা তার কাযা আদায় হবে না (সমান হবে না)৷[১৩] **আবদুল্লাহ ইবনে** মাসউদ (আবু হুরাইরার) অনুরূপ বর্ণনা **করেছেন৷ আর সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব,** শা'বী, ইবনে যুবায়ের, ইবরাহীম, **কাতাদা ও হাম্মাদ বলেন, রমযানের একটি** রোযা ভঙ্গ করলে তদস্থলে একটি কাযা **রোযা রাখবে৷**

١٧٩٧. عَنْ عَائِشَةَ تَقُوْلُ اِنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اِنَّهُ اِحْتَرَقَ قَالَ مَا لَكَ قَالَ اَصَبْتُ اَهْلِى فِىْ (نَهَارِ) رَمَضَانَ فَاُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِمِكْتَلٍ يُدْعَى الْعَرَقُ فَقَالَ اَيْنَ الْمُحْتَرِقُ قَالَ اَنَا قَالَ تَصَدَّقْ بِهٰذَا .

১৩. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব, ইমাম শা'বী, ইবনে যুবায়ের, ইবরাহীম নাখয়ী, কাতাদা ও হাম্মাদের মতে রমযানের একটি রোযা ভঙ্গ করলে তার পরিবর্তে কাযা স্বরূপ একটি রোযা রাখলেই চলবে। এজন্য কাফফারা দিতে হবে না। তবে আবু হুরাইরার বর্ণিত হাদীস অনুসারে অধিকাংশ উলামার মতে এমতাবস্থায় কাযা ও কাফফারা দুই-ই আদায় করতে হবে। ইমাম যুহরী বলেছেন, হুকুমটি নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য। আবার কেউ কেউ বলেছেন, হাদীসটির হুকুম রহিত হয়ে গেছে।

১৭৯৭. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি নবী (সঃ)-এর কাছে এসে বলল, সে দোযখের আগুনে দগ্ধ হয়েছে। তিনি বললেন, কি ব্যাপার তোমার কি হয়েছে? সে বলল, আমি রমযানের রোযা রেখে স্ত্রীর কাছে গিয়েছি। ইতিমধ্যে নবী (সঃ)-এর কাছে একটি ঝুড়ি ভর্তি খেজুর আসল যা (ঝুড়ি) আরাক নামে পরিচিত। নবী (সঃ) বললেন, অগ্নিদগ্ধ লোকটি কোথায়? সে বলল, আমি হাজির আছি। নবী (সঃ) তাকে খেজুরগুলো দিয়ে বললেন, এগুলো সদকা করে দাও।

৩১-অনুচ্ছেদঃ রমযানের রোযা রেখে কেউ স্ত্রী সহবাস করে ফেললে যদি তার কাছে কাফ্‌ফারা দেওয়ার মত কিছু না থাকে এবং পরে সদকার দ্রব্য তার হস্তগত হয় তবে তা-ই কাফ্‌ফারা হিসেবে দান করবে।

١٧٩٨. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوْسٌ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ اِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكْتُ قَالَ مَا لَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلٰى امْرَأَتِى وَاَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا قَالَ لاَ قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لاَ قَالَ فَهَلْ تَجِدُ اِطْعَامَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا قَالَ لاَ قَالَ فَمَكَثَ النَّبِىُّ ﷺ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ اُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيْهَا تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ قَالَ اَيْنَ السَّائِلُ فَقَالَ اَنَا قَالَ خُذْ هٰذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ اَعَلٰى اَفْقَرَ مِنِّى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَوَاللّٰهِ مَا بَيْنَ لاَ بَتَيْهَا يُرِيْدُ الْحَرَّتَيْنِ اَهْلُ بَيْتٍ اَفْقَرُ مِنْ اَهْلِ بَيْتِىْ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى بَدَتْ اَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ اَطْعِمْهُ اَهْلَكَ.

১৭৯৮-আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমরা নবী (সঃ)-এর কাছে বসে ছিলাম। এ সময় তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। নবী (সঃ) বললেন, কি ব্যাপার তোমার কি হয়েছে? সে বলল, আমি রোযা অবস্থায় আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি। রসূলুল্লাহ (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কি কোন ক্রীতদাস আছে যাকে আযাদ করে দিতে পার? সে বলল, 'না'। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি একাধারে দুই মাস রোযা রাখতে পারবে? সে বলল, না। তিনি বললেন, ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াতে পারবে কি? সে এবারও বলল, না। আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন,নবী (সঃ) অপেক্ষায় থাকলেন এবং আমরাও এ অবস্থায় বসে থাকতেই নবী (সঃ)-এর কাছে ঝুড়ি ভর্তি খেজুর আনীত হল। 'আরাক' হলো ঝুড়ি। তখন নবী (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন, প্রশ্নকারী কোথায়? লোকটি বলল, হাঁ, আমি আছি। নবী (সঃ) তাকে বললেন, এগুলো নিয়ে যাও এবং সদকা করে দাও। লোকটি বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমার চাইতেও অভাবী লোককে সদকা করে দিব? আল্লাহর কসম!

(মদীনার) দুটি কংকরময় ভূমির মধ্যস্থিত এলাকায় আমার পরিবারের চাইতে বেশী অভাবী পরিবার আর একটিও নাই। এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ (সঃ) হেসে দিলেন, এমনকি তাঁর সামনের দাঁতগুলো প্রকাশ হয়ে পড়ল। নবী (সঃ) বললেন, তাহলে তোমার পরিবারকেই খেতে দাও।[১৪]

৩২–অনুচ্ছেদঃ রোযা অবস্থায় স্ত্রী–সহবাসকারী ব্যক্তি অভাবী হলে তার কাফফারার অর্থ কি নিজ পরিবারের লোকদের খাওয়াতে পারবে?

١٧٩٩. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ الاٰخِرَ وَقَعَ عَلٰى امْرَاَتِهِ فِىْ رَمَضَانَ فَقَالَ اَتَجِدُ مَا تُحَرِّرُ رَقَبَةً قَالَ لاَ قَالَ اَفَتَسْتَطِيْعُ اَنْ تَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لاَ قَالَ اَفَتَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا قَالَ لاَ قَالَ فَاُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيْهِ تَمْرٌ وَهُوَ الزَّبِيْلُ قَالَ اَطْعِمْ هٰذَا عَنْكَ قَالَ عَلٰى اَحْوَجَ مِنَّا مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا اَهْلُ بَيْتٍ اَحْوَجُ مِنَّا قَالَ اَطْعِمْهُ اَهْلَكَ .

১৭৯৯. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি নবী (সঃ)–এর কাছে বলল, এই হতভাগা রমযানের রোযা থেকে স্ত্রী সহবাস করেছে। নবী (সঃ) বললেন, একজন কৃতদাস আযাদ করার সামর্থ্য কি তোমার আছে? সে বলল, না। নবী (সঃ) বললেন, তুমি কি একাধারে দুই মাস রোযা রাখতে পারবে? সে বলল, না। নবী (সঃ) আবার জিজ্ঞেস করলেন, ষাট জন মিসকীনকে খাওয়ানোর মত সামর্থ্য কি তোমার আছে? লোকটি এবারও বলল, না। ইতিমধ্যে নবী (সঃ)–এর কাছে এক আরাক অর্থাৎ ঝুড়ি ভর্তি খেজুর আনীত হলো। আরাক বলা হয় খেজুর বাকলের থলিকে। নবী (সঃ) তাকে বললেন; এগুলো তোমার পক্ষ থেকে মিসকীনদেরকে খাওয়াও। সে বলল, আমার চাইতে অভাবী লোকদেরকে খাওয়াবো? অথচ কংকরময় দুই সমভূমির মধ্যস্থিত স্থানে (মদীনায়) আর কোন পরিবার আমাদের চাইতে অভাবী নয়। তখন নবী (সঃ) বললেন, তাহলে তোমার পরিবারকেই খাওয়াও।

৩৩–অনুচ্ছেদঃ রোযাদারের শিংগা লাগানো বা বমি করা। ইমাম বুখারী (র) বলেন, ইয়াহইয়া ইবনে সালেহ–আবু হুরাইরা (রা) বলেছেন, কেউ বমি করলে রোযা নষ্ট হয় না। কেননা এর দ্বারা সে কিছু বের করে দিচ্ছে, ভিতরে প্রবেশ করাচ্ছে না। আবু হুরাইরার আর একটি মতও বর্ণনা করা হয় যে, বমি করলে রোযা নষ্ট হয়ে যায়। তবে প্রথম বর্ণনাটিই সর্বাধিক সঠিক। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও

---

১৪. হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রোযা থেকে স্ত্রী সহবাস করলে তজ্জন্য কাযা–কাফফারা দু'টিই আদায় করতে হবে।

ইকরামা (রঃ) বলেন, কোন জিনিস ভিতরে প্রবেশের কারণে রোযা নষ্ট হতে পারে, বের হওয়ার কারণে নয়। ইবনে উমর (রাঃ) রোযা রেখে শিংগা লাগাতেন। অবশ্য পরবর্তী সময় তিনি দিবাভাগে শিংগা না লাগিয়ে রাতের বেলা লাগাতেন। আর আবু মূসা (রাঃ)–ও রাত্রিকালে শিংগা লাগাতেন। সা'দ, যায়েদ ইবনে আরকাম ও উম্মে সালামা (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা সবাই রোযা রেখে শিংগা লাগাতেন। বুকায়ের উম্মে আলকামা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমরা আয়েশার সামনে শিংগা লাগাতাম, কিন্তু আমাদেরকে নিষেধ করা হত না। হাসান বসরী থেকে একাধিক সনদে মরফু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, শিংগা প্রয়োগকারী ও গ্রহণকারী উভয়েরই রোযা নষ্ট হয়ে যায়। আইয়াশ–আবদুল আলা–ইউনুসের মাধ্যমে হাসান বসরী থেকে আমাকে অনুরূপ (হাদীস) বর্ণনা করেছেন। হাসান বসরীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, এ হাদীস কি নবী (সঃ) থেকে বর্ণিত? তিনি প্রথমে বললেন, হাঁ। তারপর বললেন, আল্লাহই ভাল জানেন।

١٨٠٠. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ

১৮০০. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) ইহরাম অবস্থায় শিংগা লাগিয়েছেন এবং রোযা অবস্থায়ও শিংগা লাগিয়েছেন।

١٨٠١. عَنْ ثَابِتٍ نِ الْبُنَانِيِّ قَالَ سُئِلَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَكُنْتُمْ تَكْرَهُوْنَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ قَالَ لاَ اِلاَّ مِنْ اَجْلِ الضُّعْفِ .

১৮০১. সাবেত আল–বুনানী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আনাস ইবনে মালেককে জিজ্ঞেস করা হলো [রসূলুল্লাহ (সঃ) –এর সময়] আপনারা কি রোযাদারের জন্য শিংগা লাগানো অপসন্দ করতেন? তিনি বললেন, না, কিন্তু শিংগা লাগালে যে ক্ষেত্রে দুর্বলতা দেখা দেয় সে ক্ষেত্রে অপসন্দ করতাম।

৩৪–অনুচ্ছেদঃ সফরে রোযা রাখা বা না রাখা উভয়টির অনুমতি আছে।

١٨٠٢. عَنِ ابْنِ اَبِىْ اَوْفٰى قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَقَالَ لِرَجُلٍ اَنْزِلْ فَاجْدَحْ لِىْ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلشَّمْسُ قَالَ اَنْزِلْ فَاجْدَحْ لِىْ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الشَّمْسُ قَالَ اَنْزِلْ فَاجْدَحْ لِىْ فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُ فَشَرِبَ ثُمَّ رَمٰى بِيَدِهِ هٰهُنَا ثُمَّ قَالَ اِذَا رَاَيْتُمُ اللَّيْلَ اَقْبَلَ مِنْ هٰهُنَا فَقَدْ اَفْطَرَ الصَّائِمُ .

১৮০২. ইবনে আবু আওফা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। এক সফরে আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর সঙ্গে ছিলাম। (সন্ধ্যায়) তিনি এক ব্যক্তিকে বললেন, সওয়ারী থেকে নামো এবং আমার জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। সে বলল, হে আল্লাহর রসূল! সূর্যের কিরণ তো এখনো অবশিষ্ট আছে। তিনি বললেন, সওয়ারী থেকে অবতরণ করো এবং আমার জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। সে আবারও বলল, হে আল্লাহর রসূল! এখনো তো সূর্য অবশিষ্ট আছে। তিনি আবারও বললেন, নামো এবং আমার জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। অতপর সে সওয়ারী থেকে নেমে ছাতু গুলিয়ে আনলে তিনি তা খেলেন এবং হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন, এখানে অর্থাৎ যখন দেখবে যে, পূর্ব দিক থেকে রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে তখন বুঝবে রোযাদারের ইফতারের সময় হয়েছে।[১৫]

١٨٠٣. عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَصُومُ فِي السَّفَرِ وَكَانَ كَثِيرًا الصِّيَامِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ.

১৮০৩. নবী (সঃ)–এর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। হামযা ইবনে আমর আসলামী (রাঃ) অধিক মাত্রায় রোযা রাখতে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি নবী (সঃ)–কে বললেন, আমি সফরেও রোযা রেখে থাকি। নবী (সঃ) বললেন, সফর অবস্থায় তুমি ইচ্ছা করলে রোযা রাখতেও পার আবার ইচ্ছা করলে নাও রাখতে পার।

৩৫–অনুচ্ছেদঃ রমযানের কয়েকটি রোযা রাখার পর সফরে বের হলে তার হুকুম।

١٨٠٤. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فِيْ رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيْدَ أَفْطَرَ فَأَفْطَرَ النَّاسُ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَالْكَدِيْدُ مَاءٌ بَيْنَ عُسْفَانَ وَقُدَيْدٍ.

১৮০৪. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কোন এক রমযান মাসে রসূলুল্লাহ (সঃ) রোযা রেখে মক্কার দিকে যাত্রা করলেন। কাদীদ নামক জায়গায় পৌঁছে তিনি রোযা ভেঙ্গে ফেললে সবাই রোযা ভেঙ্গে ফেললো। আবু আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী (র) বলেছেন, উসফান ও কুদাইদ নামক জায়গা দু'টির মধ্যখানে কাদীদ অবস্থিত।

৩৬–অনুচ্ছেদঃ

١٨٠٥. عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ بَعْضِ أَسْفَارِهِ

[১৫]. শায়বানীর মাধ্যমে জারীর ও আবু বকর ইবনে আইয়াশ ও ইবনে আবু আওফা থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

فِىْ يَوْمٍ حَارٍّ حَتّٰى يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلٰى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا فِيْنَا صَائِمٌ اِلاَّ مَا كَانَ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ وَابْنِ رَوَاحَةَ .

১৮০৫. আবুদ-দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক প্রচন্ড গরমের দিনে আমরা নবী (সঃ)-এর সফরসঙ্গী ছিলাম। গরম এতো প্রচন্ড ছিল যে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ হাত মাথার উপর তুলে ধরেছিল (সূর্যের উত্তাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য)। একমাত্র নবী (সঃ) ও ইবনে রাওয়াহা (রা) ছাড়া আমাদের মধ্যে আর কেউ রোযাদার ছিল না।

৩৭-অনুচ্ছেদঃ প্রচন্ড গরমে অস্থির হয়ে পড়ার কারণে সূর্যের উত্তাপ থেকে রক্ষার জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করা হলে নবী (সঃ) বললেন, সফরে রোযা রাখা নেকীর কাজ নয়।

١٨٠٦ . عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَرَاٰى زِحَامًا وَرَجُلاً قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا هٰذَا فَقَالُوْا صَائِمٌ فَقَالَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِى السَّفَرِ .

১৮০৬. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) কোন এক সফরে থাকা অবস্থায় এক জায়গায় জটলা দেখতে পেলেন। তার মধ্যে একজন লোককে দেখলেন-যাকে ছায়া করে দেয়া হয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে? এবং লোকেরা বলল, লোকটি রোযা রেখেছে। এসব শুনে তিনি বললেন, সফরে রোযা রাখা নেকীর কাজ নয়।

৩৮-অনুচ্ছেদঃ সফরে রোযা রাখা বা না রাখা নিয়ে নবী (সঃ)-এর সাহাবাগণ পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করতেন না।

١٨٠٧ . عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ .

১৮০৭. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা অনেক সময় (রমযান মাসে) নবী (সঃ) -এর সাথে সফরে থাকতাম। আমাদের মধ্যে যারা রোযা রাখতেন তারা কখনো অরোযাদারদের আর যারা রোযা রাখতেন না তারা কখনো রোযাদারদের দোষারোপ ও নিন্দা করতেন না।

৩৯-অনুচ্ছেদঃ রমযান মাসে সফর অবস্থায় সবাইকে দেখিয়ে রোযা ভঙ্গ করা।

١٨٠٨ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْمَدِيْنَةِ اِلٰى مَكَّةَ فَصَامَ حَتّٰى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَرَفَعَهُ اِلٰى يَدَيْهِ لِيَرَاهُ النَّاسُ

فَاَفْطَرَ حَتّٰى قَدِمَ مَكَّةَ وَذٰلِكَ فِىْ رَمَضَانَ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ قَدْ صَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ اَفْطَرَ.

১৮০৮. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা রসূলুল্লাহ (সঃ) মদীনা থেকে মক্কার দিকে যাত্রা করলেন। এ সময় তিনি রোযা রেখেছিলেন। তিনি উসফান নামক জায়গায় পৌছে পানি আনিয়ে লোকদেরকে দেখানোর জন্য তা হাতের উপর উঁচু করে ধরলেন এবং রোযা ভঙ্গ করে এই অবস্থায় মক্কা পৌছলেন। এ ছিল রমযান মাসের ঘটনা। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলতেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) সফরে কখনো রোযা রেখেছেন আবার কখনো ভঙ্গ করেছেন। সুতরাং কেউ ইচ্ছা করলে রোযা রাখতেও পারে আবার কেউ ইচ্ছা করলে রোযা ভঙ্গও করতে পারে।

৪০—অনুচ্ছেদঃ আল্লাহর বাণীঃ

وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَه فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ . (سورة البقرة : ١٨٤)

"আর যারা রোযা রাখতে সমর্থ নয় তারা ফিদইয়া হিসেবে একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করবে" (সূরা বাকারাঃ ১৮৪)

এ আয়াত সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে উমর ও সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) বলেছেন, তা নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছেঃ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوْا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوْا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ . (البقرة اية ١٨٥)

"রমযান এমন একটি মাস, যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে যা স্পষ্ট হেদায়াত ও শিক্ষায় পরিপূর্ণ , যা হেদায়াতের পথ প্রদর্শক এবং হক ও বাতিলের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য সূচনাকারী। সুতরাং এখন থেকে যে ব্যক্তিই এ মাস পাবে সে পূর্ণ মাসের রোযা রাখবে। আর কেউ যদি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে কিংবা সফরে থাকে তবে সে অন্য সময়ে রোযাগুলো পূর্ণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করে দিতে চান কঠিন করতে চান না, যেন তোমরা রোযার সংখ্যা পূর্ণ করতে পার, আর যে হেদায়াত আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছেন সেজন্য তার মহত্ব প্রকাশ করতে ও শোকরগোজার হতে পার" (সূরা বাকারাঃ ১৮৫)।

ইবনে নুমায়ের—আ'মাস—আমর ইবনে মুররার মাধ্যমে ইবনে আবু লায়ালা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, মুহাম্মাদ (স)—এর সাহাবাগণ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রমযানের হুকুম নাযিল হলে তা পালন করা তাদের জন্য

কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল। সুতরাং যারা প্রাত্যহিন খাওয়াতে সমর্থ ছিল তারা সবাই রোযা না রেখে রোযা রাখতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও একজন মিসকীনকে খেতে দিত। তাদেরকে এ ব্যাপারে অনুমতিও দেয়া হয়েছিল। কিন্তু "আর রোযা রাখাই তোমাদের জন্য উত্তম" এ আয়াতটি নাযিল হলে তা মানসুখ হয়ে গেল এবং এ দ্বারা সবাইকে রোযা রাখার নির্দেশ দেয়া হল।

١٨٠٩. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَرَأَ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسَاكِيْنَ قَالَ هِيَ مَنْسُوْخَةٌ

১৮০৯. নাফে (রঃ) আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি কুরআন মজীদের "ফিদ্‌য়াতুন তআমু মিসকীন" আয়াত পড়ে বললেন, এর হুকুম রহিত হয়ে গেছে।

৪১—অনুচ্ছেদঃ রমযানের কাযা রোযা কখন আদায় করতে হবে? আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, তা একাধারে না রেখে বিরতি দিয়ে রাখলে কোন দোষ নেই। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "অন্য দিনগুলোতে এর সংখ্যা পূরণ করবে।" সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব বলেছেন, রমযানের রোযার কাযা আদায় না করা পর্যন্ত যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকে নফল রোযা উত্তম নয়। ইবরাহীম নখয়ী বলেছেন, কাযা রোযা রাখতে অলসতা করার কারণে যদি পরবর্তী রমযান এসে যায়, তাহলে দুই রোযা একসাথে রবে। তবে এমতাবস্থায় মিসকীনকে খাওয়াতে হবে বলে তিনি মনে করেন না। আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি মুরসাল হাদীসে এবং ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তাকে খাদ্য খাওয়াতে হবে। অথচ আল্লাহ তাআলা খাদ্য খাওয়ানোর কথা উল্লেখ করেননি। বরং তিনি বলেছেন, অন্য দিনে এ সংখ্যা পূরণ করবে"।

١٨١٠. عَنْ اَبِى سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ كَانَ يَكُوْنُ عَلَىَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا اَسْتَطِيْعُ اَنْ اَقْضِىَ اِلاَّ فِىْ شَعْبَانَ قَالَ يَحَى الشُّغْلُ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ اَوْ بَالنَّبِىِّ

১৮১০. আবু সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছিঃ আমার উপর রমযানের কাযা রোযা থাকত। কিন্তু শাবান মাস আসার পূর্বে আমি তা আদায় করতে পারতাম না। ইয়াহ্‌ইয়া বলেছেন, নবী (সঃ) –এর খেদমতে ব্যস্ত থাকার কারণে (তিনি তাঁর কাযা রোযা আদায় করার অবকাশ পেতেন না)।

৪২—অনুচ্ছেদঃ হায়েয অবস্থায় মেয়েরা নামায ও রোযা করবে না। আবু যিনাদ বলেছেন, সুন্নাত ও শরীআতের নীতি অনেক সময় যুক্তি ও বুদ্ধির বিপরীত হয়ে থাকে। তবে মুসলমানদের জন্য সুন্নাত ও শরীআতের নীতি মেনে চলা ব্যতীত

কোন গত্যন্তর নেই। এর একটি দৃষ্টান্ত হলো, হায়েয অবস্থায় রোযা কাযা হলে তা আদায় করতে হবে, তবে নামাযের কাযা আদায় করতে হবে না।

١٨١١. عَنْ اَبِى سَعِيدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلَيْسَ اِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ فَذٰلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِيْنِهَا .

১৮১১. আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, এটা কি ঠিক নয় যে, হায়েয শুরু হলে মেয়েরা নামায পড়তে বা রোযা রাখতে পারে না? আর দীনের ব্যাপারে এটাই তাদের কমতি।

৪৩–অনুচ্ছেদ–কোন মৃত ব্যক্তির ফরয রোযা কাযা থাকলে সে ক্ষেত্রে হাসান বসরী বলেছেন যে, একদিন ত্রিশজন লোক একত্রে তার পক্ষ থেকে রোযা আদায় করে দিলে জায়েয হবে।

١٨١٢. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ .

১৮১২. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কোন মৃত ব্যক্তির উপর কাযা রোযা থাকলে ঐ লোকের অভিভাবক তার পক্ষ থেকে তা আদায় করবে। [১৬]

হাদীসটি আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহ্‌ব কর্তৃক আমর থেকে এবং ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে আইয়ুব কর্তৃক ইবনে আবু জাফর থেকেও বর্ণিত হয়েছে।

١٨١٣. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ اَفَاَقْضِيْهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللّٰهِ اَحَقُّ اَنْ يُّقْضٰى .

১৮১৩. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি নবী (সঃ)–এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমার মা মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর এক মাসের রোযা কাযা আছে। আমি কি তার পক্ষ থেকে তা আদায় করব? নবী (সঃ) বলেন, হাঁ. আল্লাহর ঋণ পরিশোধিত হওয়ার অধিক যোগ্য।

١٨١٤. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَتْ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَاتَتْ اُمِّي وَعَلَيْهَا صَوْمُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا .

---

১৬. ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফেঈ, ইমাম মালেক ও অন্যান্য ফকীহগণের মতে অভিভাবক কর্তৃক রোযা মৃত ব্যক্তিকে রোযার কাযা– আদায় করার নিয়ম পদ্ধতি এই যে, ফিদইয়া অর্থাৎ প্রতি রোযার পরিবর্তে এক মিসকীনকে দুবেলা পেট ভরে খাওয়াবে।

১৮১৪. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি নবী (সঃ)–এর কাছে বলল, আমার মা মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর (ওপর) পনর দিনের রোযা কাযা আছে।

৪৪–অনুচ্ছেদঃ রোযাদারের জন্য কোন সময় ইফতার করা জায়েয, সূর্যগোলক অদৃশ্য হওয়ার সাথে সাথে আবু সাঈদ খুদরী (রা) ইফতার করতেন।

١٨١٥. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هٰهُنَا وَاَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هٰهُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ اَفْطَرَ الصَّائِمُ .

১৮১৫. আসেম ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে সময় এদিক (পূর্ব দিক) থেকে অন্ধকার হয়ে আসে আর দিন এদিক (পশ্চিম দিক) দিয়ে চলে যায় এবং সূর্য অস্ত যায় তখন রোযাদারের ইফতারের সময় হয়ে যায়।

١٨١٦. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى اَوْفٰى قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَفَرٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ لِبَعْضِ الْقَوْمِ يَا فُلَانُ قُمْ فَاجْدَحْ لَنَا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ اَمْسَيْتَ قَالَ اَنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَلَوْ اَمْسَيْتَ قَالَ اَنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ اِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا قَالَ اَنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُمْ فَشَرِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ اِذَا رَاَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ اَقْبَلَ مِنْ هٰهُنَا فَقَدْ اَفْطَرَ الصَّائِمُ .

১৮১৬. আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কোন এক সফরে আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গী ছিলাম। তিনি রোযা অবস্থায় ছিলেন। সূর্য ডুবলে তিনি কাফেলার একজন লোককে ডেকে বললেন, হে অমুক ! যাও আমাদের জন্য কিছু ছাতু গুলিয়ে আন। সে বলল, হে আল্লাহর রসূল ! সন্ধা হতে দিন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, সওয়ারী থেকে অবতরণ করে আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। সে বলল, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি সন্ধা হতে দিন। রসূলুল্লাহ (সঃ) আবারও বললেন, সওয়ারী থেকে অবতরণ কর, আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। সে বলল, দিন তো এখনও অবশিষ্ট আছে ? রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, তুমি সওয়ারী থেকে নেমে গিয়ে আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। এরপর সে সওয়ারী হতে নামল এবং সবার জন্য ছাতু গুলিয়ে তৈরী করে দিল। রসূলুল্লাহ (সঃ) তা পান করে বললেন, যখন দেখবে যে, এদিক (পূর্বদিক) থেকে রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে তখন রোযাদার ইফতার করবে।

৪৫–অনুচ্ছেদ–পানি বা অন্য কিছু যা সহজে পাওয়া যাবে তা দিয়েই ইফতার করবে।

١٨١٧. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ اَوْفٰى قَالَ سِرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ اَنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ اَمْسَيْتَ قَالَ اَنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا قَالَ اَنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ فَنَزَلَ فَجَدَحَ ثُمَّ قَالَ اِذَا رَاَيْتُمُ اللَّيْلَ اَقْبَلَ مِنْ هٰهُنَا فَقَدْ اَفْطَرَ الصَّائِمُ وَاَشَارَ بِاِصْبَعِهِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ .

১৮১৭. আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক সময় আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ) –এর সফরসঙ্গী ছিলাম। তিনি রোযা অবস্থায় ছিলেন। সূর্য ডুবলে তিনি এক ব্যক্তিকে বললেন, তুমি সওয়ারী থেকে নেমে আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। সে বলল, হে আল্লাহর রসূল! সন্ধ্যা হতে দিন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, তুমি গিয়ে আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। সে বলল, হে আল্লাহর রসূল! এখনো তো দিন অবশিষ্ট আছে? রসূলুল্লাহ (সঃ) আবার বললেন, যাও না, আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। সে গিয়ে ছাতু গুলিয়ে নিয়ে এলো। পরে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, যে সময় তোমরা দেখবে রাতের অন্ধকার এদিক থেকে ঘনিয়ে আসছে তখন রোযাদার ইফতার করবে। রসূলুল্লাহ (সঃ) সাথে সাথে তাঁর আঙুল দ্বারা পূর্বদিকে ইশারা করে দেখালেন।

৪৬–অনুচ্ছেদঃ অনতিবিলম্বে সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করা।

١٨١٨. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ.

১৮১৮. সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যত দিন লোকেরা তাড়াতাড়ি (সূর্যাস্তের সাথে সাথে) ইফতার করবে তত দিন পর্যন্ত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে না। [১৭]

١٨١٩. عَنِ ابْنِ اَبِيْ اَوْفٰى قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فَصَامَ حَتّٰى اَمْسٰى ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ اَنْزِلْ فَاجْدَحْ لِيْ قَالَ لَوْ انْتَظَرْتَ حَتّٰى تُمْسِيَ قَالَ اَنْزِلْ فَاجْدَحْ لِيْ اِذَا رَاَيْتَ اللَّيْلَ قَدْ اَقْبَلَ مِنْ هٰهُنَا فَقَدْ اَفْطَرَ الصَّائِمُ

১৭. আহলে কিতাবদের ইফতারের সময় হল আসমানের তারকাসমূহ যখন স্পষ্ট হয়ে উঠে তখন। আর কুরআন-হাদীসের বিধান হল ইফতারের ব্যাপারে জলদি করা ও সহরীর ব্যাপারে বিলম্ব করা।

১৮১৯. ইবনে আবু আওফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কোন এক সফরে আমি নবী (সঃ) -এর সাথে ছিলাম। তিনি রোযা রেখেছিলেন। সন্ধ্যা হলে তিনি এক ব্যক্তিকে বললেন, তুমি গিয়ে আমার জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। সে বলল, আপনি সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। নবী (সঃ) বললেন, তুমি (সওয়ারী থেকে নেমে) গিয়ে আমার জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। যখন দেখবে রাতের অন্ধকার এদিক (পূর্বদিক) থেকে ঘনিয়ে আসছে তখন বুঝবে রোযাদারের ইফতারের সময় হয়ে গিয়েছে।

৪৭–অনুচ্ছেদঃ ইফতার করার পরে সূর্য দেখা গেলে।

١٨٢. عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ اَفْطَرْنَا عَلٰى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ يَوْمِ غَيْمٍ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ قِيْلَ لِهِشَامٍ فَاُمِرُوْا بِالْقَضَاءِ قَالَ بُدٌّ مِنْ قَضَاءٍ وَقَالَ مَعْمَرٌ سَمِعْتُ هِشَامًا لاَ اَدْرِىْ اَقَضَوْا اَمْ لاَ –

১৮২০. আসমা বিনতে আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) জীবিত থাকতে আমরা এক বাদলা দিনে ইফতার করার পর সূর্য দেখা দিল। হাদীসের বর্ণনাকারী হিশামকে[১৮] জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তাদেরকে কি কাযা আদায়ের আদেশ দেয়া হয়েছিল? তিনি বললেন, এ ছাড়া আর উপায় কি ছিল। মা'মার হিশাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছিলেন, তারা কাযা করেছিলেন কি না তা আমার জানা নেই।

৪৮–অনুচ্ছেদঃ শিশুদের রোযা রাখা। রমযান মাসে এক নেশাগ্রস্তকে উমর (রা) বলেছেন, তোমার সর্বনাশ হোক। আমাদের শিশুরা পর্যন্ত রোযা রাখছে আর তুমি নেশায় বুদ হয়ে আছ। এরপর তিনি তার উপর হদ জারি করলেন।[১৯]

١٨٢١. عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ اَرْسَلَ النَّبِىُّ ﷺ غَدَاةَ عَاشُوْرَاءَ اِلٰى قُرَى الْاَنْصَارِ مَنْ اَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ اَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيَصُمْ قَالَتْ فَكُنَّا نَصُوْمُهُ بَعْدُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ فَاِذَا بَكٰى اَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ اَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتّٰى يَكُوْنَ عِنْدَ الْاِفْطَارِ.

১৮২১. রুবাই বিনতে মু'আওয়ায (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আশুরার[২০] দিন সকালে নবী (সঃ) আনসারদের এলাকায় নির্দেশ পাঠালেন যে, যারা সকালে খেয়েছে

১৮. হাদীসের সনদে যেসব বর্ণনাকারীর নাম আছে তার মধ্যে একজন হলেন হিশাম ইবনে উরওয়া।

১৯. শিশুদের রোযা পালন সম্পর্কে অধিকাংশ উলামার মত হল, রোযা তাদের ওপরে ফরয নয়। তবে সালাফদের (পূর্ববর্তী) মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক বলেছেন, অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য তাদেরকে রোযা– রাখতে বলা যাবে। তাহলে বড় হয়ে তারা সহজেই রোযা রাখতে পারবে।

২০. তখনো রমযানের রোযা ফরয হয়নি।

তারা দিনের বাকী অংশে আর কিছু খাবে না। আর যারা রোযা রেখেছে তারা রোযা পূর্ণ করবে। হাদীসের বর্ণনাকারিণী বলেন, এরপর আমরাও রোযা রাখতাম এবং আমাদের শিশুদেরও রোযা রাখাতাম। তাদেরকে আমরা তুলা বা পশমের খেলনা তৈরী করে দিতাম। তারা কেউ খাওয়ার জন্য কাঁদলে আমরা তাদেরকে ঐ খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতাম। আর এভাবেই ইফতারের সময় হয়ে যেত। আবূ আবদুল্লাহ ইমাম বোখারী, (র) বলেছেন "আল-ইহ্ন্" অর্থ 'পশম'।

৪৯–অনুচ্ছেদঃ সাওমে বেসাল বা বিরতীহীন রোযা। আল্লাহর বাণীঃ

ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ

"রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর"–এর উদ্ধৃতি দিয়ে যারা বলেন, রাতের বেলায় রোযা নেই। আর দয়া ও রহমত বশতঃ এবং শারীরিক সামর্থ্য বজায় রাখার জন্য নবী (সঃ) রাতের বেলায় রোযা রাখতে অন্য সবাইকে নিষেধ করেছেন। ইবাদতে কঠোরতা অবলম্বন মাকরূহ।

١٨٢٢. عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تُوَاصِلُوا قَالُوْا اِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ لَسْتُ كَاَحَدٍ مِنْكُمْ اِنِّى اُطْعَمُ وَاُسْقِىْ اَوْ اِنِّى اَبِيْتُ اُطْعَمُ وَاُسْقِىْ.

১৮২২. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, তোমরা সাওমে বেসাল বা বিরতীহীনভাবে (রাত দিন না খেয়ে) রোযা রাখবে না। সবাই বলল, আপনি যে সাওমে বেসাল রেখে থাকেন?২১ জবাবে তিনি বললেন, আমার অবস্থা তোমাদের মত নয়। তারপর (আবার) বললেন, আমাকে খাওয়ানো এবং পান করানো হয় অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) বলেন, আমি এমনভিাবে রাত যাপন করি যে, আমাকে খাওয়ানো ও পান করানো হয়। ২২

١٨٢٣. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ قَالُوْا اِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ اِنِّى لَسْتُ مِثْلَكُمْ اِنِّى اُطْعَمُ وَاُسْقِىْ .

১৮২৩. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) সাওমে বেসাল করতে নিষেধ করেছেন। সাহাবাগণ সবাই বলেছিলেন, আপনি তো সাওমে বেসাল করে থাকেন। তিনি বলেছিলেন, আমার অবস্থা তোমাদের মত নয়, আমাকে খাওয়ানো ও পান করানো হয়।

١٨٢٤. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تُوَاصِلُ فَاَيُّكُمْ اِذَا

২১. রোযা রেখে দিবাভাগে ইচ্ছাকৃতভাবে যেসব কাজ করলে রোযা ভঙ্গ হয় রাতের বেলায়ও তা পরিত্যাগ করাকে সাওমে বেসাল বলে।

২২. আল্লাহ তাআলা বিশেষ রহমতের দ্বারা তাঁর পানাহারের প্রয়োজন পূরণ করতেন।

اَرَادَ اَنْ يُّوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ قَالُوْا فَاِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنِّى لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ اِنِّى اَبِيْتُ لِىْ مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِىْ وَسَاقٍ يَسْقِيْنِىْ .

১৮২৪. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ তোমরা সাওমে বেসাল করো না। তোমাদের কেউ সাওমে বেসাল করতে চাইলে সাহরীর সময় পর্যন্ত যেন বেসাল করে। সাহাবাগণ বললেন , হে আল্লাহর রসূল! আপনি তো বেসাল করে থাকেন? তিনি বললেন, আমার অবস্থা তোমাদের মত নয়। আমি এমনভাবে রাত যাপন করি যে, আমার খাওয়ার ও পানীয় দেওয়ার একজন আছেন যিনি আমাকে খাওয়ান ও পান করান।

١٨٢٥. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَّهُمْ فَقَالُوْا اِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ اِنِّى لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ اِنِّى يُطْعِمُنِى رَبِّى وَيَسْقِيْنِى لَمْ يَذْكُرْ عُثْمَانُ رَحْمَةً لَّهُمْ .

১৮২৫. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) দয়াবশতঃ সবাইকে সাওমে বেসাল করতে নিষেধ করেছেন। এতে সাহাবাগণ বললেন, আপনি তো সাওমে বেসাল রাখেন? তিনি বললেন, আমার অবস্থা তোমাদের মত নয়। আমার প্রতিপালক প্রভু আমাকে খাওয়ান ও পান করান।

৫০–অনুচ্ছেদঃ বেশী বেশী সাওমে বেসালকারীর শাস্তি। আনাস (রা) এ বিষয়ে নবী (সঃ) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٨٢٦. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ فِى الصَّوْمِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَاَيُّكُمْ مِثْلِىْ اِنِّى اَبِيْتُ يُطْعِمُنِىْ رَبِّى وَيَسْقِيْنِىْ فَلَمَّا اَبَوْا اَنْ يَّنْتَهُوْا مِنَ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ رَاَوُا الْهِلَالَ فَقَالَ لَوْ تَاَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ كَالتَّنْكِيْلِ لَهُمْ حِيْنَ اَبَوْا اَنْ يَّنْتَهُوْا .

১৮২৬. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) সাওমে বেসাল করতে নিষেধ করেছেন। একজন মুসলমান তাঁকে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আপনি তো সাওমে বেসাল করে থাকেন? রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, তোমাদের মধ্যে আমার মত কে আছে? আমি (এমনভাবে) রাত যাপন করি যে, আমার রব আমাকে পানাহার করান। তারা (সাহাবাগণ) সাওমে বেসাল থেকে বিরত না থাকলে রসূলুল্লাহ (সঃ) প্রথমে এক দিনের পর আরেক দিন সাওমে বেসাল রাখলেন এবং চাঁদ দেখা গেলে তিনি বললেন, চাঁদ আরো

দেরীতে দেখা দিলে আমিও (সাওমে বেসাল) দীর্ঘায়িত করতাম। তাঁরা (সাহাবাগণ) সাওমে বেসাল থেকে বিরত না থাকায় শাস্তিস্বরূপ তিনি এ ব্যবস্থা করলেন।

١٨٢٧. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ مَرَّتَيْنِ قِيْلَ اِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ اِنِّى اَبِيْتُ يُطْعِمُنِىْ رَبِّى وَيَسْقِيْنِى فَاَكْلَفُوْا مِنَ الْاَعْمَالِ مَا تُطِيْقُوْنَ .

১৮২৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ তোমরা সাওমে বেসাল থেকে বিরত থাক, দুইবার বললেন। তাঁকে বলা হল, আপনি তো সাওমে বেসাল রাখেন? তিনি বললেন, আমি (এমন অবস্থায়) রাত যাপন করি যে, আমার রব আমাকে পানাহার করান। তোমরা শক্তিসামর্থ অনুপাত কাজের দায়িত্ব গ্রহণ কর।

৫১—অনুচ্ছেদঃ সাহরীর সময় পর্যন্ত বেসাল করা।

١٨٢٨. عَنْ اَبِى سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تُوَاصِلُوْا فَاَيُّكُمْ اَرَادَ اَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ قَالُوْا فَاِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ اِنِّى اَبِيْتُ لِىْ مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِى وَسَاقٍ يَسْقِيْنِىْ .

১৮২৮. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ তোমরা সাওমে বেসাল রেখ না, তোমরা কেউ বেসাল রাখতে চাইলে সাহরীর সময় পর্যন্ত রাখ। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি তো সাওমে বেসাল রেখে থাকেন। তিনি বললেন, আমার অবস্থা তোমাদের মত নয়। আমি (এমন অবস্থায়) রাত যাপন করি যে, আমার খাদ্যদানকারী আছেন তিনি আমাকে খাওয়ান এবং পানীয় দানকারী আছেন, তিনি আমাকে পান করান।

৫২—অনুচ্ছেদঃ নফল রোযা ভঙ্গ করার জন্য এক মুসলমানের আরেক মুসলমানকে আল্লাহর দোহাই দেয়া। যদি ঐ ব্যক্তির জন্য রোযা না রাখাই উত্তম হয় তাহলে তার কাযা আদায় ওয়াজিব না হওয়ার অভিমত।

١٨٢٩. عَنْ عَوْنِ بْنِ اَبِىْ جُحَيْفَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اٰخَى النَّبِىُّ ﷺ بَيْنَ سَلْمَانَ وَاَبِىْ الدَّرْدَاءِ فَزَارَ سَلْمَانُ اَبَا الدَّرْدَاءِ فَرَاٰى اُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً فَقَالَ لَهَا مَا شَاْنُكِ قَالَتْ اَخُوْكَ اَبُوْ الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِى الدُّنْيَا فَجَاءَ اَبُوْ الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَ كُلْ قَالَ فَاِنِّى صَائِمٌ قَالَ مَا اَنَا

بِاَكْلٍ حَتّٰى تَاْكُلَ فَاَكَلَ فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ اَبُوْ الدَّرْدَاءِ يَقُوْمُ قَالَ نَمْ فَنَامَ ثُمَّ ذَهَبَ يَقُوْمُ فَقَالَ نَمْ فَلَمَّا كَانَ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ قُمِ الْاٰنَ فَصَلَّيَا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ اِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِاَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَاَعْطِ كُلَّ ذِىْ حَقٍّ حَقَّهُ فَاَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَ سَلْمَانُ .

১৮২৯. আওন ইবনে আবু জুহাইফা (রাঃ) থেকে তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) সালমান (রা) ও আবু দারদা (রা)-র মধ্যে ভ্রাতৃ সম্পর্ক পাতিয়ে দিলেন। (এক সময়ে) সালমান (রা)। আবু দারদার সাথে সাক্ষাতের জন্য গেলে দারদার মাকে খুব বিশ্রী ময়লা কাপড় পরিহিতা দেখতে পেলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার আপনার কি হয়েছে? তিনি বললেন, আপনার ভাই আবু দারদার দুনিয়ার সাথে কোন সম্পর্ক নেই। ইতিমধ্যে আবু দারদা (রা) এসে উপস্থিত হলেন। সালমানের জন্য খাবার প্রস্তুত করে তাঁকে বললেন, আমি তো রোযা রেখেছি, আপনি খেয়ে নিন। সালামান (রা) বললেন, আপনি না খেলে আমি খাব না। সুতরাং তিনি তাঁর সাথে খেলেন। রাত হলে আবু দারদা নামাযে (নফল ইবাদতে) দাঁড়ালে সালমান তাকে বললেন, শুয়ে পড়ুন। তিনি তখন শুয়ে পড়লেন। পরে আবার নামাযে দাঁড়ালে এবারেও সালমান (তাঁকে) বললেন, শুয়ে পড়ুন। পরে শেষ রাতের দিকে সালমান তাঁকে বললেন, এখন উঠে পড়ুন। অতপর উভয়েই নামায পড়লেন। তারপর সালমান তাঁকে বললেন, আপনার ওপর আপনার রবের হক আছে, আপনার নিজের আত্মার হক আছে এবং আপনার পরিবার -পরিজনেরও হক আছে। তাই প্রত্যেক হকদারকে তার প্রাপ্য দান করুন। এরপর তিনি (আবু দারদা) নবী (সঃ)-এর কাছে এসে এসব কথা বললে নবী (সঃ) বললেন, সালমান ঠিকই বলেছে।

৫৩-অনুচ্ছেদঃ শা'বান মাসে রোযা রাখার বর্ণনা।

١٨٣٠. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ حَتّٰى نَقُوْلَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتّٰى نَقُوْلَ لَا يَصُوْمُ وَمَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ اِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَاَيْتُهُ اَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِىْ شَعْبَانَ .

১৮৩০. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) (একাধারে) রোযা রাখা শুরু করতেন। এমনকি আমর বলতাম, তিনি (হয়ত আর) রোযা ভাঙ্গবেনই না। আবার তিনি রোযা রাখা ছেড়ে দিতেন। এমনকি আমরা বলতাম, তিনি (সহসা আর) রোযা রাখবেন না। আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে রমযান ভিন্ন অন্য কোন মাসে পূর্ণমাস রোযা রাখতে দেখিনি এবং শা'বান মাস ছাড়া এত অধিক (মফল) রোযা আর কোন মাসে তাঁকে রাখতে দেখিনি।

١٨٣١. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ يَصُوْمُ شَهْرًا اَكْثَرَ مِن شَعْبَانَ فَانَّهُ كَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ كُلَّهُ وَكَانَ يَقُوْلُ خُذُوْا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيْقُوْنَ فَانَّ اللّٰهَ لاَ يَمَلُّ حَتّٰى تَمَلُّوْا وَاَحَبُّ الصَّلٰوةِ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ مَا دُوْوِمَ عَلَيْهِ وَاِنْ قَلَّتْ وَكَانَ اِذَا صَلّٰى صَلٰوةً دَاوَمَ عَلَيْهَا ـ

১৮৩১. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) শা'বান মাসের ন্যায় এত অধিক (নফল) রোযা আর কোন মাসে রাখতেন না। তিনি শা'বান মাসের প্রায় পুরোটাই রোযা রাখতেন। তিনি সকলকে এই আদেশ দিতেন যে, তোমরা যতদূর আমলের শক্তি রাখ, ঠিক ততটুকুই কর। আল্লাহ (সওয়াব দানে) অপারগ নন যতক্ষণ না তোমরা অক্ষম হয়ে পড়। নবী (সঃ)-এর নিকট সর্বাধিক প্রিয় হল এমন নামায-যা অব্যাহতভাবে আদায় করা হয়- পরিমাণে তা যত কমই হোক না কেন। নবী (সঃ) -এর অভ্যাস ছিল- যখন তিনি কোন (নফল) নামায পড়তেন পরবর্তীতে তা অব্যাহত রাখতেন।

৫৪—অনুচ্ছেদঃ নবী (সঃ)—এর রোযা না রাখার বর্ণনা।

١٨٣٢. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا صَامَ النَّبِيُّ ﷺ شَهْرًا كَامِلاً قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ وَيَصُوْمُ حَتّٰى يَقُوْلَ الْقَائِلُ لاَ وَاللّٰهِ لاَ يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتّٰى يَقُوْلَ الْقَائِلُ لاَ وَاللّٰهِ لاَ يَصُوْمُ .

১৮৩২. ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) রমযান ভিন্ন আর কোন মাসে পুরো মাস রোযা রাখতেন না। তিনি রোযা রেখে যেতেন-এমনকি লোকজন বলতো, আল্লাহর কসম! তিনি আর রোযা ভাঙ্গবেনই না। আবার রোযার বিরতি দিতেন এমনকি মানুষ বলতো যে, আল্লাহর কসম! তিনি আর রোযাই রাখবেন না।

١٨٣٣. عن اَنَسٍ يَّقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتّٰى نَظُنَّ اَن لاَ يَصُوْمَ مِنْهُ وَيَصُوْمُ حَتّٰى نَظُنَّ اَنْ لاَ يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْئًا وَكَانَ لاَ تَشَاءُ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا اِلاَّ رَاَيْتَهُ وَلاَ نَائِمًا اِلاَّ رَاَيْتَهُ وَقَالَ سُلَيْمَانُ عَن حُمَيْدٍ اَنَّهُ سَاَلَ اَنَسًا فِى الصَّوْمِ .

১৮৩৩. আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) কোন মাসে এমনভাবে রোযার বিরতি দিতেন আমরা ধারণা করতাম যে, এ মাসে তিনি আর রোযাই রাখবেন না। আবার এমনভাবে রোযা শুরু করতেন, এমনকি আমরা ধারণা করতাম যে, তিনি রোযা

একেবারেই ভাবেন না। রাতে তুমি যদি কাউকে নামাযরত দেখতে চাও তবে তাঁকে দেখতে পাবে। আর যদি নিদ্রারত দেখার ইচ্ছা কর–তাও তাঁকে দেখতে পাবে।

١٨٣٤. عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ اَنَسًا عَنْ صِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَا كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ اَرَاهُ مِنَ الشَّهْرِ صَائِمًا الاَّ رَأَيْتُهُ وَلاَ مُفْطِرًا الاَّ رَأَيْتُهُ وَلاَ مِنَ اللَّيْلِ قَائِمًا الاَّ رَأَيْتُهُ وَلاَ نَائِمًا الاَّ رَأَيْتُهُ وَلاَ مَسِسْتُ خَزَّةً وَلاَ حَرِيْرَةً اَلْيَنَ مِن كَفِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلاَ شَمِمْتُ مِسْكَةً وَلاَ عَبِيْرَةً (عَنبَرَةً) اَطْيَبَ رَائِحَةً مِنْ رَائِحَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১৮৩৪. হুমাইদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি আনাস (রাঃ)-কে নবী (সঃ)-এর রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমি যদি নবী (সঃ)-কে কোন মাসে রোযাদার হিসেবে দেখতে চাইতাম তবে তা দেখতে পেতাম। আর যদি রোযা না রাখা অবস্থায় দেখতে চাইতাম তাও দেখতে পেতাম। রাতে নামাযরত দেখতে চাইলে তাঁকে সে অবস্থায় দেখতাম এবং নিদ্রারত দেখতে ইচ্ছা করলে তাও দেখতে পেতাম। আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাত হতে অধিক কোমল কোন রেশমী কাপড় দেখিনি এবং রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সুঘ্রাণের তুলনায় অধিক সুগন্ধ ও পবিত্রতা কোন মিশক (মৃগনাভি) ও আম্বরেও পাইনি।

৫৫–অনুচ্ছেদঃ রোযায় মেহমানের হক আদায় করার বর্ণনা।

١٨٣٥. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ يَعْنِي اِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَقُلْتُ وَمَا صَوْمُ دَاوُدَ قَالَ نِصْفُ الدَّهْرِ .

১৮৩৫. আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) হাদীস বর্ণনা করেছেন, একদা রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার কাছে এসেছিলেন, অতঃপর পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করলেন। অর্থাৎ নিশ্চয়ই তোমার ওপর তোমার মেহমানের হক আছে। অবশ্যই তোমার উপর তোমার স্ত্রীর হক রয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, দাউদ (আঃ)-এর রোযা কেমন ছিল? তিনি বললেন, দাউদ (আঃ) অর্ধবছর অর্থাৎ একদিন রোযা রাখতেন আর একদিন রাখতেন না।

৫৬–অনুচ্ছেদ নফল রোযায় দেহের অধিকারের প্রতি নযর রাখা।

١٨٣٦. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَمْ أُخْبَرْ اَنَّكَ تَصُوْمُ النَّهَارَ وَتَقُوْمُ اللَّيْلَ فَقُلْتُ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَلاَ

تَفْعَلْ صُمْ وَاَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ فَاِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ بِحَسْبِكَ اَنْ تَصُوْمَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ فَاِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ اَمْثَالِهَا فَاِذَا ذٰلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ فَشَدَّدْتُ عَلَيْهِ فَشُدِّدَ عَلَيَّ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى اَجِدُ قُوَّةً قَالَ فَصُمْ صِيَامَ نَبِيِّ اللّٰهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَلاَ تَزِدْ عَلَيْهِ قُلْتُ وَمَا كَانَ صِيَامُ نَبِيِّ اللّٰهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ نِصْفُ الدَّهْرِ قَالَ فَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يَقُوْلُ بَعْدَ مَا كَبِرَ يَا لَيْتَنِىْ قَبِلْتُ رُخْصَةَ النَّبِيِّ ﷺ .

১৮৩৬. আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবদুল্লাহ! আমি অবহিত হয়েছি যে, তুমি নাকি (সর্বদা) দিনে রোযা রাখ এবং রাতে নামাযে রত থাক (এ খবর কি সত্য)? আমি জবাব দিলাম, হাঁ, ইয়া রসূলাল্লাহ। তিনি বললেন, এমনটি আর করো না। তুমি রোযা রাখ এবং বিরতি দাও, নামায পড় আবার ঘুমও যাও। কেননা তোমার ওপর তোমার শরীরের হক আছে, তোমার ওপর তোমার চোখ দু'টির হক রয়েছে, তোমার ওপর তোমার স্ত্রীর হক রয়েছে এবং তোমার ওপর তোমার সাক্ষাতকারীর (মেহমানের) হক রয়েছে। সুতরাং প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখাই তেমার জন্য যথেষ্ট। কেননা প্রতিটি নেক কাজের বিনিময়ে তোমার জন্য রয়েছে এর দশগুণ সওয়াব। এভাবে তা সারা বছরের রোযার সমতুল্য হয়ে গেল। (আবদুল্লাহ বলেন,) অতঃপর আমি (আরো বেশী রোযা রেখে নিজের উপর) কঠোরতা অবলম্বন করতে চাইলাম। আমাকে সেই কঠোরতা অবলম্বনের অনুমতি দেয়া হল। আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি (অনুরূপ রোযা রাখার) শক্তি পেয়ে থাকি। তিনি বললেন, তাহলে আল্লাহর নবী দাউদ (আঃ) –এর ন্যায় রোযা রাখ। এর ওপর আর বাড়াবাড়ি করো না। আরয করলাম, আল্লাহর নবী দাউদ (আঃ)–এর রোযা কেমন ছিল? তিনি বললেন, দাউদ (আঃ) একদিন রোযা রাখতেন, একদিন ভাঙ্গতেন। বর্ণনাকারী বলেন, আবদুলাহ (রাঃ) যখন বুড়ো হয়ে গেলেন, তখন (দুঃখ করে) বলতেন, হায়! আমি যদি নবী (সঃ) –এর দেয়া অব্যাহতিটা কবুল করে নিতাম।

৫৭–অনুচ্ছেদঃ সারা বছর রোযা রাখা।

١٨٣٧. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ اُخْبِرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنِّى اَقُوْلُ وَاللّٰهِ لَاَصُوْمَنَّ النَّهَارَ وَ لَاَقُوْمَنَّ اللَّيْلَ مَاعِشْتُ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ قُلْتُهُ بِاَبِى اَنْتَ وَاُمِّى قَالَ فَاِنَّكَ لاَ تَسْتَطِيْعُ ذٰلِكَ فَصُمْ وَاَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ

ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ فَاِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا وَذٰلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ قُلْتُ اِنِّى اُطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَاَفْطِرْ يَوْمَيْنِ قُلْتُ اِنِّى اُطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَاَفْطِرْ يَوْمًا ذٰلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ اَفْضَلُ الصِّيَامِ فَقُلْتُ اِنِّى اُطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَا اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ .

১৮৩৭. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) অবহিত হয়েছেন যে, আমি বলছি, আল্লাহর কসম! যতদিন আমি বেঁচে থাকব, দিনভর রোযা রাখব এবং রাতভর নামায পড়ব। (আমাকে জিজ্ঞেস করা হলে) আমি তাঁর নিকট আরয করলাম, আমার মা-বাপ আপনার জন্য কোরবান হোক, ঠিকই আমি এ কথা বলেছি। তিনি বললেন, কখনো এ শক্তি তুমি রাখ না। অতএব তুমি রোযা রাখ আবার ভেঙ্গেও ফেল, (রাতে) নামাযে দাঁড়াও এবং ঘুমও যাও। আর মাসে তিনদিন রোযা রাখ। কেননা প্রত্যেক নেক কাজের দশগুণ করে সওয়াব পাওয়া যায়। এতেই সারা বছর রোযা রাখার সওয়াব পাওয়া যাবে। আমি আরয করলাম, আমি এর চাইতেও অধিক করার ক্ষমতা রাখি। তিনি বললেন, তাহলে একদিন রোযা রাখ এবং দু'দিন বিরতি দাও। আমি আবার বললাম, আমি এর চাইতেও অধিক শক্তি রাখি। তিনি বললেন, তবে একদিন রোযা রাখ এবং একদিন বিরত থাক। এটিই দাউদ (আঃ)-এর রোযা। আর এটিই সর্বোত্তম রোযা। আমি (আবারও) বললাম, আমি এর চাইতেও অধিক সামর্থ রাখি। তখন নবী (সঃ) বললেন, এর চাইতে উত্তম (পদ্ধতির) আর (কোন রোযা) নেই।

৫৮—অনুচ্ছেদঃ রোযায় পরিবার—পরিজনের হক সম্পর্কে। আর জুহায়ফা (রা) মহানবী (সঃ) থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٨٣٨. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو بَلَغَ النَّبِىَّ ﷺ اَنِّى اَسْرُدُ الصَّوْمَ وَاُصَلِّى اللَّيْلَ فَاِمَّا اَرْسَلَ اِلَىَّ وَاِمَّا لَقِيْتُهُ فَقَالَ اَلَمْ اُخْبَرْ اَنَّكَ تَصُوْمُ وَلَا تُفْطِرُ وَتُصَلِّى وَلَا تَنَامُ فَصُمْ وَاَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ فَاِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِنَفْسِكَ وَاَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا قَالَ اِنِّى لَاَقْوٰى لِذٰلِكَ قَالَ فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ فَكَيْفَ قَالَ كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَكَانَ لَا يَفِرُّ اِذَا لَاقٰى قَالَ مَنْ لِى بِهٰذِهِ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ قَالَ عَطَاءٌ لَا اَدْرِى كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الْاَبَدِ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْاَبَدَ مَرَّتَيْنِ .

১৮৩৮. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ)-এর নিকট খবর পৌঁছল যে, আমি একাধারে রোযা রেখে থাকি এবং রাতভর নামায পড়ে থাকি। অতপর তিনি (রাবীর সন্দেহ) হয়ত আমাকে ডেকে পাঠালেন অথবা আমি স্বয়ং তাঁর সাথে দেখা করলাম। তিনি বললেন, আমি খবর পেয়েছি, তুমি শুধু রোযাই রাখ, বিরতি দাও না এবং (রাতভর) নামাযই পড় আর ঘুমাও না (এটা ঠিক নয়), বরং রোযাও রাখ, বিরতিও দাও, নামাযেও দাঁড়াও এবং ঘুমও যাও। কেননা তোমার চক্ষুদ্বয়ের হক রয়েছে, তোমার আত্মা এবং পরিবার-পরিজনেরও। আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি নিজেকে এজন্য এর চাইতেও অধিক শক্তিমান মনে করি। তিনি বললেন, তাহলে দাউদ (আঃ) -এর মত রোযা রাখা আবদুল্লাহ বলেন, আমি আরয করলাম, তিনি কিভাবে রোযা রাখতেন? তিনি বললেন, দাউদ (আঃ) একদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন বিরতি দিতেন। এজন্য (দুর্বল হতেন না) দুশমনের সম্মুখীন হলে (ময়দান ছেড়েও) ভাগতেন না। আবদুল্লাহ (রাঃ) বললেন, আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর নবী। এ ব্যাপারে আমার শক্তি কে যোগাবে?২৩

আতা বর্ণনা করেছেন, আমি জানি না, সদা-সর্বদা রোযা রাখার বিষয়টি কিভাবে আলোচনা করেছেন। নবী (সঃ) দু'বার বলেছেন, যে সর্বদা রোযা রাখল সে যেন কোন রোযাই রাখল না।

৫৯-অনুচ্ছেদঃ একদিন রোযা রাখা ও একদিন বিরতি দেওয়ার বর্ণনা।

١٨٣. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ صُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ قَالَ أُطِيْقُ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَمَا زَالَ حَتّٰى قَالَ صُمْ يَوْمًا وَاَفْطِرْ يَوْمًا وَقَالَ اِقْرَءِ الْقُرْاٰنَ فِيْ كُلِّ شَهْرٍ قَالَ اِنِّى اُطِيْقُ اَكْثَرَ فَمَا زَالَ حَتّٰى قَالَ فِي ثَلٰثٍ.

১৮৩৯. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, তুমি মাসে তিন দিন রোযা রাখ। আবদুল্লাহ বললেন, আমি এর চাইতে বেশী ক্ষমতা রাখি। এভাবেই কথাবার্তা চলছিল। শেষ পর্যন্ত নবী (সঃ) বললেন, তুমি তাহলে একদিন রোযা রাখ এবং একদিন বিরতি দাও। নবী (সঃ) (আরও) বললেন, তুমি প্রতি মাসে একবার কুরআন খতম কর। আবদুল্লাহ (রাঃ) বললেন, আমি এর চাইতে বেশী শক্তি রাখি। এভাবেই কথা চলছিল, এমনকি নবী (সঃ) বললেন, তাহলে তিন দিনে (একবার খতম করো)।

৬০-অনুচ্ছেদঃ দাউদ (আঃ)-এর রোযার বর্ণনা।

---

২৩. অর্থাৎ দাউদ (আঃ)-এর ন্যায় কাফেরের মুকাবিলায় না ভাগার স্বভাব আমার মধ্যে সৃষ্টি করার দায়িত্ব কে নেবে।

١٨٤٠. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ انَّكَ لَتَصُوْمُ الدَّهْرَ وَتَقُوْمُ اللَّيْلَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ انَّكَ اذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ هَجَمَتْ لَهُ الْعَيْنُ وَنَفِهَتْ (نَهِتَتْ/نَهِكَتْ) لَهُ النَّفْسُ لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ صَوْمُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ قُلْتُ فَانِّي اُطِيْقُ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَكَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلاَ يَفِرُّ اِذَا لاَقٰى .

১৮৪০. আবুল আব্বাস মক্কী (রঃ) যিনি একজন কবি ছিলেন এবং যার হাদীস সম্পর্কে কোন অভিযোগ নেই, তিনি বর্ণনা করেছেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) থেকে শুনেছি। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি বুঝি সর্বদা রোযা রাখ এবং সারা রাত (নামাযে) দাঁড়িয়ে থাক? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তুমি এরূপ করলে তাতে চোখ কোটরে ঢুকে যাবে এবং দেহ দুর্বল হয়ে যাবে। যে সর্বদা রোযা রাখল, সে রোযাই রাখল না। (মাসে) তিন দিন রোযা রাখা সারা জীবন রোযা রাখার সমতুল্য। আমি বললাম, আমি এর চাইতে বেশী শক্তি রাখি। তিনি বললেন, তাহলে দাউদ (আঃ)-এর অনুরূপ রোযা রাখ। তিনি একদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন বিরতি দিতেন। ফলে (দুর্বল না হওয়ার কারণে) তিনি শত্রুর সম্মুখীন হলে (ময়দান ছেড়ে) ভাগতেন না।

١٨٤١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذُكِرَ لَهُ صَوْمِيْ فَدَخَلَ عَلَيَّ فَاَلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً مِّنْ اَدَمٍ حَشْوُهَا لِيْفٌ فَجَلَسَ عَلَى الْاَرْضِ وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ فَقَالَ اَمَا يَكْفِيْكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلٰثَةُ اَيَّامٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ خَمْسًا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ سَبْعًا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ تِسْعًا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِحْدٰى عَشْرَةَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ شَطْرُ الدَّهْرِ صُمْ يَوْمًا وَاَفْطِرْ يَوْمًا.

১৮৪১. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আমার রোযা রাখার ব্যাপারটি উল্লেখ করা হয়েছিল। তিনি আমার নিকট তাশরীফ আনলেন। আমি তাঁর জন্য চামড়ার একটি তাকিয়া বিছিয়ে দিলাম। তা খেজুরের ছালে ভরাট ছিল। তিনি মাটিতে বসে গেলেন এবং তাকিয়াটি আমার ও তাঁর মাঝে আড় হয়ে গেল। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখলে কি তোমার পক্ষে যথেষ্ট হয় না।? আবদুল্লাহ (রাঃ) বললেন, আমি আরয করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ (আরও অধিক)। তিনি বললে. পাঁচ দিন। আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ (আরও অধিক)।

তিনি বললেন, সাত দিন। আমি আরয করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ (আরও অধিক)। তিনি বললেন, নয় দিন। আমি আরয করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ (আরও অধিক)। তিনি বললেন, নয় দিন। আমি আরয করলাম। (আরও অধিক)। তিনি বললেন, এগার দিন। অতপর নবী (স) বলেন, দাউদ (আ)–এর রোযার চেয়ে উত্তম রোযা হয় না, অর্ধ বছর। তুমি একদিন রোযা রাখ এবং একদিন বিরতি দাও

৬১–অনুচ্ছেদঃ আইয়াম বীযের রোযা।[২৪]

١٨٤٢. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَوْصَانِىْ خَلِيْلِىْ ﷺ بِثَلٰثٍ صِيَامِ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَى الضُّحٰى وَاَنْ اُوْتِرَ قَبْلَ اَنْ اَنَامَ .

১৮৪২. আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমার পরম বন্ধু (সঃ) আমাকে তিনটি বিষয়ের ওসীয়াত করে গেছেন। (এক) প্রতি মাসে তিনটি রোযা রাখা, (দুই) চাশতের দুই রাকআত নামায পড়া এবং (তিন) আমি যেন (রাতো নিদ্রা যাওয়ার আগেই বেতেরের নামায আদায় করে নেই।

৬২–অনুচ্ছেদঃ কারো সাক্ষাতে গেলে নফল রোযা ভাঙ্গা জরুরী নয়।

١٨٤٣..عَنْ اَنَسٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ عَلٰى اُمِّ سُلَيْمٍ فَاَتَتْهُ بِتَمْرٍ وَّسَمْنٍ فَقَالَ اَعِيْدُوْا سَمْنَكُمْ فِى سِقَائِهِ وَتَمْرَكُمْ فِىْ وِعَائِهِ فَاِنِّى صَائِمٌ ثُمَّ قَامَ اِلٰى نَاحِيَةٍ مِّنَ الْبَيْتِ فَصَلّٰى غَيْرَ الْمَكْتُوْبَةِ فَدَعَا لِاُمِّ سُلَيْمٍ وَاَهْلِ بَيْتِهَا فَقَالَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِىْ خُوَيْصَّةً قَالَ مَاهِىَ قَالَتْ خَادِمُكَ اَنَسٌ فَمَا تَرَكَ خَيْرَ اٰخِرَةٍ وَلَا دُنْيَا اِلَّا دَعَا لِىْ بِهِ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْهُ مَالًا وَّوَلَدًا وَبَارِكْ لَهُ فَاِنِّى لَمِنْ اَكْثَرِ الْاَنْصَارِ مَالًا وَحَدَّثَتْنِىْ اِبْنَتِىْ اُمَيْنَةُ اَنَّهُ دُفِنَ لِصُلْبِىْ مَقْدَمَ حَجَّاجٍ الْبَصْرَةَ بِضْعٌ وَّعِشْرِيْنَ وَمِائَةٌ .

১৮৪৩. আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, (একদা) নবী (সঃ) উম্মে সুলাইম (রা)–র ঘরে তাশরীফ আনলেন। উম্মে সুলাইম তখন কিছু খেজুর ও ঘি নবী (সঃ) –এর খেদমতে পেশ করলেন। নবী (সঃ) বললেন, ঘি ও খেজুর স্ব স্ব পাত্রে রেখে দাও। কেননা আমি রোযাদার। অতঃপর তিনি ঘরের এক কোনে গিয়ে নফল নামায পড়লেন এবং উম্মে সুলাইম ও ঘরের বাসিন্দাদের জন্য দোআ করলেন। তখন উম্মে সুলাইম বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার একজন আদরের দুলাল রয়েছে (দোআয় তাকেও শরীফ করুন)। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সে কে? উম্মে সুলাইম বললেন, আপনার খাদেম আনাস। (আনাস (রাঃ) বলেন) তখন নবী (সঃ) আমার দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের জন্য দোআ

২৪. প্রত্যেক চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের রোযা।

করলেন এবং এ দোআ করলেন , আয় আল্লাহ! তাকে ধনে-জনে বাড়িয়ে দাও এবং তার (সব কিছুতে) বরকত দান কর। (এই দোআর বরকতেই) আজ আমি আনসারগণের মধ্যে বেশী ধনশালী। আর আমার মেয়ে উমাইনা। বর্ণনা করেছে যে, হাজ্জাজের বসরায় (শাসক হয়ে) আগমনের সময় পর্যন্ত আমার ঔরসজাত মৃত সন্তানের সংখ্যা ছিল একশ' কুড়ি জনেরও অধিক।

৬৩-অনুচ্ছেদঃ মাসের শেষভাগে রোযা রাখা।

١٨٤٤. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ سَأَلَهُ اَوْ سَأَلَ رَجُلاً وَعِمْرَانُ يَسْمَعُ فَقَالَ يَااَبَافُلاَنٍ اَمَا صُمْتَ سَرَرَ هٰذَا الشَّهْرِقَالَ اَظُنُّهُ قَالَ يَعْنِي رَمَضَانَ قَالَ الرَّجُلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَاِذَا اَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ لَمْ يَقُلِ الصَّلْتُ اَظُنُّهُ يَعْنِيْ رَمَضَانَ وَعَنْ عِمْرَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ قَالَ اَبُوْعَبْدِ اللّٰهِ وَشَعبَانُ اَصَحُّ .

১৮৪৪. ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কিংবা অন্য এক ব্যক্তিকে প্রশ্ন করলেন এবং ইমরান (রাঃ) শুনছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে অমুকের পিতা! তুমি কি এ মাসের শেষভাগে রোযা রাখনি? বর্ণনাকারী আবু নোমান বলেন, আমার ধারণা এখানে নবী (সঃ)-এর উদ্দেশ্য 'রমযান' মাস ছিল। সে ব্যক্তি জবাব দিল, না, ইয়া রসূলাল্লাহ। নবী (সঃ) বললেন, তাহলে তুমি যখন ইফতার কর, তখন (এর পরিবর্তে) দু'দিন দু'টি রোযা রেখে নিও। সাল্‌ত এ কথা বলেননি যে, আমার ধারণায় এখানে নবী (সঃ)-এর উদ্দেশ্য রমযান ছিল। অন্য সনদে ইমরান (রা) নবী (সঃ) থেকে "শাবান মাসের শেষ ভাগে" বর্ণনা করেছেন। আবু আবদুল্লাহ বুখারী (রঃ) বলেছেন, এখানে (রমযানের) স্থলে শাবানই অধিক শুদ্ধ ও সঠিক।২৫

৬৪-অনুচ্ছেদঃ- শুধু জুমুআর দিন রোযা রাখা। যদি কেউ জুমুআর দিন রোযা রাখে অর্থাৎ এর আগেও রাখে না এবং পরেও রাখার এরাদা নেই (শুধু শুক্রবারেই রোযা রাখে) তাহলে এই রোযা তার ভেঙ্গে ফেলা উচিৎ।

١٨٤٥. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا نَهٰى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ نَعَمْ زَادَ غَيْرُ اَبِيْ عَاصِمٍ اَنْ يَّتَفَرَّدَ بِصَوْمِهِ .

২৫. প্রতি মাসের শেষ দু'দিনে রোযা রাখা এই সাহাবীর অভ্যাস ছিল। সাধারণতঃ শা'বান মাসের শেষভাগে রোযা রাখা নিষেধ হলেও এই ব্যক্তির অভ্যাস যেন বজায় থাকে- তাই নবী (সঃ) তাকে অন্য মাসে রোযা আদায় করার পরামর্শ দিয়েছেন।

১৮৪৫. মুহাম্মাদ ইবনে আব্বাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি জাবের (রাঃ)–কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, নবী (সঃ) কি (শুধুমাত্র) জুমুআর দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ আবু আসেম ভিন্ন অন্যান্য রিওয়ায়াতকারীগণ বর্ণনা করেছেন যে, শুধুমাত্র একদিন রোযা রাখা নিষেধ।

١٨٤٦. عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَصُوْمَنَّ اَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِلاَّ يَوْمًا قَبْلَهُ اَوْ بَعْدَهُ.

১৮৪৬. আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি নবী (সঃ)–কে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ যেন কখনও শুধুমাত্র জুমুআর দিন রোযা না রাখে। (যদি রাখতে চায়) তবে জুমুআর আগের দিন কিংবা পরের দিন যেন একটি রোযা রেখে নেয়।

١٨٤٧. عَنْ اَبِىْ اَيُّوبَ عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِىَ صَائِمَةٌ فَقَالَ اَصُمْتِ اَمْسِ قَالَتْ لاَ قَالَ اَتُرِيْدِيْنَ اَنْ تَصُوْمِى غَدًا قَالَتْ لاَ قَالَ فَاَفْطِرِىْ وَحَدَّثَ اَبُوْ اَيُّوْبَ اَنَّ جُوَيْرِيَةَ حَدَّثَتْهُ فَاَمَرَهَا فَاَفْطَرَتْ.

১৮৪৭. আবু আইয়ুব (রঃ) থেকে বর্ণিত। নবী পত্নী জুয়াইরিয়া বিনতে হারিস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, একদা নবী (সঃ) জুমুআর দিন তাঁর নিকট গেলেন। তিনি তখন রোযা রেখেছিলেন। নবী (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি গতকাল রোযা রেখেছিলে? তিনি জবাব দিলেন, না। নবী (সঃ) আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আগামী কাল রোযা রাখার আশা পোষণ কর কি? তিনি বললেন, না। নবী (সঃ) বললেন, তাহলে তুমি রোযা ভেঙ্গে ফেল। আবু আইয়ুব বর্ণনা করেছেন, জুয়াইরিয়া তাঁর নিকট হাদীস বয়ান করেছেন, অতঃপর নবী (সঃ) তাঁকে (রোযা ভাংগার) নির্দেশ দিয়েছেন। তাই তিনি রোযা ভেঙ্গে ফেলেছেন।

৬৫–অনুচ্ছেদঃ রোযার জন্য কোন বিশেষ দিন নির্দিষ্ট করা।

١٨٤٨. عَنْ عَلْقَمَةَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْتَصُّ مِنَ الاَيَّامِ شَيْئًا قَالَتْ لاَ كَانَ عَمَلُهُ دِيْمَةً وَاَيُّكُمْ يُطِيْقُ مَاكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُطِيْقُ.

১৮৪৮– আলকামা (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আয়েশা (রাঃ)–কে জিজ্ঞেস করলাম, রসূলুল্লাহ (সঃ) রোযার জন্য কোন দিন নির্দিষ্ট করতেন কি? তিনি জবাব দিলেন, না। তাঁর আমল ছিল স্থায়ী। রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর সমান শক্তি–সামর্থ রাখে তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে?

৬৬–অনুচ্ছেদঃ আরাফাতের দিন রোযা রাখা।

١٨٤٩. عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِى صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ فَأَرْسَلَتْ أُمُّ الفَضْلِ اِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَّهُوَ وَاقِفٌ عَلٰى بَعِيْرِهِ فَشَرِبَهُ .

১৯৪৯. হারিস কন্যা উম্মুল ফযল (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আরাফাতের দিন লোকজন তাঁর কাছে নবী (সঃ)–এর রোযা (রাখা না রাখা) সম্পর্কে বিতর্ক করছিল। তাদের কেউ বলল, তিনি রোযা রেখেছেন। অন্যরা বলল, তিনি রোযা রাখেননি। তখন উম্মুল ফযল (রা) নবী (সঃ)–এর খেদমতে এক পিয়ালা দুধ পাঠালেন। তিনি উটের ওপর বসা ছিলেন। দুধটুকু তখনি তিনি পান করে ফেললেন।

١٨٥٠. عَنْ مَيْمُوْنَةَ أَنَّ النَّاسَ شَكُّوْا فِى صِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ فَأَرْسَلْتُ اِلَيْهِ بِحِلاَبٍ وَّهُوَ وَاقِفٌ فِى الْمَوْقِفِ فَشَرِبَ مِنْهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُوْنَ .

১৮৫০. মুসলিম জননী মাইমূনা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। লোকজন আরাফাতের দিন নবী (সঃ)–এর রোযা রাখার ব্যাপারে সন্দেহ করছিল। (তিনি বলেন), তখন আমি তাঁর খেদমতে কিছু দুধ পাঠালাম। এই সময় তিনি আরাফাতে অবস্থানরত ছিলেন। তখনি দুধটুকু তিনি পান করে ফেললেন। আর লোকজন তা দেখছিল (অতএব তাদের সন্দেহ দূর হয়ে গেল)।

৬৭–অনুচ্ছেদঃ ঈদুল ফিতরের দিন রোযা রাখা।

١٨٥١. عَنْ أَبِىْ عُبَيْدٍ مَوْلَى بْنِ أَزْهَرَ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيْدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ هٰذَانِ يَوْمَانِ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالْيَوْمُ الْاٰخَرُ تَأْكُلُوْنَ فِيْهِ مِنْ نُسُكِكُمْ .

১৮৫১. ইবনে আযহারের মুক্ত গোলাম আবু উবাইদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ঈদের দিন উমর ইবনুল খাত্তাবের সংগে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) এই দু'দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেনঃ ঈদুল ফিতরের দিন, দ্বিতীয় হল যেদিন তোমরা কোরবানীর গোশত খেয়ে থাক।

١٨٥٢. عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ

وَالنَّحْرِ وَعَنِ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَّحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِيْ ثَوْبٍ وَّاحِدٍ وَّعَنِ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ –

১৮৫২. আবু সাঈদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) ঈদুল ফিতর ও কোরবানীর ঈদের দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরও যা নিষেধ করেছেন তা হল–চাদর ইত্যাদি এমনভাবে গায়ে জড়িয়ে দেয়া–যাতে হাত বের করা কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায় এবং এক কাপড় পরিহিত অবস্থায় হাঁটুদ্বয় খাড়া করে বসতে, এতে তলদেশ উন্মুক্ত হয়ে যায়, আর ফজর ও আসর নামায পড়ার পর আর কোন নামায পড়তে।

৬৮–অনুচ্ছেদ ঃ কোরবানীর দিন রোযা রাখা।

١٨٥٣. عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ يُنْهٰى عَنْ صِيَامَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ الفِطْرِ وَالنَّحْرِ وَالْمُلاَمِسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.

১৮৫৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, দুই ধরনের রোযা এবং দুই রকমের বেচা–কেনা নিষিদ্ধঃ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন রোযা রাখা এবং মুলামাসা ও মুনাবাযা পদ্ধতিতে বেচা–কেনা। ২৬

١٨٥٤. عَنْ زِيَادِ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ رَجُلٌ نَذَرَ اَنْ يَّصُوْمَ يَوْمًا قَالَ اَظُنُّهُ قَالَ الاِثْنَيْنِ فَوَافَقَ يَوْمَ عِيْدٍ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ اَمَرَ اللّٰهُ تَعَالٰى بِوَفَاءِ النَّذْرِ وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَوْمِ هٰذَا الْيَوْمِ.

১৮৫৪. যিয়াদ ইবনে জুবাইর (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা একজন লোক ইবনে উমর (রাঃ) –এর নিকট এসে বলল, এক ব্যক্তি মান্নত করেছে যে, সে একদিন রোযা রাখবে। বর্ণনাকারী বয়ান করেন, আমার ধারণা দিনটি সোমবার ছিল । ঘটনাক্রমে তা ঈদের দিন পড়ে গেল। ইবনে উমর (রাঃ) বললেন, আল্লাহ তাআলা মান্নত পূরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং নবী (সঃ) এই দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন।

١٨٥٥. عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ وَكَانَ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثِنْتَى عَشْرَةَ غَزْوَةً قَالَ سَمِعْتُ اَرْبَعًا مِّنَ النَّبِيِّ ﷺ فَاَعْجَبْنَنِى قَالَ لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ

২৬. 'মুলামাসা' বলা হয় এমন কেনা–বেচাকে–ক্রেতা যে জিনিস কিনবে তা হাতে স্পর্শ করা মাত্র ক্রয় করতে তাকে বাধ্য করা। আর 'মুনাবাযা' হল, বিক্রেতা তার জিনিস খরিদ্দারের ওপর ছুড়ে মারাই বেচা–কেনা বাধ্যতামূলক হয়ে যাওয়া অর্থাৎ এতে খরিদ্দার ও বিক্রেতা–উভয়ের স্বাধীন মতামত খর্ব হয়। এমন ধরনের বেচা–কেনা সাব্যস্ত করা নিষিদ্ধ।

مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ اِلاَّ وَمَعَهَا زَوْجُهَا اَوْ ذُوْمَحْرَمٍ وَّلاَ صَوْمَ فِى يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالْاَضْحٰى وَلاَ صَلٰوةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلاَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ وَلاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ اِلاَّ اِلٰى ثَلٰثَةِ مَسَاجِدَ اَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى وَمَسْجِدِىْ هٰذَا .

১৮৫৫. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সঃ)-এর সঙ্গে বারটি জিহাদে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি বলেন, আমি নবী (সঃ)-এর কাছ থেকে চারটি কথা শুনেছি এবং আমার তা খুবই পসন্দ হয়েছে। তিনি বলেছেন, মেয়েলোক একা যেন দু'দিনের সফর না করে। তবে স্বামী কিংবা মুহরিম (যার সাথে বিয়ে হারাম এমন) ব্যক্তি যদি সাথে থাকে (তবে করতে পারবে)। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা এই দুই দিন কোন রোযা নেই, ফজরের পরে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত এবং আসরের পরে সূর্যাস্ত না হওয়া পর্যন্ত কোন নামায নেই। আর তিনটি মসজিদ ভিন্ন অপর কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে সফরের প্রস্তুতি যেন নেয়া না হয়ঃ কাবা শরীফ, মসজিদে আকসা ও মসজিদে নববী (সঃ)।

৬৯-অনুচ্ছেদঃ আইয়ামে তাশরীকের রোযা।

١٨٥٦ . عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ كَانَتْ عَائِشَةُ تَصُوْمُ اَيَّامَ مِنًى وَكَانَ اَبُوْهَا يَصُوْمُهَا .

১৮৫৬. হিশাম ইবনে উরওয়া (রঃ) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রাঃ) মিনায় অবস্থানের দিনগুলোতে রোযা রাখতেন এবং উরওয়াও এই নিদগুলোয় রোযা রাখতেন।

١٨٥٧ . عَنْ عَائِشَةَ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالاَ لَمْ يُرَخَّصْ فِىْ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ اَنْ يُّصَمْنَ اِلاَّ لِمَنْ لَّمْ يَجِدِ الْهَدْىَ .

১৮৫৭. আয়েশা (রাঃ) ও ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আইয়ামে তাশরীকে রোযা রাখার অনুমতি দেয়া হয়নি। তবে যার নিকট কোরবানীর জানোয়ার নেই (তার জন্য অনুমতি আছে)।

١٨٥٨ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ اِلٰى يَوْمِ عَرَفَةَ فَاِنْ لَّمْ يَجِدْ هَدْيًا وَلَمْ يَصُمْ صَامَ اَيَّامَ مِنًى .

১৮৫৮. ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি হজ্জকে উমরার সাথে মিলিয়ে তামাত্তু করে তার জন্য আরাফাতের দিন পর্যন্ত রোযা রাখার অনুমতি রয়েছে। আর যদি

তার কোরবানীর জানোয়ার না থাকে এবং সে রোযাও রাখেনি, তাহলে সে মিনার দিনগুলোয় রোযা রাখতে পারে।২৭

৭০—অনুচ্ছেদঃ আশুরার দিনের রোযা।

١٨٥٩. عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ اِنْ شَاءَ صَامَ.

১৮৫৯. সালেম (রঃ) থেকে বর্ণিত। তাঁর পিতা বলেছেন, নবী (সঃ) বলেছেন, আশুরার দিন কেউ ইচ্ছা করলে রোযা রাখতে পারে।

١٨٦٠. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ اَفْطَرَ.

১৮৬০. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) (প্রথমত) আশুরার দিন রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যখন রমযানের রোযা ফরয করা হল, তখন যার ইচ্ছা হতো রোযা রাখতো, আর যার ইচ্ছা হতো না সে রোযা রাখতো না।

١٨٦١. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ تَصُوْمُهُ قُرَيْشٌ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُهُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ صَامَهُ وَاَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ .

১৮৬১. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, কুরাইশরা জাহিলিয়াতের যুগে আশুরার দিন রোযা রাখতো। জাহিলিয়াতের যুগে রসূলুল্লাহ (সঃ)-ও এই দিন রোযা রাখতেন। (হিজরত করে) তিনি যখন মদীনায় আসেন, তখনও (প্রথমত) তিনি এ রোযা রেখেছেন এবং তা রাখার নির্দেশও দিয়েছেন। কিন্তু যখন রমযানের রোযা ফরয হল, তখন আশুরার দিন রোযা রাখা ছেড়ে দেয়া হল। যার ইচ্ছা এর রোযা রাখত এবং যার ইচ্ছা সে তা ছেড়ে দিত।

١٨٦٢. عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ اَبِى سُفْيَانَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ عَامَ حَجَّ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ يَا اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ اَيْنَ عُلَمَاءُكُمْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ هٰذَا يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ وَلَمْ يَكْتُبِ اللّٰهُ عَلَيْكُم صِيَامَهُ وَاَنَا صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ.

২৭. আইয়ামে তাশরীক অর্থাৎ কোরবানীর ঈদের দিনের পর ১১, ১২ ও ১৩ই যিলহজ্জ এই তিন দিন রোযা রাখা সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ আছে। হানাফী মাযহাবে এই তিন দিনও রোযা রাখা নিষেধ। এ দিনে রোযার মান্নত অন্য দিনে আদায় করতে হবে।

১৮৬২. মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রাঃ) যে বছর হজ্জ করেছিলেন, মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, হে মদীনাবাসী! তোমাদের আলেমগণ কোথায়? আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, এটি আশুরার দিন। আল্লাহ তোমাদের উপর এ দিন রোযা রাখা ফরয করেননি। আমি রোযা রেখেছি। তাই যার ইচ্ছা রোযা রাখতে পারে আর যার ইচ্ছা নাও রাখতে পারে।

١٨٦٣ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ فَرَأَى الْيَهُوْدَ تَصُوْمُ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ فَقَالَ مَا هٰذَا قَالُوْا هٰذَا يَوْمٌ صَالِحٌ هٰذَا يَوْمٌ نَجَّى اللّٰهُ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ فَاَنَا اَحَقُّ بِمُوْسٰى مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَاَمَرَ بِصِيَامِهِ .

১৮৬৩. ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) (হিজরত করে) মদীনায় এসে দেখলেন, ইহূদীরা আশুরার দিন রোযা রাখছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটি কি ধরনের (রোযা)? তারা জবাব দিল, এটি একটি পবিত্র দিন। এ দিন আল্লাহ দুশমন থেকে বনী ইসরাঈলকে নাজাত দিয়েছেন। তাই এ দিন মূসা (আঃ) রোযা রেখেছেন। নবী (সঃ) বললেন, তোমাদের তুলনায় মূসার বেশী হকদার হলাম আমি। অতঃপর তিনিও রোযা রাখলেন এবং এ দিন রোযা রাখার নির্দেশ দিলেন।

١٨٦٤ . عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ كَانَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ تَعُدُّهُ الْيَهُوْدُ عِيْدًا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَصُوْمُوْهُ اَنْتُمْ .

১৮৬৪. আবু মূসা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, ইহূদীরা আশুরার দিনকে 'ঈদ' হিসেবে গণ্য করত। নবী (সঃ) (সাহাবাগণকে) বললেন, তোমরাও এ দিন রোযা রাখ।

١٨٦٥ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَحَرّٰى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلٰى غَيْرِهِ اِلاَّ هٰذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَهٰذَا الشَّهْرَ يَعْنِىْ شَهْرَ رَمَضَانَ .

১৮৬৫. ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আমি নবী (সঃ)-কে এ দিন অর্থাৎ আশুরার দিন এবং এ মাস অর্থাৎ মাহে রমযান ভিন্ন আর কোন দিনকে অধিক ফযীলতের মনে করে রোযা রাখতে দেখিনি।

١٨٦٦ . عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ قَالَ اَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً مِّنْ اَسْلَمَ اَنْ اَذِّنْ فِى النَّاسِ اَنَّ مَنْ كَانَ اَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ اَكَلَ فَلْيَصُمْ فَاِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ .

১৮৬৬. সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) বলেছেন, নবী (সঃ) আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তিকে হুকুম করেছেন, সে যেন জনগণের মধ্যে ঘোষণা করে দেয় যে, যে ব্যক্তি কিছু খেয়ে ফেলেছে সে যেন বাকী দিন রোযা রাখে। আর যে (এখনও) কিছু খায়নি সে যেন রোযা রেখে দেয়। কেননা আজ হল আশুরার দিন।

৭১–অনুচ্ছেদঃ তারাবীহ নামাযের ফযীলত

١٨٦٧. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لِرَمَضَانَ مَنْ قَامَهُ اِيْمَانًا وَّاِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

১৮৬৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)–কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি রমযানে (রাতে তারাবীহর নামাযে) ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের আশায় দাঁড়ায় তার পূর্ববর্তী সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।

١٨٦٨. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ اِبْنُ شِهَابٍ فَتُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَالاَمْرُ عَلٰى ذٰلِكَ ثُمَّ كَانَ الاَمْرُ عَلٰى ذٰلِكَ فِىْ خِلاَفَةِ اَبِىْ بَكْرٍ وَّصَدْرًا مِّنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِىِّ اَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لَيْلَةً فِى رَمَضَانَ اِلَى الْمَسْجِدِ فَاِذَا النَّاسُ اَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُوْنَ يُصَلِّى الرَّجُلُ لِنَفْسِه وَيُصَلِّى الرَّجُلُ فَيُصَلِّى بِصَلاَتِهِ الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرُ اِنِّى اَرٰى لَوْ جَمَعْتُ هٰؤُلاَءِ عَلٰى قَارِئٍ وَّاحِدٍ لَكَانَ اَمْثَلَ ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلٰى اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً اُخْرٰى وَالنَّاسُ يُصَلُّوْنَ بِصَلٰوةِ قَارِئِهِمْ قَالَ عُمَرُ نِعْمَ الْبِدْعَةُ هٰذِهِ وَالَّتِى تَنَامُوْنَ عَنْهَا اَفْضَلُ مِنَ الَّتِى تَقُوْمُوْنَ يُرِيْدُ اٰخِرَ اللَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ يَقُوْمُوْنَ اَوَّلَهُ.

১৮৬৮. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি রমযানের রাতে ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের আশায় (নামাযে) দাঁড়ায়, তার আগেকার সব গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হয়।

ইবনে শিহাব বলেছেন, অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ইন্তেকাল করলেন। আর হুকুমও এ অবস্থায়ই রয়ে গেল। তারপর আবু বকর (রাঃ)–এর গোটা খিলাফতকাল এবং উমর (রাঃ)–এর খিলাফতের প্রথম ভাগ এ অবস্থায়ই কেটে গেল (অর্থাৎ সকলেই একা একা তারাবীহ পড়তো)।

ইবনে শিহাব (র) উরওয়া ইবনে যুবাইর (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, আবদুর রহমান ইবনে আবদুল কারী বলেছেন, আমি রমযানের এক রাতে ওমর ইবনুল খাত্তাবের সাথে মসজিদের দিকে বের হলাম। দেখলাম, বিভিন্ন অবস্থায় বহু লোক। কেউ একা একা নামায পড়ছে। কোথাও এক ব্যক্তি নামায পড়ছে আর কিছু লোক তার সাথে নামায আদায় করছে। তখন উমর (রাঃ) বললেন, আমার মনে হয়, এদের সবাইকে একজন কারীর সাথে জামাআতবন্দী করে দিলে সবচাইতে ভাল হবে। অতঃপর তিনি (তা করার) মনস্থ করলেন এবং তাদেরকে উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)-এর পিছনে জামাআতবন্দী করে দিলেন। এরপর আমি দ্বিতীয় রাতে আবার তাঁর সাথে বের হলাম। দেখলাম, লোকজন তাদের ইমামের সাথে নামায পড়ছে। উমর (রাঃ) বললেন, এটি উত্তম 'বিদআত' বা সুন্দর ব্যবস্থা। রাতের যে অংশে লোকেরা ঘুমায় তা যে অংশে তারা ইবাদত করে তার চেয়ে উত্তম। অর্থাৎ রাতের প্রথম ভাগের চাইতে শেষ ভাগের নামায অধিক উত্তম-এটাই তিনি বুঝাতে চেয়েছেন।

١٨٦٩. عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى وَذٰلِكَ فِى رَمَضَانَ وَاَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَت اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ لَيْلَةً مِّنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلّٰى فِى الْمَسْجِدِ وَصَلّٰى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ فَاَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوْا فَاجْتَمَعَ اَكْثَرُ مِنْهُم فَصَلّٰى فَصَلَّوا مَعَهُ فَاَصبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَكَثُرَ اَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى فَصَلُّوا بِصَلَاتِهِ فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ اَهْلِهِ حَتّٰى خَرَجَ لِصَلٰوةِ الصُّبْحِ فَلَمَّا قَضَى الْفَجرَ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَىَّ مَكَانُكُمْ وَلٰكِنِّى خَشِيْتُ اَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْكُم فَتَعْجِزُوْا عَنْهَا فَتُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالاَمْرُ عَلٰى ذٰلِكَ.

১৮৬৯. নবী-পত্নী আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) নামায পড়েছেন এবং তা রমযানে হয়েছিল। অন্য এক সনদে আছে .... আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) একদা রমযানের রাতের মধ্যভাগে বের হলেন, অতঃপর মসজিদে নামায পড়লেন এবং লোকজনও তাঁর পিছনে নামায পড়লো। পরে ভোর হলে মানুষ এর চর্চা করল। দ্বিতীয় দিন এর চাইতে অধিক মানুষ জামাআতে শামিল হল। তারা রসূলুল্লাহ (সঃ) -এর সাথে নামায পড়ল। অতঃপর ভোর হলে মানুষ পরস্পর আলোচনা করল। অতঃপর মানুষ মসজিদে তৃতীয় রাতেও অধিক হল। এরপর রসূলুল্লাহ (সঃ) বের হলেন, (মসজিদে গিয়ে) নামায পড়লেন, মানুষও তাঁর সাথে নামায আদায় করল। তারপর যখন চতুর্থ রাত হল, মসজিদ এত মানুষ ধারণে অক্ষম হয়ে গেল। তিনি ফজরের নামায পড়তে বের হলেন। তিনি নামায শেষ করলে লোকেরা তাঁর প্রতি মুখ করে দাঁড়ালেন,

তিনি তাশাহ্হুদ বা খুতবা পড়লেন, তারপর বললেন, অতঃপর তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে আমার কাছে কিছুই গোপন নেই। তবে আমি ভয় করছি, তোমাদের উপর (এ তারাবীহ) ফরয হয়ে যায় নাকি। আর তোমরা তা আদায় করতে অক্ষম হয়ে পড়বে। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ) ইন্তেকাল করলেন আর অবস্থা এমনটি রয়ে গেল।

١٨٧ . عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ صَلٰوةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ يَزِيْدُ فِىْ رَمَضَانَ وَلاَ فِىْ غَيْرِهِ عَلٰى اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّى اَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى اَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى ثَلٰثًا فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَنَامُ قَبْلَ اَنْ تُوْتِرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ اِنَّ عَيْنَىَّ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِىْ.

১৮৭০. আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, মাহে রমযানে (রাতে) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নামায কেমন ছিল। তিনি জবাব দিলেন, রমযানে এবং রমযান ব্যতীত অন্য সময় এগার রাকআতের বেশী তিনি পড়তেন না। (প্রথমত) তিনি চার রাকআত পড়েন। এ চার রাকআতের সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্বন্ধে তুমি কোন প্রশ্ন করো না। তারপর আরও চার রাকআত পড়েন। এর সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্বন্ধে (আর কি বর্ণনা দিব, কাজেই কোন) জিজ্ঞাসাই করো না। এরপর পড়েন আর তিন রাকআত। তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি কি বেতের নামায পড়ার আগেই শুয়ে যান? তিনি বললেন, হে আয়েশা! আমার চোখ দু'টি ঘুমিয়ে যায় কিন্তু অন্তর ঘুমায় না। [২৮]

৭২-অনুচ্ছেদঃ লাইলাতুল কদরের ফযীলত। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহর বাণীঃ

২৮. তারাবীহ নামায কত রাকআত, এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ আছে। ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমাদ প্রমুখ ইমামদের মতে তারাবীর নামায ২০ রাকআত। ইমাম মালেকের মতে ২০ এবং ৩৬ রাকআত। অধিকাংশ ওলামা ২০ রাকআতের মতকেই অগ্রগণ্য বলেছেন এবং এতে ইজমা হয়েছে। তাঁদের দলীলঃ হযরত ওমরের (রাঃ) খেলাফতকালে ২০ রাকআত নামায পড়ার নিয়ম চালু হয় (মুওয়াত্তা) আরো দালায়েল দ্বারা তাঁরা ২০ রাকআত প্রমাণ করেছেন।

কিছু সংখ্যক আলেম বলেছেন, তারাবীহ ৮ রাকআত। তাঁদের দলীল আয়শা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস। ২০ রাকআতের মত পোষণকারীরা এ হাদীসের অর্থ বলেন যে, আয়েশার বর্ণনা তারাবীহ সম্পর্কে ছিলো না, বরং তাহাজ্জুদ সম্পর্কে। কেননা রমযান ও গায়রে রমযানে বেতেরসহ তাহাজ্জুদের রাকআত একই ছিল। তাছাড়া রমযানে তাঁর ইবাদত সম্পর্কে আয়েশা বলেন, রমযান আসলেই আল্লাহর দরবারে দোআ ও কান্নাকাটিতে নবীজীর চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে যেত এবং তাঁর নামাযের পরিমাণ অনেক বেড়ে যেত (বায়হাকী) ২০ রাকআত নামাযের প্রমাণে ৭টি হাদীস বিদ্যমান। এসম্পর্কে মাওলানা মওদূদীর রাসায়েল-মাসায়েল গ্রন্থের একটি আলোচনা এখানে যোগ করা হলো

তারাবীহ নামাযের রাকআত সংখ্যা

প্রশ্নঃ তারাবীহ নামাযের রাকআত সংখ্যা সম্পর্কে একটি প্রশ্নের আপনার প্রদত্ত জবাব ৭-৩-১৯৮৪ ইং তারিখে সাপ্তাহিক এশিয়া পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। জবাব পড়ে বুঝলাম, বিষয়টির আপনি বিজ্ঞজনোচিত বিশ্লেষণ করেননি, বরং প্রচলিত ধারণার ভিত্তিতে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন। এতে বিষয়টি আরো জটিল হয়ে গেছে। একদিকে আপনি বলছেন, নবী করীম (সাঃ)-এর তারাবীহ ছিলো আট রাকআত। অপর দিকে বলেন, উমর (রা) বিশ রাকআতের প্রচলন করেন এবং সকল সাহাবী এর উপর একমত হন। পরবর্তী খলীফাগণও এই নিয়মেরই অনুসরণ করেন।' এখন প্রশ্ন জাগে, সুন্নাতে রসূল যখন আট রাকআত তখন হযরত উমার (রা) বিশ রাকআত কোত্থেকে গ্রহণ করলেন? কেমন করে তা জারী করলেন? সকল সাহাবী এবং খলীফাগণ সুন্নাতে রসূলকে উপেক্ষা করে কিভাবে বিশ রাকআতের উপর ঐক্যমত (ইজমা) প্রতিষ্ঠা করেন? সাহাবীগণ এরূপ দুঃসাহস করবেন, তা কি সম্ভব?

আপনার বক্তব্য অনুযায়ী রসূল (সঃ) যেহেতু আট রাকআত পড়েছেন সেহেতু হযরত উমর (রাঃ) বিশ রাকআতের প্রচলন করেছেন না বলে আট রাকআত জারী করেছেন বললে অধিকতর কিয়াসসম্মত হয় না কি? কেননা প্রথমতঃ সুন্নাত তো আট রাকআত। দ্বিতীয়তঃ সুন্নাতের দাবী তো হচ্ছে হযরত উমার (রাঃ) আট রাকআতেরই প্রচলন করবেন। তৃতীয়তঃ হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হচ্ছে যে, হযরত উমার (রাঃ) আট রাকআতই পড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন, ইমাম মালিক তাঁর মুআত্তায় সায়িব ইবনে ইয়াযীদের নিম্নরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেনঃ

উমার (রাঃ) রমযান মাসের নামাযের ব্যাপারে উবাই ইবনে কাব এবং তামীম আদ-দারীকে এগার রাকআত পড়ানোর নির্দেশ দেন। (কিতাবুস সালাত, আত্-তারগীব ফিস-সালাতি ফী রামাদান)।

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম আল-বাজী বলেছেনঃ "হযরত উমার (রা) সম্ভবত রাসূলের তারাবীহ থেকেই আট রাকআত গ্রহণ করেছেন" (তানবীরুল হাওয়ালেক)।

ইমাম মালিক বলেছেনঃ হযরত উমার (রা) লোকদেরকে যত রাকআতের জন্যে একত্র করেছিলেন, সেটাই আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। তা হচ্ছে এগার রাকআত । বস্তুতঃ রাসূলে খোদা (সঃ) এগার রাকআতই পড়েছিলেন।

ইমাম মালিককে জিজ্ঞাসা করা হলঃ "এগার রাকআত কি বিত্‌রসহ?" জবাবে তিনি বলেনঃ হাঁ। আর তের রাকআতও রাসূলের (স) নামাযের কাছাকাছি। আমার বুঝে আসে না লোকেরা এতো রাকআত তারাবীহ কোত্থেকে আবিষ্কার করলো।" (সুয়ূতী, আল-মাসাবীহ ফী সালাতিত তারাবীহ)।

আপনার বক্তব্য পড়ার পর আমার বুঝে আসছে না যে, সুন্নাতে রাসূল আট রাকআত হওয়া সত্ত্বেও হযরত উমার (রা) কেন বিশ রাকআতের প্রচলন করলেন? তাঁর নিকট কি সুন্নাতে রাসূলের কোনো বাস্তবতা ছিল না? নাকি সুন্নাতের অনুসরণে কমতির আশংকা ছিলো তাঁর? নাকি বিশ রাকআত পড়াটা উম্মাতের জন্যে আট রাকআতের মতোই সহজ ছিলো? কিংবা বিশ রাকআতে আট রাকআতের চাইতে অধিক খোদাভীতি জাগ্রত হতে পারতো? শেষ পর্যন্ত কোন্ যুক্তিতে হযরত উমার (রা) একটি সহজতর সুন্নাতে রাসূলের স্থলে একটি কঠিন কাজ করার হুকুম উম্মাতকে প্রদান করলেন?

উপরোদ্ধৃত উক্তি সনদ ও মতন উভয় দিক থেকে সহীহ, সুন্নাতে রাসূল অনুসরণের দর্পণ এই সঠিক হাদীসগুলোর পরিবর্তে আপনি গ্রহণ করেছেন জয়ীফ হাদীস, যেগুলো রিওয়ায়াত এবং দিরায়াত কোনো দিক থেকেই সহীহ্ নয়। তবে কেন? আপনার নিকট হাদীস গ্রহণ -বর্জনের এবং অগ্রাধিকার দানের মানদন্ড কি যদ্দারা আপনি হাদীস যাচাই-বাছাই করেন? মেহেরবানী করে বিস্তারিত ও স্পষ্ট আলোচনা করবেন, যাতে আমরাও একটি ধারণায় উপনীত হতে সক্ষম হই।

উত্তরঃ

তারাবীহর রাকআত সংখ্যার ব্যাপারটি সেসব বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত যেগুলো নিয়ে দীর্ঘ দিনের মতবিরোধ ও তর্ক-বাহাস উভয় পক্ষকে বেপরোয়া বানিয়ে দিয়েছে। তাই আট বা বিশ শব্দটি কারো মুখ দিয়ে বেরুতেই অপর পক্ষ তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে উদ্যত হয়ে যায়। অথচ বিষয়টি এরকমই নয় যে, তা নিয়ে ঝগড়া বা তর্ক-বাহাছের প্রয়োজন আছে। কেউ যদি আট রাকআতের প্রমাণ পেয়ে থাকেন তবে আট রাকআত পড়বেন

এবং অযথা বিশ রাকআতকে বিদআত ঘোষণা করতে গিয়ে নিজের শক্তি সামর্থ অপব্যয় করার কোনো প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে কেউ যদি বিশ রাকআতেরই প্রমাণ পেয়ে থাকেন, তবে তিনি বিশ রাকআত পড়বেন। আট রাকআতের অনুবর্তনকারীদের বিরোধিতা করতে গিয়ে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। পৃথিবীতে ইসলাম এবং মুসলমানদের সম্মুখে এর চাইতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ পড়ে আছে, যা তাদের মনোযোগ, শ্রম, সময় ও সম্পদের দাবী করছে। সেগুলো ত্যাগ করে এসব আনুষঙ্গিক বিষয় নিয়ে ঝগড়া-বিবাদে নিজেদের সমস্ত শক্তি-সামর্থ খুইয়ে দেয়া খোদার দীনের সংগে ইনসাফ হতে পারে না।

সম্মানিত প্রশ্নকর্তা প্রমাণ করতে চাইছেন যে, তারাবীহর নামায আট রাকআতের অধিক পড়া সুন্নাতের খেলাফ। নবী করীম (সা) তারাবীহ আট রাকআত পড়েছেন, এটাই তার দাবীর ভিত্তি। অথচ এর ভিত্তিতে যদি তারাবীহ আট রাকআতের অধিক পড়াকে সুন্নাতের খেলাফ বলা বৈধ হয়, তবে একজন লোককে গোটা জীবনে তারাবীহর নামায শুধুমাত্র তিনবার জামাআতে পড়তে হবে এবং এর চাইতে অধিক পড়াকে সুন্নাতের খেলাফ ঘোষণা করতে হবে। কেননা নবী করীম (সা) গোটা জীবনে তারাবীহর নামায শুধুমাত্র তিনবার জামাআতে পড়েছেন বলেই প্রমাণিত। প্রশ্ন হচ্ছে, হযরত উমার (রা) যে সকল মুসলমানদের জন্যে গোটা রমযান মাসে নিয়মিত মসজিদে জামাআতের সাথে তারাবীহর নামায পড়ার বন্দোবস্ত করে গেছেন আপনি তাঁর এই ইজতিহাদকে গ্রহণ করে নিলেন এবং তাকে সুন্নাতের খেলাফ বলে আখ্যায়িত করেন না। তাহলে তাঁর তারাবীহর নামায বিশ রাকআত নির্ধারিণ কর্মটা কোন্ দলীলের ভিত্তিতে সুন্নাতের খেলাফ হয়ে গেলো?

হযরত উমার (রাঃ) থেকে যে বিশ রাকআত প্রমাণিত-বিজ্ঞ প্রশ্নকর্তা এব্যাপারেই সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি করে দিতে চাইছেন। মূলতঃ এটা উন্যাসিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। হযরত উমার (রা) যে তারাবীহ বিশ রাকআত নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন তা প্রায় অকাট্যভাবে প্রমাণিত। সাহাবীগণ তা কবুল করে নিয়েছিলেন। তাঁর পরের খলীফা ও সাহাবীগণ তদনুযায়ী আমল করেন। ইমাম তিরমিযী (রঃ) বলেনঃ

"অধিকাংশ আহ্‌লে ইল্‌ম' সেই নিয়মই মেনে চলেন যা হযরত উমার (রা), হযরত আলী (রা) এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম থেকে বর্ণিত, অর্থাৎ বিশ রাকআত" (আবওয়াবুস সাওম, বাব মা জাআ ফী কিয়ামে শাহরে রামাদান)।

মুহাম্মাদ ইবনে নাসরুল্ল মারওয়াযী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে এই একই কথার উল্লেখ করেন। ইবনে আবি শাইবা বিশ রাকআতকে হযরত উমার, হযরত আলী, হযরত উবাই ইবনে কাব এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামের আমল বলে উল্লেখ করেন। ইবনে আব্দুল বার বলেন, প্রসিদ্ধ আলেমগণ বিশ রাকআতেরই প্রবক্তা ছিলেন। তাছাড়া বিশ রাকআতের ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে কোনো মতবিরোধ ছিল না ।ইবনে কুদামাহ্ তাঁর আল-মুগনী গ্রন্থে লিখেছেনঃ

"ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের মতে তারাবীহ বিশ রাকআতই উত্তম। ইমাম সুফিয়ান সাওরী, আবু হানীফা ও শাফিয়ীর বক্তব্যও তাই। কিন্তু ইমাম মালিক ছত্রিশ রাকআতের প্রবক্তা। তাঁর মতে, ইসলামের প্রাচীন যুগ থেকে ছত্রিশ রাকআতই চলে আসছে। এর প্রতিকূলে আমাদের দলীল হচ্ছে, হযরত উমার যখন সকল বিচ্ছিন্ন তারাবীহ পড়ুয়াদের উবাই ইবনে কাবের ইমামতিতে একত্র করলেন, তখন তিনি বিশ রাকআত তারাবীহ পড়াতেন। আর একথাও প্রমাণিত যে, হযরত আলী (রাঃ) এক ব্যক্তিকে রমযানে বিশ রাকআত তারাবীহ পড়ানোর জন্যে নিয়োগ করেন। তাঁদের এ আমল প্রায় 'ইজমার' সমার্থক। যদি একথা প্রমাণও হয় যে, পরবর্তীতে মদীনাবাসীরা ছত্রিশ রাকআত তারাবীহ পড়েছেন, তবুও হযরত উমার (রা) যা কিছু করেছিলেন এবং যার উপর সাহাবায়ে কিরাম নিজেদের যুগে একমত হয়েছিলেন- তার অনুসরণ করাই উত্তম" (আল-মুগনী, প্রথম খণ্ড)।

এসব দলীল-প্রমাণের প্রতিকূলে সম্মানিত প্রশ্নকর্তার সমস্ত আস্থা কেবল সেই বর্ণনাটির উপরই নিবদ্ধ যা ইমাম মালিক (র) তাঁর মুআত্তায় সায়িব ইবনে ইয়াযীদের সূত্রে সংকলন করেছেন। তাতে তিনি বলেনঃ "হযরত উমার (রা) বিতরসহ তারাবীহ এগার রাকআত পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।" কিন্তু এ প্রসঙ্গে তিনটি কথা বিবেচ্য। প্রথমত, এই মুআত্তা গ্রন্থেই ইমাম মালিক ইয়াযীদ ইবনে রুমানের এই বর্ণনাও উদ্ধৃত করেছেনঃ

"হযরত উমার বিতরসহ তারবীহ তেইশ রাকআত পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন" (কিতাবুস-সালাত, আত-তারগীব ফিস-সালাতি ফী রামাদান)। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সম্মানিত প্রশ্নকর্তা এ বর্ণনাটি উপেক্ষা করেছেন।

দ্বিতীয়ত, সেই সায়িব ইবনে ইয়াযীদ (রা) যাঁর সূত্রে ইমাম মালিক এগার রাকআতের বর্ণনা সংকলন

اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ. وَمَا اَدْرٰكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ. تَنَزَّلُ الْمَلٰئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ. سَلٰمٌ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ.

"নিশ্চয়ই আমি এই (কুরআন) নাযিল করেছি লাইলাতুল কদরে। তুমি জান শবে কদর কি? কদরের রাত হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। সেই রাতে ফেরেশতাগণ এবং রূহ [জিবরাঈল] তাদের রবের অনুমতিক্রমে সব রকমের কল্যাণ নিয়ে (দুনিয়ায়) অবতরণ করে থাকেন। সেই রাতটি ফজর পর্যন্ত কেবল শান্তিই শান্তি।"

١٨٧١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَّاِحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

১৮৭১. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের আশায় রমযানের রোযা রাখল, তার পূর্ববর্তী সব গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের আশায় কদরের রাতে (ইবাদতে) দাঁড়াল, তার আগেকার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

৭৩–অনুচ্ছেদঃ লাইলাতুল কদর রমযানের শেষ সাত দিনে।

করেছেন, তাঁরই সূত্রে অত্যন্ত সহীহ সনদসহ ইমাম বায়হাকী তেইশ রাকআতের পক্ষে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। এ থেকে মনে হয়, হযরত উমার (রা) প্রথম দিকে হয়ত এগার রাকআত নির্ধারণ করেছিলেন; কিন্তু পরবর্তীতে তা তেইশ রাকআতে পরিবর্ধন করেন।

তৃতীয়ত, স্বয়ং ইমাম মালিক এ দু'টি বর্ণনার একটিও গ্রহণ করেননি, বরং তিনি ছত্রিশ রাকআতের পক্ষে ফায়সালা দেন। তিনি বলেন, এক শতাব্দী কালেরও অধিক সময় থেকে মদীনায় তিন রাকআত বিত্র এবং ছত্রিশ রাকআত তারাবীহ পড়ার প্রথা চলে আসছে। সুয়ূতী তাঁর আল–মাসাবীহ গ্রন্থে যা–ই লিখে থাকুন না কেন, মালিকী ফকীহ্গণ কিন্তু তাঁদের ইমামের উপরোক্ত বক্তব্যকেই সঠিক মনে করেন।

উপরোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি গভীর মনোনিবেশ করলে বুঝা যায়, যদিও নবী করীম (সা) আট রাকআত পড়েছিলেন, কিন্তু সাহাবায়ে কিরাম এবং তাবিয়ীগণ প্রায় সমষ্টিগতভাবে তাঁর এ কাজের অর্থ এটা মনে করেননি যে, আট রাকআত পড়াই সুন্নাত এবং তার চাইতে অধিক পড়া সুন্নাতের খেলাফ কিংবা বিদআত। আশ্চর্যের বিষয়, সাহাবায়ে কিরাম, তাবিয়ীন ও মুজতাহিদ ইমামগণ সম্পর্কে কী করে এ ধারণা করা হলো যে, তাঁরা সুন্নাত–বিদআতের মধ্যে পার্থক্য করার যোগ্যতা থেকে এতোটা মাহরুম ছিলেন, কিংবা তাঁরা সুন্নাত ত্যাগ করে বিদআত গ্রহণ করেছেন?

সর্বোপরি কথা হচ্ছে, কেউ যদি নবী (সা)–এর আট রাকআত পড়ার অর্থ এটা মনে করেন যে, সুন্নাত হিসাবে আট রাকআতের প্রচলন করাই তাঁর ইচ্ছা ছিলো, তবে তিনি ভালবাসার সাথে তার উপরই আমল করুন এবং তার মতের সমর্থকগণও এরই উপর আমল করুন। কিন্তু বিশ রাকআতকে সুন্নাতের খেলাফ ঘোষণা এতটা সহজ নয়, যতটা প্রশ্নকর্তা ধারণা করেছেন। কেননা বিশ রাকআতের পক্ষে প্রচুর দলীল–প্রমাণ মওজুদ রয়েছে — (রাসায়েল মাসায়েল, ৩য় খন্ড, ২৮২–৬)।

١٨٧٢. عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رِجَالاً مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ اُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الْاَوَاخِرِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرٰى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الْاَوَاخِرِ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيْهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْاَوَاخِرِ.

১৮৭২. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) –এর কয়েকজন সাহাবীকে স্বপ্নে (রমযানের) শেষ সাত রাতে লাইলাতুল কদর দেখান হয়েছিল। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, আমি দেখতে পাচ্ছি তোমাদের স্বপ্ন শেষ সাত রাতে সামঞ্জস্যশীল হয়ে গেছে। তাই যে ব্যক্তি তা খোঁজ করতে চায় –সে যেন শেষ সাত রাতেই তা খোঁজ করে।

١٨٧٣. عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ اَبَا سَعِيْدٍ وَّكَانَ لِي صَدِيْقًا فَقَالَ اعْتَكَفْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعَشْرَ الْاَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ فَخَرَجَ صَبِيْحَةَ عِشْرِيْنَ فَخَطَبَنَا وَقَالَ اِنِّيْ اُرِيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ اُنْسِيْتُهَا اَوْ نُسِّيْتُهَا فَالْتَمِسُوْهَا فِي الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ فِي الْوِتْرِ فَاِنِّيْ رَأَيْتُ اَنِّيْ اَسْجُدُ فِيْ مَاءٍ وَّطِيْنٍ فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلْيَرْجِعْ فَرَجَعْنَا وَمَا نَرٰى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً فَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ حَتّٰى سَالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ وَكَانَ مِنْ جَرِيْدِ النَّخْلِ فَاُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَرَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِّيْنِ حَتّٰى رَاَيْتُ اَثَرَ الطِّيْنِ فِيْ جَبْهَتِهِ

১৮৭৩. আবু সালামা (রঃ) বলেছেন, আমি আবু সাঈদকে –যিনি আমার বন্ধু ছিলেন– এক প্রশ্ন করলাম। তিনি জবাব দিলেন, আমরা নবী (সঃ)–এর সঙ্গে রমযানের মধ্যের দশ দিনে ই'তেকাফে বসলাম। অতঃপর বিশ তারিখের ভোরে নবী (সঃ) বেরিয়ে আসলেন, আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন এবং বললেন, আমাকে শবে কদর দেখান হয়েছে। তারপর আমি তা ভুলে গিয়েছি। কিংবা তিনি বলেছেন, আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। অতএব তোমরা (রমযানের) শেষ দশ দিনের বেজোড় তারিখে (অর্থাৎ ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯) লাইলাতুল কদর তালাশ কর। কেননা আমি দেখতে পেয়েছি যে, আমি স্বয়ং পানি ও কাদায় সিজদা করছি। তাই যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর সাথে ইতেকাফে বসেছে সে যেন ফিরে আসে। সুতরাং আমরা ফিরে এলাম। আমরা আকাশে এক টুকরা মেঘও দেখলাম না। হঠাৎ এক খন্ড মেঘ দেখা দিল এবং বর্ষণ শুরু হল। এমনকি মসজিদের ছাদ ভেসে গেল। এ ছাদ খেজুর পাতায় নির্মিত ছিল। অতঃপর নামায পড়া হল। আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)–কে পানি ও কাদায় সিজদা করতে দেখলাম। এমনকি আমি তাঁর কপালে কাদার চিহ্ন দেখতে পেলাম।

৭৪–অনুচ্ছেদঃ রমযানের শেষ দশ দিনে বেজোড় রাতে লাইলাতুল কদর খোঁজ করা।

١٨٧٤. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ .

১৮৭৪. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তোমরা লাইলাতুল কদরকে রমযানের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাতে তালাশ কর।

١٨٧٥. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُجَاوِرُ فِىْ رَمَضَانَ الْعَشْرَ الَّتِىْ فِىْ وَسَطِ الشَّهْرِ فَاِذَا كَانَ حِيْنَ يُمْسِىْ مِنْ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً تَمْضِىْ وَيَسْتَقْبِلُ اِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ رَجَعَ اِلٰى مَسْكَنِهٖ وَرَجَعَ مَنْ كَانَ يُجَاوِرُ مَعَهُ وَاَنَّهُ اَقَامَ فِى شَهْرٍ جَاوَرَ فِيْهِ اللَّيْلَةَ الَّتِىْ كَانَ يَرْجِعُ فِيْهَا فَخَطَبَ النَّاسَ فَاَمَرَهُمْ مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ قَالَ كُنْتُ اُجَاوِرُ هٰذِهِ الْعَشْرَ ثُمَّ قَدْ بَدَا لِىْ اَنْ اُجَاوِرَ هٰذِهِ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِىْ فَلْيَثْبُتْ (فَلْيَلْبَثْ) فِىْ مُعْتَكَفِهٖ وَقَدْ اُرِيْتُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ اُنْسِيْتُهَا فَابْتَغُوْهَا فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ وَابْتَغُوْهَا فِىْ كُلِّ وِتْرٍ وَقَدْ رَاَيْتُنِىْ اَسْجُدُ فِىْ مَاءٍ وَّطِيْنٍ فَاسْتَهَلَّتِ السَّمَاءُ فِىْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ فَاَمْطَرَتْ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فِىْ مُصَلَّى النَّبِىِّ ﷺ لَيْلَةَ اِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ فَبَصُرَتْ عَيْنِىْ فَنَظَرْتُ اِلَيْهِ انْصَرَفَ مِنَ الصُّبْحِ وَوَجْهُهُ مُمْتَلِىءٌ طِيْنًا وَّمَاءً .

১৮৭৫. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) মাহে রমযানের মধ্যের দশ দিনে ইতেকাফে বসতেন। যখন বিশ তারিখ অতীত হত এবং ২১ তারিখ এসে যেত তখন তিনি স্বগৃহে ফিরে আসতেন। আর যারা তাঁর সাথে ইতেকাফে বসতো তারাও ফিরে যেতো। একবার রমযানে তিনি সেই রাতে ই'তেকাফে ছিলেন যে রাতে সাধারণতঃ তিনি ফিরে চলে যেতেন। তারপর তিনি মানুষের সামনে ভাষণ দান করলেন এবং আল্লাহ যা চেয়েছেন সে মতে তিনি নির্দেশ দিলেন। অতঃপর বললেন, আমি এ দশদিনে ই'তেকাফ করতাম। কিন্তু এখন আমার নিকট পরিষ্কার হয়ে গেল যে, এই শেষ দশ দিনে ই'তেকাফ করা উচিত। অতএব যারা আমার সাথে ইতেকাফে বসেছে, তারা যেন নিজেদের ই'তেকাফের স্থানে অবস্থান করে। আমাকে স্বপ্নে শবে কদর দেখানো হয়েছে। এরপর তা আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। তোমরা (রমযানের) শেষ দশ দিনেই তা তালাশ কর। আর তার খোঁজ কর প্রত্যেক বেজোড় রাতে। আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমি পানি ও কাদায় সিজদা দিচ্ছি। সে রাতেই আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে, সব ভেসে গিয়েছে

এবং নবী (সঃ) –এর নামাযের স্থানটিতে পানি গড়িয়ে পড়েছে। এটি ছিল একুশ তারিখের রাত। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, নবী (সঃ) ফজরের নামায শেষ করেছেন আর তাঁর চেহারা কাদা ও পানিতে পূর্ণ ছিল।

١٨٧٦. عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ الْتَمَسُوْا.

১৮৭৬. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, তোমরা (শবে কদর) তালাশ কর।

١٨٧٧. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُجَاوِرُ فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَيَقُوْلُ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.

১৮৭৭. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) রমযানের শেষ দশ দিনে ইতেকাফে বসতেন এবং বলতেন, তোমরা লাইলাতুল কদরকে রমযানের শেষ দশ দিনে তালাশ কর।

١٨٧٨. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْتَمِسُوْهَا فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ فِى رَمَضَانَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى تَاسِعَةٍ تَبْقٰى فِىْ سَابِعَةٍ تَبْقٰى فِىْ خَامِسَةٍ تَبْقٰى.

১৮৭৮. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, তোমরা লাইলাতুল কদর রমযানের শেষ দশ দিনে খোঁজ কর। লাইলাতুল কদর এসব রাতে আছে–যখন (রমযানের) ৯, ৭ কিংবা ৫ রাত বাকী থেকে যায় (অর্থাৎ ২১, ২৩ ও ২৫ তারিখে)।

١٨٧٩. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اِلْتَمِسُوْا فِى اَرْبَعٍ وَّعِشْرِيْنَ.

১৮৭৯. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তোমরা ২৪তম রাতে তালাশ কর।

١٨٨٠. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هِىَ فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ هِىَ فِى تِسْعٍ يَمْضِيْنَ اَوْ فِىْ سَبْعٍ يَّبْقَيْنَ يَعْنِى لَيْلَةَ الْقَدْرِ.

১৮৮০. ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তা (শবে কদর) শেষ দশ দিনে আছে। যখন নয় রাত অতীত হয়ে যায় কিংবা সাত রাত বাকী থাকে (অর্থাৎ ২৯ কিংবা ২৭ তারিখে)।

৭৫–অনুচ্ছেদঃ মানুষের ঝগড়া–বিবাদের কারণে লাইলাতুল কদরের নির্দিষ্ট তারিখ বিস্মৃত হওয়া।

١٨٨١. عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ لِيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ

فَتَلَاحٰى رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَاحٰى فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَرُفِعَتْ وَعَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ خَيْرًا لَّكُمْ فَالْتَمِسُوْهَا فِى التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ .

১৮৮১. উবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) আমাদেরকে লাইলাতুল কদর সম্বন্ধে অবহিত করার জন্য বেরিয়ে আসলেন। এমন সময় দু'জন মুসলমান বিবাদে লিপ্ত ছিল। তখন তিনি বললেন, আমি বের হয়েছিলাম তোমাদেরকে লাইলাতুল কদর (এর সঠিক তারিখ সম্বন্ধে) খবর দেয়ার জন্য, কিন্তু অমুক অমুক ব্যক্তি ঝগড়ায় লিপ্ত হল। তাই (এর এলেম আমার থেকে উঠিয়ে নেয়া হল)। সম্ভবতঃ এর মধ্যেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত ছিল। অতএব তোমরা লাইলাতুল কদর (শেষ দশ দিনের) নবম, সপ্তম ও পঞ্চম রাতে তালাশ কর।

৭৬–অনুচ্ছেদঃ রমযানের শেষ দশ দিনের আমলের বর্ণনা।

١٨٨٢. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِيْزَرَهُ وَاَحْىٰ لَيْلَهُ وَاَيْقَظَ اَهْلَهُ .

১৮৮২. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, যখন (রমযানের শেষ) দশ দিন এসে যেত, তখন নবী (সঃ) পরনের কাপড় মজবুত করে বাঁধতেন (অর্থাৎ দৃঢ়তার সাথে প্রস্তুতি নিতেন), রাত জাগতেন এবং পরিবারের লোকজনকেও জাগাতেন।

৭৭–অনুচ্ছেদঃ রমযানের শেষ দশ দিনে সকল মসজিদে ই'তেকাফে বসা। মহান আল্লাহর বাণীঃ

وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِى الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ .

'তোমরা যখন মসজিদগুলোয় ই'তেকাফের অবস্থায় থাকবে তখন আপন স্ত্রীদের সাথে সহবাস করো না। এগুলো হল আল্লাহর অলংঘনীয় বিধান। তাই এসবের নিকটেও যেও না। এভাবেই আল্লাহ মানুষের কল্যাণে তাঁর নির্দেশাবলী সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন যাতে তারা মুত্তাকী হতে পারে।"

١٨٨٣. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ .

১৮৮৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) রমযানের শেষ দশ দিনে ই'তেকাফ বসতেন।

١٨٨٤. عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللّٰهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ .

১৮৮৪. নবী-পত্নী আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) রমযানের শেষ দশ দিনে ইতেকাফে বসতেন যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁকে উঠিয়ে নিলেন। তারপর তাঁর পত্নীগণও (শেষ দশকে) ই'তেকাফ করতেন।

١٨٨٥. عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كان يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ فَاعْتَكَفَ عَامًا حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةَ إِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِيْ يَخْرُجُ مِنْ صَبِيْحَتِهَا مِنْ اعْتِكَافِهِ قَالَ مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِف الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ وَقَدْ أُرِيْتُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أُنْسِيْتُهَا وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِيْ مَاءٍ وَّطِيْنٍ مِّنْ صَبِيْحَتِهَا فَالْتَمِسُوْهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَالْتَمِسُوْهَا فِيْ كُلِّ وِتْرٍ فَمَطَرَت السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلٰى عَرِيْشٍ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فَبَصُرَت عَيْنَايَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى جَبْهَتِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ مِنْ صُبْحِ إِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ .

১৮৮৫. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) রমযানের মধ্যের দশ দিনে ইতেকাফে বসতেন। অতঃপর এক বছর তিনি (সেই নিয়মে) ইতেকাফে বসলেন। যখন একুশ তারিখের রাত আসল যে রাতের ভোর বেলায় সাধারণত তিনি ইতেকাফ থেকে বেরিয়ে আসতেন, তিনি বললেন, যে আমার সাথে ইতেকাফ করেছে সে যেন শেষ দশ দিনে ইতেকাফ করে। কেননা এই (কদরের) রাত আমাকে দেখান হয়েছে। তারপর তা আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমি ঐ রাতের ভোরে পানি ও কাদায় সিজদা দিচ্ছি। অতএব তোমরা শেষ দশটি তারিখে তা তালাশ কর এবং প্রত্যেক বেজোড় রাতে তা খোঁজ কর। তারপর সেই রাতেই আকাশ থেকে প্রবল বর্ষণ হল। মসজিদের ছাদে খেজুর পাতার ছাউনি ছিল। এজন্য মসজিদে পানির ফোটা পড়তে লাগল। আমার দু'টি চোখ একুশ তারিখের ভোরে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দেখতে পেল যে, তাঁর কপালে পানি ও কাদার চিহ্ন ছিল।

৭৮—অনুচ্ছেদঃ ঋতুবতীর ইতেকাফরত পুরুষের মাথায় চিরুনি করা।

١٨٨٦. عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصْغِي إِلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ مُجَاوِرٌ فِي الْمَسْجِدِ فَأُرَجِّلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ .

১৮৮৬. নবী–পত্নী আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) মসজিদে ইতেকাফরত অবস্থায় নিজের মাথা আমার দিকে ঝুঁকিয়ে দিতেন। আমি হায়েয অবস্থায় তাঁর মাথা আচড়িয়ে দিতাম।

৭৯–অনুচ্ছেদঃ ইতেকাফরত ব্যক্তি বিনা দরকারে যেন ঘরে না যায়।

١٨٨٧. عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ وَاِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَاْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَاُرَجِّلُهُ وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ اِلاَّ لِحَاجَةٍ اِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا .

১৮৮৭. নবী–পত্নী আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার দিকে তাঁর মাথা ঝুঁকিয়ে দিতেন। অথচ তিনি মসজিদে (ইতেকাফরত) ছিলেন। আমি তা আচড়িয়ে দিতাম। তিনি ই'তেকাফে থাকা অবস্থায় জরুরী দরকার ভিন্ন ঘরে যেতেন না।

৮০–অনুচ্ছেদঃ ইতেকাফ অবস্থায় গোসল করা।

١٨٨٨. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُبَاشِرُنِي وَاَنَا حَائِضٌ وَكَانَ يُخْرِجُ رَاْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَاَغْسِلُهُ وَاَنَا حَائِضٌ

১৮৮৮. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) আমার হায়েয অবস্থায়ও একই বিছানায় আমার সাথে রাত যাপন করেছেন। তিনি ইতেকাফ অবস্থায় মসজিদ থেকে মাথা বের করে দিতেন এবং আমি হায়েযগ্রস্ত অবস্থায় তা ধুয়ে দিতাম।

৮১–অনুচ্ছেদঃ রাতে ইতেকাফ করা।

١٨٨٩. عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ سَاَلَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ اَنْ اَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ فَاَوْفِ بِنَذْرِكَ .

১৮৮৯. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। উমর (রাঃ) নবী (সঃ)–কে বলেন, আমি জাহিলিয়াতের যুগে মান্নত করেছিলাম–মসজিদে হারামে এক রাত ইতেকাফ করব। নবী (সঃ) বলেন, তা হলে তোমার মান্নত পূরণ কর।[২৯]

৮২– অনুচ্ছেদঃ মহিলাদের ইতেকাফ করা।

١٨٩٠. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَكُنْتُ اَضْرِبُ لَهُ خِبَاءً فَيُصَلِّي الصُّبْحَ ثُمَّ يَدْخُلُهُ فَاسْتَاْذَنَتْ

২৯. এ হাদীসে দেখা যাচ্ছে জাহিলী যুগেও আরবদের মধ্যে ইবরাহীম (আঃ) –এর ধর্মের কিছু কিছু ঐতিহ্য অটুট ছিল।

حَفْصَةُ عَائِشَةَ اَنْ تَضْرِبَ خِبَاءً فَاَذِنَتْ لَهَا فَضَرَبَتْ خِبَاءً فَلَمَّا رَأَتْهُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ ضَرَبَتْ خِبَاءً اٰخَرَ فَلَمَّا اَصْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ رَأَى الْاَخْبِيَةَ فَقَالَ مَا هٰذَا فَاُخْبِرَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْبِرَّ تُرَوْنَ (تُرِدْنَ) بِهِنَّ فَتَرَكَ الْاِعْتِكَافَ ذٰلِكَ الشَّهْرِ ثُمَّ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِّنْ شَوَّالٍ .

১৮৯০. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) রমযানের শেষ দশ দিনে ইতেকাফে বসতেন। আমি তাঁর জন্য তাঁবু খাটিয়ে দিতাম। তিনি ফজরের নামায আদায় করে তাতে প্রবেশ করতেন। একবার হাফসা (রাঃ) আয়েশা (রাঃ)–এর নিকট অনুরূপ তাঁবু খাটানোর অনুমতি চাইলেন। আয়েশা (রাঃ) তাঁকে অনুমতি দিলেন। হাফসা (রাঃ) একটি তাঁবু খাটালেন। যয়নাব বিনতে জাহশ (রা) তা দেখে আরেকটি তাঁবু খাটালেন। ভোর বেলায় নবী (সঃ) তাঁবুগুলো দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এসব কি? তখন তাঁকে (সব) অবগত করান হল। (তা শুনে) নবী (সঃ) বললেন, তারা কি এ সব দ্বারা নেকী হাসিল করতে চায়? অতঃপর তিনি সে মাসের ইতেকাফ বর্জন করলেন এবং শাওয়াল মাসে পুনরায় দশ দিন ইতেকাফ করলেন।

৮৩– অনুচ্ছেদঃ মসজিদে তাঁবু খাটানো।

১৮৯১. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَرَادَ اَنْ يَّعْتَكِفَ فَلَمَّا انْصَرَفَ اِلَى الْمَكَانِ الَّذِىْ اَرَادَ اَنْ يَّعْتَكِفَ اِذَا اَخْبِيَةٌ خِبَاءُ عَائِشَةَ وَخِبَاءُ حَفْصَةَ وَخِبَاءُ زَيْنَبَ فَقَالَ اَلْبِرَّ تَقُوْلُوْنَ بِهِنَّ ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ حَتّٰى اعْتَكَفَ عَشْرًا مِّنْ شَوَّالٍ .

১৮৯১. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) (একবার) ইতেকাফ করার ইচ্ছা করলেন, তিনি যে স্থানে ইতেকাফ করার ইচ্ছা করলেন সেখানে গিয়ে দেখলেন, কয়েকটি তাঁবু পড়েছে। একটি তাঁবু আয়েশার, একটি হাফসার, আর একটি যয়নাব (রাঃ)–এর। তিনি বললেন, তোমরা কি এগুলোর মধ্যে কল্যাণ আছে মনে কর ? অতঃপর তিনি ইতেকাফ না করেই ফিরে গেলেন এবং পরে শাওয়ালের দশ দিন ইতেকাফ করলেন।

৮৪–অনুচ্ছেদঃ প্রয়োজনে ইতেকাফ অবস্থায় মসজিদের দরজায় আসা যায়।

১৮৯২. عَنْ صَفِيَّةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَخْبَرَتْ اَنَّهَا جَاءَتْ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَزُوْرُهُ فِى اعْتِكَافِهِ فِى الْمَسْجِدِ فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ مَعَهَا يَقْلِبُهَا حَتّٰى اِذَا

يَلْغَتْ بَابَ الْمَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ مَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الْاَنْصَارِ فَسَلَّمَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى رِسْلِكُمَا اِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ فَقَالَا سُبْحَانَ اللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الْاِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ وَاِنِّى خَشِيْتُ اَنْ يَّقْذِفَ فِى قُلُوْبِكُمَا شَيْئًا.

১৮৯২. নবী-পত্নী সাফিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি (একবার) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সংগে দেখা করার জন্য মসজিদে গেলেন। নবী (সঃ) তখন রমযানের শেষ দশ দিনে ই'তেকাফে ছিলেন। সাফিয়া (রাঃ) তাঁর নিকট (বসে) সামান্য সময় কথাবার্তা বললেন। এরপর (ঘরে) ফেরার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। নবী (সঃ)-ও সংগে সংগে উঠলেন এবং তাঁকে এগিয়ে দেবার জন্য উম্মে সালামা (রাঃ)-এর দরজার নিকটস্থ মসজিদের দরজা পর্যন্ত পৌছলেন। তখন দু'জন আনসারী সাহাবী সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে সালাম করলেন। নবী (স) তাদের বললেন, তোমরা একটু অপেক্ষা কর। এই মহিলা হল হুয়াইর কন্যা সাফিয়া। তাঁরা বললেন, সুবহানাল্লাহ, ইয়া রসূলাল্লাহ! নবী (সঃ) বললেন, শয়তান মানুষের শিরায় পৌছতে সক্ষম। তাই আমার আশংকা হল, সে তোমাদের মনে কোন কুধারণার সৃষ্টি করে দেয় না কি।

৮৫-অনুচ্ছেদঃ নবী (সঃ)-এর বিশ তারিখে ইতেকাফ সমাপ্ত করা।

١٨٩٣. عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَأَلْتُ اَبَا سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيَّ قُلْتُ هَلْ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَذْكُرُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ قَالَ نَعَمْ اِعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْعَشْرَ الْاَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ قَالَ فَخَرَجْنَا صَبِيْحَةَ عِشْرِيْنَ قَالَ فَخَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَبِيْحَةَ عِشْرِيْنَ فَقَالَ اِنِّى اُرِيْتُ (رَأَيْتُ) لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَاِنِّى نُسِّيْتُهَا (نَسِيْتُهَا) فَالْتَمِسُوْهَا فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ فِى الْوِتْرِ فَاِنِّى رَأَيْتُ اَنِّى اَسْجُدُ فِى مَاءٍ وَّطِيْنٍ فَمَنْ كَانَ اِعْتَكَفَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلْيَرْجِعْ فَرَجَعَ النَّاسُ اِلَى الْمَسْجِدِ وَمَانَرٰى فِى السَّمَاءِ قَزَعَةً قَالَ فَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ وَاُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَسَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الطِّيْنِ وَالْمَاءِ حَتّٰى رَأَيْتُ الطِّيْنَ فِى اَرْنَبَتِهِ وَجَبْهَتِهِ.

১৮৯৩. আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে শবে কদর সম্বন্ধে কিছু

উল্লেখ করতে শুনেছেন? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ, আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে রমযানের দ্বিতীয় দশকে ইতেকাফে বসেছিলাম। আমরা বিশ তারিখের ভোরে বেরিয়ে আসলাম। রসূলুল্লাহ (সঃ) বিশ তারিখের ভোরেই আমাদের সামনে ভাষণ দান করলেন এবং বললেন, আমাকে কদরের রাত দেখান হয়েছিল এবং আমাকে তা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। তাই তোমরা তা শেষ দশ দিনের বেজোড় রাতে তালাশ কর। কেননা আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি পানি ও কাদায় সিজদা করছি। অতএব যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে ইতেকাফরত ছিল তার ফিরে আসা উচিত। সূতরাং লোকজন মসজিদে ফিরে গেল। আমরা আসমানে এক খন্ড মেঘও দেখলাম না। কিন্তু (হঠাৎ) মেঘ আসল, বৃষ্টি হল এবং নামায পড়া হল। রসূলুল্লাহ (সঃ) কাদা ও পানিতে সিজদা করলেন। এমনকি আমি তাঁর কপাল ও নাকে কাদা দেখতে পেয়েছি।

৮৬-অনুচ্ছেদঃ রক্তপ্রদর অবস্থায় নারীর ইতেকাফ।

١٨٩٤. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِمْرَأَةٌ مِّنْ اَزْوَاجِهِ مُسْتَحَاضَةً فَكَانَتْ تَرَى الْحُمْرَةَ وَالصُّفْرَةَ فَرُبَّمَا وَضَعْنَا الطَّسْتَ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي.

১৮৯৪. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে তাঁর কোন এক স্ত্রী ইস্তেহাযা অবস্থায় ইতেকাফ করেছিলেন। সেই স্ত্রী (স্রাবের রক্তের রঙ) লাল ও হলুদ দেখতেন। প্রায়ই আমরা তাঁর নীচে একখানা তস্তরী রেখে দিতাম (রক্ত যেন তাতেই পড়ে)। আর এই অবস্থায় তিনি নামায পড়তেন।

৮৭-অনুচ্ছেদঃ ইতেকাফের সময় স্বামীর সাথে স্ত্রীর দেখা করা।

١٨٩٥. عَنْ صَفِيَّةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَخْبَرَت كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِى الْمَسْجِدِ وَعِنْدَهُ اَزْوَاجُهُ فَرُحْنَ فَقَالَ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ لاَ تَعْجَلِى حَتَّى اَنْصَرِفَ مَعَكِ وَكَانَ بَيْتُهَا فِى دَارِ اُسَامَةَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مَعَهَا فَلَقِيَهُ رَجُلاَنِ مِنَ الْاَنْصَارِ فَنَظَرَا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ اَجَازَا فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ تَعَالَيَا اِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ فَقَالاَ سُبْحَانَ اللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِى مِنَ الْاِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ وَاِنِّى خَشِيْتُ اَن يُلْقِىَ فِى اَنْفُسِكُمَا شَيْئًا.

১৮৯৫. নবী-পত্নী সাফিয়া (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) মসজিদে ছিলেন। তাঁর নিকটে তাঁর বিবিগণও ছিলেন। তাঁরা যখন চলে যাচ্ছিলেন তখন নবী (সঃ) হুয়াই তনয়া

সাফিয়াকে বললেন, তুমি তাড়াতাড়ি করো না (অপেক্ষা কর), আমিও তোমার সাথে যাব। সাফিয়ার কক্ষটি ছিল উসামা ইবনে যায়েদের ঘরের নিকটে। নবী (সঃ) তাঁর সাথে চললেন। দু'জন আনসারী পুরুষের সাথে তাঁর দেখা হল। তারা নবী (সঃ)-এর দিকে তাকাল। তারপর এগিয়ে চলল। নবী (সঃ) তাদের বললেন, তোমরা (এদিকে) এগিয়ে এস। এই মেয়েলোকটি সাফিয়া বিনতে হুয়াই (আমার স্ত্রী)। তারা বলল, সুবহানাল্লাহ, ইয়া রসূলাল্লাহ! নবী (সঃ) বললেন, শয়তান মানবদেহে রক্তের ন্যায় চলাচল করে। আমার আশংকা হল, সে তোমাদের মনে কোন কুধারণা সৃষ্টি করে দেয়া কি না।

৮৮–অনুচ্ছেদঃ ইতেকাফকারী নিজেই কি কুধারণা দূর করতে পারে?

١٨٩٦. عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ اَنَّ صَفِيَّةَ اَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَلَمَّا رَجَعَتْ مَشٰى مَعَهَا فَاَبْصَرَهُ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَلَمَّا اَبْصَرَهُ دَعَاهُ فَقَالَ تَعَالَ هِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ هٰذِهِ صَفِيَّةُ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِيْ مِنِ ابْنِ اٰدَمَ مَجْرَى الدَّمِ قُلْتُ لِسُفْيَانَ اَتَتْهُ لَيْلاً قَالَ وَهَلْ هُوَ اِلاَّ لَيْلٌ .

১৮৯৬. আলী ইবনে হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত। সাফিয়া (রাঃ) নবী (সঃ)-এর খেদমতে আসলেন। নবী (সঃ) তখন ইতেকাফরত ছিলেন। যখন সাফিয়া ফিরে চললেন, নবী (সঃ)-ও তাঁর সাথে কতদূর হাঁটলেন। একজন আনসারী পুরুষ নবী (সঃ)-কে দেখল। নবী (সঃ)-ও তাঁকে দেখতে পেয়ে ডাকলেন এবং বললেন, এ হল সাফিয়া বিনতে হুয়াই। শয়তান বনী আদমের দেহে রক্তের ন্যায় চলাচল করে।

আলীর বর্ণনা, আমি সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কি নবী (সঃ)-এর নিকট রাতে এসেছিলেন? তিনি জবাব দিলেন, তা তো রাতই ছিল।

৮৯–অনুচ্ছেদঃ ইতেকাফ থেকে ভোরে বেরিয়ে আসা।

١٨٩٧ – عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ اعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْعَشْرَ الْاَوْسَطَ فَلَمَّا كَانَتْ صَبِيْحَةُ عِشْرِيْنَ فَقُلْنَا مَتَاعَنَا فَاَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ فَلْيَرْجِعْ اِلٰى مُعْتَكَفِهٖ فَاِنِّيْ رَاَيْتُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ وَرَاَيْتُنِيْ اَسْجُدُ فِيْ مَاءٍ وَّطِيْنٍ فَلَمَّا رَجَعَ اِلٰى مُعْتَكَفِهٖ وَهَاجَتِ السَّمَاءُ فَمُطِرْنَا فَوَالَّذِيْ بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَقَدْ هَاجَتِ السَّمَاءُ مِنْ اٰخِرِ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَرِيْشًا فَلَقَدْ رَاَيْتُ عَلٰى اَنْفِهٖ وَاَرْنَبَتِهٖ اَثَرَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ –

১৮৯৭. আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর সঙ্গে মাঝের দশ দিনে ইতেকাফে বসেছিলাম। বিশ তারিখ ভোরে আমরা আমাদের আসবাবপত্র স্থানান্তর করলাম। এ সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের নিকট এসে বললেন, যে ইতেকাফে ছিল সে যেন ইতেকাফের জায়গায় ফিরে যায়। আমি (স্বপ্ন) এই (কদরের) রাত দেখতে পেয়েছি। আমি দেখেছি, আমি পানি ও কাদায় সিজদা করছি। যখন তিনি নিজ ইতেকাফের জায়গায় ফিরে গেলেন, তখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল এবং বর্ষণ শুরু হল। কসম সেই সত্তার যিনি তাঁকে হক সহকারে পাঠিয়েছেন! আকাশ সেই দিনের শেষভাগে মেঘাচ্ছন্ন হয়েছিল। আর মসজিদে ছিল তখন খেজুর পাতায় ছাউনি। আমি তাঁর নাক ও কপালে পানি ও কাদার চিহ্ন দেখেছি।

৯০–অনুচ্ছেদঃ শাওয়াল মাসে ইতেকাফ করা।

١٨٩٨. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْتَكِفُ فِى كُلِّ رَمَضَانَ فَاذَا صَلَّى الْغَدَاةَ دَخَلَ مَكَانَهُ الَّذِى اعْتَكَفَ فِيْهِ قَالَ فَاسْتَاذَنَتْهُ عَائِشَةُ اَنْ تَعْتَكِفَ فَاذِنَ لَهَا فَضَرَبَتْ فِيْهِ قُبَّةً فَسَمِعَتْ بِهَا حَفْصَةُ فَضَرَبَتْ قُبَّةً وَسَمِعَتْ زَيْنَبُ بِهَا فَضَرَبَتْ قُبَّةً اُخْرٰى فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْغَدَاةِ اَبْصَرَ اَرْبَعَ قِبَابٍ فَقَالَ مَا هٰذَا فَاُخْبِرَ خَبَرَهُنَّ فَقَالَ مَا حَمَلَهُنَّ عَلٰى هٰذَا الْبِرُّ انْزِعُوْهَا فَلاَ اَرَاهَا فَنُزِعَتْ فَلَمْ يَعْتَكِفْ فِىْ رَمَضَانَ حَتّٰى اعْتَكَفَ فِى اٰخِرِ الْعَشْرِ مِنْ شَوَّالٍ .

১৮৯৮. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) রমযান মাসে ইতেকাফ করতেন। তিনি ফজরের নামায আদয়ের পর ইতেকাফে চলে যেতেন। আয়েশা (রাঃ) তাঁর নিকট ইতেকাফ করার অনুমতি চাইলেন। তিনি অনুমতি দিলেন। আয়েশা (রাঃ) সেখানে একটি তাঁবু খাটালেন। হাফসা (রাঃ) যখন তা শুনলেন, তিনি একটি তাঁবু বানালেন। এরপর যয়নাব (রাঃ) তা শুনলেন। তিনিও একটি তাঁবু নির্মাণ করলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) ফজরের নামায শেষে ফিরে এসে চারটি তাঁবু দেখে বললেন, এসব কি? তাঁকে সব খবর দেয়া হল। তিনি বললেন, তাদেরকে নেকী হাসিলের উদ্দেশ্য এ কাজে উদ্বুদ্ধ করেনি। সব ভেঙ্গে ফেল। আমি এতে নেকীর কোনো কিছু দেখছি না। সুতরাং তাঁবুগুলো উপড়ে ফেলা হল। এরপর সেই রমযানে নবী (সঃ) আর ইতেকাফে বসেননি। শাওয়ালের শেষ দশ দিনে তিনি ইতেকাফ করেছেন।

৯১–অনুচ্ছেদঃ ইতেকাফের জন্য রোযা রাখা জরুরী নয়।

١٨٩٩. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى نَذَرْتُ فِى

الْجَاهِلِيَّةِ اَنْ اَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ اَوْفِ بِنَذْرِكَ فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً .

১৮৯৯. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি জাহিলী যুগে মসজিদুল হারামে এক রাত ইতেকাফ করার মান্নত করেছিলাম। নবী (সঃ) তাঁকে বললেন, তোমার মান্নত পূরণ কর তখন উমর (রাঃ) এক রাত ইতেকাফ করলেন।

৯২–অনুচ্ছেদঃ জাহিলী যুগে ইতেকাফের মান্নত করা অতঃপর মুসলমান হওয়া।

١٩٠٠. عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ نَذَرَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ اَنْ يَّعْتَكِفَ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ اُرَاهُ قَالَ لَيْلَةً فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوْفِ بِنَذْرِكَ

১৯০০. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। উমর (রাঃ) জাহিলী যুগে (মুসলমান হওয়ার আগে) ইতেকাফ করার মান্নত করেছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি মনে করি, উমর (রাঃ) এক রাতের কথা বলেছিলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বললেন, তুমি তোমার মান্নত পূরণ কর।

৯৩–অনুচ্ছেদঃ রমযানের মধ্যের দশ দিনে ইতেকাফ করা।

١٩٠١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَعْتَكِفُ فِى كُلِّ رَمَضَانَ عَشْرَةَ اَيَّامٍ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِىْ قُبِضَ فِيْهِ اِعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ يَوْمًا .

১৯০১. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) প্রতি রমযানে দশদিন ইতেকাফ করতেন। কিন্তু যে বছর তার ইন্তেকাল হল, সে বছর তিনি বিশ দিন ইতেকাফ করেছিলেন।

৯৪–অনুচ্ছেদঃ ইতেকাফের ইচ্ছা করে কোন কারণে তা বর্জন করা।

١٩٠٢. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَكَرَ اَن يَّعْتَكِفَ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَاسْتَاْذَنَتْهُ عَائِشَةُ فَاَذِنَ لَهَا وَسَاَلَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ اَنْ تَسْتَاْذِنَ لَهَا فَفَعَلَتْ فَلَمَّا رَأَتْ ذٰلِكَ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ اَمَرَت بِبِنَاءٍ فَبُنِىَ لَهَا قَالَتْ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلّٰى انْصَرَفَ اِلٰى بِنَاءِهِ فَبَصُرَ بِالْاَبْنِيَةِ فَقَالَ مَا هٰذَا قَالُوْا بِنَاءُ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَزَيْنَبَ فَقَالَ رَسُوْلُ

اللّٰهِ ﷺ اَلْبِرَّ اَرَدْنَ بِهٰذَا مَا اَنَا بِمُعْتَكِفٍ فَرَجَعَ فَلَمَّا اَفْطَرَ اِعْتَكَفَ عَشْرًا مِّنْ شَوَّالٍ.

১৯০২. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) রমযানের শেষ দশ দিনে ইতেকাফ করার কথা উল্লেখ করেছিলেন। তখন আয়েশা (রাঃ) তাঁর নিকট (ইতেকাফের) অনুমতি চাইলেন। তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। হাফসা (রাঃ) আয়েশা (রাঃ)–এর নিকট আবেদন করলেন [নবী (সঃ)–এর নিকট] তার জন্যও যেন অনুমতি নিয়ে নেয়া আয়েশা (রাঃ) তা করে দিলেন। যয়নাব বিনতে জাহশ (রাঃ) তা দেখে তিনিও একটি তাঁবু খাটানোর হুকুম করলেন। সুতরাং তার জন্যও একটি তাঁবু খাটানো হল। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) ফজরের নামায আদায় করে নিজ তাঁবুতে ফিরে যেতে এসব তাঁবু দেখতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এসব কি? সাহাবাগণ বললেন, এগুলো হল আয়েশা, হাফসা ও যয়নাবের তাঁবু। শুনে রসূলুল্লাহ (সঃ) মন্তব্য করলেন, এর দ্বারা তারা কি নেকী হাসিলের এরাদা করেছে? আমি ইতেকাফে থাকব না। সুতরাং তিনি ফিরে চলে গেলেন। রোযা শেষ হলে তিনি শাওয়ালের দশ দিন ইতেকাফ করলেন।[৩০]

৯৫–অনুচ্ছেদঃ ইতেকাফ অবস্থায় মাথা ধোয়ার উদ্দেশ্যে ঘরের দিকে তা এগিয়ে দেওয়া।

١٩٠٣. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ النَّبِيَّ ﷺ وَهِيَ حَائِضٌ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِى الْمَسْجِدِ وَهِيَ فِىْ حُجْرَتِهَا يُنَاوِلُهَا رَأْسَهُ.

১৯০৩. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি হায়েয অবস্থায় নবী (সঃ)–এর মাথা আঁচড়িয়ে দিতেন অথচ এই সময় নবী (সঃ) ছিলেন মসজিদে ইতেকাফরত। আর আয়েশা (রাঃ) ছিলেন তাঁরই কক্ষে (ঘর থেকেই তিনি নবী (সঃ)–এর মাথা আঁচড়িয়ে দিতেন)। নবী (সঃ) তাঁর মাথা আয়েশা (রাঃ)– এর দিকে বাড়িয়ে দিতেন।

---

৩০. ইতেকাফ তিন প্রকার–ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাব।

(ক) ইতেকাফের মান্নত করলে তা আদায় করা ওয়াজিব।

(খ) রমযানের শেষ দশ দিন ইতেকাফ করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা কিফায়া।

(গ) এ দুটি ছাড়া অন্য সময়ের জন্য যে ইতেকাফ করা হয় তা মুসতাহাব। ওয়াজিব ও সুন্নাতে মুওয়াক্কাদা ইতেকাফের জন্য রোযা শর্ত। মুসতাহাব ইতেকাফ ঘন্টা খানেকের জন্যও করা যায়।

অধ্যায়—১২

كتاب البيوع

(ক্রয়—বিক্রয় ও ব্যবসা—বাণিজ্য)

মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর বাণী ঃ

وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوٰى (البقرة : ٢٧٥)

"আল্লাহ ক্রয়—বিক্রয়কে হালাল ও সুদ হারাম করেছেন" (বাকারা ঃ ২৭৫)।

الاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِـرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ (البقرة : ٢٨٢)

"হাঁ তবে যদি এমন ব্যবসায় (ক্রয়-বিক্রয় বা লেনদেন) হয় যা নগদ আদান-প্রদান করে তবে তা লিপিবদ্ধ না করায় তোমাদের কোন গুনাহ নেই।"—(সূরা আল বাকরা ২৮২)

১-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণীতে যা বলা হয়েছে।

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوْا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ . وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوَانِ انْفَضُّوْا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ الَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللّٰهُ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ .

سورة الجمعة : اية -١٠- ١١ -

"নামায সমাধা হলে তোমরা ভূ—পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণে ব্যাপৃত হও। আর এ ব্যাপারে আল্লাহকে বেশী করে স্মরণ কর তাহলে অবশ্যই সফলতা লাভ করতে পারবে। যখন তারা কোন ব্যবসা সামগ্রী বা খেল—তামাশার উপকরণ দেখতে পায় তখন তোমাকে একাকী নামাযে রত রেখে সেদিকে ছুটে যায়। তুমি বলে দাও, আল্লাহর কাছে যা কিছু (মুমিনদের জন্য প্রস্তুত) আছে তা খেল—তামাশা ও ব্যবসায় উপকরণ হতে উত্তম। আল্লাহই উত্তম রিযিকদাতা" (সূরা জুমুআ ঃ ১০—১১)।

মহান আল্লাহ আরও বলেনঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَـأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ.

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ আত্মসাৎ করো না, তবে পরস্পরের সম্মতিতে ব্যবসা করা বৈধ"—(সূরা নিসা ঃ ২৯)।

١٩٠٤. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اِنَّكُمْ تَقُوْلُوْنَ اِنَّ اَبَاهُرَيْرَةَ يَكْثُرُ الْحَدِيْثَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَتَقُوْلُوْنَ مَابَالُ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ لاَ يُحَدِّثُوْنَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَاِنَّ اِخْوَاتِى مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْاَسْوَاقِ وَكُنْتُ اَلْزَمُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى مِلْأِ بَطْنِى فَاَشْهَدُ اِذَا غَابُوْا وَاَحْفَظُ اِذَا نَسُوْا وَكَانَ يَشْغَلُ اِخْوَتِى مِنَ الْاَنْصَارِ عَمَلُ اَمْوَالِهِمْ وَكُنْتُ اِمْرَأً مِسْكِيْنًا مِنْ مَسَاكِيْنِ الصُّفَّةِ اَعِى حِيْنَ يَنْسَوْنَ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَدِيْثٍ يُحَدِّثُهُ اَنَّهُ لَنْ يَّبْسُطَ اَحَدٌ ثَوْبَهُ حَتّٰى اَقْضِىْ مَقَالَتِىْ هٰذِهِ ثُمَّ يَجْمَعُ اِلَيْهِ ثَوْبَهُ اِلاَّ وَعٰى مَا اَقُوْلُ فَبَسَطْتُ نَمِرَةً عَلَىَّ حَتّٰى اِذَا قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَقَالَتَهُ جَمَعْتُهَا اِلٰى صَدْرِى فَمَا نَسِيْتُ مِنْ مَقَالَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تِلْكَ مِنْ شَىْءٍ.

১৯০৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেছেন, তোমরা বলে থাক আবু হুরাইরা রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে বহু (অধিক সংখ্যক) হাদীস বর্ণনা করে থাকেন। কিন্তু আনসার ও মুহাজিরদের কি হল যে, তারা রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে আবু হুরাইরার মত অত হাদীস বর্ণনা করতে পারে না। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আমাদের মুহাজির ভাইগণ অধিকাংশ সময় বাজারে ব্যবসায়ে ব্যস্ত থাকেন। আর আমার পেট ভরা থাকলে (ক্ষুধার্ত না হলে) আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)—এর সাহচর্য আবশ্যকীয় মনে করি। সুতরাং তারা যখন [রসূলুল্লাহ (সঃ)—এর কাছে] অনুপস্থিত থাকে, আমি তখন উপস্থিত থাকি। তারা যখন ভুলে যায়, আমি মনে রাখি। আর আমাদের আনসার ভাইদের আর্থিক কারবারের ব্যস্ততায় খুব কম ফুরসত মিলে। আমি আহলে সুফফাদের মধ্যে একজন গরীব ব্যক্তি। তারা [আনসারগণ রসূলুল্লাহ (সঃ)—এর নিকট থেকে শোনা কথা] ভুলে যায় কিন্তু আমি সযত্নে মুখস্ত রাখি। কোন এক সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) (হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে) কথা প্রসংগে বলেছিলেন, আমার কোন কিছু বলার সময় যদি কেউ তার বস্ত্র বিছিয়ে দেয় আর আমার কথা শেষ হবার পর তা গুটিয়ে নেয়, তাহলে আমি যা বলবো তা সবই সে নির্ভুলভাবে মনে রাখতে পারবে। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, (একথা শুনে) আমি আমার গায়ের চাদর বিছিয়ে রাখলাম এবং তিনি কথা শেষ করলে আমি তা গুটিয়ে নিয়ে আমার বক্ষে চেপে ধরলাম। সে সময় থেকে আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)—এর কোন কথাই ভুলিনি।

١٩٠٥. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ اٰخٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ اِنِّى اَكْثَرُ الْاَنْصَارِ مَالاً فَاُقْسِمُ لَكَ نِصْفَ مَالِيْ وَانْظُرْ اَىَّ زَوْجَتَيَّ هَوِيْتَ نَزَلْتُ لَكَ عَنْهَا فَاِذَا حَلَّتْ تَزَوَّجْتَهَا قَالَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ لاَ حَاجَةَ لِيْ فِيْ ذٰلِكَ هَلْ مِنْ سُوْقٍ فِيْهِ تِجَارَةٌ قَالَ سُوْقُ قَيْنُقَاعَ قَالَ فَغَدَا اِلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَاَتٰى بِاَقِطٍ وَسَمْنٍ قَالَ ثُمَّ تَابَعَ الْغُدُوَّ فَمَا لَبِثَ اَنْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَلَيْهِ اَثَرُ صُفْرَةٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَزَوَّجْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَمَنْ قَالَ امْرَأَةً مِنَ الْاَنْصَارِ قَالَ كَمْ سُقْتَ قَالَ زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ اَوْ نَوَاةً ذَهَبٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ اَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.

১৯০৫. ইবরাহীম ইবনে সা'দ (রঃ) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও তাঁর দাদার সূত্রে বর্ণিত। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) বলেছেন, আমরা মদীনায় আগমন করলে রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার এবং সা'দ ইবনে রাবীর মধ্যে ভ্রাতৃ সম্পর্ক পাতিয়ে দিলেন। এরপর সা'দ ইবনে রাবী বললেন, আনসারদের মধ্যে আমি সবচেয়ে সম্পদশালী ব্যক্তি। আমার সম্পদের অর্ধেক অংশ তোমাকে প্রদান করব। আর আমার স্ত্রীদের মধ্যে যাকে তোমার পসন্দ হয় তাকে আমি তোমার জন্য তালাক প্রদান করব। (তালাকের) পর সে হালাল হলে (তার ইদ্দত পূর্ণ হলে) তাকে বিবাহ করে নেবে। এসব কথা শুনে আবদুর রহমান (রা) বলেন, এ সবে আমার প্রয়োজন নেই, বরং এখানে ব্যবসা করার মত কোন বাজার বা ব্যবসাকেন্দ্র আছে কি না তা আমাকে জানান। সা'দ ইবনুর রাবী (রা) বললেন, হাঁ কায়নুকার বাজার আছে। সা'দ বলেন, পরদিন আবদুর রহমান বাজারে গিয়ে পনির ও ঘি খরিদ করে আনলেন। এরপর তিনি প্রতিদিন সকালে যেতে থাকলেন। অল্প কিছু দিন পর দেখা গেল আবদুর রহমান রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে আসলেন, সে সময় তার শরীরে সদ্য বিয়ের চিহ্ন পরিস্ফুট ছিল। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি বিয়ে করেছ? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ। পুনরায় প্রশ্ন করলেন, কাকে বিয়ে করেছ? তিনি উত্তর দিলেন, এক আনসার মহিলাকে। পুনঃ জিজ্ঞেস করলেন, মোহর কত দিয়েছ? জবাব দিলেন, খেজুরের আঁটি পরিমাণ স্বর্ণ। নবী (সঃ) বললেন, এখন তাহলে একটি বকরী দিয়ে হলেও বিবাহভোজের ব্যবস্থা কর।

١٩٠٦. عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ الْمَدِيْنَةَ فَاٰخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ الْاَنْصَارِيِّ وَكَانَ سَعْدٌ ذَا غِنًى فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ اُقَاسِمُكَ مَالِيْ نِصْفَيْنِ وَاُزَوِّجُكَ قَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِيْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ دُلُّوْنِيْ

عَلَى السُّوْقِ فَمَا رَجَعَ حَتَّى اسْتَفْضَلَ اَقِطًا وَسَمْنًا فَـاَتَى بِهِ اَهْلَ مَنْزِلِهِ فَمَكَثْنَا يَسِيْرًا اَوْ مَاشَاءَ اللّٰهُ فَجَاءَ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِّنْ صُفْرَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ مَهْيَم قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الاَنْصَارِ قَالَ مَا سُقْتَ اِلَيْهَا قَالَ نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ اَوْ وَزْنَ نَوَاةٍ مِّنْ ذَهَبٍ قَالَ اَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ .

১৯০৬. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) মদীনায় আগমন করলে নবী (সঃ) তার সাথে সা'দ ইবনুর রবীর ভ্রাতৃ সম্পর্ক পাতিয়ে দিলেন। সা'দ ছিলেন সম্পদশালী ব্যক্তি। তিনি আবদুর রহমানকে বললেন, আমি আমার সম্পদ দু'ভাগ করে এক ভাগ তোমাকে দিচ্ছি আর তোমাকে বিবাহও করিয়ে দিচ্ছি। (একথা শুনে) আবদুর রমহান ইবনে আওফ (রা) বললেন, আল্লাহ আপনার পরিবার-পরিজন ও সম্পদে বরকত দান করুন। বাজার কোথায় আমাকে তাই বলে দিন। এরপর তিনি বাজারে গিয়ে ব্যবসা করে লভ্যাংশের পনির ও ঘি নিয়ে পরিবারের লোকদের কাছে ফিরে আসলেন। অল্প কিছু দিন যেতে না যেতেই একদিন তিনি নবী (সঃ)-এর কাছে আসলে দেখা গেল তাঁর দেহ থেকে সুগন্ধি ভেসে আসছে। নবী (সঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি? তিনি জবাবে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি এক আনসারী মহিলাকে বিয়ে করেছি। তিনি বললেন, মোহর কত দিয়েছ? আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) বললেন, খেজুরের আঁটি পরিমাণ স্বর্ণ। নবী (সঃ) বললেন, একটা বকরী দিয়ে হলেও ওয়ালিমার ব্যবস্থা কর।

١٩٠٧. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ عُكَاظُ وَمَجِنَّةُ وَذُوْالْمَجَازِ اَسْوَاقًا فِىْ الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا كَانَ الاِسْلاَمُ فَكَانَّهُمْ تَاَثَّمُوا فِيْهِ فَنَزَلَتْ لَيْسَ عَلَيْكُم جُنَاحٌ عَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَبِّكُمْ فِىْ مَوَاسِمِ الْحَجِّ فَقَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ .

১৯০৭. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, উকায, মাজেন্না ও যুল-মাজায ছিল জাহিলী যুগের বাজার ও ব্যবসাকেন্দ্র। ইসলামী যুগে মুসলমানরা সেখানে ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসায়-বাণিজ্য করা অপসন্দ করলে এ আয়াতটি নাযিল হয়, "হজ্জ মওসুমে এসব ব্যবসা কেন্দ্রে ব্যবসার মাধ্যমে[১] তোমরা যদি আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধান কর তবে তাতে কোন দোষ হবে না।" ইবনে আব্বাস (রা) এভাবেই তিলাওয়াত করেছেন।

২-অনুচ্ছেদ : হালাল সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট এবং এ দু'টির মাঝখানে রয়েছে সন্দেহযুক্ত বিষয়।

---

১. হজ্জের মওসুমে আরবে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয়ের জোর তৎপরতা থাকত। অন্য সময়ে সাধারণতঃ এরূপ তৎপরতা থাকত না। এজন্য বিশেষ করে হজ্জ মওসুমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে এ ধারণা গ্রহণ করা ঠিক নয় যে, হজ্জ মওসুম ব্যতীত বুঝি এসব জায়গায় ক্রয়-বিক্রয় দূষণীয়।

١٩٠٨. عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَةٌ فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنَ الاِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ أَتْرَكَ وَمَنِ اجْتَرَاءَ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيْهِ مِنَ الاِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ وَالْمَعَاصِيْ حِمَى اللّٰهِ مَنْ يَّرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى يُوْشِكُ أَنْ يُّوَاقِعَهُ.

১৯০৮. নো'মান ইবনে বাশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, হালাল (বিষয়সমূহ) সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট এবং এ দু'য়ের মাঝে কিছু সন্দেহজনক বিষয় রয়েছে। সুতরাং গোনাহ হওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন কোন বিষয় যদি কেউ বর্জন করে তাহলে সে স্বভাবতই প্রকাশ্য গোনাহর বিষয়েও ছেড়ে দেবে। আর যে কাজ করলে গোনাহ হওয়ার সন্দেহ থাকে এমন কাজ কেউ করার দুঃসাহস করলে সে প্রকাশ্য গোনাহর কাজেও জড়িয়ে পড়বে। গোনাহসমূহ আল্লাহর নিষিদ্ধ চারণক্ষেত্র। যে নিষিদ্ধ চারণ ক্ষেত্রের আশেপাশে বিচরণ করবে তার সেখানে (নিষিদ্ধ চারণ ভূমিতে) অনুপ্রবেশের সম্ভাবনাই বেশী রয়েছে।

৩–অনুচ্ছেদ ঃ মুতাশাবিহাত বা সন্দেহজনক বিষয়সমূহের ব্যাখ্যা। হাসসান ইবনে আবু সিনান বলেছেন, তাকওয়ার মত সহজতম বিষয় আর কিছু আমি দেখিনি। যে বিষয় তোমাকে সন্দেহে নিক্ষেপ করে তা বর্জন কর আর যা সন্দেহে নিক্ষেপ করে না তা গ্রহণ কর।

١٩٠٩. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ جَاءَتْ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَعْرَضَ عَنْهُ وَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ وَكَيْفَ وَقَدْ قِيْلَ وَكَانَتْ تَحْتَهُ ابْنَةُ أَبِي اِهَابِ التَّمِيْمِي.

১৯০৯. উকবা ইবনুল হারিস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা এসে বলল যে, সে (মহিলাটি) তাদের উভয়কে (উকবা ও তার স্ত্রীকে) দুধ পান করিয়েছে। উকবা ইবনুল হারিস এসে নবী (সঃ)-এর নিকট তা বর্ণনা করলেন। (একথা শুনে) নবী (সঃ) মুখ ফিরিয়ে নিলেন। মুচকি হেসে তিনি বললেন, যে কথা বলা হয়েছে তার পরেও তুমি আর কিভাবে তাকে স্ত্রী হিসেবে রাখতে পারো? উকবার স্ত্রী ছিল আবু ইহাব তামিমীর কন্যা।[২]

---

২. তরজমাতুল বাব বা অনুচ্ছেদ শিরোনামের সাথে হাদীসটির সম্পর্ক এই যে, অনুচ্ছেদ শিরোনামে সন্দেহজনক বস্তু বা বিষয়কে পরিত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে। আর হাদীসে কৃষ্ণকায় মহিলাটি এসে উকবা ইবনুল হারেসকে যা বলল তাতে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় না যে, সত্যিই উকবা ও তার স্ত্রী মহিলাটির দুধপান করেছিলেন। এটা শুধুমাত্র সন্দেহ সৃষ্টি করতে পারে। আর এ সন্দেহের কারণেই নবী (সঃ) হাদীসে বর্ণিত কথাটি বলেছেন। অর্থাৎ সন্দেহজনক ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি পরিত্যাগের নীতি অবলম্বন করতে বলেছেন।

١٩١٠. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ عُتْبَةُ بْنُ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَهِدَ اِلٰى اَخِيْهِ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ اَنَّ ابْنَ وَلِيْدَةِ زَمْعَةَ مِنِّىْ فَاقْبِضْهُ قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ اَخَذَهُ سَعْدُ بْنُ اَبِىْ وَقَّاصٍ وَقَالَ ابْنُ اَخِىْ قَدْ عَهِدَ اِلَىَّ فِيهِ فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ اَخِىْ وَابْنُ وَلِيْدَةِ اَبِى وُلِدَ عَلٰى فِرَاشِه فَتَسَاوَقَا اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ سَعْدٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ابْنُ اَخِىْ كَانَ قَدْ عَهِدَ اِلَىَّ فِيْهِ فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ اَخِىْ وَابْنُ وَلِيْدَةِ اَبِىْ وُلِدَ عَلٰى فِرَاشِه فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ هُوَ لَكَ يَاعَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ ثُمَّ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اِحْتَجِبِى مِنْهُ لَمَّا رَاٰى مِنْ شَبَهِه بِعُتْبَةَ فَمَا رَاٰهَا حَتّٰى لَقِىَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ.

১৯১০. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, উতবা ইবনে আবূ ওয়াক্কাস তার ভাই সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাসকে এ মর্মে অসিয়ত করেছিলেন যে, যাম'আর দাসীর গর্ভজাত পুত্র আমার ঔরসজাত। (আমার মৃত্যুর পর) তাকে এনে গ্রহণ করবে। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, (মক্কা) বিজয়ের বছর সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস তাকে গ্রহণ করে বললেন, এ হল আমার ভাইয়ের সন্তান। তিনি আমাকে তার সম্পর্কে অসিয়ত করেছিলেন (যে, আমার মৃত্যুর পর তুমি তাকে গ্রহণ করে আনবে)। তখন আব্‌দ ইবনে যাম'আ বাধা দিয়ে বললেন, সে আমার ভাই, কারণ সে আমার পিতার দাসীর সন্তান। যেহেতু সে তার বিছানায় জন্মগ্রহণ করেছে। তারপর দু'জনই বিষয়টি নিয়ে নবী (সঃ)–এর নিকটে গমন করলেন। সা'দ (রা) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এ তো আমার ভাইয়ের সন্তান। আমার ভাই তার সম্পর্কে আমাকে অসিয়ত করে গিয়েছেন। আব্‌দ ইবনে যাম'আ বললেন, সে তো আমার ভাই। আমার পিতার দাসীর সন্তান, সে তারই ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, হে আব্‌দ ইবনে যাম'আ! সে তোমারই। নবী (সঃ) এরপর বললেন, যার বিছানায় জন্ম নেবে সন্তান তারই হবে। আর ব্যভিচারীকে পাথর বর্ষণ করতে হবে। তারপর নবী (সঃ) তাঁর স্ত্রী যাম'আর কন্যা সাওদাকে বললেন, তুমি এর সামনে পরদা করবে। কেননা নবী (সঃ) দেখলেন উতবার সাথে তার চেহারার সাদৃশ্য আছে। সুতরাং সে (দাসীর সন্তানটি) মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর সান্নিধ্যে না পৌঁছা (মৃত্যুবরণ করা) পর্যন্ত আর সাওদা (রা)–র সাথে সাক্ষাত লাভ করেনি।

١٩١١. عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَاَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ اِذَا اَصَابَ بِحَدِّه فَكُلْ وَاِذَا اَصَابَ بِعَرْضِه فَلاَ تَاْكُلْ فَاِنَّهُ وَقِيْذٌ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُرْسِلُ كَلْبِى وَ اُسَمِّى فَاَجِدُ مَعَهُ عَلَى الصَّيْدِ كَلْبًا اٰخَرَ

لَمْ أُسَمِّ عَلَيْهِ وَلاَ اَدْرِىْ اَيُّهُمَا اَخَذَ قَالَ لاَ تَأْكُلْ اِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى الاٰخَرِ.

১৯১১. আদী ইবনে হাতেম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী (সঃ)-কে তীর বিদ্ধ শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, যদি তা ধারাল দিক থেকে আঘাত করে থাকে তবে খাও, কিন্তু তীরের পার্শ্বদেশের আঘাতে শিকার হয়ে থাকলে খেয়ো না। কেননা তা মৃত। আদী ইবনে হাতেম (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি শিকারের জন্য বিস্‌মিল্লাহ বলে আমার কুকুর ছাড়ি। কিন্তু শিকার ধরার পর আরও একটি কুকুর শিকারের সাথে দেখতে পাই যার উপর আমি বিস্‌মিল্লাহ পড়িনি। আর আমি জানিও না যে, উভয়টির মধ্যে কোনটি শিকার ধরেছে। নবী (সঃ) বললেন, ঐ শিকার খেয়ো না। কেননা তুমি তোমার কুকুরটি পাঠাবার সময় বিসমিল্লাহ বলেছ, অপরটির জন্য তো বলনি।

৪-অনুচ্ছেদ ঃ সন্দেহজনক বিষয় থেকে বিরত থাকতে হবে।

١٩١٢. عَنْ اَنَسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِىُّ بِتَمْرَةٍ مَسْقُوْطَةٍ فَقَالَ لَوْ لاَ اَنْ تَكُوْنَ صَدَقَةً لاَكَلْتُهَا.

১৯১২. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) একটা পতিত খেজুর দেখে বললেন, এটা সাদকার খেজুর সন্দেহ না থাকলে আমি এটি খেয়ে নিতাম।

৫-অনুচ্ছেদ ঃ যারা ওসওয়াসা সৃষ্টিকারী ও অনুরূপ বিষয়সমূহকে সন্দেহযুক্ত জিনিস মনে করেন না।

١٩١٣. عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ شُكِىَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ الرَّجُلُ يَجِدُ فِىْ الصَّلٰوةِ شَيْئًا اَيَقْطَعُ الصَّلٰوةَ قَالَ لاَ حَتّٰى يَسْمَعَ صَوْتًا اَوْ يَجِدَ رِيْحًا وَقَالَ ابْنُ اَبِىْ حَفْصَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ لاَ وُضُوْءَ اِلاَّ فِيْمَا وَجَدْتَ الرِّيْحَ اَوْ سَمِعْتَ الصَّوْتَ.

১৯১৩. আব্বাদ ইবনে তামীম (রাঃ) থেকে তাঁর চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ)-এর কাছে অভিযোগ করা হল, কোন ব্যক্তি নামাযের মধ্যেই তার উযূ নষ্ট গিয়েছে কি না এ ধরনের ওসওয়াসার শিকার হলে তার নামায নষ্ট হবে কি? উত্তরে নবী (সঃ) বললেন, যতক্ষণ শব্দ বা গন্ধ না পাবে ততক্ষণ তার নামায নষ্ট হবে না। ইবনে আবু হাফসা যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন, যতক্ষণ তুমি গন্ধ না পাবে বা শব্দ না শুনবে ততক্ষণ পুনর্বার উযূর প্রয়োজন হবে না।

١٩١٤. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ قَوْمًا قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ اِنَّ قَوْمًا يَأْتُوْنَنَا بِاللَّحْمِ

لاَ نَدْرِيْ اَذَكَرُوْا اِسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اَمْ لاَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ سَمُّوا اللّٰهَ عَلَيْهِ وَكُلُوْهُ-

১৯১৪. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। কিছু সংখ্যক লোক এসে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলল, হে আল্লাহর রসূল! এক দল লোক আমাদের কাছে গোশত নিয়ে আসে। আমরা জানি না তারা যবাই করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে কি না। নবী (সঃ) বললেন, তোমরা তা বিসমিল্লাহ বলে খাও।

৬–অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

وَاِذَا رَأَوا تِجَارَةً اَوْ لَهْوَانِ انْفَضُّوْا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا. قُلْ مَاعِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللّٰهُ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ.

"যখন তারা কোন ব্যবসার সামগ্রী বা খেল–তামাশার উপকরণ দেখতে পায়, তখন তোমাকে একাকী নামাযরত রেখে সেদিকে ছুটে যায়। তুমি বলে দাও, আল্লাহর কাছে মুমিনদের জন্য পুরস্কার হিসেবে যা কিছু প্রস্তুত আছে তা খেল–তামাশা (সাময়িক আনন্দ–তৃপ্তি) ও ব্যবসার উপকরণ হতে উত্তম। আর আল্লাহই উত্তম রিযিকদাতা।" (আল–জুমু'আ ঃ ১১)।

١٩١٥. عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ اِذْ اَقْبَلَتْ مِنَ الشَّامِ عِيْرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا فَالْتَفَتُوْا اِلَيْهَا حَتّٰى مَابَقِى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ اِلاَّ اثْنَى عَشَرَ رَجُلاً فَنَزَلَتْ وَاِذَا رَأَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوَانِ انْفَضُّوْا اِلَيْهَا.

১৯১৫. জাবের (রাঃ) বলেন, একদা আমরা নবী (সঃ)–এর সাথে নামায আদায় করছিলাম। এ সময় শাম (সিরিয়া) থেকে উটের একটি বহর খাদ্যদ্রব্য নিয়ে পৌঁছলে সবাই সে দিকে ছুটে গেল। নবী (সঃ)–এর সাথে নামযে মাত্র বারজন লোক অবশিষ্ট থাকল। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হলঃ "যখন তারা কোন ব্যবসায় সামগ্রী বা খেল–তামাশার উপকরণ দেখতে পায় তখন তোমাকে একাকী নামাযরত রেখে সেদিকে ছুটে যায়।"

৭–অনুচ্ছেদ ঃ কোথা থেকে কিভাবে অর্থ উপার্জিত হল––এ ব্যাপারে যারা মোটেই পরওয়া করে না।

١٩١٦. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يُبَالِى الْمَرْءُ مَا اَخَذَ مِنْهُ اَمِنَ الْحَلاَلِ اَمْ مِنَ الْحَرَامِ.

১৯১৬. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, মানুষের জন্য এমন এক সময় আসবে, যখন সে তার উপার্জন হালাল না হারাম পন্থায় করল তা যাচাই করার কোন প্রয়োজন বোধ করবে না।

৮–অনুচ্ছেদ ঃ বস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্যের ব্যবসা–বাণিজ্য করা। আল্লাহ বলেন ঃ

رِجَالٌ لاَ تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ .

"তারা হচ্ছে এমন সব লোক যাদেরকে ব্যবসায় ও কেনা–বেচা আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল করে দিতে পারে না" (নূর ঃ ৩৭)। কাতাদা (রঃ) বর্ণনা করেছেন, [নবী (সঃ)–এর সময় ঈমানদার] লোকেরা ব্যবসায়–বাণিজ্য ও ক্রয়–বিক্রয়ে মশগুল হলেও যখনই আল্লাহর কোন হক তাদের সামনে আসত, তখনি তারা তা আদায় করত। ক্রয়–বিক্রয় বা ব্যবসায়–বাণিজ্য এ ব্যাপারে তাদেরকে গাফিল করতে পারত না।

١٩١٧. عَنْ اَبِىْ الْمِنْهَالِ يَقُوْلُ سَاَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ اَرْقَمَ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالاَ كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَسَاَلْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ اِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلاَ بَأْسَ وَاِنْ كَانَ نَسِيًّا فَلاَ يَصْلُحُ .

১৯১৭. আবুল মিনহাল (রঃ) বলেন, আমি বারাআ ইবনে আযেব (রা) এবং যায়েদ ইবনে আরকাম (রা)–কে মুদ্রা বিনিময়ের ব্যবসা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তাঁরা বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর সময় আমরা দু'জন ছিলাম বণিক। আমরা সোনা ও রূপার মুদ্রা বিনিময় অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সঃ)–কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ যদি হাতে হাতে অর্থাৎ নগদ নগদ আদান-প্রদান হয় তাহলে কোন দোষ নেই, কিন্তু যদি বাকি হয় তাহলে তা জায়েয নয়।

৯–অনুচ্ছেদ ঃ বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বহির্গত হওয়া। মহান আল্লাহর বাণী ঃ

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيْرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ . سورة الجمعة : اية - ١٠ .

"নামায সমাধা হলে তোমরা পৃথিবী–পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (তথা রিযিক) অন্বেষণ করতে থাক। আল্লাহকে বেশী করে স্মরণ কর তাহলে আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে" (জুমুআ ঃ ১০)।

١٩١٨. عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَيْرٍ اَنَّ اَبَا مُوْسَى الْاَشْعَرِىَّ اِسْتَاْذَنَ عَلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ وَكَاَنَّهُ كَانَ مَشْغُوْلاً فَرَجَعَ اَبُوْ مُوْسَى فَفَرَغَ عُمَرُ

فَقَالَ أَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ قَيْسٍ ائْذَنُوْا لَهُ قِيْلَ قَدْ رَجَعَ فَدَعَاهُ فَقَالَ كُنَّا نُؤْمَرُ بِذَالِكَ فَقَالَ تَأْتِيْنِيْ عَلٰى ذٰلِكَ بِالْبَيِّنَةِ فَانْطَلَقَ اِلٰى مَجْلِسِ الْاَنْصَارِ فَسَأَلَهُمْ فَقَالُوْا لَا يَشْهَدُ لَكَ عَلٰى هٰذَا اِلاَّ اَصْغَرُنَا اَبُوْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيُّ فَذَهَبَ بِاَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ فَقَالَ عُمَرُ اَخَفِيَ هٰذَا عَلَيَّ مِنْ اَمْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلْهَانِيْ الصَّفْقُ بِالْاَسْوَاقِ يَعْنِيْ الْخُرُوْجَ اِلٰى تِجَارَةٍ .

১৯১৮. উবায়েদ ইবনে উমায়ের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আবু মূসা আশআরী (রা) উমর ইবনুল খাত্তাবের কাছে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলে তাঁকে অনুমতি দেওয়া হয়নি। হয়ত তিনি (উমর) কাজে ব্যস্ত ছিলেন। সুতরাং আবু মূসা (রা) ফিরে গেলেন। উমর (রা) কাজ সমাধা করে বললেন, আমি কি আবদুল্লাহ ইবনে কায়েসের কথা শুনতে পাইনি? তাঁকে আসতে বলো। বলা হলো, তিনি ফিরে গিয়েছেন। তিনি (উমর) তাঁকে ডেকে পাঠালে তিনি এসে বললেন, আমাদেরকে এ আদেশই দেওয়া হয়েছে (অর্থাৎ অনুমতি না পেলে ফিরে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে)। তিনি (উমর) বললেন, এ ব্যাপারে আপনি কি কোন প্রমাণ দিতে পারবেন? তিনি আনসারদের মজলিসে উপনীত হয়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলে তারা বললেন, আমাদের মধ্যে সবচাইতে কম বয়সী আবু সাঈদ খুদরীই এ ব্যাপারে বলতে পারবে। তারপর তিনি আবু সাঈদ খুদরীকে সাথে নিয়ে উমরের নিকট গেলে তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এ নির্দেশও কি আমার কাছে অজানা রয়ে গিয়েছে? প্রকৃত ব্যাপার এই যে, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের কাজে ব্যস্ত থাকাটাই এ ব্যাপারে আমাকে গাফিল করে রেখেছিল।

১০–অনুচ্ছেদ ঃ নৌপথে ব্যবসা–বাণিজ্য। মাতার (রঃ) বলেছেন, এতে (সামুদ্রিক বাণিজ্যে) কোন দোষ নেই। আর এ বিষয়ে আল্লাহ কুরআনে যা বর্ণনা করছেন তা সম্পূর্ণ যথাযথ। এরপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেনঃ

وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهِ – سورة النحل: اية –١٠

"তোমরা দেখে থাক জাহাজসমূহ সমুদ্র বক্ষ চিরে এগিয়ে চলে আর এভাবে তোমরা আল্লাহর মেহেরবানী (রিযিক) অন্বেষণ করে থাকো" (নাহল ঃ ১৪)।

এক বচন ও বহুবচনে ব্যবহৃত 'আল–ফুল্‌ক' অর্থ নৌযান। মুজাহিদ বলেছেন, জাহাজ বাতাসের বুক চিরে চলে। আর একমাত্র বড় জাহাজসমূহ বাতাসের শক্তিতে চলে। লাইছ .... আবু হুরাইরার মাধ্যমে রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি [রসূল (সঃ)] বনী ইসরাঈলের এক লোক সম্পর্কে বললেন, সে নৌ–বাণিজ্যে বের হয়ে নিজের সমস্ত (আর্থিক) প্রয়োজন মিটিয়েছিল। এরপর তিনি পুরা হাদীসটি বর্ণনা করলেন।

১১–অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

وَاِذَا رَأَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوَان انْفَضُّوا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا . قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللّٰهُ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ .

"তারা যখন কোন ব্যবসায় সামগ্রী বা খেল–তামাশার উপকরণ দেখতে পায় তখন তোমাকে একাকী নামাযরত রেখে সেদিকে ছুটে যায়। তুমি বলে দাও, মুমিনদের জন্য পুরস্কার হিসেবে আল্লাহর নিকট যা কিছু প্রস্তুত আছে তা ব্যবসায় এবং খেল–তামাশার উপকরণের চাইতে উত্তম। আর আল্লাহই উত্তম রিযিকদাতা" (জুমু'আ : ১১)।

তিনি (আল্লাহ) আরও বলেন : رِجَالٌ لاَّ تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ .

"সেই সব লোক যাদেরকে ব্যবসায়–বাণিজ্য ও ক্রয়–বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল করে দিতে পারে না।" কাতাদা বলেছেন, ঐ লোকেরা ব্যবসায় বাণিজ্যে ও ক্রয়–বিক্রয়ে ব্যস্ত থাকত। তবুও যখনই আল্লাহর কোন হক বা অধিকার পূরণের দাবী তাদের সামনে আসত তখন তাঁরা তা ঠিক ঠিক আদায় করতেন। এ ব্যাপারে ব্যবসায় বাণিজ্য বা ক্রয়–বিক্রয় তাদেরকে গাফিল করে দিতে পারত না।

١٩١٩. عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَقْبَلَتْ عِيْرٌ وَنَحْنُ نُصَلِّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَانْفَضَّ النَّاسُ اِلاَّ اثْنَىْ عَشَرَ رَجُلاً فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَاِذَا رَأَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوَانِ انْفَضُّوا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا.

১৯১৯. জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা নবী (সঃ)–এর সাথে জুমুআর দিনে (জুমুআর) নামায পড়ছিলাম। এমন সময় একটা (বাণিজ্য) কাফেলা আগমন করলে বারজন লোক ছাড়া সবাই নবী (সঃ)–কে ফেলে (নামাযরত রেখে) সেদিকে ছুটে গেলে এ আয়াত নাযিল হয়ঃ "তারা যখন কোন ব্যবসায় সামগ্রী বা খেল–তামাশার উপকরণ দেখতে পায় তখন তোমাকে (একাকী নামাযে) দন্ডায়মান রেখে সেদিকে ছুটে যায়।"

১২–অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ . . . . وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ (البقرة : ٢٦٧)

"হে ঈমানদারগণ। নিজেদের পবিত্র উপার্জন থেকে খরচ কর এবং ভূমি ও ক্ষেত থেকে আমি যা কিছু তোমাদের জন্য উৎপন্ন করি তা থেকে খরচ কর (দান–সদকা কর)। এসব জিনিস থেকে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট মানের জিনিস খরচ করার সংকল্প

করো না। (কারণ এভাবে যদি তোমাদেরকে প্রদান করা হয় তবে) নম্রতা প্রকাশ ব্যতীত তোমরা নিজেরাও তা গ্রহণ করতে চাইবে না। জেনে রেখ, আল্লাহ প্রয়োজন বোধের উর্ধে এবং সর্বাধিক প্রশংসিত" (বাকারা : ২৬৭)।

١٩٢٠. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ اِذَا اَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا اَجْرُهَا بِمَا اَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذٰلِكَ لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ اَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا .

১৯২০. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, কোন নারী তার ঘরের খাদ্যদ্রব্য ক্ষতির মনোভাব না নিয়ে দান করলো, যেহেতু সে দান করেছে এজন্য সে পুরস্কার পাবে। তার স্বামী উপার্জন করার জন্য পুরস্কার পাবে আর রক্ষণাবেক্ষণকারীও অনুরূপ পুরস্কার লাভ করবে। তাদের এক জনের কারণে অন্যের পুরস্কারের পরিমাণ হ্রাস পাবে না।

١٩٢١. عَنْ هَمَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا اَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ اَمْرِهِ فَلَهَا نِصْفُ اَجْرِهِ .

১৯২১. হাম্মাম (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরাইরাকে নবী (সঃ) থেকে (হাদীস) বর্ণনা করতে শুনেছি। নবী (সঃ) বলেছেন, কোন নারী তার স্বামীর উপার্জন থেকে তার আদেশ বা অনুমতি ছাড়াই দান (সদকা) করলে সে (নারী) ঐ দানের সওয়াবের অর্ধাংশ লাভ করবে।

১৩—অনুচ্ছেদ : প্রচুর পরিমাণে রিযিক কামনাকারী ব্যক্তি।

١٩٢٢. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُبْسَطَ لَهُ رِزْقُهُ اَوْ يُنْسَاَ لَهُ فِىْ اَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ .

১৯২২. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)–কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি চায় তার রিযিকের ক্ষেত্র প্রসারিত হোক এবং এরপরও তার সুনাম বাকী থাক, সে যেন (নিকট) আত্মীয়দের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে।

১৪—অনুচ্ছেদ : নবী (সঃ) কর্তৃক বাকীতে খরিদ করা।

١٩٢٣. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ اِشْتَرٰى طَعَامًا مِّنْ يَهُوْدِيٍّ اِلٰى اَجَلٍ وَّرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ .

১৯২৩. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) এক ইহূদীর নিকট থেকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটি লৌহবর্ম বন্ধক রেখে বাকীতে কিছু খাদ্যদ্রব্য খরিদ করেছিলেন।

١٩٢٤. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ مَشٰى اِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِخُبْزِ شَعِيْرٍ وَاِهَالَةٍ سَنِخَةٍ وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ ﷺ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِيْنَةِ عِنْدَ يَهُوْدِيٍّ وَاَخَذَ مِنْهُ شَعِيْرًا لاَهْلِهِ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ مَا اَمْسٰى عِنْدَ اٰلِ مُحَمَّدٍ صَاعُ بُرٍّ وَلاَ صَاعُ حَبٍّ وَاِنَّ عِنْدَهُ لَتِسْعَ نِسْوَةٍ .

১৯২৪. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি যবের রুটি ও কিছু দুর্গন্ধযুক্ত যাইতুন তৈল নিয়ে মদীনায় নবী (সঃ)-এর নিকট গিয়েছিলেন। সে সময় তিনি এক ইহূদীর কাছে তাঁর লৌহবর্ম বন্ধক রেখে স্বীয় পরিবার-পরিজনদের জন্য কিছু যব নিয়েছিলেন। আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছিঃ মুহাম্মাদের পরিবার-পরিজনদের নিকট কোন সন্ধ্যায়ই এক সা'[৩] গম বা এক সা' পরিমাণ কোন প্রকার খাদ্যদ্রব্য থাকেনি। অথচ সে সময় তাঁর নয়জন স্ত্রী ছিলেন।

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ ব্যক্তির নিজ উপার্জনে জীবিকা নির্বাহ করা।

١٩٢٥. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا اُسْتُخْلِفَ اَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ قَالَ لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِيْ اَنَّ حِرْفَتِيْ لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَؤُنَةِ اَهْلِيْ وَشُغِلْتُ بِاَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَسَيَاْكُلُ اٰلُ اَبِيْ بَكْرٍ مِنْ هٰذَا الْمَالِ وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِيْنَ فِيْهِ .

১৯২৫. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-কে খলীফা মনোনীত করা হলে তিনি বলেন, আমার লোকেরা জানে যে, আমার পেশা আমার পরিবার-পরিজনদের ভরণ-পোষণে অক্ষম ছিল না। কিন্তু এখন আমি মুসলমানদের সার্বক্ষণিক কাজে নিযুক্ত হলাম (এখন নিজের জন্য কোন কাজ করতে পারছি না)। তাই আবু বকরের সন্তান সন্তুতি ও পরিবার পরিজন এখন থেকে এ মাল (বায়তুল মালের সম্পদ) থেকে খেতে থাকবে আর সে [আবু বকর (রাঃ)] মুসলমানদের সম্পদের তত্ত্বাবধানকরবে।

١٩٢٦. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عُمَّالَ اَنْفُسِهِمْ وَكَانَ يَكُوْنُ لَهُمْ اَرْوَاحٌ فَقِيْلَ لَهُمْ لَوْ اغْتَسَلْتُمْ .

১৯২৬. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবাগণ রুজি উপার্জনের জন্য নিজেরাই দৈহিক পরিশ্রম করতেন। এ কারণে তাদের শরীর থেকে ঘামের গন্ধ আসত। তাই তাদেরকে বলা হয়েছিল, তোমরা গোসল করলে ভাল হত।

---

৩. এক সা' বাংলাদেশী ওজনে প্রায় ১সের ১৩ ছটাকের সমান।

১৯২৭. عَنِ الْمِقْدَامِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا اَكَلَ اَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِّنْ اَنْ يَّأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَاَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ .

১৯২৭. মিকদাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, নিজের হাতের কাজের মাধ্যমে উপার্জিত খাদ্য অপেক্ষা উত্তম খাদ্য কেউ কোন দিন খায়নি। আল্লাহর নবী দাউদ (আ) নিজের হাতের কাজের মাধ্যমে উপার্জন করে জীবন ধারণ করতেন।

১৯২৮. عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ لاَ يَأْكُلُ اِلاَّ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ .

১৯২৮. আবু হুরাইরা (রাঃ) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর নবী দাউদ (আ) নিজের হাতে কাজ করে উপার্জিত খাদ্য গ্রহণ করে জীবন ধারণ করতেন।

১৯২৯. عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَنْ يَحْتَطِبَ اَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلٰى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَن يَسْئَالَ اَحَدًا فَيُعْطِيَهُ اَوْ يَمْنَعَهُ .

১৯২৯. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ কাঠ সংগ্রহ করে তার বোঝা পিঠে বহন করে রুজি উপার্জন করলে তা তার জন্য লোকের কাছে ভিক্ষা করার চাইতে উত্তম। আর যার কাছে ভিক্ষা চাওয়া হল সে কিছু দিতেও পারে আবার নাও দিতে পারে।

১৯৩০. عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَنْ يَّأْخُذَ اَحَدُكُمْ اَحْبُلَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ .

১৯৩০. যুবায়ের ইবনুল আওয়াম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন, তোমাদের যে কোন লোকের জন্য মানুষের নিকট হাত পাতার চাইতে রশি নিয়ে জংগলে গিয়ে কাঠ সংগ্রহ করে জীবিকা অর্জন করা অনেক ভাল।

১৬–অনুচ্ছেদঃ ক্রয়–বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নম্রতা ও শিষ্টাচারপূর্ণ আচরণ করা উচিত। এ ক্ষেত্রে কেউ তার পাওনা ফেরত চাইলে নম্রতার সাথে চাওয়া উচিত।

১৯৩১. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلاً سَمْحًا اِذَا بَاعَ وَاِذَا اشْتَرٰى وَاِذَا اقْتَضٰى .

১৯৩১. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ এমন সহনশীল ব্যক্তির প্রতি রহমত বর্ষণ করেন, যে ক্রয়–বিক্রয় ও নিজের অধিকার আদায়ের সময় নম্রতা ও সহনশীলতা প্রদর্শন করে।

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি সচ্ছল ও বিত্তশালী ব্যক্তিকে অবকাশ প্রদান করে।

١٩٣٢. عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَلَقَّتِ الْمَلٰئِكَةُ رُوْحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَقَالُوْا اَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا قَالَ كُنْتُ اٰمُرُ فِتْيَانِيْ اَنْ يُنْظِرُوْا وَيَتَجَاوَزُوْا عَنِ الْمُوْسِرِ قَالَ قَالَ فَتَجَاوَزُوْا عَنْهُ ـ

১৯৩২. হুযাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন, নবী (সঃ) বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের কোন এক ব্যক্তির মৃত্যুকালে ফেরেশতাগণ তার রূহের সাথে সাক্ষাত করে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি কোন ভাল কাজ করেছ? লোকটি বলল, আমি আমার কর্মচারীদের (ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি) সচ্ছল হলেও তাকে অবকাশ দেয়ার জন্য এমনকি অব্যাহিত চাইলে অব্যাহিত দেয়ার জন্যও নির্দেশ প্রদান করতাম। বর্ণনাকারী হুযাইফা (রা) বলেন, নবী (সঃ) বললেন, এ কথা শুনে ফেরেশতাগণও তাকে অব্যাহতি প্রদান করলেন।

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ অসচ্ছল ও অভাবগ্রস্তদের অবকাশ প্রদান করা।

١٩٣٣. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَاِذَا رَاٰى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ تَجَاوَزُوْا عَنْهُ لَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَتَجَاوَزَ اللّٰهُ عَنْهُ.

১৯৩৩. আবূ হুরাইরা (রা) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সঃ) বলেছেন, একজন বণিক লোকদের কর্জ প্রদান করত। কিন্তু সে (তার ঋণ গ্রহীতাদের) কাউকে অসচ্ছল ও দারিদ্র্য-পীড়িত দেখলে নিজের লোকদেরকে বলত, তাকে ক্ষমা করে দাও। হতে পারে এজন্য আল্লাহ আমাদেরকেও ক্ষমা করে দিবেন। সুতরাং আল্লাহ সত্যই তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ ক্রেতা এবং বিক্রেতা কর্তৃক বিক্রিত বস্তুর দোষ-গুণ গোপন না করে বরং পরস্পরকে অবহিত করা ও একে অপরের কল্যাণ কামনা করা। আদ্দাআ ইবনে খালিদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) আমাকে এ মর্মে লিখে দিয়েছিলেন যে, আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদ (সঃ) আদ্দাআ ইবনে খালিদের নিকট থেকে (অমুক জিনিস) খরিদ করলেন। এ ক্রয়-বিক্রয় একজন মুসলমানের সাথে অপর একজন মুসলমানের ক্রয়-বিক্রয়ের মত, এর মধ্যে কোন রোগ-ব্যাধি, অবাধ্যতা বা চুরির দোষ নাই। কাতাদা বলেন, 'গায়েলা' শব্দের অর্থ হল যিনা, চুরি ও পলায়ন। ইবরাহীমকে জিজ্ঞেস করা হল, কোন কোন দালাল (গবাদী পশুর দালাল) খোরাসান ও সিজিস্তানের নাম করে বলে থাকে, গতকালই খোরাসান থেকে এসেছে অথবা আজই সিজিস্তান থেকে এসেছে (এ বিষয়ে আপনি কি বলেন)।

এটাকে তিনি সাংঘাতিকভাবে অপসন্দ করলেন। উকবা ইবনে আমের (রা) বলেছেন, কোন ব্যক্তির জন্য দোষযুক্ত দ্রব্যসামগ্রীর দোষ প্রকাশ করে বলা ব্যতীত বিক্রি করা জায়েয নয়।

١٩٣٤. عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا اَوْ قَالَ حَتّٰى يَتَفَرَّقَا فَاِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِىْ بَيْعِهِمَا وَاِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا .

১৯৩৪. হাকীম ইবনে হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, ক্রেতা এবং বিক্রেতার ক্রয়-বিক্রয় শেষে পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করার এখতিয়ার থাকে। যদি তারা উভয়ে সত্য কথা বলে এবং বিক্রয়ের জিনিসের দোষ বর্ণনা করে তাহলে এ ক্রয়-বিক্রয়ে উভয়কেই বরকত বা কল্যাণ দান করা হয়। কিন্তু যদি মিথ্যা কথা বলে ও (জিনিসের) দোষ গোপন করে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত নষ্ট হয়ে যায়।

২০-অনুচ্ছেদ ঃ বিভিন্ন রকমের (উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট) খেজুর ক্রয়-বিক্রয় করা।

١٩٣٥. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ وَهُوَ الْخِلْطُ مِنَ التَّمْرِ وَكُنَّا نَبِيْعُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ وَلاَدِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ

১৯৩৫. আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা বিভিন্ন রকমের খেজুর পেতাম অর্থাৎ ভাল-মন্দ মিশ্রিত খেজুর। আর সেগুলো আমরা (ভাল) এক সা' খেজুরের বিনিময়ে দুই সা' করে বিক্রি করতাম। কিন্তু নবী (সঃ) বললেন, এক সা' (খেজুরের) পরিবর্তে দুই সা' (খেজুর) এবং দু' দিরহামের বিনিময়ে এক দিরহাম (বিক্রি করা) চলবে না।

২১-অনুচ্ছেদ ঃ গোশত বিক্রেতা এবং কসাইদের সম্পর্কে।

١٩٣٦. عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ يُكْنٰى اَبَا شُعَيْبٍ فَقَالَ لِغُلاَمٍ لَهُ قَصَّابٍ اجْعَلْ لِىْ طَعَامًا يَكْفِىْ خَمْسَةً فَاِنِّىْ اُرِيْدُ اَنْ اَدْعُوَ النَّبِىَّ ﷺ خَامِسَ خَمْسَةٍ فَاِنِّىْ قَدْ عَرَفْتُ فِىْ وَجْهِهِ الْجُوعَ فَدَعَاهُمْ فَجَاءَ مَعَهُم رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ هٰذَا قَدْ تَبِعَنَا فَاِن شِئْتَ اَنْ تَاْذَنَ لَهُ فَاْذَنْ لَهُ وَاِنْ شِئْتَ اَنْ يَرْجِعَ رَجَعَ فَقَالَ لاَ بَلْ قَدْ اَذِنْتُ لَهُ .

১৯৩৬. আবু মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবু শুআইব নামক আনসারদের এক ব্যক্তি এসে তার কসাই কৃতদাসকে আদেশ প্রদান করল, আমাদের পাঁচ জনের উপযোগী খাদ্য প্রস্তুত কর। পাঁচ জনের একজন হিসেবে আমি নবী (সঃ)-কে দাওয়াত করতে মনস্থ করেছি। কেননা আমি তাঁর (সঃ) চেহারায় ক্ষুধার লক্ষণ দেখতে পেয়েছি। পাঁচ জনের সাথে আরো এক ব্যক্তি আগমন করলে নবী (সঃ) বললেন, এ লোকটি আমাদের সাথে এসেছে। তুমি ইচ্ছা করলে তাকে অনুমতি দিতে পার। আর যদি চাও সে ফিরে যাক, তাহলে ফিরে যাবে। আনসারী লোকটি বললো, না, সে ফিরে যাবে না, বরং আমি তাকে অনুমতি প্রদান করলাম।

২২-অনুচ্ছেদ : ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মিথ্যা কথা বলা ও বস্তুর দোষ গোপন করার কারণে বরকত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া।

١٩٣٧. عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا اَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَاِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِيْ بَيْعِهِمَا وَاِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

১৯৩৭. হাকীম ইবনে হিযাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, ক্রেতা এবং বিক্রেতা ক্রয়-বিক্রয় শেষে পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করার এখতিয়ার (উভয়েরই) থাকে। যদি তারা উভয়ে (এ ব্যাপারে) সত্য কথা বলে এবং (বিক্রেতা জিনিসের) দোষ বর্ণনা করে, তাহলে এ ক্রয়-বিক্রয়ে উভয়কেই বরকত দান করা হয়ে থাকে। কিন্তু যদি মিথ্যা কথা বলে ও (জিনিসে) দোষ গোপন করে, তাহলে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২৩-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

"হে ঈমানদারগণ! চক্রবৃদ্ধি হারে সূদ গ্রহণ করো না, এ ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর, তাহলে সফলতা অর্জন করতে পারবে" (আলে ইমরান ঃ ১৩০)।

١٩٣٨. عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيَاْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِيْ الْمَرْءُ بِمَا اَخَذَ الْمَالَ اَمِنَ الْحَلَالِ اَمْ مِنَ الْحَرَامِ.

১৯৩৮. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, মানুষের সম্মুখে এমন এক সময় আসবে যখন কোন ব্যক্তি অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে তা হালাল বা হারাম পন্থায় অর্জিত হচ্ছে কি না এ কথা মোটেই চিন্তা করবে না।

২৪–অনুচ্ছেদ ঃ সূদ গ্রহীতা, সূদের সাক্ষ্যদাতা ও লেখক সম্পর্কে মহান আল্লাহর বাণী ঃ

اَلَّذِيْنَ يَـأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لاَ يَقُوْمُوْنَ الاَّ كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَّبِّهِ فَانْتَهٰى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَاَمْرُهُ اِلَى اللّٰهِ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ.

"যারা সূদ গ্রহণ করে তারা সেই লোকের মত যাকে স্পর্শের মাধ্যমে শয়তান উদভ্রান্ত ও জ্ঞানশূন্য করে দিয়েছে। কারণ তারা বলে, ব্যবসায়ের মুনাফাও তো সূদেরই অনুরূপ। অথচ আল্লাহ্ ব্যবসা হালাল ও সূদ হারাম করে দিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তির কাছে তার প্রভুর নিকট থেকে এ উপদেশ পৌছার কারণে সে সূদ থেকে বিরত হয়েছে তার অতীতের সূদ খাওয়া তো অতীতেই শেষ হয়ে গিয়েছে। এর চূড়ান্ত ফয়সালা আল্লাহর ওপর ন্যস্ত। কিন্তু তাদের প্রভুর তরফ থেকে নির্দেশ পৌছার পরও যারা সূদ খাবে তারা নিশ্চিতভাবে দোযখের বাসিন্দা, তারা সেখানে অনন্তকাল অবস্থান করবে" (বাকারা ঃ ২৭৫)।

١٩٣٩. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ اٰخِرَ الْبَقَرَةِ قَرَأَهُنَّ النَّبِىُّ ﷺ عَلَيْهِمْ فِى الْمَسْجِدِ ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِىْ الْخَمْرِ.

১৯৩৯. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, সূরা বাকারার শেষোক্ত আয়াতগুলো নাযিল হলে সেগুলো নবী (সঃ) মসজীদে পড়ে শুনালেন এবং মদের ব্যবসায় হারাম ঘোষণা করলেন।

١٩٤٠. عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ اَتَيَانِىْ فَاَخْرَجَانِىْ اِلٰى اَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ فَانْطَلَقْنَا حَتّٰى اَتَيْنَا عَلٰى نَهْرٍ مِّنْ دَمٍ فِيْهِ رَجُلٌ قَائِمٌ وَعَلٰى وَسَطِ النَّهْرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ فَاَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِىْ فِىْ النَّهْرِ فَاِذَا اَرَادَ الرَّجُلُ اَنْ يَّخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِىْ فِيْهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمٰى فِىْ فِيْهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا فَقَالَ الَّذِىْ رَأَيْتَهُ فِىْ النَّهْرِ اٰكِلُ الرِّبَا.

১৯৪০. সামুরা ইবনে জুনদুব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) বলেছেনঃ আজ রাতে আমি স্বপ্নে দু'জন লোককে দেখলাম, তারা আমার নিকট এসে আমাকে নিয়ে

একটি পবিত্র ভূমিতে গেল। আমরা চলতে চলতে একটা রক্ত–নদীর তীরে পৌছে গেলাম। নদীর মধ্যখানে একজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল, আর নদীর তীরে একটি লোক দাঁড়িয়েছিল যার সামনে ছিল কিছু পাথর। এরপর নদীর মাঝে দাঁড়ানো ব্যক্তি তীরের দিকে অগ্রসর হলে তীরে দাঁড়ানো লোকটি তার মুখমন্ডল লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করল এবং সে আগে যেখানে ছিল সেখানে ফিরে যেতে বাধ্য করল। এভাবে যখনই সে উঠে আসার চেষ্টা করছে তখনই তীরের লোকটি তার মুখ লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়ে মারছে, যার ফলে সে (পূর্বস্থানে) ফিরে যাচ্ছে এবং পূর্ববৎ অবস্থান গ্রহণ করছে। নবী (সঃ) বললেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ লোকটি কে (কি কারণে তার এ শাস্তি হচ্ছে বা তার এ অবস্থা কেন)? তারা (আমার সাথের লোক দু'জন) বলল, নদীর মধ্যে দাঁড়ানো যে লোকটিকে দেখলেন, সে এক সূদখোর।

২৫–অনুচ্ছেদ ঃ সূদখোরের গুনাহ। মহান আল্লাহর বাণী ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ . فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَاتُظْلَمُوْنَ . وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ . وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ .

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের যেসব সূদের অর্থ লোকদের নিকট পাওনা আছে তা ছেড়ে দাও, যদি সত্যিই তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক। আর যদি এরূপ (এ নির্দেশ অনুযায়ী কাজ) না কর, তবে জেনে রাখ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা থাকল। আর যদি তওবা করে বিরত হও তবে তোমরা মূলধন ফেরত পাবার অধিকারী থাকবে। তোমরাও জুলুম করবে না এবং তোমাদের প্রতিও জুলুম হবে না। ঋণ গ্রহণকারী যদি অস্বচ্ছল হয়, তাহলে স্বচ্ছলতা ফিরে না আসা পর্যন্ত তাকে অবকাশ প্রদান কর। তবে ঋণের অর্থ যদি তাদেরকে সদকা হিসেবে দিয়ে দাও, তাহলে সেটা হবে অধিক কল্যাণকর, যদি তা তোমরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হও। যেদিন আল্লাহর কাছে তোমাদের ফিরে যেতে হবে সেদিনের বিপজ্জনক অবস্থা সম্পর্কে সতর্ক থেকে নিজেদেরকে রক্ষা কর। সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি তার ভাল–মন্দ কৃতকর্মের যথাযথ ফল লাভ করবে এবং কোন অবস্থায়ই তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না" (বাকারাঃ ২৭৮–১৮১)। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এটিই মহানবী (স)–এর উপর নাযিলকৃত সর্বশেষ আয়াত।

١٩٤١. عَنْ عَوْنِ بْنِ اَبِىْ جُحَيْفَةَ قَالَ رَاَيْتُ اَبِىْ اشْتَرٰى عَبْدًا حَجَّامًا

فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَثَمَنِ الدَّمِ وَنَهَى عَنِ الْوَاشِمَةِ وَالْمَوْشُوْمَةِ وَاٰكِلِ الرِّبَا . وَمُوْكِلِهِ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ .

১৯৪১. আওন ইবনে আবূ জুহায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আমার পিতাকে দেখেছি তিনি একজন রক্তমোক্ষণকারী কৃতদাস খরিদ করেছিলেন। পিতার আদেশে কৃতদাসটির রক্তমোক্ষণের যন্ত্রপাতি নষ্ট করে ফেলা হল। আমি তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, নবী (সঃ) কুকুর ও রক্তের মূল্য গ্রহণ করতে এবং উলকি অংকন করতে ও করাতে, সূদ দিতে ও নিতে নিষেধ করেছেন এবং চিত্র অংকনকারীকে অভিসম্পাত করেছেন।

২৬–অনুচ্ছেদঃ আল্লাহর বাণীঃ

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقَاتِ وَاللّٰهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ .

"আল্লাহ সূদকে ধ্বংস করেন এবং যাকাতে ক্রমবৃদ্ধি দান করেন। আর আল্লাহ অকৃতজ্ঞ ও অপরাধীকে মোটেই পছন্দ করেন না" (বাকারাঃ ২৭৬)।

١٩٤٢ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْحَلْفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ .

১৯৪২. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ মিথ্যা শপথের দ্বারা পণ্য সামগ্রী বিক্রি হয়ে যায় বটে কিন্তু এতে বরকত বা কল্যাণ ধ্বংস হয়ে যায়।

২৭– অনুচ্ছেদঃ ক্রয়–বিক্রয়ে শপথ অপছন্দনীয়।

١٩٤٣ . عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى اَنَّ رَجُلاً اَقَامَ سِلْعَةً وَهُوَ فِى السُّوْقِ فَحَلَفَ بِاللّٰهِ لَقَدْ اُعْطِىَ بِهَا مَالَمْ يُعْطَ لِيُوْقِعَ فِيْهَا رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَنَزَلَتْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً .

১৯৪৩. আবদুল্লাহ ইবনে আবূ আওফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তার পণ্যদ্রব্য বিক্রির জন্য বাজারে নিয়ে মুসলমানদের কাউকে ফাঁদে ফেলার জন্য আল্লাহর নামে শপথ করে–ঐ মাল সে যত দামে কিনেছে তা এখনও কেউ বলেনি। তখন এ আয়াত নাযিল হয়ঃ "যারা আল্লাহর সাথে কৃত চুক্তি ও নিজেদের শপথ তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে।"

২৮–অনুচ্ছেদঃ স্বর্ণকারদের সম্পর্কে যা বলা হয়েছে।

তাউস (রঃ) ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) বলেছেন, হেরেমের অভ্যন্তরের গাছ যেন কাটা না হয়। এ কথা শুনে আব্বাস (রাঃ) বলেন,

এযখের ঘাস ব্যতীত। কেননা তা লোকের বাড়ীতে ও স্বর্ণকারদের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। তিনি (সঃ) বললেন, হাঁ এযখের ব্যতীত।

١٩٤٤. عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَتْ لِىْ شَارِفٌ مِنْ نَصِيْبِىْ مِنَ الْمَغْنَمِ وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ اَعْطَانِىْ شَارِفًا مِنَ الْخُمْسِ فَلَمَّا اَرَدْتُ اَنْ اَبْتَنِىَ بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَ اَعَدْتُ رَجُلاً صَوَّاغًا مِنْ بَنِىْ قَيْنُقَاعَ اَن يَّرْتَحِلَ مَعِىَ فَنَاْتِىْ بِاِذْخِرٍ اَرَدْتُ اَنْ اَبِيْعَهُ مِنَ الصَّوَّاغِيْنَ وَاَسْتَعِيْنُ بِهٖ فِىْ وَلِيْمَةِ عُرْسِىْ .

১৯৪৪. আলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, গনীমাতের মাল থেকে আমি নিজের অংশে একটি উট লাভ করেছিলাম। [আর আল্লাহও তাঁর রসূলের জন্য নির্দিষ্ট] গনীমাতের পঞ্চমাংশ থেকে নবী (স) আমাকে একটি উট দান করেছিলেন। আমি রসূল (সঃ)-এর কন্যা ফাতেমার সাথে (বিবাহের পর) বসবাসের জন্য তাঁকে উঠিয়ে আনতে ইচ্ছা করলে বনী কায়নুকা গোত্রের এক স্বর্ণকারকে আমার সাথে নিয়ে গিয়ে (এক জায়গা থেকে) এযখের ঘাস আনার জন্য ঠিক করলাম এবং স্বর্ণকারদের নিকট তা বিক্রি করে তদ্বারা বিবাহের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করব।

١٩٤٥. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَلَمْ تَحِلَّ لاَحَدٍ قَبْلِىْ وَلاَ لاَحَدٍ بَعْدِىْ وَاِنَّمَا اُحِلَّتْ لِىْ سَاعَةً مِّنْ نَهَارٍ وَلاَ يُخْتَلٰى خَلاَهَا وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلاَ يُلْتَقَطُ لُقْطَتُهَا اِلاَّ لِمُعَرِّفٍ فَقَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اِلاَّ الْاِذْخِرُ لِصَاغَتِنَا وَلِسُقُفِ بُيُوْتِنَا فَقَالَ اِلاَّ الاِذْخِرَ فَقَالَ عِكْرِمَةُ هَلْ تَدْرِىْ مَايُنَفَّرُ صَيْدُهَا هُوَ اَنْ تُنَحِّيَهُ مِنَ الظِّلِّ وَتَنْزِلَ مَكَانَهُ قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ لِصَاغَتِنَا وَقُبُوْرِنَا .

১৯৪৫. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ মক্কাকে মহা সম্মানিত ঘোষণা করেছেন। আমার আগে বা পরে কোন সময় কারো জন্যই এখানে রক্তপাত হালাল করা হয়নি। আমার জন্য তা হালাল করা হয়েছিল এক দিবসের কিছু সময়ের জন্য। এখানকার ঘাস উৎপাটিত করা যাবে না, বৃক্ষ কাটা যাবে না, শিকারের কোন জন্তুকে তাড়া করা যাবে না এবং প্রচারের উদ্দেশ্য ব্যতীত কোন পড়ে থাকা বস্তুও কুড়িয়ে নেয়া যাবে না। এসব কথা শুনে আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) বললেন, আমাদের স্বর্ণকারদের জন্য এবং বাড়ীর ছাদে ব্যবহারের জন্য এযখের ঘাস টাকার অনুমতি প্রদান করুন। তিনি (সঃ) বললেন, হাঁ এযখের ঘাস কাটার অনুমতি থাকল। ইকরামা বলেছেন, তোমরা কি জানো, শিকারের জন্তু বিতাড়িত করার অর্থ কি? তাকে ছায়ার নীচে থেকে বিতাড়িত করে নিজে সেখানে আরাম করা। আবদুল ওয়াহহাব খালেদ

থেকে এ উক্তিটি বর্ণনা করেছেন, আমাদের স্বর্ণকার ও কবরের জন্য (এযখের ঘাস কাটার অনুমতি প্রদান করুন)।

২৯–অনুচ্ছেদঃ কর্মকার সম্পর্কে।

١٩٤٦. عَنْ خَبَّابٍ قَالَ كُنْتُ قَيْنًا فِىْ الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ لِىْ عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ دَيْنٌ فَاَتَيْتُهُ اَتَقَاضَاهُ قَالَ لاَ اُعْطِيكَ حَتّٰى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ فَقُلْتُ لاَ اَكْفُرُ حَتّٰى يُمِيتَكَ اللّٰهُ ثُمَّ تُبْعَثُ قَالَ دَعْنِى حَتّٰى اَمُوتَ وَاُبْعَثَ فَسَأُوتٰى مَالاً وَوَلَدًا فَاَقْضِيكَ فَنَزَلَتْ اَفَرَأَيْتَ الَّذِى كَفَرَ بِاٰيٰتِنَا وَقَالَ لَاُوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَدًا.

১৯৪৬. খাব্বাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, জাহিলিয়াতের যুগে আমি কর্মকার ছিলাম। আস ইবনে ওয়ায়েলের কাছে আমার কিছু পাওনা ছিল। আমি তার কাছে গিয়ে ঐগুলো পরিশোধ করতে বললে সে বললো, যে পর্যন্ত না তুমি মুহাম্মাদ (সঃ)–কে অস্বীকার করবে আমি তোমার ঋণ পরিশোধ করব না। একথা শুনে আমি বললাম, আল্লাহ তোমাকে মৃত্যু দান করে জীবিত না করা পর্যন্ত আমি তাঁকে অস্বীকার করব না। সে বলল, তাহলে আগে আমাকে মরে জীবিত হতে দাও এবং তখন আমাকে ধন–সম্পদ ও সন্তান–সন্ততি প্রদান করা হলে তোমার পাওনা পরিশোধ করব। এ উপলক্ষে নাযিল হলঃ "তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখেছ যে আমার নির্দেশ ও নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে এবং বলে, আমাকে অবশ্যি ধন–সম্পদ ও সন্তান–সন্ততি দেয়া হবে। সে কি অদৃশ্য বিষয়কে জেনে নিয়েছে অথবা আল্লাহর নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে" (মরিয়মঃ ৭৭)।

৩০–অনুচ্ছেদঃ দর্জিদের সম্পর্কে।

١٩٤٧. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ اِنَّ خَيَّاطاً دَعَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ قَالَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلَى ذٰلِكَ الطَّعَامِ فَقَرَّبَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خُبْزًا وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ فَرَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالِىَ الْقَصْعَةِ فَلَمْ اَزَلْ اُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمَئِذٍ.

১৯৪৭. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, জনৈক দর্জি রসূলুল্লাহ (সঃ)–কে খাওয়ার দাওয়াত দিয়ে খাদ্য প্রস্তুত করল। আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমিও তাঁর (সঃ) সাথে সেই খাবার দাওয়াতে গেলাম। সেই দর্জি রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর সামনে ভাজা রুটি, কদুর ঝোল ও গোশত পেশ করল। আমি দেখলাম, নবী (সঃ) পেয়ালার চারদিক থেকে লাউ খুঁজে খুঁজে খাচ্ছেন। আনাস ইবনে মালেক বলেন, সেদিন থেকে আমি লাউ খাওয়া পছন্দ করে আসছি।

৩১–অনুচ্ছেদঃ তাঁতীদের কথা।

١٩٤٨. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ بِبُرْدَةٍ قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَالْبُرْدَةُ فَقِيْلَ لَهُ نَعَمْ هِىَ الشَّمْلَةُ مَنْسُوْجٌ فِىْ حَاشِيَتِهَا قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ انِّىْ نَسَجْتُ هٰذِهِ بِيَدِى اَكْسُوْكَهَا فَاَخَذَهَا النَّبِىُّ ﷺ مُحْتَاجًا اِلَيْهَا. فَخَرَجَ اِلَيْنَا وَاِنَّهَا اِزَارُهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَكْسُنِيْهَا فَقَالَ نَعَمْ فَجَلَسَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ الْمَجْلِسِ ثُمَّ رَجَعَ فَطَوَاهَا ثُمَّ اَرْسَلَ بِهَا اِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ مَا اَحْسَنْتَ سَاَلْتَهَا اِيَّاهُ وَلَقَدْ عَلِمْتَ اَنَّهُ لاَ يَرُدُّ سَائِلاً فَقَالَ الرَّجُلُ وَاللّٰهِ مَاسَاَلْتُهُ اِلاَّ لِتَكُوْنَ كَفَنِىْ يَوْمَ اَمُوْتُ قَالَ سَهْلٌ فَكَانَتْ كَفَنَهُ.

১৯৪৮. সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, জনৈকা মহিলা চারদিকে নকসী করা একখানা বুরদাহ নিয়ে (নবী (সঃ)–এর কাছে) আসল। সাহল ইবনে সা'দ জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান বুরদাহ কাকে বলে? বলা হলো, হাঁ আমি জানি–পাড় বিশিষ্ট চাদর। মহিলাটি বলল, হে আল্লাহর রসূল! এ কাপড়খানা আমি আপনাকে পরিধান করানোর জন্য নিজ হাতে প্রস্তুত করেছি। নবী (সঃ) তা আগ্রহভরে গ্রহণ করলেন এবং পরে ইজার বা লুঙ্গি হিসেবে পরিধান করে আমাদের কাছে আসলেন। এ সময় লোকদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি উঠে বলল, হে আল্লাহর রসূল! বস্ত্রখানা পরিধানের জন্য আমাকে প্রদান করুন। তিনি বললেন, ঠিক আছে, তুমিই নেবে। অতঃপর নবী (সঃ) কিছুক্ষণ ঐ মজলিসে থাকার পর ফিরে গেলেন এবং বস্ত্রখানা ভাঁজ করে সেই ব্যক্তির নিকট পাঠিয়ে দিলেন। লোকেরা তাকে বলল, তুমি ওটি চেয়ে মোটেই ভাল কাজ করনি। কেননা তুমি তো জান যে, কেউ কিছু চাইলে তিনি তাকে খালি হাতে ফিরান না। লোকটি বলল, মৃত্যুর সময় আমার কাফন বানানোর উদ্দেশ্য ব্যতীত আর কোন উদ্দেশ্যেই আমি তা চাইনি।সাহল (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, পরে তা তার কাফনের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল।

৩২–অনুচ্ছেদঃ কাঠমিস্ত্রীদের সম্পর্কে।

١٩٤٩. عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ قَالَ اَتَى رِجَالٌ اِلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ يَسْاَلُوْنَهُ عَنِ الْمِنْبَرِ فَقَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى فُلاَنَةَ امْرَأَةٍ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ اَنْ مُرِىْ غُلاَمَكِ النَّجَّارَ يَعْمَلُ لِىْ اَعْوَادًا اَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ اِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ فَاَمَرَتْهُ يَعْمَلُهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَاَرْسَلَتْ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِهَا فَاَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ فَجَلَسَ عَلَيْهَا.

১৯৪৯. আবু হাযেম (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কিছু সংখ্যক লোক সাহল ইবনে সা'দের কাছে (মসজিদের) মিম্বার সম্পর্কে জানার জন্য এসে জিজ্ঞেস করলেন। সাহল (রা) একজন মহিলার নাম করে বললেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) অমুক মহিলার নিকট লোক পাঠিয়ে তাকে বললেন, তোমার কাঠমিস্ত্রী কৃতদাসকে আমার জন্য কাঠের একটা আসন তৈরী করতে বল। লোকদের সামনে বক্তব্য পেশ করার সময় আমি তার উপর উপবেশন করব। সুতরাং মহিলাটি তাকে বনের ঝাউ গাছের কাঠ দ্বারা সেটি তৈরী করতে নির্দেশ প্রদান করল। তা প্রস্তুত করে আনলে মহিলাটি তা রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর কাছে প্রেরণ করল। নবী (সঃ)–এর নির্দেশে তা পাতা হল (মসজিদে স্থাপন করা হল)। তিনি তার উপর বসলেন।

١٩٥٠. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ امْرَأَةً مِّنَ الْاَنْصَارِ قَالَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَا اَجْعَلُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ فَاِنَّ لِيْ غُلَامًا نَجَّارًا قَالَ اِنْ شِئْتِ قَالَ فَعَمِلَتْ لَهُ الْمِنْبَرَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَعَدَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ الَّذِيْ صُنِعَ فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ الَّتِيْ كَانَ يَخْطُبُ عِنْدَهَا حَتّٰى كَادَتْ اَنْ تَنْشَقَّ فَنَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ حَتّٰى اَخَذَهَا فَضَمَّهَا اِلَيْهِ فَجَعَلَتْ تَئِنُّ اَنِيْنَ الصَّبِيِّ الَّذِيْ يُسَكَّتُ حَتّٰى اسْتَقَرَّتْ قَالَ بَكَتْ عَلٰى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذِّكْرِ.

১৯৫০. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। একজন আনসারী মহিলা রসূলুল্লাহ (সঃ)–কে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমার এক গোলাম কাঠমিস্ত্রী। আমি কি তার দ্বারা আপনাকে একটা বসার আসন তৈরী করে দেবে না? তিনি বললেন, তোমার ইচ্ছা হলে দিতে পার। তিনি (জাবের) বলেন, মহিলাটি তাঁর জন্য একটা মিম্বার প্রস্তুত করিয়ে দিল। অতঃপর জুমুআর দিন নবী (সঃ) ঐ মিম্বারে বসলেন (এবং বক্তব্য পেশ করলেন)। কিন্তু যে (মৃত) খেজুর গাছের কান্ডে ভর দিয়ে তিনি বক্তৃতা করতেন সেই খেজুর গাছ এমন চিৎকার করে উঠল, যেন তা (শোকে) টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। নবী (সঃ) তখন মিম্বার হতে অবতরণ করে খেজুর গাছকে আকড়ে (বুকে) জড়িয়ে ধরলেন। খেজুর গাছটি তখন ফুঁপিয়ে ক্রন্দন শুরু করল, যেমন শিশুরা কান্না থামাবার সময় ফোঁপায়। পরে তা শান্ত হলে তিনি (সঃ) বললেন, আল্লাহর গুণকীর্তণ ও প্রশংসা যা কিছু সে শুনত, তা শুনতে না পেয়ে সে কান্না জুড়ে দিয়েছে।

৩৩–অনুচ্ছেদঃ ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিজেই খরিদ করা।

ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) ওমর (রাঃ)–র নিকট থেকে একটা উট ক্রয় করেছিলেন। আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর বর্ণনা করেছেন, জনৈক মুশরিক

বকরীর পাল নিয়ে আগমন করলে নবী (সঃ) তার নিকট থেকে এটা বকরী খরিদ করেছিলেন। এছাড়া তিনি জাবের (রাঃ)-র নিকট থেকেও একটা উট খরিদ করেছিলেন।

١٩٥١. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ يَهُوْدِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيْئَةٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ .

১৯৫১. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) এক ইহুদীর কাছে তাঁর বর্ম বন্ধক রেখে বাকিতে কিছু খাদ্য ক্রয় করেন।

৩৪-অনুচ্ছেদঃ চতুষ্পদ জন্তু ও গাধা ক্রয় করা। কোন জন্তু বা উট ক্রয়কালে বিক্রেতা যদি জন্তুটির পিঠের উপর আরোহণ করেই থাকে। এমতাবস্থায় জন্তুটির পৃষ্ঠ হতে অবতরণ না করা পর্যন্ত কি ক্রেতার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে? ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) ওমরকে বলেছিলেন, এ দুষ্ট ও অবাধ্য উটটি আমার কাছে বিক্রি করে দাও।

١٩٥٢. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ غَزَاةٍ فَأَبْطَأَنِي جَمَلِي وَأَعْيَا فَأَتَى عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ جَابِرٌ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا شَأْنُكَ قُلْتُ أَبْطَأَ عَلَيَّ جَمَلِيْ وَأَعْيَافَتَخَلَّفْتُ فَنَزَلَ يَحْجُنُهُ بِمِحْجَنِهِ ثُمَّ قَالَ ارْكَبْ فَرَكِبْتُ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَكُفُّهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَزَوَّجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا قُلْتُ بَلْ ثَيِّبًا قَالَ أَفَلَا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ قُلْتُ إِنَّ لِيْ أَخَوَاتٍ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ وَتَمْشُطُهُنَّ وَتَقُوْمُ عَلَيْهِنَّ قَالَ أَمَا إِنَّكَ قَادِمٌ فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ ثُمَّ قَالَ أَتَبِيْعُ جَمَلَكَ قُلْتُ نَعَمْ فَاشْتَرَاهُ مِنِّيْ بِأُوْقِيَةٍ ثُمَّ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَبْلِيْ وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ فَجِئْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدْتُهُ عَلٰى بَابِ الْمَسْجِدِ قَالَ الْآنَ قَدِمْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَدَعْ جَمَلَكَ فَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ فَأَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَزِنَ لَهُ أُوْقِيَّةً فَوَزَنَ لِيْ بِلَالٌ فَأَرْجَحَ لِيْ فِي الْمِيْزَانِ فَانْطَلَقْتُ حَتّٰى وَلَّيْتُ فَقَالَ ادْعُ لِيْ جَابِرًا قُلْتُ الْآنَ يَرُدُّ عَلَيَّ الْجَمَلَ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْهُ قَالَ خُذْ جَمَلَكَ وَلَكَ ثَمَنُهُ .

১৯৫২. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কোন এক যুদ্ধে আমি নবী (সঃ)–এর সাথে ছিলাম। আমার উট ধীরে চলছিল এবং ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। নবী (সঃ) (পিছন থেকে) এসে আমার কাছে পৌছলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, জাবের নাকি? আমি বললাম, হাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি হয়েছে? বললাম, আমার উটটি খুব ধীর গতিতে হাঁটছে এবং ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, কাজেই আমি পিছনে পড়ে গেছি। এ কথা শুনে তিনি অবতরণ করলেন এবং উটটিকে চাবুক লাগালেন। এরপর বললেন, আরোহণ কর। আমি আরোহণ করলাম। এবার আমি দেখলাম আমার উটকে টেনে ধরে রাখতে হচ্ছে যাতে রসূলুল্লাহ (সঃ)–কে অতিক্রম করতে না পারে। নবী (সঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি বিয়ে করেছ? আমি বললাম, হাঁ করেছি। তিনি (আবার) জিজ্ঞেস করলেন, কুমারী না বিধবা? আমি বললাম, বিধবা। তিনি বললেন, কুমারী বিয়ে করলে না কেন? তাহলে সে তোমার সাথে হাসি–তামাশা করত আর তুমি তার সাথে হাসি–তামাশা করতে। আমি বললাম, আমার কয়েকটা ছোট বোন আছে। তাই এমন একজন মহিলাকে বিয়ে করা ভাল মনে করলাম যে তাদের একত্রিত রাখতে পারবে, চুলে বিনুনী করে দিতে পারবে এবং তাদের সবাইকে দেখাশুনা ও তত্ত্বাবধান করতে পারবে। নবী (সঃ) বললেন, এবার তুমি মদীনায় পৌছে যাবে। সেখানে পৌছার পর তুমি প্রজ্ঞার পরিচয় দেবে। তারপর তিনি আমাকে বললেন, উটটি বিক্রি করবে? আমি বললাম, হাঁ, বিক্রি করব। তিনি এক উকিয়া রৌপ্যের বিনিময়ে উটটি খরিদ করলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার আগেই (মদীনা) পৌছে গেলেন। আর আমি পরদিন সকালে পৌছলাম এবং মসজিদে উপস্থিত হলাম। মসজিদের দরজায়ই তাঁকে (সঃ) পেলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এখনই আসলে নাকি? বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, উটটি রেখে মসজিদে প্রবেশ কর এবং দুই রাকআত নামায পড়। আমি মসজিদে প্রবেশ করে নামায পড়লাম। তিনি বিলালকে আমার জন্য এক উকিয়া রৌপ্য ওজন করতে বললেন। সে আমার জন্য রৌপ্য ওজন করল একটু বেশী। এ সময় আমি পিছন ফিরে চলে যেতে থাকলাম। তিনি বললেন, জাবেরকে আমার কাছে ডেকে দাও। আমি (তখন মনে মনে) বললাম, এখন তিনি আমাকে উট ফেরত দেবেন। আর এর চাইতে (ফেরত নেয়ার চাইতে) অপছন্দনীয় ব্যাপার আমার নিকট তখন আর কিছুই ছিল না। তিনি বললেন, তুমি তোমার উট নিয়ে যাও এবং তার দামটাও নিয়ে যাও।

৩৫–অনুচ্ছেদঃ জাহিলী যুগের বাজার বা ক্রয়–বিক্রয় কেন্দ্রসমূহ যেখানে লোকেরা ইসলামী যুগেও কেনা–বেচা করেছে।

١٩٥٣. عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ عُكَاظُ وَذُوْ الْمَجَازِ اَسْوَاقًا فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا كَانَ الْاِسْلَامُ تَأَثَّمُوْا مِنَ التِّجَارَةِ فِيْهَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ لَيْسَ عَلَيْكُم جُنَاحٌ فِىْ مُوَاسِمِ الْحَجِّ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَذَا.

১৯৫৩. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, জাহিলী যুগে উকায, মাযেন্না ও যুল–মাজায ক্রয়–বিক্রয় ও ব্যবসায় কেন্দ্র ছিল। ইসলামের আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠার পর লোকেরা সেখানে ক্রয়–বিক্রয় ও ব্যবসা–বাণিজ্য করা গোনাহের কাজ মনে করতে থাকলে আল্লাহ তাআলা এ নির্দেশ নাযিল করলেনঃ "হজ্জের সময় (সেখানে বেচা–কেনা করায়) তোমাদের জন্য কোন গুনাহ নেই।" ইবনে আব্বাস (রা) এভাবেই পড়তেন।

৩৬–অনুচ্ছেদঃ অতি পিপাসার্ত এবং চর্মরোগে আক্রান্ত উটের ক্রয়–বিক্রয়। যে কোন ব্যাপারে মধ্যম পন্থা বর্জনকারীকে 'হাইম' বলা হয়।

١٩٥٤. عَنْ عَمْرٍو قَالَ كَانَ هٰهُنَا رَجُلٌ اِسْمُهُ نَوَّاسٌ وَكَانَتْ عِنْدَهُ اِبِلٌ هِيْمٌ فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ فَاشْتَرٰى تِلْكَ الْاِبِلَ مِنْ شَرِيْكٍ لَهُ فَجَاءَ اِلَيْهِ شَرِيْكُهُ فَقَالَ بِعْنَا تِلْكَ الْاِبِلَ فَقَالَ مِمَّنْ بِعْتَهَا فَقَالَ مِنْ شَيْخٍ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ وَيْحَكَ ذَاكَ وَاللّٰهِ ابْنُ عُمَرَ فَجَاءَهُ فَقَالَ اِنَّ شَرِيْكِيْ بَاعَكَ اِبِلاً هِيْمًا وَلَمْ يَعْرِفْكَ قَالَ فَاسْتَقْهَا فَلَمَّا ذَهَبَ يَسْتَاقُهَا قَالَ دَعْهَا رَضِيْنَا بِقَضَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لاَ عَدْوٰى سَمِعَ سُفْيَانُ عَمْرًوا.

১৯৫৪. আমর ইবনে দীনার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এখানে নাওয়াস নামে একজন লোক ছিল। তার একটা পিপাসা রোগে আক্রান্ত (পানি পান করে শান্ত বা তৃপ্তি না হওয়া) একটা উট ছিল। ইবনে উমর (রাঃ) গিয়ে তার (নাওয়াস) এক অংশীদারের নিকট থেকে সেই উটটি খরিদ করে আনলেন। অতঃপর অংশীদার নাওয়াসের কাছে গিয়ে বলল, এ উটটি বিক্রি করে দিয়েছি। সে জিজ্ঞেস করল, কার নিকট বিক্রি করেছ? উত্তরে বলল, এরূপ আকার–আকৃতির একজন প্রবীণ লোকের নিকট। লোকটি বলল, সর্বনাশ। আল্লাহর শপথ! তিনি তো ইবনে উমর (রাঃ)। অতঃপর নাওয়াস তাঁর (ইবনে উমর রাঃ) কাছে এসে বলল, আমার অংশীদার আপনাকে চিনতে পারেনি, সে আপনার নিকট পিপাসা রোগে আক্রান্ত একটি উট বিক্রি করেছে। (এ কথা শুনে) তিনি বললেন, এটি হাঁকিয়ে নিয়ে যাও। অতঃপর সে সেটিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে থাকলে তিনি আবার বললেন, রেখে যাও। রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর সিদ্ধান্তেই আমি সন্তুষ্ট। (তিনি বলেছেন) ছোঁয়াচে বলে কোন কিছু নেই।

৩৭–অনুচ্ছেদঃ গোলযোগপূর্ণ ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে এবং শান্ত পরিবেশে অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি করা। গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি করাকে ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) অপছন্দ করেছেন।[8]

---

৪. গোলযোগপূর্ণ ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি করলে তা দুষ্কৃতিকারীদের হাতে পড়তে পারে। এমতাবস্থায় রাষ্ট্র ও সমাজে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পাবে এবং মানুষের জীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। এজন্য

١٩٥٥. عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ حُنَيْنٍ فَاَعْطَاهُ يَعنِىْ الدِّرْعَ فَبِعْتُ الدِّرْعَ فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِىْ بَنِىْ سَلِمَةَ فَانَّهُ اَوَّلُ مَالٍ تَاَثَّلْتُهُ فِىْ الْاِسْلاَمِ .

১৯৫৫. আবু কাতাদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হুনায়েনের (যুদ্ধের) বছরে আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর সাথে বের হলাম। তিনি আমাকে একটা লৌহবর্ম প্রদান করলে আমি সেটির বিনিময়ে বনী সালামা গোত্রের একটা বাগান ক্রয় করলাম। ইসলাম গ্রহণের পর ওটাই ছিল আমার অর্জিত প্রথম সম্পদ।

৩৮–অনুচ্ছেদঃ আতর ও মেশক বিক্রেতাদের সম্পর্কে।

١٩٥٦. عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيْسِ السَّوْءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ وَكِيْرِ الْحَدَّادِ لاَ يَعْدَمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ اِمَّا تَشْتَرِيَهِ وَاِمَّا تَجِدُ رِيْحَهُ وَكِيْرُ الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ اَوْ ثَوْبَكَ اَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيْحًا خَبِيْثَةً .

১৯৫৬. আবু মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, সৎ এবং অসৎ বন্ধুর উপমা মেশক বিক্রেতা ও কামারের হাপর। মেশক বিক্রেতার নিকট থেকে তুমি শুন্য হাতে ফিরে আসবে না। তুমি তার নিকট থেকে (কিছু মেশক) খরিদ করবে কিংবা (অন্তত‌পক্ষে) তার থেকে সুগন্ধ পাবে। কিন্তু কামারের হাপর তোমার শরীর অথবা কাপড় জ্বালিয়ে দেবে অথবা তুমি তা থেকে একটা দুর্গন্ধ লাভ করবে।[৫]

৩৯–অনুচ্ছেদঃ রক্তমোক্ষণকারীদের সম্পর্কে।

١٩٥٧. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَجَمَ اَبُوْ طَيْبَةَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِّنْ تَمْرٍ وَاَمَرَ اَهْلَهُ اَنْ يُّخَفِّفُوْا مِنْ خَرَاجِهِ .

১৯৫৭. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবু তাইবা রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর রক্তমোক্ষণ করলে তিনি তাকে এক সা' খেজুর প্রদান করতে আদেশ করলেন

ফেতনায় পরিবেশে অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি করা ইসলামের দৃষ্টিতে অপছন্দনীয়। ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ)–র মতের মধ্যে দিয়ে ইসলামের এ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। আধুনিক বিশ্বের শক্তিধর অস্ত্র প্রস্তুতকারী উন্নত দেশগুলো এ নীতি মেনে চললে গোটা বিশ্বের কল্যাণ হত।

৫. সৎ সংগী ও বন্ধু সর্বাবস্থায়ই লাভজনক। কিন্তু অসৎ বন্ধু সর্বাবস্থায়ই ক্ষতিকর। সুতরাং বন্ধুত্বের ব্যাপারে সকলের সতর্ক থাকা উচিত। যে বন্ধুর ঈমান ও আকীদা ত্রুটিপূর্ণ কিংবা যে নাস্তিকতার অনুসারী তার সাহচর্য ঈমান নষ্ট করে দিতে পারে। সুতরাং এ ধরনের লোকের সাহচর্য থেকে দূরে অবস্থান করা উত্তম।

এবং তার মনিবকে তার প্রতিদিনের খারাজ বা নির্দিষ্ট পরিমাণ দেয় অর্থের পরিমাণ হ্রাস করার আদেশ দিলেন।[৬]

١٩٥٨. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَعْطَى الَّذِيْ حَجَمَهُ وَلَوْكَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ.

১৯৫৮. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) রক্তমোক্ষণ করিয়েছিলেন এবং রক্তমোক্ষণকারী ব্যক্তিকে পারিশ্রমিক প্রদান করেছিলেন। যদি রক্তমোক্ষণ হারাম হত তাহলে তিনি তাকে (পারিশ্রমিক) প্রদান করতেন না।

৪০–অনুচ্ছেদঃ যা পরিধান করা নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য নিষিদ্ধ সেই জিনিসের ব্যবসা।

١٩٥٩. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ اِلٰى عُمَرَ بِحُلَّةِ حَرِيْرٍ أَوْ سِيَرَاءَ فَرَاٰهَا عَلَيْهِ فَقَالَ اِنِّىْ لَمْ أُرْسِلْ بِهَا اِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا اِنَّمَا يَلْبَسُهَا مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ اِنَّمَا بَعَثْتُ اِلَيْكَ لِتَسْتَمْتِعَ بِهَا يَعْنِىْ تَبِيْعُهَا.

১৯৫৯. সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) উমরকে একখানা রেশমী চাদর অথবা রঙিন নকশা করা বস্ত্র পাঠালেন। পরে উমরকে সে কাপড় পরিধান করা অবস্থায় দেখে তিনি (সঃ) বললেন, আমি সেটা তোমার পরিধানের জন্য পাঠাইনি। ঐরূপ কাপড় যারা পরিধান করে (আখেরাতে) তাদের জন্য কোন অংশ থাকবে না। আমি সেটা এজন্য তোমার কাছে পাঠিয়েছি যে, তুমি তা বিক্রি করে উপকৃত হবে।

١٩٦٠. عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيْهَا تَصَاوِيْرُ فَلَمَّا رَاٰهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْهُ فَعَرَفْتُ فِىْ وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَّةَ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ وَاِلٰى رَسُوْلِهِ مَاذَا أَذْنَبْتُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا بَالُ هٰذِهِ النُّمْرُقَةِ قَالَتْ قُلْتُ اشْتَرَيْتُهَا لَكَ

৬. আওন ইবনে আবু জুহাইফা থেকে বর্ণিত যে হাদীস ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে তাতে স্পষ্টভাবে না হলেও বুঝা যায় যে, শিংগা লাগানো বা রক্তমোক্ষণ করা বৈধ বা হালাল নয়। কারণ আওন ইবনে আবু জুহাইফার পিতা রক্তমোক্ষণকারী ক্রীতদাসের রক্তমোক্ষণ কর্মের যন্ত্রপাতি আদেশ দিয়ে নষ্ট করিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই হাদীসে প্রমাণিত হচ্ছে যে, রক্তমোক্ষণকর্ম শুধু বৈধ নয়, বরং এ কাজ করে পারিশ্রমিক গ্রহণও বৈধ। কারণ নবী (সঃ) নিজের রক্তমোক্ষণ করানোর পর তাকে পারিশ্রমিক হিসেবে এক সা' পরিমাণ খেজুর প্রদানের আদেশ করলেন এবং বাধ্যতামূলক দৈনিক উপার্জনও কম করে গ্রহণ করতে তার মনিবকে নির্দেশ দিলেন। আসল ব্যাপার হল, প্রথমোক্ত হাদীসে যে নিষেধাজ্ঞা আছে তা পরবর্তী হাদীসটি মানসূখ করে দিয়েছে।

لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَصْحَابَ هٰذِهِ الصُّوَرِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُعَذَّبُوْنَ فَيُقَالُ لَهُمْ اَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ وَقَالَ اِنَّ الْبَيْتَ الَّذِيْ فِيْهِ هٰذِهِ الصُّوَرُ لاَ تَدْخُلُهُ الْمَلٰئِكَةُ .

১৯৬০. কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ (রঃ) উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁকে জানিয়েছেন যে, তিনি ছবি সম্বলিত একটা বালিশ খরিদ করেছিলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) তা দেখে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন, ভিতরে প্রবেশ করলেন না। আমি রসূলের চেহারায় অসন্তোষ ভাব লক্ষ্য করে বললাম, আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কাছে তওবা করছি। আমি কি অপরাধ করেছি (জানতে চাই)? রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, এসব বালিশ কেন? আমি বললাম, বালিশটি আমি আপনার জন্য খরিদ করেছি। আপনি এর ওপর বসবেন এবং ঠেস দিবেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, এই ছবি অংকনকারীদেরকে কিয়ামতের দিন আযাব দেওয়া হবে এবং তাদেরকে সেদিন বলা হবে, যা তোমরা তৈরী করেছ তাতে প্রাণ সঞ্চার কর। তিনি (সঃ) আরও বললেন, যে ঘরে এসব ছবি থাকে সেখানে ফেরেশতারা প্রবেশ করে না।

৪১—অনুচ্ছেদঃ পণ্যের (মালের) মালিক মূল্য বলার অধিক হকদার।

١٩٦١. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا بَنِىْ النَّجَّارِ ثَامِنُوْنِىْ بِحَائِطِكُمْ وَفِيْهِ خَرِبٌ وَّنَخْلٌ .

১৯৬১. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) বলেছিলেন, হে বনী নাজ্জার! তোমরাই তোমাদের বাগানের দাম বল। সেই বাগানের অংশবিশেষ অনাবাদি ছিল এবং কিছু অংশে খেজুর গাছ ছিল।

৪২—অনুচ্ছেদঃ বিক্রয় বা ক্রয় বাতিল করার এখতিয়ার কতক্ষণ থাকে?

١٩٦٢. عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِىْ بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا اَوْ يَكُوْنَ الْبَيْعُ خِيَارًا قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا اشْتَرٰى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ .

১৯৬২. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ক্রেতা ও বিক্রেতার ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে (তা বাতিল করার) ততক্ষণ পর্যন্ত এখতিয়ার থাকে যতক্ষণ না তারা উভয়ে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয় অথবা ক্রয়-বিক্রয় শর্তাধীন হয়। নাফে (রঃ) বলেছেন, ইবনে উমরের কোন (খরিদকৃত) জিনিস পছন্দ হলে তা ক্রয় করার পর তিনি বিক্রেতার নিকট থেকে (তাড়াতাড়ি) বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতেন।

١٩٦٣. عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا.

১৯৬৩. হাকীম ইবনে হিযাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের উভয়ের তা (ক্রয়-বিক্রয়) বাতিল করার এখতিয়ার থাকে।

৪৩—অনুচ্ছেদঃ এখতিয়ারের সময় নির্ধারিত না থাকলে ক্রয়—বিক্রয় কি জায়েয হবে?

١٩٦٤. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا اَوْ يَقُوْلُ اَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اِخْتَرْ وَرُبَمَا قَالَ اَوْ يَكُوْنَ بَيْعَ خِيَارٍ.

১৯৬৪. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেনঃ ক্রেতা ও বিক্রেতা ক্রয়-বিক্রয় শেষে পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত উভয়েরই (ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করার) এখতিয়ার থাকে। অথবা যদি তাদের দু'জনের একজন অন্যজনকে বলে, গ্রহণ কর।

রবীর বর্ণনায় কখনো এরূপ বর্ণিত হয়েছেঃ গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের শর্তে ক্রয়-বিক্রয় হলো।

৪৪—অনুচ্ছেদঃ ক্রেতা ও বিক্রেতার বেচা—কেনা বাতিল করার এখতিয়ার ততক্ষণ পর্যন্ত থাকে, যতক্ষণ না তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়। ইবনে উমর, শুরাইহ, শাবী, তাউস এবং ইবনে আবু মুলাইকা (র) এ মতই পোষণ করতেন।

١٩٦٥. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ حَكِيْمَ بْنَ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا فَاِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِىْ بَيْعِهِمَا وَاِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

১৯৬৫. হাকীম ইবনে হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, ক্রেতা ও বিক্রেতার ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করার এখতিয়ার ততক্ষণ পর্যন্ত থাকে যতক্ষণ না তারা একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। যদি তারা (বেচা-কেনার ব্যাপারে) সত্য কথা বলে এবং (জিনিসের) দোষ থাকলে তা প্রকাশ করে তাহলে বেচা-কেনায় বরকত ও কল্যাণ দান করা হয়। কিন্তু যদি মিথ্যা বলে এবং (জিনিসের দোষ) গোপন করে তাহলে বেচা-কেনার বরকত বা কল্যাণ নিঃশেষ হয়ে যায়।

١٩٦٦. عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلٰى صَاحِبِهِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا اِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ.

১৯৬৬. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, ক্রেতা ও বিক্রেতা প্রত্যেকেরই অপরের ওপর (ক্রয়-বিক্রয়) বাতিল করার এখতিয়ার আছে যতক্ষণ তারা একে অপর থেকে আলাদা না হয়। তবে শর্তাধীনে ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকলে স্বতন্ত্র কথা।[৭]

৪৫–অনুচ্ছেদঃ ক্রেতা এবং বিক্রেতা ক্রয়–বিক্রয়ের পর একে অপরকে (তা বাতিল করার) এখতিয়ার প্রদান করলে ক্রয়–বিক্রয় অবশ্যই বহাল হয়ে যাবে।

١٩٦٧. عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيْعًا اَوْ يُخَيِّرُ اَحَدُهُمَا الْاٰخَرَ فَتَبَايَعَا عَلٰى ذٰلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَاِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ اَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ .

১৯৬৭. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, দুই ব্যক্তি পরস্পর কেনা–বেচা করলে যতক্ষণ তারা পরস্পর আলাদা হয়নি বরং একত্রিত আছে ততক্ষণ কিংবা একজন অপরজনকে ক্রয়–বিক্রয় বাতিল করার এখতিয়ার প্রদান করেছে, এরূপ শর্তে বেচা–কেনা হয়ে থাকলে এ ক্রয়–বিক্রয় বহাল বা কার্যকরী হবে। আর ক্রয়–বিক্রয়ের পর তারা যদি একজন অন্যজন থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে থাকে এবং উভয়ের কেউ ক্রয়–বিক্রয়কে প্রত্যাখ্যান করে না থাকে তবে তা কার্যকরী ও বহাল থাকবে।

৪৬–অনুচ্ছেদঃ শুধু বিক্রেতার জন্য বিক্রয় বাতিল করার এখতিয়ার থাকলে ক্রয়–বিক্রয় কি বৈধ হবে?

١٩٦٨. عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ بَيِّعَيْنِ لاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتّٰى يَتَفَرَّقَا اِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ .

১৯৬৮. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, একমাত্র এখতিয়ারের শর্তাধীনে ব্যতীত (ক্রয়–বিক্রয় শেষে) পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত কোন ক্রেতা–বিক্রেতার ক্রয়–বিক্রয়ই প্রতিষ্ঠিত বা কার্যকর হয় না।[৮]

---

৭. অর্থাৎ এ শর্তে যদি ক্রয়–বিক্রয় হয়ে থাকে যে, উভয় পক্ষের যে কোন একজন ইচ্ছা করলে যে কোন সময় তা বাতিল করতে পারবে, তাহলে ক্রেতা এবং বিক্রেতা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরও এই ক্রয়–বিক্রয়কে রহিত করার এখতিয়ার বহাল থাকবে।

৮. ক্রেতা ও বিক্রেতার ক্রয়–বিক্রয় তখনই সমাধা হয়েছে বলে ধরা যাবে, যখন তারা কেনা–বেচা সংক্রান্ত কার্যকলাপ ও কথাবার্তা শেষ করবে এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে। কিন্তু একে অপরের সম্মুখে উপস্থিত থাকা অবস্থায় উভয়ের যে কেউ কথাবার্তা বা কেনা–বেচার যে কোন পর্যায়ে তা রহিত ও বাতিল করতে পারে। এতে প্রমাণিত হয় যে, (ক্রয়–বিক্রয়ের পর কেউ) স্থান ত্যাগ করলে বা যে কোনভাবে একজন অপরজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে এই ক্রয়–বিক্রয় বহাল হয়ে যাবে। কিন্তু ক্রয়–বিক্রয়ের সময়ই যদি 'যে কোন সময় তা বাতিল করার অধিকার ও এখতিয়ার উভয়ের থাকবে' বলে শর্তাধীনে কেনা–বেচা নিষ্পত্তি হয়ে থাকে তবে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হলেও এই ক্রয়–বিক্রয় প্রতিষ্ঠিত হবে না। বরং যে কেউ তার অধিকার ও এখতিয়ার প্রয়োগ করে তা বাতিল করলে বাতিল হয়ে যাবে।

١٩٦٩. عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتّٰى يَتَفَرَّقَا قَالَ هَمَّامٌ وَجَدْتُ فِيْ كِتَابِيْ يَخْتَارُ ثَلٰثَ مِرَارٍ فَاِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِيْ بَيْعِهِمَا وَاِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا فَعَسٰى اَنْ يَّرْبَحَا رِبْحًا وَيَمْحَقَا بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا.

১৯৬৯. হাকীম ইবনে হিযাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করার জন্য ক্রেতা ও বিক্রেতার ততক্ষণ পর্যন্ত এখতিয়ার থাকে যতক্ষণ না তারা একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। হাম্মাম বলেছেন, আমার কাছে লিপিবদ্ধ কিতাবে আছেঃ তিনবার পরস্পরকে এখতিয়ার দেবে (ক্রয়-বিক্রয় বাতিল বা বহাল রাখার জন্য)। যদি উভয়েই (ক্রেতা-বিক্রেতা) সত্য কথা বলে ও জিনিসের দোষ প্রকাশ করে, তাহলে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত বা কল্যাণ দান করা হয়; কিন্তু যদি মিথ্যা কথা বলে ও দোষ গোপন করে তাহলে (উপস্থিত) কিছু মুনাফা হতে পারে কিন্তু তা বরকত ও কল্যাণ নষ্ট করে দেয়।

৪৭-অনুচ্ছেদঃ কেউ কোন জিনিস ক্রয় করে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে তৎক্ষণাৎই যদি দান করে এবং বিক্রেতা খরিদ্দারের এই কাজে আপত্তি না জানায় অথবা কেউ ক্রীতদাস খরিদ করে তৎক্ষণাৎ (পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বেই) আযাদ করে দেয়। কোন ক্রেতা বিক্রেতার সম্মতিক্রমে কোন দ্রব্য খরিদ করে যদি আবার তখনই বিক্রি করে তাহলে সেই ক্রেতা সম্পর্কে তাউস (র) বলেন, তাদের ক্রয়-বিক্রয়ও সাব্যস্ত হবে এবং মুনাফা ক্রেতার প্রাপ্য হবে। ইমাম বুখারী (র) বলেন, ... ইবনে উমর (রা) বলেছেন, কোন এক সফরে আমি নবী (সঃ)-এর সাথে ছিলাম। আমি উমরের একটা নতুন বেয়াড়া উটের উপর সওয়ার ছিলাম। উটটা অবাধ্য হয়ে সকলের আগে চলে যেতে থাকলে উমর সেটিকে জোরজবরদস্তি করে পিছিয়ে আনছিলেন। পুনরায় সবার আগে চলে গেলে উমর সেটিকে জোরজবরদস্তি করে আবার পিছিয়ে আনছিলেন। (এ অবস্থা দেখে) নবী (সঃ) উমরকে বললেন, ওটা আমার নিকট বিক্রি কর। তিনি (উমর) বললেন, হে আল্লাহর রসূল। এটি আপনারই হল। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, আমার নিকট ওটা বিক্রি কর। অতএব তিনি সেটিকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট বিক্রি করলেন। তখন নবী (স) বললেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে উমর। এটি এখন তোমার। এখন তুমি এটি নিয়ে যা ইচ্ছা করতে পার। লাইস ...... ইবনে উমর বলেছেন, আমি আমীরুল মুমিনীন উসমান ইবনে আফফান (রা)-র কাছে আমার কিছু ভূমি তাঁর খায়বারের ভূমির বিনিময়ে বিক্রি করলাম। আমরা যখন পরস্পর ক্রয়-বিক্রয় সমাধা করলাম তখন আমি পিছনে হেঁটে তাঁর বাড়ী থেকে সভয়ে বের হলাম যে, তিনি হয়ত ইতিমধ্যে ক্রয়-বিক্রয় রহিত করেও দিতে পারেন। নিয়ম ছিল ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত কেনা-বেচা বাতিল করতে পারতেন। আবদুল্লাহ (ইবনে উমর) বলেন, আমার ও তাঁর মধ্যেকার কেনা-বেচা প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর

হলে আমি দেখলাম, আমি তাকে (উসমান ইবনে আফফানকে) ঠকিয়েছি। তার এই ক্রয়–বিক্রয়ের দ্বারা আমি তাকে সামুদ জাতির আবাস ভূমির দিকে তিন রাতের পথে ঠেলে দিয়েছি। আর তিনি আমাকে মদীনার দিকে তিন রাতের পথ অগ্রসর করে দিয়েছেন।

৪৮–অনুচ্ছেদঃ ক্রয়–বিক্রয়ে ধোঁকা দেয়া নিষিদ্ধ।

١٩٧٠. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ يُخْدَعُ فِى الْبُيُوْعِ فَقَالَ اِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ.

১৯৭০. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (সঃ)–এর নিকট বলল যে, ক্রয়–বিক্রয়ে সে প্রতারিত হয়। তিনি বললেন, যখন তুমি (কোন কিছু) খরিদ করবে তখন বলবে, যেন ধোঁকা না দেওয়া হয়।

৪৯–অনুচ্ছেদঃ বাজার বা ব্যবসা কেন্দ্র সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) বর্ণনা করেছেন, আমরা মদীনায় আগমন করলে আমি জিজ্ঞেস করলাম, এখানে ব্যবসা করার মত কোন বাজার আছে কি? (লোকেরা) বলল, হাঁ, কায়নুকার বাজার আছে। আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন, আবদুর রহমান (রা) বলেছিলেন, আমাকে তোমরা বাজার দেখিয়ে দাও। উমর (রা) বলেছেন, বাজারে ক্রয়–বিক্রয়ের ব্যস্ততাই আমাকে (হাদীস সংক্রান্ত বিষয়ে) গাফিল রেখেছে।

١٩٧١. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْزُوْ جَيْشٌ الْكَعْبَةَ فَاِذَا كَانُوْا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْاَرْضِ يُخْسَفُ بِاَوَّلِهِمْ وَاٰخِرِهِمْ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ يُخْسَفُ بِاَوَّلِهِمْ وَاٰخِرِهِمْ وَفِيْهِمْ اَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُم قَالَ يُخْسَفُ بِاَوَّلِهِمْ وَاٰخِرِهِمْ ثُمَّ يُبْعَثُوْنَ عَلٰى نِيَّاتِهِمْ.

১৯৭১. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, একদল সৈন্য কা'বার উপর আক্রমণ চালাবে বা কা'বার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করবে। তারা যখন মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী বাইদাআ নামকে স্থানে উপনীত হবে তখন তাদের অগ্র–পশ্চাতের সকলকে সহ মাটি ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। তিনি (আয়েশা) বর্ণনা করেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! তাদের মধ্যবর্তী জায়গায় বাজার থাকবে এবং যারা তাদের কাজের অংশীদার নয় এমন লোকও থাকবে? তিনি বলেন, তাদের অগ্র–পশ্চাতের সকলকে ধ্বসিয়ে দেওয়া হবে এবং পরে (কিয়ামতের দিন) পুনর্জীবিত করে উঠানো হবে এবং নিয়াত অনুযায়ী পুনরুত্থান করা হবে।

١٩٧٢. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَلٰوةُ أَحَدِكُمْ فِىْ جَمَاعَةٍ تَزِيْدُ عَلٰى صَلٰوتِهِ فِىْ سُوْقِهِ وَبَيْتِهِ بِضْعًا وَّعِشْرِيْنَ دَرَجَةً وَذٰلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيْدُ إِلَّا الصَّلٰوةَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلٰوةُ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ وَالْمَلَائِكَةُ تُصَلِّىْ عَلٰى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِىْ مُصَلَّاهُ الَّذِىْ يُصَلِّىْ فِيْهِ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ مَالَمْ يُحْدِثْ فِيْهِ مَالَمْ يُؤْذِ فِيْهِ قَالَ أَحَدُكُمْ فِىْ صَلٰوةٍ مَا كَانَتِ الصَّلٰوةُ تَحْبِسُهُ .

১৯৭২. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তোমাদের কারো জামাআতে নামায পড়া, বাজারে কিংবা বাড়ীতে নামায পড়ার চাইতে বিশের অধিক গুণ মর্যাদা লাভের কারণ হয়। কেননা সে উযূ করলে উত্তমরূপে উযূ করে, তারপর নামাযের উদ্দেশ্যেই মসজিদে আগমন করে, একমাত্র নামাযই তাকে মসজিদে আসতে উদ্বুদ্ধ করে। মসজিদে আসার পথে সে যত বার পা ফেলে প্রত্যেক বারের বিনিময়ে তার একটা মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, একটা করে গোনাহ ঝরে যায় এবং যতক্ষণ তোমাদের কেউ নামাযের উদ্দেশ্যে জায়নামাযে থাকে ততক্ষণ ফেরেশতারা এই বলে দোআ করতে থাকেঃ "হে আল্লাহ! তার ওপর রহমত বর্ষণ কর, তার প্রতি দয়া কর।" যতক্ষণ তার উযূ ভেঙ্গে না যায় বা অন্যকে কষ্ট না দেয় ততক্ষণ ফেরেশতা এরূপ দোআ করতে থাকে। তিনি আরো বলেছেন, তোমাদের কাউকে নামায যতক্ষণ আটকে রাখে ততক্ষণ সে যেন নামাযরতই থাকে।

١٩٧٣ (١) . عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ فِى السُّوْقِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ إِنَّمَا دَعَوْتُ هٰذَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ سَمُّوْا بِاسْمِىْ وَلَا تَكَنُّوْا بِكُنْيَتِىْ .

১৯৭৩. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (এক সময়ে) নবী (সঃ) বাজারে ছিলেন। এক ব্যক্তি ডাকল, হে আবুল কাসেম! নবী (সঃ) সেদিকে ফিরে তাকালে সে বলল, (আপনাকে নয়) আমি এই ব্যক্তিকে ডেকেছি। নবী (সঃ) বললেন, আমার নামে নাম রাখ, কিন্তু আমার উপনামে কারো নাম রেখ না।

١٩٧٣ (٢) . عَنْ أَنَسٍ قَالَ دَعَا رَجُلٌ بِالْبَقِيْعِ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ لَمْ أَعْنِكَ فَقَالَ سَمُّوْا بِاسْمِىْ وَلَا تَكَنُّوْا بِكُنْيَتِىْ .

১৮৭৩. (ক) আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি 'বাকী' নামক বাজারে 'হে আবুল কাসেম' বলে ডাক দিলো। নবী (সঃ) তার দিকে ফিরে তাকালে

সে বলল, আমি আপনাকে ডাকিনি। তিনি বললেন, আমার নামে নাম রাখ, কিন্তু আমার উপনাম রেখো না।

١٩٧٤. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ الدَّوْسِىِّ قَالَ خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ طَائِفَةِ النَّهَارِ لاَ يُكَلِّمُنِىْ وَلاَ أُكَلِّمُهُ حَتَّى أَتَى سُوْقَ بَنِىْ قَيْنُقَاعَ فَجَلَسَ بِفِنَاءِ بَيْتِ فَاطِمَةَ فَقَالَ أَثَمَّ لُكَعُ فَحَبَسَتْهُ شَيْئًا فَظَنَنْتُ أَنَّهَا تُلْبِسُهُ سِخَابًا أَوْ تُغَسِّلُهُ فَجَاءَ يَشْتَدُّ حَتَّى عَانَقَهُ وَقَبَّلَهُ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ أَحْبِبْهُ وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ .

১৯৭৪. আবু হুরাইরা দাওসী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) দিনের কোন এক সময় নবী (সঃ) বের হলেন। (আমি তাঁর সাথে ছিলাম কিন্তু) তিনি আমার সাথে কোন কথাবার্তা বললেন না, আমিও তাঁর সাথে কথাবার্তা বললাম না। এমতাবস্থায় তিনি বনী কায়নুকার বাজারে উপনীত হলেন (এবং সেখান থেকে ফিরে) ফাতেমা (রা)–র বাড়ীর আঙিনায় বসে বললেন, খোকা (হাসান) এখানে আছে, খোকা এখানে আছে? তিনি (ফাতেমা) তাঁকে (হাসানকে) আসতে দিতে কিছুক্ষণ বিলম্ব করলেন। (আবু হুরাইরা বলেন), এই কারণে আমি মনে করলাম, তিনি তাকে মালা পরাচ্ছেন অথবা গোসল করিয়ে দিচ্ছেন। অতঃপর অতি দ্রুত গতিতে সে (হাসন) আসল। নবী (সঃ) তাকে বুকে চেপে ধরলেন এবং চুমু খেলেন, তারপর বললেন, হে আল্লাহ! তুমি তাকে (হাসানকে) মহব্বত করো এবং যারা তাকে মহব্বত করে তাদেরকেও মহব্বত করো। উবায়দুল্লাহ (র) নাফে ইবনে জুবায়েরকে বিতরের নামায এক রাকআত পড়তে দেখেছেন।

١٩٧٥. عَنْ أَنَسٍ قَالَ دَعَا رَجُلٌ بِالْبَقِيْعِ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ لَمْ أَعْنِكَ فَقَالَ سَمُّوْا بِاسْمِىْ وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِىْ.

১৯৭৫. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, 'বাকী' নামক জায়গায় এক ব্যক্তি 'হে আবুল কাসেম' বলে ডাকলে নবী (সঃ) সে দিকে ফিরে তাকালেন। লোকটি বলল, আমি আপনাকে ডাকিনি। তিনি (সঃ) বললেন, আমার নামে নাম রাখ কিন্তু আমার উপনামে কাউকে ডেকো না।

١٩٧٦. عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ كَانُوْا يَشْتَرُوْنَ الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ فَيَبْعَثُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَبِيْعُوْهُ حَيْثُ اشْتَرَوْهُ حَتَّى يَنْقُلُوْهُ حَيْثُ يُبَاعُ الطَّعَامُ وَقَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ أَنْ يُبَاعَ الطَّعَامُ إِذَا اشْتَرَاهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ .

১৯৭৬. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তাঁরা (ইবনে উমর এবং অন্যরা) নবী (সঃ)–এর যুগে কাফেলার নিকট থেকে খাদ্যশস্য কিনতেন। নবী (সঃ) তাদের নিকট এই মর্মে

নিষেধ করতে লোক পাঠালেন যে, যে স্থান থেকে তারা পণ্যদ্রব্য ক্রয় করেছে সেখান থেকে বিক্রয়ের জায়গায় স্থানান্তরিত না করে (সেখানেই) যেন তা বিক্রি না করে। নাফে বলেন, ইবনে উমর (রা) আমার কছে বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) পণ্য ক্রয় করে তার ওপর নিজের অধিকার পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে তা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

৫০—অনুচ্ছেদঃ বাজারে চিৎকার ও হৈহুল্লোড় করা নিন্দনীয়।

١٩٧٧. عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ لَقِيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قُلْتُ اَخْبِرْنِىْ عَنْ صِفَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ التَّوْرَاةِ قَالَ اَجَلْ وَاللّٰهِ اِنَّهُ لَمَوْصُوْفٌ فِى التَّوْرَاةِ بِبَعْضِ صِفَتِهِ فِىْ الْقُرْاٰنِ يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا وَحِرْزًا لِلْاُمِّيِّيْنَ اَنْتَ عَبْدِى وَرَسُوْلِىْ سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ لَيْسَ بِفَظٍّ وَلَا غَلِيْظٍ وَلَا سَخَّابٍ فِىْ الْاَسْوَاقِ وَلَا يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ وَلٰكِنْ يَعْفُوْ وَيَغْفِرُ وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللّٰهُ حَتّٰى يُقِيْمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوجَاءَ بِاَنْ يَقُوْلُوْا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَيَفْتَحُ بِهَا اَعْيُنٌ عُمْىٌ وَّاٰذَانٌ صُمٌّ وَّقُلُوْبٌ غُلْفٌ .

১৯৭৭. আতা ইবনে ইয়াসার (রঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) আমি আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-র সাথে সাক্ষাত করে তাঁকে বললাম, তাওরাতে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যে বৈশিষ্ট্য ও পরিচয় (বর্ণিত) আছে সে সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। তিনি বলেন, হাঁ, ঠিক কথা। কুরআনে বর্ণিত তাঁর গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের কিছুটা তাওরাতে উল্লেখিত হয়েছেঃ "হে নবী! আমি তোমাকে সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি এবং উম্মি অর্থাৎ অ-কিতাবধারীদের রক্ষাকারী হিসেবে পাঠিয়েছি। তুমি আমার বান্দা ও রসূল। আমি তোমার নাম দিয়েছি মুতাওয়াক্কিল বা ভরসাকারী। তুমি দুশ্চরিত্র বা রূঢ় ও কঠোর হৃদয় নও এবং বাজারে ঝগড়া ও হৈ হুল্লোড়কারীও নও।" তিনি কোন মন্দ দ্বারা মন্দকে প্রতিহতকারী নন, বরং তিনি মাফ করে দিয়ে থাকেন। আল্লাহ তাঁকে (মৃত্যু দান করে) ততদিন পর্যন্ত দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নেবেন না যতদিন না তাঁর দ্বারা বক্রপথে চালিত জাতিকে সৎপথের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন, যতদিন না সকলে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" (আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ ইলাহ নেই) একথা স্বীকার করার মাধ্যমে সৎপথের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তার দ্বারা অন্ধ চোখ, বধির কান এবং (অসত্যের অন্ধকারে) আচ্ছাদিত হৃদয় ও মন-মানসিকতা উন্মুক্ত না হয়ে যায়।

৫১—অনুচ্ছেদঃ ওজন করার মজুরী প্রদানের দায়িত্ব বিক্রেতা বা দ্রব্য প্রদানকারীর ওপর বর্তাবে। মহান আল্লাহর বাণীঃ

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ * الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ * وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَو وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ *

"ওজনে কম দেয় যারা তাদের জন্য আফসোস বা মহাধ্বংস। তারা যখন অন্যদের নিকট থেকে (মেপে বা ওজন করে) নেয় তখন পুরোপুরিই গ্রহণ করে। কিন্তু যখন অন্যদের মেপে বা ওজন করে দেয় তখন কম করে দেয়" (মুতাফফিফীনঃ ১—৩)।

নবী (সঃ) বলেছেন, ভালভাবে মেপে নাও। উসমান (রা) থেকে বর্ণনা করা হয়ে থাকে, নবী (সঃ) তাঁকে বলেছিলেন, কোন জিনিস বিক্রি করলে মেপে বিক্রি কর এবং (কোন জিনিস) খরিদ করলেও মেপে খরিদ কর।

١٩٧٨. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتّٰى يَسْتَوْفِيَهُ .

১৯৭৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেউ খাদ্যবস্তু খরিদ করলে যতক্ষণ তা তার পুরো অধিকারে না আসবে ততক্ষণ যেন বিক্রি না করে।

١٩٧٩. عَنْ جَابِرٍ قَالَ تُوُفِّىَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَاسْتَعَنْتُ النَّبِىَّ ﷺ عَلٰى غُرَمَائِهِ اَنْ يَّضَعُوْا مِنْ دَيْنِهِ فَطَلَبَ النَّبِىُّ ﷺ اِلَيْهِمْ فَلَمْ يَفْعَلُوْا فَقَالَ لِىَ النَّبِىُّ ﷺ اِذْهَبْ فَصَنِّفْ تَمْرَكَ اَصْنَافًا الْعَجْوَةَ عَلٰى حِدَةٍ وَعَذْقَ زَيْدٍ عَلٰى حِدَةٍ ثُمَّ اَرْسِلْ اِلَىَّ فَفَعَلْتُ ثُمَّ اَرْسَلْتُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَجَاءَ فَجَلَسَ عَلٰى اَعْلاَهُ اَوْ فِىْ وَسَطِهِ ثُمَّ قَالَ كِلْ لِلْقَوْمِ فَكِلْتُهُمْ حَتّٰى اَوْفَيْتُهُمُ الَّذِىْ لَهُمْ وَبَقِىَ تَمْرِىْ كَاَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ شَيْئٌ.

১৯৭৯. জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (আমার পিতা) আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হারাম (রাঃ) ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে আমি নবী (সঃ)–এর সাহায্য নিয়ে তাঁর পাওনাদারের কাছে তাদের তাদের ঋণের দাবী হ্রাস করার চেষ্টা করলাম। সুতরাং নবী (সঃ) তাদের কাছে এ ব্যাপারে তাঁর ইচ্ছা ব্যক্ত করলে তারা তা মঞ্জুর করল না। তখন নবী (সঃ) আমাকে বললেন, যাও তোমার প্রত্যেক শ্রেণীর খেজুরগুলো (আজওয়া[১] ও আযকাযাইদ খেজুর) আলাদা করে আমাকে ডাকবে। আমি তাই করলাম এবং পরে নবী (সঃ)–কে ডাকলাম। তিনি এসে খেজুরের (গাঁদার) ওপর অথবা তার মধ্যখানে বসলেন এবং তারপর আমাকে বললেন, এবার মেপে মেপে লোকদেরকে দিতে থাক। আমি তাদেরকে মেপে দিতে থাকলাম, এমনকি তাদের পাওনা ঋণ পুরোপুরি পরিশোধ করার পরও আমার খেজুর অবশিষ্ট থেকে গেল। মনে হচ্ছিল যেন কিছুই কমেনি।

১. এক প্রকার উত্তম খেজুরকে আজওয়া বলা হতো।

৫২—অনুচ্ছেদঃ মেপে দেওয়া উত্তম।

١٩٨٠. عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كِيْلُوْا طَعَامَكُمْ يُبَارَكَ لَكُمْ .

১৯৮০. মিকদাম ইবনে মা'দীকারাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, তোমরা তোমাদের খাদ্যদ্রব্য ওজন করবে, তাহলে তোমাদের জন্য বরকত ও কল্যাণ দান করা হবে।

৫৩—অনুচ্ছেদঃ নবী (সঃ)—এর সা' ও মুদে (দু'টি নির্দিষ্ট পরিমাপ) বরকত বা কল্যাণ কামনা সম্পর্কে। এ বিষয়ে আয়েশা (রা) নবী (সঃ) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٩٨١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَ دَعَا لَهَا وَحَرَّمْتُ الْمَدِيْنَةَ كَمَا حَرَّمَ اِبْرَاهِيْمُ مَكَّةَ وَدَعَوْتُ لَهَا فِيْ مُدِّهَا وَصَاعِهَا مِثْلَ مَا دَعَا اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِمَكَّةَ -

১৯৮১. আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, ইবরাহীম (আ) মক্কাকে সম্মানিত ঘোষণা করেছিলেন এবং এর জন্য দোআ করেছিলেন। সুতরাং ইবরাহীম (আ) যেমন মক্কাকে সম্মানিত ঘোষণা করেছিলেন আমিও অনুরূপ মদীনাকে সম্মানিত ঘোষণা করলাম এবং এর মুদ ও সা'—এর জন্য দোআ করলাম যেমন ইবরাহীম (আ) মক্কার জন্য করেছিলেন।

١٩٨٢. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْ مِكْيَالِهِمْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِيْ صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ يَعْنِيْ اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ .

১৮৮২. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, হে আল্লাহ! তাদের অর্থাৎ মদীনাবাসীদের মাপার পাত্রে এবং তাদের সা' ও মুদে বরকত ও কল্যাণ দানকর।

৫৪—অনুচ্ছেদঃ খাদ্যশস্য বিক্রি ও তা গুদামজাত করা সম্পর্কে।

١٩٨٣. عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً يُضْرَبُوْنَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّبِيْعُوْهُ حَتّٰى يُؤْوُوْهُ اِلٰى رِحَالِهِمْ .

১৯৮৩. সালেম (রঃ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি দেখেছি যেসব লোক আন্দাজ-অনুমানে খাদ্যদ্রব্য কিনতো রসূলুল্লাহ (সঃ)—এর সামনে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করা হত, যাতে তারা ঐগুলো নিজেদের স্থানে নিয়ে যাবার পরই বিক্রি করে।

١٩٨٤. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَنْ يَّبِيْعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتّٰى يَسْتَوْفِيَهُ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ كَيْفَ ذَاكَ قَالَ ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَالطَّعَامُ مُرْجَاءٌ-

১৯৮৪. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) ক্রয়কৃত খাদ্যদ্রব্য পুরোপুরি নিজের অধিকারে আসার আগেই বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। (তাউস বলেন,) আমি ইবনে আব্বাস (রা)–কে জিজ্ঞেস করলাম, এরূপ হবে কেন (পুরো অধিকারে আনার আগে বেচা যাবে না কেন)? উত্তরে তিনি বলেন, তা না হলে তো পণ্যের অনুপস্থিতিতে দিরহামের বিনিময়ে দিরহাম বিক্রি করা হবে।

١٩٨٥. عَنِ ابْنِ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتّٰى يَقْبِضَهُ.

১৯৮৫. ইবনে উমর (রা) বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন, কেউ খাদ্যদ্রব্য কিনলে তা পুরোপুরি হস্তগত করার আগে যেন সে বিক্রি না করে।

١٩٨٦. عَنْ مَالِكِ بْنِ اَوْسٍ اَنَّهُ قَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ صَرَفٌ فَقَالَ طَلْحَةُ اَنَا حَتّٰى يَجِئَ خَازِنُنَا مِنَ الْغَابَةِ قَالَ سُفْيَانُ هُوَالَّذِىْ حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ لَيْسَ فِيْهِ زِيَادَةٌ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَالِكُ بْنُ اَوْسٍ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُخْبِرُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا اِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا اِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا اِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ رِبًا اِلَّا هَاءَ وَهَاءَ.

১৯৮৬. মালেক ইবনে আওস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কার কাছে আশরাফী ও দিরহামের বিনিময় আছে? অর্থাৎ কে দিরহামের বিনিময়ে দীনার কিনবে? তালহা (রা) বলেন, আমার কাছে আছে। তবে আমার চাবি রক্ষক গাবা[১০] থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। সুফিয়ান বলেন, এ বর্ণনা যুহরীর। আমি তার নিকট থেকে এটুকুই স্মরণ করে রেখেছি। অতঃপর তিনি (যুহরী) বললেন, মালেক ইবনে আওস আমাকে জানিয়েছেন। তিনি উমর ইবনুল খাত্তাবকে রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছেন, তিনি (সঃ) বলেছেন, নগদ বিনিময় না হলে সোনার বিনিময়ে সোনা বিক্রি, গমের বিনিময়ে গম বিক্রি, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর বিক্রি এবং যবের বিনিময়ে যব বিক্রি করা সূদ হিসেবে গণ্য হবে।

---

১০. মদীনার আওয়ালী বা উপকণ্ঠে একটি স্থানের নাম 'গাবা'।

৫৫—অনুচ্ছেদঃ হস্তগত হওয়ার আগে খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করা এবং যা হাতে নেই সেই বস্তু বিক্রি করা।

١٩٨٧ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ اَمَّا الَّذِيْ نَهٰى عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ فَهُوَ الطَّعَامُ اَنْ يُّبَاعَ حَتّٰى يُقْبَضَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ وَلاَ اَحْسِبُ كُلَّ شَيْئٍ اِلاَّ مِثْلَهُ .

১৯৮৭. তাউস (রঃ) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী (সঃ) যা করতে নিষেধ করেছেন তা হল—খাদ্যদ্রব্য হস্তগত হওয়ার আগে তা বিক্রি করা। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি এর সাদৃশ্য প্রত্যেক জিনিসের ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য মনে করি (অর্থাৎ হস্তগত হওয়ার আগে কোন জিনিসই বিক্রি করা ঠিক নয়)।

١٩٨٨ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتّٰى يَسْتَوْفِيَهُ زَادَ اِسْمٰعِيْلُ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتّٰى يَقْبِضَهُ .

১৯৮৮. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, কেউ খাদ্যদ্রব্য পুরোপুরি হস্তগত করার আগে যেন বিক্রি না করে। আর ইসমাঈলের বর্ণনায় আছে, নবী (সঃ) বলেছেন, কেউ খাদ্যদ্রব্য খরিদ করলে তা অধিকারে আসার পূর্বে যেন বিক্রি না করে।

৫৬—অনুচ্ছেদঃ কোন ব্যক্তি অনুমানের ভিত্তিতে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করলে কারো কারো মতে যতক্ষণ তা জায়গামত না পৌছাবে ততক্ষণ বিক্রি করা বৈধ নয়। কেউ এরূপ কিছু করে থাকলে তার শাস্তির বর্ণনা।

١٩٨٩ . عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَقَدْ رَاَيْتُ النَّاسَ فِيْ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ يَتَبَاعُوْنَ جُزَافًا يَعْنِيْ الطَّعَامَ يُضْرَبُوْنَ اَنْ يَّبِيْعُوْهُ فِيْ مَكَانِهِمْ حَتّٰى يُؤْوُوْهُ اِلٰى رِحَالِهِمْ .

১৯৮৯. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেছেন, আমি দেখেছি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সময়ে লোকেরা অনুমান করে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করত এবং এজন্য তাদেরকে শাস্তিও প্রদান করা হত। কেননা তারা (খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করে) তাদের জায়গায় নিয়ে যাওয়ার পূর্বেই বিক্রি করে দিত।[১২]

---

১২. উপরোক্ত হাদীসটির মত বিভিন্ন সনদে বর্ণিত বেশ কিছু সংখ্যক হাদীসে একই বিষয়বস্তু বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ পণ্যদ্রব্য ক্রয় করলে তা ক্রেতা পুরোপুরি নিজের দখলে না আনা পর্যন্ত এবং কেনার স্থান থেকে ক্রেতার নিজের জায়গায় স্থানান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত বিক্রি করা যাবে না। এর কারণ অবশ্য মূসা ইবনে ইসমাঈল, ওহাব ইবনে তাউস ও তাউসের মাধ্যমে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। এতে রসূলুল্লাহ (সঃ) পণ্যদ্রব্য ক্রয় করার পর হস্তগত হওয়ার পূর্বে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

৫৭–অনুচ্ছেদঃ কোন দ্রব্য বা জন্তু খরিদ করার পর বিক্রেতার কাছেই তা রেখে দিয়ে বিক্রি করা অথবা হস্তগত করার পূর্বেই এর মৃত্যু হওয়া। ইবনে উমর (রা) বলেছেন, ক্রয়–বিক্রয়কালে পশু বা পণ্য জীবিত বা যথাযথ অবস্থায় থাকলে এবং পরে মারা গেলে বা নষ্ট হলে ক্রেতাকেই ক্ষতি বহন করতে হবে।

١٩٩٠. عَنْ عَائِشَـةَ قَالَتْ لَقَلَّ يَوْمٌ كَانَ يَاتِىْ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ الاَّ يَاتِىْ فِيْهِ بَيْتَ اَبِىْ بَكْرٍ اَحَدَ طَرَفَىِ النَّهَارِ فَلَمَّا اُذِنَ لَهُ فِى الْخُرُوْجِ اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَمْ يَرُعْنَا الاَّ وَقَدْ اَتَانَا ظُهْرًا فَخُبِّرَ بِهِ اَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ مَا جَاءَنَا النَّبِىُّ ﷺ فِىْ هٰذِهِ السَّاعَةِ الاَّ لاَمْرٍ حَدَثَ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ لاَبِىْ بَكْرٍ اَخْرِجْ مَا عِنْدَكَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّمَاهُمَا اِبْنَتَاىَ يَعْنِىْ عَائِشَةَ وَاَسْمَاءَ قَالَ اَشَعَرْتَ اَنَّهُ قَدْ اُذِنَ لِىْ فِىْ الْخُرُوْجِ قَالَ الصُّحْبَةَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الصُّحْبَةَ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ عِنْدِى نَاقَتَيْنِ اَعْدَدْتُهُمَا لِلْخُرُوْجِ فَخُذْ اِحْدَاهُمَا فَقَالَ قَدْ اَخَذْتُهَا بِالثَّمَنِ.

১৯৯০. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ)–এর জীবনে এমন দিন কমই হত যখন দিনের দুই প্রান্তে–সকাল ও বিকালের কোন এক সময় তিনি আবু বকরের বাড়িতে গমন না করতেন। তাঁকে মদীনা যাওয়ার (হিজরত করার) অনুমতি প্রদান করা হলে যোহরের সময় তিনি আসলেন; আর এ কারণে আমাদের মনে ভয়ের সঞ্চার হল। আবু বকরকে খবর দেয়া হলে তিনিও বলেন, নিশ্চয়ই কোন কিছু না ঘটলে নবী (সঃ) এ সময় আগমন করতেন না। তিনি আবু বকরের কাছে গিয়ে তাঁকে বলেন, তোমার এখানে যারা আছে তাদেরকে সরিয়ে দাও। তিনি (আবু বকর) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার দুই কন্যা অর্থাৎ আয়েশা ও আসমা ব্যতীত আর কেউ এখানে নেই। তখন তিনি (সঃ) বললেন, তুমি কি জান আমাকে এখান থেকে বেরিয়ে পড়ার (হিজরত করার) অনুমতি দেয়া হয়েছে? একথা শুনে আবু বকর (রা) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি কি আপনার সংগী হতে পারব? তিনি (সঃ) বললেন, হাঁ, সংগী হতে পারবে। আবু বকর বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার নিকট দু'টি উট আছে। সে দু'টিকে আমি এখান থেকে বের হয়ে যাওয়ার (হিজরত করার) কাজে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি। দু'টির একটি আপনি গ্রহণ করুন। তিনি (সঃ) বললেন, মূল্যের বিনিময়ে আমি তা গ্রহণ করলাম।

৫৮–অনুচ্ছেদঃ কেউ যেন তার ভাইয়ের ক্রয়–বিক্রয়ের উপর ক্রয়–বিক্রয় না করে এবং তার দামদস্তুর করার উপর দরদাম না করে, যতক্ষণ না সে অনুমতি প্রদান করে বা পরিত্যাগ করে।

١٩٩١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَبِيْعُ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَيْعِ اَخِيْهِ.

১৯৯১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন তার (মুসলমান) ভাইয়ের ওপর ক্রয়-বিক্রয় না করে।

١٩٩٢. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تَنَاجَشُوْا وَلاَ يَبِيْعُ الرَّجُلُ عَلٰى بَيْعِ اَخِيْهِ وَلاَ يَخْطُبُ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ وَلاَ تَسْاَلُ الْمَرْاَةُ طَلاَقَ اُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِىْ اِنَائِهَا.

১৯৯২. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, শহরের অধিবাসীকে গ্রাম্য লোকদের হয়ে পণ্য বিক্রয় করতে, ক্রয়ের উদ্দেশ্য ছাড়াই বিনা কারণে কোন জিনিসের মূল্য বাড়াতে, অপর এক ভাইয়ের খরিদ করার (মূল্য বলার সময় সেই জিনিসের) বেশী মূল্য বলতে এবং কোন (মুসলমান) ভাইয়ের বিয়ের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব পাঠাতে রসূলুল্লাহ (সঃ) নিষেধ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, কোন নারী যেন তার বোনের (সতীনের) প্রাপ্য অংশটুকু নিজে লাভ করার জন্য তার তালাক দাবি না করে।[১৩]

৫৯-অনুচ্ছেদঃ নিলাম ডাকে ক্রয়-বিক্রয়। আতা (র) বলেন, আমি দেখেছি লোকেরা (সাহাবীগণ) গনীমতের মাল অধিক মূল্য প্রস্তাবকের নিকট বিক্রি দূষণীয় মনে করতেন না।

١٩٩٣. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَجُلاً اَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَاحْتَاجَ فَاَخَذَهُ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ يَّشْتَرِيْهِ مِنِّىْ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بِكَذَا وَكَذَا فَدَفَعَهُ اِلَيْهِ.

১৯৯৩. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নিজের ক্রীতদাস সম্পর্কে ঘোষণা করল যে, তার মৃত্যুর পরে সে আযাদ হয়ে যাবে। কিন্তু (ইতিমধ্যেই) সে দরিদ্র

---

১৩. 'শহরের অধিবাসী গ্রামের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে যেন কোন দ্রব্য বিক্রি না করে।' রসূলুল্লাহ (সঃ) এ নির্দেশ একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সামনে রেখে দিয়েছেন। তা হলঃ গ্রামের অধিবাসী যেন শহরের অধিবাসীদের নিকট না ঠকে এবং সমাজের একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম যেন বৃদ্ধি না পায়। তাই এ নির্দেশের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। উদাহরণস্বরূপ, কোন গ্রাম্য লোক কিছু পণ্যদ্রব্য শহরে বিক্রি করতে আনলে শহরের কোন অধিবাসী তাকে বলল, এখন তো এই পণ্যের ভাল দাম নেই, তুমি আমার নিকট রেখে যাও, বেশী দাম হলে আমি বিক্রি করে দেব। এই অবস্থায় একই সংগে দু'টি ক্ষতিকর দিক থাকে। এক, গ্রাম্য সহজ-সরল লোকটির ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হওয়া। দ্বিতীয়তঃ জিনিসের দাম বৃদ্ধি পেয়ে মানুষের জীবনে দুর্বিসহ অবস্থার সৃষ্টি হওয়া। কারণ শহরের অধিবাসী ব্যক্তি দ্রব্যটা রাখছেই বেশী দামে বিক্রি করার জন্য। একই কারণে খামাখা দাম বলে কোন্ জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি করা ঠিক নয় যদি ক্রয় করার উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন না থাকে।

হয়ে পড়ল। নবী (সঃ) ক্রীতদাসটিকে তার নিকট থেকে নিলেন এবং লোকদের বললেন, আমার নিক থেকে একে কেউ খরিদ করবে কি? নুআইম ইবনে আবদুল্লাহ (রা) এত (হাত দিয়ে দেখিয়ে, সম্ভবত আঙ্গুল গুণে দেখিয়ে বললেন) অর্থ দিয়ে তাঁর নিকট থেকে খরিদ করলে নবী (সঃ) ক্রীতদাসটিকে তার হাতে সোপর্দ করলেন।

৬০–অনুচ্ছেদঃ প্রতারণাপূর্ণ দালালী এবং এরূপ ক্রয়–বিক্রয় অবৈধ হওয়ার অভিমত। ইবনে আবু আওফা (রা) বলেছেন, সূদখোর ও খেয়ানতকারী এবং দালালী হলো প্রতারণা ও বাতিল বলে গণ্য এবং একেবারেই জায়েয নয়। নবী (সঃ) বলেছেন, প্রতারণা দোযখের পথে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি এমন কাজ করে যা আমার কোন নির্দেশে নেই তা প্রত্যাখ্যাত।

١٩٩٤. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النَّجْشِ –

১৯৯৪. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) প্রতারণাপূর্ণ দালালী করতে নিষেধ করেছেন।

৬১–অনুচ্ছেদ ঃ প্রতারণামূলক ক্রয়–বিক্রয় এবং পশুর গর্ভস্থ বাচ্চার ক্রয়–বিক্রয়।

١٩٩٥. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ اَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُوْرَ اِلٰى اَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِيْ بَطْنِهَا .

১৯৯৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) হাবালুল হাবালাহ (এখনো গর্ভে অবস্থানরত বাচ্চা) ক্রয়–বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। জাহিলিয়াতের যুগে এ ধরনের কেনা–বেচা হত। অর্থাৎ এক ব্যক্তি এই শর্তে উট খরিদ করত যে, তার উটটির পেটে বাচ্চা হওয়ার পর ঐ বাচ্চার পেটে বাচ্চা হলে সে এর মূল্য পরিশোধ করবে।

৬২–অনুচ্ছেদঃ স্পর্শ করার মাধ্যমে ক্রয়–বিক্রয়। (বাইয়ে' মোলামাসা হল, ক্রেতা ও বিক্রেতার একজনের অপরজনকে এই বলে সম্বোধন করা যে, আমি তোমার কিংবা তুমি আমার বস্ত্র স্পর্শ করলেই ক্রয়–বিক্রয় বহাল ও কার্যকরী হয়ে যাবে)। আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) এ ধরনের ক্রয়–বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন।

١٩٩٦. عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ اِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ اَنْ يُقَلِّبَهُ اَوْ يَنْظُرَ اِلَيْهِ وَنَهٰى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُلاَمَسَةُ الثَّوْبِ لاَ يَنْظُرُ اِلَيْهِ .

১৯৯৬. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) ক্রয়–বিক্রয়ে মোনাবাযা করতে নিষেধ করেছেন। মোনাবাযা হল, ক্রয়–বিক্রয়ের সময় উল্টে

পাল্টে ভাল করে দেখার পূর্বেই (ক্রেতার ও বিক্রেতার) একজনের অপরজনের দিকে কাপড় ছুড়ে দেয়া। রসূলুল্লাহ (সঃ) ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে মোলামাসা করা থেকেও নিষেধ করেছেন। মোলামাসা হল, না দেখেই কাপড় স্পর্শ করা (আর এ স্পর্শের দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় আবশ্যকীয়ভাবে কার্যকরী হওয়া ধরে নেয়া)।

১৯৯৭. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نُهِىَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ اَنْ يَحْتَوِىَ الرَّجُلُ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ثُمَّ يَرْفَعُهُ عَلَى مَنْكَبِهِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِ .

১৯৯৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, দু'রকমের কাপড় পরিধান নিষেধ করা হয়েছে। তার এক রকম হল, একই কাপড় দ্বারা কাঁধ থেকে পা পর্যন্ত আবৃত করা (অর্থাৎ কাঁধ থেকে লটকিয়ে পা পর্যন্ত দেয়া এবং কোমর থেকে নিচে কোন পৃথক কাপড় না রাখা)। আর দুই ধরনের ক্রয়-বিক্রয় থেকে নিষেধ করা হয়েছে। তা হল, বাইয়ে' মোলামাসা ও বাইয়ে মোনাবাযা।

৬৩-অনুচ্ছেদঃ মোনাবাযার মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় (বাইয়ে মোনাবাযা)। আনাস (রা) বলেন, নবী (সঃ) এই ধরনের ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

১৯৯৮. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.

১৯৯৮. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) মোলামাসা ও মোনাবাযা করতে নিষেধকরেছেন।

১৯৯৯. عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ قَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.

১৯৯৯. আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) দু'রকমের কাপড় পরিধান এবং মোলামাসা ও মোনাবাযা এ দু'রকমের ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

৬৪-অনুচ্ছেদ ঃ উষ্ট্রী, গাভী ও বকরীর দুধ বেশী দেখানোর জন্য পালানে দুধ জমা করা বিক্রেতার জন্য নিষিদ্ধ। (এ ধরনের জন্তু বুঝানোর জন্য আরবীতে মুহাফফালাহ ও মুসাররাহ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে)। মুহাফফালাহ ও মুসাররাহ এমন দুধেল পশুকে বলা হয় (বিক্রয়ের পূর্বে খরিদ্দারকে দুধ বেশী দেখানোর জন্য) যার দুধ কয়েক দিন যাবৎ না দুইয়ে পালনে জমা রাখা হয়েছে। মুসাররাহ শব্দটা 'তাসরিয়াহ' থেকে উৎপন্ন। এর অর্থ হল- পানির গতিপথে বাধা প্রদান করে তাকে ঠেকিয়ে রাখা। তাই যখন কোন ব্যক্তি পানির স্রোতের মুখে বাধা দিয়ে ঠেকায়, তখন সে বলে, "সাররাইতুল মাআ", আমি পানি থামিয়ে রেখেছি।

٢٠٠٠. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ لاَ تُصَرُّوا الإبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ.

২০০০. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, তোমরা (বিক্রয়ের পূর্বে) উষ্ট্রী ও বকরীর বাঁটে দুধ (না দোহান করে) জমিয়ে রেখো না। এ অবস্থায় কেউ (উক্ত উট ও বকরী) খরিদ করলে দোহনের পর সে ইচ্ছা করলে পশুটি রাখতে পারবে আবার ইচ্ছা করলে এক সা' খেজুরসহ ফেরতও দিতে পারবে।[১৪]

٢٠٠١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ مَنْ اشْتَرٰى شَاةً مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ وَنَهَى النَّبِىُّ ﷺ أَنْ تُلَقَّى الْبُيُوْعُ.

২০০১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কেউ পালানে দুধ জমা করা বকরী খরিদ করার পর তা ফেরত দিলে তার সাথে এক সা' খেজুর যেন প্রদান করে। আর নবী (সঃ) বাণিজ্য কাফেলার আগমন বার্তা শুনে সস্তায় পণ্যদ্রব্য কেনার জন্য জনপদ থেকে বেরিয়ে অগ্রগামী হয়ে তা কিনতে নিষেধ করেছেন।

٢٠٠٢. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ وَلاَ يَبِيْعُ بَعْضُكُم عَلٰى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ تَنَاجَشُوْا وَلاَ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تُصَرُّوْا الْغَنَمَ وَمَنْ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنَ التَّمْرِ.

২০০২. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, (আগে ভাগে সস্তায় কেনার উদ্দেশ্যে) কাফেলার সাথে আগেই যেয়ে সাক্ষাত করো না। তোমাদের কেউ যেন অপরের কেনার বা দাম বলার সময় দাম না বলে। কেনার উদ্দেশ্য না থাকলে অযথা দর-দাম করে মূল্য বৃদ্ধি করো না। শহরবাসী যেন পল্লীর অধিবাসীর পণ্য বিক্রি না করে। আর বকরী না দোহন করে (দুধ জমিয়ে) বিক্রি করো না। কেউ এ ধরনের বকরী খরিদ করলে তার জন্য দু'টি উত্তম সুযোগ রয়েছে। দোহনের পর পছন্দ হলে রেখে দেবে আর অপছন্দ হলে তা এক সা' খেজুরসহ ফেরত দেবে।

---

১৪. এক সা' খেজুরসহ ফেরত দেয়ার কথা আবু সালেহ, মুজাহিদ, ওয়ালিদ ইবনে রাবাহ, মূসা ইবনে ইয়াসার ও আবু হুরাইরার মাধ্যমে নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। কেউ কেউ ইবনে সীরীন থেকে এক সা' খেজুরের পরিবর্তে এক সা' খাদ্যদ্রব্য প্রদানের কথা এবং তিন দিন পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয় রদ করার এখতিয়ার থাকার কথা বলেছেন। ইবনে সীরীন থেকেই কেউ কেউ এক সা' খেজুর প্রদানের কথা বর্ণনা করেছেন বটে, তবে তিন দিন এখতিয়ার থাকার কথা বর্ণনা করেননি। অধিকাংশ বর্ণনায়ই খেজুরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৬৫–অনুচ্ছেদ ঃ কেউ পালানে দুধ জমা করা পশু খরিদ করার পর ইচ্ছা করলে ফেরত দিতে পারবে। কিন্তু তা দোহন করার বিনিময়ে এক সা' খেজুর প্রদান করতে হবে।

٢٠٠٣. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اشْتَرٰى غَنَمًا مُصَرَّاةً فَاحْتَلَبَهَا فَانْ رَضِيَهَا اَمْسَكَهَا وَانْ سَخِطَهَا فَفِىْ حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِّنْ تَمْرٍ.

২০০৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেউ যদি অদোহন করা (পালানে দুধ জমা করা) বকরী খরিদ করে তাহলে দোহন করে পছন্দ হলে (দোহন করার পর যদি পছন্দ হয়) রেখে দেবে আর অপছন্দ হলে (ফেরত দেয়ার সময়) দোহন করার বিনিময়ে এক সা' খেজুরসহ ফেরত দিবে।

৬৬–অনুচ্ছেদ ঃ ব্যভিচারী ক্রীতদাসের বিক্রয়ের বর্ণনা। শুরাইহ (রঃ) বলেছেন, ক্রেতা ইচ্ছা করলে ব্যভিচারী হওয়ার কারণে ক্রীতদাস ফেরত দিতে পারবে।

٢٠٠٤. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اذَا زَنَتِ الْاَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُثَرِّبْ ثُمَّ اِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُثَرِّبْ ثُمَّ اِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِّنْ شَعَرٍ.

২০০৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, ক্রীতদাসী যদি ব্যভিচার করে আর তা প্রকাশ হয়ে পড়ে তাহলে বেত্রাঘাত করতে হবে এবং এর পরে তাকে ভর্ৎসনা করা বা লাঞ্ছনা দেয়া যাবে না। পুনরায় যদি সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাহলেও তাকে আবার বেত্রাঘাত করবে এবং এরপরও তাকে ভর্ৎসনা বা লাঞ্ছনা দেয়া যাবে না। সে তৃতীয়বারও যদি ব্যভিচার করে তাহলে এক গাছা চুলের রশির বিনিময়ে হলেও তাকে বিক্রি করে ফেলবে।[১৫]

٢٠٠٥. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْاَمَةِ اذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ قَالَ اِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا ثُمَّ اِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا ثُمَّ اِنْ زَنَتْ فَبِيْعُوْهَا وَلَوْ بِضَفِيْرٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لاَ اَدْرِىْ بَعْدَ الثَّالِثَةِ اَوِ الرَّابِعَةِ.

---

১৫. ব্যভিচারের ব্যাপারে বিধান হল, তার ওপর হদ বা আল্লাহ ও তাঁর রসূল নির্ধারিত নির্দিষ্ট শাস্তি প্রদানের পর তাকে কোন প্রকার কটু কথা, ভর্ৎসনা ও লাঞ্ছনামূলক কথা বলা যাবে না। কেননা আল্লাহ ও তাঁর রসূল কর্তৃক এজন্য যে শাস্তি নির্ধারিত আছে তা তাকে প্রদান করা হয়েছে। তারপর কটু বাক্য হবে তার শাস্তির অতিরিক্ত। এজন্য উপরোক্ত হাদীসে বেত্রাঘাত করার পর ভর্ৎসনা করতে ও লাঞ্ছনা দিতে নিষেধ করা হয়েছে।

২০০৫. আবূ হুরাইরা ও যায়েদ ইবনে খালেদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। অবিবাহিতা ক্রীতদাসী যদি ব্যভিচার করে তবে কি করতে হবে, এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, যদি সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে থাকে তবে তাকে বেত্রাঘাত করো। পরে যদি আবার ব্যভিচার করে তাহলে আবার বেত্রাঘাত কর। এরপর পুনরায় যদি সে ব্যভিচার করে তাহলে এক গাছা রশির বিনিময়ে হলেও তাকে বিক্রি করে দাও। ইবনে শিহাব বলেন, (বিক্রি করার কথা তিনি) তৃতীয়বার না চতুর্থবারের পরে বলেছিলেন তা আমার মনেনেই।

৬৭–অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের সাথে ক্রয়–বিক্রয় করা বৈধ।

٢٠٠٦. عَنْ عُرْوَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اشْتَرِى وَاَعْتِقِىْ فَانَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ اَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ النَّبِىُّ ﷺ مِنَ الْعَشِىِّ فَاَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ مَا بَالُ اُنَاسٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ مَنْ اشْتَرَطَ شَرطًا لَيْسَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَاِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ شَرَطُ اللّٰهِ اَحَقُّ وَاَوْثَقُ.

২০০৬. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার কাছে আগমন করলে আমি তাঁর নিকট (বারীরা নাম্নী ক্রীতদাসীকে ক্রয় করার বিষয়) উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, কিনে নিয়ে আযাদ করে দাও। কেননা ওয়ালার অধিকার যে আযাদ করে তার। অতঃপর নবী (সঃ) মাগরিবের নামাযের জামাআতে লোকদের সামনে দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রতি যথাযোগ্য গুণ আরোপ করলেন (প্রশংসা করলেন) এবং বললেন, লোকদের কি হল? তারা এমন সব শর্ত আরোপ করে যা আল্লাহর কিতাবে নেই। আল্লাহর কিতাবে নেই-কেউ যদি এমন শর্ত করে, তাহলে এরূপ একশত শর্ত করলেও তা বাতিল গণ্য হবে। আল্লাহর শর্ত সত্য ও অধিকতর শক্তিশালী।

٢٠٠٧. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ عَائِشَةَ سَاوَمَتْ بَرِيْرَةَ فَخَرَجَ اِلَى الصَّلٰوةِ فَلَمَّا جَاءَ قَالَتْ اِنَّهُمْ اَبَوا اَنْ يَّبِيْعُوْهَا اِلاَّ اَنْ يَّشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ اَعْتَقَ قُلْتُ لِنَافِعٍ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا اَوْ عَبْدًا فَقَالَ مَا يُدْرِيْنِىْ.

২০০৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বারীরাকে খরিদ করার জন্য দাম করলেন। নবী (সঃ) নামাযের জন্য বেরিয়ে গেলেন। তিনি ফিরে আসলে আয়েশা (রা) বললেন, ওয়ালার স্বত্ব তাদের থাকবে, এ শর্ত ছাড়া তারা তাকে বিক্রয় করতে সম্মত নয়। এ কথা শুনে নবী (সঃ) বললেন, ওয়ালা তো তার যে তাকে আযাদ করবে।

হাম্মাম বলেছেন, আমি নাফে'কে জিজ্ঞেস করলাম, বারীরার (ক্রীতদাসী) স্বামী আযাদ ছিল, না ক্রীতদাস? উত্তরে তিনি (নাফে') বললেন, আমি তা জানি না।

৬৮–অনুচ্ছেদঃ শহরের অধিবাসী (স্থায়ী বাসিন্দা) কি পল্লী অঞ্চলের বাসিন্দার পক্ষ হয়ে বিক্রি করতে কিংবা তাকে সাহায্য ও সৎ পরামর্শ দান করতে পারে? নবী (সঃ) বলেছেন, কেউ তার ভাইয়ের (মুসলমান) কাছে সৎ পরামর্শ কামনা করলে তাকে সৎ পরামর্শ দান করা উচিত। এ ব্যাপারে আতা (রঃ) অবাধ অনুমতি দিয়েছেন।

٢٠٠٨. عَنْ قَيْسٍ سَمِعْتُ جَرِيْرًا يَقُوْلُ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى شَهَادَةِ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

২০০৮. জারীর (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ" এ কথাটির সাক্ষ্য ঘোষণা, নামায কায়েম, যাকাত প্রদান, (আমীরের) আদেশ শ্রবণ করা ও তার আনুগত্য করা এবং প্রত্যেক মুসলমানকে সৎ পরামর্শ প্রদান করার জন্য বায়আত গ্রহণ করেছি।[১৬]

٢٠٠٩. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ وَلاَ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ فَقُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ لاَ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لاَ يَكُوْنُ لَهُ سِمْسَارًا.

২০০৯. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, (সস্তায় খাদ্যদ্রব্য খরিদ করার জন্য) অগ্রগামী হয়ে (খাদ্য পরিবহনকারী) কাফেলার সাথে মিলিত হয়ো না। আর শহরবাসী পল্লীবাসীর পক্ষ হয়ে বিক্রয় করবে না। বর্ণনাকারী তাউস বলেন,

---

১৬. হাদীসটিতে যে কয়টি কথা বলা হয়েছে, তা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহকে একমাত্র প্রভু বলে স্বীকার ও মুহাম্মাদ (সঃ)-কে আল্লাহর রসূল বলে স্বীকার করা হল ইসলামের প্রাথমিক ও বুনিয়াদী কথা। এ ঘোষণাকে কেন্দ্র করেই ইসলামী জীবন বিধানের সবকিছু আবর্তিত। এই ঘোষণায় বিশ্বাস ব্যতীত ইসলাম সংক্রান্ত সকল দাবী ও কাজকর্ম মিথ্যা ও অসার। নামায এই দাবীকেই প্রমাণিত ও সত্যায়িত করে। ঈমানের দাবী ও ঘোষণা আছে কিন্তু নামাযের আহবানে (আযান শুনে) সাড়া না দিলে, মসজিদে হাযির কিংবা আদৌ নামায আদায় না করলে, বুঝতে হবে তার এই ঘোষণা ও বিশ্বাসে গলদ আছে। যাকাতের মাধ্যমেও একই উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হয়। আমীর, নেতা বা পরিচালক ব্যতীত কোন কাজই সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে না। এ কারণে যারা ইসলামের মর্মবাণী কালেমায়ে তাইয়েবার ঘোষণা প্রদান করেছে তাদেরকে একটা নেতৃত্বের পরিচালনাধীন থেকে কাজ করতে হবে। যাতে আল্লাহর সৈনিকের ভূমিকা পালন করে গোটা বিশ্ব জাহানে তাঁর বিধান সঠিকভাবে পালিত হতে পারে। এজন্য আমীরের আদেশ সবাইকে শুনতে হবে এবং মানতে হবে। আর যারা এভাবে একই বিশ্বাস ও ঘোষণার মাধ্যমে একই কমান্ডে থেকে আল্লাহর ও তাঁর রসূলের নির্দেশ পালন করেছে, তারা সবাই মুসলমান। মুসলমান পরস্পরকে উপদেশ ও সৎ পরামর্শ দান করবে। মুসলমান কোন মুসলমানের অকল্যাণ কামনা করতে পারে না।

আমি ইবনে আব্বাসকে বললাম, শহরবাসী পল্লীবাসীর পক্ষে না বেচার অর্থ কি? তিনি বললেন, তার হয়ে দালালী করবে না।

৬৯—অনুচ্ছেদঃ পারিশ্রমিক নিয়ে শহরবাসীর গ্রামবাসীর পক্ষে বিক্রি করাকে যারা অপছন্দ করেন।

٢٠١٠. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ.

২০১০. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, শহরবাসীকে গ্রামবাসীর পক্ষে (কোন দ্রব্য) বিক্রি করতে রসূলুল্লাহ (সঃ) নিষেধ করেছেন। ইবনে আব্বাসও অনুরূপ কথাই বলেছেন।

৭০—অনুচ্ছেদঃ শহরবাসী গ্রামবাসীর জন্য দালালী করে কোন দ্রব্য খরিদ করবে না। ইবনে সীরীন ও ইবরাহীম দু'জনেই ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জন্য এই কাজকে অপছন্দ করেছেন। ইবরাহীম বলেন, আরবগণ সাধারণতঃ বলে থাকে, "বে লী সাওবান" যার অর্থ হল, আমার জন্য কাপড় খরিদ কর।

٢٠١١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَبْتَاعُ الْمَرْءُ عَلٰى بَيْعِ اَخِيْهِ وَلَا تَنَاجَشُوْا وَلَا يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ.

২০১১. আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেউ তার ভাইয়ের কেনার সময় যেন (সেই জিনিসের) দাম না করে। আর কেনার উদ্দেশ্য ছাড়াই দাম-দর করে দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করো না এবং কোন শহরবাসী যেন গ্রামবাসীর পক্ষে বিক্রি না করে।

٢٠١٢. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نُهِيْنَا اَنْ يَّبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.

২০১২. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, শহরবাসীর গ্রামবাসীর পক্ষে (কোন দ্রব্য) বিক্রি করতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।

৭১—অনুচ্ছেদ ঃ সস্তায় কিছু ক্রয় করার মানসে অগ্রগামী হয়ে কাফেলার সাথে মিলিত হয়ে কিছু খরিদ করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা এবং এ ধরনের ক্রয় এক প্রকার অবৈধ কাজ ও ধোঁকাবাজি। এ কথা জেনেও কেউ তা করলে সে অবাধ্য ও গোনাহগার।

٢٠١٣. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنِ التَّلَقِّى وَاَنْ يَّبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.

২০১৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (সস্তায় দ্রব্য খরিদ করার আশায়) অগ্রগামী হয়ে কাফেলার সাথে সাক্ষাত করতে এবং শহরবাসীর গ্রামবাসীর পক্ষ হয়ে (কোন দ্রব্য) বিক্রি করতে নবী (সঃ) নিষেধ করেছেন।

٢٠١٤. عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مَا مَعْنٰى قَوْلِهٖ لاَ يَبِيْعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ فَقَالَ لاَ يَكُنْ لَهُ سِمْسَارًا –

২০১৪. ইবনে তাউস তাঁর পিতা (তাউস রঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (তাউস) বলেছেন, আমি ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলাম, তাঁর (সঃ) এই কথার অর্থ কি যে, শহরবাসী যেন গ্রামবাসীর পক্ষ হয়ে বিক্রি না করে? উত্তরে ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, সে তার দালাল হয়ে বিক্রি করবে না।

٢٠١٥. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ مَنْ اشْتَرٰى مُحَفَّلَةً فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا قَالَ وَنَهٰى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ التَّلَقِّي الْبُيُوْعِ .

২০১৫. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কেউ পালানে দুধ জমা করা বকরী ক্রয় করলে (এবং ফেরত দিতে মনস্থ করলে) এক সা' খেজুর সহ যেন ফেরত দেয়। তিনি (আরো) বলেছেন, (কম মূল্যে পাওয়ার আশায়) অগ্রগামী হয়ে কাফেলার কাছে গিয়ে কাউকে কিছু কিনতে নবী (সঃ) নিষেধ করেছেন।

٢٠١٦. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَبِيْعُ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتّٰى يُهْبَطَ بِهَا اِلَى السُّوْقِ .

২০১৬. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, একজনের ক্রয়ের সময় আরেক জন সেই জিনিস কিনতে যেও না এবং বাজারে না আসা পর্যন্ত অগ্রগামী হয়ে (বহিরাগত) কোন দ্রব্য কিনতে যেয়ো না।

৭২–অনুচ্ছেদ ঃ অগ্রগামী হয়ে (কাফেলার সাথে) সাক্ষাতের সীমা।

٢٠١٧. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ فَنَشْتَرِيْ مِنْهُمُ الطَّعَامَ فَنَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ اَنْ نَبِيْعَهُ حَتّٰى نَبْلُغَ بِهٖ سُوْقَ الطَّعَامِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ هٰذَا فِيْ اَعْلَى السُّوْقِ وَيُبَيِّنُهُ حَدِيْثُ عُبَيْدِ اللّٰهِ .

২০১৭. আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা অগ্রগামী হয়ে (পণ্য বহনকারী) কাফেলার সাথে মিলিত হতাম এবং তাদের নিকট হতে পণ্য ক্রয় করতাম। সুতরাং নবী (সঃ) আমাদেরকে পণ্যদ্রব্যের বাজারে পৌছার পূর্বে ওগুলো ক্রয় করতে

নিষেধ করলেন। আবূ আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী বলেন, এই ক্রয়–বিক্রয় বাজারের উচ্চভূমী এলাকায় সম্পন্ন হত। উবায়দুল্লাহ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে এরূপ এসেছে।[১৭]

٢٠١٨. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانُوْا يَبْتَاعُوْنَ الطَّعَامَ فِىْ اَعْلَى السُّوْقِ فَيَبِيْعُوْنَهُ فِىْ مَكَانِهِ فَنَهَاهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّبِيْعُوْهُ فِىْ مَكَانِهِ حَتّٰى يَنْقُلُوْهُ.

২০১৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, লোকেরা কাফেলার নিকট হতে বাজারের বাইরে উচ্চভূমিতে পণ্যদ্রব্য ক্রয়–বিক্রয় করত এবং ওখানেই পুনরায় বিক্রি করে দিত। তা দেখে রসূলুল্লাহ (সঃ) উক্ত জায়গা (যেখানে ক্রয় করত) থেকে তা স্থানান্তরিত না করে বিক্রি করতে তাদেরকে নিষেধ করে দিলেন।

৭৩–অনুচ্ছেদ ঃ ক্রয়–বিক্রয়ে অবৈধ শর্ত আরোপ করা।

٢٠١٩. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَائَتْنِىْ بَرِيْرَةُ فَقَالَتْ كَاتَبْتُ اَهْلِىْ عَلٰى تِسْعِ اَوَاقٍ فِىْ كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ فَاَعِيْنِيْنِىْ فَقُلْتُ اِنْ اَحَبَّ اَهْلُكِ اَنْ اَعُدَّهَا لَهُمْ وَيَكُوْنَ وَلَائُكِ لِىْ فَعَلْتُ فَذَهَبَتْ بَرِيْرَةُ اِلٰى اَهْلِهَا فَقَالَتْ لَهُمْ فَاَبَوْا عَلَيْهَا فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ فَقَالَتْ اِنِّىْ قَدْ عَرَضْتُ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ فَاَبَوْا اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ الْوَلَاءُ لَهُمْ فَسَمِعَ النَّبِىُّ ﷺ فَاَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ خُذِيْهَا وَاشْتَرِطِىْ لَهُمُ الْوَلَاءَ فَاِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ اَعْتَقَ فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى النَّاسِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَاِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ قَضَاءُ اللّٰهِ اَحَقُّ وَشَرْطُ اللّٰهِ اَوْثَقُ وَاِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ اَعْتَقَ .

২০১৯. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, বারীরা আমার নিকট এসে বলল, আমি আমার মনিবের সাথে প্রতি বছর এক উকিয়া (প্রায় চল্লিশ দিরহাম) করে (নয় বছরে) নয় উকিয়া প্রদান করার শর্তে মোকাতাবার (নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের শর্তে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ করা) ব্যবস্থা করেছি। অতএব অর্থ পরিশোধের

১৭. এ হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, খাদ্যদ্রব্য বা পণ্যসামগ্রী বাজারে পৌঁছার পূর্বেই বাজারের বাইরে কেনা–বেচা হত। ফলে ক্রেতারা মূল্যের দিক থেকে কিছুটা সুবিধা লাভ করতো। এরূপ কেনা–বেচা করতে নবী (সঃ) নিষেধ করেছিলেন। যাতে সব দ্রব্য বাজারে ঠিকমত আসতে পারে এবং সাধারণ মানুষ সকলে একই দামে কিনতে পারে।

ব্যাপারে আপনি আমাকে সাহায্য করুন। (আয়েশা বলেন), আমি তাকে বললাম, তোমার মনিব যদি ভাল মনে করে আর ওয়ালাআ (উত্তরাকিার স্বত্ব) যদি আমার হয়, তাহলে আমি তা করব। সুতরাং বারীরা তার মনিবের নিকট গিয়ে তাদেরকে (এসব কথা) বললে তারা এ শর্তে তাকে মুক্তি দিতে অস্বীকৃতি জানাল। পরে সে (বারীরা) তাদের নিকট থেকে আগমন করল। সে সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার নিকট বসেছিলেন। সে বলল, আমি এসব (কথা) তাদের নিকট ব্যক্ত করলে ওয়ালাআ তাদের হবে একমাত্র এ শর্ত ব্যতীত আর কোন শর্তে তারা সম্মত হল না। কথাগুলো নবী (সঃ)-এর কর্ণগোচর হল, আয়েশা তাকে বিষয়টি অবহিত করলেন। নবী (সঃ) বললেন, তুমি তাকে গ্রহণ কর এবং তাদেরকে ওয়ালাআর শর্ত করতে দাও। ওয়ালাআ আসলে তারই যে মুক্তি প্রদান করল। সুতরাং আয়েশা (রা) তাই করলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ) লোকদের মাঝে (বক্তব্য পেশের জন্য) দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা করলেন ও তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করার পর বললেনঃ অতঃপর লোকদের হল কি যে, তারা (ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে) এমন সব শর্ত আরোপ করে যা আল্লাহর কিতাবে নেই? আল্লাহর কিতাবে নেই এমন শর্ত একশ'টি আরোপ করলেও তা বাতিল বলে গণ্য। আল্লাহর ফয়সালাই সবচাইতে বেশী সত্য ও দৃঢ়তর। আর ওয়ালাআ বা দাসের অভিভাবক তো সে-ই যে তাকে মুক্ত করল।

٢٠٢٠. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ عَائِشَةَ اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَرَادَتْ اَنْ تَشْتَرِىَ جَارِيَةً فَتُعْتِقَهَا فَقَالَ اَهْلُهَا نَبِيْعُكِهَا عَلٰى اَنَّ وَلاَئَهَا لَنَا فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لاَ يَمْنَعُكِ ذٰلِكَ فَاِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ.

২০২০. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) একজন ক্রীতদাসী খরিদ করে তাকে আযাদ করে দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করলেন। কিন্তু তার (ক্রীতদাসীটির) মনিবপক্ষ বলল, তার উত্তরাধিকার স্বত্ব আমাদের (সাথে) থাকবে এই শর্তে আমরা তাকে বিক্রি করব। সুতরাং আয়েশা (রা) বিষয়টি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট ব্যক্ত করলে তিনি বললেন, এটা (উক্ত শর্তটি) যেন তোমাকে তার (ক্রীতদাসীটির ক্রয়) থেকে বিরত না রাখে। কেননা ওয়ালাআ বা উত্তরাধিকার (সম্পর্ক) তো তারই যে মুক্ত করে।[১৮]

---

১৮. আইয়ামে জাহিলিয়া বা ইসলাম-পূর্ব যুগে দাসপ্রথা আরব তথা গোটা বিশ্বের অধিকাংশ এলাকায়ই প্রচলিত ছিল। তখন হাটে বাজারে দাসদের কেনাবেচা হত। তিনটি পথ ছাড়া তাদের মুক্ত হওয়ার আর কোন উপায় ছিল না। প্রথমতঃ মনিব কর্তৃক মুক্ত করে দেয়া, দ্বিতীয়তঃ কোন সহৃদয় ও মানবতাবোধ সম্পন্ন মহত ব্যক্তি কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে মুক্ত করে দেয়া এবং তৃতীয়তঃ খোদ দাস তার প্রভুকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের শর্তে মুক্তি পাওয়া। এ তিনটি উপায়ের যে কোন উপায়েই সে মুক্ত হোক না কেন, মুক্তি লাভের পরই তার জীবনে দেখা দিত নানা সমস্যা। এসব সমস্যার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হল, সমাজের বুকে তাদের না থাকত কোন আত্মীয়-স্বজন, না বন্ধু-বান্ধব। বিশেষ করে আরবের বিশৃংখল ও অশান্ত সমাজে যেখানে হানাহানি ও খুনাখুনি ছিল নিত্যকার স্বাভাবিক ব্যাপার তাদের জন্য এই জটিলতা ও সমস্যা আরো প্রকট হয়ে দেখা দিত। এজন্য মুক্ত হওয়ার পর তাদের পৃষ্ঠপোষকতার দরকার হত। এই পৃষ্ঠপোষকতা ও তত্ত্বাবধানের জন্য স্বীকৃত হত মুক্তিদাতা ব্যক্তিগণ। তারা তাদের জান-মালের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করত। আর মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পর সে (মুক্তিদানকারী) তার উত্তরাধিকারী বলে স্বীকৃত হত, যদি তার কোন ওয়ারিস না থাকে। এ ধরনের উত্তরাধিকার স্বত্বকে হাদীসের ভাষায় ওয়ালাআ বলা হয়েছে।

৭৪—অনুচ্ছেদ ঃ খেজুরের বিনিময়ে খেজুর বিক্রি করা।

٢٠٢١. عَنْ مَالِكِ بْنِ اَوْسٍ سَمِعَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا اِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ رِبًا اِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا اِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ.

২০২১. উমর (রা) থেকে বর্ণিত। মহানবী (স) বলেছেনঃ গমের বিনিময়ে গম নগদ বিক্রি না হলে সূদে পরিণত হবে, যবের বিনিময়ে যব নগদ বিক্রি না হলে সূদ এবং খেজুরের বিনিময়ে খেজুর নগদ লেনদেন না হলে সূদে পরিণত হবে।

৭৫—অনুচ্ছেদঃ শুকনো আঙ্গুরের বিনিময়ে শুকনো আঙ্গুর এবং খাদ্যদ্রব্যের বিনিময়ে খাদ্যদ্রব্যের ক্রয়—বিক্রয়।

٢٠٢٢. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً وَبَيْعُ الزَّبِيْبِ بِالْكَرْمِ كَيْلاً.

২০২২. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) মুযাবানা করতে নিষেধ করেছেন। মুযাবানা হল, কাঁচা বা রসযুক্ত খেজুর শুকনো খেজুরের বিনিময়ে এবং শুকনো আঙুর রসযুক্ত আঙুরের বিনিময়ে মেপে বিক্রি করা।

٢٠٢٣. عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُزَابَنَةِ قَالَ وَالْمُزَابَنَةُ اَنْ يَبِيْعَ الثَّمَرَ بِكَيْلٍ اِنْ زَادَ فَلِيْ وَاِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ قَالَ وَحَدَّثَنِيْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا.

২০২৩. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) মুযাবানা থেকে নিষেধ করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, মুযাবানা হল, কারো এই শর্তে মেপে ফল বিক্রি করা যে, যদি বেশী হয় তবে বেশী অংশটুকু আমার। আর যদি কম বা ঘাটতি হয় তাহলে তা পূরণ করব। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, (তবে) নবী (সঃ) আরিয়্যার অনুমতি প্রদান করেছেন।

৭৬—অনুচ্ছেদ ঃ যবের বিনিময়ে যব বিক্রয় (বার্লির বিনিময়ে বার্লি)।

٢٠٢٤. عَنْ مَالِكِ بْنِ اَوْسٍ اَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ دِيْنَارٍ فَدَعَانِيْ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ فَتَرَاوَضْنَا حَتّٰى اصْطَرَفَ مِنِّيْ فَاَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِيْ يَدِهِ ثُمَّ قَالَ حَتّٰى يَاْتِيَ خَازِنِيْ مِنَ الْغَابَةِ وَعُمَرُ يَسْمَعُ ذٰلِكَ فَقَالَ وَاللّٰهِ

لاَ تُفَارِقُهُ حَتَّى تَاخُذَ مِنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا اِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا اِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ رِبًا اِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا اِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ .

২০২৪. মালেক ইবনে আওস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (এক সময়ে) তিনি একশ' দীনার বিনিময়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলে (তিনি বর্ণনা করেন) তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ আমাকে ডাকলেন। আমরা (দীনার বিনিময়ের বিষয়ে) কথাবার্তা শেষ করলাম। এমনকি বিনিময়ের বিষয়টি তিনি স্থির করে আমার হাত থেকে স্বর্ণ দীনারগুলো নিয়ে স্বীয় হাতের ওপর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে থাকলেন এবং বললেন, গাবা (নামক জায়গা) থেকে আমার কোষাধ্যক্ষ ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। উমর (রা) এসব কথা শুনছিলেন। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, যতক্ষণ তার (তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ) নিকট থেকে দীনার-এর বিনিময় গ্রহণ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হয়ো না। কেননা রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ নগদ নগদ এবং হাতে হাতে বিক্রি না হলে সূদে পরিণত হবে, গমের বিনিময়ে গম নগদ নগদ এবং হাতে হাতে বিক্রি না হলে সূদে পরিণত হবে, যবের বিনিময়ে যব নগদ নগদ এবং হাতে হাতে বিক্রি না হলে সূদে পরিণত হবে এবং খেজুরের বিনিময়ে খেজুর নগদ নগদ ও হাতে হাতে বিক্রি না হলে তাও সূদে পরিণত হবে।

৭৭–অনুচ্ছেদ ঃ স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রি।

২.২৫. عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَبِيْعُوْا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ اِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ اِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَبِيْعُوْا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ .

২০২৫. আবু বাকরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, পরিমাণে সমান সমান না হলে স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ এং রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য বিক্রি করো না। বরং স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য এবং রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ যেভাবে ইচ্ছা বিক্রি কর।

৭৮–অনুচ্ছেদ ঃ রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য বিক্রি করা।

২.২٦. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ اَبَاسَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ حَدِيْثًا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ يَا اَبَا سَعِيْدٍ مَا هٰذَا الَّذِىْ تُحَدِّثُ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ فِىْ الصَّرْفِ

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ مِثْلاً بِمِثْلٍ -

২০২৬. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) তাঁর নিকট রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর অনুরূপ একটা হাদীস (আবূ বাকরাহ থেকে বর্ণিত হাদীসের মত) বর্ণনা করেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) তাঁর সাথে সাক্ষাত করে বললেন, হে আবূ সাঈদ! আপনি রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে কি কথা বর্ণনা করছেন? আবূ সাঈদ (রা) বললেন, আমি সারফ অর্থাৎ মুদ্রা ভাংতি বা বিনিময় সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সঃ)–কে বলতে শুনেছি, সম পরিমাণ স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ এবং রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য বিক্রি করতে পার।

٢٠٢٧. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَبِيْعُوْا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ اِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيْعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ اِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيْعُوْا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.

২০২৭. আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ পরিমাণে সমান না হলে বিক্রি করো না, কিংবা একাংশ আরেক অংশ হতে কম বা বেশী করে বিক্রি কর না। অনুরূপভাবে তোমরা পরিমাণে সমান না হলে কিংবা একাংশ আরেক অংশ হতে কম বা বেশী হলে রৌপ্য রৌপ্যের বিনিময়ে বিক্রি কর না, কিংবা নগদের বিনিময়ে বাকীতে বিক্রি কর না।

৭৯–অনুচ্ছেদ ঃ বাকীতে বা ধারে দীনারের (স্বর্ণমুদ্রা) বিনিময়ে দীনার ক্রয়–বিক্রয় করা।

٢٠٢٨. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ يَقُوْلُ الدِّيْنَارُ بِالدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ فَقُلْتُ لَهُ فَاِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لاَ يَقُوْلُهُ فَقَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ سَاَلْتُهُ فَقُلْتُ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ اَوْ وَجَدْتَهُ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ قَالَ كُلُّ ذٰلِكَ لاَ اَقُوْلُ وَاَنْتُمْ اَعْلَمُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنِّى وَلٰكِنَّنِىْ اَخْبَرَنِىْ اُسَامَةُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَ رِبًا اِلاَّ فِى النَّسِيْئَةِ.

২০২৮. আমর ইবনে দীনার (রঃ) থেকে বর্ণিত। আবূ সালেহ যাইয়াত তাকে জানিয়েছেন যে, তিনি আবূ সাঈদ খুদরী (রা)–কে বলতে শুনেছেন, দীনারের বিনিময়ে দীনার এবং দিরহামের বিনিময়ে দিরহাম বিক্রি করা যেতে পারে। (বর্ণনাকারী আবূ সালেহ যাইয়াত

বলেন), আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করে বললাম, ইবনে আব্বাস (রা) কিন্তু এ কথা বলেন না। তখন আবু সাঈদ (রা) বললেন, আমি ইবনে আব্বাসকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, আপনি এ কথা নবী (সঃ)-এর নিকট থেকে শুনেছেন না কি আল্লাহর কিতাবে পেয়েছেন? জবাবে তিনি বললেন, এর (এ দু'টির) কোনটিই আমি বলি না। আর আপনি তো আমার চাইতে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বেশী করে জানেন। আমাকে বরং উসামা জানিয়েছেন যে, নবী (সঃ) বলেছেন, বাকী বা ঋণ ব্যতীত এসব ক্ষেত্রে সূদ হয় না।

ইমাম বুখারী (রঃ) বলেন, আমি সুলায়মান ইবনে হারবকে বলতে শুনেছিঃ 'বাকীতে ছাড়া রিবা (সূদ) হয় না' আমাদের মতে এ কথার অর্থ সোনা রূপার বিনিময়ে এবং গম যবের বিনিময়ে কম-বেশী প্রদানে কোন দোষ নেই-যদি নগদ লেন-দেন হয়, কিন্তু বাকিতে বিক্রয়ে কোন কল্যাণ নেই।

৮০-অনুচ্ছেদ ঃ স্বর্ণের বিনিময়ে বাকীতে রৌপ্য ক্রয়-বিক্রয় করা।

٢٠٢٩. عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ عَنِ الصَّرْفِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُوْلُ هٰذَا خَيْرٌ مِّنِّي فَكِلاَهُمَا يَقُوْلُ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا .

২০২৯. আবুল মিনহাল (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেছেন, আমি বারাআ ইবনে আযেব ও যায়েদ ইবনে আরকাম (রা)-কে (স্বর্ণ-রৌপ্যের) বদলি বা ভাংতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তাঁরা উভয়েই একে অপরের সম্পর্কে বলতে থাকলেন, ইনি আমার চাইতে উত্তম। অতঃপর উভয়েই বললেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বাকীতে বা ঋণে রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

৮১-অনুচ্ছেদ ঃ রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ নগদ বিক্রি করার বর্ণনা।

٢٠٣٠. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ نَهٰى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا .

২০৩০. আবদুর রহমান ইবনে আবু বাকরাহ (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, পরিমাণে সমান সমান না হলে নবী (সঃ) রূপার বিনিময়ে রূপা এবং সোনার বিনিময়ে সোনা ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু রূপার বদলে সোনা এবং সোনার বদলে রূপা যেরূপ ইচ্ছা ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দিয়েছেন।

৮২—অনুচ্ছেদঃ মোযাবানা পদ্ধতিতে ক্রয়—বিক্রয়, অর্থাৎ গাছের খেজুরের বিনিময়ে শুকনো খেজুর, রসালো আঙ্গুর (যা এখনো গাছে আছে)—এর বিনিময়ে শুকনো আঙ্গুর এবং ধারে বিক্রি করা। আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) মোযাবানা ও মোহাকালা (ক্ষেতে বা মাঠে থাকতেই ফসল বিক্রি করা) ধরনের ক্রয়—বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন।

٢٠٣١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَبِيْعُوْا الثَّمَرَ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَلاَ تَبِيْعُوْا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ قَالَ سَالِمٌ وَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَخَّصَ بَعْدَ ذٰلِكَ فِىْ بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ اَوْ بِالتَّمْرِ وَلَمْ يُرَخِّصْ فِىْ غَيْرِهِ .

২০৩১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তোমরা ফল (ক্ষেতের ফসল ক্ষেতে থাকাবস্থায়) ততক্ষণ পর্যন্ত বিক্রি করো না, যতক্ষণ না তার উপযোগিতা (কাজে লাগিয়ে উপকৃত হওয়ার মত অবস্থা) সৃষ্টি হয়। আর শুকনো খেজুরের বিনিময়ে গাছের তাজা খেজুর বিক্রি করো না। সালেম বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ (রা) যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)—র সূত্রে আমাকে বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) পরবর্তী সময়ে রসযুক্ত কিংবা শুকনো খেজুর ধারে বা বাকীতে কেনা—বেচা করার অনুমতি প্রদান করেছেন। তবে এছাড়া অন্য কিছুর ক্ষেত্রে এ ধরনের অনুমতি প্রদান করেননি।

٢٠٣٢. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً وَّبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيْبِ كَيْلاً.

২০৩২. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) মোযাবানা ধরনের ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। মোযাবানা হল, শুকনো খেজুরের বিনিময়ে রসযুক্ত (তাজা) খেজুর মেপে ক্রয় করা এবং শুকনো আঙ্গুরের বিনিময়ে রসযুক্ত (তাজা) আঙ্গুর মেপে বিক্রি করা।

٢٠٣٣. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ فِىْ رُؤُسِ النَّخْلِ .

২০৩৩. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) মোযাবানা এবং মোহাকালা (ক্ষেতে থাকতেই ফসল বিক্রি করা) ধরনের ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। মোযাবানা হল শুকনো খেজুরের বিনিময়ে গাছের খেজুর (যা এখনো গাছেই আছে) ক্রয় করা।

٢٠٣٤. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ .

২০৩৪. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) মোহাকালা[২০] ও মোযাবানা ধরনের ক্রয়–বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

٢٠٣٥. عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ اَنْ يَبِيْعَهَا بِخَرْصِهَا.

২০৩৫. যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) আরিয়্যার মালিককে তা আন্দাজে পরিমাণ নির্ণয়পূর্বক বিক্রয় করার অনুমতি দান করেছেন।

৮৩–অনুচ্ছেদ : স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ে বৃক্ষোপরি খেজুর বেচাকেনা করা।

٢٠٣٦. عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتّٰى يَطِيْبَ وَلاَ يُبَاعُ شَيْئٌ مِنْهُ اِلاَّ بِالدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ اِلاَّ الْعَرَايَا.

২০৩৬. জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ফল (খেজুর) পরিপক্ক ও ব্যবহারোপযোগী না হওয়া পর্যন্ত ক্রয়–বিক্রয় করতে নবী (সঃ) নিষেধ করেছেন এবং আরায়্যা ব্যতীত তা দীনার ও দিরহামের বিনিময়ে ছাড়া বিক্রি করাও যাবে না।

٢٠٣٧. عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِيْ بَيْعِ الْعَرَايَا فِيْ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ اَوْ دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ قَالَ نَعَمْ.

২০৩৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) কি পাঁচ ওয়াসাক বা তার কম পরিমাণে আরায়্যা পদ্ধতিতে ক্রয়–বিক্রয়ের অনুমতি দিয়েছেন? হাঁ অনুমতি প্রদান করেছেন।

٢٠٣٨. عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِيْ حَثْمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَرَخَّصَ فِى الْعَرِيَّةِ اَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَاكُلُهَا اَهْلُهَا رُطَبًا وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً اُخْرٰى اِلاَّ اَنَّهُ رَخَّصَ فِى الْعَرِيَّةِ يَبِيْعُهَا اَهْلُهَا بِخَرْصِهَا يَاكُلُوْنَهَا رُطَبًا قَالَ هُوَ سَوَاءٌ وَقَالَ سُفْيَانُ فَقُلْتُ لِيَحْيٰى وَاَنَا غُلاَمٌ اِنَّ اَهْلَ مَكَّةَ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِىْ بَيْعِ الْعَرَايَا فَقَالَ وَمَا يُدْرِى

২০. মোহাকালা হল ক্ষেতে ছড়া বা শীষের মধ্যেকার গম ক্ষেত হতে সংগৃহীত শুকনো গমের বিনিময়ে আন্দাজে পরিমাণ নির্ধারণ করে ক্রয়–বিক্রয় করা। আর মোযাবানা হল সংগৃহীত শুকনো খেজুরের বিনিময়ে গাছের রসযুক্ত বা তাজা খেজুর অনুমানে পরিমান নির্ধারণ করে ক্রয়–বিক্রয় করা। কেননা আন্দাজ করে কোন জিনিস এভাবে বিক্রি করা বৈধ নয়।

اَهْلَ مَكَّةَ قُلْتُ اِنَّهُم يَرْوُنَهُ عَنْ جَابِرٍ فَسَكَتَ قَالَ سُفْيَانُ اِنَّمَا اَرَدْتُ اَنَّ جَابِرًا مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ قِيْلَ لِسُفْيَانَ وَلَيْسَ فِيْهِ نَهْىٌ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ قَالَ لاَ .

২০৩৮. সাহল ইবনে আবু হাছমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) শুকনো খেজুরের বিনিময়ে গাছের রসযুক্ত (তাজা খেজুর যা এখনো গাছেই আছে) খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু আরিয়্যার অনুমতি দিয়েছেন। সুফিয়ান দ্বিতীয়বার যা বলেছেন তা হল, তবে তিনি খেজুর তার মালিককে আন্দাজে বিক্রি করতে অনুমতি প্রদান করেছেন যেন তারা রসযুক্ত খেজুর খেতে পারে। এবং তিনি বলেছেন যে, আসলে উভয়টি একই। সুফিয়ান বর্ণনা করেছেন, আমি তখন অল্প বয়স্ক ছিলাম। আমি ইয়াহ্ইয়াকে বললাম, মক্কাবাসীগণ বলে থাকেন, নবী (সঃ) আরিয়্যা পদ্ধতিতে বিক্রি করার অনুমতি প্রদান করেছেন। এ কথা শুনে তিনি বললেন, মক্কাবাসী তা কিভাবে জানল? আমি বললাম, তারা (মক্কাবাসীগণ) জাবের থেকে বর্ণনা করে থাকেন। এ কথায় ইয়াহ্ইয়া চুপ হয়ে গেলেন। সুফিয়ান বর্ণনা করেছেন, এ কথা বলার মধ্যে আমার উদ্দেশ্য ছিল যে, জাবের (রা) তো মদীনাবাসী। সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করা হল, ব্যবহারোপযোগী না হওয়া পর্যন্ত ফল বিক্রি করার নিষেধাজ্ঞা তো এতে নেই? তিনি বললেন, না।

৮৪—অনুচ্ছেদ ঃ আরিয়্যার ব্যাখ্যা। মালেক (র) বলেছেন, আরিয়্যা হল, এক ব্যক্তি কর্তৃক অন্য ব্যক্তিকে ফল খাওয়ার জন্য খেজুর গাছ দান করা। কিন্তু উক্ত ব্যক্তির (যাকে দান করা হল) বার বার বাগানে প্রবেশের কারণে বিরক্তিবোধ হওয়ায় গাছের মালিক কর্তৃক শুকনো খেজুরের বিনিময়ে ঐ ব্যক্তির নিকট থেকে গাছের উক্ত খেজুর খরিদ করে নেয়া। ইবনে ইদরীস বলেছেন, শুকনো খেজুরের বিনিময়ে রসযুক্ত খেজুর নগদ ও মেপে কিনাকে আরিয়্যা বলে। সাহল ইবনে আবু হাছমা (রা)—র এই কথা থেকে এর জোরালো সমর্থন পাওয়া যায়, "সুনির্দিষ্ট মাপের মাধ্যমে"। ইবনে ইসহাক নাফে ও ইবনে উমরের মাধ্যমে বর্ণিত একটি হাদীসে বর্ণনা করেছেন যে, আরিয়্যা হল, কোন ব্যক্তি কর্তৃক তার মালের মধ্য হতে একটা বা দু'টা খেজুরবৃক্ষ অপর ব্যক্তিকে দান করা। ইয়াযীদ সুফিয়ান ইবনে হুসাইন থেকে বর্ণনা করেছেন, আরিয়্যা হল, যে খেজুর বৃক্ষ দরিদ্র ব্যক্তিদের দান করা হয় সেগুলো। কিন্তু নিতান্ত দরিদ্র হওয়ার কারণে অভাব পূরণার্থে উক্ত ব্যক্তিরা ঐ বৃক্ষের খেজুর পাকা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে না। সুতরাং শুকনো খেজুরের যে পরিমাণের বিনিময়েই হোক না কেন তাদের তা বিক্রি করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল।

٢٠٣٩. عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَخَّصَ فِى الْعَرَايَا اَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلاً قَالَ مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ وَالْعَرَايَا نَخَلاَتٌ مَعْلُوْمَاتٌ تَأْتِيْهَا فَتَشْتَرِيْهَا .

২০৩৯. যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) আরিয়্যার ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করেছেন– ওজন করা খেজুরের বিনিময়ে গাছের অনুমান করা খেজুর বিক্রি করা যেতে পারে। মূসা ইবনে উকবা বর্ণনা করেছেন, আরিয়্যা বলা হয় নির্দিষ্ট খেজুর বৃক্ষ যার কাছে এসে লোকেরা তা কিনে নেয়।

৮৫–অনুচ্ছেদ ঃ ব্যবহারোপযোগী হওয়ার পূর্বেই ফল ক্রয়–বিক্রয়ের বর্ণনা। লাইস ... যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর সময় লোকেরা ফল কেনা–বেচা করত। ফসল সংগ্রহের সময় হলে খরিদ্দার এসে বলত, ফসলের বিপর্যয় হয়েছে, রোগ হয়েছে, পোকায় ধরেছে, শুকিয়ে গেছে ইত্যাদি কথা বলে ঝগড়া করত। মীমাংসার মানসে এ ধরনের ঝগড়া বিবাদ বহুল পরিমাণে পৌঁছতে থাকলে রসূলুল্লাহ (সঃ) এ ব্যাপারে বলেন, যদি তোমরা এ ধরনের কেনা–বেচা পরিত্যাগ করতে না পার তবে ব্যবহারোপযোগী না হওয়া পর্যন্ত তা ক্রয়–বিক্রয় কর না। আর যেহেতু বহুল পরিমাণে অভিযোগ মীমাংসার মানসে তাঁর কাছে আসছিল সে কারণে পরামর্শ স্বরূপ তিনি এ কথা বলেছিলেন। খারিজা ইবনে যায়েদ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) ফলের রং লাল ও মেটে লাল স্পষ্ট হয়ে না ওঠা পর্যন্ত তাঁর জমির ফল বিক্রি করতেন না। আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বোখারী) বলেন, আলী ইবনে বাহর এ বিষয়ে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আমার নিকট হাকাম ....যায়েদ (রা) বর্ণনা করেছেন।

٢٠٤٠. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ .

২০৪০. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। ব্যবহারোপযোগী না হলে রসূলুল্লাহ (সঃ) ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কেই তিনি নিষেধ করেছেন।

٢٠٤١. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةُ النَّخْلِ حَتّٰى تَزْهُوَ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ يَعْنِىْ حَتّٰى تَحْمَرَّ .

২০৪১. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) পাকার পূর্বেই খেজুর ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) বলেছেন, এর অর্থ হল পেকে লাল হওয়ার পূর্বে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

٢٠٤٢.عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ اَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتّٰى تُشَقِّحَ فَقِيْلَ مَا تُشَقِّحُ قَالَ تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا .

২০৪২. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রং–এর পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত নবী (সঃ) ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। রং পরির্তন হওয়ার অর্থ লাল বা মেটে লাল হওয়া এবং খাওয়ার উপযোগী হওয়া।

৮৬– অনুচ্ছেদ ঃ ব্যবহারোপযোগী হওয়ার পূর্বেই খেজুর ক্রয় বিক্রয় করা।

٢٠٤٣. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا وَعَنِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ قِيْلَ وَمَا يَزْهُوَ قَالَ يَحْمَارُّ اَوْ يَصْفَارُّ .

২০৪৩. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, উপযোগিতা সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত ফল বিক্রি করতে এবং রং পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত খেজুর বিক্রি করতে মহানবী (সঃ) নিষেধ করেছেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, রং পরিবর্তিত হওয়া বলতে কি বুঝায়? উত্তরে তিনি (সঃ) বললেন, লালবর্ণ ও মেটে লাল বর্ণ ধারণ করা।

৮৭–অনুচ্ছেদ ঃ ব্যবহারোপযোগী হওয়ার পূর্বে যদি কেউ ফল বিক্রি করে এবং কোন প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগে তা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে বিক্রেতাকে সে ক্ষতির দায়িত্ব বহন করতে হবে।

٢٠٤٤. عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتّٰى تُزْهِيَ فَقِيْلَ لَهُ وَمَا تُزْهِيَ قَالَ حَتّٰى تَحْمَرَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرَاَيْتَ اِذَا مَنَعَ اللّٰهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَاْخُذُ اَحَدُكُم مَّالَ اَخِيْهِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ لَوْ اَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ ثَمَرًا قَبْلَ اَنْ يَّبْدُوَ صَلاَحُهُ ثُمَّ اَصَابَتْهُ عَاهَةٌ كَانَ مَا اَصَابَهُ عَلٰى رَبِّهِ اَخْبَرَنِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَتَبَايَعُوْا الثَّمَرَ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا وَلاَ تَبِيْعُوْا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ.

২০৪৪. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) ফলের রং না আসা পর্যন্ত তা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, (ফলের) রং আসার অর্থ কি? তিনি বললেন, লোহিত বর্ণ ধারণ করা। তারপর রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, আচ্ছা বল তো আল্লাহ যদি ফলের উৎপাদন প্রতিরোধ করেন তবে তোমাদের কোন ব্যক্তি কোন্ অধিকারে (কিসের বিনিময়ে) তার ভাইয়ের অর্থ গ্রহণ করবে। ইবনে শিহাব বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি উপযোগিতা সৃষ্টির পূর্বেই ফল ক্রয় করে এবং পরে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে তা নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে মালিককে অর্থাৎ বিক্রেতাকে ঐ ক্ষতির দায়দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (রঃ) ইবনে উমর (রা) থেকে আমার কাছে

বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, ফলের উপযোগিতা প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত তা ক্রয় করো না এবং শুকনো খেজুরের বিনিময়ে গাছের (রসযুক্ত) খেজুর বিক্রি কর না।

৮৮— অনুচ্ছেদ ঃ বাকিতে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করা।

٢٠٤٥. عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ ذَكَرْنَا عِنْدَ اِبْرَاهِيْمَ الرَّهْنَ فِى السَّلَفِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِشْتَرٰى طَعَامًا مِّنْ يَهُوْدِيٍّ اِلٰى اَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ .

২০৪৫. আ'মাশ (রঃ) বর্ণনা করেছেন, আমরা বন্ধক রেখে বাকিতে ক্রয়ের কথা ইবরাহীমের কাছে উল্লেখ করলে তিনি বলেন, এরূপ করতে কোন দোষ নেই। অতঃপর তিনি আমাকে আসওয়াদের মাধ্যমে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস শুনালেন যে, নবী (সঃ) একটা নির্দিষ্ট মেয়াদে বাকিতে এক ইহূদীর নিকট থেকে কিছু খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করেছিলেন এবং স্বীয় লৌহ বর্মটি তার কাছে বন্ধক রেখেছিলেন।

৮৯—অনুচ্ছেদ ঃ উত্তম খেজুরের বিনিময়ে খারাপ খেজুর বিক্রি করা।

٢٠٤٦. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلٰى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هٰكَذَا قَالَ لاَ وَاللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا لَنَاْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هٰذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاَثَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَفْعَلْ بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيْبًا .

২০৪৬. আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) খায়বারে তহশীলদার নিযুক্ত করেছিলেন। সে তাঁর (সঃ) কাছে উত্তম জাতের খেজুর নিয়ে আসলে তিনি (তা দেখে) জিজ্ঞেস করলেন, খায়বারে সকল খেজুরই এরূপ উত্তম? লোকটি বলল, হে আল্লাহর রসূল, আল্লাহর শপথ! সকল খেজুর এরূপ নয়। আমরা এগুলো এক সা' অন্যগুলোর দু'সা'র বিনিময়ে এবং এগুলোর দু' সা' অন্যগুলো তিন সা'র বিনিময়ে নিয়ে থাকি। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, এরূপ করবে না। বরং পাঁচ মিশালী খেজুরগুলো দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে উত্তম খেজুর উক্ত দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করবে।

৯০—অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রী খেজুরের কাঁদিতে নর খেজুরের রেণু প্রবিষ্ট (তাবীর) করানো হয়েছে এরূপ খেজুর গাছের বিক্রেতা কিংবা ফসলসহ জমি বিক্রেতা বা ঠিকা হিসেবে প্রদানকারীর বর্ণনা। আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) বর্ণনা করেন, ইবরাহীম আমার নিকট------ ইবনে উমরের আযাদকৃত দাস নাফে থেকে

বর্ণনা করেছেন যে, নর খেজুর গাছের রেণু প্রবিষ্ট করানো হয়েছে এমন খেজুর গাছ কেউ বিক্রি করলে ফলের কথা যদি উল্লেখ করা না হয় তবে রেণু প্রবিষ্টকারী ব্যক্তিই ফলের অধিকারী হবে। কৃতদাস ও ক্ষেতের ফসলের ব্যাপারেও একইরূপ সিদ্ধান্ত হবে। নাফে এ তিনটি জিনিসের নামই তাঁর কাছে উল্লেখ করেছিলেন।

٢٠٤٧. عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ اُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَاعِ اِلاَّ اَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .

২০৪৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেউ যদি নর খেজুরের রেণু প্রবিষ্ট করানো খেজুর গাছ বিক্রি করে আর ক্রেতা ফল নেয়ার শর্ত আরোপ না করে থাকে তবে ঐ গাছের খেজুর বিক্রেতার প্রাপ্য হবে।

৯১–অনুচ্ছেদ ঃ মাঠের ফসল (যা এখনো কাটা হয়নি) ওজনকৃত খাদ্যশস্যের বিনিময়ে বিক্রি করার বর্ণনা।

٢٠٤٨. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ اَنْ يَّبِيْعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ اِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً وَاِنْ كَانَ كَرْمًا اَنْ يَّبِيْعَهُ بِزَبِيْبٍ كَيْلاً وَاِنْ كَانَ زَرْعًا اَنْ يَّبِيْعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ نَهٰى عَنْ ذٰلِكَ كُلِّهِ .

২০৪৮. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) মোযাবানা ধরনের ক্রয়–বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ বাগানের ফল যদি খেজুর হয় তবে তা ওজনকৃত শুকনো খেজুরের বিনিময়ে, আঙ্গুর হলে ওজনকৃত শুকনো আঙুরের (মোনাক্কা) বিনিময়ে এবং অন্য কোন ফসল হলে (যা ক্ষেত হতে এখনো কাটা হয়নি) ওজনকৃত খাদ্যশস্যের বিনিময়ে বিক্রি করতে এবং এরূপ প্রকৃতির সকল রকম কেনা–বেচা করতে নিষেধ করেছেন।

৯২–অনুচ্ছেদ ঃ মূল শিকড় সমেত খেজুর গাছ বিক্রি করা (অর্থাৎ গাছসহ বিক্রি করা)।

٢٠٤٩. عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَيُّمَا امْرِئٍ اَبَّرَ نَخْلاً ثُمَّ بَاعَ اَصْلَهَا فَلِلَّذِىْ اَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ اِلاَّ اَن يَّشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ .

২০৪৯. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, কোন ব্যক্তি খেজুর গাছে তাবীর (নর খেজুরের পুষ্প রেণূ স্ত্রী গাছের কাঁদিতে প্রবিষ্ট) করার পর গাছটিই বিক্রি করে দিলো। (কেনার সময়) ক্রেতা ফল পাওয়ার শর্ত আরোপ না করে থাকলে ঐ গাছের খেজুর তাবীরকারী ব্যক্তির প্রাপ্য হবে।

৯৩—অনুচ্ছেদ ঃ কাঁচা ফল ও ফসল বিক্রি করা।

٢٠٥٠. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَالْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُزَابَنَةِ .

২০৫০. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) মোহাকালাহ, মোখাদারাহ, মোলামাসাহ, মোনাবাযাহ ও মোযাবানা ধরনের ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন।[২১]

٢٠٥١. عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ التَّمْرِ حَتَّى تَزْهُوَ فَقُلْنَا لاَنَسٍ مَا زَهْوُهَا قَالَ تَحْمَرُّ اَو تَصْفَرُّ اَرَأَيْتَ اِنْ مَّنَعَ اللّٰهُ الثَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ اَخِيْكَ .

২০৫১. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রং না আসা পর্যন্ত নবী (সঃ) ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। আমরা আনাসকে জিজ্ঞেস করলাম, রং আসা বলতে কি বুঝায়? তিনি বলেন [নবী (সঃ) বলেছেন] লাল বা মেটে লালবর্ণ ধারণ করা। আচ্ছা বল তো, আল্লাহ যদি ফল থেকে (কোন প্রকৃতিক দুর্যোগ দ্বারা) বঞ্চিত করেন, তাহলে কিসের বিনিময়ে তুমি তোমার ভাইয়ের মাল গ্রহণ করা বৈধ মনে করবে?

৯৪—অনুচ্ছেদ ঃ খেজুর গাছের মাথি বিক্রি করা এবং তা খাওয়ার বর্ণনা।

٢٠٥٢. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَأْكُلُ جُمَّارًا فَقَالَ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ كَالرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ فَاَرَدْتُ اَنْ اَقُوْلَ هِيَ النَّخْلَةُ فَاِذَا اَنَا اَحْدَثُهُمْ قَالَ هِيَ النَّخْلَةُ .

২০৫২. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক সময় আমি নবী (সঃ)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। সেই সময় তিনি খেজুর গাছের মাথি খাচ্ছিলেন। তিনি বললেন,

২১. মোহাকালাহ-ক্ষেতে শীষের মধ্যকার গম বা অনুরূপ অন্য কোন ফসল সংগ্রহ করে মাড়াই করার পূর্বে অর্থাৎ ক্ষেতে থাকতেই সংগৃহীত ও ওজনকৃত শুকনো গমের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় করা। মোখাদারাহ হল, ফল বা খাদ্যশস্য কাঁচা বা অপোক্ত থাকতেই বা উপযোগিতা সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই ক্রয়-বিক্রয় করা। মোলামাসাহ হল, ক্রেতা ও বিক্রেতা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় মূল্য বলে যে কোন একজন বা উভয়ে অপর জনের বা পস্পরের পরিধেয় স্পর্শ করে ক্রয়-বিক্রয়কে নিশ্চিত করা। অর্থাৎ জাহিলী যুগের নিয়ম ছিল, ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অনুরূপভাবে একজন আরেক জনের বস্ত্র স্পর্শ করলেই বিক্রয় নিশ্চিত ও আবশ্যকীয় হয়ে যেত। মোনাবাযাহ হল, অনুরূপভাবে কেনা-বেচার সময় ক্রেতা ও বিক্রেতা একে অপরের দিকে কাপড় নিক্ষেপ করে ক্রয়কে নিশ্চিত ও আবশ্যকীয় করা। আর মোযাবানা হল, সংগৃহীত শুকনো ও ওজনকৃত খেজুরের বিনিময়ে গাছের রসযুক্ত (তাজা) খেজুর ক্রয়-বিক্রয় করা।

বৃক্ষসমূহের মধ্যে একটা বৃক্ষ আছে ঈমানদার লোকের মত। ইবনে উমর (রা) বলেন, আমি তখন মনে করলাম যে, বলি, উক্ত গাছ হল খেজুর গাছ। কিন্তু আমি বয়সে সবার ছোট (হওয়ার কারণে লজ্জায় তা বললাম না)। পরে তিনি (সঃ) বললেন, তা হল খেজুর গাছ।

৯৫–অনুচ্ছেদ ঃ ক্রয়–বিক্রয়, ইজারা, মাপ এবং ওজন ইত্যাদি প্রত্যেক শহর বা এলাকবাসীর নিজস্ব পরিচিত ও প্রচলিত পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য। তাদের আচার–আরচণ, নিয়ত এবং অধিক প্রচলিত নিয়ম–কানুন গ্রাহ্য হবে। শুরাইহ তাঁতীদের বলেছিলেন, তোমাদের মাঝে তোমাদের রসম–রেওয়াজ অনুযায়ী ফয়সালা করা হবে। আবদুল ওয়াহহাব আইয়ুবের মাধ্যমে মুহাম্মাদ থেকে বর্ণনা করেছেন, দশ টাকায় ক্রীত বস্তু এগার টাকায় বিক্রি করা যাবে। খরচের জন্য মুনাফা গ্রহণ করা হয়। নবী (সঃ) হিন্দকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, যথারীতি ততটা গ্রহণ কর, যতটা তোমার ও তোমার সন্তানের জন্য যথেষ্ট হয়। মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ "যে দরিদ্র তাকে নিয়ম মাফিক উত্তম পন্থায় গ্রহণ করা উচিত।" হাসান (বসরী) আবদুল্লাহ ইবনে মিরদাসের নিকট থেকে একটা গাধা ভাড়া করে জিজ্ঞেস করলেন, বিনিময়ে কত ভাড়া দিতে হবে? তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে মিরদাস) বলেন, দুই দানিক (অর্থাৎ এক দিরহামের এক–তৃতীয়াংশ দিতে হবে)। এ কথা শুনে তিনি গাধার পিঠে আরোহণ করলেন অর্থাৎ সম্মত হয়ে গেলেন। পরে অন্য এক সময় তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মিরদাসের নিকট গিয়ে বললেন, গাধা দরকার, গাধা (অর্থাৎ ভাড়া করতে চাই)। এরপর কোন ভাড়া বা শর্ত নির্ধারণ ছাড়াই তিনি তাতে আরোহণ করলেন এবং তাকে (আবদুল্লাহ ইবনে মিরদাসকে) আধা দিরহাম পাঠিয়ে দিলেন।

٢٠٥٣. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَجَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَبُوْ طَيْبَةَ فَاَمَرَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِصَاعٍ مِّنْ تَمْرٍ وَاَمَرَ اَهْلَهُ اَنْ يُّخَفِّفُوْا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ.

২০৫৩. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবু তাইবাহ রসূলুল্লাহ (সঃ)–কে (রক্তমোক্ষণের জন্য) শিংগা লাগালে রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে এক সা' খেজুর প্রদানের নির্দেশ দিলেন এবং তার মনিবকে তার নির্ধারিত প্রদেয় কমানোর নির্দেশ প্রদান করলেন।

٢٠٥٤. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ هِنْدٌ اُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ اَنْ اٰخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا قَالَ خُذِىْ اَنْتِ وَبَنُوْكِ مَا يَكْفِيْكِ بِالْمَعْرُوْفِ.

২০৫৪. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। মুআবিয়ার মা হিন্দ এসে রসূলুল্লাহ (সঃ)–কে বলল, আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ ব্যক্তি। আমার প্রয়োজন মিটানোর জন্য আমি যদি তার সম্পদ থেকে চুপে চুপে কিছু গ্রহণ করি তাতে কি আমার গোনাহ হবে? জবাবে তিনি (সঃ) বললেন, তুমি ও তোমার সন্তানদের জন্য ন্যায়সঙ্গতভাবে তার সম্পদ থেকে ততটুকু গ্রহণ কর যতটুকু তোমাদের প্রয়োজন মিটানোর জন্য যথেষ্ট হয়।

٢٠٥٥. عَنْ عَائِشَةَ تَقُوْلُ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ أُنْزِلَتْ فِيْ وَالِيَ الْيَتِيْمِ الَّذِيْ يُقِيْمُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُ فِيْ مَالِهِ اِنْ كَانَ فَقِيْرًا اَكَلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوْفِ .

২০৫৫. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি বিত্তশালী ও সচ্ছল তার জন্য বিরত থাকাই উচিত, আর যে বিত্তহীন দরিদ্র তার সৎভাবে গ্রহণ করা উচিত" মহান আল্লাহর এই বাণীটি ইয়াতীম বালক বালিকাদের অভিভাবক বা তত্ত্বাবধানকারীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে–যারা তাদের দেখাশোনা করে ও সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। যদি তারা বিত্তহীন দরিদ্র হয় তবে তারা ইয়াতীমদের সম্পদ সৎভাবে গ্রহণ করতে পারে।

৯৬–অনুচ্ছেদঃ এক অংশীদার কর্তৃক (তার অংশ) আরেক অংশীদারের নিকট বিক্রি করা।

٢٠٥٦. عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الشُّفْعَةَ فِيْ كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَاِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ .

২০৫৬. জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) সর্ব প্রকারের এজমালী সম্পদ (নৈকট্যের ভিত্তিতে) ক্রয়ের (শুফআ বা ক্রয়ে অগ্রাধিকার) আধিকার প্রদান করেছেন। সীমা নির্ধারিত হয়ে গেলে এবং পথ করে দেয়া হলে (অগ্রাধিকারের দাবিতে) ক্রয়ের (Pre-emption) অধিকার অবশিষ্ট থাকে না।

৯৭–অনুচ্ছেদঃ এজমালী জমি, বাড়ী ও অন্যান্য আসবাবপত্র বিক্রয় করা।

٢٠٥٧. عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِى كُلِّ مَالٍ لَّم يُقْسَم فَاِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ .

২০৫৭. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, প্রত্যেক এজমালী সম্পদে নবী (সঃ) ক্রয়ে অগ্রাধিকার থাকার ফয়সালা প্রদান করেছেন। (বন্টনের পর প্রত্যেকের) যখন সীমা নির্ধারিত হয়ে গেল এবং রাস্তা হয়ে গেল, তখন আর অগ্র–ক্রয়াধিকার (Per-emption) থাকবে না।

৯৮–অনুচ্ছেদঃ কারো বিনা অনুমতিতে তার জন্য কোন দ্রব্য ক্রয় করা হলো এবং সে তাতে সম্মতি প্রদান করলো।

٢٠٥٨– عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَرَجَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ يَمْشُونَ فَاَصَابَهُمُ الْمَطَرُ فَدَخَلُوا فِى غَارٍ فِى جَبَلٍ فَانْحَطَّتْ عَلَيهِم صَخْرَةٌ قَالَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ اُدْعُوا اللّٰهَ بِاَفْضَلِ عَمَلٍ عَمِلْتُمُوْهُ فَقَالَ اَحَدُهُمْ اَللّٰهُمَّ اِنِّى كَانَ لِى اَبَوَانِ شَيخَانِ كَبِيْرَانِ فَكُنْتُ اَخْرُجُ فَاَرْعٰى ثُمَّ اَجِيُّ فَاَحْلُبُ فَاَجِيُّ بِالْحِلاَبِ فَاٰتِىْ بِهِ اَبَوَىَّ فَيَشْرَبَانِ ثُمَّ اَسْقِى الصِّبْيَةَ وَاَهْلِىْ وَامْرَاَتِى فَاَحتَبَسْتُ لَيلَةً فَجِئْتُ فَاِذَا هُمَا نَائِمَانِ قَالَ فَكَرِهْتُ اَنْ اُوْقِظَهُمَا وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ رِجْلَىَّ فَلَمْ يَزَلْ ذٰلِكَ دَاْبِى وَدَاْبَهُمَا حَتّٰى طَلَعَ الْفَجْرُ اَللّٰهُمَّ اِن كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّى فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً نَرٰى مِنْهَا السَّمَاءَ قَالَ فَفُرِجَ عَنْهُمْ وَقَالَ الْاٰخَرُ اَللّٰهُمَّ اِن كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّىْ كُنْتُ اُحِبُّ اِمْرَاَةً مِنْ بَنَاتِ عَمِّى كَاَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرَّجُلُ النِّسَاءَ فَقَالَتْ لاَ تَنَالُ ذٰلِكَ مِنْهَا حَتّٰى تُعْطِيْهَا مِائَةَ دِيْنَارٍ فَسَعَيْتُ فِيْهَا حَتّٰى جَمَعْتُهَا فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ اِتَّقِ اللّٰهَ وَلاَ تَفُضَّ الْخَاتَمَ اِلاَّ بِحَقِّهِ فَقُمْتُ وَتَرَكْتُهَا فَاِن كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّىْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فُرجَةً قَالَ فَفَرَجَ عَنْهُمُ الثُّلُثَيْنِ وَقَالَ الْاٰخَرُ اَللّٰهُمَّ اِن كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّى اسْتَاْجَرْتُ اَجِيْرًا بِفَرَقٍ مِنْ ذُرَةٍ فَاَعْطَيْتُهُ وَاَبٰى ذَاكَ اَنْ يَاْخُذَ فَعَمَدْتُ اِلٰى ذٰلِكَ الْفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ حَتّٰى اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ اَعْطِنِى حَقِّى فَقُلْتُ اِنْطَلِقْ اِلٰى تِلْكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيْهَا فَاِنَّهَا لَكَ فَقَالَ اَتَسْتَهْزِئُ بِى قَالَ فَقُلْتُ مَا اَسْتَهْزِئُ بِكَ وَلٰكِنَّهَا لَكَ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّى فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فَكُشِفَ عَنْهُمْ ـ

২০৫৮. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, তিন ব্যক্তি বাড়ী থেকে বের হয়ে পথ চলতে থাকাকালে বৃষ্টি শুরু হলে তারা একটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিল। (এই সময়) ওপর থেকে একটা বড় পাথর সটকে পড়লে (তারা যে গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল সেই) গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গেল। নবী (সঃ) বলেন, তারা একে অপরকে বলল, তোমাদের

কৃত সর্বোত্তম আমলের কথা বলে (পাথর অপসারিত হওয়ার জন্য) আল্লাহর কাছে দোআ করো। সুতরাং তাদের একজন এই বলে দোআ করল, হে আল্লাহ! আমার পিতা–মাতা অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছেন। আমি বাড়ী থেকে বের হয়ে মাঠে গিয়ে পশু পাল চরাতাম। অতঃপর বাড়ী ফিরে এসে দুধ দোহন করে দুধের পাত্র নিয়ে (সর্বপ্রথম) আমার (বৃদ্ধ) পিতা–মাতার কাছে যেতাম এবং তারা পান করত। এরপর আমার সন্তান, বাড়ীর পোষ্য ও আমার স্ত্রীকে পান করতে দিতাম। একদিন আমার বাড়ী ফিরতে দেরী হলে রাত্রি হয়ে গেল। আমি (বাড়ী) এসে দেখলাম তারা (আমার মাতা পিতা) নিদ্রা যাচ্ছেনা। তাই আমি তাদেরকে জাগ্রত করা ভাল মনে করলাম না। আমার সন্তানেরা ক্ষুধার জ্বালায় আমার পায়ের কাছে কাঁদতে থাকল। আমি তাদের (পিতা–মাতার) জাগ্রত হওয়ার অপেক্ষায় থাকলাম এবং এভাবেই ভোর হয়ে গেল। হে আল্লাহ! তুমি যদি জানো যে, একমাত্র তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যেই আমি এরূপ করেছিলাম, তাহলে গুহার মুখ থেকে পাথরখানা একটু সরিয়ে দাও যাতে আমরা আসমান দেখতে পাই। নবী (সঃ) বলেন, গুহার মুখ থেকে পাথর কিছুটা অপসারিত হল। অন্যজন বলল, হে আল্লাহ! তুমি তো জানো, আমি আমার এক চাচাতো বোনকে এতো বেশী ভালবাসতাম, একজন পুরুষ একজন নারীকে যত বেশী ভালবাসতে পারে। কিন্তু সে বলল, তুমি আমাকে একশত দীনার না দেয়া পর্যন্ত তা (তোমার আকাংখিত বস্তু) লাভ করতে পারবে না। সুতরাং বহু কষ্ট ও চেষ্টা করে আমি তা সংগ্রহ করলাম। অতঃপর আমি যখন তার দু'পায়ের মাঝে উপবেশন করলাম তখন সে বলল, আল্লাহকে ভয় করো এবং (বিয়ে না করে) অবৈধভাবে আমার কুমারীত্ব ও সতীত্ব হরণ করো না। তখন আমি তাকে ত্যাগ করে উঠে পড়লাম। হে আল্লাহ! তুমি যদি মনে করো যে, একমাত্র তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্যই আমি তা করেছিলাম, তাহলে (গুহা-মুখের) পাথরখানা আরো একটু সরিয়ে দাও। নবী (সঃ) বলেন, পাথরখানাকে এবার দুই–তৃতীয়াংশ সরিয়ে দেয়া হল। অন্য ব্যক্তি (তৃতীয় জন) বলল, হে আল্লাহ! তুমি তো জানো, আমি এক ফারাক (তিন সা') খাদ্যশস্যের বিনিময়ে একজন শ্রমিক নিয়োগ করেছিলাম। আমি যখন তাকে তা প্রদান করলাম তখন সে তা নিতে অস্বীকৃতি জানাল। আমি ঐ এক ফারাক শস্যের কথা ভাবলাম এবং তা নিয়ে জমিতে বপন করলাম এবং এভাবে তা দিয়ে গরু কিনলাম ও রাখালের ব্যবস্থা করলাম। পরে (এক সময়ে) সে ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর বান্দা! আমার পাওনাটা আমাকে পরিশোধ করুন। আমি বললাম, গরুর পাল ও রাখাল যেখানে আছে সেখানে যাও এবং সেগুলো তোমারই সম্পদ। (একথা শুনে) সে বলল, আপনি কি আমার সাথে ঠাট্টা করছেন? আমি বললাম, আমি তোমার সাথে ঠাট্টা করছি না, বরং ওগুলো সত্যিই তোমার। হে আল্লাহ! তুমি যদি মনে করো যে, একমাত্র তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্যই আমি এরূপ করেছিলাম, তাহলে পাথর অপসারণ করে গুহার মুখ উন্মুক্ত করে দাও। সুতরাং (পাথর অপসারণ করে) গুহার মুখ উম্মুক্ত করে দেয়া হল।

৯৯–অনুচ্ছেদঃ শত্রু রাষ্ট্রের অধিবাসী এবং মুশরিকদের সাথে ক্রয়–বিক্রয় করা।

২০৫৯– عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ

مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ طَوِيْلٌ بِغَنَمٍ يَسُوْقُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْعًا اَمْ عَطِيَّةً اَوْ قَالَ اَمْ هِبَةً قَالَ لاَ بَلْ بَيْعٌ فَاشْتَرٰى مِنْهُ شَاةً ـ

২০৫৯. আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী (সঃ)–এর সাথে ছিলাম। এই সময় দীর্ঘদেহী ও মাথার কেশ অবিন্যস্ত এক মুশরিক ব্যক্তি বকরী হাঁকিয়ে নিয়ে আসলো। নবী (সঃ) তাকে বললেন, বিক্রি করতে চাও না উপহার দিতে, অথবা তিনি বললেন, (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) দান করতে চাও? লোকটি বলল, না বরং বিক্রি করতে চাই। নবী (সঃ) তার নিকট থেকে একটা বকরী ক্রয় করে নিলেন।

১০০–অনুচ্ছেদঃ শত্রু রাষ্ট্রের নাগরিকের নিকট থেকে কৃতদাস খরিদ করে তা দান করা ও আযাদ করে দেয়া সম্পর্কে। নবী (সঃ) সালমান (ফারসী)–কে বলেছিলেন, মোকাতাবা (আযাদ হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে লিখিত চুক্তি) করে নাও। তিনি (সালমান ফারসী) আযাদ মানুষ ছিলেন। কিন্তু মানুষ তার প্রতি জুলুম করে তাঁকে (দাস হিসেবে) বিক্রি করেছিল। আম্মার, সুহাইব ও বিলাল (রা)–কে বন্দী করা হয়েছিল। মহান আল্লাহর বাণীঃ

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِى الرِّزْقِ فَمَا الَّذِيْنَ فُضِّلُوْا بِرَادِّيْ رِزْقِهِمْ عَلٰى مَامَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ سَوَاءٌ اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ـ

"আল্লাহ তোমাদের মধ্য থেকে রিযিকের ব্যাপারে কতেককে কতেকের চাইতে মর্যাদাবান করেছেন। যাদেরকে মর্যাদাবান করা হয়েছে তারা পরস্পর সমতা আনয়নের জন্য স্বীয় কৃতদাসদেরকে উক্ত রিযিক থেকে প্রদান করে না। তবে কি তারা আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকার করে? (সূরা নাহলঃ ৭১)[২২]

٢٠٦٠ـ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَاجَرَ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِسَارَةَ فَدَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيْهَا مَلِكٌ مِّنَ الْمُلُوْكِ اَوْ جَبَّارٌ مِّنَ الْجَبَابِرَةِ فَقِيْلَ دَخَلَ اِبْرَاهِيْمُ

২২. অনুচ্ছেদ শিরোনামে ইমাম বুখারী (র) সালমান ফারসী (রা) সম্পর্কে লিখেছেন, লোকেরা তাঁর প্রতি জুলুম করেছে ও দাস হিসেবে বিক্রি করেছে। প্রকৃত ঘটনা হল, সালমান ফারসী (রা) ছিলেন প্রথম জীবনে অগ্নি উপাসক। সত্যের অন্বেষণে তাঁর পিতাকে ছেড়ে বের হন এবং পরপর তিনজন পাদ্রীর শরণাপন্ন হন এবং তাদের মৃত্যু পর্যন্ত তাদের সাহচর্যে থাকেন। শেষোক্তজন হেজায ভূমির কথা বলে সেখানে রসূলুল্লাহ (সঃ) আত্মপ্রকাশ করেছেন সে বিষয়ে তাঁকে অবহিত করে। পথিমধ্যে ওয়াদিল কুরা নামক জায়গাতে তাঁকে কৃতদাস হিসেবে এক ইয়াহুদের নিকট বিক্রয় করে দেয়া হয়। অতঃপর বনী কুরাইযা গোত্রের অপর এক ইয়াহুদী তাঁকে ক্রয় করে মদীনায় নিয়ে আসে। পরে রসূলুল্লাহ (সঃ) হিজরত করে মদীনায় আগমন করলে সালমান ফারসী তাঁর নবুওয়াতের আলামতসমূহ দেখে ইসলাম গ্রহণ করেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) তখন তাঁকে মোকাতাবা করতে বলেন এবং এইভাবে তিনি পরে দাসত্বের অভিশপ্ত জীবন থেকে মুক্তি লাভ করেন।

بِامْرَأَةٍ هِيَ مِنْ أَحْسَنِ النِّسَاءِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ مَنْ هٰذِهِ الَّتِي مَعَكَ قَالَ أُخْتِي ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهَا فَقَالَ لاَ تُكَذِّبِي حَدِيثِي فَإِنِّي أَخْبَرْتُهُمْ أَنَّكِ أُخْتِي وَاللّٰهِ إِنْ عَلَى الْأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرُكِ فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ فَقَامَ إِلَيْهَا فَقَامَتْ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي فَقَالَتْ اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتُ اٰمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلاَّ عَلٰى زَوْجِي فَلاَتُسَلِّطْ عَلَيَّ الْكَافِرَ فَغُطَّ حَتّٰى رَكَضَ بِرِجْلِهِ قَالَ الْأَعْرَجُ قَالَ أَبُوْ سَلَمَةَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَتْ اَللّٰهُمَّ إِنْ يَمُتْ يُقَالُ هِيَ قَتَلَتْهُ فَأُرْسِلَ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهَا فَقَامَتْ تَوَضَّأُ تُصَلِّي وَتَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتُ اٰمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلاَّ عَلٰى زَوْجِي فَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيَّ هٰذَا الْكَافِرَ فَغُطَّ حَتّٰى رَكَضَ بِرِجْلِهِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ أَبُوْ سَلَمَةَ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقَالَتْ اَللّٰهُمَّ إِنْ يَمُتْ فَيُقَالُ هِيَ قَتَلَتْهُ فَأُرْسِلَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ فَقَالَ وَاللّٰهِ مَا أَرْسَلْتُمْ إِلَيَّ إِلاَّ شَيْطَانًا ارْجِعُوهَا إِلٰى إِبْرَاهِيمَ وَأَعْطُوْهَا اٰجَرَ فَرَجَعَتْ إِلٰى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَتْ أَشَعَرْتَ أَنَّ اللّٰهَ كَبَتَ الْكَافِرَ وَأَخْدَمَ وَلِيدَةً -

২০৬০. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, ইবরাহীম (আ) সারাকে সাথে নিয়ে হিজরত করেছিলেন। তাঁকে সংগে নিয়ে যখন তিনি এমন একটি জনপদে উপস্থিত হলেন, যেখানে এক বাদশাহ অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) কোন এক অত্যাচারী থাকত। তাকে (বাদশাহকে বা অত্যাচারীকে) অবহিত করা হল যে, ইবরাহীম একজন নারীসহ আগমন করেছে, যে নারীদের মধ্যে সবচাইতে সুন্দরী ও সুশ্রী। তাই সে (বাদশাহ বা অত্যাচারী) তাঁর (ইবরাহীমের) কাছে এই মর্মে জানতে চেয়ে লোক পাঠালো যে, হে ইবরাহীম! তোমার সঙ্গিনী মহিলাটি কে? তিনি বললেন, আমার বোন। অতঃপর সারার কাছে গিয়ে তাঁকে বললেন, আমার কথাকে মিথ্যা প্রমাণ করো না। আমি তাদেরকে জানিয়েছি যে, তুমি আমার বোন। আল্লাহর শপথ! গোটা এই এলাকায় (দেশে) আমি আর তুমি ব্যতীত কোন ঈমানদার নেই। এরপর তিনি তাঁকে (সারাকে) বাদশাহর কাছে পাঠালেন। বাদশাহ তাঁর কাছে গেলে তিনি (সারা) উঠলেন, উযূ করলেন, নামায পড়লেন এবং এই বলে দোআ করলেন, হে আল্লাহ! আমি সত্যিকারভাবেই যদি তোমার ও তোমার রসূলের প্রতি ঈমান এনে থাকি আর আমার স্বামী ব্যতীত অন্য সবার থেকে আমার সতীত্ব হেফাজত ও রক্ষা করে থাকি, তাহলে কাফেরকে আমার ওপর আধিপত্য প্রদান করো না। তৎক্ষণাৎ সে (বাদশাহ মাটিতে পড়ে) সংজ্ঞাহীন হয়ে গেল এবং পা রগড়াতে শুরু করল। তখন সারা বললেন, হে আল্লাহ! যদি সে এখন মৃত্যুবরণ করে তাহলে বলা হবে যে, সেই মহিলাটিই তাকে হত্যা করেছে। সুতরাং তার (বাদশাহর) উক্ত

অবস্থা বিদূরিত হয়ে গেলে সে আবার তাঁর (সারার) কাছে এগিয়ে গেল। তখন তিনি (সারা) উঠে উযূ করেন, নামায আদায়ের পর দোআ করলেন, হে আল্লাহ! আমি যদি সত্যিই তোমার ও তোমার রসূলের প্রতি ঈমান এনে থাকি এবং আমার স্বামী ব্যতীত অন্য সবার থেকে আমার সতীত্বকে রক্ষা করে থাকি তাহলে এ কাফেরকে আমার ওপর আধিপত্য প্রদান করো না। (এ কথা বলার সাথে সাথে) সে (বাদশাহ্) মাটিতে পড়ে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল এবং পা রগড়াতে শুরু করল। তখন সারা বললেন, হে আল্লাহ্! (এখন) যদি সে মৃত্যুবরণ করে তাহলে বলা হবে এ মহিলাটি তাকে (বাদশাহকে) হত্যা করেছে। সুতরাং দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় বারের পর সে বলল, আল্লাহর শপথ! তোমরা আমার নিকট এক শয়তান বৈ প্রেরণ কর নাই। তাকে ইবরাহীমের নিকট নিয়ে যাও এবং আজারকে (হাজেরাকে) তাকে প্রদান কর। তখন তিনি (সারা) ইবরাহীমের কাছে ফিরে আসলেন এবং তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনি কি উপলব্ধি করেছেন যে, আল্লাহ কাফেরকে নিরাশ, লাঞ্ছিত ও মনোক্ষুণ্ন করেছেন এবং একজন সেবিকা প্রদান করেছেন?

٢٠٦١- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ اِخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ اَبِىْ وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِىْ غُلاَمٍ فَقَالَ سَعْدٌ هٰذَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِبْنُ اَخِىْ عُتْبَةَ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَهِدَ اِلَىَّ اَنَّهُ ابْنُهُ اُنْظُرْ اِلٰى شَبَهِهِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هٰذَا اَخِى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وُلِدَ عَلٰى فِرَاشِ اَبِىْ مِنْ وَلِيْدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى شَبَهِهِ فَرَاٰى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ فَقَالَ هُوَلَكَ يَا عَبْدُ اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِبِىْ مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ فَلَمْ تَرَهُ سَوْدَةُ قَطُّ ـ

২০৬১. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একটা বালকের দাবী নিয়ে সা'দ ইবনে আবু ওয়াককাস (রাঃ) এবং আবদ ইবনে যামআ ঝগড়ায় লিপ্ত হলেন। সা'দ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এ আমার ভাই উতবা ইবনে আবু ওয়াক্কাসের সন্তান। তিনি আমাকে ওছিয়ত করে গিয়েছেন যে, সে তার পুত্র। উতবা ইবনে আবু ওয়াককাসের সংগে তার সাদৃশ্য লক্ষ্য করুন। আর আবদ ইবনে যামআ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এ আমার ভাই। আমার পিতার বাড়ীতে (তার বিছানায়) তার দাসী-গর্ভে জন্মলাভ করেছে। রসূলুল্লাহ (সঃ) (এসব শুনে) তার (বালকটির) চেহারার সাদৃশ্যের প্রতি লক্ষ্য করলেন এবং দেখতে পেলেন, উতবার চেহারার সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু তিনি (রায় দিয়ে) বললেন, এ বালক তোমার জন্য হে আবদ ইবনে যামআ। কেননা যার বিছানা, সন্তান তারই। আর যেনাকারীর জন্য পাথর। আর হে সাওদা বিনতে যামআ! তুমি তার (বালকটির) সামনে পর্দা করবে। সুতরাং তারপর সাওদা (রাঃ) আর কোনদিন তাকে দেখেননি (বা দেখা দেননি)।

٢٠٦٢- عَنْ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ لِصُهَيْبٍ اِتَّقِ اللّٰهَ وَلاَ

تَدَّعِ اِلٰى غَيْرِ اَبِيْكَ فَقَالَ صُهَيْبٌ مَا يَسُرُّنِىْ اَنَّ لِىْ كَذَا وَكَذَا وَاِنِّىْ قُلْتُ ذٰلِكَ وَلٰكِنِّىْ سُرِقْتُ وَاَنَا صَبِىٌّ ـ

২০৬২. আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) সোহাইবকে লক্ষ্য করে বললেন, আল্লাহকে ভয় করো এবং প্রকৃত পিতা ছাড়া আর কারো সাথে নিজের বংশ সম্পর্কের দাবী করো না। এ কথা শুনে সোহাইব (রাঃ) বললেন, এতো এতো সম্পদের বিনিময়েও আমার নিকট তা পসন্দনীয় নয় যে, আমি ঐরূপ (অর্থাৎ ভাষা রুম হওয়া সত্ত্বেও আরব বংশোদ্ভূত বলে দাবী করব)। আসল ব্যাপার হল আমাকে শিশু বয়সেই চুরি করা হয়েছিলো[২৩]

٢٠٦٣- عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَيْتَ اُمُوْرًا كُنْتُ اَتَحَنَّثُ اَوْ اَتَحَنَّثُ بِهَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صِلَةٍ وَ عَتَاقَةٍ وَ صَدَقَةٍ هَلْ لِىْ فِيْهَا اَجْرٌ قَالَ حَكِيْمٌ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَسْلَمْتَ عَلٰى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ ـ

২০৬৩. হাকীম ইবনে হিযাম (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! জাহিলী যুগে আমি কিছু ভাল কাজ করতাম, যেমন আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা, কৃতদাসকে দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত করা এবং দান খয়রাত করা। এসব কাজের জন্য কি আমি কোন পুরস্কার লাভ করব? রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, অতীতের সৎকর্ম সহই তুমি ইসলাম গ্রহণ করেছ (অর্থাৎ জীবনে তুমি যেসব সৎকাজ করেছ তার জন্য পুরস্কৃত হবে)।

১০১–অনুচ্ছেদঃ প্রক্রিয়াজাত করার পূর্বে মৃত জন্তুর চামড়া ব্যবহার সম্পর্কে।

٢٠٦٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ هَلاَّ اسْتَمْتَعْتُمْ بِاِهَابِهَا قَالُوْا اِنَّهَا مَيِّتَةٌ قَالَ اِنَّمَا حَرُمَ اَكْلُهَا ـ

২০৬৪. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) একটি মৃত বকরীর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়. বললেন, তোমরা এর চামড়া কাজে লাগাচ্ছ না কেন? লোকেরা বলল, এ যে মৃত (বকরী)। তিনি (সঃ) বললেন, (তাতে কি হয়েছে) মৃত জীব খাওয়া শুধু হারাম করা হয়েছে।

২৩. সোহাইব (রাঃ) হলেন সোহাইব ইবনে সিনান। বংশগত দিক থেকে তিনি ছিলেন আরব। মাওসিলের নিকটবর্তী এলাকায় ছিল বাসস্থান। রোমানরা ঐ এলাকায় আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে বন্দী করে নিয়ে যায়। সোহাইব (রাঃ) ছিলেন সেই সময় একটি শিশু মাত্র। তাই তিনি রুমী ভাষা আয়ত্ত করেন। তিনি দাবী করতেন যে, তিনি প্রকৃতপক্ষে আরব। কিন্তু অনেকেই তা জানত না বলে এবং তাঁর ভাষা রুমী ভাষা বলে থাকে আরব বলে স্বীকার করত না। সাহাবা আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) উল্লেখিত কথাটি এই কারণেই বলেছিলেন। আর তার জবাবে তিনি বলেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে আমি আরব কিন্তু ছোট থাকতেই রোমানদের হাতে বন্দী হয়েছিলাম। এজন্য আমি রোমান ভাষায় কথা বলি।

১০২–অনুচ্ছেদঃ শূকর হত্যা করা। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আল–আনসারী (রাঃ) বলেছেন, নবী (সঃ) শূকরের ক্রয়–বিক্রয় নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।

٢٠٦٥– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِى نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَيُوْشِكَنَّ اَنْ يَنْزِلَ فِيْكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيْرَ وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ وَيَفِيْضَ الْمَالُ حَتّٰى لاَ يَقْبَلَهُ اَحَدٌ ـ

২০৬৫. আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ সেই মহান সত্তার শপথ যাঁর হাতের মুঠোয় আমার প্রাণ! অচিরেই ইবনে মরিয়ম [ঈসা (আঃ)] ন্যায়বান শাসক হয়ে তোমাদের মাঝে অবতরণ করবেন (আসবেন)। তিনি ক্রুশ ভেঙে ফেলবেন, শূকর হত্যা করে ফেলবেন এবং জিযয়া উঠিয়ে দিবেন। আর সম্পদের প্রাচুর্য এত বেশী হবে যে, কেউই তা (দান) গ্রহণ করতে চাইবে না।

১০৩– অনুচ্ছেদঃ মৃত জন্তুর চর্বি গলানো বৈধ নয়। এরূপ চর্বিজাত তেল বিক্রি করা যাবে না। এ সংক্রান্ত হাদীস জাবের (রাঃ) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

٢٠٦٦– عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ بَلَغَ عُمَرَ اَنَّ فُلاَنًا بَاعَ خَمْرًا فَقَالَ قَاتَلَ اللّٰهُ فُلاَنًا اَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمُ فَجَمَلُوْهَا فَبَاعُوْهَا ـ

২০৬৬. ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) জানতে পারলেন যে, অমুক ব্যক্তি শরাব বিক্রি করছে। তিনি বললেন, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করুন। সে কি জানে না যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ ইহুদীদের ধ্বংস করুন। তাদের জন্য চর্বি খাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, তবুও তারা তা গলিয়ে বিক্রি করত।

٢٠٦٧– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَاتَلَ اللّٰهُ يَهُوْدَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمُ فَبَاعُوْهَا وَاَكَلُوْا اَثْمَانَهَا ـ

২০৬৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ ইহুদীদের ধ্বংস করুন। তাদের জন্য চর্বি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, তবু তারা তা বিক্রি করে মূল্য গ্রহণ করত।

১০৪–অনুচ্ছেদঃ প্রাণহীন জিনিসের ছবি ক্রয়–বিক্রয় করা এবং এসব ছবির মধ্যে যেগুলো অপসন্দনীয় ও নিষিদ্ধ তার বর্ণনা।

٢٠٦٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبَّاسٍ إِنِّىْ إِنْسَانٌ إِنَّمَا مَعِيْشَتِىْ مِنْ صَنْعَةِ يَدِىْ وَإِنِّىْ أَصْنَعُ هٰذِهِ التَّصَاوِيْرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَ أُحَدِّثُكَ إِلاَّ مَاسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ سَمِعْتُهُ مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً فَإِنَّ اللّٰهَ مُعَذِّبُهُ حَتّٰى يَنْفُخَ فِيْهَا الرُّوْحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيْهَا أَبَدًا فَرَبَا الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيْدَةً وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنْ أَبَيْتَ إِلاَّ أَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ بِهٰذَا الشَّجَرِ كُلِّ شَىْءٍ لَيْسَ فِيْهِ رُوْحٌ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ سَمِعَ سَعِيْدُ بْنُ أَبِىْ عَرُوْبَةَ مِنَ النَّضْرِبْنِ أَنَسٍ هٰذَا الْوَاحِدَ -

২০৬৮. সাঈদ ইবনে আবুল হাসান (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (একদিন) আমি ইবনে আব্বাস (রাঃ)-র কাছে উপস্থিত ছিলাম। এক ব্যক্তি বলল, হে আবুল আব্বাস! আমি এমন একজন মানুষ যে, আমি হস্তশিল্প দ্বারা জীবিকা অর্জন করি। আর আমার শিল্প হল, আমি এসব ছবি অংকন করি। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট থেকে (এ ব্যাপারে) যা শুনেছি তাই তোমাকে বলব। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ছবি তৈরী করবে, যতক্ষণ না সে উক্ত ছবিতে প্রাণ সঞ্চার করতে পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাকে আযাব দিতে থাকবেন। অথচ সে কখনো তাতে প্রাণ সঞ্চার করতে পারবে না। এ কথা শুনামাত্র লোকটি ভয়ে সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল এবং তার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন, তোমার অকল্যাণ হোক! এ কাজ করা ছাড়া তোমার যদি কোন গত্যন্তর না থাকে, তাহলে এসব বৃক্ষের এবং প্রাণহীণ বস্তুর ছবি তুমি তৈরী করতে পার।

১০৫—অনুচ্ছেদঃ শরাবের ব্যবসা হারাম। জাবের (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) শরাবের ক্রয়—বিক্রয় হারাম (নিষিদ্ধ) করে দিয়েছেন।

٢٠٦٩- عَنْ عَائِشَةَ لَمَّا نَزَلَتْ اٰيَاتُ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ عَنْ اٰخِرِهَا خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ حُرِّمَتِ التِّجَارَةُ فِى الْخَمْرِ -

২০৬৯. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, সূরা বাকারার শেষোক্ত আয়াতগুলো নাযিল হলে নবী (সঃ) (লোকদের উদ্দেশ্যে) বেরিয়ে পড়লেন এবং ঘোষণা করলেন, শরাবের ব্যবসা হারাম করে দেয়া হয়েছে।

১০৬—অনুচ্ছেদঃ স্বাধীন মানুষ বিক্রি করা গোনাহ।

٢٠٧٠- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ قَالَ اللّٰهُ ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطٰى بِىْ ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَاسْتَوْفٰى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ -

২০৭০. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ বলেন, কিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির প্রতিপক্ষ হব। যে ব্যক্তি আমার নামে ওয়াদা ও চুক্তি করে তা ভঙ্গ করেছে, যে ব্যক্তি মুক্ত স্বাধীন মানুষ বিক্রি করেছে এবং যে ব্যক্তি কাউকে মজুর নিয়োগ করে পুরাপুরি কাজ আদায় করে নিয়েছে কিন্তু তাকে মজুরী প্রদান করেনি।[২৪]

১০৭–অনুচ্ছেদঃ মদীনা থেকে বহিষ্কার ও উচ্ছেদকালে নিজ মালিকানাধীন ভূমি বিক্রি করে দেয়ার জন্য ইহুদীদের প্রতি নবী (সঃ)–এর নির্দেশ। আল–মাকবুরী আবু হুরায়রা (রা) থেকে এতদসংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।[২৫]

১০৮–অনুচ্ছেদঃ কৃতদাসের বিনিময়ে কৃতদাস এবং জন্তুর বিনিময়ে জন্তু বাকীতে বিক্রি করা। ইবনে উমর (রাঃ) চারটি উটের বিনিময়ে একটি আরোহণ উপযোগী উট বাকীতে ক্রয় করেছিলেন এবং রাবাযাহ নামক জায়গায় উটটির মালিককে উটগুলোর হস্তান্তর করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, অনেক সময় একটা উট দুইটা উটের চাইতেও উত্তম হয়। রাফে ইবনে খাদীজ (রাঃ) দু'টি উটের বিনিময়ে একটি উট ক্রয় করে একটি তৎক্ষণাৎ হস্তান্তর করেছিলেন এবং অপরটি হস্তান্তর সম্পর্কে বলেছিলেন, ইনশাআল্লাহ আগামী সকালে বিলম্ব না করেই হস্তান্তর করব। ইবনুল মুসাইয়্যাব বলেছেন, জন্তু বা প্রাণীর ক্ষেত্রে যেমন দু'টি উটের বিনিময়ে একটি উট এবং দু'টি বকরীর বিনিময়ে একটা বকরী বাকীতে বিক্রি করলে সুদ হয় না। ইবনে সীরীন বলেছেন, ধারে বা বাকীতে দু'টি উটের বিনিময়ে একটি উট এবং এক দিরহামের বিনিময়ে এক দিরহাম বিক্রি করায় কোন দোষ নেই।

٢٠٧١– عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ فِى السَّبْىِ صَفِيَّةُ فَصَارَتْ إِلَى دَحْيَةَ الْكَلْبِىِّ ثُمَّ صَارَتْ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ -

২০৭১. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (খায়বারের) বন্দীদের মধ্যে সাফিয়াও ছিলেন। তিনি দাহিয়া আল–কালবীর অংশে পড়েন এবং পরে রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর অংশে এসে যান।

১০৯–অনুচ্ছেদঃ কৃতদাসীদের বিক্রি করার বর্ণনা।

---

২৪. বর্তমান যুগে সংঘবদ্ধ অপহরণকারী দল স্বাধীন মুক্ত ছেলে-মেয়েদের অপহরণ করে নিয়ে যায়। বিভিন্ন দালালদের মাধ্যমে পাচার করে বিদেশে বিক্রি করে প্রচুর অর্থ কামাই করছে। এ হাদীসে দৃষ্টিতে এরা জঘন্য অপরাধী।

২৫. হাদীসটি হলঃ আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, আমরা মসজিদে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের কাছে গিয়ে বললেন, চল ইহুদীদের এলাকায় যেতে হবে। সেখানে গিয়ে তিনি ইহুদীদের লক্ষ্য করে বললেন, আমি তোমাদেরকে উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। অতএব তোমাদের কারো কোন সম্পদ থাকলে তা বিক্রি করে দাও। এটা বনী নাযীর গোত্রের ক্ষেত্রে ঘটেছিল। অনুচ্ছেদ শিরোনামে ইমাম বুখারী (রঃ) এই হাদীসের দিকেই ইংগিত করেছেন।

٢٠٧٢- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ إِنَّا نُصِيْبُ سَبْيًا فَنُحِبُّ الْأَثْمَانَ فَكَيْفَ تَرَى فِي الْعَزْلِ فَقَالَ : أَوَ إِنَّكُمْ تَفْعَلُوْنَ ذٰلِكَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوْا ذٰلِكُمْ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللّٰهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا هِيَ خَارِجَةٌ -

২০৭২. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একদা তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে বসেছিলেন। সে সময় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমরা যুদ্ধে বন্দী নারীদের গনীমতের অংশ হিসেবে পেয়ে থাকি। তাদের গর্ভ সঞ্চার হোক তা আমরা কামনা করি না, বরং আমরা তাদেরকে বিক্রি করে মূল্য পেতে আগ্রহী। সুতরাং আযল (স্ত্রী অঙ্গের বাইরে বীর্যস্খলন) করার ব্যাপারে আপনি কি মনে করেন? তিনি (সঃ) বললেন, তোমরা এরূপ কর নাকি? তোমরা এরূপ না করলেও (আযল না করলেও) কোন ক্ষতি নেই। কারণ যে সন্তান সৃষ্টি হওয়া আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে সে সৃষ্টি হবেই। ।

১১০—অনুচ্ছেদঃ মোদাব্বির কৃতদাসের (মনিবের মৃত্যুর পর যে কৃতদাস আযাদ হবে) বিক্রির বর্ণনা।[২৬]

٢٠٧٣- عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَاعَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُدَبَّرَ -

২০৭৩. জাবের (রাঃ) থেকে বার্ণত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) মেদাব্বার কৃতদাস বিক্রি করেছেন।

٢٠٧٤ - عَنْ زَيْدِبْنِ خَالِدٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا ﷺ يُسْئَلُ عَنِ الْأَمَةِ تَزْنِيْ وَلَمْ تُحْصَنْ قَالَ اجْلِدُوْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا ثُمَّ بِيْعُوْهَا بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ -

২০৭৪. যায়েদ ইবনে খালেদ ও আবু হুরাইরা (রাঃ) উভয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে শুনেছেন, ব্যভিচারিণী অবিবাহিতা ক্রীতদাসী সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, তাকে চাবুক মার। পুনরায় ব্যভিচার করলে পুনরায় চাবুক মার । পুনরায় ব্যভিচার করলে পুনরায় চাবুক মার। এভাবে তৃতীয় অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) চতুর্থ বারের পর বললেন, তাকে বিক্রি করে দাও।

٢٠٧٥- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ

২৬. মোদাব্বির ঐ কৃতদাসকে বলা হয় যার মালিক এই ঘোষণা দিয়েছে যে, তার মৃত্যুর পর উক্ত দাস আজাদ হয়ে যাবে।

زَنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلاَ يُثَرِّبْ ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ ـ

২০৭৫. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী (সঃ)–কে বলতে শুনেছিঃ তোমাদের কারো দাসী যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয় আর তা প্রমাণিত হয় তাহলে তার ওপর হদ্দ (শরীআত নির্দিষ্ট শাস্তি) জারি করে চাবুক মারতে হবে, কিন্তু এরপর তাকে ভর্ৎসনা করবে না বা গালি দিবে না। পুনরায় যদি সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তাহলে হদ্দ জারি করে তাকে চাবুক মারতে হবে, কিন্তু এরপর তাকে ভর্ৎসনা করবে না বা গালি দিবে না। কিন্তু যদি সে পুনরায় তৃতীয়বার ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাহলে একগাছা চুলের রশির বিনিময়ে হলেও তাকে বিক্রি করে দিবে।

১১১–অনুচ্ছেদঃ ইদ্দাত পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই দাসীকে নিয়ে সফরে গমন করা যায় কিনা। হাসান (বসরী) সংগম ব্যতীত মেলামেশা ও চুম্বনে কোন প্রকার দোষ মনে করেন না। ইবনে উমর (রাঃ) বলেছেন, সংগমকৃত দাসীকে যদি দান করা হয় অথবা বিক্রি করা হয় অথবা আজাদ করে দেয়া হয়, তবে এক হায়েয পর্যন্ত সে ইদ্দাত পালন করবে। কিন্তু কোন কুমারী দাসীকে ইদ্দাত পালন করতে হবে না। আতা বলেছেন, গর্ভবতী ক্রীতদাসীর সংগে সংগম ব্যতীত অন্য কিছু করতে কোন দোষ নেই। মহান আল্লাহ বলেছেনঃ

الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين -

"সেই সব ঈমানদারগণ সফলকাম হয়েছে, যারা নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহকে হেফাজত করেছে, কিন্তু স্ত্রী ও ক্রীতদাসীদের থেকে নয়। এ ক্ষেত্রে তারা তিরস্কৃত হবে না" (মু'মিনূনঃ ৬)।

٢٠٧٦– عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَفَلَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْحِصْنَ ذُكِرَلَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوْسًا فَاصْطَفَاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِنَفْسِهِ فَخَرَجَ بِهَا حَتّٰى بَلَغْنَا سَدَّ الرَّوْحَاءِ حَلَّتْ فَبَنٰى بِهَا ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِيْ نِطَعٍ صَغِيْرٍ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اٰذِنْ مَنْ حَوْلَكَ فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيْمَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى صَفِيَّةَ ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُحَوِّىْ لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيْرِهِ فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ فَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلٰى رُكْبَتِهِ حَتّٰى تَرْكَبَ ـ

২০৭৬. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) যখন খায়বার আগমন করলেন এবং আল্লাহ তাঁকে খায়বার দুর্গের ওপর বিজয় দান করলেন সেই সময় ইহুদী হুয়াই ইবনে আখতাবের কন্যা সাফিয়্যার রূপ ও সৌন্দর্য তাঁকে বর্ণনা করা হল। তার স্বামী যুদ্ধে নিহত হয়েছিলো এবং সে ছিল নব বিবাহিতা। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে (সাফিয়্যাকে) নিজের জন্য মনোনীত করলেন এবং তাকে নিজের জন্য গ্রহণ করে সেখান থেকে যাত্রা করলেন। এভাবে আমরা সাদ্দা রাওহা[২৭] নামক জায়গায় উপনীত হলে তিনি পবিত্রা হলেন এবং রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বিয়ে করলেন। ছোট দস্তরখানে হাইস নামক খাদ্য পরিবেশন করার ব্যবস্থা করে রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে বললেন, তোমার আশেপাশে যারা আছে তাদেরকে জানিয়ে দাও (যেন তারা এসে খাবার গ্রহণ করে)। এটাই ছিল সাফিয়্যার বিবাহে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রদত্ত বিবাহভোজ। এরপর আমরা মদীনার দিকে রওয়ানা হলাম। আনাস (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দেখলাম, স্বীয় আবা দ্বারা তিনি তাঁকে (সাফিয়্যাকে) আড়াল করে রেখেছেন। তিনি উটের কাছে বসে নিজের হাঁটু পেতে দিলেন। সাফিয়্যা তাঁর পা তাঁর (সঃ) হাঁটুর ওপর রেখে (উটে) আরোহণ করলেন।

১১২-অনুচ্ছেদঃ মৃত জন্তু ও মূর্তি বিক্রি করা।

٢٠٧٧- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ شُحُوْمَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلٰى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُوْدُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ ذٰلِكَ قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ إِنَّ اللّٰهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُوْمَهَا جَمَلُوْهُ ثُمَّ بَاعُوْهُ فَأَكَلُوْا ثَمَنَهُ-

২০৭৭. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। মক্কা বিজয়ের বছর তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেন। সেই সময় তিনি (সঃ) মক্কাতেই অবস্থানরত ছিলেন। আল্লাহ ও তাঁর রসূল শরাব, মৃত জন্তু, শূকর ও মূর্তি ক্রয়-বিক্রয় হারাম ঘোষণা করেছেন। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রসূল! মৃত জন্তুর চর্বি সম্পর্কে আপনি কি বলেন? তা নৌকায় লাগান হয়, চামড়ায় ঘষা হয় এবং জ্বালানীর কাজে ব্যবহার করা হয়। তিনি বললেন, না, তাও চলবে না, বরং এসব কাজে ব্যবহার করাও হারাম। এই সময়ই রসূলুল্লাহ (সঃ) বলছিলেন, আল্লাহ ইহুদীদের ধ্বংস করুন। আল্লাহ তাদের জন্য চর্বি হারাম করলে তারা তা গলিয়ে বিক্রি করে মূল্য ভোগ করে।

১১৩-অনুচ্ছেদঃ কুকুরের মূল্য।

٢٠٧٨- عَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ-

২৭. 'সাদ্দা রাওহা' মদীনার নিকটবর্তী একটি স্থান।

২০৭৮. আবু মাসউদ আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) কুকুরের মূল্য, ব্যভিচারিণীর ব্যভিচারের দ্বারা উপার্জিত অর্থ এবং গণকের গণনার দ্বারা উপর্জিত অর্থ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

٢٠٧٩- عَنْ عَوْنِ بْنِ اَبِى جُحَيْفَةَ قَالَ رَاَيْتُ اَبِى اشْتَرٰى حَجَّامًا فَسَاَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْاَمَةِ وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَاٰكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ -

২০৭৯. আওন ইবনে আবু জুহাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আমার পিতাকে দেখেছি, তিনি এক হাযযাম কৃতদাস খরিদ করে তার যন্ত্রপাতি ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দিলে সেগুলো ভেঙ্গে ফেলা হল। এ ব্যাপারে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) রক্তের মূল্য, কুকুরের মূল্য এবং (ব্যভিচারের দ্বারা) কৃতদাসীর উপার্জিত অর্থ গ্রহণ নিষিদ্ধ করেছেন। আর তিনি উলকি অংকনকারী, উলকি গ্রহণকারী, সূদ গ্রহণকারী এবং সূদ প্রদানকারীকে লানত করেছেন। তিনি ছবি তৈয়ারকারীকেও লানত করেছেন।

অধ্যায়—১৩

كتاب السلم

(অগ্রিম ক্রয়—বিক্রয়ের বর্ণনা)

১—অনুচ্ছেদ : মাপ (বা পরিমাণ) নির্দিষ্ট করে আগাম বেচা—কেনা।

٢٠٨٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَالنَّاسُ يُسْلِفُوْنَ فِي الثَّمَرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ أَوْ قَالَ عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً شَكَّ إِسْمٰعِيْلُ فَقَالَ مَنْ سَلَّفَ فِيْ تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِيْ كَيْلٍ مَّعْلُوْمٍ وَ وَزْنٍ مَّعْلُوْمٍ-

২০৮০. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন মদীনায় আগমন করেন তখন লোকেরা এক বা দু'বছর মেয়াদে অথবা তিন বছর মেয়াদে খেজুর আগাম বেচা—কেনা করত (অর্থাৎ ক্রেতা খেজুরের মূল্য দু'তিন বছরের অগ্রিম দিত)। এটা দেখে তিনি (সঃ) বললেন, যে ব্যক্তি খেজুরের মূল্য আগাম প্রদান করে সে যেন নির্দিষ্ট মাপ ও নির্দিষ্ট ওজনের উল্লেখ করে আগাম দেয়।

٢٠٨١- عَنِ ابْنِ أَبِيْ نَجِيْحٍ بِهٰذَا فِيْ كَيْلٍ مَّعْلُوْمٍ وَّوَزْنٍ مَّعْلُوْمٍ-

২০৮১. ইবনে আবূ নাজীহ (রঃ) থেকেও নির্দিষ্ট মাপ ও নির্দিষ্ট ওজন সম্পর্কিত উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে (অর্থাৎ আগাম বেচা—কেনা করতে হলে মাপ ও ওজন নির্দিষ্ট করতে হবে)।

২—অনুচ্ছেদ : নির্দিষ্ট ওজনে আগাম বেচা—কেনা।

٢٠٨٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يُسْرِفُوْنَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَّعلُومٍ وَ وَزْنٍ مَّعلُومٍ إِلٰى أَجَلٍ مَّعْلُوْمٍ-

২০৮২. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন মদীনায় আগমন করেন তখন তারা (মদীনার লোকেরা) দুই কিংবা তিন বছর মেয়াদে ফল আগাম বেচাকেনা করত। এটা দেখে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, যে ব্যক্তি কোন বস্তুর মূল্য আগাম প্রদান করে সে যেন নির্দিষ্ট মাপ, নির্দিষ্ট ওজন ও নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ করে।

٢٠٨٣- عَنِ ابْنِ أَبِيْ نَجِيْحٍ وَقَالَ فَلْيُسْلِفْ فِيْ كَيْلٍ مَّعلُومٍ إِلٰى أَجَلٍ مَّعْلُوْمٍ -

২০৮৩. ইবনে আবু নাজীহ (রঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, (যে ব্যক্তি আগাম মূল্য প্রদান করে) সে যেন নির্দিষ্ট মাপ ও নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ করে আগাম দেয়।

٢٠٨٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ فِيْ كَيْلٍ مَّعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَّعْلُوْمٍ إِلَى أَجَلٍ مَّعْلُوْمٍ -

২০৮৪. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) মদীনা আগমন করেন। অতঃপর (পুরো হাদীস বর্ণনা করে) তিনি (ইবনে আব্বাস) বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন, আগাম মূল্য প্রদান করতে হলে নির্দিষ্ট মাপ, নির্দিষ্ট ওজন এবং নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ করতে হবে।

٢٠٨٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ الْمُجَالِدِ قَالَ اِخْتَلَفَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ وَأَبُو بُرْدَةَ فِي السَّلَفِ فَبَعَثُوْنِيْ إِلَى ابْنِ أَبِيْ أَوْفٰى فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ إِنَّا كُنَّا نُسْلِفُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْزٰى فَقَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ -

২০৮৫. আবদুল্লাহ ইবনে আবুল মুজালিদ (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (কোন বস্তুর) আগাম বেচা-কেনার (বৈধতার) ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবন সাদ্দাদ ইবনুল হাদ ও আবু বুরদার মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে তাঁরা আমাকে (আবদুল্লাহ) ইবনে আবু আওফা (রাঃ)-র নিকট পাঠান। আমি তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ), আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ)-এর যামানায় গম, যব, মনাক্কা ও খেজুর আগাম বেচাকেনা করতাম। (রাবী বলেন) তারপর আমি ইবনে আবযাকে (এ সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করলাম। তিনিও অনুরূপ জবাব দিলেন।

৩–অনুচ্ছেদ : এমন ব্যক্তিকে আগাম মূল্য প্রদান করা যার নিকট মূল পণ্য (ক্ষেত বা বাগান) নেই।

٢٠٨٦- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ قَالَ بَعَثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ شَدَّادٍ وَأَبُوْ بُرْدَةَ إِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي أَوْفٰى فَقَالاَ سَلْهُ هَلْ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ عَهْدِ النَّبِيِّ يُسْلِفُوْنَ فِي الْحِنْطَةِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ كُنَّا نُسْلِفُ نَبِيْطَ أَهْلِ الشَّامِ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالزَّيْتِ فِي كَيْلٍ مَّعْلُوْمٍ إِلٰى أَجَلٍ مَّعْلُوْمٍ قُلْتُ إِلٰى مَنْ كَانَ أَصْلُهُ عِنْدَهُ قَالَ مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذٰلِكَ ثُمَّ بَعَثَانِيْ إِلٰى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبْزٰى

فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ يُسْلِفُوْنَ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ نَسْأَلْهُمْ أَلَهُمْ حَرْثٌ أَمْ لاَ ـ

২০৮৬. মুহাম্মাদ ইবনে আবুল মুজালিদ (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ ও আবু বুরদা আমাকে আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা)-র নিকট পাঠান। তাঁরা দু'জন আমাকে বললেন, তাকে (আবু আওফাকে) জিজ্ঞেস কর, নবী (সঃ)-এর সাহাবাগণ কি তাঁর যমানায় গমের অগ্রিম বেচাকেনা করতেন? (আমি জিজ্ঞেস করলে) আবদুল্লাহ (ইবনে আবু আওফা) বলেন, আমরা সিরিয়ার কৃষকদেরকে গম, যব ও মনাক্কার (আঙ্গুর) নির্দিষ্ট মাপ উল্লেখ করে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আগাম মূল্য প্রদান করতাম। আমি বললাম, এমন লোককে কি (প্রদান করতেন) যার মূল পণ্য (ক্ষেতবা বাগান) রয়েছে? তিনি বললেন, সে বিষয়ে আমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করতাম না। অতঃপর তাঁরা দু'জন আমাকে আবদুর রহমান ইবনে আবযা (রাঃ)-র নিকট পাঠান। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, নবী (সঃ)-এর সাহাবাগণ তাঁর যমানায় (কৃষকদেরকে) আগাম মূল্য প্রদান করতেন এবং তাদের ক্ষেত রয়েছে কি নেই এ বিষয়ে তাঁরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করতেন না।

٢٠٨٧- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِيْ مُجَالِدٍ بِهٰذَا وَقَالَ فَنُسْلِفُهُمْ فِى الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ

২০৮৭. মুহাম্মাদ ইবনে আবুল মুজালিদ (রঃ) থেকে অপর একটি সনদে উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। (তাতে রয়েছে) তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা) বলেন, আমরা তাদেরকে (কৃষকদেরকে) গম ও যবের আগাম মূল্য প্রদান করতাম।

٢٠٨٨ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ وَقَالَ وَالزَّيْتِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ وَقَالَ فِى الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالزَّبِيْبِ ـ

২০৮৮. শাইবানী (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা) বলেছেন, গম, যব ও মনাক্কার বিষয় (আমরা আগাম বেচাকেনা করতাম)। শাইবানীর অপর একটি বর্ণনায় যয়তুনেরও (তৈলবীজ) উল্লেখ রয়েছে।

٢٠٨٩- عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَمِ فِى النَّخْلِ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتّٰى يُؤْكَلَ مِنْهُ وَحَتّٰى يُوْزَنَ فَقَالَ الرَّجُلُ وَأَيُّ شَيْءٍ يُوْزَنُ قَالَ رَجُلٌ إِلٰى جَانِبِهِ حَتّٰى يُحْرَزَ ـ وَقَالَ مُعَاذٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

২০৮৯. আবুল বাখতারী আত-তাঈ (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে (বৃক্ষে থাকা অবস্থায়) খেজুরের আগাম মূল্য প্রদান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, নবী (সঃ) খাওয়ার উপযোগী ও ওজন করার উপযোগী না হওয়া পর্যন্ত বৃক্ষের খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। তখন এক ব্যক্তি বলল, (বৃক্ষের ওপর খেজুরের ওজন করা যেহেতু অসম্ভব) তাহালে কিসের ওজন করা হবে? এ কথা শুনে তাঁর (ইবনে আব্বাসের) পাশে বসা এক ব্যক্তি উত্তর করল, (ওজন করার অর্থ) অনুমান করার উপযোগী না হওয়া পর্যন্ত।

আবুল বাখতারী বলেন, আমি ইবনে আব্বাসকে বলতে শুনেছি, নবী (সঃ) নিষেধ করেছেন... (অতঃপর) অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৪-অনুচ্ছেদঃ খেজুরের আগাম ক্রয়-বিক্রয়।

٢٠٩٠- عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابنَ عُمَرَ عَنِ السَّلَمِ فِى النَّخْلِ فَقَالَ نُهِيَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتّٰى يَصْلُحَ وَعَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ نَسَاءً بِنَاجِزٍ وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَمِ فِى النَّخْلِ فَقَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتّٰى يُؤْكَلَ مِنْهُ أَوْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَحَتّٰى يُوزَنَ -

২০৯০. আবুল বাখতারী (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমর (রাঃ)-কে খেজুরের আগাম ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ব্যবহার উপযোগী না হওয়া পর্যন্ত খেজুর বিক্রি করতে এবং নগদ মূল্যের বিনিময়ে বাকীতে রূপা বিক্রি করতে নিষেধ করা হয়েছে। আর আমি ইবনে আব্বাসকেও খেজুরের আগাম ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, নবী (সঃ) খাওয়ার উপযোগী ও ওজন (অনুমান) করার উপযোগী না হওয়া পর্যন্ত (বৃক্ষের) খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

٢٠٩١- عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِيِّ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ السَّلَمِ فِى النَّخْلِ فَقَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتّٰى يَصْلُحَ وَنَهَى عَنِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسَاءً بِنَاجِزٍ وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتّٰى يَأْكُلَ اَوْ يُؤْكَلَ وَحَتّٰى يُوزَنَ قُلْتُ وَمَا يُوزَنُ قَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ حَتّٰى يُحْرَزَ -

২০৯১. আবুল বাখতারী (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমরকে খেজুরের আগাম ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, উমর (রাঃ) ব্যবহার উপযোগী না হওয়া পর্যন্ত (গাছের) ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন এবং নগদ মূল্যের বিনিময়ে বাকীতে সোনারূপা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। আমি (এ সম্পর্কে) ইবনে আব্বাসকেও জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, নবী (সঃ) খাওয়ার উপযোগী ও ওজন করার উপযোগী না

হওয়া পর্যন্ত (বৃক্ষের) খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কিসের ওজন করা হবে? তখন তাঁর (ইবনে আব্বাসের) নিকটস্থ এক ব্যক্তি বলল, (ওজন করা অর্থ) অনুমান করার উপযোগী না হওয়া পর্যন্ত।

৫–অনুচ্ছেদ ঃ আগাম ক্রয়–বিক্রয়ের যামানত রাখা।

٢٠٩٢- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِشْتَرٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَعَامًا مِنْ يَهُوْدِيٍّ بِنَسِيْئَةٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيْدٍ -

২০৯২. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) (একদা) জনৈক ইহুদীর কাছ থেকে বাকীতে কিছু খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করেন এবং নিজের লৌহ–বর্মটি (যামানত স্বরূপ) তার নিকট বন্ধক রাখেন।

৬–অনুচ্ছেদঃ আগাম ক্রয়–বিক্রয়ে বন্ধক রাখা।

٢٠٩٣ - عَنِ الأَعْمَشُ قَالَ تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيْمَ الرَّهْنَ فِى السَّلَفِ فَقَالَ : حَدَّثَنِى الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اشْتَرَى مِنْ يَهُوْدِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَأُرْتَهَنَ مِنهُ دِرعًا مِن حَدِيدٍ -

২০৯৩. আ'মাস (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ক্রয়–বিক্রয়ে বন্ধক রাখা সম্পর্কে ইবরাহীম নাখয়ীর নিকট আলোচনা করলে তিনি বলেন, আসওয়াদ (রঃ) আয়েশা (রাঃ)–এর বরাতে আমাকে বলেছেন, নবী (সঃ) জনৈক ইহুদীর কাছ থেকে নির্দিষ্ট মেয়াদে (বাকীতে) কিছু খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করেন এবং একটি লৌহ–বর্ম তার নিকট বন্ধক রাখেন।

৭–অনুচ্ছেদঃ সময় নির্দিষ্ট করে অগ্রিম ক্রয়–বিক্রয়। ইবনে আব্বাস (রাঃ), আবু সাঈদ (রাঃ), আসওয়াদ (রঃ) ও হাসান (রঃ) এরূপ মত প্রকাশ করেছেন। ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, নির্ধারিত মূল্যের বিনিময়ে নির্দিষ্ট মেয়াদে খাদ্যদ্রব্য আগাম ক্রয়–বিক্রয়ে কোন দোষ নেই, যদি তা এমন ফসলের মধ্যে না হয় যা ব্যবহার উপযোগী হয়নি।

٢٠٩٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يُسْلِفُوْنَ فِى الثِّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ أَسْلِفُوْا فِى الثِّمَارِ فِىْ كَيْلٍ مَّعْلُوْمٍ اِلٰى اَجَلٍ مَّعْلُوْمٍ وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِىْ نَجِيْحٍ وَقَالَ فِى كَيْلٍ مَّعْلُوْمٍ وَ وَزْنٍ مَّعْلُوْمٍ -

২০৯৪. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন তারা (মদীনার লোকেরা) দুই কিংবা তিন বছর মেয়াদে ফলের আগাম ক্রয়-বিক্রয় করত। তিনি বলেন, তোমরা নির্দিষ্ট মাপ ও নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ করে আগাম ক্রয়-বিক্রয় কর। ইবনে আবু নাজীহ থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে, নির্দিষ্ট মাপ ও নির্দিষ্ট ওজনের উল্লেখ করে।

٢٠٩٥- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِيْ مُجَالِدٍ قَالَ أَرْسَلَنِيْ أَبُوْ بُرْدَةَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ شَدَّادٍ إِلٰى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبْزٰى وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ أَوْفٰى فَسَأَلْتُهُمَا عَنِ السَّلَفِ فَقَالاَ كُنَّا نُصِيْبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكَانَ يَأْتِيْنَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالزَّبِيْبِ إِلٰى أَجَلٍ مُّسَمًّى قَالَ قُلْتُ أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ زَرْعٌ قَالاَ مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذٰلِكَ -

২০৯৫. মুহাম্মাদ ইবনে আবুল মুজালিদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বুরদা ও আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ আমাকে আবদুর রহমান ইবনে আবযা ও আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফার নিকট পাঠান। আমি তাদের দু'জনকে (কোন বস্তুর) আগাম ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তাঁরা বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে (জিহাদে শরীক) থেকে গনীমতের মাল লাভ করতাম। সিরিয়ার কৃষকেরা আমাদের নিকট আসলে আমরা নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ করে তাদের সাথে গম, যব ও যায়তুনের (তৈলবীজ) আগাম ক্রয়-বিক্রয় করতাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, (যাদেরকে আগাম মূল্য দিতেন) তাদের কাছে কি ফসল থাকত না? তারা বললেন, এ বিষয়ে আমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করতাম না।

৮-অনুচ্ছেদঃ উষ্ট্রীর বাচ্চা প্রসব পর্যন্ত মেয়াদে অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়।

٢٠٩٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانُوْا يَتَبَايَعُوْنَ الْجَزُوْرَ إِلٰى حَبَلِ الْحَبَلَةِ فَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُ فَسَّرَهُ نَافِعٌ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَافِيْ بَطْنِهَا -

২০৯৬. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (জাহিলী যুগে) লোকেরা গাভীন উষ্ট্রীর বাচ্চা প্রসব পর্যন্ত মেয়াদে অগ্রিম বেচা-কেনা করত। নবী (সঃ) এরূপ (ক্রয়-বিক্রয়) করতে নিষেধ করেছেন। (অপর বর্ণনাকারী) নাফে (র) এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, উষ্ট্রী তার গর্ভস্থ বাচ্চা প্রসব পর্যন্ত মেয়াদে (বেচা-কেনা করা)।

৯-অনুচ্ছেদঃ প্রতিটি অবিভক্ত স্থাবর সম্পত্তিতে শুফআর অধিকার থাকে, কিন্তু সীমানা নির্দিষ্ট হয়ে গেলে তাতে শুফআর অধিকার থাকে না।

٢٠٩٧- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِيْ كُلِّ مَالَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ ـ

২০৯৭. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রতিটি অবিভক্ত স্থাবর সম্পত্তিতে নবী (সঃ) শুফআর ফয়সালা দিয়েছেন। কিন্তু যখন সীমানা নির্দিষ্ট হয় এবং পথও নির্দিষ্ট করা হয় তখন তাতে শুফআ হয় না।

১০—অনুচ্ছেদ : বিক্রির পূর্বে শুফআর অধিকারী ব্যক্তির নিকট (বিক্রয়ের) প্রস্তাব করা। হাকাম বলেন, বিক্রির পূর্বে শুফআর দাবীদার যদি (অন্যত্র বিক্রির) অনুমতি দেয় তবে তার শুফআ দাবী করার অধিকার আর থাকে না। শা'বী বলেন, যদি শুফআ বিক্রি করা হয় আর শুফআর হকদার উপস্থিত থেকেও আপত্তি না জানায়, তবে (পরবর্তী কালে) তার শুফআ দাবী করার অধিকার থাকে না।

٢٠٩٨- عَنْ عَمْرِوبْنِ الشَّرِيْدِ قَالَ وَقَفْتُ عَلٰى سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ فَجَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلٰى إِحْدٰى مَنْكِبَيَّ إِذْ جَاءَ أَبُوْ رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَاسَعْدُ ابْتَعْ مِنِّيْ بَيْتَيَّ فِيْ دَارِكَ فَقَالَ سَعْدٌ وَاللّٰهِ مَا ابْتَاعُهُمَا فَقَالَ الْمِسْوَرُ وَاللّٰهِ لَتَبْتَاعَنَّهُمَا فَقَالَ سَعْدٌ وَاللّٰهِ لاَ أَزِيْدُكَ عَلٰى أَرْبَعَةِ اٰلاَفٍ مُنَجَّمَةً أَوْ مُقَطَّعَةً قَالَ أَبُوْ رَافِعٍ لَقَدْ أُعْطِيْتُ بِهَا خَمْسَمِائَةِ دِيْنَارٍ وَلَوْ لاَ أَنِّيْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا أَعْطَيْتُكَهَا بِأَرْبَعَةِ اٰلاَفٍ وَأَنَا أُعْطٰى بِهَا خَمْسَمِائَةِ دِيْنَارٍ فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ ـ

২০৯৮. আমর ইবনুশ শারীদ (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা)-র নিকট দাঁড়ানো ছিলাম। তখন মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) সেখানে এসে তাঁর হাত আমার কাঁধের ওপর রাখেন। এমন সময় নবী (সঃ)-এর মুক্ত গোলাম আবু রাফে (রা) এসে বলেন, হে সা'দ! আপনার বাড়ীতে (মহল্লায়) আমার যে দুটো ঘর রয়েছে তা আমার কাছ থেকে খরিদ করুন। সা'দ বলেন, আল্লাহর কসম! আমি তো ওটা খরীদ করব না। তখন মিসওয়ার (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! আপনাকে ঐ (ঘর) দুটো অবশ্যই খরিদ করতে হবে। সা'দ (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! আমি আপনাকে চার হাজার দিরহামের বেশী দেব না, তাও কিস্তিতে কিস্তিতে। আবু রাফে (রা) বলেন, আমাকে তো ওটার জন্য পাঁচশ' দীনার (পাঁচ হাজার দিরহাম) প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। যদি আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এ কথা বলতে না শুনতাম যে, 'প্রতিবেশী তার সংলগ্ন সম্পত্তিতে সর্বাধিক হকদার' তবে আমি আপনাকে চার হাজার দিরহাম (চারশ' দীনার)

মূল্যে ওটা দিতাম না, যখন আমাকে পাঁচশ' দীনার দেয়া হচ্ছে। অতঃপর তিনি (আবু রাফে') তাকেই (সা'দকে) ওটা (ঘর দু'টো) দিয়ে দিলেন। ৩

১১–অনুচ্ছেদঃ কোন্ প্রতিবেশী অধিক নিকটবর্তী?

২০৯৯– عَنْ عَائِشَةَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ لِىْ جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِىْ قَالَ إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا ـ

২০৯৯. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার দু'জন প্রতিবেশী রয়েছে। উপঢৌকন তাদের দু'জনের মধ্যে কাকে দেব? নবী (সঃ) বলেন, যার দরজা তোমার অধিকতর নিকটবর্তী।

---

৩. হক্কে শুফআ' তিন প্রকারঃ

(ক) শরীক ফিদ–দার বা অংশীদার মালিক। বাড়ী বা জমি বিক্রয়ের সময় এ অংশীদারকে জানাতে হবে।

(খ) শরীক ফিল–জার– প্রতিবেশীর হক, অর্থাৎ বাড়ী বা জমি বিক্রয়ের সময় শরীক না থাকলে প্রতিবেশীকে জানাতে হবে।

(গ) শরীক ফিত–তরীক– একই রাস্তায় চলাচলকারী বা একই আইলে যাতায়াতকারী ব্যক্তির হক। বাড়ী বা জমি বিক্রির পূর্বেই এদের জানিয়ে দিতে হবে। নতুবা তারা বিচারকের শরণাপন্ন হলে সে বিক্রিত সম্পদ তাদের হাতে আসবে। অবশ্য মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

অধ্যায়—১৪

كتاب الاجارة

(ইজারার বর্ণনা)

১— অনুচ্ছেদঃ সৎ ব্যক্তিকে শ্রমিক নিয়োগ করা। মহান আল্লাহ বলেনঃ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى خَيْرُ مَنِ اسْتَاجَرْتُ الْقَوِىُّ الْاَمِيْنُ -

"তোমাদের শ্রমিক হিসেবে সে—ই উত্তম যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত"[১] এবং বিশ্বস্ত খাযাঞ্চি। আর যে উক্ত পদে নিয়োজিত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে তাকে উক্ত পদে বহাল না করা।

٢١٠٠- عَنْ أَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ الْخَازِنُ الْاَمِيْنُ الَّذِىْ يُوَدِّىْ مَاأُمِرَبِهِ طَيِّبَةً نَفْسَهُ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِيْنِ -

২১০০. আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন, বিশ্বস্ত খাযাঞ্চি তাকে যা আদেশ করা হয় তা সন্তুষ্ট চিত্তে পালন করে (অর্থাৎ যাকে যা দিতে বলা হয় তাকে তা দেয়), সে দানকারীদ্বয়ের একজন (অপরজন দাতা স্বয়ং।)

٢١٠١- عَنْ أَبِى مُوْسٰى قَالَ أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَمَعِىْ رَجُلَانِ مِنَ الْاَشْعَرِيِّيْنَ فَقُلْتُ مَا عَمِلْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ فَقَالَ لَنْ أَوْلَا نَسْتَعْمِلُ عَلٰى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ -

২১০১. আবূ মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সঃ)—এর নিকট উপস্থিত হলাম, আমার সাথে ছিল আশআরী গোত্রের দু'জন লোক। তিনি (আবূ মূসা) বলেন, আমি [নবী (সঃ)—কে] বললাম, আমি জানতাম না যে, এরা চাকুরী চাইবে। তিনি (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কোন পদে নিয়োজিত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে, তাকে আমি উক্ত পদে কিছুতেই বহাল করব না (কিংবা বহাল করি না)।

২—অনুচ্ছেদঃ কয়েক কীরাতের বিনিময়ে ছাগল—ভেড়া চরানো।[২]

---

১. এ আয়াতে মূসা (আঃ) ও শুয়াইব (আঃ)—এর কন্যাদের ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

২. 'কীরাত' একটি ওযন বিশেষ। এক আউন্সের চব্বিশ ভাগের এক ভাগ।

٢١٠٢– عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ مَابَعَثَ اللّٰهُ نَبِيًّا اِلاَّ رَعَى الْغَنَمَ فَقَالَ اَصْحَابُهُ وَأَنْتَ فَقَالَ نَعَمْ كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلٰى قَرَارِيْطَ لاَهْلِ مَكَّةَ ـ

২১০২. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ (দুনিয়াতে) এমন কোন নবীকে পাঠাননি, যিনি ছাগল–ভেড়া চরাননি। তখন তাঁর সাহাবাগণ বলেন, আপনিও কি (চরিয়েছেন)? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ, আমিও কয়েক কীরাতের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ছাগল–ভেড়া চরাতাম।

৩–অনুচ্ছেদঃ প্রয়োজনবোধে অথবা কোন মুসলমান না পাওয়া গেলে মুশরিকদেরকে শ্রমিক নিয়োগ করা। নবী (সঃ) খায়বারের ইহুদীদেরকে কর্মচারী নিয়োগ করেছিলেন।

٢١٠٣– عَنْ عَائِشَةَ وَاسْتَاجَرَ النَّبِيُّ وَأَبُوبَكْرٍ رَجُلاً مِنْ بَنِى الدِّيْلِ ثُمَّ مِنْ بَنِى عَبْدِ بْنِ عَدِىٍّ هَادِيًا خِرِّيْتًا اَلْخِرِّيْتُ اَلْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ قَدْ غَمَسَ يَمِيْنَ حِلْفٍ فِىْ اٰلِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ وَهُوَ عَلٰى دِيْنِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَأَمِنَاهُ فَدَفَعَا اِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلاَثِ لَيَالٍ فَأَتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا صَبِيْحَةَ لَيَالٍ ثَلاَثٍ فَارْتَحَلاَ وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ وَالدَّلِيْلَ الدِّيْلِيُّ فَأَخَذَ بِهِمْ وَهُوَ طَرِيْقُ السَّاحِلِ ـ

২১০৩. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) ও আবু বকর (রাঃ) (হিজরতের সময়) বানু দীল ও বানু আবৃদ ইবনে আদী গোত্রের একজন বিচক্ষণ পথপ্রদর্শককে শ্রমিক নিয়োগ করেন। সে লোকটি আস ইবনে ওয়াইলের বংশধরদের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতার চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল এবং কাফের কুরাইশদের মতাবলম্বী ছিল। তাঁরা দু'জন [নবী (সঃ) ও আবু বকর] তার ওপর আস্থা রেখে নিজ নিজ সওয়ারী তাকে সমর্পণ করলেন এবং তিন রাত পর (ঐ সওয়ারী) সাওর পর্বতের গুহায় নিয়ে যাবার জন্য বলে দিলেন। (কথানুযায়ী) সে তিন রাত পর সকাল বেলা তাদের সওয়ারী নিয়ে তাঁদের কাছে উপস্থিত হল। তারপর তাঁরা দু'জন (মদীনার পথে) রওয়ানা করলেন। তাঁদের সাথে ছিল আমের ইবনে ফুহাইরা ও দীল গোত্রের একজন পথপ্রদর্শক। সে তাঁদেরকে (সমুদ্রের) তীরের পথ ধরে নিয়ে গেল।

৪–অনুচ্ছেদঃ যদি কোন ব্যক্তি এই শর্তে শ্রমিক নিয়োগ করে যে, সে তিন দিন কিংবা এক মাস পর অথবা এক বছর পর তার কাজ করে দেবে, তবে তা জায়েয।

নির্ধারিত সময় আসলে উভয়ে নিজেদের আরোপিত শর্তাবলীর উপর অটল থাকবে।

٢١٠٤- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَأَبُوْ بَكْرٍ رَجُلاً مِنْ بَنِيْ الدِّيْلِ هَادِيًا خِرِّيْتًا وَهُوَ عَلٰى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَدَفَعَ إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلاَثِ لَيَالٍ بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلاَثٍ -

২১০৪. নবী (সঃ)-এর সহধর্মীনি আয়েশা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) ও আবু বকর (রাঃ) (হিজরতের সময়) বানূ দীল গোত্রের একজন বিচক্ষণ পথপ্রদর্শককে (পথ দেখিয়ে দেয়ার জন্য) শ্রমিক নিয়োগ করেন। ঐ লোকটি কাফের কুরাইশদের ধর্মাবলম্বী ছিল। তাঁরা দু'জন [নবী (সঃ) ও আবু বকর] নিজ নিজ সওয়ারী তার নিকট সোপর্দ করলেন এবং এই মর্মে অঙ্গীকার নিলেন যে, তিন রাত পর তৃতীয় দিন সকাল বেলা এদের সাওর পর্বতের গুহায় নিয়ে আসবে।

৫—অনুচ্ছেদঃ জিহাদের ময়দানে শ্রমিক নিয়োগ করা।

٢١٠٥- عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَكَانَ مِنْ أَوْثَقِ أَعْمَالِيْ فِي نَفْسِي فَكَانَ لِيْ أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا إِصْبَعَ صَاحِبِهِ فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ فَسَقَطَتْ فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ وَقَالَ أَفَيَدَعُ إِصْبَعَهُ فِيْ فِيْكَ تَقْضَمُهَا قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ جَدِّهِ بِمِثْلِ هٰذِهِ الصِّفَةِ أَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ فَأَهْدَرَهَا أَبُوْ بَكْرٍ -

২১০৫. ইয়ালা ইবনে উমাইয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সঃ)-এর সাথে থেকে জাইশুল উসরাহ অর্থাৎ তাবুক যুদ্ধে লড়াই করেছিলাম। আমার ধারণানুযায়ী এটাই ছিল আমার সবচাইতে নির্ভরযোগ্য আমল। (ঐ যুদ্ধে আমার সঙ্গে) আমার একজন মযদুর ছিল। সে একটি লোকের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হল এবং তাদের একজন আরেক জনের আঙ্গুল দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল। সে আঙ্গুল (বের করার জন্য) টান দিলে তার (প্রতিপক্ষের) একটি দাঁত পড়ে গেল। লোকটি (অভিযোগ নিয়ে) নবী (সঃ)-এর নিকট গেল। (কিন্তু) তিনি তার দাঁতের ক্ষতিপূরণের দাবি বাতিল করে দিলেন। তিনি (স) বললেন, সে কি তোমার মুখে তার আঙ্গুল রেখে দেবে (বের করে নেবে না), আর তুমি তা (দাঁত দিয়ে) চিবাতে থাকবে? রাবী ইয়ালা (রা) বলেন, আমার মনে পড়ে তিনি (সঃ) বলেছেন, যেমন উট (খাবার) চিবিয়ে থকে।

ইবনে জুরাইজ (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আবু মুলাইকা তাঁর দাদার বরাত দিয়ে অনুরূপ একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, একদা এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির হাত দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল। এতে (লোকটি হাত ছাড়িয়ে নেয়ার জন্য সজোরে টান দিলে) তার দাঁত পড়ে গেল। আবু বকর (রাঃ)-র নিকট এ ব্যাপারে অভিযোগ উত্থাপিত হলে তিনি এর কোন প্রতিদানের ব্যবস্থা করেননি।

৬–অনুচ্ছেদঃ কোন ব্যক্তি মযদুর নিয়োগ করে তার সময়সীমা উল্লেখ করল, কিন্তু কাজের উল্লেখ করল না (তবে তা জায়েয)। কেননা আল্লাহ [শোয়াইব (আঃ)–এর ঘটনায়] উল্লেখ করেছেনঃ

اِنِّى أُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَىَّ هَاتَيْنِ عَلٰى اَنْ تَاْجُرَنِى ثَمَانِىَ حِجَجٍ فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ ط سَتَجِدُنِىْٓ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ * قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِى وَبَيْنَكَ اَيَّمَا الْاَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَىَّ وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ *

"(শোয়াইব মূসাকে বললেন), আমি আমার এ দু'টি মেয়ের একটিকে তোমার নিকট বিয়ে দিতে চাই এ শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার মযদুরী করবে। যদি দশ বছর পুরা কর তবে সেটা তোমার ইচ্ছা। আমি তোমার ওপর কোনরূপ চাপ সৃষ্টি করতে চাই না। আল্লাহ চাহেত অচিরেই তুমি আমাকে একজন সৎলোক হিসেবে দেখতে পাবে। মূসা বললেনঃ আপনার ও আমার মধ্যে (স্থিরীকৃত) এ দু'টি সময়ের যেটাই আমি পুরা করি, অতঃপর আমার প্রতি কোন বাড়াবাড়ি চলবে না। আমরা যা কথাবার্তা বলছি একমাত্র আল্লাহই তা বাস্তবায়নে সহায়তাকারী।"

ইমাম বুখারী (র) বলেন, "ইয়াজুরু ফুলানান" অর্থ সে অমুককে মজুরী প্রদান করেছে। অনুরূপভাবে সমবেদনা প্রকাশার্থে বলা হয়ে থাকে "আজরাকাল্লাহু" (আল্লাহ তোমাকে প্রতিদান দিন।

৭–অনুচ্ছেদঃ যদি কেউ এ উদ্দেশ্যে কোন মজুর নিয়োগ করে যে, সে পতিতপ্রায় দেয়ালটি খাড়া করে দেবে, তবে তা জায়েয।

٢١٠٦– عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَانْطَلَقَا فَوَجَدَا جِدَارًا يُّرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ قَالَ سَعِيْدٌ بِيَدِهٖ هٰكَذَا وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَاسْتَقَامَ قَالَ يَعْلٰى حَسِبْتُ اَنَّ سَعِيْدًا قَالَ فَمَسَحَهُ بِيَدِهٖ فَاسْتَقَامَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا قَالَ سَعِيْدٌ اَجْرًا نَاْ كُلُهٗ ـ

২১০৬. উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, অতঃপর তারা দু'জন (মূসা ও খিযির) পুনরায় পথ চলতে শুরু করলেন। অবশেষে (এক গ্রামে পৌছে) তাঁরা দেখতে পেলেন, একটি দেয়াল ধ্বসে পড়ার উপক্রম হয়েছে। (অপর এক বর্ণনাকারী) সাঈদ (ইবনে জুবাইর) নিজের হাত উত্তোলন করে বলেন যে, খিযির এভাবে হাত দ্বারা ইঙ্গিত করলে (পতিতপ্রায়) দেয়ালটি খাড়া হয়ে গেল।

হাদীসের অপর এক বর্ণনাকারী ইয়ালা বলেন, আমার মনে পড়ে সাঈদ বলেছেন, তিনি (খিযির) দেয়ালটির ওপর হাত বুলিয়ে দিতে তা সোজা হয়ে গেল। (দেয়াল সোজা করার পর) মূসা (খিযিরকে) বললেন, আপনি ইচ্ছা করলে তো এই কাজের জন্য মজুরী নিতে পারতেন। সাঈদ বলেন, (অর্থাৎ) ঐ মজুরী দ্বারা আপনি খাদ্যের ব্যবস্থা করতে পারতেন।

৮-অনুচ্ছেদঃ অর্ধ দিনের জন্য শ্রমিক নিয়োগ করা।

٢١٠٧- عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ اَهْلِ الْكِتَابَيْنِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ اُجَرَاءَ فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِيْ مِنْ غُدْوَةَ اِلٰى نِصْفِ النَّهَارِ عَلٰى قِيْرَاطٍ فَعَمِلَتِ الْيَهُوْدُ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِيْ مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ اِلٰى صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلٰى قِيْرَاطٍ فَعَمِلَتِ النَّصَارٰى ثُمَّ قَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِيْ مِنَ الْعَصْرِ اِلٰى اَنْ تَغِيْبَ الشَّمْسُ عَلٰى قِيْرَاطَيْنِ فَاَنْتُمْ هُمْ فَغَضِبَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى فَقَالُوْا مَالَنَا اَكْثَرَ عَمَلاً وَاَقَلَّ عَطَاءً قَالَ هَلْ نَقَصْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ قَالُوْا لاَ قَالَ فَذٰلِكَ فَضْلِيْ اُوْتِيْهِ مَنْ اَشَاءُ -

২১০৭. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, তোমাদের ও আহলে কিতাবদ্বয়ের (ইহুদী ও খৃষ্টান) উপমা এরূপ, যেমন এক ব্যক্তি কয়েকজন মজুর নিয়োগ করে বলল, কে (তোমাদের মধ্যে) এক কীরাত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত আমার কাজ করে দেবে? তখন ইহুদীরা কাজ করে দিল। অতঃপর সে বলল, কে আছ যে দুপুর থেকে আসর নামাযের সময় পর্যন্ত এক কীরাতের বিনিময়ে আমার কাজ করে দেবে? তখন খৃষ্টানরা কাজ করল। তারপর সে বলল, কে আছ যে আসর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দুই কীরাত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করবে? আর তোমরাই (উম্মতে মুহাম্মাদী) হলে তারা (যারা স্বল্প শ্রমে অধিক পারিশ্রমিক লাভ করলে)।এতে ইহুদী ও খৃষ্টানদের ভারী রাগ হল। তারা বলল, এটা কেমন কথা, আমরা কাজ করলাম বেশী অথচ পারিশ্রমিক পেলাম কম। তখন সে (নিয়োগকর্তা) বলল, আমি কি তোমাদের প্রাপ্য কম করেছি? তারা জবাব দিল, না। সে বলল, (শেষোক্তদেরকে যা দিয়েছি) সেটা তো আমার অতিরিক্ত অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা দেই (আর যাকে ইচ্ছা দেই না)।

৯-অনুচ্ছেদঃ আসর নামাযের সময় পর্যন্ত শ্রমিক নিয়োগ করা।

٢١٠٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَالْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَّالاً فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِيْ اِلٰى نِصْفِ النَّهَارِ عَلٰى قِيْرَاطٍ فَعَمِلَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى قِيْرَاطٍ ثُمَّ عَمِلَتِ النَّصَارٰى عَلٰى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ ثُمَّ اَنْتُمُ الَّذِيْنَ تَعْمَلُوْنَ مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ اِلٰى مَغَارِبِ الشَّمْسِ عَلٰى قِيْرَاطَيْنِ قِيْرَاطَيْنِ فَغَضِبَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى وَقَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ عَمَلاً وَاَقَلُّ عَطَاءً قَالَ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا قَالُوْا لاَ فَقَالَ فَذٰلِكَ فَضْلِيْ اُوْتِيْهِ مَنْ اَشَاءُ ـ

২১০৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তোমাদের এবং ইহুদী ও খৃষ্টানের উপমা এরূপ, যেমন এক ব্যক্তি কয়েকজন মজুর নিয়োগ করল এবং বলল, (সকাল থেকে) দুপুর পর্যন্ত এক এক কীরাতের বিনিময়ে কে আমার কাজ করে দেবে? তখন ইহুদীরা এক এক কীরাতের বিনিময়ে কাজ করল। অতঃপর খৃষ্টানরা এক এক কীরাতের বিনিময়ে কাজ করল। তারপর একমাত্র তোমরাই আসর নামাযের সময় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দুই দুই কীরাত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করলে। এতে ইহুদী ও খৃষ্টানদের ভারী রাগ হল। তারা বলল, আমরা কাজ করলাম বেশী অথচ পারিশ্রমিক পেলাম কম। তখন সে (নিয়োগকর্তা) বলল, আমি কি তোমাদের প্রাপ্য কিছু কম করেছি? তারা বলল, না। সে বলল, (শেষোক্তদেরকে যা দিয়েছি) সেটা তো আমার বিশেষ অনুগ্রহ, তা আমি যাকে ইচ্ছা দেই (আর যাকে ইচ্ছা দেই না)।

১০—অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি মজুরকে পারিশ্রমিক দিল না তার পাপ।

٢١٠٩- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : ثَلاَثَةٌ اَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ اَعْطٰى بِيْ ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَاَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَاْجَرَ اَجِيْرًا فَاسْتَوْفٰى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ اَجْرَهُ ـ

২১০৯. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেন, আল্লাহ বলেছেন, কিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির বিপক্ষ হব। (১) ঐ ব্যক্তি যে আমার নামে (কারো সাথে) চুক্তিবদ্ধ হল, অতঃপর তা ভঙ্গ করল, (২) ঐ ব্যক্তি, যে স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করল, (৩) ঐ ব্যক্তি যে কোন লোককে মজুর খাটাল এবং তার থেকে কাজ পুরোপুরি আদায় করল কিন্তু তাকে তার মজুরী দিল না।

১১—অনুচ্ছেদঃ আসরের সময় থেকে রাত পর্যন্ত মজুর খাটানো।

٢١١٠- عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْيَهُوْدِ وَالنَّصٰرٰى كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَاْجَرَ قَوْمًا يَعْمَلُوْنَ لَهُ عَمَلاً يَوْمًا اِلَى اللَّيْلِ عَلٰى اَجْرٍمَّعْلُوْمٍ فَعَمِلُوْا لَهُ اِلٰى نِصْفِ النَّهَارِ فَقَالُوْا لاَ حَاجَةَ لَنَا اِلٰى اَجْرِكَ الَّذِىْ شَرَطْتَ لَنَا وَمَا عَمِلْنَا بَاطِلٌ فَقَالَ لَهُمْ لاَ تَفْعَلُوْا اَكْمِلُوْا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمْ وَخُذُوْا اَجْرَكُمْ كَامِلاً فَاَبَوْا وَتَرَكُوْا وَاسْتَاْجَرَ اَجِيْرَيْنِ بَعْدَهُمْ فَقَالَ لَهُمَا اَكْمِلاَ بَقِيَّةَ يَوْمِكُمَا هٰذَا وَلَكُمَا الَّذِىْ شَرَطْتُ لَهُمْ مِنَ الْاَجْرِ فَعَمِلُوْا حَتّٰى اِذَا كَانَ حِيْنَ صَلاَةِ الْعَصْرِقَالاَ لَكَ مَا عَمِلْنَا بَاطِلٌ وَلَكَ الْاَجْرُ الَّذِىْ جَعَلْتَ لَنَا فِيْهِ فَقَالَ لَهُمَا اَكْمِلاَ بَقِيَّةَ عَمَلِكُمَا مَابَقِىَ مِنَ النَّهَارِ شَىْءٌ يَسِيْرٌ فَاَبَيَا وَاسْتَاْجَرَ قَوْمًا اَنْ يَّعْمَلُوْا لَهُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ فَعَمِلُوْا بَقِيَّةَ يَوْمِهِ حَتّٰى غَابَتِ الشَّمْسُ وَاسْتَكْمَلُوْا اَجْرَ الْفَرِيْقَيْنِ كِلَيْهِمَا فَذٰلِكَ مَثَلُهُمْ وَمَثَلُ مَاقَبِلُوْا مِنْ هٰذَا النُّوْرِ ـ

২১১০. আবু মূসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, মুসলমান, ইহুদী ও খৃষ্টানদের উপমা এরূপ–যেমন কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট মজুরীতে একদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করার জন্য একদল লোক নিযুক্ত করলেন। তারা দুপুর পর্যন্ত কাজ করে বলল, আপনি আমাদেরকে যে মজুরী দিতে চেয়েছিলেন তাতে আমাদের প্রয়োজন নেই। আর আমরা যা করেছি তার জন্য কোন দাবীও নেই। তিনি (নিয়োগকর্তা) তাদেরকে বললেন, তোমরা এরূপ করো না। বাকী কাজ সমাধা করে পুরো মজুরী নিয়ে নাও। কিন্তু তারা তা করতে অস্বীকার করল এবং কাজ ত্যাগ করল। তখন তিনি তাদের স্থলে অপর লোকদেরকে নিযুক্ত করলেন এবং তাদেরকে বললেন, তোমরা দিনের অবশিষ্টাংশ পুরা কর। আমি পূর্ববর্তীদের যে মজুরী দিতে চেয়েছিলাম তা তোমরা পাবে। তারা কাজ আরম্ভ করল, কিন্তু যখন আসর নামাযের সময় হল তখন তারা বলতে লাগল, আমরা আপনার জন্য যে কাজ করেছি তা মাগনা, আর আপনি এর জন্য যে মজুরী দিতে চেয়েছিলেন তা আপনারই থাকল। ঐ ব্যক্তি বললেন, তোমাদের অবশিষ্ট কাজ শেষ কর, দিনের তো আর সামান্যই বাকী রয়েছে। কিন্তু তারা অস্বীকার করল। তখন ঐ ব্যক্তি অপর এক (তৃতীয়) দলকে বাকী দিনের জন্য কাজে নিযুক্ত করলেন। তারা সূর্যাস্ত পর্যন্ত বাকী দিন কাজ করল এবং পূর্ববর্তী দু'দলের পুরা মজুরী নিয়ে নিল। এটাই হল তাদের এবং যে নূর (ইসলাম) তারা কবুল করেছে তার উপমা।

১২–অনুচ্ছেদঃ–এক ব্যক্তি কোন লোককে মজুর নিয়োগ করল। কাজ করার পর সে মজুরী না নিয়ে চলে গেলে নিয়োগকর্তা তার মজুরীর টাকা কাজে খাটিয়ে বাড়িয়ে দিবে। যে ব্যক্তি অপরের সম্পদে শ্রম নিয়োগ করে তা বৃদ্ধি করল।

٢١١١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنطَلَقَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتّٰى اَوَوُا الْمَبِيْتَ اِلٰى غَارٍ فَدَخَلُوْهُ فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الْغَارَ فَقَالُوْا اِنَّهُ لاَ يُنْجِيْكُمْ مِنْ هٰذِهِ الصَّخْرَةِ اِلاَّ اَنْ تَدْعُوْا اللّٰهَ بِصَالِحِ اَعْمَالِكُم فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْهُم : اَللّٰهُمَّ كَانَ لِيْ اَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيْرَانِ وَكُنْتُ لاَ اَغْبِقُ قَبْلَهُمَا اَهْلاً وَّلاَ مَالاً فَنَاٰى بِيْ فِيْ طَلَبِ شَيْءٍ يَوْمًا فَلَمْ اَرِحْ عَلَيْهِمَا حَتّٰى نَامَا فَحَلَبْتُ لَهُمَا غَبُوْقَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ وَكَرِهْتُ اَنْ اَغْبِقَ قَبْلَهُمَ اَهْلاً اَوْ مَالاً فَلَبِثْتُ وَالْقَدَحُ عَلٰى يَدَيَّ اَنْتَظِرُ اسْتِيْقَاظَهُمَا حَتّٰى بَرَقَ الْفَجْرُ فَاسْتَيْقَظَا فَشَرِبَا غَبُوْقَهُمَا اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ مِن هٰذِهِ الصَّخْرَةِ فَانْفَرَجَتْ شَيْئًا لاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ الْخُرُوْجَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ الْاٰخَرُ اَللّٰهُمَّ كَانَتْ لِيْ بِنْتُ عَمٍّ كَانَتْ اَحَبَّ النَّاسِ اِلَيَّ فَاَرَدْتُّهَا عَنْ نَفْسِهَا فَامْتَنَعَتْ مِنِّيْ حَتّٰى اَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِّنَ السِّنِيْنَ فَجَاءَتْنِيْ فَاَعْطَيْتُهَا عِشْرِيْنَ وَمِائَةَ دِيْنَارٍ عَلٰى اَنْ تُخَلِّيَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ نَفْسِهَا فَفَعَلَتْ حَتّٰى اِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا قَالَتْ لاَ اُحِلُّ لَكَ اَنْ تَفُضَّ الْخَاتَمَ اِلاَّ بِحَقِّهِ فَتَحَرَّجْتُ مِنَ الْوُقُوْعِ عَلَيْهَا فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِيَ اَحَبُّ النَّاسِ اِلَيَّ وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِيْ اَعْطَيْتُهَا اَللّٰهُمَّ اِن كُنْتُ فَعَلْتُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَانَحْنُ فِيْهِ فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ غَيْرَ اَنَّهُم لاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ الْخُرُوْجَ مِنْهَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ الثَّالِثُ : اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اسْتَاْجَرْتُ اُجَرَاءَ فَاَعْطَيْتُهُمْ اَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلٍ وَّاحِدٍ تَرَكَ الَّذِيْ لَهُ وَذَهَبَ فَثَمَّرْتُ اَجْرَهُ حَتّٰى كَثُرَتْ مِنْهُ الْاَمْوَالُ فَجَاءَنِيْ بَعْدَ حِيْنٍ فَقَالَ يَاعَبْدَ اللّٰهِ اَدِّ اِلَيَّ اَجْرِيْ فَقُلْتُ لَهُ كُلُّ مَاتَرٰى مِنْ اَجْرِكَ مِنَ الْاِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيْقِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ لاَ تَسْتَهْزِئُ بِيْ فَقُلْتُ اِنِّيْ لاَ اَسْتَهْزِئُ بِكَ فَاَخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَم يَتْرُك مِنْهُ شَيْئًا اَللّٰهُمَّ فَاِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوْا يَمْشُوْنَ۔

২১১১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে তিন ব্যক্তি (পথ) চলতে চলতে রাত কাটাবার জন্য একটি

গুহায় আশ্রয় নিল। হঠাৎ পাহাড় থেকে এক খন্ড পাথর পড়ে গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গেল। তখন তারা পরস্পর বলল, তোমাদের সৎ কার্যাবলীর দোহাই দিয়ে আল্লাহকে ডাকা ছাড়া আর কোন কিছুই এ পাথর থেকে তোমাদেরকে মুক্ত করতে পারবে না। তাদের একজন বলতে লাগল, হে আল্লাহ! আমার বাবা–মা খুব বৃদ্ধ ছিলেন। আমি কখনো তাদের আগে আমার পরিবার–পরিজনকে কিংবা দাস–দাসীকে দুধ পান করাতাম না। একদিন কোন একটি জিনিসের খোঁজে আমাকে অনেক দূরে চলে যেতে হয়। কাজেই তাদের ঘুমিয়ে পড়ার পূর্বে আমি (পশুপাল নিয়ে) ফিরতে পারলাম না। আমি (তাড়াতাড়ি) তাদের জন্য দুধ দোহন করে নিয়ে আসলাম। কিন্তু তাদেরকে নিদ্রিত পেলাম। আর তাদের আগে আমার পরিবার–পরিজন ও দাস–দাসীকে দুধ পান করতে দেয়াটাও আমি পসন্দ করিনি। তাই আমি তাদের জেগে ওঠার অপেক্ষায় পেয়ালাটি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। এভাবে ভোর হল। তখন তারা জাগলেন এবং দুধ পান করলেন। 'হে আল্লাহ! যদি আমি তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এ কাজ করে থাকি, তবে এ পাথরের কারণে আমরা যে বিপদে পড়েছি তা আমাদের থেকে দূর কর। তখন পাথরটি সামান্য সরে গেল। কিন্তু তাতে তারা বের হতে পারল না। নবী (সঃ) বলেন, তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ! আমার এক চাচাত বোন ছিল। সে আমার খুব প্রিয় ছিল। আমি তাকে সম্ভোগ করতে চাইলাম। কিন্তু সে আমাকে প্রত্যাখ্যান করল। অবেশেষে এক বছর দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে সে (খাদ্যাভাবে সাহায্যের জন্য) আমার নিকট এল। আমি তাকে একশ বিশ দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) এ শর্তে দিলাম যে, সে আমার সাথে নির্জনবাস করবে। সে তা মনজুর করল। আমি যখন সম্পূর্ণ সুযোগ লাভ করলাম তখন সে বলল, আমি তোমাকে অবৈধভাবে মোহর ভাঙ্গার অনুমতি দিতে পারি না (অর্থাৎ অন্যায়ভাবে তুমি আমার সতীত্ব হরণ করতে পার না)। ফলে সে আমার সর্বাধিক প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও আমি তার সাথে সহবাস করা পাপ মনে করে তার কাছ থেকে সরে পড়লাম এবং আমি তাকে যে স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছিলাম তা ছেড়ে দিলাম। হে আল্লাহ! আমি যদি এটা তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য করে থাকি তবে আমরা যে বিপদে পড়েছি তা দূর কর। তখন ঐ পাথরটি (আরো একটু) সরে গেল। কিন্তু তাতে তারা বের হতে পারছিল না। নবী (সঃ) বলেন, তারপর তৃতীয় ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ! আমি কয়েকজন মজুর নিযুক্ত করেছিলাম এবং আমি তাদেরকে তাদের মজুরীও দিয়েছিলাম। কিন্তু একজন লোক তার প্রাপ্য না নিয়ে চলে গেল। আমি তার মজুরীর টাকা কাজে খাটালাম, তাতে প্রচুর ধন–সম্পদ অর্জিত হল। কিছুকাল পর সে আমার নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর বান্দাহ! আমাকে আমার মজুরী দিয়ে দাও। আমি তাকে বললাম, এসব উট, গরু, ছাগল ও গোলাম যা তুমি দেখতে পাচ্ছ তা সবই তোমার। এ কথা শুনে সে বলল, হে আল্লাহর বান্দাহ! তুমি আমার সাথে ঠাট্টা করো না। আমি বললাম, আমি তোমার সাথে মোটেই ঠাট্টা করছি না। তখন সে সবই গ্রহণ করল এবং হাঁকিয়ে নিয়ে গেল, তার থেকে একটাও ছেড়ে গেল না। হে আল্লাহ! আমি যদি তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য এটা করে থাকি, তবে যে বিপদে আমরা পড়েছি তা দূর কর। তখন ঐ পাথরটি (সম্পূর্ণ) সরে গেল এবং তারা বেরিয়ে এসে পথ চলতে লাগল।

১৩–অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি নিজেকে বোঝা বহনের কাজে নিয়োগ করল, অতঃপর যা মজুরী পেল তা থেকে দান–খয়রাত করল। আর বোঝা বহনকারীর মজুরী প্রসঙ্গে।

٢١١٢– عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَمَرَ بِالصَّدَقَةِ انْطَلَقَ أَحَدُنَا إِلَى السُّوْقِ فَيُحَامِلُ فَيُصِيْبُ الْمُدَّ وَإِنَّ لِبَعْضِهِمْ لَمِائَةَ أَلْفٍ قَالَ مَا تَرَاهُ إِلَّا نَفْسَهُ ـ

২১১২. আবু মাসউদ আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে দান করার আদেশ করলে আমাদের কেউ কেউ বাজারে চলে যেত এবং বোঝা বহন করে এক মুদ্দ (প্রায় এক সের) মজুরী লাভ করত (এবং তার থেকে দান করত)। আর (আজ) তাদের কেউ কেউ লাখপতি বর্ণনাকারী (শাকীক) বলেন, আমার ধারণা, এর দ্বারা তিনি (আবু মাসউদ) নিজের দিকেই ইংগিত করেছেন।

১৪–অনুচ্ছেদঃ দালালীর প্রাপ্য প্রসঙ্গে। ইবনে সীরীন, আতা, ইবরাহীম ও হাসানের মতে দালালীর জন্য বিনিময় গ্রহণ করাতে কোন দোষ নেই। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যদি কেউ বলে, তুমি এই কাপড়টা বিক্রি করে দাও, এত টাকার বেশী বিক্রি করতে পারলে অতিরিক্তটা তোমার, এতে কোন দোষ নেই। ইবনে সীরীন বলেন, যদি কেউ বলে যে, এ মালটি এত দামে বিক্রি করে দাও, লাভ যা হবে তা তোমার, অথবা (বলল), তা তোমার ও আমার মধ্যে সমান হারে ভাগ হবে, তবে এতে কোন দোষ নেই। নবী (সঃ) বলেছেন, শর্তানুসারে মুসলমানদের কাজ সম্পূর্ণ হয়।

٢١١٣– عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ وَلَا يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ قُلْتُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُوْنُ لَهُ سِمْسَارًا ـ

২১১৩. ইবনে আব্বাস (রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) সামনে অগ্রসর হয়ে কাফেলার সাথে পণ্যদ্রব্য ক্রয়ের জন্য মিলিত হতে নিষেধ করেছেন। আর নগরবাসী গ্রামবাসীর পক্ষে বিক্রি করবে না। (রাবী তাউস বলেন) আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে ইবনে আব্বাস! নগরবাসী গ্রামবাসীর পক্ষে বিক্রি করবে না–এ কথার অর্থ কি? তিনি বলেন, নগরবাসী গ্রামবাসীর পক্ষে দালাল সাজবে না।[৩]

১৫–অনুচ্ছেদঃ অমুসলিমদের দেশে কোন (মুসলিম) ব্যক্তি কোন মুশরিকের মজুর খাটতে পারে কি?

৩. ইমাম মালেক (রঃ)-এর মতে দালালী করা জায়েয। ইমাম আবু হানীফার মতে দালালী করে উপার্জন করা মাকরূহ।

٢١١٤- عَنْ خَبَّابٍ قَالَ كُنْتُ رَجُلاً قَيْنًا فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ فَاجْتَمَعَ لِيْ عِنْدَهُ فَاَتَيْتُهُ اَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لاَ وَاللّٰهِ لاَ اَقْضِيكَ حَتّٰى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ فَقُلْتُ اَمَا وَاللّٰهِ حَتّٰى تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثَ فَلاَ قَالَ وَاِنِّيْ لَمَيِّتٌ ثُمَّ مَبْعُوثٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاِنَّهُ سَيَكُوْنُ لِيْ ثَمَّ مَالٌ وَوَلَدٌ فَاَقْضِيْكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَفَرَاَيْتَ الَّذِىْ كَفَرَ بِاٰيَاتِنَا وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالاً وَّوَلَدًا ـ

২১১৪. খাব্বাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একজন কর্মকার ছিলাম। একবার আমি আস ইবনে ওয়ায়েলের কাজ করলাম। এতে তার নিকট আমার কিছু পাওনা জমে গেল। আমি পাওনার তাগাদা দেয়ার জন্য তার নিকট গেলে সে বলল, আল্লাহর কসম! আমি তোমার পাওনা পরিশোধ করব না, যে পর্যন্ত না তুমি মুহাম্মাদকে অস্বীকার কর। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! অসম্ভব, আমি এটা করব না যে পর্যন্ত না তুমি মৃত্যুবরণ কর, অতঃপর পুনরুত্থিত হও। সে বলল, আমি কি মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হব? আমি বললাম, হাঁ। সে বলল, তবে তো আমার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিও হবে। তখন আমি তোমার দেনা শোধ করব। তখন আল্লাহ আয়াত অবতীর্ণ করলেনঃ " তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখেছ যে আমার নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে এবং বলে, আমাকে (পরকালে) ধন ও সন্তান দেয়া হবে?"

১৬– অনুচ্ছেদঃ কোন আরব গোত্রে সূরা ফাতিহা পাঠ করে ঝাড়ফুঁক করার বিনিময়ে পারিতোষিক গ্রহণ করা। ইবনে আব্বাস (রাঃ) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, পারিতোষিক গ্রহণের সবচাইতে উপযুক্ত হল আল্লাহর কিতাব। শা'বী বলেন, শিক্ষকের জন্য কোনরূপ (পারিতোষিকের) শর্ত আরোপ করা উচিত নয়। হাঁ, এমনিতে (বিনা শর্তে) যদি তাকে কিছু দেয়া হয় তবে তিনি তা গ্রহণ করতে পারেন। হাকাম বলেন, আমি এমন কারো কথা শুনিনি যিনি শিক্ষকের পারিতোষিক গ্রহণ করাটাকে অপসন্দ করেছেন। হাসান বসরী (শিক্ষকের পারিতোষিক বাবদ) দশ দিরহাম প্রদান করেছেন। ইবনে সীরীন বন্টনকারীর পারিশ্রমিক গ্রহণ করাকে দূষণীয় মনে করেননি। তিনি বলেন, বিচারের ক্ষেত্রে ঘুষ গ্রহণকে 'সুহত' বলা হয়। আর লোকেরা অনুমান করার জন্যও পারিশ্রমিক প্রদান করত।

٢١١٥- عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ انْطَلَقَ نَفَرٌ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ سَفْرَةٍ سَافَرُوْهَا حَتّٰى نَزَلُوْا عَلٰى حَيٍّ مِّنْ اَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوْهُمْ فَاَبَوْا اَنْ يُّضَيِّفُوْهُمْ فَلُدِغَ سَيِّدُ ذٰلِكَ الْحَيِّ فَسَعَوْالَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لاَ يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ اَتَيْتُمْ هٰؤُلاَءِ الرَّهْطِ الَّذِيْنَ نَزَلُوْالَعَلَّهُ اَنْ يَّكُوْنَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ فَاَتَوْهُمْ فَقَالُوْا

يَا اَيُّهَا الرَّهْطُ اِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لاَ يَنْفَعُهُ فَهَلْ عِنْدَ اَحَدٍ مِّنْكُم مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَعَمْ وَاللّٰهِ اِنِّيْ لاَرْقِيْ وَلٰكِنْ وَاللّٰهِ لَقَدِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُوْنَا فَمَا اَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتّٰى تَجْعَلُوْالَنَا جُعْلاً فَصَالَحُوْهُمْ عَلٰى قَطِيْعٍ مِّنَ الْغَنَمِ فَانْطَلَقَ يَتْفِلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَاُ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ فَكَاَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَانْطَلَقَ يَمْشِيْ وَمَابِهِ قَلَبَةٌ قَالَ فَاَوْفُوهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِى صَالَحُوْهُمْ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمُ اقْسِمُوْا فَقَالَ الَّذِيْ رَقٰى لاَتَفْعَلُوْا حَتّٰى نَاْتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَنَذْكُرَلَهُ الَّذِيْ كَانَ فَنَنْظُرَ مَا يَاْمُرُنَا فَقَدِمُوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرُوْا لَهُ فَقَالَ وَمَا يُدْرِيْكَ اَنَّهَا رُقْيَةٌ ثُمَّ قَالَ قَدْ اَصَبْتُمُ اقْسِمُوْا وَاضْرِبُوْالِيْ مَعَكُمْ سَهْمًا فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ شُعْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ سَمِعْتُ اَبَا الْمُتَوَكِّلِ بِهٰذَا ـ

২১১৫. আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী (সঃ) –এর কতিপয় সাহাবী কোন এক সফরে যাত্রা করেন। তাঁরা আরবদের কোন এক গোত্রে পৌঁছে তাদের আতিথ্য কামনা করলেন। কিন্তু তারা তাঁদের আতিথেয়তা করতে অস্বীকার করল। (ঘটনাক্রমে) ঐ গোত্রের সরদার বিচ্ছু দ্বারা দংশিত হল। লোকেরা তার (আরোগ্যের) জন্য সর্বপ্রকার তদবীর করল, কিন্তু ফল হল না। তাদের কেউ বলল, ঐ যে লোকগুলো এখানে এসেছে তাদের কাছে যদি তোমরা যেতে। হয়ত তাদের কারো কিছু (ব্যবস্থা) থাকতে পারে। তখন তারা তাদের নিকট গেল এবং বলল, হে যাত্রীদল! আমাদের সরদারকে বিচ্ছু দংশন করেছে। আমরা সব রকমের তদবীর করেছি কিন্তু কিছুতেই উপকার হচ্ছে না। তোমাদের কারও নিকট কিছু ব্যবস্থা আছে কি? তাঁদের (সাহাবীদের) একজন বললেন, হাঁ, আল্লাহর কসম! আমি ঝাড়ফুঁক করি। তবে দেখ, আমরা তোমাদের আতিথ্য কামনা করেছিলাম, কিন্তু তোমরা আমাদের মেহমানদারী করনি। কাজেই আমি তোমাদের ঝাড় ফুঁক করব না, যে পর্যন্ত না তোমরা আমাদের জন্য পারিতোষিক নির্ধারণ কর। তখন তারা এক পাল বকরীর শর্তে তাঁদের সাথে আপোষরফা করল। এরপর তিনি (ঝাড়ফুঁককারী) গিয়ে তার (দংশিত স্থানের) ওপর থু থু দিতে দিতে সূরা ফাতিহা (আলহামদু শরীফ) পড়তে লাগলেন। ফলে সে (এমনভাবে নিরাময় হল) যেন বন্ধন থেকে মুক্ত হল। সে এমনভাবে চলতে ফিরতে লাগল যেন তার কোন অসুস্থতাই নেই। রাবী বলেন, এরপর তারা তাদের স্বীকৃত পারিতোষিক পুরোপুরি দিয়ে দিল। সাহাবীদের কেউ কেউ বললেন, এটা বন্টন কর। কিন্তু ঝাড়ফূককারী বললেন, এটা কর না। আগে আমরা নবী (সঃ)–এর নিকট গিয়ে তাঁকে এ ঘটনা জানাই এবং দেখি তিনি আমাদের কি নির্দেশ দেন। তারা রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর নিকট এসে ঘটনা বিবৃত করলেন। তিনি (সঃ) বললেন, তুমি কিভাবে জানলে যে, ওটা (সূরা ফাতিহা) একটা মন্ত্র? তারপর বললেন, তোমরা ঠিকই করেছ।

(এবং) বন্টন কর এবং তোমাদের সাথে আমার জন্যও একটা ভাগ লাগাও। এই বলে রসূলুল্লাহ (সঃ) হাসলেন।

১৭–অনুচ্ছেদঃ দাস–দাসীর নিকট থেকে নির্ধারিত হারে অর্থ (কর) আদায় করা।

٢١١٦– عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَجَمَ اَبُوْ طَيْبَةَ النَّبِىَّ ﷺ فَاَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ اَوْ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَخَفَّفَ عَنْ غَلَّتِهِ اَوْ ضَرِيْبَتِهِ ـ

২১১৬. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু তাইবা নবী (সঃ)-কে শিংগা লাগিয়েছিল। তিনি তাকে এক সা' কিংবা দুই সা'(পরিমাণ) খাদ্যশস্য দিতে আদেশ করলেন এবং তার মালিকের সাথে আলোচনা করে তার ওপর ধার্যকৃত কর কমিয়ে দেন।

১৮–অনুচ্ছেদঃ রক্ত মোক্ষণকারীর মজুরী প্রসঙ্গে।

٢١١٧– عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِحْتَجَمَ النَّبِىُّ ﷺ وَاَعْطَى الْحَجَّامَ ـ

২১১৭. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) শিংগা নিয়েছিলেন এবং শিংগাদাতাকে তার মজুরী দিয়েছিলেন।

٢١١٨– عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ احْتَجَمَ النَّبِىُّ ﷺ وَاَعْطَى الْحَجَّامَ اَجْرَهُ وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةً لَمْ يُعْطِهِ ـ

২১১৮. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) দেহে শিংগা নিয়েছিলেন এবং শিংগাদাতাকে তার মজুরী দিয়েছিলেন। যদি তিনি (মজুরী দেয়াটা) অপছন্দ (হারাম) করতেন তবে দিতেন না।

٢١١٩– عَنْ عَمْرِوبْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَحْتَجِمُ وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ اَحَدًا اَجْرَهُ ـ

২১১৯. আমর ইবনে আমের (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, নবী (সঃ) শিংগা নিতেন এবং তিনি কোন লোকের (শ্রমের) মজুরী কম দিতেননা।

১৯–অনুচ্ছেদঃ কোন গোলামের মালিকের সাথে এই মর্মে আলোচনা করা যেন সে তার ওপর ধার্যকৃত কর কমিয়ে দেয়।

٢١٢٠– عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَعَا النَّبِىُّ ﷺ غُلَامًا حَجَّامًا فَحَجَمَهُ وَاَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ اَوْ صَاعَيْنِ اَوْمُدٍّ اَوْ مُدَّيْنِ وَكَلَّمَ فِيهِ فَخُفِّفَ مِنْ ضَرِيْبَتِهِ ـ

২১২০. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী (সঃ) এক শিংগাওয়ালা গোলামকে ডাকলেন। সে তাঁকে শিংগা লাগাল। তিনি তাকে এক সা অথবা দুই সা' কিংবা এক মুদ অথবা দুই মুদ (খাদ্যশস্য) দিতে আদেশ করলেন এবং তার ব্যাপারে (তার মালিকের সাথে) আলোচনা করলেন। ফলে (মালিকের পক্ষ থেকে) তার ওপর ধার্যকৃত কর কমিয়ে দেয়া হল।

২০—অনুচ্ছেদঃ বেশ্যা ও দাসীর উপার্জন। ইবরাহীম নাখঈ (রঃ) গায়িকা ও (ভাড়ার বিনিময়ে) বিলাপকারিনীর পারিশ্রমিক ভোগ করা মাকরূহ বলেছেন। মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ

الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

" পার্থিব জীবন—সামগ্রী লাভের জন্য তোমরা তোমাদের দাসীদেরকে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে বাধ্য করো না যদি তারা পুত পবিত্র জীবন যাপন করতে চায়। আর যারা তাদেরকে (ব্যভিচারে) বাধ্য করে, তবে তাদের উপর জবরদস্তির পর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়াবান" —(সূরা নূরঃ ৩৩)।

মুজাহিদ (রঃ) বলেন, 'ফাতায়াতিকুম' শব্দের অর্থ দাসীসকল।

২১২١- عَنْ اَبِى مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ -

২১২১. আবু মাসউদ আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) কুকুরের মূল্য, বেশ্যার উপার্জন এবং গণকের ভেট নিষিদ্ধ করেছেন।

٢١٢٢- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ عَنْ كَسْبِ الْاِمَاءِ -

২১২২. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) দাসীদের দিয়ে (অবৈধ) উপার্জন নিষিদ্ধ করেছেন।

২১—অনুচ্ছেদঃ পশুকে পাল দেয়ার মাশুল।

٢١٢٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ -

২১২৩. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) পশুকে পাল দেয়ানো বাবদ মাশুল নিতে নিষেধ করেছেন।

২২–অনুচ্ছেদঃ যদি কোন ব্যক্তি ভূমি ইজারা নেয় এবং তাদের দু'জনের কেউ মারা যায়। ইবনে সীরীন বলেন, নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার পরিবারের লোকদের তাকে উচ্ছেদ করার এখতিয়ার নেই। হাকাম, হাসান ও আয়াস ইবনে মুয়াবিয়া বলেন, ইজারা নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, নবী (সঃ) অর্ধেক ফসলের শর্তে খায়বারের জমি (ইহুদীদেরকে ইজারা) দিয়েছিলেন এবং নবী (সঃ), আবু বকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ) –এর খিলাফতকাল পর্যন্ত ঐ ইজারা কার্যকর ছিল। এ কথা কোথাও উল্লেখ নেই যে, নবী (সঃ)–এর ইন্তেকালের পর আবু বকর ও উমর (রাঃ) উক্ত জমি নতুনভাবে ইজারা দিয়েছেন।[৪]

٢١٢٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَعْطٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْبَرَ اَنْ يَعْمَلُوْهَا وَيَزْرَعُوْهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَاَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ اَنَّ الْمَزَارِعَ كَانَتْ تُكْرٰى عَلٰى شَيْءٍ سَمَّاهُ نَافِعٌ لاَ اَحْفَظُهُ وَاَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ حَدَّثَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ وَقَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ حَتّٰى اَجْلاَهُمْ عُمَرُ -

২১২৪. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) খায়বারের জমি ইহুদীদেরকে এই শর্তে (বন্দোবস্ত) দিয়েছিলেন যে, তারা তাতে কৃষিকাজ করে ফসল উৎপাদন করবে এবং তাদেরকে উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক দেয়া হবে। (রাবী জুয়াইরিয়া বলেন), ইবনে উমর নাফে'কে বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর যমানায় কিছু মূল্যের বিনিময়ে –যার পরিমাণটা নাফে বলেছিলেন, কিন্তু আমার স্মরণে নেই, জমি ভাগচাষে দেওয়া হত। রাফে ইবনে খাদীজ (রাঃ) বলেছেন, নবী (সঃ) ক্ষেত ভাগচাষে দিতে নিষেধ করেছেন। উবায়দুল্লাহ রাফে'র বরাত দিয়ে ইবনে উমর (রাঃ) থেকে (একটু অতিরিক্ত) বর্ণনা করেছেন যে, উমর (রাঃ) কর্তৃক ইহুদীদেরকে তাড়িয়ে দেয়া পর্যন্ত (খায়বারের জমি তাদের নিকট বর্গা দেওয়া ছিল)।

২৩–অনুচ্ছেদঃ হাওয়ালা (দায় অপসারণ) ৫ হাওয়ালা হওয়ার পর (পুনরায়) হাওয়ালাকারীর নিকট দাবী করা যায় কি? হাসান ও কাতাদা (রঃ) বলেন, যে ব্যক্তির হাওয়ালা করা হয় সে যদি (চুক্তির দিন) বিত্তশালী হয় তবেই হাওয়ালা জায়েয হবে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, দু'জন শরীক অথবা উত্তরাধিকারী পরস্পরের মধ্যে এভাবে বন্টন করল যে, একজন মূল সম্পদ নিল, অপরজন (অন্যদের নিকট প্রাপ্য) ঋণ নিল। এমতাবস্থায় যদি শরীকদ্বয়ের কারো মাল নষ্ট হয়ে যায় (যেমন ঋণ আদায় করতে পারল না) তবে অপরজনের নিকটে তার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবে না।

---

৪. বিস্তারিত বর্ণনা 'মুযারায়াত' অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

৫. যেমন কোন ঋণ গ্রহীতা তার ঋণ অন্য কারো হাওয়ালা করে ঋণদাতাকে বলল তার কাছে থেকে নেওয়ার জন্য এবং ঋণদাতাও তা মেনে নিল।

٢١٢٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَطْلُ الْغَنِىِّ ظُلْمٌ فَاِذَا اُتْبِعَ اَحَدُكُمْ عَلٰى مَلِىٍّ فَلْيَتْبِعْ -

২১২৫. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, ধনীর পক্ষে (ঋণ পরিশোধে) গড়িমসি করা অত্যাচার বিশেষ। যখন তোমাদের কাউকেও (তাঁর জন্য) ধনীর হাওয়ালা করা হয়, তখন সে যেন তা মেনে নেয়।

২৪– অনুচ্ছেদঃ (ঋণ) যখন কোন ধনী ব্যক্তির হাওয়ালা করা হয়, তখন তার পক্ষে তা প্রত্যাখ্যান করার এখতিয়ার নেই।

٢١٢٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ قَالَ مَطْلُ الْغَنِىِّ ظُلْمٌ وَمَنْ اُتْبِعَ عَلٰى مَلِىٍّ فَلْيَتَّبِعْ -

২১২৬. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, ধনীর পক্ষে (ঋণ পরিশোধে) গড়িমসি করা অত্যাচার বিশেষ। যাকে (তার পাওনার জন্য) ধনীর হাওয়ালা করা হয় সে যেন তা মেনে নেয়।

২৫–অনুচ্ছেদঃ কারো ওপর মৃত ব্যক্তির ঋণের ভার হাওয়ালা করা জায়েয।

٢١٢٧- عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ النَّبِىِّ اِذْ اُتِىَ بِجَنَازَةٍ فَقَالُوْا صَلِّ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوْا لاَ قَالَ فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوْا لاَ فَصَلّٰى عَلَيْهِ ثُمَّ اُتِىَ بِجَنَازَةٍ اُخْرٰى فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قِيْلَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوْا ثَلاَثَةَ دَنَانِيْرَ فَصَلّٰى عَلَيْهَا ثُمَّ اُتِىَ بِالثَّالِثَةِ فَقَالُوْا صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ هَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوْا لاَ قَالَ فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوْا ثَلاَثَةُ دَنَانِيْرَ قَالَ صَلُّوْا عَلٰى صَاحِبِكُمْ قَالَ اَبُوْ قَتَادَةَ صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَعَلَىَّ دَيْنُهُ فَصَلّٰى عَلَيْهِ -

২১২৭. সালামা ইবনুল আকওয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা নবী (সঃ)–এর নিকট বসেছিলাম, এমন সময় একটি জানাযা আনা হল। লোকেরা বলল, এর নামায পড়ুন। তিনি (সঃ) বললেন, তার কি কোন দেনা রয়েছে? তারা বলল, না। তিনি বললেন, সে কি কিছু রেখে গেছে? তারা বলল, না। তখন তিনি তার জানাযা পড়লেন। তারপর আরেকটি লাশ আনা হল। লোকেরা বলল, হে রসূলুল্লাহ! এর নামায পড়ুন। তিনি বললেন, তার কি কোন দেনা রয়েছে? বলা হল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, সে কি কিছু রেখে

গিয়েছে? তারা বলল, তিনটি দীনার (স্বর্ণমুদ্রা)। তখন তিনি তার (জানাযার) নামায পড়লেন। তারপর তৃতীয় একটি লাশ আনা হল। লোকেরা বলল, এর নামায পড়ুন। তিনি বললেন, সে কি কিছু রেখে গিয়েছে? তারা বলল, না। তিনি বললেন, তার কি কোন দেনা রয়েছে? তারা বলল, তিন দীনার। তিনি বললেন, তোমাদের এ লোকটির নামায তোমরাই পড়। আবু কাতাদা (রাঃ) বললেন, হে রসূলুল্লাহ! তার দেনার দায় আমার ওপর। তখন তিনি তার নামায পড়লেন।

অধ্যায়—১৫

كتاب الكفالة

(জামিন হওয়ার বর্ণনা)

১— অনুচ্ছেদঃ দেনা ও কর্জের ব্যাপারে দৈহিক বা আর্থিক দায় গ্রহণ প্রসঙ্গে। আবুল যিনাদ হামযা ইবনে আমরকে উমর (রাঃ) যাকাত আদায়কারী নিযুক্ত করে পাঠান। সেখানে এক ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীর বাঁদীর সাথে যেনা করে বসল। তখন হামযা কিছু লোককে তার যামিন হিসেবে গ্রহণ করলেন এবং উমর (রাঃ)—এর নিকট ফিরে এলেন। উমর (রাঃ) উক্ত লোকটিকে একশ বেত্রাঘাত করেন এবং লোকদের দিয়ে ঘটনার সত্যতা যাচাই করেন। অতঃপর লোকটিকে তার অজ্ঞতার জন্য (অর্থাৎ স্ত্রীর বাঁদীর সাথে সহবাস যে অবৈধ তা সে জানত না) অব্যাহতি দেন (অর্থাৎ প্রস্তরাঘাতে তাকে হত্যা করলেন না)।

জারীর (ইবনে আব্দুল্লাহ) ও আশআস (ইবনে কায়স) ধর্মচ্যুত ব্যক্তিদের সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)—কে বলেন, তাদেরকে তওবা করতে বলুন এবং কাউকে তাদের যামিন নিযুক্ত করুন। তখন ধর্মচ্যুতরা (মুরতাদ) তওবা করল এবং তাদের গোত্রের লোকেরা তাদের যামিন হল।

হাম্মাদ বলেন, যদি কোন ব্যক্তি দায় গ্রহণের পর মৃত্যুবরণ করে তবে সে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। হাকাম বলেন, তার ওপর দায়িত্ব থেকে যাবে (অর্থাৎ উত্তরাধিকারীদের ওপর সে দায়িত্ব বর্তাবে)।

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, বনী ইসরাঈলের এক লোক বনী ইসরাঈলের অপর এক লোকের নিকট এক হাজার দীনার কর্জ চাইল। তখন সে (কর্জদাতা) বলল, কয়েকজন সাক্ষী আনুন, আমি তাদেরকে সাক্ষী রাখব। সে (কর্জগ্রহীতা) বলল, সাক্ষীর জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তখন কর্জদাতা বলল, তবে একজন যামিন উপস্থিত করুন। সে বলল, আল্লাহই যথেষ্ট যামিন। কর্জদাতা বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন। তারপর সে নির্ধারিত সময়ে পরিশোধের শর্তে তাকে এক হাজার দীনার দিয়ে দিল। অতঃপর সে (কর্জগ্রহীতা) সমুদ্রযাত্রা করল এবং তার (ব্যবসায়িক) প্রয়োজন সমাধা করল। তারপর সে যানবাহন খুঁজতে লাগল, যাতে নির্ধারিত সময়ে সে কর্জদাতার নিকট এসে পৌঁছতে পারে। কিন্তু কোনরূপ যানবাহন সে পেল না। তখন (অগত্যা) সে এক টুকরো কাঠ নিয়ে তা ছিদ্র করল এবং কর্জদাতার নামে একখানা চিঠি ও এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা তার মধ্যে পুরে ছিদ্রটি বন্ধ করে দিল। তারপর ঐ কাষ্ঠখণ্ডটা নিয়ে সমুদ্র তীরে গিয়ে বলল, হে আল্লাহ! তুমি তো জান, আমি অমুকের নিকট এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা কর্জ চাইলে সে আমার কাছ থেকে যামিন চেয়েছিল। আমি বলেছিলাম, আল্লাহই যথেষ্ট যামিন, এতে সে রাযী হয়ে যায়। তারপর সে আমার কাছে সাক্ষী চেয়েছিল। আমি বলেছিলাম, সাক্ষী হিসেবে

আল্লাহই যথেষ্ট। এতে সে রাজী হয়ে যায় (এবং আমাকে ধার দেয়)। আমি তার প্রাপ্য তার নিকট পৌছে দেয়ার উদ্দেশ্যে যানবাহনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম, কিন্তু পেলাম না। আমি ঐ এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা তোমার নিকট আমানত রাখছি। এই বলে সে কাষ্ঠখন্ডটা সমুদ্র বক্ষে নিক্ষেপ করল। তৎক্ষণাৎ তা সমুদ্রের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে গেল। অতঃপর লোকটি ফিরে গেল এবং নিজের শহরে যাবার জন্য যানবাহন খুঁজতে লাগল।

ওদিকে কর্জদাতা (নির্ধারিত দিনে) এ আশায় সমুদ্রতীরে গেল যে, হয়ত বা দেনাদার তার পাওনা টাকা নিয়ে এসে পড়েছে। ঘটনাক্রমে ঐ কাষ্ঠখন্ডটা তার নজরে পড়ল, যার ভিতরে স্বর্ণমুদ্রা ছিল। সে তা পরিবারের জ্বালানির জন্য বাড়ী নিয়ে গেল। যখন কাঠের টুকরাটা চিরলো তখন ঐ স্বর্ণমুদ্রা ও চিঠিটা সে পেয়ে গেল। কিছুকাল পর দেনাদার লোকটি এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে (পাওনাদারের নিকট) এসে হাজির হল (কারণ কাঠের টুকরোটা পৌছা তো সম্ভবপর ছিল না) এবং (সময় মত ঋণ পরিশোধ করতে না পারায় দুঃখ করে) বলল, আল্লাহর কসম! আমি আপনার মাল (প্রাপ্য) যথা সময়ে পৌছে দেয়ার উদ্দেশ্যে যানবাহনের খোঁজে সর্বদা চেষ্টিত ছিলাম। কিন্তু যে জাহাজটিতে করে আমি এখন এসেছি এটির আগে আর কোন জাহাজই পেলাম না (তাই সময় মত আসতে পারলাম না)। কর্জদাতা বলল, আপনি কি আমার নিকট কিছু পাঠিয়েছিলেন? দেনাদার বলল, আমি তো আপনাকে বললামই যে, এর আগে আর কোন জাহাজই আমি পাইনি। সে (কর্জদাতা) বলল, আপনি কাঠের টুকরোর ভিতরে করে যা পাঠিয়েছিলেন তা আল্লাহ আপনার হয়ে আমাকে আদায় করে দিয়েছেন। তখন সে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে প্রশান্ত চিত্তে ফিরে চলে আসল।

২–অনুচ্ছেদঃ মহান আল্লাহ বলেনঃ

قول الله والذين عاقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم –

"এবং যাদের সাথে তোমরা কসম করে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছ, তাদেরকে তাদের অংশ দিয়ে দাও" (সূরা নিসা : ৩৩)।

٢١٢٨– عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ قَالَ وَرَثَةً وَالَّذِيْنَ عَاقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ قَالَ كَانَ الْمُهَاجِرُوْنَ لَمَّا قَدِمُوْا الْمَدِيْنَةَ يَرِثُ الْمُهَاجِرُ الْاَنْصَارِيَّ دُوْنَ ذَوِيْ رَحِمِه لِلْاُخُوَّةِ الَّتِيْ اٰخَى النَّبِيُّ ـ بَيْنَهُمْ فَلَمَّانَزَلَتْ : وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ نَسَخَتْ ثُمَّ قَالَ : وَالَّذِيْنَ عَاقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ اِلاَّ النَّصْرَ وَالرِّفَادَةَ وَالنَّصِيْحَةَ وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيْرَاثُ وَيُوْصٰى لَهُ ـ

২১২৮. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "ওয়া লিকুল্লিন জাআলনা মাওয়ালিয়া" আয়াতে "মাওয়ালিয়া" শব্দের অর্থ ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী । আর "ওয়াল্লাযীনা আকাদাত আইমানুকুম" আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে তিনি (ইবনে আব্বাস)

বলেন, মদীনায় মুহাজিরদের আগমনের পর নবী (সঃ) তাদের ও আনসারদের মধ্যে যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করেন তার ভিত্তিতে মুহাজিররা আনসারদের উত্তরাধিকারী হত। কিন্তু আনসারদের আত্মীয়-স্বজনরা (মুহাজিরদের সম্পদ থেকে) কিছুই পেত না। যখন "ওয়া লিকুল্লিন জাআলনা মাওয়ালিয়া" আয়াত অবতীর্ণ হল তখন "ওয়াল্লাযীনা আকাদাত আইমানুকুম" আয়াতটির কার্যকারিতা মনসুখ বা রহিত হয়ে গেল। তিনি (ইবনে আব্বাস) আরো বলেন, উপরোক্ত আয়াতের প্রেক্ষিতে শুধু পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতা ও আদেশ-উপদেশের হুকুম বাকি রয়েছে (অর্থাৎ আনসার ও মুহাজিরগণ যদি পারস্পরিক সহযোগিতার ব্যাপারে কসম করে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়, তবে তা অবশ্যই পালন করতে হবে)। কিন্তু তাদের জন্য মীরাস বা উত্তরাধিকার বাতিল হয়ে গেছে। অবশ্য ওসিয়ত করা যেতে পারে।

২১২৯- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ فَاٰخٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ -

২১২৯. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) যখন আমাদের নিকট (মদীনায়) আগমন করেন তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) তার ও সা'দ ইবনে রবী'র মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন।

২১৩০- عَنْ عَاصِمٍ قَالَ قُلْتُ لاَنَسٍ اَبَلَغَكَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَ حِلْفَ فِى الْاِسْلاَمِ فَقَالَ قَدْ حَالَفَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْاَنْصَارِ فِىْ دَارِىْ -

২১৩০. আসেম (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিক (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার নিকট কি এ হাদীস পৌছেছে যে, নবী (সঃ) বলেছেন, ইসলামে হিলফ (জাহিলী যুগের সহযোগিতা চুক্তি) নেই। তিনি বললেন, নবী (সঃ) আমার বাড়ীতে কুরাইশ ও আনসারের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন।[১]

৩-অনুচ্ছেদঃ যদি কেউ মৃত ব্যক্তির দেনার দায় গ্রহণ করে তবে তার দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার এখতিয়ার নেই। হাসান বসরী এ মত পোষণ করেন।

২১৩১ - عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اُتِىَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّىَ عَلَيْهَا فَقَالَ

১. সহীহ মুসলিম ও সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে জুবাইর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, ইসলামে 'হিলফ' নেই-এর ব্যাখ্যা দু'ভাবে করা যায়। একঃ ইসলাম-পূর্ব যুগে যে ধরনের হিলফ হত ইসলাম তা স্বীকার করে না। যেমন ইসলাম-পূর্ব যুগে লোকেরা ন্যায়-অন্যায় সকল অবস্থায় পরস্পরকে সাহায্য করার অঙ্গীকার করত। কিন্তু ইসলামে অন্যায় ব্যাপারে সাহায্য নিষিদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ হিলফের ফলে তারা এক-ষষ্ঠাংশ মীরাস পেত। কিন্তু ইসলামে তা রহিত করা হয়েছে। দুইঃ ইসলামে হিলফ-এর কোন প্রয়োজন নেই। কারণ ন্যায়ের পক্ষে ও অন্যায়ের বিপক্ষে সাহায্য করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ইসলাম ওয়াজিব করেছে এবং মীরাস সম্পর্কেও পরিষ্কার বিধান দিয়েছে।

هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ قَالُوْا لاَ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ صَلُّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ قَالَ اَبُوْ قَتَادَةَ عَلَيَّ دَيْنُهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ ـ

২১৩১. সালামা ইবনুল আকওয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত। একদা নবী (সঃ) –এর নিকট একটি লাশ আনা হয় তার নামায পড়াবার জন্য। তিনি (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তার কি কোন দেনা রয়েছে? লোকেরা বলল, না। তখন তিনি তার নামায পড়ালেন। তারপর আরেকটি লাশ আনা হল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তার কি কোন দেনা রয়েছে? লোকেরা বলল, হাঁ। তিনি বললেন, তোমাদের এ সাথীর নামায তোমরা পড়াও। আবু কাতাদা (রাঃ) বললেন, হে রসূলুল্লাহ! তার দেনার দায় আমার ওপর। তখন তিনি তার নামায পড়ালেন।

٢١٣٢- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَدْ اَعْطَيْتُكَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا فَلَمْ يَجِئْ مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتّٰى قُبِضَ النَّبِيُّ فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ اَمَرَ اَبُوْبَكْرٍ فَنَادٰى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ عِدَةٌ اَوْدَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا فَاَتَيْتُهُ فَقُلْتُ اِنَّ النَّبِيَّ قَالَ لِيْ كَذَا وَكَذَا فَحَثٰى لِي حَثْيَةً فَعَدَدْتُهَا فَاِذَا هِيَ خَمْسُمِائَةٍ وَقَالَ خُذْ مِثْلَيْهَا ـ

২১৩২. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) (আমাকে) বলেছিলেন, যদি বাহরাইনের মাল এসে যায় তবে আমি তোমাকে এত এত দেব। কিন্তু নবী (সঃ)-এর ওফাত পর্যন্ত বাহরাইনের মাল এসে পৌছল না। পরে যখন বাহরাইনের মাল আসল, আবু বকর (রাঃ)-র আদেশে ঘোষণা করা হল, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট যার অনুকূলে কোন ওয়াদা বা দেনা রয়েছে সে যেন আমার নিকট আসে। (জাবের বলেন) আমি তাঁর নিকট গিয়ে বললাম, নবী (সঃ) আমাকে এত এত (দেবেন) বলেছিলেন। এ বলে জাবের (রাঃ) তিন আঁজলা দেখালেন। তখন তিনি [আবু বকর (রাঃ)] আমাকে হাতের আঁজলা ভর্তি করে দিলেন, আমি তা গুণে দেখি পাঁচশ' (দিরহাম)। তারপর তিনি বললেন, "আরো দ্বিগুণ নাও।"

৪–অনুচ্ছেদঃ নবী (সঃ)–এর যামানায় আবু বকর (রাঃ)–কে (মুশরিক কর্তৃক) নিরাপত্তা দান ও তার অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার বর্ণনা।

٢١٣٣- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ قَالَتْ لَمْ اَعْقِلْ اَبَوَيَّ اِلاَّ وَهُمَا يَدِيْنَانِ الدِّيْنَ وَقَالَ اَبُوْ صَالِحٍ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ اَعْقِلْ اَبَوَيَّ قَطُّ اِلاَّ وَهُمَا يَدِيْنَانِ الدِّيْنَ

وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ اِلاَّ يَأْتِيْنَا فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَرَ فِى النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً فَلَمَّا أُبْتُلِىَ الْمُسْلِمُوْنَ خَرَجَ اَبُوْ بَكْرٍ مُهَاجِرًا قِبَلَ الْحَبَشَةِ حَتّٰى اِذَا بَلَغَ بَرْكَ الْغِمَادِ لَقِيَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ وَهُوَ سَيِّدُ الْقَارَةِ فَقَالَ اَيْنَ تُرِيْدُ يَا اَبَا بَكْرٍ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَخْرَجَنِىْ قَوْمِىْ فَاَنَا أُرِيْدُ اَنْ اَسِيْحَ فِى الْاَرْضِ فَاَعْبُدَ رَبِّىْ قَالَ ابْنُ الدَّغِنَةِ اِنَّ مِثْلَكَ لاَ يَخْرُجُ وَلاَ يُخْرَجُ فَاِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْرِى الضَّيْفَ وَتُعِيْنُ عَلٰى نَوَائِبِ الحَقِّ وَ اَنَا لَكَ جَارٌ فَارْجِعْ فَاعْبُدْ رَبَّكَ بِبِلاَدِكَ فَارْتَحَلَ ابْنُ الدَّغِنَةِ فَرَجَعَ مَعَ اَبِىْ بَكْرٍ فَطَافَ فِىْ اَشْرَافِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَقَالَ لَهُمْ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ لاَيَخْرُجُ مِثْلُهُ وَلاَ يُخْرَجُ اَتُخْرِجُوْنَ رَجُلاً يَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وَيَصِلُ الرَّحِمَ وَيَحْمِلُ الكَلَّ وَيَقْرِى الضَّيْفَ وَيُعِيْنُ عَلٰى نَوَائِبِ الْحَقِّ فَاَنْفَذَتْ قُرَيْشٌ جِوَارَ ابْنِ الدَّغِنَةِ وَ اٰمَنُوْا اَبَا بَكْرٍ وَقَالُوْا لِاِبْنِ الدَّغِنَةِ مُرْاَبَا بَكْرٍ فَلْيَعْبُدْ رَبَّهُ فِىْ دَارِهِ فَلْيُصَلِّ وَلْيَقْرَأْ مَا شَاءَ وَلاَ يُؤْذِيْنَا بِذٰلِكَ وَلاَ يَسْتَعْلِنْ بِهِ فَاِ نَّا قَدْ خَشِيْنَا اَنْ يَّفْتِنَ اَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا قَالَ ذٰلِكَ ابْنُ الدَّغِنَةِ لاَ بِىْ بَكْرٍ فَطَفِقَ اَبُوْ بَكْرٍ يَعْبُدُ رَبَّهُ فِى دَارِهِ وَلاَ يَسْتَعْلِنُ بِالصَّلاَةِ وَلاَ الْقِرَاءَةِ فِىْ غَيْرِ دَارِهِ ثُمَّ بَدَا لاَبِىْ بَكْرٍ فَابْتَنٰى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ وَبَرَزَ فَكَانَ يُصَلِّىْ فِيْهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ فَيَتَقَصَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِيْنَ وَاَبْنَاؤُهُمْ يَعْجَبُوْنَ وَيَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ وَكَانَ اَبُوْبَكْرٍ رَجُلاً بَكَّاءً لاَ يَمْلِكُ دَمْعَهُ حِيْنَ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ فَاَفْزَعَ ذٰلِكَ اَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَاَرْسَلُوْا اِلَى ابْنِ الدَّغِنَةِ فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوْا لَهُ اِنَّا كُنَّا اَجَرْنَا اَبَا بَكْرٍ عَلٰى اَنْ يَّعْبُدَ رَبَّهُ فِىْ دَارِهِ وَاِنَّهُ جَاوَزَ ذٰلِكَ فَابْتَنٰى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ وَاَعْلَنَ الصَّلاَةَ وَالْقِرَاءَةَ وَقَدْ خَشِيْنَا اَنْ يَّفْتِنَ اَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا فَأْتِهِ فَاِنْ اَحَبَّ اَنْ يَقْتَصِرَ عَلٰى اَنْ يَّعْبُدَ رَبَّهُ فِىْ دَارِهِ فَعَلَ وَاِنْ اَبٰى اِلاَّ اَنْ يُّعْلِنَ ذٰلِكَ فَسَلْهُ اَنْ يَرُدَّ اِلَيْكَ ذِمَّتَكَ فَاِنَّا كَرِهْنَا اَنْ نُخْفِرَكَ وَلَسْنَامُقِرِّيْنَ لاَبِى بَكْرٍ الْاَسْتِعْلاَنَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَاَتَى ابْنُ الدَّغِنَةِ اَبَابَكْرٍ فَقَالَ قَدْ عَلِمْتَ الَّذِىْ عَقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ فَاِمَّا اَنْ تَقْتَصِرَ عَلٰى ذٰلِكَ وَاِمَّا اَنْ تَرُدَّ اِلَىَّ ذِمَّتِىْ

فَانِّيْ لاَ اُحِبُّ اَنْ تَسْمَعَ الْعَرَبُ اَنِّيْ اُخْفِرْتُ فِيْ رَجُلٍ عَقَدْتُ لَهُ قَالَ اَبُوْبَكْرٍ انِّيْ اَرُدُّ الَيْكَ جِوَارَكَ وَاَرْضٰى بِجِوَارِ اللّٰهِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اُرِيْتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ رَاَيْتُ سَبْخَةً ذَاتَ نَخْلٍ بَيْنَ لاَبَتَيْنِ وَهُمَا الْحَرَّتَانِ فَهَاجَرَمَنْ هَاجَرَ قِبَلَ الْمَدِيْنَةِ حِيْنَ ذَكَرَ ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَرَجَعَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ بَعْضُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ اِلٰى اَرْضِ الْحَبَشَةِ وَتَجَهَّزَ اَبُوْ بَكْرٍ مُهَاجِرًا فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى رِسْلِكَ فَاِنِّيْ اَرْجُوْ اَنْ يُؤْذَنَ لِيْ قَالَ اَبُوْبَكْرٍ هَلْ تَرْجُوْ ذٰلِكَ بِاَبِيْ اَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَحَبَسَ اَبُوْ بَكْرٍ نَفْسَهُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِيَصْحَبَهُ وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُرِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ -

২১৩৩. উরওয়া ইবনুয যুবাইর (রঃ) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রাঃ) বলেন, যে দিন থেকে আমার বোধশক্তি হয়েছে সেদিন থেকেই আমি আমার মা-বাবাকে দীন ইসলামের অনুসারী রূপে পেয়েছি (ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম পালন করতে আমি তাদেরকে কখনো দেখিনি) এবং আমাদের এমন কোন দিন যায়নি যার দু'প্রান্তে সকাল-সন্ধ্যায় রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের নিকট আসেননি (অর্থাৎ প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় তিনি আমাদের বাড়ী আসতেন)। মুসলমানরা যখন কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন তখন একদা আবু বকর (রাঃ) হিজরতের উদ্দেশ্যে আবিসিনিয়া অভিমুখে যাত্রা করলেন। তিনি বারকুল গিমাদ[২] নামক স্থানে পৌছলে ইবনুদ দাগিনাহ তাঁর সাথে সাক্ষাত করলেন। তিনি ছিলেন কারাহ্ গোত্রের সরদার। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু বকর! কোথায় যেতে চাচ্ছেন? আবু বকর (রাঃ) বললেন, আমার জাতি আমাকে বের করে দিয়েছে। তাই আমি ইচ্ছা করেছি যে, আমি দেশে দেশে ঘুরে বেড়াব আর আমার প্রতিপালকের ইবাদত করব। (একথা শুনে) ইবনুদ্ দাগিনাহ বললেন, আপনার মত লোক (স্বেচ্ছায় দেশ থেকে) বেরিয়ে যেতে পারে না এবং আপনার মত লোককে বহিস্কার করাও চলে না (অর্থাৎ আপনার মত একজন সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে স্বেচ্ছায় দেশ ত্যাগ করা যেমন ঠিক নয় তেমনি আপনাকে দেশ থেকে বের করে দেয়াও অন্যায়)। কেননা আপনি নিঃস্বকে উপার্জনক্ষম করেন, আত্মীয়তার বন্ধন সংযুক্ত রাখেন, অক্ষমের বোঝা বহন করেন, অতিথির মেহমানদারী করেন এবং বিপদ-দুর্বিপাকে লোককে সাহায্য করেন।[৩] আমি আপনার আশ্রয়দাতা (অর্থাৎ আপনার আশ্রয় ও নিরাপত্তার দায়িত্ব আমার উপর)। সুতরাং আপনি ফিরে যান এবং নিজ দেশে গিয়ে আপন প্রতিপালকের ইবাদত করুন। এ কথা বলে ইবনুদ দাগিনাহ রওনা করলেন এবং আবু বকরকে সাথে নিয়ে (মক্কায়) ফিরে এলেন। তিনি কুরাইশ কাফিরদের

২ 'বারকুল-গিমাদ' মক্কা থেকে ইয়েমেনের দিকে প্রায় আশি মাইল দূরে অবস্থিত একটি জনপদ।

৩. অথবা এর অর্থঃ সত্য অবলম্বনের কারণে সত্যাশ্রয়ীদের ওপর যে দুর্দশা নেমে আসে আপনি তখন সাহায্য করেন।

নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে ঘোরাফেরা করলেন এবং বললেন, আবু বকরের মত লোক যেমন বেরিয়ে যেতে পারে না, তেমনি তাঁর মত লোককে বহিস্কার করাও চলে না। আপনারা কি এমন একজন লোককে (দেশ থেকে) বহিস্কৃত করতে চাচ্ছেন যে নিঃস্বকে উপার্জনক্ষম করে, আত্মীয়তার বন্ধন সংযুক্ত রাখে, অপরের বোঝা বহন করে, অতিথির মেহমানদারী করে এবং দুর্বিপাকে সাহায্য করে। এ কথা শুনে (আবু বকরকে) ইবনুদ দাগিনার আশ্রয় প্রদান কুরাইশরা মেনে নিল এবং তারা আবু বকরকে নিরাপত্তা প্রদান করে ইবনুদদাগিনাকে বলল, আপনি আবু বকরকে বলুন, তিনি যেন নিজ বাড়ীতে তাঁর প্রতিপালকের ইবাদত করেন, সেখানেই যেন নামায পড়েন এবং তাঁর যা ইচ্ছা তা (বাড়ীতেই যেন) পড়েন। এ ব্যাপারে তিনি আমাদেরকে যেন কষ্ট না দেন এবং এসব তিনি যেন প্রকাশ্যে না করেন। কেননা আমাদের ভয় হচ্ছে, তিনি (প্রকাশ্যে ঐসব করে) আমাদের স্ত্রী–পুত্রদের মধ্যে (ধর্মের ব্যাপারে) আবার কোন্ গোলমাল বাধিয়ে দেন। ইবনুদ দাগিনাহ এসব কথা আবু বকর (রাঃ)–কে বললেন। তাই তিনি নিজ বাড়ীতে স্বীয় প্রতিপালকের ইবাদত করতে থাকেন, প্রকাশ্যভাবে নামায এবং কুরআন পড়েন না। কিছুদিন পর আবু বকরের মনে কি যেন খেয়াল চাপল। তিনি নিজ বাড়ীর প্রাঙ্গণে একটি মসজিদ নির্মাণ করলেন এবং (ঘর থেকে) বেরিয়ে সেখানে নামায পড়তে ও কুরআন তিলাওয়াত করতে লাগলেন। ফলে মুশরিকদের স্ত্রী–পুত্ররা তাঁর কাছে ভিড় জমাতে লাগল। তাঁর অবস্থা দেখে তারা বিস্ময়বোধ করত এবং একদৃষ্টে তাঁর প্রতি তাকিয়ে থাকত।

আবু বকর (রাঃ) ছিলেন বেশী ক্রন্দনশীল ব্যক্তি। যখন তিনি কুরআন পাঠ করতেন তখন চোখের পানি ধরে রাখতে পারতেন না। এটা মুশরিক কুরাইশ নেতাদেরকে বিব্রত করে তুলল। তারা ইবনুদদাগিনাকে ডেকে পাঠাল। তিনি তাদের নিকট এলে তারা বলল, আমরা তো আবু বকরকে এ শর্তে আশ্রয় দিয়েছিলাম যে, তিনি নিজ বাড়ীতে তাঁর প্রভুর ইবাদত করবেন। কিন্তু তিনি তা লংঘন করে নিজ বাড়ীর আঙ্গিনায় একটি মসজিদ নির্মাণ করেছেন এবং (তাতে) প্রকাশ্যভাবে নামায পড়ছেন ও কুরআন পাঠ করছেন। এতে আমরা আশংকা করছি যে, তিনি আমাদের স্ত্রী–পুত্রদের ধর্মমতে গন্ডগোল বাধিয়ে দিবেন। সুতরাং আপনি তাঁকে গিয়ে বলুন, যদি তিনি নিজ বাড়ীতে (অপ্রকাশ্যে) নিজ প্রভুর ইবাদত করে ক্ষান্ত থাকতে চান তবে তাই করুন। আর যদি তিনি অস্বীকার করেন এবং প্রকাশ্যে ঐ সব করতে চান তবে আপনি তাকে বলুন, তিনি যেন আপনার যিম্মদারী ফিরিয়ে দেন। কেননা একদিকে আমরা যেমন আপনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করাটা অপছন্দ করি, অন্য দিকে তেমনি আবু বকরের প্রকাশ্য ধর্মানুষ্ঠানকেও আমরা কিছুতেই মেনে নিতে পারি না।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, অতঃপর ইবনুদদাগিনাহ আবু বকরের নিকট এসে বললেন, যে শর্তে আমি আপনার সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলাম তা আপনার বেশ জানা রয়েছে। সুতরাং হয়ত আপনি (বাড়াবাড়ি না করে) ঐ শর্তের ওপর সীমাবদ্ধ থাকুন, নয়ত আমার যিম্মাদারী আমাকে প্রত্যর্পণ করুন। কেননা কোন ব্যক্তির সাথে আমি নিরাপত্তা চুক্তি করার পর আমার পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে এমন একটা কথা আরব জাতি শুনতে

পাক এটা মোটেই পছন্দ করি না। আবূ বকর (রাঃ) বললেন, আপনার আশ্রয় দানের প্রতিশ্রুতি আমি আপনাকে প্রত্যর্পণ করছি এবং মহান আল্লাহর আশ্রয় লাভেই আমি সন্তুষ্ট।

ঐ সময় (যখন এসব ঘটনা ঘটছিল) রসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কায় ছিলেন। তখন (একদিন) রসূলুল্লাহ (সঃ) মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, আমাকে (স্বপ্নযোগে) তোমাদের হিজরতের স্থান দেখান হয়েছে। আমি খেজুর বৃক্ষেপূর্ণ একটি স্থান দেখলাম যা দু'টি কংকরময় প্রান্তরের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন এ (স্বপ্নের) কথা বললেন তখন যারা হিজরত করার মনস্থ করেছিল তারা মদীনার দিকেই হিজরত করল। আর যারা আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিল তাদেরও কেউ কেউ মদীনার দিকে প্রত্যাবর্তন করল। আবূ বকরও হিজরতের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) (আবূ বকরকে) বললেন, অপেক্ষা করুন। কেননা আমি নিশ্চিতভাবে আশা করছি যে, আমাকেও হিজরতের অনুমতি দেয়া হবে। আবূ বকর (রাঃ) বললেন, আমার পিতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক, আপনি কি এমনটা আশা করেন? তিনি বললেন, হাঁ। তখন আবূ বকর (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গী হওয়ার উদ্দেশ্যে নিজেকে বিরত রাখলেন এবং তাঁর নিকট যে দুটো উট ছিল সেগুলো চার মাস ধরে বাবলা গাছের পাতা খাওয়াতে থাকলেন।

৫—অনুচ্ছেদঃ ঋণ।

٢١٣٤ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُؤْتٰى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفّٰى عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْاَلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِه فَضْلاً فَاِنْ حُدِّثَ اَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِه وَفَاءً صَلّٰى وَاِلاَّ قَالَ لِلْمُسْلِمِيْنَ صَلُّوْا عَلٰى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْفُتُوْحَ قَالَ اَنَا اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوُفِّىَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَىَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِه -

২১৩৪. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) -এর নিকট কোন দেনাদার ব্যক্তির মৃতদেহ আনা হলে প্রথমে তিনি জিজ্ঞেস করতেন, সে তার দেনা পরিশোধের জন্য অতিরিক্ত কিছু (মাল) রেখে গেছে কি? যদি তাঁকে বলা হত যে, সে (মৃত ব্যক্তি) তার দেনা পরিশোধের জন্য কিছু রেখে গেছে তবে তিনি তার নামায পড়তেন। নতুবা মুসলমানদের বলতেন, তোমাদের সাথীর নামায তোমরা পড়। পরবর্তী কালে আল্লাহ যখন তাঁর জন্য বিজয়ের দ্বার উন্মোচিত করে দিলেন তখন তিনি বললেন, আমি মুমিনদের জন্য তার নিজ সত্তার চাইতেও অধিক শুভাকাংখী। সুতরাং যে মুসলিম দেনা রেখে মৃত্যুবরণ করে তার সে দেনা পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার, আর যে সম্পদ সে রেখে যায় তা তাঁর ওয়ারিশদের।

অধ্যায়—১৬

كتاب الوكالة

(প্রতিনিধিত্বের বর্ণনা)

১— অনুচ্ছেদঃ ভাগ—বাটোয়ারা ইত্যাদিতে এক শরীক অপর শরীকের প্রতিনিধি নিয়োজিত হওয়া। নবী (সঃ) তাঁর কোরবানীর পশুতো আলী (রা)—কে শরীক করেন, অতপর (তাঁর পক্ষ থেকে) তা বন্টন করার আদেশ দেন।

٢١٣٥– عَنْ عَلِيٍّ قَالَ اَمَرَنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ اَتَصَدَّقَ بِجِلاَلِ البُدْنِ الَّتِىْ نَحَرَت وَبِجُلُودِهَا ـ

২১৩৫. আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে কোরবানীকৃত উটের ঝিল্লী ও তার চামড়া সদকা করতে হুকুম করেছেন।

٢١٣٦– عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلٰى صَحَابَتِه فَبَقِىَ عَتُودٌ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ ضَحِّ اَنْتَ ـ

২১৩৬. উকবা ইবনে আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) তাঁকে কতকগুলো ছাগল—ভেড়া সাহাবীদের মধ্যে বন্টন করার জন্য দিয়েছিলেন। (বন্টনের পর) একটি ছাগ—শাবক অবশিষ্ট রয়ে গেল। তিনি এটা নবী (সঃ)—এর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বলেন, ওটা তুমি কোরবানী কর।

২—অনুচ্ছেদঃ মুসলমানের পক্ষে কোন অমুসলিমকে মুসলিম দেশে কিংবা অমুসলিম দেশে প্রতিনিধি নিয়োগ করা জায়েয।

٢١٣٧– عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ كَاتَبْتُ اُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ كِتَابًا بِاَنْ يَحْفَظَنِىْ فِىْ صَاغِيَتِىْ بِمَكَّةَ وَاَحْفَظَهُ فِىْ صَاغِيَتِه بِالْمَدِيْنَةِ فَلَمَّا ذَكَرْتُ الرَّحْمٰنَ قَالَ لاَ اَعْرِفُ الرَّحْمٰنَ كَاتِبْنِىْ بِاسْمِكَ الَّذِىْ كَانَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَكَاتَبْتُهُ عَبْدُ عَمْرٍو فَلَمَّا كَانَ فِىْ يَوْمِ بَدْرٍ خَرَجْتُ اِلٰى جَبَلٍ لِاُحْرِزَهُ حِيْنَ نَامَ النَّاسُ فَاَبْصَرَهُ بِلاَلٌ فَخَرَجَ

حَتّٰى وَقَفَ عَلٰى مَجْلِسٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ اُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ لَا نَجَوْتُ اِنْ نَجَا اُمَيَّةُ فَخَرَجَ مَعَهُ فَرِيْقٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ فِيْ اٰثَارِنَا فَلَمَّا خَشِيْتُ اَنْ يَّلْحَقُوْنَا خَلَّفْتُ لَهُمْ اِبْنَهُ لِاَشْغَلَهُمْ فَقَتَلُوْهُ ثُمَّ اَبَوْا حَتّٰى يَتْبَعُوْنَا وَكَانَ رَجُلًا ثَقِيْلًا فَلَمَّا اَدْرَكُوْنَا قُلْتُ لَهُ اُبْرُكْ فَبَرَكَ فَاَلْقَيْتُ عَلَيْهِ نَفْسِيْ لِاَمْنَعَهُ فَتَخَلَّلُوْهُ بِالسُّيُوْفِ مِنْ تَحْتِيْ حَتّٰى قَتَلُوْهُ وَاَصَابَ اَحَدُهُمْ رِجْلِيْ بِسَيْفِهِ وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ يُرِيْنَا ذٰلِكَ الْاَثَرَ فِيْ ظَهْرِ قَدَمِهِ ـ

২১৩৭. আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমাইয়া ইবনে খালাফের সংগে এই মর্মে একটি চুক্তিতে উপনীত হলাম যে, সে মক্কায় আমার মাল-আসবাবের রক্ষণাবেক্ষন করবে আর আমি মদীনায় তার মাল-আসবাবের রক্ষণাবেক্ষণ করব। যখন আমি (চুক্তিনামার মধ্যে আমার নামের শেষে) 'রহমান' শব্দটি উল্লেখ করলাম তখন সে বলল, আমি রহমানকে চিনি না। জাহিলী যুগে তোমার যে নাম ছিল তাই লিখ। তখন আমি তাতে আবদু আমর লিখে দিলাম। বদর যুদ্ধের দিন যখন লোকেরা ঘুমিয়ে পড়ল তখন আমি তাকে (উমাইয়াকে) রক্ষা করার জন্য একটি পাহাড়ের দিকে ছুটে গেলাম। কিন্তু বিলাল (রা) তাকে দেখে ফেললেন। তিনি (তৎক্ষণাৎ) ছুটে গিয়ে আনসারদের এক মজলিসে উপস্থিত হলেন এবং (তার দিকে ইংগিত করে) বললেন, ঐ যে উমাইয়া ইবনে খালাফ। যদি উমাইয়া বেঁচে যায় তবে আমার আর রক্ষা নেই। তখন আনসারদের একটি দল তার সাথে আমাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করল। যখন আমার আশংকা হল যে, তারা আমাদের নিকট এসে পড়বে, তখন আমি তার (উমাইয়ার) পুত্রকে তাদের জন্য পেছনে ছেড়ে এলাম, তাদেরকে ব্যতিব্যস্ত রাখার জন্য। কিন্তু তারা তাকে হত্যা করল। এরপরও তারা ক্ষান্ত হল না। তারা আমাদের পিছু ছুটল। আর উমাইয়া ছিল অত্যন্ত স্থূলদেহী (তাই বেশী দূর দৌড়াতে পারল না)। যখন তারা আমাদের কাছে পৌছে গেল তখন আমি তাকে বললাম, বসে পড়। সে বসে পড়ল। আমি তাকে রক্ষা করার জন্য আমার দেহখানা তার ওপর স্থাপন করলাম (অর্থাৎ আমার শরীর দিয়ে তাকে আড়াল করে রাখলাম)। কিন্তু তারা আমার নীচে থেকে তরবারি ঢুকিয়ে দিয়ে তাকে হত্যা করে ফেলল। তাদের একজনের তরবারি আমার পায়েও লেগেছিল। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) তাঁর পায়ের সে ক্ষত চিহ্নটি আমাদেরকে দেখাতেন।

৩-অনুচ্ছেদঃ সোনা-রূপা ও ওজনে বিক্রয়যোগ্য বস্তুসমূহের ব্যাপারে প্রতিনিধি নিয়োগ। উমর (রাঃ) ও ইবনে উমর (রাঃ) সোনা-রূপা ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে (প্রতিনিধি) নিয়োগ করেছিলেন।

٢١٣٨- عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ وَاَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِسْتَعْمَلَ

رَجُلاً عَلٰى خَيْبَرَ فَجَاءَهُمْ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ فَقَالَ اَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هٰكَذَا فَقَالَ اِنَّا لَنَاْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هٰذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاَثَةِ فَقَالَ لاَ تَفْعَلْ بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيْبًا وَقَالَ فِى الْمِيْزَانِ مِثْلَ ذٰلِكَ ـ

২১৩৮. আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) এক ব্যক্তিকে খাইবারে কর্মচারী নিয়োগ করে পাঠান। সে বেশ কিছু উৎকৃষ্ট খেজুর তাঁর নিকট নিয়ে আসল। তিনি (সঃ) বললেন, খাইবারের সব খেজুরই কি এরূপ? সে বলল, (না তা নয়) আমরা দু' সা'র পরিবর্তে এর এক সা' নিয়ে থাকি; কিংবা তিন সা'র পরিবর্তে এর দুই সা' নিয়ে থাকি। তিনি (সঃ) বললেন, এরূপ কর না। নিকৃষ্ট মানের খেজুর দিরহাম (মুদ্রা) নিয়ে বিক্রি কর। তারপর ঐ দিরহাম দিয়ে উৎকৃষ্টগুলো ক্রয় কর। ওজনে বিক্রয়যোগ্য বস্তুসমূহের ব্যাপারেও তিনি অনুরূপ বলেছেন।

৪–অনুচ্ছেদ : যখন রাখাল অথবা প্রতিনিধি দেখে যে, কোন বকরী মারা যাচ্ছে কিংবা কোন জিনিস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তখন সে ঐ বকরীটা জবাই করে দেবে এবং নষ্টপ্রায় জিনিসটাকে ঠিক রাখার ব্যবস্থা করবে।

٢١٣٩– عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ كَانَتْ لَهُمْ غَنَمٌ تَرْعٰى بِسَلْعٍ فَاَبْصَرَتْ جَارِيَةٌ لَنَا بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا مَوْتًا فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ فَقَالَ لَهُمْ لاَ تَاْكُلُوْا حَتّٰى اَسْاَلَ النَّبِىَّ ﷺ اَوْ اُرْسِلَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ مَنْ يَسْاَلُهُ وَاَنَّهُ سَاَلَ النَّبِىَّ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ اَوْ اَرْسَلَ فَاَمَرَهُ بِاَكْلِهَا قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ فَيُعْجِبُنِىْ اَنَّهَا اَمَةٌ وَاَنَّهَا ذَبَحَتْ تَابَعَهُ عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ـ

২১৩৯. ইবনে কা'ব ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তাঁর কতগুলো ছাগল–ভেড়া ছিল যা সালআ নামক পাহাড়ে চরে বেড়াত। আমাদের এক দাসী একদা দেখল যে, আমাদের ছাগল–ভেড়ার মধ্যে একটি বকরী মারা যাচ্ছে। তখন সে (তাড়াতাড়ি) একটি পাথর ভেংগে নিয়ে তা দিয়ে বকরীটাকে জবাই করে দিল। তিনি (কা'ব ইবনে মালিক) তাদেরকে (পরিবারবর্গকে) বললেন, তোমরা এটা খেও না যে পর্যন্ত না এ সম্পর্কে নবী (সঃ)–এর নিকট আমি জিজ্ঞেসা করি অথবা জিজ্ঞেস করার জন্য কাউকে পাঠাই। অতঃপর তিনি স্বয়ং এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, অথবা লোক পাঠিয়েছিলেন। তিনি তা খাওয়ার জন্য তাকে অনুমতি দিয়েছিলেন। (বর্ণনাকারী) উবাইদুল্লাহ (র) বলেন, এ কথাটা আমার খুব ভাল লাগল যে, দাসী হয়েও সে বকরীটাকে জবাই করতে পারল।

৫–অনুচ্ছেদঃ উপস্থিত ও অনুপস্থিত ব্যক্তির উকীল (প্রতিনিধি) নিয়োগ করা জায়েয। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) তাঁর উকীলকে তাঁর অনুপস্থিতিতে লিখে পাঠান সে যেন তাঁর পরিবারের ছোট বড় সবার পক্ষ থেকে সাদকায়ে ফিতর আদায় করে দেয়।

٢١٤٠- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ سِنٌّ مِنَ الْاِبِلِ فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ أَعْطُوْهُ فَطَلَبُوْا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُ اِلاَّ سِنًّافَوْقَهَا فَقَالَ أَعْطُوْهُ فَقَالَ أَوْفَيْتَنِيْ أَوْفَى اللّٰهُ بِكَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً ـ

২১৪০. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ)–এর নিকট এক ব্যক্তির একটি বিশেষ বয়সের উট পাওনা ছিল। সে (পাওনার জন্য) তাঁকে তাগাদা দিতে এলে তিনি (সাহাবাদেরকে) বললেন, তাকে (তার পাওনা) দিয়ে দাও। তাঁরা (সাহাবারা) ঐ উটের সমবয়সী উট অনেক খুঁজলেন, কিন্তু এমন উট পেলেন না, পেলেন তার চাইতে বেশী বয়সের উট। তখন তিনি (সঃ) বললেন, ওটাই দিয়ে দাও। লোকটি তখন বলল, আপনি আমার প্রাপ্য পুরোপুরি আদায় করেছেন। আল্লাহ আপনাকেও পুরোপুরি (প্রতিদান) দিন। নবী (সঃ) বললেন, যে ঋণ পরিশোধ করার বেলায় উত্তম, সে–ই তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

৬–অনুচ্ছেদঃ ঋণ পরিশোধের জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ।

٢١٤١- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعُوْهُ فَاِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً ثُمَّ قَالَ : أَعْطُوْهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّهِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لاَ نَجِدُ اِلاَّ أَمْثَلَ مِنْ سِنِّهِ فَقَالَ أَعْطُوْهُ فَاِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً ـ

২১৪১. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক (ইহুদী) ব্যক্তি নবী (সঃ) –এর নিকট (পাওনার জন্য) তাগাদা দিতে এসে রূঢ় ভাষায় কথা বলতে লাগল। এতে তাঁর সাহাবীরা (ক্ষুব্ধ হয়ে) লোকটিকে শায়েস্তা করতে উদ্যত হল। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। কেননা পাওনাদারের কড়া কথা বলার অধিকার রয়েছে। তারপর তিনি বললেন, তার (উটের) সমবয়সী একটি (উট) তাকে দিয়ে দাও। তারা (সাহাবীরা) বললেন, হে রসূলুল্লাহ! তার চাইতে শ্রেষ্ঠ উট পাচ্ছি না (অর্থাৎ তার উটের সমবয়সী উট পাওয়া যাচ্ছে না, বরং তার চাইতে শ্রেষ্ঠ পাওয়া যাচ্ছে)। নবী (সঃ) বললেন, ওটাই দিয়ে দাও। কারণ যে ঋণ পরিশোধ করার বেলায় উত্তম, সে–ই তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

৭–অনুচ্ছেদঃ কোন প্রতিনিধিকে কিংবা কোন কওমের সুপারিশকারীকে কোন বস্তু হেবা (দান) করা জায়েয। কেননা নবী (সঃ) হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধি দলকে যখন তারা গনীমতের মাল দাবী করেছিল–বলেছিলেন, আমি আমার অংশটা তোমাদের দিয়ে দিচ্ছি।

٢١٤٢– عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ اَخْبَرَاهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ حِيْنَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِيْنَ فَسَاَلُوْهُ اَنْ يَرُدَّ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحَبُّ الْحَدِيْثِ اِلَيَّ اَصْدَقُهُ فَاخْتَارُوْا اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ اِمَّا السَّبْيَ وَاِمَّا الْمَالَ وَقَدْ كُنْتُ اِسْتَانَيْتُ بِهِمْ وَقَدْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْتَظَرَهُمْ بِضْعَ عَشَرَةَ لَيْلَةً حِيْنَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ ۔

فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ غَيْرُ رَادٍّ اِلَيْهِمْ اِلاَّ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ قَالُوْا فَاِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ فِى الْمُسْلِمِيْنَ فَاَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَاهُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ : اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ اِخْوَانَكُمْ هٰؤُلاَءِ قَدْ جَاؤُنَا تَائِبِيْنَ وَاِنِّى قَدْ رَاَيْتُ اَنْ اَرُدَّ اِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ فَمَنْ اَحَبَّ مِنْكُمْ اَنْ يُّطَيِّبَ بِذٰلِكَ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ اَحَبَّ مِنْكُمْ اَنْ يَكُوْنَ عَلٰى حَظِّهِ حَتّٰى نُعْطِيَهُ اِيَّاهُ مِنْ اَوَّلِ مَا يُفِىءُ اللّٰهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ فَقَالَ النَّاسُ : قَدْ طَيَّبْنَا ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّا لاَنَدْرِىْ مَنْ اَذِنَ مِنْكُمْ فِىْ ذٰلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَاْذَنْ فَارْجِعُوْا حَتّٰى يَرْفَعُوْا اِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ ثُمَّ رَجَعُوْا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرُوْهُ اَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوْا وَاَذِنُوْا ۔

২১৪২. মারওয়ান ইবনুল হাকাম ও মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধি দল মুসলমান হয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ) –এর নিকট এসে তাদের ধন–সম্পদ ও বন্দী ফেরত চাইলে তিনি দাঁড়িয়ে বলেন, আমার নিকট সত্য কথাই অধিকতর প্রিয়। তোমরা দু'টোর মধ্যে যে কোন একটা বেছে নাওঃ হয় বন্দী অথবা ধন–সম্পদ। আমি তো তাদের আগমনের অপেক্ষায়ই (জি'রানা নামক স্থানে প্রতীক্ষমাণ) ছিলাম। (রাবী বলেন) তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তন করে রসূলুল্লাহ (সঃ) দশ দিনেরও বেশী সময় তাদের (হাওয়াযিন গোত্রের) জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। যখন তারা (হাওয়াযিন প্রতিনিধি দল) পরিষ্কার বুঝতে পারল যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) দু'টোর মধ্যে মাত্র একটা ফেরত দেবেন তখন তারা বলল, আমরা আমাদের বন্দীদেরই গ্রহণ করছি। রসূলুল্লাহ (সঃ) মুসলমানদের মাঝে উঠে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহর যথাযোগ্য প্রশংসা করে বললেন,

অতঃপর তোমাদের এ ভাইয়েরা তওবা করে আমার নিকট এসেছে এবং আমার মতামত এই যে, আমি তাদের বন্দীদের ফেরত দেই। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি নিজ খুশীতে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে (বিনামূল্যে ফেতর) দিতে চায় সে দিক। আর তোমাদের মধ্যে যে এর বিনিময় চায় তাকে আমরা ঐ গনীমাতের মাল থেকে তা দেব যা আল্লাহ সর্বপ্রথম আমাদের হস্তগত করবেন, এ শর্তে সে তা করুক (অর্থাৎ ফেতর দিক)। লোকেরা বলল, হে রসূলুল্লাহ! আমরা নিজ খুশীতেই তাদেরকে ফেরত দিলাম। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, তোমাদের মধ্যে এ বিষয়ে কে কে অনুমতি দিল, আর কে কে অনুমতি দিল না, তা আমরা বুঝতে পারছি না। সুতরাং তোমরা ফিরে যাও এবং তোমাদের প্রতিনিধিত্বশীল নেতৃবৃন্দ তোমাদের মতামত আমাদের নিকট পেশ করুক। লোকেরা ফিরে গেল। তাদের প্রতিনিধিবর্গ তাদের সাথে আলোচনা করল। পরে তারা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে জানাল যে, লোকেরা সন্তুষ্ট চিত্তে অনুমতি দিয়েছে।

৮-অনুচ্ছেদঃ কেউ কোন লোককে কিছু দান করার জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করল কিন্তু কত দান করবে তা বলল না, তবে সে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী দান করবে।

٢١٤٣- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَكُنْتُ عَلٰى جَمَلٍ ثَقَالٍ اِنَّمَا هُوَ فِىْ اٰخِرِ الْقَوْمِ فَمَرَّ بِى النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ هٰذَا قُلْتُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ مَالَكَ قُلْتُ اِنِى عَلٰى جَمَلٍ ثَفَالٍ قَالَ اَمَعَكَ قَضِيْبٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اَعْطِنِيْهِ فَاَعْطَيْتُهُ فَضَرَبَهُ فَزَجَرَهُ فَكَانَ مِنْ ذٰلِكَ الْمَكَانِ مِنْ اَوَّلِ الْقَوْمِ قَالَ بِعْنِيْهِ فَقُلْتُ بَلْ هُوَلَكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بِعْنِيْهِ قَدْ اَخَذْتُهُ بِاَرْبَعَةِ دَنَانِيْرَ وَلَكَ ظَهْرُهُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ اَخَذْتُ اَرْتَحِلُ قَالَ اَيْنَ تُرِيْدُ قُلْتُ تَزَوَّجْتُ اِمْرَاَةً قَدْ خَلاَ مِنْهَا قَالَ فَهَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ قُلْتُ اِنَّ اَبِىْ تُوُفِّىَ وَتَرَكَ بَنَاتٍ فَاَرَدْتُ اَنْ اَنْكِحَ اِمْرَاَةً قَدْ جَرَّبَتْ خَلاَ مِنْهَا قَالَ فَذٰلِكَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ قَالَ يَا بِلاَلُ اَقْضِهِ وَزِدْهُ فَاَعْطَاهُ اَرْبَعَةَ دَنَانِيْرَ وَزَادَهُ قِيْرَاطًا قَالَ جَابِرٌ لاَ تُفَارِقُنِى زِيَادَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يَكُنِ الْقِيْرَاطُ يُفَارِقُ جِرَابَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ـ

২১৪৩. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক সফরে নবী (সঃ)-এর সাথে ছিলাম। আমি একটি ধীরগামী উটে সওয়ার ছিলাম। তাই উটটা দলের পেছনে পড়ে গেল। এমতাবস্থায় নবী (সঃ) আমার কাছ দিয়ে গেলেন এবং বললেন, এ কে? আমি বললাম, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ। তিনি বললেন, তোমার কি হল (পেছনে পড়লে কেন)? আমি বললাম, আমি একটা ধীরগতি সম্পন্ন উটে সওয়ার হয়েছি। তিনি

বললেন, তোমার নিকট কি কোন ছড়ি আছে? আমি বললাম, হাঁ (আছে)। তিনি বললেন, তা (ছড়িটা) আমাকে দাও। আমি ছড়িটা তাঁকে দিলাম। তিনি উটটাকে আঘাত করলেন এবং ধমক দিলেন। তখন উটটা (এত দ্রুত চলল যে) সে স্থান থেকে দলের অগ্রভাগ পৌঁছে গেল। তিনি (সঃ) বললেন, এটা আমার নিকট বিক্রি করে দাও। আমি বললাম, নিশ্চয়ই হে রসূলুল্লাহ! এটা আপনারই (অর্থাৎ বিনা মূল্যেই নিয়ে নিন)। তিনি বললেন, না বরং আমার কাছে বিক্রি কর। (অতঃপর) তিনি বললেন, চার দীনার মূল্যে আমি এটা কিনে নিলাম। তবে মদীনা পর্যন্ত তুমিই এর পিঠে সওয়ার থাকবে। যখন আমরা মদীনার নিকটবর্তী হলাম, তখন আমি আমার বাড়ীর দিকে যেতে উদ্যত হলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যেতে চাচ্ছ? আমি বললাম, আমি একটা বিধবা নারীকে বিয়ে করেছি। তিনি বললেন, কুমারী কেন বিয়ে করলে না? সে তোমার সাথে রং-তামাশা করত এবং তুমি তার সাথে রং-তামাশা করতে। আমি বললাম, আমার বাবা মারা গেছেন। (মৃত্যুকালে) তিনি কয়েকটি মেয়ে রেখে গেছেন। তাই এমন একটা নারীকে আমি বিয়ে করতে মনস্থ করলাম, যে হবে (ঘরকন্নায়) অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বিধবা। তিনি (সঃ) বললেন, তবে ঠিকই করেছ। আমরা মদীনায় পৌঁছলে তিনি (বিলালকে) বললেন, হে বিলাল! একে (জাবিরকে) তার পাওনা দিয়ে দাও এবং কিছু অতিরিক্ত দিও। বিলাল (রা) তাকে চার দীনার এবং অতিরিক্ত এক কীরাত (স্বর্ণ) দিলেন। জাবির (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দেয়া অতিরিক্ত এক কীরাত সোনা কখনো আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হত না। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-র থলে থেকে ঐ কীরাত কোনদিন আলাদা হত ন।

৯-অনুচ্ছেদঃ স্ত্রীলোক কর্তৃক বিয়ের ব্যাপারে ইমামকে প্রতিনিধি নিয়োগ করা।

٢١٤٤- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتْ اِمْرَأَةٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّى قَدْ وَهَبْتُ لَكَ مِنْ نَفْسِى فَقَالَ رَجُلٌ زَوِّجْنِيْهَا قَالَ قَدْ زَوَّجْنَا كَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ -

২১৪৪. সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রমণী রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমি আমার নিজেকে বিয়ের ব্যাপারে আপনার হাতে সোপর্দ করলাম। তখন এক ব্যক্তি বলল, হে রসূলুল্লাহ! আমার বিয়েটা এ স্ত্রী লোকটির সাথে করিয়ে দিন। তিনি বললেন, কুরআনের যে অংশটুকু তোমার মুখস্ত রয়েছে তার বিনিময়ে আমি তোমার বিয়েটা এ স্ত্রীলোকটির সাথে করিয় দিলাম।

১০-অনুচ্ছেদঃ যদি কেউ কোন লোককে প্রতিনিধি নিয়োগ করে এবং ঐ প্রতিনিধি কোন কিছু ছেড়ে দেয়, অতঃপর প্রতিনিধি নিয়োগকারী তা অনুমোদন করে, তবে এটা জায়েয। আর প্রতিনিধি যদি নির্দিষ্ট মেয়াদে (কাউকে) কর্জ প্রদান করে তবে তাও জায়েয।

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে রমযানের ফিতরা পাহারা দেওয়ার ভার অর্পণ করেছিলেন। এক আগন্তুক আমার নিকট এসে আজলা ভর্তি

করে খাদ্যদ্রব্য তুলে নিতে লাগল। আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং বললাম, আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট নিয়ে যাব। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি অভাবগ্রস্ত, আমার ওপর পরিবারের (ভরণ-পোষণের) দায়িত্ব ন্যস্ত এবং আমার প্রয়োজন তীব্র। রাবী বলেন, (এসব শুনে) আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। ভোর হলে নবী (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু হুরাইরা! তোমার গত রাতের বন্দীর খবর কি? আমি বললাম, হে রসূলুল্লাহ! সে তার তীব্র অভাব ও পরিজনের কথা বললে তার প্রতি আমার দয়া হল। তাই তাকে আমি ছেড়ে দিয়েছি। তিনি (সঃ) বললেন, সাবধান! সে তোমার কাছে মিথ্যে বলেছে এবং সে আবার আসবে। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কথায় আমার প্রত্যয় হল যে, সে আবার আসবে। সুতরাং আমি তার অপেক্ষায় ওঁৎ পেতে থাকলাম। সে আবার আসল এবং আঁজলা ভরে খাদ্যদ্রব্য নিতে লাগল। আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং বলালাম, তোমাকে আমি রসূলুল্লাহ (সঃ) -এর নিকট অবশ্যই নিয়ে যাব। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দাও। কেননা আমি ভীষণ অভাবগ্রস্ত এবং আমার উপর পরিজনের (ভরণ-পোষণের) দায়িত্ব ন্যস্ত, আমি আর আসব না। তার প্রতি আমার দয়া হল এবং আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। ভোর হলে রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে বললেন, হে আবু হুরাইরা! তোমার বন্দীর খবর কি? আমি বললাম, হে রসূলুল্লাহ! সে (পুনরায়) তার তীব্র প্রয়োজন ও পরিজনের কথা বললে তার প্রতি আমার দয়া হল। তাই তাকে আমি ছেড়ে দিয়েছি। তিনি বললেন, হুশিয়ার! সে তোমার কাছে মিথ্য বলেছে এবং সে আবার আসবে। তাই আমি তৃতীয়বার তার জন্য ওঁৎ পেতে থাকলাম। সে আবার আসল এবং আঁজলা ভর্তি করে খাদ্যদ্রব্য নিতে লাগল। আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং বললাম, তোমাকে আমি রসূলুল্লাহ (সঃ) -এর নিকট অবশ্যই নিয়ে যাব। এ নিয়ে তিনবার হল। তুমি প্রত্যেকবার বল যে, আর আসবে না, কিন্তু আবার আস। সে বলল আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে কয়েকটি বাক্য শিখিয়ে দেব যদ্বারা আল্লাহ তোমাকে উপকৃত করবেন। আমি বললাম, সেটা কি? সে বলল, যখন তুমি বিছানায় শুতে যাবে তখন আয়াতুল কুরসী আয়াতের শেষ পর্যন্ত পড়বে। তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার জন্য একজন রক্ষক নিযুক্ত থাকবে এবং ভোর পর্যন্ত শয়তান তোমার কাছে আসতে পারবে না। তখন আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। ভোর হলে রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে বললেন, তোমার গত রাতের বন্দীর খবর কি? আমি বললাম, হে রসূলুল্লাহ! সে বলল, সে আমাকে এমন কয়েকটা বাক্য শিক্ষা দেবে যদ্বারা আল্লাহ আমাকে লাভবান করবেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, সেটা কি? আমি বললাম, সে আমাকে বলল, যখন তুমি বিছানায় শুতে যাবে তখন আয়াতুল কুরসী প্রথম থেকে আয়াতের শেষ পর্যন্ত পড়বে। এবং সে বলল, এমে আল্লাহর পক্ষা থেকে তোমার জন্য একজন রক্ষক নিযুক্ত থাকবেন এবং ভোর পর্যন্ত তোমার নিকট কোন শয়তান আসতে পারবে না। (অধস্তন কোন রাবী বলেন) সাহাবীরা সৎ শিক্ষা ও সৎকাজের জন্য বিশেষভাবে লালায়িত ছিলেন (বলে ঐ কথায় আবু হুরাইরা তাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন)। তখন নবী (সঃ) বললেন, হাঁ একথাটি তো তোমাকে সে সত্য বলেছে কিন্তু সাবধান, সে ভারী মিথ্যুক। হে আবু হুর-ইরা! তুমি কি জান তিন রাত যাবত তুমি কার সাথে কথাবার্তা বলছিলে? আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, না। তিনি (সঃ) বলেন, সে ছিল একটা শয়তান।

১১–অনুচ্ছেদঃ যদি প্রতিনিধি কোন খারাপ জিনিস বিক্রি করে তবে তার বিক্রি গ্রহণযোগ্য হবে না।

٢١٤٥– عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَاءَ بِلاَلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ اَيْنَ هٰذَا قَالَ بِلاَلٌ كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِىٌّ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِنُطْعِمَ النَّبِىَّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ ذٰلِكَ اَوَّهْ اَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا لاَ تَفْعَلْ وَلٰكِنْ اِذَا اَرَدْتَ اَنْ تَشْتَرِىَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ اٰخَرَ ثُمَّ اشْتَرِه ـ

২১৪৫. আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিলাল (রা) কিছু 'বরনী'[২] খেজুর নিয়ে নবী (সঃ)–এর নিকট এল। নবী (সঃ) তাকে বললেন, এটা কোথায় পেলে? বিলাল (রা) বলেন, আমাদের নিকট কিছু নিকৃষ্ট খেজুর ছিল। নবী (সঃ)–কে খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে তার দু' সা'র বিনিময়ে (এর) এক সা' কিনেছি। একথা শুনে নবী (সঃ) বলেন, হায়! হায়! সরাসরি সূদ! এরূপ করো না। যখন তুমি (উৎকৃষ্ট) খেজুর কিনতে চাও তখন নিকৃষ্ট খেজুর অন্য কোন জিনিসের বিনিময়ে বিক্রি করে দাও। তারপর ঐ মূল্যের বিনিময়ে (উৎকৃষ্ট খেজুর) কিনে নাও।

১২–অনুচ্ছেদঃ ওয়াক্ফকৃত সম্পদে প্রতিনিধি নিয়োগ। প্রতিনিধির খরচপত্র এবং তার বন্ধু–বান্ধবকে খাওয়ানো ও বিধি অনুযায়ী নিজে ভক্ষণ প্রসঙ্গে।

٢١٤٦– عَنْ عَمْرٍو قَالَ فِى صَدَقَةِ عُمَرَ لَيْسَ عَلَى الْوَلِيِّ جُنَاحٌ اَنْ يَاكُلَ وَيُؤْكِلَ صَدِيْقًا غَيْرَ مُتَاَثِّلٍ مَالاً فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ هُوَ يَلِىْ صَدَقَةَ عُمَرَ يُهْدِى لِلنَّاسِ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ ـ

২১৪৬. আমর ইবনে দীনার (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রাঃ)–র যাকাত সম্পর্কিত একথাটি (লিপিবদ্ধ) ছিল যে, মুতাওয়াল্লী (অভিভাবক) নিজে খেলে এবং তার বন্ধু–বান্ধবকে খাওয়ালে কোন গুনাহ নেই–যদি মাল সঞ্চয় করার খাহেশ না থাকে। ইবনে উমর (রা) উমর (রাঃ)–র যাকাত খাতের মুতাওয়াল্লী ছিলেন। তিনি যেখানেই যেতেন মক্কাবাসী লোকদের নিকট উপঢৌকন পাঠিয়ে দিতেন।

১৩–অনুচ্ছেদঃ শরীআত নির্ধারিত শাস্তি (হদ) প্রয়োগের জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করা।

---

২. এক প্রকার উত্তম ও রোগনাশক খেজুর। এর আকার গোল এবং রং হলুদ।

٢١٤٧- عَنْ زَيْدِبْنِ خَالِدٍ وَابِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ وَاغْدُ يَا اُنَيْسُ اِلٰى امْرَاَةِ هٰذَا فَاِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا -

২১৪৭. যায়েদ ইবনে খালিদ ও আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বললেন, হে উনায়েস! ঐ মহিলাটির কাছে যাও। যদি সে (অপরাধ) স্বীকার করে তবে তাকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা কর।[৩]

٢١٤٨- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ جِيْءَ بِالنُّعَيْمَانِ اَوْ اِبْنِ النُّعَيْمَانِ شَارِبًا فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ فِى الْبَيْتِ اَنْ يَضْرِبُوْا قَالَ فَكُنْتُ اَنَا فِيْمَنْ ضَرَبَهُ فَضَرَبْنَاهُ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيْدِ -

২১৪৮. উকবা ইবনুল হারিস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নু'আইমানকে অথবা ইবনে নু'আইমানকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় আনা হল। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) ঘরে উপস্থিত লোকদেরকে তাকে প্রহার করতে হুকুম দিলেন। রাবী বলেন, যারা তাকে প্রহার করেছিল তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। আমরা তাকে জুতা দিয়ে এবং খেজুরের ডাল দিয়ে প্রহার করেছি।

১৪—অনুচ্ছেদঃ কোরবানীর উট ও তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ।

٢١٤٩- عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ قَالَتْ عَائِشَةُ اَنَا فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْىِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِيَدَىَّ ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ بِيَدَيْهِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ اَبِىْ فَلَمْ يَحْرُمْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَىْءٌ اَحَلَّهُ اللّٰهُ لَهُ حَتّٰى نُحِرَ الْهَدْىُ -

২১৪৯. আমরাহ বিনতে আবদুর রহমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি নিজ হাতে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কোরবানীর জন্তুর জন্য (গলার) মালা বানিয়েছি। তারপর রসূলুল্লাহ (সঃ) নিজ হাতে তা জন্তুর গলায় পরিয়ে আমার পিতার (আবু বকরের) সাথে পাঠিয়েছেন (হিজরী নব বর্ষে)। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ওপর জন্তু কোরবানী না হওয়া পর্যন্ত এমন কোন কিছু হারাম হয়নি যা আল্লাহ তাঁর জন্য হালাল করেছিলেন।

১৫—অনুচ্ছেদঃ যখন কোন লোক তার (নিয়োজিত) প্রতিনিধি বলে, এই মাল তুমি খরচ কর যেখানে আল্লাহ তোমায় পথ দেখান এবং উকিল বলল, আপনি যা বলেছেন তা আমি শুনেছি।

---

৩. এটি একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশবিশেষ। পূর্ণ হাদীসটি হুদূদ' অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

٢١٥٠- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَكْثَرَ الْاَنْصَارِ بِالْمَدِيْنَةِ مَالاً وَكَانَ اَحَبَّ اَمْوَالِهِ اِلَيْهِ بِيْرُحَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيْهَا طَيِّبٍ فَلَمَّا نَزَلَتْ : لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ قَامَ اَبُوْ طَلْحَةَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ فِيْ كِتَابِهِ : لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَاِنَّ اَحَبَّ اَمْوَالِىْ اِلَيَّ بِيْرُحَاءَ وَاِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلّٰهِ اَرْجُوْ بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللّٰهِ فَضَعْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ حَيْثُ شِئْتَ فَقَالَ بَخٍ ذٰلِكَ مَالٌ رَائِحٌ ذٰلِكَ مَالٌ رَائِحٌ قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيْهَا وَاَرٰى اَنْ تَجْعَلَهَا فِى الْاَقْرَبِيْنَ قَالَ اَفْعَلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَسَمَهَا اَبُوْ طَلْحَةَ فِى اَقَارِبِهِ وَبَنِىْ عَمِّهِ تَابَعَهُ اِسْمَعِيْلُ عَنْ مَالِكٍ وَقَالَ رَوْحٌ عَنْ مَالِكٍ رَابِحٌ-

২১৫০. আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনাতে আনসারদের মধ্যে আবু তালহা (রা) সর্বাধিক সম্পদশালী ছিলেন এবং তার সম্পদের মধ্যে 'বীরে হাআ' (বাগানটি) তাঁর প্রিয়তম ছিল। ঐ বাগানটি নবী (সঃ)–এর মসজিদের সম্মুখভাগে অবস্থিত ছিল। রসূলুল্লাহ (সঃ) (মাঝে মধ্যে) তাতে প্রবেশ করতেন এবং তথায় যে সুমিষ্ট পানি ছিল তা পান করতেন। যখন "তোমরা যা ভালবাস তা থেকে দান না করা পর্যন্ত কিছুতেই তোমরা পূণ্য লাভ করবে না" এ আয়াত অবতীর্ণ হল তখন আবু তালহা (রা) রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর সামনে এসে বলেন, হে রসূলুল্লাহ! আল্লাহ তাঁর কিতাবে বলেছেন, "তোমরা যা ভালবাস তা থেকে যে পর্যন্ত দান না করবে সে পর্যন্ত তোমরা কিছুতেই পূণ্যলাভ করবে না" এবং আমার নিকট বীরে হাআ' সর্বাধিক প্রিয়। আমি ওটা আল্লাহর (সন্তুষ্টির) উদ্দেশ্যে দান করে দিলাম। এর পূণ্য ও প্রতিদান আমি আল্লাহর নিকট পাওয়ার আশা রাখি। অতএব হে রসূলুল্লাহ! আপনি এটাকে যেখানে ইচ্ছা রাখুন (যে খাতে ইচ্ছা ব্যয় করুন)। তিনি (সঃ) বললেন, বাঃ! এটা তো চলে যাবার মত সম্পদ, এটা তো চলে যাবার মত সম্পদ। তুমি এ ব্যাপারে যা বললে আমি তা শুনলাম। আমি এটাই সংগত মনে করি যে, তুমি ওটা তোমার আত্মীয়–স্বজনদের দিয়ে দাও। তিনি (আবু তালহা) বললেন, হে রসূলুল্লাহ! আমি তাই করব। অতঃপর আবু তালহা (রা) তাঁর নিকটাত্মীয় ও চাচাত ভাইদের মধ্যে তা (ঐ বাগানটা) বন্টন করে দিলেন।

রাওহ ও মালিক (র) থেকে "রাইহুন" শব্দের স্থলে "রাবিহুন" (লাভজনক) শব্দ রিওয়ায়াত করেছেন।

১৬–অনুচ্ছেদঃ কোষাগার ইত্যাদির সচিবের প্রতিনিধিত্ব।

٢١٥١- عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْخَازِنُ الْاَمِيْنُ الَّذِىْ يُنْفِقُ وَرُبَّمَا

قَالَ الَّذِى يُعْطِى مَاأُمِرَبِهِ كَامِلاً مُوَفَّرًا طَيِّبٌ نَفْسَهُ اِلَى الَّذِى اُمِرَبِهِ اَحَدُ الْمُتَصَدِّقِيْنِ ـ

২১৫১. আবু মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, যে আমানতদার খাযাঞ্চি তাকে যা দান করতে আদেশ করা হয় এবং যাকে দান করতে বলা হয় তাকে তা পরিপূর্ণভাবে সন্তুষ্ট চিত্তে দিয়ে দেয় সে দানকারীদ্বয়ের একজন (অপরজন দাতা স্বয়ং)।

অধ্যায়—১৭

كتاب الحرث والمزارعة

(কৃষিকার্য ও ভাগচাষ)

১—অনুচ্ছেদ ঃ খাদ্যশস্য উৎপাদন ও বৃক্ষ রোপণের ফযীলত। মহান আল্লাহ বলেনঃ

افرايم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلنه حطاما

"বলত, তোমরা যে কৃষিকাজ কর সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তা থেকে তোমরা কি ফসল উৎপাদন কর না আমি ফসল উৎপন্ন করি? আমি ইচ্ছা করলে ঐ ফসলকে অবশ্যই খড়কুটায় পরিণত করে দিতে পারি"—(সূরা ওয়াকিআঃ ৬৩—৬৫)।

٢١٥٢– عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا اَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَاْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ اَوْ اِنْسَانٌ اَوْ بَهِيْمَةٌ اِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ۔

২১৫২. আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন, যে কোন মুসলমান গাছ লাগায় কিংবা কোন ফসল ফলায় আর তা থেকে পাখী কিংবা মানুষ অথবা চতুষ্পদ জন্তু খায় তবে তা তার পক্ষ থেকে দানস্বরূপ (অর্থাৎ সে দানের সওয়াব লাভ করবে)।

২—অনুচ্ছেদ ঃ শুধু কৃষি যন্ত্রপাতি নিয়ে ব্যস্ত থাকা অথবা নির্দেশিত সীমা লংঘন করার পরিণতি সম্পর্কে হুঁশিয়ারি।

٢١٥٣– عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِىِّ قَالَ وَ رَاٰى سِكَّةً وَشَيْئًا مِّنْ اٰلَةِ الْحَرْثِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَدْخُلُ هٰذَا بَيْتَ قَوْمٍ اِلاَّ اُدْخِلَهُ الذُّلُّ ۔

২১৫৩. আবু উমামা আল–বাহিলী (রাঃ) লাঙ্গলের ফাল ও কৃষি কাজের কিছু যন্ত্রপাতি দেখে বলেন, আমি নবী (সঃ)–কে বলতে শুনেছি, এটা যে জাতির ঘরে প্রবেশ করে আল্লাহ সেখানেই হীনতা ও নীচতা ঢুকিয়ে দেন।[1]

---

১. উক্ত হাদীসে কৃষি যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে যে বক্তব্য রাখা হয়েছে তা তৎকালীন কৃষিকাজে লিপ্ত নিরক্ষর ও সভ্যতা বর্জিত অনুন্নত কৃষকদের প্রতি লক্ষ্য করেই রাখা হয়েছে। কেননা তারা কৃষিকাজে এতই নিমজ্জিত থাকতো, যে কারণে দীনী জ্ঞান হাসিল বা সত্য সন্ধানের প্রয়োজনই মনে করতো না। তাছাড়া যে কোন সময় কৃষকরা

৩–অনুচ্ছেদ ঃ ক্ষেত–খামার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কুকুর পোষা।

٢١٥٤– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَمْسَكَ كَلْبًا فَاِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِه قِيْرَاطٌ اِلاَّ كَلْبَ حَرْثٍ اَوْ مَا شِيَةٍ قَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ وَاَبُوْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اِلاَّ كَلْبَ غَنَمٍ اَوْ حَرْثٍ اَوْ صَيْدٍ وَقَالَ اَبُوْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ كَلْبَ صَيْدٍ اَوْ مَاشِيَةٍ ـ

২১৫৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ক্ষেতের (পাহারা) কিংবা গবাদি পশুর (রক্ষণাবেক্ষণের) উদ্দেশ্য ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্যে কুকুর পোষে, প্রতিদিন তার নেক আমল থেকে এক কীরাত পরিমাণ হ্রাস পেতে থাকে।

অন্য এক বর্ণনায় আবু হুরাইরা (রা) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, বকরীর কিংবা ক্ষেতের (রক্ষণাবেক্ষণ) কিংবা শিকারের উদ্দেশ্য ভিন্ন। নবী (সঃ) থেকে আবু হুরাইরার অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, শিকারের উদ্দেশ্য কিংবা গবাদি পশুর (হেফাযতের) উদ্দেশ্য ভিন্ন।

٢١٥٥– عَنْ سُفْيَانَ بْنِ اَبِىْ زُهَيْرٍ رَجُلاً مِنْ اَزْدِ شَنُوْءَةَ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنِ اقْتَنٰى كَلْبًا لاَ يُغْنِىْ عَنْهُ زَرْعًا وَلاَ ضَرْعًا نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِه قِيْرَاطٌ قُلْتُ اَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِىْ وَرَبِّ هٰذَا الْمَسْجِدِ ـ

২১৫৫. সুফিয়ান ইবনে আবু যুহাইর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, যিনি ছিলেন আযদ–শানুয়া গোত্রের লোক এবং নবী (সঃ)–এর একজন সাহাবী। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)–কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ক্ষেত ও গবাদি পশুর (রক্ষণাবেক্ষণের) কাজে লাগে না এমন কুকুর পালে, প্রতিদিন তার নেক আমাল থেকে এক কীরাত করে হ্রাস পায়। (অধস্তন রাবী বলেন) আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি এটা রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে শুনেছেন? তিনি বলেন, হাঁ, এ মসজিদের রবের কসম (আমি তাঁর কাছেই শুনেছি)।

৪–অনুচ্ছেদ ঃ চাষাবাদের কাজে গরুর ব্যবহার।

সভ্যতা ও উচ্চ মানসিকতা থেকে পিছপা থাকবে, তাদের জন্যও এ হাদীস প্রযোজ্য। তবে বর্তমান যুগে অবস্থার পরিবর্তন লক্ষণীয়। উন্নত মানের জীবন পদ্ধতি ও দীনী জ্ঞান আর শরীআতের অনুসরণ কৃষকদের মাঝেও ব্যাপকতা লাভ করছে। মূলকথা হলো, লাঙ্গল–জোয়ালের পেশায় নিজেদের ব্যাপৃত রেখে কৃষকরা যেন জ্ঞান অন্বেষণ, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও উন্নত জীবন থেকে বঞ্চিত না থাকে। এটাই হাদীসের উদ্দেশ্য, লাঙ্গল জোয়াল বা কৃষি কাজকে কটাক্ষ করা নয়।

٢١٥٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلٰى بَقَرَةٍ اِلْتَفَتَتْ اِلَيْهِ فَقَالَتْ لَمْ اُخْلَقْ لِهٰذَا خُلِقْتُ لِلْحِرَاثَةِ قَالَ اٰمَنْتُ بِهٖ اَنَا وَ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَاَخَذَ الذِّئْبُ شَاةً فَتَبِعَهَا الرَّاعِىْ فَقَالَ الذِّئْبُ مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ يَوْمَ لَا رَاعِىَ غَيْرِىْ قَالَ اٰمَنْتُ بِهٖ اَنَا وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ وَمَاهُمَا يَوْمَئِذٍ فِى الْقَوْمِ -

২১৫৬. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, একদা এক ব্যক্তি একটি গরুর পিঠে সওয়ার ছিল। এমতাবস্থায় গরুটি তার দিকে লক্ষ্য করে বলল, আমি এ কাজের জন্য সৃষ্টি হইনি, আমাকে ক্ষেতের কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। (এ ঘটনা বর্ণনা করে) তিনি (সঃ) বললেন, আমি, আবু বকর ও উমর এটা বিশ্বাস করি। (তিনি আরো বলেছেন) একটি নেকড়ে বাঘ একটা বকরী ধরেছিল। রাখাল তাকে পেছন থেকে ধাওয়া করলে নেকড়ে বাঘটা তাকে বলল, যেদিন হিংস্র জন্তুর প্রাধান্য হবে, সেদিন আমি ছাড়া কেউ তার রাখাল থাকবে না, সেদিন কে তাকে রক্ষা করবে? তিনি বললেন, আমি, আবু বকর ও উমর এটা বিশ্বাস করি। (আবু হুরাইরা থেকে বর্ণনাকারী) আবু সালামা বলেন, তারা দু'জন (আবু বকর ও উমর) সেদিন লোকজনদের মাঝে (মজলিসে) উপস্থিত ছিলেন না।

৫—অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি বলল, আমার খেজুর ইত্যাদির বাগানে তুমি মেহনত কর, তাহলে উৎপাদিত ফলে তুমি আমার অংশীদার হবে (অর্থাৎ ফলের ভাগ পাবে)।

٢١٥٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَتِ الْاَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ ﷺ اُقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ اِخْوَانِنَا النَّخِيْلَ قَالَ لَا فَقَالُوْا تَكْفُوْنَا الْمُؤْنَةَ وَنُشْرِكُكُمْ فِى الثَّمَرَةِ قَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا -

২১৫৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসার সাহাবাগণ নবী (সঃ)-কে বললেন, আমাদের এবং আমাদের ভাইদের (মুহাজির) মধ্যে খেজুরের বাগান ভাগ করে দিন। তিনি বললেন, না। তখন তাঁরা (মুহাজিরদের) বললেন, আপনারা আমাদের বাগানে মেহনত করুন, আপনাদের ফলের ভাগ দেব। তাঁরা (মুহাজিররা) বললেন, আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম।

৬—অনুচ্ছেদ ঃ খেজুর গাছ ও (অন্যান্য ফলবান) গাছ কাটা প্রসঙ্গে। আনাস (রাঃ) বলেন, নবী (সঃ) খেজুর গাছ কেটে ফেলার আদেশ দেন এবং তা কেটে ফেলা হয়।

٢١٥٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِى النَّضِيْرِ وَقَطَعَ وَهِىَ الْبُوَيْرَةُ وَلَهَا يَقُوْلُ حَسَّانُ : وَهَانَ عَلٰى سَرَاةِ بَنِى لُؤَىٍّ حَرِيْقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيْرُ -

২১৫৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বনু নাদীর গোত্রের বুওয়াইরা নামক বাগানটির খেজুর বৃক্ষসমূহ জ্বালিয়ে দিয়েছেন এবং কাটিয়ে দিয়েছেন। এ সম্পর্কে হাসসান ইবনে সাবিত (তাঁর রচিত কবিতায়) বলেছেনঃ বুয়াইরার বাগানটিতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে, 'লুয়াই' গোত্রের সরদারা তা সহাস্য অবলোকন করল।

৭–অনুচ্ছেদ ঃ

٢١٥٩– عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ كُنَّا اَكْثَرَ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ مُزْدَرَعًا كُنَّا نُكْرِى الْاَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا مُسَمًّى لِسَيِّدِ الْاَرْضِ قَالَ فَمِمَّا يُصَابُ ذٰلِكَ وَتَسْلَمُ الْاَرْضُ وَمِمَّا يُصَابُ الْاَرْضُ وَيَسْلَمُ ذٰلِكَ فَنُهِيْنَا وَاَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ ـ

২১৫৯. রাফে ইবনে খাদীজ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনাবাসীদের মধ্যে আমাদেরই অধিক কৃষিভূমি ছিল। আমরা ভাগে ক্ষেত (চাষ করতে) দিতাম এবং ঐ ক্ষেতের এক নির্দিষ্ট অংশ জমির মালিকের জন্য নির্ধারণ করে দিতাম। তিনি (রাফে) বলেন, কখনো সেই অংশের উপর আপদ-বিপদ আসত এবং অবশিষ্ট ক্ষেত নিরাপদ থাকত। আবার কখনো বাকী ক্ষেতের উপর আপদ-বিপদ আসত আর সেই (নির্দিষ্ট) অংশ নিরাপদ থাকত। তাই আমাদেরকে (এরূপভাবে চাষাবাদ) নিষেধ করা হয়েছিল। আর ঐ সময়ে সোনা-রূপায় নগদ বিক্রয়ের নিয়মও ছিল না।

৮–অনুচ্ছেদ ঃ অর্ধেক বা অনুরূপ ফসলের শর্তে ভাগে চাষাবাদ। আবু জাফর (ইমাম বাকের) বলেছেন, মদীনাতে মুহাজিরদের এমন কোন পরিবার ছিল না যারা এক-তৃতীয়াংশ কিংবা এক-চতুর্থাংশ ফসলের শর্তে ভাগে চাষাবাদ করত না। আলী, সা'দ ইবনে মালিক, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), উমর ইবনে আবদুল আযীয, কাসেম, উরওয়া ও আবু বকর (রাঃ)-এর পরিবার, উমর (রাঃ) ও আলী (রাঃ)-এর বংশের লোকেরা এবং ইবনে সীরীনও ভাগে চাষাবাদ করেছেন ও করিয়েছেন। আবদুর রহমান ইবনে আসওয়াদ বলেন, আমি আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদের ক্ষেতে শরীক ছিলাম। উমর (রাঃ) লোকদের সাথে এ শর্তে কারবার করেন যে, উমর (রাঃ) বীজ দিলে তিনি ফসলের অর্ধেক পাবেন আর তারা বীজ দিলে ফসলের অর্ধেক তারা পাবে। হাসান বসরী বলেন, যদি জমি (শরীকদ্বয়ের) কোন একজনের হয়, আর দু'জনই তাতে খরচ দেয় তবে উৎপাদিত ফসল সমান হারে ভাগ করে নেয়ায় কোন দোষ নেই। যুহরীও এ মত পোষণ করেন। হাসান বসরী আরো বলেন, আধাআধি শর্তে তুলা চাষ করাতে কোন দোষ নেই। ইবরাহীম, ইবনে সীরীন, আতা, হাকাম, যুহরী ও কাতাদা (র) বলেন, (কোন তাঁতীকে বুনন করা কাপড়ের) এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশের শর্তে তাঁত প্রদান করাতে দোষ নেই। মা'মার বলেন, এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশের শর্তে মেয়াদ নির্দিষ্ট করে চতুষ্পদ জন্তু ভাড়া দেওয়াতে কোন দোষ নেই।

٢١٦٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَخْبَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ اَوْ زَرْعٍ فَكَانَ يُعْطِى اَزْوَاجَهُ مِائَةَ وَسْقٍ ثَمَانُوْنَ وَسْقَ تَمْرٍ وَعِشْرُوْنَ وَسْقَ شَعِيْرٍ فَقَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ فَخَيَّرَ اَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ اَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ مِنَ الْمَاءِ وَالْاَرْضِ اَوْيُمْضِىَ لَهُنَّ فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الْاَرْضَ وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الْوَسْقَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ اِخْتَرَتِ الْاَرْضَ -

২১৬০. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) খাইবারবাসীদেরকে উৎপাদিত ফসল কিংবা ফলের অর্ধেক ভাগের শর্তে (খাইবারের জমি) বন্দোবস্ত দিয়েছিলেন। তিনি নিজের বিবিদেরকে একশ' ওয়াসক[২] দিতেন, যা ছিল আশি ওয়াসক খুরমা ও বিশ ওয়াসক যব। অতঃপর উমর (রাঃ) (তাঁর খিলাফতকালে) খাইবারের জমি বন্টন করেন। তিনি নবী-পত্নীদের ইখতিয়ার দিলেন যে, তাঁরা ভূমি ও পানি দিবেন, নাকি তাদের জন্য ওটাই চালু থাকবে [যা নবী (সঃ)-এর যামানায় ছিল, অর্থাৎ একশ' ওয়াসক]। তখন তাঁদের কেউ জমি নিলেন আর কেউ ওয়াসক নিতে রাযী হলেন। আয়েশা (রাঃ) জমি নিয়েছিলেন।

৯-অনুচ্ছেদ ঃ ভাগচাষে যদি বছর নির্দিষ্ট না করা হয়।

٢١٦١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عَامَلَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَايَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ اَوْ زَرْعٍ -

২১৬১. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) উৎপাদিত ফল কিংবা ফসলের অর্ধেক ভাগের শর্তে খাইবারের জমি (ইহুদীদেরকে) বন্দোবস্ত দিয়েছিলেন।

১০-অনুচ্ছেদ ঃ

٢١٦٢- قَالَ عَمْرٌو قُلْتُ لِطَاوُسٍ لَوْتَرَكْتَ الْمُخَابَرَةَ فَاِنَّهُمْ يَزْعُمُوْنَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْهُ قَالَ اَىْ عَمْرُو اِنِّىْ اُعْطِيْهِمْ وَاُغْنِيْهِمْ وَاِنَّ اَعْلَمَهُمْ اَخْبَرَنِى يَعْنِى ابْنَ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلٰكِنْ قَالَ اَنْ يَمْنَحَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُوْمًا -

---

২. এ দেশীয় ওজনে এক ওয়াসক= ৫মণ ২১ সের।

২১৬২. আমর (র) তাউসকে বললেন, যদি আপনি ভাগচাষ ছেড়ে দিতেন তবে ভাল হত। কেননা লোকদের ধারণা যে, নবী (সঃ) তা নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি (তাউস) বলেন, হে আমর! আমি তো তাদেরকে দেই এবং তাদের উপকার করি। আর তাদের মধ্যে [রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর হাদীস সম্পর্কে] অধিকতর জ্ঞানী ব্যক্তি অর্থাৎ ইবনে আব্বাস (রা) আমাকে বলেছেন, নবী (সঃ) এটা (ভাগচাষ) নিষেধ করেননি। তবে তিনি বলেছেন, তোমাদের কেউ তার ভাইকে (জমি) নিঃস্বার্থভাবে চাষাবাদ করতে দিক এটা তার জন্য তার (ভাইয়ের) কাছ থেকে নির্দিষ্ট আয় গ্রহণ করার চাইতে উত্তম।

১১–অনুচ্ছেদ ঃ ইহুদীর সাথে ভাগচাষ করা।

٢١٦٣– عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَعْطٰى خَيْبَرَ الْيَهُوْدَ عَلٰى اَنْ يَّعْمَلُوْهَا وَيَزْرَعُوْهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ مِنْهَا ـ

২১৬৩. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) খাইবারের জমি ইহুদীদেরকে এই শর্তে দিয়েছিলেন যে, তারা তাতে শ্রম বিনিয়োগ করে কৃষিকাজ করবে এবং উৎপাদিত ফসলের অর্ধাংশ তারা পাবে।

১২–অনুচ্ছেদ ঃ ভাগচাষে যেসব শর্ত আরোপ করা মাকরূহ।

٢١٦٤– عَنْ رَافِعٍ قَالَ كُنَّا اَكْثَرَ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ حَقْلاً وَكَانَ اَحَدُنَا يُكْرِىْ اَرْضَهُ فَيَقُوْلُ هٰذِهِ الْقِطْعَةُ لِى وَهٰذِهِ لَكَ فَرُبَّمَا اَخْرَجَتْ ذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهِ فَنَهَاهُمُ النَّبِىُّ ﷺ

২১৬৪. রাফে ইবনে খাদীজ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনাবাসীদের মধ্যে আমাদের অধিক কৃষিজমি ছিল। আমাদের একজন (কেউ কেউ) তার জমি ভাগে চাষ করতে দিত এবং বলত, এ অংশ আমার আর ওটা তোমার। (তারপর দেখা যেত যে) কখনো এক অংশে ফসল জন্মাত আরেক অংশে জন্মাত না। তাই নবী (সঃ) তাদের এরূপ করতে নিষেধ করেছেন (অর্থাৎ জমির অংশবিশেষ মালিকের জন্য নির্দিষ্ট করতে নিষেধ করেছেন)।

১৩–অনুচ্ছেদ ঃ (কেউ) কোন সম্প্রদায়ের অর্থে তাদের অনুমতি ছাড়া কৃষিকাজ করা এবং তাতে তাদের কল্যাণ নিহিত থাকলে (তা জায়েয)।

٢١٦٥– عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا ثَلاَثَةُ نَفَرٍ يَمْشُوْنَ اَخَذَهُمُ الْمَطَرُ فَاَوَوْا اِلٰى غَارٍ فِى جَبَلٍ فَانْحَطَّتْ عَلٰى فَمِ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ اُنْظُرُوْا اَعْمَالاً عَمِلْتُمُوْهَا صَالِحَةً لِلّٰهِ فَادْعُوا

اللّٰهَ بِهَا لَعَلَّهُ يُفَرِّجُهَا عَنْكُم قَالَ اَحَدُهُمْ اَللّٰهُمَّ اِنَّهُ كَانَ لِى وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيْرَانِ وَلِى صِبْيَةٌ صِغَارٌ كُنْتُ اَرْعٰى عَلَيْهِمْ فَاِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ حَلَبْتُ فَبَدَأْتُ بِوَالِدَىَّ اَسْقِيْهِمَا قَبْلَ بَنِىْ وَاِنِّى اسْتَأْخَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ اٰتِ حَتّٰى اَمْسَيْتُ فَوَجَدْتُهُمَا نَامَا فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ اَحْلُبُ فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤُسِهِمَا اَكْرَهُ اَنْ اُوْقِظَهُمَا وَاَكْرُهُ اَنْ اَسْقِىَ الصِّبْيَةَ وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغُونَ عِندَ قَدَمَىَّ حَتّٰى طَلَعَ الفَجرُ فَاِن كُنتَ تَعلَمُ اَنِّى فَعَلْتُهُ ابْتِغَاءَ وَجهِكَ فَافْرُج لَنَا فُرجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ فَفَرَجَ اللّٰهُ فَرَ اَوْاالسَّمَاءَ وَقَالَ الْاٰخَرُ : اَللّٰهُمَّ اِنَّهَا كَانَتْ لِى بِنْتُ عَمٍّ اَحْبَبْتُهَا كَاَشَدِّ مَايُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ فَطَلَبتُ مِنهَا فَاَبَت حَتّٰى اَتَيتُهَا بِمِاءَةِ دِينَارٍ فَبَغَيْتُ حَتّٰى جَمَعْتُهَا فَلَمَّا وَقَعْتُ بَينَ رِجلَيهَا قَالَت يَاعَبدَ اللّٰهِ اِتَّقِ اللّٰهَ وَلاَ تَفتَحِ الخَاتَمَ اِلاَّ بِحَقِّهِ فَقُمتُ فَاِن كُنْتَ تَعلَمُ اَنِّىْ فَعَلتُهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُج عَنَّا فَرْجَةً فَفَرَجَ وَقَالَ الثَّالِثُ : اَللّٰهُمَّ اِنِّى اسْتَأْجَرْتُ اَجِيْرًا بِفَرَقِ اَرُزٍّ فَلَمَّا قَضٰى عَمَلَهُ قَالَ اَعْطِنِىْ حَقِّى فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَرَغِبَ عَنْهُ فَلَمْ اَزَل اَزرَعُهُ حَتّٰى جَمَعَتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيَهَا فَجَاءَنِى فَقَالَ اتَّقِ اللّٰهَ فَقُلْتُ اِذْهَبْ اِلٰى ذٰلِكَ الْبَقَرِ وَرُعَاتِهَا فَخُذْ فَقَالَ اتَّقِ اللّٰهَ وَلاَ تَستَهزِئْ بِى فَقُلتُ اِنِّىْ لاَ اَسْتَهْزِئُ بِكَ فَخُذْ فَاَخَذَهُ فَاِنْ كُنْتَ تَعلَمُ اَنِّى فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُج مَابَقِىَ فَفَرَجَ اللّٰهُ-قَالَ اَبُو عَبدِ اللّٰهِ وَقَالَ ابنُ عُقبَةَ عَن نَافِعٍ فَسَعَيتُ -

২১৬৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। মহানবী (স) বলেন, একদা তিনজন লোক পথ চলছিল। এমতাবস্থায় তাদেরকে বৃষ্টিতে পেয়ে বসল। তারা একটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিল। হঠাৎ পাহাড় থেকে এক খন্ড পাথর খসে পড়ে গুহাটির মুখ বন্ধ হয়ে গেল। তারা একে অপরকে বলল, তোমরা নিজেদের এমন কিছু নেক আমলের কথা স্মরণ কর যা তোমরা আল্লাহর (সন্তুষ্টির) উদ্দেশ্যে করেছ এবং তার উসিলায় আল্লাহর নিকট দু'আ কর। তাহলে হয়ত আল্লাহ তোমাদের ওপর থেকে পাথরটি সরিয়ে দেবেন। তাদের একজন বলল, হে আল্লাহ! আমার বাবা-মা খুব বৃদ্ধ ছিলেন এবং আমার ছোট ছোট সন্তান ছিল। আমি তাদের (ভরণ-পোষণের) জন্য পশু পালন করতাম। সন্ধ্যায় আমি (পশুপাল নিয়ে) বাড়ী ফিরে এসে দুধ দোহন করতাম এবং আমার সন্তানদের আগে আমার (বৃদ্ধ) বাবা-মাকে পান করাতাম। একদিন (ঘটনাক্রমে) আমার ফিরতে দেরী হল, রাত হবার আগে (বাড়ী) আসতে পারলাম না এবং এসে দেখি তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমি দুধ দোহন

করলাম যেমন (প্রতিদিন) দোহন করে থাকি। তারপর (দুধের পিয়ালা হাতে নিয়ে) আমি তাঁদের শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকলাম। কিন্তু তাঁদেরকে জাগানো আমি অসঙ্গত মনে করলাম এবং তাদের আগে বাচ্চাদের পান করাব–এটাও আমার অপসন্দ। অথচ বাচ্চাগুলো (দুধের জন্য) আমার পায়ের কাছে পড়ে কান্নাকাটি করছিল। এভাবে ভোর হল (এবং তারা জেগে দুধ পান করলেন)। (হে আল্লাহ) যদি তুমি মনে কর যে, আমি একমাত্র তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য এ কাজটি করেছি তবে তুমি আমাদের জন্য (পাথরটাকে সরিয়ে) খানিকটা ফাঁক করে দাও, যাতে আমরা আকাশ দেখতে পাই। আল্লাহ পাথরটা (খানিক) সরিয়ে দিলেন এবং তারা আকাশ দেখতে পেল। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ! আমার একটা চাচাত বোন ছিল। আমি তাকে অত্যন্ত ভালবাসতাম, যেমন করে পুরুষরা মেয়েদের ভালবেসে থাকে। একদিন আমি তার সঙ্গ চেয়ে বসলাম (অর্থাৎ তাকে সম্ভোগ করতে চাইলাম)। কিন্তু তা সে অস্বীকার করল যে পর্যন্ত না তার জন্য একশ' স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে আসি। সুতরাং চেষ্টা করে আমি তা যোগাড় করলাম (এবং তার কাছে এলাম)। আমি তার দু'পায়ের মাঝে বসলে সে বলল, হে আল্লাহর বান্দাহ! আল্লাহকে ভয় কর। অন্যায়ভাবে মোহর (পর্দা) উন্মোচিত করো না (অর্থাৎ আমার সীতত্ব নষ্ট করো না)। তখন আমি দাঁড়িয়ে গেলাম (এবং সেখান থেকে সরে পড়লাম)। (হে আল্লাহ) যদি তুমি মনে কর যে, আমি একমাত্র তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য এ কাজ করেছি তবে তুমি আমাদের জন্য (পাথরটা সরিয়ে) খানিকটা ফাঁক করে দাও। তখন পাথরটা (আরো খানিকটা) সরে গেল। তৃতীয় ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ! আমি এক ফারাক[৩] চাউলের বিনিময়ে একজন মজুর নিযুক্ত করেছিলাম। যখন সে তার কাজ শেষ করল তখন বলল, আমার প্রাপ্য দিয়ে দাও। আমি তাকে (তার প্রাপ্য) দিতে গেলে সে তা নিল না (এবং চলে গেল)। আমি তা দিয়ে কৃষিকাজ করতে লাগলাম (তার মজুরীর অর্থ কৃষিকাজে খাটালাম) এবং এর দ্বারা অনেক গরু ও তার রাখাল জমা করলাম। বেশ কিছু দিন পর সে আমার কাছে আসল এবং বলল, আল্লাহকে ভয় কর (আমার মজুরী দাও)। আমি বললাম, ঐ সব গরু ও রাখাল নিয়ে নাও। সে বলল, আল্লাহকে ভয় কর, আমার সাথে ঠাট্টা করো না। আমি বললাম, তোমার সাথে ঠাট্টা করছি না। (যাও) ঐগুলো নিয়ে নাও। তখন সে তা নিয়ে গেল। (হে আল্লাহ) যদি তুমি মনে করো যে, আমি একমাত্র তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য এ কাজটি করেছি তবে (পাথরের) বাকীটুকুও সরিয়ে দাও। আল্লাহ (পাথরটাকে আরো) সরিয়ে দিলেন (এবং তারা বেরিয়ে আসল)।

১৪–অনুচ্ছেদ ঃ নবী (সঃ)–এর সাহাবীদের ওয়াকফ ও খাজনার জমি এবং তাদের কৃষিকার্য ও লেনদেন প্রসঙ্গে। নবী (সঃ) উমর (রা)–কে বললেন, তুমি মূল সম্পত্তিটা এভাবে ওয়াক্‌ফ কর যে, তা বিক্রি করা যাবে না (অর্থাৎ হস্তান্তর করা যাবে না), কিন্তু তা থেকে প্রাপ্ত আয় খরচ করা যাবে। তখন তিনি (সেভাবেই) ওয়াক্‌ফ করেন।

٢١٦٦– عَنْ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ لَوْ لاَ اٰخِرُ الْمُسْلِمِيْنَ مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً اِلاَّ قَسَمْتُهَا بَيْنَ اَهْلِهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِىُّ خَيْبَرَ -

---

৩. এক ফারাক–তিন সা', অর্থাৎ এদেশী ওজনের এগার সেরের কিছু বেশী।

২১৬৬. আসলাম (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রাঃ) বলেছেন, পরবর্তী মুসলমানদের কথা যদি আমি চিন্তা না করতাম তবে যেসব শহর (বা গ্রাম) আমি জয় করতাম তা হকদারদের (যোদ্ধাদের) মাঝে বন্টন করে দিতাম, যেমন নবী (সঃ) খাইবার এলাকা বন্টন করে দিয়েছিলেন।

১৫–অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি অনাবাদী জমি আবাদ করে। কুফার পরিত্যক্ত (মালিক বিহীন) জমি সম্পর্কে আলী (রাঃ)–এর মত ছিল তা অনাবাদী গণ্য হবে। উমর (রাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন অনাবাদী জমি আবাদ করবে সেটা তারই হবে। আমর ইবনে আওফ (রা) নবী (সঃ) থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (সঃ) বলেছেন, যদি (ঐ অনাবাদী জমিতে) কোন মুসলমানের হক জড়িত না থাকে তবে কোন জবরদখলকারীর তাতে কোন অধিকার নাই। জাবির (রা) কর্তৃক নবী (সঃ) থেকেও এ সম্পর্কিত রিওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে।

٢١٦٧– عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ
قَالَ عُرْوَةُ قَضَى بِهِ عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ ـ

২১৬৭. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন কোন জমি আবাদ করে যার মালিক নেই, তাহলে সেই ব্যক্তিই (ঐ জমির) সবচাইতে বেশী হকদার। উরওয়া (র) বলেন, উমর (রাঃ) তাঁর খিলাফতকালে অনুরূপ ফয়সালা দিয়েছেন।

১৬–অনুচ্ছেদ ঃ

٢١٦٨– عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُرِيَ وَهُوَ فِي مُعَرَّسِهِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ فِي بَطْنِ الْوَادِيْ فَقِيْلَ لَهُ إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ فَقَالَ مُوْسٰى وَقَدْ أَنَاخَ بِنَا سَالِمٌ بِالْمُنَاخِ الَّذِي كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يُنِيْخُ بِهِ يَتَحَرّٰى مُعَرَّسَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ أَسْفَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِيْ بِبَطْنِ الْوَادِيْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيْقِ وَسَطٌ مِّنْ ذٰلِكَ ـ

২১৬৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) যুল–হুলাইফার উপত্যকার মধ্যখানে শেষ রাতে বিশ্রাম করছিলেন। এমন সময় স্বপ্নে দেখলেন যে, তাঁকে বলা হচ্ছে– আপনি মুবারক কঙ্করময় স্থানে রয়েছেন। (অধঃস্তন রাবী) মূসা বলেন, সালিম (ইবনে আবদুল্লাহ) আমাদের সাথে ঐ জায়গাটাতেই উট বসিয়েছিলেন যেখানটাতে (তাঁর পিতা) আবদুল্লাহ (রা) উট বসাতেন এবং ঐ স্থানটা খোঁজ করতেন যেখানে রসূলুল্লাহ (সঃ) শেষ রাতে অবতরণ করেছিলেন। ঐ স্থানটা ছিল উপত্যকার গর্ভে অবস্থিত মসজিদের নিম্নভাগে এবং মসজিদ ও রাস্তার মধ্যভাগে।

٢١٦٩– عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اللَّيْلَةَ أَتَانِيْ اٰتٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَهُوَ بِالْعَقِيْقِ أَنْ صَلِّ فِي هٰذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةً فِيْ حَجَّةٍ ـ

২১৬৯. উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বললেন, আজ রাতে আমার নিকট আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক আগন্তুক আসল-তখন তিনি (সঃ) আকীক উপত্যকায় অবস্থান করছিলেন-এবং বলল, এ মুবারক উপত্যকায় নামায পড়ুন এবং বলুন হজ্জের সাথে উমরা (অর্থাৎ হজ্জের সাথে উমরারও ইহরাম বাঁধলাম)।

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ জমির মালিক বলল, আমি তোমাকে ততদিনের জন্য অবস্থান করতে দেব যতদিন আল্লাহ তোমাকে অবস্থান করতে দেন এবং কোন নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ করল না। এমতাবস্থায় তারা উভয়ে যতদিন রাযী থাকে ততদিন এ চুক্তি কার্যকর থাকবে।

২১৭٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اَجْلَى الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى مِنْ اَرْضِ الْحِجَازِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا ظَهَرَ عَلٰى خَيْبَرَ اَرَادَ اِخْرَاجَ الْيَهُوْدِ مِنْهَا وَكَانَتِ الْاَرْضُ حِيْنَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ ﷺ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ وَاَرَادَ اِخْرَاجَ الْيَهُوْدِ مِنْهَا فَسَاَلَتِ الْيَهُوْدُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِيُقِرَّهُمْ بِهَا اَنْ يَكْفُوْا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلٰى ذٰلِكَ مَا شِئْنَا فَقَرُّوْا بِهَا حَتّٰى اَجْلَاهُمْ عُمَرُ اِلٰى تَيْمَاءَ وَاَرِيْحَاءَ -

২১৭০. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে হিজাযভূমি থেকে বহিষ্কার করেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন খাইবার জয় করেন তখন ইহুদীদেরকে সেখান থেকে বের করে দিতে চেয়েছিলেন। যখন তিনি কোন এলাকা জয় করেছেন, সেখানকার ভূমি আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মুসলমানদের জন্য হয়ে যায়। তিনি ইহুদীদেরকে সেখান থেকে বের করে দেয়ার সংকল্প করলে তারা তাঁর কাছে আবেদন জানাল, যেন তিনি তাদেরকে সেখানে থাকতে দেন এই শর্তে যে, তারা সেখানে তাদের শ্রম ব্যয় করবে আর ফসলের অর্ধেক ভাগ পাবে। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের বললেন, আমরা এই শর্তে যতদিন চাইব ততদিন তোমাদেরকে থাকতে দেব। সুতরাং তারা সেখানে থেকে গেল। অবশেষে উমর (রাঃ) তাদেরকে তাইমা[৪] ও আরীহার দিকে বহিষ্কার করে দেন।

১৮-অনুচ্ছেদঃ নবী (সঃ)-এর সাহাবীগণ কৃষিকাজ ও ফসল উৎপাদনে একে অপরকে যে সহযোগিতা করতেন তার বর্ণনা।

২১৭১- عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ ابْنِ رَافِعٍ عَنْ عَمِّهٖ ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعٍ قَالَ ظُهَيْرٌ لَقَدْ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَمْرٍ كَانَ بِنَا رَافِقًا قُلْتُ مَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَهُوَ حَقٌّ قَالَ دَعَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَاتَصْنَعُوْنَ بِمَحَاقِلِكُمْ قُلْتُ نُؤَاجِرُهَا عَلٰى

৪. 'তাইমা' ও 'আরীহা' সিরিয়ার অন্তর্গত ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী দু'টি প্রসিদ্ধ স্থান।

الرُّبُعِ وَعَلَى الْاَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيْرِ قَالَ لاَ تَفْعَلُوْا اِزْرَعُوْهَا اَوْ اَزْرِعُوْهَا اَوْ اَمْسِكُوْهَا قَالَ رَافِعٌ قُلْتُ سَمْعًا وَطَاعَةً ـ

২১৭১. যুহাইর ইবনে রাফে (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে এমন একটা কাজ করতে নিষেধ করেছেন যা আমাদের পক্ষে লাভজনক ছিল। আমি (রাফে) বললাম, রসূলুল্লাহ (সঃ) যা বলেছেন, তা–ই ঠিক। তিনি (যুহাইর) বললেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা তোমাদের ক্ষেত–খামার কিভাবে চাষাবাদ করাও? আমি বললাম, আমরা এক–চতুর্থাংশের শর্তে (অর্থাৎ চাষী ফসলের চতুর্থাংশ পাবে এ শর্তে অথবা নালার পার্শ্বস্থ ফসলের শর্তে) অথবা খেজুর ও যবের (নির্দিষ্ট) কয়েক ওয়াসক প্রদানের শর্তে জমি ইজারা দিয়ে থাকি। তিনি (সঃ) বললেন, তোমরা এরূপ কর না। তোমরা নিজেরা তা (ক্ষেত) চাষ কর কিংবা অন্যকে দিয়ে তা চাষ করাও অথবা তা ফেলে রাখ। রাফে (রা) বলেন, আমি বললাম, আমি শুনলাম ও কবুল করলাম।

٢١٧٢– عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانُوْا يَزْرَعُوْنَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ اَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا اَوْ لِيَمْنَحْهَا فَاِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ اَرْضَهُ وَقَالَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ اَبُوْ تَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ اَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا اَوْ لِيَمْنَحْهَا اَخَاهُ فَاِنْ اَبٰى فَلْيُمْسِكْ اَرْضَهُ ـ

২১৭২. জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা এক–তৃতীয়াংশ, এক–চতুর্থাংশ বা অর্ধেক ফসলের শর্তে ভাগে ক্ষেত চাষ করত। নবী (সঃ) বললেন, যে ব্যক্তির নিকট জমি রয়েছে সে যেন তা নিজে চাষ করে অথবা (অন্যকে চাষ করার জন্য) তা দান করে। যদি এটাও না করে তবে সে যেন তার জমি ফেলে রাখে।

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যার নিকট জমি রয়েছে সে যেন তা নিজে চাষ করে কিংবা ভাইকে (চাষ করতে) দেয়। যদি এটাও না করতে চায় তবে সে যেন তার জমি ফেলে রাখে।

٢١٧٣– عَنْ عَمْرٍو قَالَ ذَكَرْتُهُ لِطَاوُسٍ فَقَالَ يُزْرِعُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلٰكِنْ قَالَ اَنْ يَمْنَحَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَاْخُذَ شَيْئًا مَعْلُوْمًا–

২১৭৩. আমর (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উপরোক্ত হাদীস সম্পর্কে তাউস (রঃ)–কে বললে তিনি বলেন, অন্যকে দিয়ে চাষ করানো যেতে পারে। কেননা ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, নবী (সঃ) এটা (ভাগচাষ) নিষেধ করেননি। তবে তিনি বলেছেন,

তোমাদের কেউ নিজের ভাইকে (জমি) দান করুক, এটা তার জন্য তার (ভাইয়ের) কাছ থেকে নির্দিষ্ট আয় গ্রহণ করার চাইতে উত্তম।

٢١٧٤- عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِىْ مَزَارِعَهُ عَلٰى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ وَاَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَصَدْرًا مِّنْ اِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ ثُمَّ حُدِّثَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ اِلٰى رَافِعٍ فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَسَاَلَهُ فَقَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَدْ عَلِمْتَ اَنَا كُنَّا نُكْرِىْ مَزَارِعَنَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمَا عَلَى الْاَرْبِعَاءِ وَبِشَىْءٍ مِنَ التِّبْنِ -

২১৭৪. নাফে (রঃ) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমর (রাঃ)—নবী (সঃ), আবু বকর, উমর ও উসমানের যমানায় এবং মুয়াবিয়ার শাসন আমলের প্রথম দিকে নিজের ক্ষেত ভাগে চাষ করতে দিতেন। অতঃপর রাফে ইবনে খাদীজ (রা) বর্ণিত এ হাদীস তাঁর নিকট বর্ণনা করা হয় যে, নবী (সঃ) ক্ষেত ভাগে কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন। তখন ইবনে উমর (রা) রাফে'র নিকট গেলেন। আমিও তাঁর সাথে গেলাম। তিনি (ইবনে উমর) তাঁকে জিজ্ঞেস করলে রাফে (রা) বলেন, নবী (সঃ) ক্ষেত ভাগে কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন। ইবনে উমর (রা) বলেন, আপনি তো জানেনই যে, রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর যামানায় আমরা ফসলের এক–চতুর্থাংশ এবং কিছু ঘাসের বিনিময় আমাদের ক্ষেত–খামার কেরায়া দিতাম।

٢١٧٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ اَعْلَمُ فِى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ الْاَرْضَ تُكْرٰى ثُمَّ خَشِىَ عَبْدُ اللّٰهِ اَنْ يَكُوْنَ النَّبِىُّ ﷺ قَدْ اَحْدَثَ فِى ذٰلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ فَتَرَكَ كِرَاءَ الْاَرْضِ -

২১৭৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেছেন, আমি জানতাম যে, রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর যামানায় ক্ষেত ভাগচাষে বিলি করা হত। (তাঁর পুত্র সালিম বলেন) তারপর আবদুল্লাহর ভয় হল, হয়ত নবী (সঃ) এ সম্পর্কে এমন কিছু নতুন নির্দেশ দিয়েছেন যা তাঁর জানা নেই। তাই তিনি জমি বর্গা দেয়া ছেড়ে দিলেন।

১৯–অনুচ্ছেদ ঃ সোনা–রূপার বিনিময়ে জমি কেরায়া দেয়া (নগদ বিক্রি করা)। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তোমরা যা কিছু করতে চাও তার মধ্যে সবচাইতে উত্তম এই যে, নিজের খালি জমিটা এক বছরের জন্য ইজারা দেওয়া।

٢١٧٦- عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَمَّاىَ اَنَّهُمْ كَانُوْا يُكْرُوْنَ الْاَرْضَ عَلٰى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الْاَرْبِعَاءِ اَوْ شَىْءٍ يَسْتَثْنِيْهِ صَاحِبُ الْاَرْضِ فَنَهٰى

النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَقُلْتُ لِرَافِعٍ فَكَيْفَ هِيَ بِالدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ فَقَالَ رَافِعٌ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ وَقَالَ اللَّيْثُ وَكَانَ الَّذِيْ نُهِيَ عَنْ ذٰلِكَ مَالَوْ نَظَرَ فِيْهِ ذَوُو الْفَهْمِ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ لَمْ يُجِيْزُوْهُ لِمَا فِيْهِ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ ـ

২১৭৬. রাফে ইবনে খাদীজ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার চাচারা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর যমানায় লোকেরা নালার পাশে উৎপন্ন ফসলের শর্তে কিংবা এমন কিছু শর্তে ভাগে জমি কেরায়া দিত যা জমির মালিক নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নিত। (যেমন ক্ষেতের কোন বিশেষ অংশ সে নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নিত কিংবা উৎপাদিত ফসলের একটা বিশেষ অংশ সে পাবে–এ শর্তে জমি দিত)। কিন্তু নবী (সঃ) এরূপ করতে নিষেধ করলেন। (অধঃস্তন রাবী বলেন) আমি রাফে'কে জিজ্ঞেস করলাম, দীনার ও দিরহামের বিনিময়ে জমি কেরায়া দেয়াটা কেমন? রাফে (রা) বলেন, তাতে কোন দোষ নেই। লাইস বলেন, যে বিষয়ে নিষেধ করা হয়েছে হালাল ও হারাম সম্পর্কে বিজ্ঞ ব্যক্তি সে বিষয়ে চিন্তা করলে তিনিও তা জায়েয মনে করবেন না। কেননা তাতে (ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার) আশংকা রয়েছে।

২০—অনুচ্ছেদঃ

٢١٧٧– عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَوْمًا يُحَدِّثُ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اِسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِي الزَّرْعِ فَقَالَ لَهُ أَلَسْتَ فِيْمَا شِئْتَ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنِّيْ أُحِبُّ أَنْ أَزْرَعَ قَالَ فَبَذَرَ فَبَادَرَ الطَّرْفَ نَبَاتُهُ وَاسْتِوَاؤُهُ وَاسْتِحْصَادُهُ فَكَانَ أَمْثَالَ الْجِبَالِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ دُوْنَكَ يَاابْنَ اٰدَمَ فَإِنَّهُ لاَ يُشْبِعُكَ شَيْءٌ فَقَالَ الْاَعْرَابِيُّ : وَاللّٰهِ لاَ تَجِدُهُ اِلاَّ قُرَشِيًّا أَوْ أَنْصَارِيًّا فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرْعٍ وَأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زَرْعٍ فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ ـ

২১৭৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। একদা নবী (সঃ)–এর নিকট এক বেদুইন বসা ছিল, এমতাবস্থায় তিনি এ হাদীসটা বর্ণনা করেন যে, বেহেশতবাসী কোন এক লোক তার প্রভুর নিকট চাষাবাদ করার অনুমতি চাইবে। আল্লাহ তাআলা তাকে বলবেন, তুমি যে আকাংখা করেছিলে তা কি পাওনি? সে বলবে, হাঁ, নিশ্চয়ই। কিন্তু আমি চাষবাস করতে চাই। নবী (সঃ) বললেন, তখন সে বীজ বুনবে এবং চোখের পলকে তা অংকুরিত হবে, বড় হয়ে যাবে। অবশেষে তা (ফসল) পর্বতসম হয়ে যাবে। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, হে আদম সন্তান! এই নাও। কিছুতেই তোমার তৃপ্তি হয় না। তখন সেই বেদুইন বলে উঠল, আল্লাহর কসম! এ ধরনের লোক আপনি কুরাইশ কিংবা আনসারদের মাঝেই পাবেন।

কেননা তাঁরাই চাষী। আর আমরা তো চাষী নই (পশুপালন আমাদের পেশা)। একথা শুনে নবী (সঃ) হেসে ফেললেন।

২১–অনুচ্ছেদ ঃ বৃক্ষ রোপণ প্রসঙ্গে।

٢١٧٨- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّهُ قَالَ اِنَّا كُنَّا نَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ كَانَتْ لَنَا عَجُوْزٌ تَأْخُذُ مِنْ اُصُوْلِ سِلْقٍ لَنَا كُنَّا نَغْرِسُهُ فِى اَرْبِعَائِنَا فَتَجعلُهُ فِى قِدْرٍ لَهَا فَتَجْعَلُ فِيْهِ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيْرٍ شَعِيْرُ لاَ اَعْلَمُ الاَّ اَنَّهُ قَالَ لَيْسَ فِيْهِ شَحْمٌ وَلاَ وَدَكٌ فَاِذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ زُرْنَاهَا فَقَرَّبَتْهُ اِلَيْنَا فَكُنَّا نَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ اَجَلِ ذٰلِكَ وَمَا كُنَّا نَتَغَدَّى وَلاَ نَقِيْلُ الاَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ ـ

২১৭৮. সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুম'আর দিন আসলে আমাদের ভারী আনন্দ হত। কারণ এক বৃদ্ধা ছিল। নালার ধারে আমরা যে গাজর লাগাতাম সে তা তুলে এনে তার সাথে কিছু যবের দানা মিশিয়ে ডেকচিতে করে পাকাতো। (অধঃস্তন রাবী ইয়াকুব বলেন) আমার যতটা মনে পড়ে তিনি (সাহল) বলেছেন যে, তাতে চর্বি বা তৈলাক্ত কিছু থাকত না। জুমআর নামায শেষে আমরা (ঐ বৃদ্ধার নিকট) যেতাম এবং সে তা (গাজর ও যবের দানা মিশ্রিত খাবার) আমাদের পরিবেশন করতো। এ কারণেই জুমআর দিন আসলে আমাদের ভারী আনন্দ হত। আর আমরা (সাধারণতঃ) জুমআর নামাযের পরই খাবার খেতাম এবং কাইলূলা (দুপুরের আহারান্তে বিশ্রাম) করতাম

٢١٧٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيْثَ وَاللّٰهُ الْمَوْعِدُ وَيَقُوْلُوْنَ مَالِلْمُهَاجِرِيْنَ وَالاَنصَارِ لاَيُحَدِّثُوْنَ مِثْلَ اَحَادِيْثِهِ وَاِنَّ اِخْوَتِىْ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ كَانَ يَشغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالاَسوَاقِ وَاِنَّ اِخوَتِى مِنَ الاَنصَارِ كَانَ يَشغَلُهُم عَمَلُ اَموَالِهِم وَكُنتُ اِمْرَاً مِسكِينًا اَلْزَمُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى مِلْءِ بَطنِى فَاَحْضُرُحِيْنَ يَغِيبُونَ وَ اَعِىْ حِيْنَ يَنسَوْنَ وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَومًا لَن يَبسُطَ اَحَدٌ مِنكُم ثَوبَهُ حَتّٰى اَقضِىَ مَقَالَتِى هٰذِهِ ثُمَّ يَجْمَعَهُ اِلٰى صَدرِهِ فَيَنْسٰى مِنْ مَقَالَتِى شَيئًا اَبَدًا فَبَسَطْتُ نَمِرَةً لَيسَ عَلَىَّ ثَوبٌ غَيرُهَا حَتّٰى قَضَى النَّبِىُّ ﷺ مَقَالَتَهُ ثُمَّ جَمَعْتُهَا اِلٰى صَدرِى فَوَالَّذِى بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا نَسِيتُ مِن مَقَالَتِهِ تِلكَ اِلٰى يَومِى هٰذَا وَاللّٰهِ لَو لاَاٰيَتَانِ فِى

كِتَابِ اللّٰهِ مَا حَدَّثْتُكُم شَيْئًا اَبَدًا : اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ اِلٰى قَوْلِهِ الرَّحِيْمُ –

২১৭৯. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা বলে, আবু হুরাইরা খুব বেশী হাদীস বর্ণনা করে থাকে। অথচ তাদেরকে (একদিন) আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। (সেদিন আমারও বিচার হবে যদি আমি মিথ্যা হাদীস বলে থাকি এবং তাদেরও বিচার হবে যদি তারা অযথা আমার প্রতি সন্দেহ পোষণ করে থাকে)। তারা আরো বলে, মুহাজির ও আনসারদের কি হল যে, তাঁরা আবু হুরাইরার মত এত (বেশী) হাদীস বর্ণনা করেন না। প্রকৃত ব্যাপার হলো, আমার মুহাজির ভাইয়েরা সর্বদা বাজারে বেচাকেনা (ব্যবসা) নিয়ে ব্যস্ত থাকে। আর আমার আনসার ভাইয়েরা তাদের ক্ষেত-খামার ও বাগানের কাজকর্ম নিয়ে সদা মশগুল থাকে। [সুতরাং রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে বসে থেকে হাদীস শোনার অবসর তাদের কোথায়]! আমি ছিলাম একটা মিসকীন লোক। পেট পুরে চারটে খেতে পারলেই রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এসে পড়ে থাকতাম। কাজেই লোকেরা যখন অনুপস্থিত থাকত আমি তখন উপস্থিত থাকতাম। লোকেরা যা ভুলে যেত আমি তা মনে রাখতাম। একদিন নবী (সঃ) বললেনঃ তোমাদের যে কেউ আমার কথা (বাণী) শেষ হওয়া পর্যন্ত তার চাদর বিছিয়ে রাখবে, তারপর (আমর কথা শেষ হলে) চাদরখানা গুটিয়ে নিজের বুকের সাথে মিলাবে সে আমার কোন কথা কখনো ভুলবে না। তখন আমি আমার পশমী চাদরটা (অর্থাৎ তার একাংশ) নবী (সঃ)-এর কথা শেষ হওয়া পর্যন্ত বিছিয়ে রাখলাম। ঐ চাদর ছাড়া আমার গায়ে অন্য কোন কাপড় ছিল না। তারপর তা গুটিয়ে আমার বুকের সাথে মিলালাম। ঐ সত্তার কসম যিনি তাঁকে সত্যের বাহকরূপে পাঠিয়েছেন! আজ পর্যন্ত আমি তাঁর একটা কথাও ভুলিনি। আল্লাহর কসম! যদি আল্লাহর কিতাবে দু'টি আয়াত না থাকত তবে আমি কখনো তোমাদের নিকট কোন হাদীস বর্ণনা করতাম না। সে আয়াত দু'টির অর্থ হল এইঃ "যারা আমার নাযিলকৃত উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ ও সুপথ প্রদর্শনকারী বিষয়সমূহকে এমতাবস্থায় গোপন করে যে, আমি ঐগুলোকে সব মানুষের (হেদায়াতের) জন্য আমার কিতাবে বর্ণনা করে দিয়েছি। এ ধরনের লোকদের প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেন এবং সব লা'নতকারীও তাদের প্রতি লা'নত করেন। কিন্তু যারা তওবা করে ও নিজেকে সংশোধন করে নেয় এবং যা গোপন করেছিল তা ব্যক্ত করে দেয়, তবে তাদের তওবা আমি কবুল করব।আর আমি তো শ্রেষ্ঠ তওবা কবুলকারী ও পরম করুণাময়।"

অধ্যায়—১৮

كتاب المساقات

(পানি সেচের বর্ণনা)

১—অনুচ্ছেদ ঃ পানি পান প্রসঙ্গে। মহান আল্লাহর বাণীঃ

وجعلنا من الماء كل شى حى افلا يومنون - (انبياء : ٣٠)

"এবং আমি প্রতিটি প্রাণধারী সত্তাকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছি। তা সত্ত্বেও কি তারা ঈমান আনবে না?" (আম্বিয়াঃ ৩০)

اَفَرَاَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِى تَشْرَبُوْنَ ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ لَوْنَشَاءُ جَعَلْنَاهُ اُجَاجًا فَلَوْلاَ تَشْكُرُوْنَ -

তোমরা কি সেই পানি সম্পর্কে চিন্তা করেছ যা তোমরা পান কর, তা তোমরা মেঘ থেকে অবতীর্ণ করেছ না আমি তার প্রেরণকারী? আমি ইচ্ছা করলে তা লবণাক্ত করতে পারতাম। তা সত্ত্বেও কেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না?"

(ওয়াকিয়াঃ ৬৮—৭০)।

২—অনুচ্ছেদঃ কিছু লোকের মতে পানি বন্টন করা হোক বা না হোক তা সাদকা, দান—খয়রাত ও অসিয়ত করা জায়েয। 'আল—মুয্ন' শব্দের অর্থ মেঘ এবং 'আল—উজাজ' শব্দের অর্থ লবণাক্ত, তিক্ত। উসমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেন, এমন কে আছে যে 'রূমা'[১] কূপটি খরিদ করবে এবং তাতে বালতি দ্বারা পানি উত্তোলনের অধিকার তার ততটুকুই থাকবে, যতটুকু সাধারণ মুসলমানের থাকবে। অর্থাৎ কূপটি খরিদ করে সাধারণ মানুষের জন্য ওয়াকফ করে দিবে। সুতরাং এ কথার পর উসমান (রাঃ) এ কূপটি খরিদ করেছিলেন।

٢١٨- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ اُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِقَدَحٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَّمِيْنِهِ غُلاَمٌ اَصْغَرُ الْقَوْمِ وَالاَشْيَاخُ عَنْ يَّسَارِهِ فَقَالَ يَاغُلاَمُ اَتَاْذَنُ لِى اَنْ اُعْطِيَهُ الاَشْيَاخَ قَالَ مَاكُنْتُ لاُوْثِرَ بِفَضْلِى مِنْكَ اَحَدًا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَعْطَاهُ اِيَّاهُ -

১. ইবনে বাত্তাল বলেন, রূমা নামক কূপটি ইহুদীদের অধীনে ছিলো। তারা সে কূপের মুখে তালা লাগিয়ে রাখত। তাই মুসলমানরা তা থেকে পানি পান করতে পারতো না। তারা নবী (সঃ)—এর নিকট অভিযোগ করলে উসমান (রাঃ) উক্ত কূপটি খরিদ করেন।

২১৮০. সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ)–এর নিকট একটি পাত্র আনা হল। তিনি তা থেকে পান করলেন। এ সময় তাঁর ডান দিকে উপস্থিত লোকদের মধ্যে একটি অল্প বয়স্ক বালক ছিল। আর বয়স্ক লোকেরা ছিলেন তাঁর বাঁ দিকে। তিনি বললেনঃ ওহে বালক! তুমি কি আমাকে অবশিষ্ট পানীয় বয়স্কদেরকে দেয়ার অনুমতি দিচ্ছ? সে বললঃ হে আল্লাহর রসূল! আপনার মুখ লাগানো পানীয় পান করার ব্যাপারে আমি নিজের চেয়ে অন্যকে অগ্রাধিকার দেব না। তিনি তখন বালকটিকেই সেই পানীয় দিলেন।

٢١٨١– عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهَا حُلِبَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَاةٌ دَاجِنٌ وَهِىَ فِى دَارِ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَشِيْبَ لَبَنُهَا بِمَاءٍ مِنَ الْبِئْرِ الَّتِىْ فِىْ دَارِ اَنَسٍ فَاَعْطٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ الْقَدَحَ فَشَرِبَ مِنْهُ حَتّٰى اِذَا نَزَعَ الْقَدَحَ مِنْ فِيْهِ وَعَلٰى يَسَارِهٖ اَبُوْ بَكْرٍ وَعَنْ يَمِيْنِهٖ اَعْرَابِىٌّ فَقَالَ عُمَرُ وَخَافَ اَنْ يُّعْطِيَهُ الْاَعرَابِىَّ اَعْطِ اَبَا بَكْرٍ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ عِنْدَكَ فَاَعْطَاهُ الْاَعْرَابِىُّ الَّذِىْ عَلٰى يَمِيْنِهٖ ثُمَّ قَالَ الْاَيْمَنَ فَالْاَيْمَنَ ـ

২১৮১. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর জন্য একটি বকরীর দুধ দোহন করা হল। তখন তিনি আনাস ইবনে মালেকের বাড়ীতে অবস্থান করছিলেন। সেই দুধের সঙ্গে আনাস ইবনে মালেকের বাড়ীর একটি কূপের পানি মেশান হল। তারপর পাত্রটি রসূলুল্লাহ (সঃ)–কে দেয়া হল। তিনি তা থেকে পান করলেন। পাত্রটি তাঁর মুখ থেকে আলাদা করার পর তিনি দেখেন তাঁর বাঁ দিকে আবু বাক্‌র ও ডান দিকে এক বেদুঈন। উমর ভয় পেলেন পাছে তিনি পাত্রটি বেদুঈনকে দিয়ে না দেন। তিনি বললেনঃ হে আল্লাহর রসূল! আবু বাক্‌র আপনার পাশেই, তাকে পাত্রটা দিন। তিনি তাঁর ডান পাশের বেদুইনকে পাত্রটা দিলেন এবং বললেনঃ ডান দিকের লোক বেশী হকদার।

৩–অনুচ্ছেদ ঃ কেউ কেউ বলেন, পরিতৃপ্ত না হওয়া পর্যন্ত পানির মালিক পানির বেশী হকদার। কেননা রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করতে নিষেধ করবে না।

٢١٨٢– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَايُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَاءُ ـ

২১৮২. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ অতিরিক্ত পানি নিতে নিষেধ করা যাবে না। কেননা এভাবে (জীব জন্তুকে) ঘাস খেতেও বাধা দেয়া হবে।

٢١٨٣– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا تَمْنَعُوْا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوْا بِهٖ فَضْلَ الْكَلَاءِ ـ

২১৮৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, অতিরিক্ত পানি নিতে নিষেধ করবে না। কেননা এভাবে (জীব জন্তুকে) ঘাস খেতেও বাধা দেয়া হয়।

৪–অনুচ্ছেদঃ কেউ যদি নিজের জায়গায় কূপ খনন করে (এবং কেউ যদি তাতে পড়ে মারা যায়) তাহলে মালিক তার জন্য দায়ী হবে না।

٢١٨٤– عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ ـ

২১৮৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ খনি ও কূপে কর্মরত অবস্থায় কিংবা জন্তু–জানোয়ার দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মারা গেলে জরিমানা দিতে হবে না এবং খনিজ দ্রব্যের এক–পঞ্চমাংশ দিতে হবে।

৫–অনুচ্ছেদ ঃ কূপ নিয়ে বিবাদ ও তার মীমাংসা।

٢١٨٥– عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ هُوَ عَلَيْهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً الْاٰيَةَ فَجَاءَ الْاَشْعَثُ فَقَالَ مَا حَدَّثَكُمْ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فِيَّ اُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ كَانَتْ لِيْ بِئْرٌ فِيْ اَرْضِ ابْنِ عَمٍّ لِيْ فَقَالَ لِيْ شُهُوْدَكَ قُلْتُ مَالِيْ شُهُوْدٌ قَالَ فَيَمِيْنُهُ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِذًا يَحْلِفَ فَذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ هٰذَا الْحَدِيْثَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ تَصْدِيْقًا لَهُ ـ

২১৮৫. আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের অর্থ–সম্পদ আত্মসাত করার জন্য মিথ্যা কসম করে সে এমন অবস্থায় আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হবে যে, তিনি তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকবেন। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করেছেনঃ "যারা আল্লাহর শপথ ও নিজেদের কসমের বিনিময়ে অল্প মূল্য সংগ্রহ করে" (আল ইমরানঃ ৭৭)। তারপর আশআছ এসে বললেন, আবু আবদুর রহমান তোমার নিকট কি হাদীস বর্ণনা করেছিলেন? এই আয়াতটি তো আমার সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। আমার চাচাতো ভাইয়ের জায়গায় আমার একটি কূপ ছিল। (আমাদের মধ্যে তা নিয়ে বিবাদ হওয়ায়) নবী (সঃ) আমাকে বলেনঃ তোমার সাক্ষী নিয়ে এস। আমি বললাম, আমার কোন সাক্ষী নেই। তিনি বললেনঃ তাহলে তাকে কসম খেতে হবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! সে তো অনায়াসেই কসম খেয়ে বসবে। এই সময় নবী (সঃ) এই হাদীসটি বর্ণনা করলেন এবং তাঁকে সত্যায়িত করে আল্লাহ তাআলা এই আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।

৬–অনুচ্ছেদঃ পথিককে পানি না দেয়ার গুনাহ।

٢١٨٦– حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْاَعْمَشِ

قَالَ سَمِعْتُ اَبَا صَالِحٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللّٰهُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ بِالطَّرِيْقِ فَمَنَعَهُ مِنِ ابْنِ السَّبِيْلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ اِمَامًا لاَ يُبَايِعُهُ اِلاَّ لِدُنْيَا فَاِنْ اَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِىَ وَاِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ وَرَجُلٌ اَقَامَ سِلْعَتَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ وَاللّٰهِ الَّذِىْ لاَ اِلٰهَ غَيْرُهُ لَقَدْ اَعْطَيْتُ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ رَجُلٌ ثُمَّ قَرَاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ : اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً ـ

২১৮৬. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর মানুষের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না, তাদের জন্য কঠোর শাস্তি রয়েছে। (১) যে ব্যক্তির কাছে অতিরিক্ত পানি থাকা সত্ত্বেও পথিককে তা দেয় না। (২) যে ব্যক্তি ইমামের হাতে একমাত্র পার্থিব স্বার্থে বাইয়াত করে। যদি ইমাম তাকে কিছু পার্থিব সুযোগ দেয় তাহলে সে খুশী হয়, আর যদি না দেয় তাহলে অসন্তুষ্ট হয়। (৩) যে ব্যক্তি আসরের পর তার পণ্যসামগ্রী নিয়ে (বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে) দাঁড়িয়ে যায় এবং বলে, আল্লাহর কসম! যিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, আমি এই সামগ্রীর মূল্য এত পেয়েছিলাম (কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি তা দেইনি)। সুতরাং কেউ যদি তাকে সত্যবাদী মনে করে নেয়। তারপর তিনি এই আয়াতটি পড়েনঃ "যারা অল্প মূল্যের বিনিময়ে আল্লাহর শপথ ও নিজেদের কসম বিক্রি করে।"

৭–অনুচ্ছেদঃ নদী–নালার পানি আটকানো।

٢١٨٧– عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ حَدَّثَهُ اَنَّ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فِى شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِىْ يَسْقُوْنَ بِهَا النَّخْلَ فَقَالَ الْاَنْصَارِىُّ سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ فَاَبٰى عَلَيْهِ فَاخْتَصَمَا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ اَسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ اَرْسِلِ الْمَاءَ اِلٰى جَارِكَ فَغَضِبَ الْاَنْصَارِىُّ فَقَالَ اَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ اَسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَى الْجَدْرِ فَقَالَ الزُّبَيْرُ : وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَحْسِبُ هٰذِهِ الْاٰيَةَ نَزَلَتْ فِىْ ذٰلِكَ : فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ـ

২১৮৭. আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক আনসারী নবী (সঃ)–এর নিকট যুবায়েরের বিরুদ্ধে হাররার নহরের পানি সম্বন্ধে নালিশ করল যেখান

থেকে খেজুর বাগানে পানি দেয়া হত। আনসারী বললোঃ নহরের পানি প্রবাহিত হতে দাও। কিন্তু যুবায়ের (রাঃ) অস্বীকার করলেন। এ নিয়ে তারা নবী (সঃ)-এর সামনেই কথা কাটাকাটি করলে নবী (সঃ) যুবাইরকে বললেনঃ হে যুবায়ের! জমিতে পানি সেচন করার পর তা তোমার প্রতিবেশীকে ছেড়ে দাও। এতে আনসারী ক্রুদ্ধ হয়ে বললোঃ সে আপনার ফুফাত ভাই, তাই এরূপ করলেন। এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তারপর তিনি বললেন, হে যুবায়ের! পানি নিজ ভূমিতে দেয়ার পর তা দেয়াল পর্যন্ত পৌঁছলে বন্ধ রাখ। যুবায়ের বলেন, আল্লাহর কসম! আমার মনে হয়, এ আয়াতটি এ সম্বন্ধেই অবতীর্ণ হয়েছেঃ "তোমার প্রভুর কসম, তারা মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা বিতর্কিত বিষয়ে তোমাকে মীমাংসাকারী নিযুক্ত না করে" (সূরা নিসাঃ ৬৫)।

৮-অনুচ্ছেদ ঃ নীচু জমির আগে উঁচু জমিতে পানি সেচ করা।

٢١٨٨- عَنْ عُرْوَةَ قَالَ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ رَجُلٌ مِنَ الاَنْصَارِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَازُبَيْرُ اَسْقِ ثُمَّ اَرسِلْ فَقَالَ الْاَنْصَارِىُّ اِنَّهُ ابْنُ عَمَّتِكَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ يَبْلُغُ الْمَاءُ الجِدْرَ ثُمَّ اَمْسِكْ فَقَالَ الزُّبَيْرُ فَاَحْسِبُ هٰذِهِ الْاٰيَةَ نَزَلَتْ فِى ذٰلِكَ : فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ -

২১৮৮. উরওয়াহ (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যুবায়ের (রা) এক আনসারীর সঙ্গে বাদানুবাদ করলে নবী (সঃ) বললেনঃ হে যুবায়ের! ভূমিতে পানি নেয়ার পর তা ছেড়ে দাও। এতে আনসারী বললঃ সে আপনার ফুফাত ভাই, তাই এরূপ করলেন। একথা শুনে তিনি (রসূল) বললেনঃ যুবায়ের! আইল অবধি পৌঁছা পর্যন্ত পানি নিতে থাকবে, তারপর বন্ধ করে দিবে। যুবায়ের বলেনঃ আমার ধারণা এ আয়াতটি এই বিবাদ সম্বন্ধেই অবতীর্ণ হয়েছেঃ " তোমার প্রভুর কসম! তারা মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ তারা তাদের বিতর্কিত বিষয়ে তোমাকে মীমাংসাকারী নিযুক্ত না করে।"

৯-অনুচ্ছেদ ঃ উঁচু জমির মালিক পায়ের গিরা পর্যন্ত পানি নিয়ে নিবে।

٢١٨٩- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ حَدَّثَهُ اَنَّ رَجُلاً مِنَ الاَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ فِى شِرَاجٍ مِنَ الْحَرَّةِ يَسْقِىْ بِهَا النَّخْلَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَسْقِ يَازُبَيْرُ فَاَمَرَهُ بِالْمَعْرُوْفِ ثُمَّ اَرْسِلْ اِلٰى جَارِكَ فَقَالَ الاَنْصَارِىُّ اَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ اَسْقِ ثُمَّ احْبِسْ يَرْجِعَ الْمَاءُ اِلَى الْجَدْرِ وَاسْتَوْعٰى لَهُ حَقَّهُ فَقَالَ الزُّبَيْرُ وَاللّٰهِ اِنَّ هٰذِهِ الاٰيَةَ اُنْزِلَتْ فِىْ ذٰلِكَ : فَلاَ وَرَبِّكَ لاَيُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى

يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ قَالَ لِى ابْنُ شِهَابٍ فَقَدَّرَتِ الْاَنْصَارُ وَالنَّاسُ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ اَسْقِ ثُمَّ احْبِسْ حَتَّى يَرْجِعَ اِلَى الْجَدْرِ وَكَانَ ذٰلِكَ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ـ

২১৮৯. উরওয়াহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন আনসারী হাররার নালার পানি নিয়ে যুবায়েরের সঙ্গে ঝগড়া করল, ঐ পানি তিনি খেজুর বাগানে সেচন করতেন। এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, হে যুবায়ের! পানি নিতে থাক। তিনি ন্যায়নীতি অনুসারে তাকে নির্দেশ দেন। তারপর তা তোমার প্রতিবেশীর জন্য ছেড়ে দাও। এতে আনসারী বলল, সে আপনার ফুফাত ভাই, তাই এরূপ করলেন । এ কথায় রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি বললেনঃ পানি নেয়ার পর তা আইল পর্যন্ত পৌছলে বন্ধ রাখ। তিনি যুবায়েরকে তার পূর্ণ হক দিলেন। যুবায়ের বলেনঃ আল্লাহর কসম! এ আয়াতটি এ সম্বন্ধেই অবতীর্ণ হয়ঃ "তোমার প্রভুর কসম! তারা মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের বিতর্কিত বিষয়ে তোমাকে মীমাংসাকারী নিযুক্ত করবে।" রাবী বলেন, ইবনে শিহাব আমাকে বলেছেনঃ আনসার এবং অন্যান্য লোকেরা নবী (সঃ)-এর একথা "পানি নেয়ার পর আইল অবধি পৌছা পর্যন্ত তা বন্ধ রাখো" দ্বারা পায়ের গিরা পর্যন্ত পানি নেয়ার কথা বুঝেছেন।

১০–অনুচ্ছেদ ঃ পানি পান করানোর ফযীলত।

٢١٩٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِىْ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا ثُمَّ خَرَجَ فَاِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ يَاْكُلُ الثَّرٰى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ لَقَدْ بَلَغَ هٰذَا مِثْلُ الَّذِىْ بَلَغَ بِىْ فَمَلَاَ خُفَّهُ ثُمَّ اَمْسَكَهُ بِفِيْهِ ثُمَّ رَقِىَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ فَغَفَرَلَهُ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَاِنَّ لَنَا فِى الْبَهَائِمِ اَجْرًا قَالَ فِىْ كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ اَجْرٌ ـ

২১৯০. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ একদা একজন লোক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় তার খুব পিপাসা লাগল। সে কূপের মধ্যে নেমে পানি পান করল। তারপর কূপ থেকে উঠে দেখল, একটা কুকুর হাঁপাচ্ছে এবং পিপাসায় কাতর হয়ে কাঁদা চাটছে। সে (মনে মনে) বলল, কুকুরটারও আমার মত পিপাসা লেগেছে। তারপর সে কূপের মধ্যে নামল এবং নিজের মোজা ভরে পানি নিয়ে তা মুখ দিয়ে কামড়ে ধরে উপরে উঠল এবং কুকুরটিকে পানি পান করাল। আল্লাহ তার এ কাজ গ্রহণ করলেন এবং তার গুনাহ মাফ করে দিলেন। সাহাবীরা বললেনঃ হে আল্লাহর রসূল! চতুষ্পদ জন্তুর উপকার করলে তাতে কি আমাদের সওয়াব হবে? তিনি বললেনঃ প্রত্যেক সজীব বস্তু ও প্রাণীর উপকার করাতেই সওয়াব রয়েছে।

٢١٩١- عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلّٰى صَلَاةَ الْكُسُوْفِ فَقَالَ دَنَتْ مِنِّىْ النَّارُ حَتّٰى قُلْتُ اَىْ رَبِّ وَاَنَا مَعَهُمْ فَاِذَا اِمْرَاَةٌ حَسِبْتُ اَنَّهُ قَالَ تَخْدِشُهَا هِرَّةٌ قَالَ مَا شَأْنُ هٰذِهٖ قَالُوْا حَبَسَتْهَا حَتّٰى مَاتَتْ جُوْعًا -

২১৯১. আসমা বিনতে আবু বাক্‌র (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ নবী (সঃ) সূর্য গ্রহণের নামায পড়লেন, তারপর বললেনঃ দোযখ আমার নিকটবর্তী করা হলে আমি বললাম, হে রব! আমিও কি ওদের মধ্যে শামিল থাকব? হঠাৎ এক স্ত্রীলোক আমার নজরে পড়লো। (বর্ণনাকারী) আসমা বলেন, আমার ধারণা তিনি বলেছেন, বিড়াল তাকে (স্ত্রীলোকটিকে) খামচাচ্ছিল। তিনি (রসূল) জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার? ফেরেশতারা জবাব দিলেন, সে একটি বিড়াল বেধে রেখেছিল, যার কারণে শেষ পর্যন্ত বিড়ালটি ক্ষুধায় মারা যায়।

٢١٩٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ عُذِّبَتْ اِمْرَاَةٌ فِىْ هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتّٰى مَاتَتْ جُوْعًا فَدَخَلَتْ فِيْهَا النَّارَ قَالَ فَقَالَ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ : لَا اَنْتِ اَطْعَمْتِيْهَا وَلَا سَقَيْتِهَا حِيْنَ حَبَسْتِيْهَا وَلَا اَنْتِ اَرْسَلْتِيْهَا فَاَكَلَتْ مِنْ خَشَاشِ الْاَرْضِ-

২১৯২. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ একটি স্ত্রীলোককে একটি বিড়ালের কারণে শাস্তি দেয়া হয়। সে বিড়ালটি বেঁধে রেখেছিল, ফলে সেটি ক্ষুধায় মারা যায়। এই কারণে স্ত্রীলোকটি দোযখে প্রবেশ করে। বর্ণনাকারী বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, আল্লাহ ভাল জানেন, বাঁধা থাকাকালীন তুমি সেটিকে না খেতে দিয়েছিলে, না পান করতে দিয়েছিলে এবং না ছেড়ে দিয়েছিলে, অন্যথায় যমীনের পোকা-মাকড় খেয়ে সে বেঁচে থাকত।

১১-অনুচ্ছেদঃ যাদের মতে চৌবাচ্চা ও মশকের মালিক তার পানির অধিক হকদার।

٢١٩٣- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ اُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِقَدَحٍ فَشَرِبَ وَعَنْ يَمِيْنِهٖ غُلَامٌ هُوَ اَحْدَثُ الْقَوْمِ وَالْاَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهٖ قَالَ يَا غُلَامُ اَتَأْذَنُ لِىْ اَنْ اُعْطِىَ الْاَشْيَاخَ فَقَالَ مَاكُنْتُ لِاُوْثِرَ بِنَصِيْبِىْ مِنْكَ اَحَدًا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَعْطَاهُ اِيَّاهُ -

২১৯৩. সাহল ইবনে সাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট একটি পানপাত্র আনা হল। তিনি তা থেকে পান করলেন। তাঁর ডান দিকে ছিল একটি বালক যে ছিল সবচেয়ে অল্প বয়স্ক। আর বয়স্ক লোকেরা তাঁর বাম দিকে ছিল। তিনি বললেনঃ হে বালক! তুমি কি আমাকে বয়স্ক লোকদেরকে এটি দিতে অনুমতি দাও? সে

বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমি আমার প্রাপ্য আপনার এটো পানীয় পান করার ব্যাপারে নিজের ওপর কাউকে অগ্রাধিকার দেব না। তিনি তাকেই সেটি দিলেন।

٢١٩٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَاَذُوْدَنَّ رِجَالاً عَنْ حَوْضِىْ كَمَا تُذَادُ الْغَرِيْبَةُ مِنَ الْاِبِلِ عَنِ الْحَوْضِ ـ

২১৯৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি (কিয়ামতের দিন) অবশ্যই আমার হাওয থেকে কিছু লোককে এমনভাবে তাড়াব, যেমন অপরিচিত উটকে তাড়ান হয়।

٢١٩٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَرْحَمُ اللّٰهُ اُمَّ اِسْمٰعِيْلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ اَوْ قَالَ لَوْ لَمْ تَغْرِفْ مِنَ الْمَاءِ لَكَانَتْ عَيْنًا مَعِيْنًا وَاَقْبَلَ جُرْهُمُ فَقَالُوْا اَتَاْذَنِيْنَ اَنْ نَنْزِلَ عِنْدَكِ قَالَتْ نَعَمْ وَلاَ حَقَّ لَكُمْ فِى الْمَاءِ قَالُوْا نَعَمْ ـ

২১৯৫. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ ইসমাঈলের মায়ের (হাজেরার) ওপর আল্লাহ রহম করুন। কেননা যদি তিনি যমযমকে আপন অবস্থায় ছেড়ে দিতেন কিংবা তা হতে আঁজলা ভরে পানি না নিতেন, তাহলে তা একটি প্রবাহিত ঝরনায় পরিণত হত। জুরহাম গোত্রের লোকেরা তাঁর নিকট এসে বলল, আপনি কি আমাদেরকে আপনার নিকট অবস্থান করার অনুমতি দিবেন? তিনি [হাজেরা] বললেন, হাঁ, তবে পানির ওপর তোমাদের কোন অধিকার থাকবে না। তারা বলল, ঠিক আছে।

٢١٩٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ ، رَجُلٌ حَلَفَ عَلٰى سِلْعَةٍ لَقَدْ اَعْطٰى بِهَا اَكْثَرَ مِمَّا اَعْطٰى وَهُوَ كَاذِبٌ وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ الْيَوْمَ اَمْنَعُكَ فَضْلِىْ كَمَا مَنَعتَ فَضلَ مَالَم تَعمَلْ يَدَاكَ ـ

২১৯৬. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর লোকের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের প্রতি দৃষ্টিপাতও করবেন না। (১) যে ব্যক্তি তার পণ্যদ্রব্যের ব্যাপারে মিথ্যা কসম খেয়ে বলে যে, তা বেশি মূল্যে বিক্রি হচ্ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে তা বিক্রি করেনি। (২) যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের সম্পদ আত্মসাত করার জন্য আসরের নামাযের পর মিথ্যা কসম করে এবং (৩) যে ব্যক্তি তার নিষ্প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত পানি মানুষকে দেয় না। আল্লাহ তাআলা বলবেন, আজ আমি তোমার প্রতি অনুগ্রহ করব না। কেননা তুমি নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি অপরকে দাওনি, অথচ তা তোমার সৃষ্টি ছিল না।

১২-অনুচ্ছেদ ঃ একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রসূল ছাড়া অন্য কারো সংরক্ষিত চারণভূমি থাকতে পারে না।

٢١٩٧- عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ حِمٰى اِلاَّ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَقَالَ بَلَغَنَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ حَمَى النَّقِيْعَ وَاَنَّ عُمَرَ حَمَى السَّرَفَ وَالرَّبَذَةَ ـ

২১৯৭. সাব ইবনে জাস্‌সামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রসূল ছাড়া আর কেউ চারণভূমি সংরক্ষণ করতে পারে না। তিনি বলেনঃ আমরা জানতে পেরেছি, নবী (সঃ) নাকী নামক চারণভূমি সংরক্ষণ করেছিলেন, আর উমর (রাঃ) সারাফ ও রাবাযার চারণভূমি (জনসাধারণের জন্য) সংরক্ষণ করেছিলেন।

১৩-অনুচ্ছেদঃ নহর (নদী-নালা-খাল-বিল) থেকে মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তুর পানি পান করা।

٢١٩٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ لِرَجُلٍ اَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ وَعَلٰى رَجُلٍ وِزْرٌ فَاَمَّا الَّذِىْ لَهُ اَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاَطَالَ بِهَا فِىْ مَرْجٍ اَوْ رَوْضَةٍ فَمَا اَصَابَتْ فِىْ طِيَلِهَا ذٰلِكَ مِنَ الْمَرْجِ اَوِالرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ وَلَوْ اَنَّهُ انْقَطَعَ طِيَلُهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا اَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ اٰثَارُهَا وَاَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ اَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ اَنْ يَسْقِىَ كَانَ ذٰلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ فَهِىَ لِذٰلِكَ اَجْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَتَعَفُّفًا ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللّٰهِ فِى رِقَابِهَا وَلاَ ظُهُوْرِهَا فَهِىَ لِذٰلِكَ سِتْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَنِوَاءً لاَهْلِ الْاِسْلاَمِ فَهِىَ عَلٰى ذٰلِكَ وِزْرٌ وَسُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْحُمُرِ فَقَالَ مَا اُنْزِلَ عَلَىَّ فِيْهَا شَىْءٌ اِلاَّ هٰذِهِ الْاٰيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ـ

২১৯৮. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ঘোড়া এক ব্যক্তির জন্য সওয়াব, এক ব্যক্তির জন্য ঢাল এবং এক ব্যক্তির জন্য গুনাহর কারণ। সেই ব্যক্তির জন্য সওয়াবের কারণ যে তাকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য বেঁধে তার রশি এত লম্বা করেছিল যে, সে চারণভূমি ও বাগানের যেখানে ইচ্ছা চরতে পারে। যদি তার রশি ছিঁড়ে যায় এবং সে একটি কিংবা দু'টি উঁচু জায়গায় লাফ দিয়ে তা অতিক্রম করে, তাহলে তার প্রতিটি পায়ে ও তার প্রতিটি গোবরে তার জন্য সওয়াব নির্ধারিত রয়েছে। আর সে যদি কোন নহর অতিক্রম করে এবং মালিকের ইচ্ছা ব্যতিরেকে তা থেকে পানি খায়, তাহলে সেজন্য সে সওয়াব পাবে। আর সেই ব্যক্তির জন্য ঢাল যে তাকে অর্থের আধিক্যের জন্য ও

ভিক্ষা করা থেকে বাঁচার জন্য বাঁধল এবং আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত তার গর্দান ও পিঠের হক আদায় করতে ভুল করল না। আর সেই ব্যক্তির জন্য গুনাহর কারণ যে তাকে অহঙ্কার ও লোক দেখানো কিংবা মুসলমানদের সঙ্গে শত্রুতার উদ্দেশ্যে বাঁধল। আর রসূলুল্লাহ (সঃ)–কে গাধা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেনঃ এ সম্বন্ধে আমার উপর কোন ওহী অবতীর্ণ হয়নি। তবে এ বিষয়ে পরিপূর্ণ ও নজীরবিহীন আয়াত রয়েছে। যেমনঃ "যে ব্যক্তি অতি সামান্য পরিমাণও ভাল কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে এবং যে ব্যক্তি অতি সামান্য পরিমাণও খারাপ কাজ করবে, সে তাও দেখতে পাবে।"

٢١٩٩– عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلَهُ عَنِ اللُّقْطَةِ فَقَالَ اَعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَاِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَاِلاَّ فَشَاْنَكَ بِهَا قَالَ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ هِيَ لَكَ اَوْ لاَخِيْكَ اَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ فَضَالَّةُ الْاِبِلِ قَالَ مَالَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَاْكُلُ الشَّجَرَ حَتّٰى يَلْقَاهَا رَبُّهَا ـ

২১৯৯. যায়েদ ইবনে খালিদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন লোক রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর নিকট এসে কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন থলেটি ও তার মুখের বন্ধনটি চিনে রাখ। তারপর এক বছর পর্যন্ত সেটি প্রচার করতে থাক। যদি তার মালিক এসে যায়, ভাল। তা না হলে তোমার যা ইচ্ছা করতে পার। সে আবার জিজ্ঞেস করল, কুড়িয়ে পাওয়া বকরী (কি করব)? তিনি বললেনঃ সেটি হয় তোমার, না হয় তোমার ভাইয়ের, না হয় নেকড়ের। সে আবার জিজ্ঞেস করল, হারানো উট (হলে কি করব)? তিনি জবাব দিলেনঃ তোমার তাতে প্রয়োজন কি? তার সংগে তার মশক ও জুতা রয়েছে। সে জলাশয়ে উপস্থিত হয়ে পানি পান করবে এবং গাছপালা খাবে, অবশেষে তার মালিক তাকে পেয়ে যাবে।

১৪–অনুচ্ছেদঃ জ্বালানী কাঠ ও গবাদি পশুর খাদ্য বিক্রি করা।

٢٢٠٠– عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَنْ يَاْخُذَ اَحَدُكُمْ اَحْبُلاً فَيَاْخُذَ حُزْمَةً مِنْ حَطَبٍ فَيَبِيْعَ فَيَكُفَّ اللّٰهُ بِهِ وَجْهَهُ خَيْرٌ مِنْ اَنْ يَّسْاَلَ النَّاسَ اُعْطِيَ اَوْ مُنِعَ ـ

২২০০. যুবায়ের ইবনে আওয়াম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ রশি নিয়ে জ্বালানী কাঠের আঁটি বেঁধে তা বিক্রি করতে পারে। এতে আল্লাহ তার সম্মান রক্ষা করবেন, আর এটা লোকদের নিকট এমন সওয়াল করার চেয়ে উত্তম, যে সওয়ালে তারা কিছু দিতেও পারে আবার নাও দিতে পারে।

٢٢٠١– عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَنْ يَّحْتَطِبَ اَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلٰى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَّسْاَلَ اَحَدًا فَيُعْطِيَهُ اَوْ يَمْنَعَهُ ـ

২২০১. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, পিঠে কাঠের বোঝা বহন করে তা বিক্রি করা কারো জন্য সেই সওয়াল থেকে উত্তম যে সওয়ালে তাকে কেউ দিতেও পারে আবার নাও দিতে পারে।

٢٢٠٢- عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ اَنَّهُ قَالَ اَصَبْتُ شَارِفًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى مَغْنَمٍ يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ وَاَعْطَانِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَرِفًا اُخْرٰى فَاَنَخْتُهُمَا يَوْمًا عِنْدَ بَابِ رَجُلٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ وَاَنَا اُرِيْدُ اَنْ اَحْمِلَ عَلَيْهِمَا اِذْخِرًا لِاَبِيْعَهُ وَمَعِى صَائِغٌ مِّنْ بَنِىْ قَيْنُقَاعَ فَاَسْتَعِيْنَ بِهِ عَلٰى وَلِيْمَةِ فَاطِمَةَ وَحَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَشْرَبُ فِىْ ذٰلِكَ الْبَيْتِ مَعَهُ قَيْنَةٌ فَقَالَتْ اَلاَ يَاحَمْزَ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ فَثَارَ اِلَيْهِمَا حَمْزَةُ بِالسَّيْفِ فَجَبَّ اَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا ثُمَّ اَخَذَ مِنْ اَكْبَادِهِمَا قُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ وَمِنَ السَّنَامِ قَالَ قَدْجَبَّ اَسْنِمَتَهُمَا فَذَهَبَ بِهَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ عَلِىٌّ فَنَظَرْتُ اِلٰى مَنْظَرٍ اَفْظَعَنِى فَاَتَيْتُ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ فَاَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَفَخَرَجَ وَمَعَهُ زَيْدٌ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَدَخَلَ عَلٰى حَمْزَةَ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ فَرَفَعَ حَمْزَةُ بَصَرَهُ وَقَالَ هَلْ اَنْتُمْ اِلاَّ عَبِيْدٌ لِاٰبَائِىْ فَرَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقَهْقِرُ حَتّٰى خَرَجَ عَنْهُمْ وَذٰلِكَ قَبْلَ تَحْرِيْمِ الْخَمْرِ ـ

২২০২. আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদরের যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর সঙ্গে শরীক হওয়ায় আমি মালে গনীমত হিসেবে একটি উষ্ট্রী পাই। তিনি আরো বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে আর একটি উষ্ট্রী দেন। একদিন আমি উট দুটোকে এক আনসারীর ঘরের দরজায় বসাই। আমার ইচ্ছা ছিল, এদের ওপর ইযখির (এক প্রকার ঘাস) চাপিয়ে তা বিক্রি করতে নিয়ে যাব। আমার সঙ্গে বনু কায়নুকার এক স্বর্ণকার ছিল। আমি এভাবে ফাতিমার সাথে আমার বিয়ের ওলীমা করতে সক্ষম হব। তার ঘরে হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব শরাব পান করছিল। আর তার সঙ্গে একটি গায়িকাও ছিল। সে বলল, হে হামযা, সাবধান! মোটা উষ্ট্রীগুলো নিয়ে নাও। অতঃপর হামযা উট দুটোর ওপর তরবারি নিয়ে ঝাঁপিযে পড়েন এবং তাদের কূঁজ কেটে ফেলেন ও পেট ফেড়ে কলিজা বের করে নেন। রাবী বলেন, আমি ইবনে শিহাবকে জিজ্ঞেস করি, কূঁজটা কি করা হল? তিনি বললেন, সেটা কাটার পর তিনি নিয়ে যান। ইবনে শিহাব বলেন, আলী (রা) বলেছেন, এই দৃশ্য দেখে আমি ঘাবড়িয়ে গেলাম এবং নবী (সঃ)–এর নিকট আসলাম। তাঁর নিকট তখন যায়েদ ইবনে হারিসা (রা) উপস্থিত ছিলেন। আমি তাঁকে খবরটি দিলাম। তিনি যায়েদসহ বের হলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে চললাম। তিনি হামযার নিকট উপস্থিত হয়ে অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন। তাদেরকে দেখে হামযা মাথা তুলে বলল, তোমরা আমার বাপ–দাদার

গোলাম ছাড়া আর কিছুই নও। এ অবস্থা দেখে রসূলুল্লাহ (সঃ) পিছু হটে তাদের নিকট থেকে চলে আসলেন। এটি ছিল শরাব হারাম হওয়ার পূর্বের ঘটনা।

১৫–অনুচ্ছেদঃ জায়গীর দেয়া।

٢٢٠٣– عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَرَادَ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يُقْطِعَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَتِ الاَنْصَارُ حَتّٰى تُقْطِعَ لاِخْوَانِنَا مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ مِثْلَ الَّذِى تُقْطِعُ لَنَا قَالَ سَتَرَوْنَ بَعْدِىْ اَثَرَةً فَاصْبِرُوْا حَتّٰى تَلْقَوْنِىْ ـ

২২০৩. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) আনসারদেরকে বাহরাইনে কিছু জায়গীর দিতে চাইলেন। তারা বলল, যতক্ষণ আপনি আমাদের মুহাজির ভাইদেরকে আমাদের মত জায়গীর না দিচ্ছেন, আমাদেরকে ততক্ষণ তা দিবেন না। তখন নবী (সঃ) বললেন, আমার পর শীঘ্রই তোমরা দেখবে, তোমাদের ওপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। তখন তোমরা আমার সঙ্গে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত (মৃত্যু পর্যন্ত) সবর করবে।

১৬–অনুচ্ছেদঃ জায়গীর লিপিবদ্ধ করা। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) আনসারদেরকে বাহরাইনে জায়গীর দেয়ার জন্য ডাকলেন। তাঁরা বলেন, হে আল্লাহর রসূল। আপনি যদি এরূপ করতে চান তাহলে আমাদের কুরাইশ ভাইদেরকেও তদ্রূপ লিখে দিন। কিন্তু নবী (সঃ)–এর নিকট তখন এতটা জায়গীর ছিল না। অতঃপর তিনি (সঃ) বললেন, আমার পর শীঘ্রই দেখবে, তোমাদের ওপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। তখন তোমরা আমার সঙ্গে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত সবর করবে।

১৭–অনুচ্ছেদ ঃ পানি পান করানোর স্থানে উট দোহন করা।

٢٢٠٤– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مِنْ حَقِّ الاِبِلِ اَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ ـ

২২০৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, পানি পান করানোর স্থানে দুধ দোহন করা উটের হক।

১৮–অনুচ্ছেদ ঃ বাগানে বা খেজুর বনে কোন লোকের চলার পথ কিংবা পানির কূপ থাকা। নবী (সঃ) বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি গাছের পরাগায়নের পর তা বিক্রি করে তাহলে তার ফল বিক্রেতা পাবে এবং চলার পথও পানির কূপ ও বিক্রেতার যতক্ষণ না তা নিশ্চিহ্ন করা হচ্ছে। আরিয়ার মালিকদের ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে এ নির্দেশ প্রযোজ্য।

٢٢٠٥– عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ اَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ اِلاَّ اَنْ يَّشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِى بَاعَهُ اِلاَّ اَنْ يَّشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَفِىْ رِوَايَةٍ فِى الْعَبْدِ ـ

২২০৫. আবদুল্লাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি পরাগায়নের পর গাছ কিনবে, তার ফল বিক্রেতা পাবে। কিন্তু যদি খরিদ্দার শর্ত করে (তাহলে সে পাবে)। আর যে ব্যক্তি মালদার গোলাম খরিদ করবে, সে মাল বিক্রেতা পাবে, কিন্তু যদি ক্রেতা শর্ত করে (তাহলে ক্রেতাই পাবে)। অন্য এক বর্ণনায় এ কথা কেবল ক্রীতদাস সম্বন্ধে উল্লেখ রয়েছে।

٢٢٠٦– عَنْ زَيْدِ ابْنِ ثَابِتٍ قَالَ رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ تُبَاعَ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا ـ

২২০৬. যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) অনুমান করে বৃক্ষোপরি কাঁচা খেজুর বেচার অনুমতি দিয়েছেন।

٢٢٠٧– عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَاَنْ لَاتُبَاعَ اِلاَّ بِالدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ اِلاَّ الْعَرَايَا ـ

২২০৭. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) নিষিদ্ধ করেছেন–দালালী, ভাগচাষ, অনুমানে পরিমাণ নির্ধারণ করে ক্ষেতের ফসল ও গাছের ফল বিক্রি করা এবং ফল পুষ্ট হওয়ার আগে তা বিক্রি করতে। তিনি আরও নিষেধ করেছেন, গাছে ফল থাকা অবস্থায় তা নগদ মূল্য ব্যতীত বিক্রি করতে, কিন্তু আরিয়ার (বৃক্ষোপরি দান করা খেজুর দাতা কর্তৃক শুকনো খেজুরের বিনিময়ে ক্রয় করা) অনুমতি দিয়েছেন।

٢٢٠٨– عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ فِيمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ اَوْ فِي خَمْسَةِ اَوْسُقٍ شَكَّ دَاوُدُ فِيْ ذٰلِكَ ـ

২২০৮. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) পাঁচ ওয়াসাক কিংবা তার চেয়ে কম পরিমাপের মধ্যে শুকনো খেজুর অনুমান করে আরায়া ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দিয়েছেন।

٢٢٠٩– عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ وَسَهْلِ بْنِ اَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُزَابَنَةِ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ اِلاَّ اَصْحَابَ الْعَرَايَا فَاِنَّهُ اَذِنَ لَهُمْ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَقَالَ ابْنُ اِسْحٰقَ حَدَّثَنِي بُشَيْرٌ مِثْلَهُ ـ

২২০৯. রাফে ইবনে খাদীজ ও সাহল ইবনে আবু হাসমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেনঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) মুযাবানা (বৃক্ষোপরি ফল শুকনো ফলের বিনিময়ে বিক্রি করতে) নিষেধ করেছেন। কিন্তু তিনি আরায়ার অধিকারীদের জন্য এর অনুমতি দিয়েছেন।

অধ্যায়—১৯

كتاب الاستقراض

(ঋণের আদান– প্রদান)

১–অনুচ্ছেদঃ ঋণ নেয়া, ঋণ পরিশোধ করা, নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা ও দেউলিয়া (ঘোষণা)।

২–অনুচ্ছেদঃ যার কাছে মূল্য পরিমাণ অর্থ নেই বা সাথে নেই এমন ক্রেতার কোন জিনিস খরিদ করা।

٢٢١٠– عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَيْفَ تَرَى بَعِيْرَكَ اَتَبِيْعُنِيْهِ قُلْتُ نَعَمْ فَبِعْتُهُ اِيَّاهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ غَدَوْتُ اِلَيْهِ بِالْبَعِيْرِ فَاَعْطَانِيْ ثَمَنَهُ ـ

২২১০. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোনো এক যুদ্ধে আমি নবী (সঃ)–এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি (স) বললেনঃ তুমি কি তোমার উটটি আমার নিকট বেচা সমীচীন মনে কর? আমি বললাম, হাঁ। অতঃপর তাঁর নিকট আমি সেটি বিক্রি করলাম। তিনি মদীনায় পৌঁছলেন, আমি উট নিয়ে তাঁর কাছে গেলাম। তিনি আমাকে তার দাম দিয়ে দিলেন।

٢٢١١– عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِشْتَرٰى طَعَامًا مِنْ يَهُوْدِيٍّ اِلٰى اَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِّنْ حَدِيْدٍ ـ

২২১১. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) এক ইহুদীর নিকট থেকে নির্দিষ্ট মেয়াদে খাদ্য ক্রয় করেন এবং তার নিকট একটি লোহার বর্ম বন্ধক রাখেন।

৩–অনুচ্ছেদঃ পরিশোধ করার বা নষ্ট করার উদ্দেশ্যে কারো সম্পদ গ্রহণ করা।

٢٢١٢– عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَخَذَ اَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ اَدَاءَهَا اَدَّى اللّٰهُ عَنْهُ وَمَنْ اَخَذَ يُرِيْدُ اِتْلاَفَهَا اَتْلَفَهُ اللّٰهُ ـ

২২১২. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মানুষের অর্থ সম্পদ আদায় করার উদ্দেশ্যে নেয়, আল্লাহ তা পরিশোধের ব্যবস্থা করে দেন। আর যে ব্যক্তি তা নষ্ট বা আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্য নেয়, আল্লাহ তা ধ্বংস করে দেন।

৪–অনুচ্ছেদঃ ঋণ পরিশোধ করা। মহান আল্লাহর বাণীঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوْا الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا –

"আল্লাহ তাআলা মালিকদের নিকট আমানত প্রত্যর্পণ করার জন্য তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন। আর যখন তোমরা লোকদের মধ্যে বিচার–ফয়সালা কর তখন ইনসাফ ভিত্তিক বিচার করবে। আল্লাহ তাআলা তোমাদের কতইনা সুন্দর উপদেশ দিচ্ছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ শুনেন ও দেখেন"– (নিসাঃ ৫৮)।

٢٢١٣ – عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا اَبْصَرَ يَعْنِىْ اُحُدًا قَالَ مَا اُحِبُّ اَنَّهُ يُحَوَّلُ لِىْ ذَهَبًا يَمْكُثُ عِنْدِىْ مِنْهُ دِيْنَارٌ فَوْقَ ثَلاَثٍ اِلاَّ دِيْنَارًا اُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ ثُمَّ قَالَ اِنَّ الاَكْثَرِيْنَ هُمُ الاَقَلُّوْنَ اِلاَّ مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَاَشَارَ اَبُوْ شِهَابٍ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَقَلِيْلٌ مَا هُمْ وَقَالَ مَكَانَكَ وَتَقَدَّمَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَسَمِعْتُ صَوْتًا فَاَرَدْتُ اَنْ اٰتِيَهُ ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَهُ مَكَانَكَ حَتّٰى اٰتِيَكَ فَلَمَّا جَاءَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ الَّذِىْ سَمِعْتُ اَوْ قَالَ الصَّوْتُ الَّذِىْ سَمِعْتُ قَالَ وَهَلْ سَمِعْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اَتَانِىْ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ مَنْ مَاتَ مِنْ اُمَّتِكَ لاَيُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَ اِنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا قَالَ نَعَمْ ـ

২২১৩. আবু যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী (সঃ)–এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি ওহুদ পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি পসন্দ করি না যে, এই পাহাড়টি আমার জন্য সোনা হয়ে যাক এবং একটি দীনারও (স্বর্ণমুদ্রা) আমার নিকট তিন দিনের বেশী থাকুক। তবে সেই দীনার ব্যতীত যা দিয়ে আমি ঋণ পরিশোধ করতে চাই। তারপর তিনি বললেনঃ যারা বেশী সম্পদশালী তারাই সর্বাপেক্ষা কম সওয়াব পেয়ে থাকে। কিন্তু যারা এভাবে ওভাবে ব্যয় করেছে (তারা ব্যতীত)। (অধঃস্তন রাবী) আবু শিহাব তাঁর সামনের দিকে এবং ডান ও বাম দিকে ইশারা করেন (এবং বলেন), এইরূপ সৎলোক খুব কম আছে। তিনি (সঃ) আরো বললেনঃ তুমি এখানেই অবস্থান কর। এই বলে তিনি একটু দূরে গেলেন। আমি কিছু শব্দ শুনতে পেলাম। ফলে আমি তাঁর নিকট যেতে চাইলাম, তারপর আমার প্রতি তাঁর নির্দেশ মনে হল যে, আমার ফিরে আসা পর্যন্ত তুমি এখানেই অবস্থান কর। তিনি আসলে আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি কিছু কথা শুনতে পেলাম যে! তিনি বললেন, তুমি কি শুনেছ? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, আমার নিকট জিবরাঈল এসেছিলেন। তিনি বলে গেলেনঃ আপনার কোন উম্মাত যদি

আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক না করে মারা যায়, তাহলে সে বেহেশতে যাবে। আমি বললাম, যদিও সে এরূপ এরূপ কাজ করে? তিনি বললেনঃ হাঁ তবুও।

٢٢١٤- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ كَانَ لِيْ مِثْلُ اُحُدٍ ذَهَبًا مَا يَسُرُّنِيْ اَنْ لاَ يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلاَثٌ وَعِنْدِيْ مِنْهُ شَيْءٌ اِلاَّ شَيٌّ اَرْصِدُهُ لِدَيْنٍ ـ

২২১৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আমার নিকট যদি ওহুদ পাহাড়ের সমান সোনাও থাকত তাহলে আমি পসন্দ করতাম না যে, তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর তার কিছু অংশ আমার নিকট থেকে যাক। তবে যা দিয়ে আমি ঋণ পরিশোধ করতে চাই তা ছাড়া।

৫–অনুচ্ছেদঃ উট ধার নেয়া।

٢٢١٥- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً تَقَاضٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ اَصْحَابُهُ فَقَالَ دَعُوْهُ فَاِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً وَاشْتَرُوْا لَهُ بَعِيْرًا فَاَعْطُوْهُ اِيَّاهُ وَقَالُوْا لاَ نَجِدُ اِلاَّ اَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ قَالَ اِشْتَرُوْهُ فَاَعْطُوْهُ اِيَّاهُ فَاِنَّ خَيْرَكُمْ اَحْسَنُكُمْ قَضَاءً ـ

২২১৫. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক লোক রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর নিকট তার পাওনার কড়া তাগাদা করল। সাহাবীরা তাকে মারতে উদ্যত হলে তিনি বলেনঃ ওকে ছেড়ে দাও। কেননা পাওনাদারের কথা বলার অধিকার রয়েছে। তোমরা বরং একটা উট কিনে তাকে দিয়ে দাও। তাঁরা বলেন, আমরা তার উটের চেয়ে উত্তম বয়সের উট ছাড়া পাচ্ছি না। তিনি বললেন, সেটিই কিনে তাকে দিয়ে দাও। কেননা তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে উত্তমরূপে ঋণ পরিশোধ করে।

৬–অনুচ্ছেদঃ পাওনার জন্য ভদ্র ও উত্তম পন্থায় তাগাদা করা।

٢٢١٦- عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَاتَ رَجُلٌ فَقِيْلَ لَهُ قَالَ كُنْتُ اُبَايِعُ النَّاسَ فَاَتَجَوَّزُ عَنِ الْمُوْسِرِ وَاُخَفِّفُ عَنِ الْمُعْسِرِ فَغُفِرَ لَهُ قَالَ اَبُوْ مَسْعُوْدٍ سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ ـ

২২১৬. হুযাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সঃ)–কে বলতে শুনেছি, এক লোক মারা গেলে তাকে জিজ্ঞেস করা হল, তুমি কি করতে? সে বলল, আমি লোকদের কাছে বেচাকেনা করতাম। স্বচ্ছল ব্যক্তিদেরকে অবকাশ দিতাম এবং গরীবদের দেনা মাফ করে দিতাম। এ কারণে তার গুনাহ মাফ করে দেয়া হল। আবু মাসউদ (রা) বলেন, আমি নবী (সঃ)–এর কাছ থেকে এ হাদীস শুনেছি।

৭–অনুচ্ছেদঃ কম বয়সের উটের পরিবর্তে বেশী বয়সের উট দেয়া যায় কি না।

٢٢١٧- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَتَقَاضَاهُ بَعِيْرًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَعْطُوْهُ فَقَالُوْا مَا نَجِدُ إِلاَّ سِنًّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَوْ فَيْتَنِيْ أَوْفَاكَ اللّٰهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَعْطُوْهُ فَإِنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً -

২২১৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক লোক নবী (সঃ)-এর নিকট তার উট ফেরতদানের তাগাদা করতে আসে। রসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীদেরকে বললেন, তাকে একটি উট দাও। তাঁরা বলেন, তার উটের চেয়ে উত্তম বয়সের উট পাওয়া যাচ্ছে। লোকটি বলল, আপনি আমাকে পূর্ণ হক দিয়েছেন। আল্লাহ যেন আপনাকে পূর্ণ বদলা দেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, তাকে সেটি দিয়ে দাও। কেননা সেই ব্যক্তি উত্তম যে সুন্দরভাবে ঋণ পরিশোধ করে।

৮. অনুচ্ছেদঃ উত্তমরূপে ঋণ পরিশোধ করা

٢٢١٨- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ سِنٌّ مِنَ الْإِبِلِ فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ ﷺ أَعْطُوْهُ فَطَلَبُوْا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُ إِلاَّ سِنًّا فَوْقَهَا فَقَالَ أَعْطُوْهُ فَقَالَ أَوْفَيْتَنِيْ وَفَى اللّٰهُ بِكَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً -

২২১৮. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ)-এর নিকট এক লোকের একটি নির্দিষ্ট বয়সের উট পাওনা ছিল। সে তাঁর নিকট এর তাগাদা করতে আসলে তিনি সাহাবীদের বললেন, তাকে একটি উট দাও। তাঁরা সেই বয়সের উট তালাশ করলেন, কিন্তু তার চেয়ে বেশী বয়সের উট ছাড়া অন্য কিছু পেলো না। তিনি (সঃ) বললেন, সেটি তাকে দাও। লোকটি বলল, আপনি আমাকে পূর্ণ হক দিয়েছেন। আল্লাহ যেন আপনাকে পূর্ণ প্রতিদান দেন। নবী (সঃ) বললেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে সুন্দরভাবে ঋণ পরিশোধ করে।

٢٢١٩- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ مِسْعَرٌ أُرَاهُ قَالَ ضُحًى فَقَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لِيْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِيْ وَزَادَنِيْ -

২২১৯. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সঃ)-এর নিকট আসলাম। তখন তিনি মসজিদে ছিলেন। মিসআর বলেন, আমার মনে হয়, তিনি দুপুরের পূর্বের কথা বলেছেন। নবী (সঃ) বললেন, দুই রাকআত নামায পড়। তাঁর কাছে আমার কিছু ঋণ (পাওনা) ছিল। তিনি আমার ঋণ পরিশোধ করলেন এবং পাওনার চেয়েও বেশী দিলেন।

৯–অনুচ্ছেদঃ পাওনা অপেক্ষা কম আদায় করা কিংবা মাফ করে দেয়া জায়েয।

٢٢٢٠– عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ اُحُدٍ شَهِيْدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَاشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِىْ حُقُوْقِهِمْ فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَسَأَلَهُمْ اَنْ يَقْبَلُوْا تَمْرَ حَائِطِىْ وَيُحَلِّلُوْا اَبِىْ فَأَبَوْا فَلَمْ يُعْطِهِمُ النَّبِىُّ ﷺ حَائِطِىْ وَقَالَ سَنَغْدُوْ عَلَيْكَ فَغَدَا عَلَيْنَا حِيْنَ اَصْبَحَ فَطَافَ فِى النَّخْلِ وَدَعَا فِىْ ثَمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ فَجَدَدْتُهَا فَقَضَيْتُهُم وَبَقِىَ لَنَا مِنْ تَمْرِهَا ـ

২২২০. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তাঁর পিতা ওহুদের যুদ্ধে শহীদ হন। তাঁর কাছে কিছু ঋণ পাওনা ছিল। পাওনাদাররা তাদের পাওনা সম্বন্ধে কড়াকড়ি শুরু করে দিল। তাই আমি নবী (সঃ)–এর নিকট আসলাম। তিনি তাদেরকে আমার বাগানের ফল নিয়ে নিতে এবং আমার পিতার অবশিষ্ট ঋণ মাফ করে দিতে বললেন। কিন্তু তারা তা মানল না। নবী (সঃ) তাদেরকে আমার বাগানটি দিলেন না। তিনি (সঃ) বললেন, আমরা সকাল বেলা তোমার নিকট আসছি। তিনি সকাল বেলা আমাদের নিকট আসলেন এবং বাগানের চারদিকে ঘুরে ফলের বরকতের জন্য দোয়া করলেন। আমি ফল পেড়ে তাদের ঋণ পরিশোধ করে দিলাম এবং আমার নিকট কিছু ফল উদ্বৃত্তও রয়ে গেল।

১০–অনুচ্ছেদঃ ঋণদাতার সঙ্গে কথা বলা এবং খেজুর কিংবা অন্য কিছুর বিনিময়ে ঋণ অনুমানে আদায় করা জায়েয।

٢٢٢١– عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَاهُ تُوُفِّىَ وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلَاثِيْنَ وَسْقًا لِرَجُلٍ مِّنَ الْيَهُوْدِ فَاسْتَنْظَرَهُ جَابِرٌ فَأَبٰى اَنْ يُنْظِرَهُ فَكَلَّمَ جَابِرٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِيَشْفَعَ لَهُ اِلَيْهِ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَلَّمَ الْيَهُوْدِىَّ لِيَأْخُذَ ثَمَرَ نَخْلِهِ بِالَّذِىْ لَهُ فَأَبٰى فَدَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّخْلَ فَمَشٰى فِيْهَا ثُمَّ قَالَ لِجَابِرٍ جُدَّ لَهُ فَأَوْفِ لَهُ فَجَدَّهُ بَعْدَ مَا رَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَأَوْفَاهُ ثَلَاثِيْنَ وَسْقًا وَفَضَلَتْ لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ وَسْقًا فَجَاءَ جَابِرٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِيُخْبِرَهُ بِالَّذِىْ كَانَ فَوَجَدَهُ يُصَلِّى الْعَصْرَ فَلَمَّا انْصَرَفَ اَخْبَرَهُ بِالْفَضْلِ فَقَالَ اَخْبِرْ ذٰلِكَ ابْنَ الْخَطَّابِ فَذَهَبَ جَابِرٌ اِلٰى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَقَدْ عَلِمْتُ حِيْنَ مَشٰى فِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيُبَارَكَنَّ فِيْهَا ـ

২২২১. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তাঁর পিতা এক ইহুদীর নিকট ত্রিশ ওয়াসক খেজুর ঋণ করে মারা যান। জাবের (রা) তার নিকট সময় চান। কিন্তু সে সময়

দিতে অস্বীকার করে। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর সঙ্গে কথা বললেন যেন তিনি তাঁর জন্য ইহুদীর নিকট সুপারিশ করেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) ইহুদীর নিকট আসলেন এবং তার সঙ্গে কথা বললেন। ঋণের পরিবর্তে সে যেন তার গাছের ফল নেয়। কিন্তু সে তা মানল না। রসূলুল্লাহ (সঃ) বাগানে প্রবেশ করে গাছের চারদিকে ঘুরলেন। তারপর তিনি জাবেরকে বললেন, ফল পেড়ে তার সম্পূর্ণ ঋণ আদায় করে দাও। রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর ফিরে আসার পর তিনি গাছ থেকে ফল পাড়লেন এবং তাকে পুরো ত্রিশ ওয়াসক খেজুর দিয়ে দিলেন। তাঁর নিকট সতের ওয়াসক খেজুর অবশিষ্ট থাকল। তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)–কে বিষয়টি জানাতে আসলেন। তিনি তাঁকে আসরের নামায পড়া অবস্থায় পেলেন। নামায শেষ করার পর তিনি তাঁকে অবশিষ্ট খেজুরের কথা জানালেন। তিনি (সঃ) বললেন, ইবনে খাত্তাবকে (উমর) খবরটি দাও। জাবের উমরের নিকট গিয়ে খবরটি দিলেন। উমর তাঁকে বললেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন বাগানে প্রবেশ করে চারদিকে ঘুরলেন আমি তখন বুঝতে পেরেছিলাম যে, তাতে বরকত হবে।

১১–অনুচ্ছেদঃ ঋণ থেকে পরিত্রাণ চাওয়া।

٢٢٢٢– عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ فِى الصَّلاَةِ وَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا اَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيْذُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مِنَ الْمَغْرَمِ قَالَ اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَاَخْلَفَ ـ

২২২২. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) নামাযে এই বলে দোয়া করতেনঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট গুনাহ ও ঋণ থেকে পানাহ চাচ্ছি।" একজন জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রসূল। আপনি ঋণ থেকে এত বেশী পানাহ চান কেন? তিনি জবাব দিলেন, মানুষ ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লে মিথ্যা কথা বলে এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে।

১২–অনুচ্ছেদঃ ঋণী ব্যক্তির জানাযা পড়া।

٢٢٢٣– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلاًّ فَاِلَيْنَا ـ

২২২৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ধন–সম্পত্তি রেখে গেল তা তার উত্তরাধিকারীর এবং যে ব্যক্তি ঋণ রেখে গেল তা আদায় করা আমার দায়িত্ব।

٢٢٢٤– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ اِلاَّ وَاَنَا اَوْلٰى بِهِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اِقْرَؤُا اِنْ شِئْتُمْ : اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ فَاَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا اَوْ ضَيَاعًا فَلْيَأْتِنِىْ فَاَنَا مَوْلاَهُ ـ

২২২৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ আমি প্রত্যেক মুমিনের নিকট দুনিয়া ও আখেরাতে অধিক ঘনিষ্ট। তোমরা ইচ্ছা করলে এই আয়াতটি পাঠ করতে পারঃ " নবী মুমিনদের নিকট তাদের প্রাণ অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ট।" কাজেই কোন মুমিন মারা গেলে তার আত্মীয়-স্বজন তার সম্পত্তির মালিক হবে। আর যদি সে কোন ঋণ অথবা নাবালেগ ছেলেমেয়ে রেখে যায় তবে তারা যেন আমার নিকট আসে। কেননা আমিই তাদের অভিভাবক।

১৩-অনুচ্ছেদঃ ধনী ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে টালবাহানা জুলুমের শামিল।

٢٢٢٥- عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ اَخِيْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ-

২২২৫. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ধনী ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে টালবাহানা অত্যাচারের শামিল।

১৪-অনুচ্ছেদঃ পাওনাদার ব্যক্তির কড়া কথা বলার অধিকার রয়েছে। নবী (সঃ) বলেছেনঃ মালদার ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে বিলম্ব করা তার সম্মানের ওপরে হস্তক্ষেপ ও শাস্তি বৈধ করে। সুফিয়ান বলেছেনঃ তার সম্মানের ওপর হস্তক্ষেপ বৈধ করার অর্থ হল একথা বলা যে, তুমি দেরী করেছ; আর শাস্তির অর্থ বন্দী করা।

٢٢٢٦- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ يَتَقَاضَاهُ فَاَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهٖ اَصْحَابُهُ فَقَالَ دَعُوْهُ فَاِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً -

২২২৬. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ)-এর নিকট একটি লোক আসে এবং তাঁকে কড়া তাগাদা করে। সাহাবীরা লোকটিকে শায়েস্তা করতে উদ্যত হলে নবী (সঃ) বলেনঃ ওকে ছেড়ে দাও। কেননা পাওনাদারের কড়া কথা বলার অধিকার রয়েছে।

১৫-অনুচ্ছেদঃ ঋণ, বিক্রয় ও আমানত হিসেবে রক্ষিত নিজের মাল কেউ যদি দেউলিয়া ব্যক্তির নিকট পায় তবে সে-ই তার অধিক হকদার। হাসান বসরী বলেনঃ যদি সে দেউলিয়া হয়ে যায় এবং তা প্রকাশ হয়ে পড়ে তাহলে তার দাস ক্রয়-বিক্রয় ও মুক্তি জায়েয নয়। সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব বলেনঃ যে ব্যক্তি তার দেনাদার দেউলিয়া হওয়ার পূর্বে তার পাওনা নিয়ে নেয় উসমান তার সম্বন্ধে রায় দিয়েছেন যে, সেটি তার এবং যে ব্যক্তি সঠিকভাবে তার মালপত্র চিনতে পারে, সেও তার অধিক হকদার।

٢٢٢٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ

اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ اَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ اَوْ اِنْسَانٍ قَدْ اَفْلَسَ فَهُوَ اَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ -

২২২৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ অথবা (রাবীর সন্দেহ) আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, যখন কোন মানুষ তার মাল অবিকল কোন নিঃস্ব-দেউলিয়া লোকের নিকট পাবে, তখন সে অন্যের চেয়ে এ মালের বেশী হকদার।

১৬-অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি পাওনাদারকে দু-এক দিনের জন্য বিলম্বিত করল, কারো কারো মতে এটা টালবাহানা নয়। জাবের (রা) বলেন, আমার পিতার পাওনাদাররা তাদের পাওনার জন্য কড়া তাগাদা করায় নবী (সঃ) তাদেরকে আমার বাগানের ফল নিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তারা তা নিতে অস্বীকার করে। কাজেই নবী (সঃ) তাদেরকে বাগানও দিলেন না, তাদের জন্য ফলও পাড়লেন না। তিনি আমাকে বললেন, আমি আগামী কাল সকালে তোমার এখানে আসছি। তিনি সকালে আমাদের নিকট আসলেন এবং বাগানের ফলের বরকতের জন্য দোআ করলেন। অতঃপর আমি তাদের সবার ঋণ পরিশোধ করে দিলাম।

১৭-অনুচ্ছেদঃ গরীব কিংবা অভাবী ব্যক্তির মাল সম্পত্তি বিক্রি করে তা পাওনাদারের মধ্যে বন্টন করে দেয়া কিংবা তাকেই সেটি খরচ করার জন্য দেয়া।

٢٢٢٨- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَعْتَقَ رَجُلٌ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ يَشْتَرِيْهِ مِنِّيْ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ فَأَخَذَ ثَمَنَهُ فَدَفَعَهُ اِلَيْهِ -

২২২৮. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমাদের জনৈক ব্যক্তি তার একটি গোলামকে মরণোত্তর শর্তে আযাদ করে দিলো (অর্থাৎ সে মারা গেলে গোলামটি আযাদ হবে)। নবী (সঃ) বললেনঃ কে আমার কাছ থেকে এ গোলামটিকে কিনতে পারবে? অতঃপর নুআয়েম ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) তাকে কিনে নিলেন। তিনি (সঃ) এর মূল্য নিয়ে আবার তাকে দিয়ে দিলেন।

১৮-অনুচ্ছেদঃ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণ দেয়া কিংবা কেনা-বেচার সময়ে মেয়াদ নির্দিষ্ট করা। ইবনে উমর (রা) বলেন, একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণ নেয়ায় কোন দোষ নেই। আর শর্ত ব্যতীত তার পাওনা টাকার চেয়ে বেশী দেয়ায় কোন ক্ষতি নেই। আতা ও আমর ইবনে দীনার বলেন, ঋণগ্রহীতা ওয়াদাকৃত সময়সূচী অনুসরণ করতে বাধ্য থাকবে। নবী (সঃ) বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের এক লোকের কথা উল্লেখ করেন। সে তার একজন স্বগোত্রীয় লোকের নিকট ঋণ চায়। সে তাকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণ দেয়। বর্ণনাকারী হাদীসটি শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

১৯–অনুচ্ছেদঃ ঋণভার কমানোর সুপারিশ।

٢٢٢٩- عَنْ جَابِرٍ قَالَ أُصِيْبَ عَبْدُ اللّٰهِ وَتَرَكَ عِيَالاً وَدَيْنًا فَطَلَبْتُ اِلٰى اَصْحَابِ الدَّيْنِ يَضَعُوْا بَعْضًا مِنْ دَيْنِهِ فَأَبَوْا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَشْفَعْتُ بِهِ عَلَيْهِم فَأَبَوْا فَقَالَ صَنِّفْ تَمْرَكَ كُلَّ شَيْئٍ مِنْهُ عَلٰى حِدَتِهِ عِذْقَ ابْنِ زَيْدٍ عَلٰى حِدَةٍ وَاللِّيْنَ عَلٰى حِدَةٍ وَالْعَجْوَةَ عَلٰى حِدَةٍ ثُمَّ اَحْضِرْهُمْ حَتّٰى اٰتِيَكَ فَفَعَلْتُ ثُمَّ جَاءَ ﷺ فَقَعَدَ عَلَيْهِ وَكَانَ لِكُلِّ رَجُلٍ حَتّٰى اسْتَوْفٰى وَبَقِيَ التَّمْرُ كَمَا هُوَ كَأَنَّهُ لَمْ يُمَسَّ وَغَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَلٰى نَاضِحٍ لَنَا فَأَزْحَفَ الْجَمَلُ فَتَخَلَّفَ عَلَيَّ فَوَكَزَهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ خَلْفِهِ قَالَ بِعْنِيْهِ وَلَكَ ظَهْرُهُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلَمَّا دَنَوْنَا اِسْتَأْذَنْتُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّي حَدِيْثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ قَالَ فَمَا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا اَمْ ثَيِّبًا قُلْتُ ثَيِّبًا أُصِيْبَ عَبْدُ اللّٰهِ وَتَرَكَ جَوَارِيَ صِغَارًا فَتَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا تُعَلِّمُهُنَّ وَتُؤَدِّبُهُنَّ ثُمَّ قَالَ اِئْتِ اَهْلَكَ فَقَدِمْتُ فَأَخْبَرْتُ خَالِي بِبَيْعِ الْجَمَلِ فَلاَمَنِي فَأَخْبَرْتُهُ بِإِعْيَاءِ الْجَمَلِ وَبِالَّذِيْ كَانَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَوَكْزِهِ اِيَّاهُ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ غَدَوْتُ اِلَيْهِ بِالْجَمَلِ فَأَعْطَانِيْ ثَمَنَ الْجَمَلِ وَالْجَمَلَ وَسَهْمِيْ مَعَ الْقَوْمِ-

২২২৯. জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (ওহুদের যুদ্ধে) শহীদ হন এবং পোষ্য ও ঋণ রেখে যান। আমি পাওনাদারদের নিকট কিছু ঋণ মাফ করে দেয়ার অনুরোধ করি, কিন্তু তারা তা অস্বীকার করে। আমি নবী (সঃ)–এর নিকট যাই এবং তাঁর দ্বারা তাদের কাছে সুপারিশ করাই। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা অস্বীকার করে। তখন তিনি (সঃ) বললেনঃ প্রত্যেক শ্রেণীর খেজুর আলাদা আলাদা করে রাখ। যেমন ইযৃক ইবনে যায়েদ এক জায়গায়, লীন আর এক জায়গায় এবং আজওয়াহ অন্য জায়গায় রাখবে, তারপর তাদেরকে ডাকবে। এই সময় আমি তোমার এখানে আসব। আমি এরূপ করলাম। তারপর তিনি (সঃ) আসলেন এবং স্তূপের ওপর বসলেন। আর তাদের প্রত্যেককে মেপে মেপে পুরো পাওনা দিয়ে দিলেন। অথচ খেজুর পূর্ববৎ রয়ে গেল যেন কেউ তাতে হাত লাগায়নি। আমি একবার নবী (সঃ)–এর সঙ্গে একটি উটে চড়ে জিহাদে গিয়েছিলাম। উটটি ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং আমাকে পিছনে ফেলে দেয়। নবী (সঃ) পিছন থেকে তাকে মারেন এবং বলেন, উটটি আমার নিকট বিক্রি কর। তুমি মদীনা পর্যন্ত তার ওপর সওয়ার হতে পারবে। আমরা মদীনার নিকটবর্তী হলে আমি তাঁর নিকট জলদী বাড়ি যাওয়ার জন্য অনুমতি চাই এবং বলি, হে আল্লাহর রসূল! আমি নতুন বিয়ে করেছি। তিনি বলেন,

কুমারী না বিধবা? আমি বললাম, বিধবা। কেননা (আমার পিতা) আবদুল্লাহ ছোট ছোট মেয়ে রেখে শহীদ হন। আমি এইজন্য বিধবা বিয়ে করেছি যাতে সে তাদেরকে ইলম ও শিষ্টাচার শিক্ষা দিতে পারে। তিনি বলেন, ঠিক আছে তোমার পরিজনের নিকট যাও। আমি গেলাম এবং আমার মামাকে উটটি বেচার কথা বললাম। তিনি আমাকে তিরস্কার করলেন। আমি তার কাছে উটটির ক্লান্ত হয়ে যাওয়ার, নবী (সঃ)–এর ওটাকে আঘাত করার ও তাঁর অলৌকিক ঘটনার কথা উল্লেখ করলাম। নবী (সঃ) মদীনায় পৌছলে আমি সকাল বেলা উটটি নিয়ে তাঁর নিকট গেলাম। তিনি আমাকে উটটি ও তার দাম দিলেন এবং লোকদের সঙ্গে জিহাদে শরীক হওয়ায় মালে গনীমতের অংশও দিলেন।

২০–অনুচ্ছেদঃ ধন–সম্পত্তির অপচয় নিষিদ্ধ। আল্লাহ তাআলা বলেছেনঃ

والله لا يحب الفساد ولا يصلح عمل الفسدين

" আল্লাহ অশান্তি সৃষ্টি করা পসন্দ করেন না"

তিনি অশান্তি সৃষ্টিকারীদের কাজে সফলতা দেন না।"

তিনি আরো বলেছেনঃ

اَصَلَاتُكَ تَامُرُكَ اَنْ نَتْرُكَ مَايَعْبُدُ اٰبَاؤُ نَا اَوْ اَنْ نَفْعَلَ فِىْ اَمْوَا لِنَا مَا نَشَاءُ وَلَا تُؤْ تُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمْ –

(হে শো'আয়েব) " তোমার নামায কি তোমাকে নির্দেশ দেয় যে, আমরা আমাদের বাপ–দাদার কৃত পুজা ছেড়ে দেই? কিংবা আমরা নিজেদের ইচ্ছামত নিজেদের টাকা পয়সা খরচ করা হতে বিরত থাকি?"

তিনি আরও বলেছেনঃ ولا يوتوا السفهاء اموالكم –

"আর তোমরা নির্বোধ ব্যক্তিদের হাতে নিজেদের সম্পদ দিও না" এ প্রেক্ষিতে অপব্যয় ও প্রতারণা বন্ধ করা প্রসঙ্গে।

٢٢٣٠– عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ اِنِّى اُخْدَعُ فِى الْبُيُوْعِ فَقَالَ اِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَخِلاَبَةَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُوْلُهُ –

২২৩০. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক লোক নবী (সঃ)–কে বলল, আমি ক্রয় বিক্রয়ে প্রতারিত হই। তিনি বললেনঃ কেনা বেচার সময় তুমি বলবে, যেন ধোঁকার আশ্রয় না নেওয়া হয়। কাজেই লোকটি বেচা কেনার সময় এই কথা বলত।

٢٢٣١– عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوْقَ الْاُمَّهَاتِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ وَمَنَعَ وَهَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَاِضَاعَةَ الْمَالِ –

২২৩১. মুগীরা ইবনে শোবা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ তাআলা তোমাদের ওপর মায়ের অবাধ্যতা, কন্যাদেরকে জীবন্ত কবর দেয়া, কারো প্রাপ্য না দেয়া হারাম করেছেন। আর অর্থহীন কথা বলা, খুব বেশী যাচ্ঞা করা এবং সম্পদ ধ্বংস করা তিনি তোমাদের জন্য অপছন্দ করেছেন।

২১—অনুচ্ছেদঃ গোলাম তার মনিবের সম্পদের রক্ষক। সে তার মনিবের অনুমতি ছাড়া তা ব্যয় করবে না।

٢٢٣٢– عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْاِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِى اَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْاَةُ فِى بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَّةٌ وَهِىَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِىْ مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ فَسَمِعْتُ هٰؤُلَاءِ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَحْسِبُ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ وَالرَّجُلُ فِى مَالِ اَبِيْهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ـ

২২৩২. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)–কে বলতে শুনেছেনঃ তোমরা প্রত্যেকেই রাখাল (দায়িত্বশীল) এবং তোমাদের প্রত্যেককে তার অধীনস্তদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে। নেতা একজন রাখাল। তাকে তার অধীনস্তদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে। স্বামী তার পরিবারের রাখাল। তাকে পরিবারের লোকজন সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের রাখাল। তাকে সে সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে। খাদেম তার মালিকের সম্পদের রক্ষক। তাকে সে সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে। ইবনে উমর (রা) বলেনঃ আমি রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে এসব কথা শুনেছি। আমার মনে হয়, তিনি এ কথাও বলেছেন যে, ছেলে তার বাপের সম্পত্তির রক্ষক এবং তাকে সে সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে। অতএব তোমরা প্রত্যেকেই রাখাল এবং তোমাদের প্রত্যেককে তার রাখালী সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে।

অধ্যায়—২০

كتاب الخصومات

(ঝগড়া—বিবাদ মীমাংসা)

১—অনুচ্ছেদঃ ঋণগ্রস্তকে স্থানান্তরিত করা এবং মুসলমান ও ইহুদীর মধ্যেকার ঝগড়ার মীমাংসা।

٢٢٣٣– عَنْ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَجُلاً قَرَأَ اٰيَةً سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ خِلاَفَهَا فَاَخَذْتُ بِيَدِهٖ فَاَتَيْتُ بِهٖ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ كِلاَ كُمَا مُحْسِنٌ قَالَ شُعْبَةُ اَظُنُّهُ قَالَ لاَ تَخْتَلِفُوْا فَاِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اخْتَلَفُوْا فَهَلَكُوْا ـ

২২৩৩. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে একটি আয়াত এমনভাবে পড়তে শুনলাম যা রসূলুল্লাহ (সঃ)–কে ভিন্নরূপে পড়তে শুনেছি। আমি তার হাত ধরে তাকে রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর কাছে নিয়ে আসলাম। তিনি (আমাদের উভয়ের পাঠ শুনে) বললেনঃ তোমাদের দু'জনই ঠিক পড়েছ। শো'বা বলেছেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছিলেন, তোমরা বাদানুবাদ কর না। কারণ তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা বাদানুবাদ করেই ধ্বংস হয়েছে।

٢٢٣٤– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اِسْتَبَّ رَجُلاَنِ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُوْدِ قَالَ الْمُسْلِمُ وَالَّذِىْ اِصْطَفٰى مُحَمَّدًا عَلَى الْعَالَمِيْنَ فَقَالَ الْيَهُوْدِىُّ وَالَّذِىْ اِصْطَفٰى مُوْسٰى عَلَى الْعَالَمِيْنَ فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذٰلِكَ فَلَطَمَ وَجْهَ الْيَهُوْدِىِّ فَذَهَبَ الْيَهُوْدِىُّ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ اَمْرِهٖ وَاَمْرِ الْمُسْلِمِ فَدَعَا النَّبِىُّ ﷺ الْمُسْلِمَ فَسَاَلَهُ عَنْ ذٰلِكَ فَاَخْبَرَهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ تُخَيِّرُوْنِىْ عَلٰى مُوْسٰى فَاِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاَصْعَقُ مَعَهُمْ فَاَكُوْنُ اَوَّلَ مَنْ يُفِيْقُ فَاِذَا مُوْسٰى بَاطِشٌ جَانِبَ الْعَرْشِ فَلاَ اَدْرِىْ اَكَانَ فِيْمَنْ صَعِقَ فَاَفَاقَ قَبْلِىْ اَوْ كَانَ مِمَّنْ اِسْتَثْنَى اللهُ ـ

২২৩৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দু'ব্যক্তি একে অপরকে গালি দিয়েছিল। এদের একজন ছিল মুসলমান, অপরজন ইহুদী। মুসলমান লোকটি বলেছিল,

আমার জীবন তাঁর নিয়ন্ত্রণে যিনি মুহাম্মদ (সঃ)- কে সমস্ত জগতের মধ্যে মনোনীত ও মর্যাদা সম্পন্ন করেছেন। তখন ইহুদী লোকটি বলেছিল, তাঁর শপথ যিনি মূসা (আঃ)-কে সারা বিশ্বের মাঝে উচ্চতম মর্যাদা দিয়েছেন। মুসলমান ব্যক্তি হাত তুলে ইহুদীর মুখে এক চড় মারল। এতে ইহুদী ব্যক্তি নবী (সঃ)-এর কাছে গিয়ে তার এবং ঐ মুসলমানের মধ্যে যে ঘটনা ঘটেছিল তা জানাল। নবী (সঃ) মুসলামান ব্যক্তিকে ডেকে পাঠালেন। তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন। সে সব কথা বলল। নবী (সঃ) বললেনঃ তোমরা আমাকে মূসার ওপর প্রাধান্য দিও না। কারণ কিয়ামতের দিন সকল মানুষ বেহুঁশ হয়ে পড়বে তাদের সাথে আমিও বেহুঁশ হয়ে পড়ব। এরপর আমি সবার আগে চেতনা ফিরে পাব। তখন দেখতে পাব মূসা (আঃ) আরশের এক পাশ ধরে রয়েছেন। আমি জানি না, যারা বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল তিনিও তাদের মধ্যে ছিলেন কিনা এবং আমার আগেই চেতনা ফিরে পেয়েছিলেন কিনা অথবা তিনি তাদের একজন কিনা, যাদেরকে আল্লাহ (বেহুঁশ হওয়া থেকে) রেহাই দিয়েছিলেন।

২২৩৫- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ جَاءَ يَهُوْدِىٌّ فَقَالَ يَا اَبَا الْقَاسِمِ ضَرَبَ وَجْهِى رَجُلٌ مِّنْ اَصْحَابِكَ فَقَالَ مَنْ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنصَارِ قَالَ اُدْعُوْهُ فَقَالَ اَضَرَبْتَهُ قَالَ سَمِعْتُهُ بِالسُّوْقِ يَحلِفُ وَالَّذِىْ اِصْطَفٰى مُوْسٰى عَلَى الْبَشَرِ قُلْتُ اَىْ خَبِيْثُ عَلٰى مُحَمَّدٍ ﷺ فَاَخَذَتْنِىْ غَضْبَةٌ ضَرَبْتُ وَجْهَهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَاتُخَيِّرُوْا بَيْنَ الْاَنْبِيَاءِ فَاِنَّ النَّاسَ يَصعَقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاَكُوْنُ اَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الاَرْضُ فَاِذَا اَنَا بِمُوْسٰى اٰخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ فَلَا اَدْرِىْ اَكَانَ فِيْمَن صَعِقَ اَمْ حُوْسِبَ بِصَعْقَةِ الْاُوْلٰى ـ

২২৩৫. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (সঃ) বসে আছেন, এমন সময় এক ইহুদী এসে বলল, হে আবুল কাসেম! আপনার এক সাহাবী আমার মুখের ওপর আঘাত করেছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে মেরেছে? সে বলল, একজন আনসারী। তিনি বললেন, তাকে ডেকে আন। তিনি (সঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি ওকে মেরেছ? সে (আনসারী) বলল, আমি তাকে বাজারের মধ্যে শপথ করে বলতে শুনেছিঃ শপথ তাঁর যিনি মূসাকে সকল মানুষের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। আমি তখন বললাম, হে নরাধম! মুহাম্মদ (সঃ)-এর ওপরও? আমার রাগ এসে গিয়েছিল। এতে আমি তার মুখের উপর আঘাত করি। নবী (সঃ) বললেন, তোমরা নবীদের একজনকে অপর জনের ওপর প্রাধান্য দিও না। কারণ কিয়ামতের দিন সকল মানুষ বেহুঁশ হয়ে পড়বে। মাটি চিরে আমি সর্বপ্রথম বাইরে আসব। তখন দেখতে পাব, মূসা (আঃ) আরশের একটি খুঁটী ধরে আছেন। আমি জানি না, তিনিও বেহুঁশ লোকদের মধ্যে একজন হবেন, না তাঁর পূর্বেকার (তূর পাহাড়ের) বেহুঁশ হওয়াই তাঁর জন্য যথেষ্ট হবে।

٢٢٣٦- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ يَهُوْدِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ قِيْلَ مَنْ فَعَلَ هٰذَابِكِ اَفُلاَنٌ اَفُلاَنٌ حَتّٰى سُمِّىَ الْيَهُوْدِيُّ فَأَوْمَتْ بِرَاْسِهَا فَاُخِذَ الْيَهُوْدِىُّ فَاعْتَرَفَ فَاَمَرَبِهِ النَّبِىُّ ﷺ فَرُضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ -

২২৩৬. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক ইহুদী একটি মেয়ের মাথা দু'টি পাথরের মাঝখানে রেখে থেঁতলে দিয়েছিল। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, কে তোমাকে এরূপ করেছে? অমুক ব্যক্তি? অমুক ব্যক্তি? অবশেষে জনৈক ইহুদীর নাম বলা হলে মাথা নেড়ে ইশারা করল। ইহুদীকে গ্রেফতার করা হল। সে অপরাধ স্বীকার করল। তখন তার মাথা দু'টি পাথরের মাঝখানে রেখে থেঁতলে দেয়া হল।

২–অনুচ্ছেদ ঃ কেউ কেউ অজ্ঞ ও নির্বোধ ব্যক্তির লেনদেনের ব্যাপার প্রত্যাখ্যান করেছেন যদিও কাযী (বিচারক) তাকে এ থেকে বিরত রাখেননি। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার আগে সদকা দাতার সদকা তাকে ফেরত দিয়েছেন, এরপর তিনি নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। ইমাম মালেক বলেছেন, কারো ওপর যদি ধারকর্জ থাকে এবং তার কাছে একটি দাস ছাড়া আর কিছুই না থাকে আর সে যদি ঐ দাস মুক্ত করে দেয় তবে ঐ মুক্তকরণ জায়েয হবে না। যে ব্যক্তি কোন নির্বোধ লোকের সম্পত্তি বিক্রি করেছে এবং বিক্রিমূল্য তাকে দিয়ে তার অবস্থার উন্নতি করতে বলেছে, কিন্তু এরপর যদি সে তার অর্থ নষ্ট করে ফেলে তাহলে কাযী তাকে সম্পদের ব্যবহার থেকে বিরত রাখবে। কেননা নবী (সঃ) সম্পদ নষ্ট করতে নিষেধ করেছেন। যে লোক ক্রয়–বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রতারিত হতো তাকে তিনি বলেছেন, তুমি যখন ক্রয়–বিক্রয় কর তখন বলে দিবে, যেন প্রতারণা করা না হয়। আর নবী (সঃ) দরিদ্র ব্যক্তির মাল (দানকৃত গোলাম) গ্রহণ করেননি।

٢٢٣٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُخْدَعُ فِى الْبَيْعِ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ فَكَانَ يَقُوْلُهُ -

২২৩৭. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ক্রয়–বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এক ব্যক্তিকে ধোঁকা দেয়া হত। নবী (সঃ) তাকে বলেনঃ ক্রয়–বিক্রয়ের সময় তুমি বলবে, যেন ধোঁকা না দেওয়া হয়। অতএব সে তাই বলতো।

٢٢٣٨- عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَجُلاً اَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَرَدَّهُ النَّبِىُّ فَابْتَاعَهُ مِنْهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ -

২২৩৮. জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তার একটি দাস মুক্ত করে দিয়েছিল। তার কাছে এ ছাড়া অন্য কোন সম্পদ ছিল না। নবী (সঃ) তার এই দাস মুক্ত করে দেয়া প্রত্যাখ্যান করলেন এবং ঐ দাসকে নুআয়েম ইবনে নাহ্‌হাম খরিদ করে নেন।

৩–অনুচ্ছেদ ঃ বিবদমানদের পরস্পরের বাক্যালাপ প্রসঙ্গে।

২২৩৯– عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ وَهُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِىَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ قَالَ فَقَالَ اَلاَ شْعَثُ فِىَّ وَاللّٰهِ كَانَ ذٰلِكَ كَانَ بَيْنِى وَبَيْنَ رَجُلٍ مِّنَ الْيَهُوْدِ اَرْضٌ فَجَحَدَنِىْ فَقَدَّمْتُهُ اِلَى النَّبِىِّ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَكَ بَيِّنَةٌ قُلْتُ لاَ قَالَ فَقَالَ لِلْيَهُوْدِىِّ احْلِفْ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذًا يَحْلِفَ وَيَذْهَبَ بِمَالِى فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ ـ

২২৩৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি যদি এক মুসলমানের অর্থ–সম্পদ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা শপথ করে, তাহলে সে আল্লাহর সমীপে এমন অবস্থায় হাযির হবে যে, আল্লাহ তার ওপর অসন্তুষ্ট রয়েছেন। আশআছ (রা) বলেছেন, আল্লাহর কসম। তিনি এ কথা আমার সম্পর্কেই বলেছেন। আমার ও এক ইহুদীর যৌথ মালিকানায় এক খণ্ড ভূমি ছিল। সে আমার মালিকানার অংশ অস্বীকার করে বসল। আমি তাকে নবী (সঃ)–এর কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি আমাকে বললেন, তোমার কোন সাক্ষী আছে? আমি বললাম, না। তিনি ইহুদীকে বললেন, তুমি শপথ কর। আমি তখন বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! সে তো শপথ করবে এবং আমার সম্পত্তি নিয়ে যাবে। তখন আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করলেনঃ যারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা ও নিজেদের শপথ সামান্য মূল্যে বিক্রি করে, পরকালে তাদের কোন প্রাপ্য থাকবে না। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের প্রতি তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"

٢٢٤٠– عَنْ كَعْبٍ اَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ اَبِىْ حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِى الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ اَصْوَاتُهُمَا حَتّٰى سَمِعَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِى بَيْتِهِ فَخَرَجَ اِلَيْهِمَا حَتّٰى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ فَنَادٰى يَا كَعْبُ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هٰذَا وَاَوْمَاءَ اِلَيْهِ اَىِ الشَّطْرَ قَالَ لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ قُمْ فَاقْضِهِ ـ

২২৪০. কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি মসজিদের মধ্যে বসে ইবনে আবি হাদরাদের কাছে তার দেয়া ঋণের টাকার তাগাদা করেন। এতে উভয়েই উচ্চৈস্বরে বাদানুবাদ করতে

থাকে। রসূলুল্লাহ (সঃ) তা শুনতে পেলেন। তিনি ঐ সময় তাঁর ঘরে ছিলেন। তিনি এতো দ্রুত বেরিয়ে আসলেন যে, তাঁর কামরার পর্দা খুলে গেলো। তিনি ডাকলেন, হে কা'ব। কা'ব ডাকে সাড়া দিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি হাজির। তিনি ইশারায় তাকে কর্জের অর্ধেক মাফ করে দিতে বললেন। কা'ব বললেন, আমি মাফ করে দিলাম। তখন আবু হাদরাদকে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, যাও এবার কর্জ পরিশোধ করে দাও।

٢٢٤١–عَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ عَلٰى غَيْرِ مَا اَقْرَؤُهَا وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَقْرَاَنِيْهَا وَكِدْتُ اَنْ اَعْجَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَمْهَلْتُهُ حَتّٰى انْصَرَفَ ثُمَّ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ فَجِئْتُ بِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ اِنِّىْ سَمِعْتُ هٰذَا يَقْرَأُ عَلٰى غَيْرِ مَا اَقْرَاْتَنِيْهَا فَقَالَ لِىْ اَرْسِلْهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ اِقْرَأْ فَقَرَاَ قَالَ هٰكَذَا اُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ لِى اِقْرَأْ فَقَرَاْتُ فَقَالَ هٰكَذَا اُنْزِلَتْ اِنَّ الْقُرْاٰنَ اُنْزِلَ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ فَاقْرَؤُا مِنْهُ مَا تَيَسَّرَ ـ

২২৪১. উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, সূরা ফোরকান আমি যেরূপ পড়ি এবং রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে যেরূপ পড়তে শিখিয়েছেন হিশাম ইবনে হাকীম ইবনে হিযামকে আমি তা অন্যরূপ পড়তে শুনলাম। আমি সংগে সংগে বাধা দিতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু অপেক্ষা করলাম এবং তাকে পড়া শেষ করতে দিলাম। অতঃপর তার গলায় চাদর পেঁচিয়ে তাকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে টেনে নিয়ে এসে বললাম, আপনি আমাকে যেরূপ পড়তে শিখিয়েছেন আমি তাকে তা থেকে ভিন্নরূপ পড়তে শুনেছি। তিনি আমাকে বললেনঃ তাকে ছেড়ে দাও, (তার পড়া শুনে) বললেন, এরূপই নাযিল হয়েছে। এরপর আমাকে পড়তে বললেন, আমিও পড়লাম। তিনি (আমার পড়া শুনে) বললেন, এরূপই নাযিল হয়েছে। কুরআন সাত প্রকার পঠন পদ্ধতিতে নাযিল হয়েছে। যেভাবে পড়তে সহজ হয় সেভাবে তোমরা পড়বে।

৪–অনুচ্ছেদঃ পাপে ও বিবাদে লিপ্ত লোকদের অবস্থা জানার পর তাদের ঘর থেকে বের করে দেয়া। আবু বাকর (রাঃ)–এর ভগ্নি (উম্মে ফারদা) বিলাপ করে কাঁদলে উমর (রাঃ) তাকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছিলেন।

٢٢٤٢– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ اُخَالِفَ اِلٰى مَنَازِلِ قَوْمٍ لَا يَشْهَدُوْنَ الصَّلَاةَ فَاُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ ـ

২২৪২. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ আমার ইচ্ছা হয়, নামায পড়ার আদেশ করব। অতপর নামাযে দাঁড়িয়ে গেলে যেসব লোক নামাযের জামাআতে আসেনি তাদের বাড়ী গিয়ে তাদের সহ ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেই।

৫–অনুচ্ছেদঃ মৃত ব্যক্তির ওসিয়াতের দাবী।

٢٢٤٣– عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ وَسَعْدَ بْنَ اَبِىْ وَقَّاصٍ اِخْتَصَمَا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِىْ اِبْنِ اَمَةِ زَمْعَةَ فَقَالَ سَعْدٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَوْ صَانِىْ اَخِىْ اِذَا قَدِمْتُ اَنْ اَنْظُرَ اِبْنَ اَمَةِ زَمْعَةَ فَاَقْبِضَهُ فَاِنَّهُ اِبْنِىْ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ اَخِىْ وَابْنُ اَمَةِ اَبِىْ وُلِدَ عَلٰى فِرَاشِ اَبِىْ فَرَاَى النَّبِيُّ ﷺ شَبَهًا بَيِّنًا فَقَالَ هُوَلَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاحْتَجِبِىْ مِنْهُ يَا سَوْدَةُ ـ

২২৪৩. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আবদ ইবনে যামআ এবং সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা) যামআর ক্রীতদাসীর পুত্র সংক্রান্ত ঝগড়া নবী (সঃ)–এর কাছে নিয়ে গেলেন। সা'দ বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার ভাই আমাকে ওসিয়াত করে গেছেন যে, আমি যখন মক্কায় পৌঁছব এবং যামআর ক্রীতদাসীর পুত্রকে দেখতে পাব, তখন যেন তাকে হস্তগত করে নেই। কারণ সে তার (আমার ভাইয়ের) সন্তান। আবদ ইবনে যামআ বলেন, সে আমার ভাই এবং আমার পিতার ক্রীতদাসীর পুত্র। সে আমার পিতার ঔরসে জন্মগ্রহণ করেছে। নবী (সঃ) উতবার সাথে তার চেহারা–সুরতের স্পষ্ট মিল দেখতে পেলেন। তিনি (স) বললেন, ওহে আবদ ইবনে যামআ! তুমিই তার দাবীদার। যার ঔরসে সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সন্তান তারই হয়। হে সাওদা [নবী (সঃ)–এর বিবি] ! তুমি তার থেকে পর্দা কর।

৬–অনুচ্ছেদ ঃ কারো দ্বারা অনিষ্ট হওয়ার আশংকা থাকলে তাকে বেঁধে রাখা। কুরআন, সুন্নাহ ও অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের জ্ঞানদানের উদ্দেশ্যে ইবনে আব্বাস (রা) ইকরিমাকে আটক রেখেছিলেন।

٢٢٤٤–عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِىْ حَنِيْفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ اُثَالٍ سَيِّدُ اَهْلِ الْيَمَامَةِ فَرَبَطُوْهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا عِنْدَكَ يَاثُمَامَةُ قَالَ عِنْدِىْ يَامُحَمَّدُ خَيْرٌ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ قَالَ اَطْلِقُوْا ثُمَامَةَ ـ

২২৪৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) নজদে একদল সৈন্য পাঠালেন। তারা বনী হানীফা গোত্রের সুমামা ইবনে উসাল নামের এক লোককে– যিনি ছিলেন ইয়ামামাবাসীদের সরদার–গ্রেফতার করে এনে মসজিদের একটি খুটির সাথে বেঁধে রাখল। রসূলুল্লাহ (সঃ) তার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন ঃ সুমামা! তোমার কাছে কি আছে? সে বলল, হে মুহাম্মদ! আমার কাছে মাল আছে। তিনি (বর্ণনাকারী) সম্পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি (সঃ) বললেন, সুমামাকে ছেড়ে দাও।

৭–অনুচ্ছেদঃ হেরেম শরীফে কাউকে বন্দী করে বেঁধে রাখা। নাফে ইবনে আবদুল হারেছ কয়েদখানা বানাবার উদ্দেশ্যে মক্কায় সাফওয়ান ইবনে উমাইয়ার কাছ থেকে এই শর্তে একটি ঘর খরিদ করেছিলেন যে, যদি হযরত উমর (রা) রাজী হন তবে খরিদ পূর্ণ হবে। আর যদি তিনি রাজী না হন তাহলে সাফওয়ান চারশত দীনার পাবেন। ইবনে যুবাইর মক্কায় (লোক) বন্দী করেছেন।

٢٢٤٥– عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ النَّبِىُّ ﷺ خَيْلاً قِبَلَ نَجدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِيْ حَنِيْفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ اُثَالٍ فَرَبَطُوْهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ ـ

২২৪৫. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) নজদে একদল সৈন্য পাঠিয়েছিলেন। তারা বনী হানীফার সুমামা ইবনে উসাল নামের এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসল এবং মসজিদের একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখল।

৮–অনুচ্ছেদঃ পাওনা আদায়ের জন্য ঋণীব্যক্তির পিছনে লেগে থাকা।

٢٢٤٦– عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ حَدْرَدٍ الْاَسْلَمِىِّ دَيْنٌ فَلَقِيَهُ فَلَزِمَهُ فَتَكَلَّمَا حَتّٰى ارْتَفَعَتْ اَسْوَاتُهُمَا فَمَرَّبِهِمَا النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ يَا كَعْبُ وَاَشَارَ بِيَدِهِ كَاَنَّهُ يَقُوْلُ النِّصْفَ فَاَخَذَ نِصْفَ مَا عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفًا ـ

২২৪৬. কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আবু হাদরাদ আসলামীর কাছে তাঁর ঋণের টাকা পাওনা ছিল। তিনি তার সাথে সাক্ষাত করতে যান এবং ঋণ আদায়ের জন্য তার পিছনে লেগে থাকেন। একদিন দু'জনে কথা কাটাকাটি করেন। তাদের স্বর উঁচু হয়। নবী (সঃ) তাদের কাছ দিয়ে যাবার সময় কা'বকে ডেকে হাতের ইশারায় বলেন, অর্ধেক মাফ করে দাও। তখন তিনি অর্ধেক কর্জ মাফ করে দেন এবং অর্ধেক গ্রহণ করেন।

৯–অনুচ্ছেদঃ ঋণ পরিশোধের জন্য তাগাদা।

٢٢٤٧– عَنْ خَبَّابٍ قَالَ كُنْتُ قَيْنًا فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ لِىْ عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ دَرَاهِمُ فَاَتَيْتُهُ اَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لاَ اَقْضِيْكَ حَتّٰى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ فَقُلْتُ لاَ وَاللّٰهِ لاَاَكْفُرُ بِمُحَمَّدٍ ﷺ حَتّٰى يُمِيتَكَ اللّٰهُ ثُمَّ يَبْعَثَكَ قَالَ فَدَعْنِىْ حَتّٰى اَمُوْتَ ثُم اُبْعَثَ فَاُوْتَى مَالاً وَوَلَدًا ثُمَّ اَقْضِيَكَ فَنَزَلَتْ اَفَرَاَيْتَ الَّذِىْ كَفَرَ بِاٰيَاتِنَا وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالاً وَّوَلَدًا اَلْاٰيَةَ ـ

২২৪৭. খাব্বাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, জাহিলী যুগে আমি ছিলাম একজন কর্মকার। আ'স ইবনে ওয়ায়েলের কাছে আমার কিছু দিরহাম পাওনা ছিল। আমি তার কাছে তাগাদা করতে গেলাম। সে আমাকে বলল, যতক্ষণ না তুমি মুহাম্মদকে অস্বীকার করছ ততক্ষণ তোমার কর্জ পরিশোধ করব না। আমি বললাম, কখনো না। আল্লাহর কসম করে বলছি, যে পর্যন্ত না আল্লাহ তোমার মৃত্যু ঘটান এবং তোমার পুনরুত্থান হয় সে পর্যন্ত আমি মুহাম্মদ (সঃ)-কে অস্বীকার করব না। সে বলল, ঠিক আছে তাহলে যতক্ষণ না আমার মৃত্যু এবং পুনরুত্থান হয়, আমাকে ছেড়ে দাও। তখন আমাকে অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেয়া হবে এবং তোমার কর্জ পরিশোধ করে দিব। এই প্রসংগে এই আয়াত নাযিল হয়েছেঃ "তুমি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছ, যে আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে এবং বলে, আমি অবশ্যই অর্থ সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি প্রাপ্ত হব?"

অধ্যায়—২১

كتاب اللقطة

(কুড়িয়ে পাওয়া বস্তুর বর্ণনা)

১—অনুচ্ছেদঃ পড়ে থাকা জিনিসের মালিক এসে আলামত বর্ণনা করলে তাকে তা ফিরিয়ে দিতে হবে।

٢٢٤٨– عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ فَقَالَ اَخَذْتُ صُرَّةً مِائَةَ دِيْنَارٍ فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلاً فَعَرَّفْتُهَا حَوْلَهَا فَلَمْ اَجِدْ مَنْ يَّعْرِفُهَا ثُمَّ اَتَيْتُهُ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلاً فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ اَجِدْ ثُمَّ اَتَيْتُهُ ثَلاَثًا فَقَالَ احْفَظْ وِعَاءَهَا وَعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فَاِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَاِلاَّ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا فَاسْتَمْتَعْتُ فَلَقِيْتُهُ بَعْدُ بِمَكَّةَ فَقَالَ لاَ اَدْرِىْ ثَلاَثَةَ اَحْوَالٍ اَوْ حَوْلاً وَاحِدًا ـ

২২৪৮. উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি একটি টাকার থলে পেয়েছিলাম। তার মধ্যে ছিল একশত দীনার (স্বর্ণমুদ্রা)। আমি নবী (সঃ)–এর কাছে গেলাম। তিনি বললেনঃ এক বছর পর্যন্ত ঘোষণা কর। আমি তাই করলাম। কিন্তু এমন কোন লোক পেলাম না যে এটি সনাক্ত করতে পারে। আবার তাঁর কাছে গেলাম। তিনি বললেন, আরো এক বছর ঘোষণা কর। আমি তাই করলাম। কিন্তু এবারও কাউকে পেলাম না। আমি তৃতীয় বার তাঁর কাছে গেলাম। তিনি বললেন, মুদ্রার থলের আকার, সংখ্যা এবং তার বাঁধন মনে রাখ। যদি তার মালিক আসে (তবে তাকে দিয়ে দেবে) নয়তো তুমি তা ভোগ করবে। অতঃপর আমি তা ভোগ করলাম। শো'বা বলেছেন, আমি এরপর মক্কায় সালামার সাথে দেখা করলাম, সে বলল, আমার মনে নেই তিন বছর নাকি এক বছর পর্যন্ত ঘোষণা করতে বলেছেন।[১]

২—অনুচ্ছেদ ঃ হারিয়ে যাওয়া উট।

---

১. পড়ে থাকা বস্তু কুড়িয়ে পেলে তার ঘোষণা দেয়া প্রাপকের কর্তব্য। কতদিন ঘোষণা দেবে, তা নিয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ আছে। ইমাম মালেক, শাফিঈ ও ইমাম আহমদের মতে এক বছর পর্যন্ত ঘোষণা দিতে হবে। তাদের দলীলঃ উমর (রাঃ), আলী (রাঃ) ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) এক বছর পর্যন্ত ঘোষণা করেছেন। ২। ইমাম আবু হানীফার মতে, কুড়ানো সম্পদ যদি ১০ দিরহামের কম হয় তবে কয়েক দিন ঘোষণা দেবে, আর যদি ১০ দিরহাম কিংবা তার চাইতে বেশী হয় তবে এক বছর পর্যন্ত ঘোষণা দিতে হবে। অবশেষে সম্পদের মালিক না পাওয়া গেলে তা সদকা করে দেবে (হেদায়া)।

٢٢٤٩- عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِيٌّ النَّبِيَّ ﷺ نَسَاَلَهُ عَمَّا يَلْتَقِطُهُ فَقَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ احْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا فَاِنْ جَاءَ اَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِهَا وَاِلاَّ فَاسْتَنْفِقْهَا قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ لَكَ اَوْ لاَخِيْكَ اَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ ضَالَّةُ الْاِبِلِ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَالَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ ـ

২২৪৯. যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক বেদূঈন নবী (সঃ)-এর কাছে এসে পথে পড়ে থাকা জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। বললেন, এক বছর নাগাদ এর ঘোষণা করতে থাক। এরপর থলি ও মুখবন্ধ স্মরণ রাখ। ইতিমধ্যে যদি কোন ব্যক্তি আসে এবং তোমাদের খবর দেয় তবে ভাল (তাকে ফিরিয়ে দাও) নতুবা তুমি তা ব্যয় কর। সে বলল, হে আল্লাহর রসূল,হারানো জিনিস ছাগল বকরী হলে? তিনি বললেন, সেটা তোমার অথবা তোমর ভাইয়ের অথবা বাঘের জন্য। সে আবার বলল, হারানো উট হলে? এ কথায় নবী (সঃ)-এর চেহারায় ক্রোধের ভাব ফুটে উঠল। তিনি বললেনঃ এতে তোমার কি আসে যায়? তার সাথে তার জুতা ও পানির মশক রয়েছে। সে পানির কাছে যাবে এবং গাছের পাতা খেয়ে নিবে।

৩-অনুচ্ছেদ ঃ হারিয়ে যাওয়া বকরী।

٢٢٥٠- عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ يَقُوْلُ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ اللُّقْطَةِ فَزَعَمَ اَنَّهُ قَالَ اَعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً يَقُوْلُ يَزِيْدُ اِنْ لَمْ تُعْتَرَفْ اسْتَنْفَقَ بِهَا صَاحِبُهَا وَكَانَتْ وَدِيْعَةً عِنْدَهُ قَالَ يَحْيٰى فَهٰذَا الَّذِىْ لاَ اَدْرِىْ اَفِىْ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ هُوَ اَمْ شَىْءٌ مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ قَالَ كَيْفَ تَرٰى فِىْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ خُذْهَا فَاِنَّمَا هِىَ لَكَ اَوْ لاَخِيْكَ اَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ يَزِيْدُ وَهِىَ تُعَرَّفُ اَيْضًا ثُمَّ قَالَ كَيْفَ تَرٰى فِى ضَالَّةِ الْاِبِلِ قَالَ فَقَالَ دَعْهَا فَاِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتّٰى يَجِدَهَا رَبُّهَا ـ

২২৫০. যায়েদ ইবনে খালিদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পড়ে থাকা জিনিস সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, থলেটি এবং তার মুখবন্ধ চিনে রাখ। এক বছর যাবত ঘোষণা করতে থাক। ইয়াযীদ বলেছেন, যদি এর সনাক্তকারী না পাওয়া যায় তবে যে সেটা পেয়েছে সে খরচ করবে। কিন্তু সেটা তার কাছে আমানতস্বরূপ থাকবে। ইয়াহইয়া বলেছেন, আমার জানা নেই যে, এ কথাটা রসূলুল্লাহ

(সঃ)-এর হাদীসের অন্তর্গত ছিল, না তিনি নিজে বাড়িয়ে বলেছেন। এরপর সে জিজ্ঞেস করল, হারিয়ে যাওয়া বকরী সম্পর্কে কি করতে হবে? নবী (সঃ) বললেন, ওটা ধরে নাও। ওটা তোমার অথবা তোমার ভাইয়ের জন্য আর তা না হলে ওটা বাঘের জন্য। ইয়াযীদ বলেছেন, বরং এটারও ঘোষণা করতে হবে। এরপর সে আবার জিজ্ঞেস করল, হারিয়ে যাওয়া উট হলে কি করতে হবে? তিনি বলেন, ওটা ছেড়ে দাও। কারণ তার সাথেই রয়েছে তার জুতা এবং মশক। সে পানির কাছে যাবে এবং গাছের পাতা খেতে থাকবে, অবশেষে তার মালিক তাকে ফিরে পাবে।

৪-অনুচ্ছেদঃ এক বছরের মধ্যে যদি পড়ে থাকা জিনিসের মালিকের খোঁজ পাওয়া না যায় তাহলে সেটা যে পাবে তারই হবে।

٢٢٥١- عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقْطَةِ فَقَالَ اَعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَاِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَاِلاَّ فَشَأْنَكَ بِهَا قَالَ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ هِيَ لَكَ اَوْ لاَخِيْكَ اَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ فَضَالَّةُ الْاِبِلِ قَالَ مَالَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتّٰى يَلْقَاهَا رَبُّهَا -

২২৫১. যায়েদ ইবনে খালিদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এসে পড়ে থাকা জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, থলিটি এবং মুখবন্ধ চিনে রাখ, তারপর এক বছর যাবত ঘোষণা করতে থাক। যদি মালিক এসে যায় (তবে তাকে দিয়ে দাও) অন্যথায় তা তোমার। হারানো বকরী সম্পর্কে কি বিধান? তিনি (সঃ) বলেন, তা তোমার অথবা তোমার ভাইয়ের অন্যথায় ওটা বাঘের ভাগ্যে। এরপর সে হারিয়ে যাওয়া উট সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি (সঃ) বলেন, তাতে তোমার কি? ওর সাথেই তার মশক ও জুতা (পায়ের খুর) রয়েছে। মালিক তার সাক্ষাত না পাওয়া পর্যন্ত সে পানি পান করবে এবং গাছ থেকে পাতা খাবে।

৫-অনুচ্ছেদঃ নদীতে শুকনা কাষ্ঠখন্ড অথবা লাঠি জাতীয় কোন বস্তু পাওয়া গেলে। আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) একটি পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, বনী ইসরাঈলের একটি লোক বাইরে এসে দেখছিল কোন জাহাজ তার মাল নিয়ে এসেছে কিনা। তখন একখন্ড কাঠের ওপর তার চোখ পড়ল। সে তার ঘরের জ্বালানীর জন্য সেটা উঠিয়ে নিল। সেটা চিরে ফেললে সে তার মধ্যে তার মাল ও একটি চিঠি পেল।

৬-অনুচ্ছেদঃ রাস্তাঘাটে খেজুর পাওয়া গেলে।

٢٢٥٢ - عَنْ اَنَسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيْقِ فَقَالَ لَوْ لاَ اَنِّي اَخَافُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الصَّدَقَةِ لاَكَلْتُهَا -

২২৫২. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (সঃ) একদা সড়কের ওপর পড়ে থাকা একটি খেজুরের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, আমার যদি আশংকা না হত যে, এটা সদকার জিনিস তাহলে আমি এটা খেয়ে ফেলতাম।

٢٢٥٣-عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنِّى لَأَنْقَلِبُ إِلٰى أَهْلِى فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلٰى فِرَاشِى فَأَرْفَعُهَا لِأٰكُلَهَا ثُمَّ أَخْشٰى أَنْ تَكُوْنَ صَدَقَةً فَأُلْقِيَهَا ـ

২২৫৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, আমি যখন আমার পরিবারের মধ্যে ফিরে যাই তখন (কোন কোন সময়) আমার বিছানার ওপর খুরমা পড়ে থাকতে দেখি। খাবার জন্য আমি তা তুলে নেই। পরে আমার ভয় হয় যে, হয়ত সেটা সদকার জিনিস, তখন আমি তা ফেলে দেই।

৭—অনুচ্ছেদঃ মক্কাবাসীদের পড়ে থাকা জিনিসের ঘোষণা কিভাবে করা হবে।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, মক্কায় পড়ে থাকা জিনিস কেবল সেই ব্যক্তি তুলে নিবে, যে তার ঘোষণা করবে। ইকরিমা (র) ইবনে আব্বাসের সূত্রে নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, মক্কায় পড়ে থাকা জিনিস কেবল সেই ব্যক্তি তুলে নেবে যে তার ঘোষণা করবে। অপর এক সূত্র থেকে ইকরিমা, ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, ওখানকার (মক্কার) গাছ কাটা যাবে না এবং ওখানকার শিকার তাড়ানো যাবে না এবং সেখানকার পড়ে থাকা জিনিস ঘোষণাকারী ছাড়া অপর কারো জন্য তুলে নেয়া জায়েয হবে না। সেখানকার ঘাস কাটা যাবে না। তখন আব্বাস (রাঃ) বল—লেন, হে আল্লাহর রসূল! কিন্তু এযখের (এক প্রকার ঘাস) কাটার অনুমতি দিন। তিনি বল—লেন, আচ্ছা, এযখের ঘাস কাটতে পারবে।

٢٢٥٤– عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ ﷺ مَكَّةَ قَامَ فِى النَّاسِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ اللّٰهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيْلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُوْلَهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِىْ وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِىْ سَاعَةً مِّنْ نَهَارٍ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِى فَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا يُخْتَلٰى شَوْكُهَا وَلَاتَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدٰى وَإِمَّا أَنْ يُقِيْدَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ لِقُبُوْرِنَا وَبُيُوْتِنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَقَامَ أَبُوْ شَاهٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ اُكْتُبُوْا لِىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُكْتُبُوْا لِأَبِىْ شَاهٍ قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ مَا قَوْلُهُ اُكْتُبُوْا لِى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ هٰذِهِ الْخُطْبَةَ الَّتِىْ سَمِعَهَا مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

২২৫৪. আবূ হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর রসূল (সঃ)-কে মক্কা বিজয় দান করলেন, তখন তিনি লোকদের মাঝে দাঁড়িয়ে আল্লাহর হামদ ও সানা (প্রশংসা) বর্ণনা করলেন। এরপর বললেন, আল্লাহ তাআলা মক্কাভূমি থেকে হাতীকে বিরত রেখেছেন এবং তিনি তাঁর রসূল ও মুমিন বান্দাদের এর ওপর আধিপত্য দান করেছেন। আমার আগে কারোর জন্য মক্কা বৈধ ছিল না। আমার জন্য দিনের কিছু সময় বৈধ করা হয়েছে। আমার পরেও কারোর জন্য বৈধ হবে না। অতএব এখানকার শিকার তাড়ানো যাবে না। গাছের কাঁটাও কর্তন করা যাবে না। এখানকার পড়ে থাকা জিনিস তুলে নেয়া যাবে না। হাঁ, ঘোষণাকারী ব্যক্তির জন্য তা (তুলে নেয়া) বৈধ হবে। এখানে কোন ব্যক্তি নিহত হলে (তার শাস্তি স্বরূপ দুটার যে কোন একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে) হয় হত্যার প্রতিশোধ নিয়ে হত্যা করতে হবে অথবা মুক্তিপণ গ্রহণ করতে হবে। আব্বাস (রাঃ) বলেন, কিন্তু এযখের ঘাস কাটার অনুমতি দিন। আমরা এগুলো আমাদের কবরের এবং ঘরের ছাদের ওপর বিছিয়ে দিয়ে থাকি। তিনি (সঃ) বললেন, আচ্ছা এযখের কাটবার অনুমতি দেয়া গেল। ইয়ামানবাসী আবূ শাহ নামের এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে লিখে দিন। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, আবু শাহকে লিখে দাও। ওলীদ ইবনে মুসলিম বলেছেন, আমি আওযায়ীকে জিজ্ঞেস করলাম, আবু শাহ রসূলুল্লাহকে লিখে দিতে বলার অর্থ কি? তিনি বললেন, রসূলুল্লাহর এই ভাষণ যা তাঁর কাছ থেকে এইমাত্র শুনেছেন।

৮–অনুচ্ছেদঃ অনুমতি ছাড়া কারো পশু দোহন করবে না।

٢٢٥٥– عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَحْلُبَنَّ اَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ اِذْنِهِ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تُؤْتٰى مَشْرُبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ فَاِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوْعُ مَوَاشِيْهِمْ اَطْعِمَاتِهِمْ فَلاَ يَحْلُبَنَّ اَحَدٌ مَاشِيَةَ اَحَدٍ اِلاَّ بِاِذْنِهِ ـ

২২৫৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, অনুমতি ছাড়া কারো পশুর দুধ দোহন করবে না। তোমাদের কেউ এটা কি পছন্দ করবে যে, তার শস্যাগারে কোন লোক এসে গোলা ভেংগে গোলার শস্য লুটে নিয়ে যাক? তাদের পশুগুলোর পালান তাদের খাবার ভান্ডার তৈরী করে থাকে। অতএব কারো পশুর দুধ তার অনুমতি ছাড়া দোহন করবে না।

৯–অনুচ্ছেদঃ পড়ে থাকা জিনিসের মালিক যখন এক বছর পরে ফিরে আসে, তার জিনিস তাকে ফিরিয়ে দেবে কারণ সে জিনিস এতোদিন আমানত ছিল।

٢٢٥٦– عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ اللُّقْطَةِ قَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ اَعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا فَاِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَاَدِّهَا اِلَيْهِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ خُذْهَا فَاِنَّمَا هِيَ لَكَ اَوْ لاَخِيْكَ اَوْ لِلذِّئْبِ

قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَضَالَّةُ الْاِبِلِ قَالَ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اَحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ اَوْ اَحْمَرَّ وَجْهُهُ ثُمَّ قَالَ مَالَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتّٰى يَلْقَاهَا رَبُّهَا -

২২৫৬. যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি পড়ে থাকা জিনিস সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ এক বছর নাগাদ জিনিসটির ঘোষণা করতে থাক। এরপর জিনিসটির পাত্র ও তার মুখবন্ধ স্মরণ রাখ এবং সেটা খরচ কর। যদি তার মালিক এসে যায় তবে তাকে দিয়ে দাও। লোকটি এরপর জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রসূল! হারানো মেষ সম্পর্কে কি বিধান? তিনি বলেন, তা ধরে রাখ, কারণ হয় তা তোমার অথবা তোমার ভাইয়ের জন্য আর তা না হলে বাঘের জন্য। সে আবার বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ! হারিয়ে যাওয়া উট হলে কি করতে হবে? এতে রসূলুল্লাহ (সঃ) রাগান্বিত হলেন এবং তাঁর মুখমন্ডল লাল হয়ে গেল, অতপর বলেন, এতে তোমার কি? তাঁর সাথে তার জুতা ও মশক রয়েছে- যতক্ষণ না তার মালিক তার সাক্ষাত পেয়েছে।

১০-অনুচ্ছেদঃ পড়ে থাকা জিনিস যাতে নষ্ট না হয় এবং কোন অবাঞ্ছিত ব্যক্তি যাতে তুলে না নেয় সেজন্য তা তুলে নেয়া উচিত হবে কি?

٢٢٥٧- عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَزَيْدِبْنِ صُوْحَانَ فِىْ غَزَاةٍ فَوَجَدْتُ سَوْطًا فَقَالَ لِىْ اَلْقِهِ قُلْتُ لاَ وَلٰكِنْ اِنْ وَجَدْتُ صَاحِبَهُ وَالاَّ اسْتَمْتَعْتُ بِهِ فَلَمَّا رَجَعْنَا حَجَجْنَا فَمَرَرْتُ بِالْمَدِيْنَةِ فَسَالْتُ اُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ فَقَالَ وَجَدْتُ صُرَّةً عَلٰى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ فِيْهَا مِائَةُ دِيْنَارٍ فَاَتَيْتُ بِهَا النَّبِىَّ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلاً فَعَرَّفْتُهَا حَوْلاً ثُمَّ اَتَيْتُ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلاً فَعَرَّفْتُهَا حَوْلاً ثُمَّ اَتَيْتُهُ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلاً فَعَرَّفْتُهَا حَوْلاً ثُمَّ اَتَيْتُهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ اَعْرِفْ عِدَّتَهَا وَ وِكَاءَهَا وَوِعَاءَهَا فَاِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَالاَّ اسْتَمْتِعْ بِهَا -

২২৫৭. সুয়াইদ ইবনে গাফালাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, সুলাইমান ইবনে রবীআ এবং যাইদ ইবনে সুহানের সাথে আমি এক যুদ্ধে শরীক ছিলাম। আমি একটি চাবুক পেলাম। একজন আমাকে এটা ফেলে দিতে বলেন। আমি বললাম, না (ফেলে দিব না), বরং এর মালিক এলে পরে তাকে এটা দেব, নয়তো আমিই এটা ব্যবহার করব। আমরা ফিরে গিয়ে হজ্জ করলাম এবং যখন মদীনায় গেলাম তখন উবাই ইবনে কা'বকে (এ বিষয়ে) জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেনঃ আমি একবার রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সময়

একটি টাকার থলি পেয়েছিলাম। এর মধ্যে একশত দীনার ছিল। আমি এটা নবী (সঃ)-এর কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি বললেনঃ এক বছর নাগাদ এটার ঘোষণা দিতে থাক। আমি এক বছর নাগাদ ঘোষণা দিতে থাকলাম। এরপর আবার আমি তাঁর কাছে গেলাম। তিনি আবার এক বছর ঘোষণা করতে বললেন। আমি তাই করলাম। এরপর আমি চতুর্থ বার তাঁর কাছে গেলাম। তিনি বললেন, থলের ভিতরের (দীনারের) সংখ্যা, থলের আকৃতি ও তার বন্ধন এবং পাত্রটি চিনে রাখ। যদি মালিক ফিরে আসে তাকে দিয়ে দাও, তা না হলে তুমি নিজে ব্যবহার কর।

٢٢٥٨- عَنْ سَلَمَةَ بِهٰذَا قَالَ فَلَقِيتُهُ بَعْدُ بِمَكَّةَ فَقَالَ لاَ اَدْرِىْ اَثَلاَثَةَ اَحْوَالٍ اَوْ حَوْلاً وَاحِداً ـ

২২৫৮. সালামা (রাঃ) থেকে উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। সুয়াইদ ইবনে গাফালাহ বলেছেন, এরপর আমি উবাই ইবনে কা'ব–এর সাথে মক্কায় সাক্ষাত করলাম। তিনি (এই হাদীস সম্পর্কে) বললেন, আমার মনে নেই নবী (সঃ) তিন বছর না এক বছর যাবত ঘোষণা করতে বলেছেন।

১১–অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি পড়ে থাকা জিনিসের ঘোষণা করেছে বটে, কিন্তু সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেয়নি।

٢٢٥٩- عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ اَنَّ اَعْرَابِيًا سَاَلَ النَّبِىَّ ﷺ عَنِ اللُّقْطَةِ قَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً فَاِنْ جَاءَ اَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعِفَاصِهَا وَ وِكَائِهَا وَاِلاَّ فَاسْتَنْفِقْ بِهَا وَسَاَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْاِبِلِ فَتَمَعَّرَ وَجْهُهُ وَقَالَ مَالَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ دَعْهَا حَتّٰى يَجِدَهَا رَبُّهَا وَسَاَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ هِىَ لَكَ اَوْ لاَخِيْكَ اَوْ لِلذِّئْبِ ـ

২২৫৯. যায়েদ ইবনে খালিদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। জনৈক বেদুঈন নবী (সঃ)–এর কাছে কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এক বছর পর্যন্ত ঘোষণা দিতে থাক। যদি কেউ এসে পাত্র এবং তার মুখবন্ধ সম্পর্কে বর্ণনা দেয়, তাহলে তাকে ফিরিয়ে দাও, অন্যথায় তুমি নিজে ব্যবহার কর। এরপর সে হারিয়ে যাওয়া উট সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তাতে নবী (সঃ)–এর মুখমন্ডল (রাগে) লাল হয়ে গেল। তিনি বললেনঃ সেটা দিয়ে তোমার কি প্রয়োজন? ওর সাথে তো ওর মশক ও জুতা রয়েছে। সে নিজেই পানির কাছে যায় এবং গাছের পাতা খায়। তাকে ছেড়ে দাও যতক্ষণ না তার মালিক তাকে ফিরে পায়। এরপর তাঁকে হারিয়ে যাওয়া বকরী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ সেটা তোমার অথবা তোমার ভাইয়ের আর তা না হলে বাঘের।

১২–অনুচ্ছেদঃ

٢٢٦٠- عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَ اِنْطَلَقْتُ فَاِذَا اَنَا بِرَاعِىْ غَنَمٍ يَسُوْقُ غَنَمَهُ فَقُلْتُ لِمَنْ اَنْتَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَسَمَّاهُ فَعَرَفْتُهُ فَقُلْتُ هَلْ فِى غَنَمِكَ مِنْ لَبَنٍ فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ هَلْ اَنْتَ حَالِبٌ لِىْ قَالَ نَعَمْ فَاَمَرْتُهُ فَاعْتَقَلَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ ثُمَّ اَمَرْتُهُ اَنْ يَنْفُضَ ضَرْعَهَا مِنَ الْغُبَارِ ثُمَّ اَمَرْتُهُ اَنْ يَنْفُضَ كَفَّيْهِ فَقَالَ هٰكَذَا ضَرَبَ اِحْدٰى كَفَّيْهِ بِالْاُخْرٰى فَحَلَبَ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ وَقَدْ جَعَلْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِدَاوَةً عَلٰى فَمِهَا خِرْقَةٌ فَصَبَبْتُ عَلَى اللَّبَنِ حَتّٰى بَرَدَ اَسْفَلُهُ فَانْتَهَيْتُ اِلَى النَّبِىِّ فَقُلْتُ اشْرَبْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَشَرِبَ حَتّٰى رَضِيْتُ ـ

২২৬০. আবু বাকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (হিজরত করে) মদীনার দিকে যাচ্ছিলাম। তখন বকরীর এক রাখালের সাথে দেখা। সে বকরীগুলো তাড়া করছিল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কার রাখাল? সে কুরাইশ গোত্রের এক ব্যক্তির নাম বলল। আমি সে ব্যক্তিকে চিনতাম। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি আমাকে দুধ দোহন করে দিবে? সে বলল, হাঁ। আমি তাকে দুধ দোহন করতে বললাম। বকরীর পাল থেকে সে একটি বকরী ধরে নিল। আমি তাকে বললাম, এটার পালান ধুলাবালি থেকে পরিষ্কার করে নাও। তোমার হাতও পরিষ্কার করে নাও। সে তাই করল। এক হাত অপর হাতের ওপর ঝেড়ে ফেলল। সে এক পেয়ালা দুধ দোহন করল। আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর জন্য একটি মগে দুধ রাখলাম। সেটার মুখ কাপড়ের টুকরা দিয়ে ঢাকা ছিল। তার ওপরে আমি পানি ঢাললাম। অতঃপর তা ঠান্ডা হলে আমি নবী (সঃ)–এর কাছে এই দুধ নিয়ে গেলাম এবং বললাম, হে আল্লাহর রসূল? পান করুন। তিনি পান করলেন, এতে আমি অত্যন্ত খুশী হলাম।

অধ্যায়—২২

كتاب المظالم والقصاص

(জুলুম প্রতিরোধ ও হত্যার প্রতিশোধ)

১—অনুচ্ছেদঃ জুলুম ও অপহরণ। মহান আল্লাহ বলেনঃ

قَوْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُوْنَ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِيْ رُؤُسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَاَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَاَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَاْتِيْهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رَبَّنَا اَخِّرْنَا اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ اَوَلَمْ تَكُوْنُوْا اَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَالَكُمْ مِنْ زَوَالٍ وَسَكَنْتُمْ فِيْ مَسٰكِنَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْاَمْثَالَ وَقَدْمَكَرُوْا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ وَاِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ ذُوْ انْتِقَامٍ –

"(জালিমদের জুলুমের প্রতিবিধান বিলম্বিত হতে দেখে) তোমরা আল্লাহকে যালিমদের কার্যকলাপ সর্ম্পকে অনবহিত মনে করো না। বস্তুত আল্লাহ তাদেরকে ঐ দিনের জন্য অবকাশ দিয়ে যাচ্ছেন, যেদিন (ভয়ে) তাদের চোখগুলো স্থির হয়ে যাবে এবং তারা মাথা উঁচু করে (উর্ধশ্বাসে) ছুটতে থাকবে। "মুকনিই রুউসিহিম" শব্দের "উপরের দিকে তাদের মাথা তুলে," "আলা—মুকমিহু" এর সমার্থক শব্দ। সেদিন তারা তাদের চোখের পাতা এক করতে পারবে না, (অর্থাৎ অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকবে আর কিয়ামতের ভয়াবহতা অবলোকন করবে) এবং তাদের অন্তর হয়ে যাবে (জ্ঞান) শূন্য। হাওয়া শব্দের অর্থ জ্ঞান শুন্য। অর্থাৎ তারা বিবেকশূন্য হয়ে পড়বে। "(হে মুহাম্মদ) আপনি লোকদেরকে ঐ দিন সম্পর্কে সতর্ক করুন, যেদিন (আল্লাহর) আযাব তাদের ওপর এসে পড়বে। সেদিন জালিমরা বলবে, হে পরওয়ারদিগার! আমাদেরকে আর খানিকটা অবকাশ দিন। আমরা আপনার আহবানে সাড়া দেব এবং রসূলদের আনুগত্য করব। (তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের বলা হবে) তোমরা কি ইতিপূর্বে কসম করে বলোনি যে, তোমাদের কখনও পতন নেই? অথচ তোমরা সেসব জাতির বস্তীসমূহে বসবাস করতে যারা নিজেদের

ওপর জুলুম করেছিল এবং (পরিণামে) আমি তাদের সাথে কি ধরনের আচরণ করেছি তাও তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট ছিল। আর তাদের উদাহরণ পেশ করে আমি তোমাদের বুঝিয়েও ছিলাম। তারা তাদের সব চক্রান্ত করে দেখেছে। কিন্তু তাদের প্রতিটি চক্রান্ত (নস্যাতের ব্যবস্থা) আল্লাহর নিকট ছিল। যদিও তাদের চক্রান্ত এতটা শক্ত ছিল যেন পাহাড় তাতে টলে যাবে। তোমরা কখনো এমন ধারণা পোষণ করো না যে, আল্লাহ তাঁর রসূলের নিকট কৃত ওয়াদা খেলাফ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী।" মুজাহিদ (র) বলেনঃ

"মুহতিঈনা" শব্দের অর্থ অপলক নেত্রে দর্শনকারী, কারো মতে, দ্রুত ধাওয়াকারী।

২–অনুচ্ছেদঃ অপরাধের দন্ড।

٢٢٦١– عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُوْنَ مِنَ النَّارِ حُبِسُوْا بِقَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيَتَقَاصُّوْنَ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِى الدُّنْيَا حَتّٰى اِذَا نُقُّوْا وَهُذِّبُوْا اُذِنَ لَهُمْ بِدُخُوْلِ الْجَنَّةِ فَوَ الَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَاَحَدُهُمْ بِمَسْكَنِهِ فِى الْجَنَّةِ اَدَلُّ بِمَنْزِلِهِ كَانَ فِى الدُّنْيَا ـ

২২৬১. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, মুমিনরা যখন দোযখের আগুন থেকে নাজাত পাবে তখন বেহেশত ও দোযখের মাঝে এক পুলের ওপর তাদেরকে থামানো হবে। তখন দুনিয়াতে একে অপরের প্রতি যে জুলুম করেছিল তার প্রতিশোধ নেয়া হবে। অবশেষে যখন তারা (পাপ–পঙ্কিলতা থেকে) পবিত্র হয়ে যাবে তখন বেহেশতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! নিশ্চয়ই তাদের প্রত্যেকে পৃথিবীতে তার বাড়ী যেমন চিনতো তার চাইতে বেশী তার বেহেশতের বাড়ীকে চিনতে পারবে।

৩–অনুচ্ছেদঃ মহান আল্লাহর বাণীঃ

"সাবধান। জালিমদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত।"

٢٢٦٢– عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ الْمَازِنِيِّ قَالَ بَيْنَمَا اَنَا اَمْشِيْ مَعَ ابْنِ عُمَرَ اٰخِذ بِيَدِهِ اِذْ عَرَضَ رَجُلٌ فَقَالَ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِى النَّجْوٰى فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ يُدْنِى الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ فَيَقُوْلُ اَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا اَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا فَيَقُوْلُ نَعَمْ اَىْ رَبِّ حَتّٰى اِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوْبِهِ وَرَاٰى فِيْ نَفْسِهِ اَنَّهُ هَلَكَ قَالَ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِى الدُّنْيَا وَاَنَا اَغْفِرُهَا لَكَ

الْيَوْمَ فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُوْنَ فَيَقُوْلُ الْاَشْهَادُ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى رَبِّهِمْ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظَّالِمِيْنَ ـ

২২৬২. সাফওয়ান ইবনে মুহরিয আল–মাযিনী (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা আমি ইবনে উমরের হাত ধরে চলছিলাম। হঠাৎ এক ব্যক্তি সামনে এসে বলল, কিয়ামতের দিন আল্লাহ ও তাঁর মুমিন বান্দাদের গোপন আলাপ সম্পর্কে আপনি রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর নিকট কিছু শুনেছেন? তিনি (ইবনে উমর) বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)–কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিন ব্যক্তিকে (কিয়ামতের দিন) নিজের নিকটবর্তী করবেন। তারপর নিজের হিফাযতে নিয়ে পর্দা দ্বারা তাকে আড়াল করবেন। তারপর বলবেন, অমুক গোনাহ কি তোমার মনে পড়ে? অমুক গোনাহ কি তোমার মনে পড়ে? সে বলবে, হাঁ, হে আমার প্রতিপালক! এভাবে তিনি তার কাছ থেকে সমস্ত পাপের স্বীকৃতি আদায় করবেন এবং সে (মুমিন) ব্যক্তি মনে মনে ভাববে যে, তার ধ্বংস অনিবার্য। তিনি (আল্লাহ) বলবেন, আমি দুনিয়ায় তোমার গোনাহ গোপন রেখেছিলাম এবং আজ আমি তা ক্ষমা করে দিলাম। অতঃপর তার পূণ্যের লিপি (আমলনামা) তাকে দেয়া হবে। পক্ষান্তরে কাফির ও মুনাফিকদের সম্পর্কে সাক্ষীরা বলবে, এরাই তাদের প্রতিপালকের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল। সাবধান! জালিমদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত।

৪–অনুচ্ছেদঃ মুসলমান মুসলমানের ওপর জুলুম করবে না এবং কাউকে তার ওপর জুলুম করতেও দেবে না।

٢٢٦٣ – عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِيْ حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ –

২২৬৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার ওপর জুলুম করবে না কিংবা (জুলুমের জন্য) তাকে জালিমের হাতে সোপর্দও করবে না (অথবা তাকে বিপদে ত্যাগ করবে না)। যে কেউ তার ভাইয়ের অভাব পূরণে (তৎপর) থাকবে, আল্লাহ তার অভাব পূরণে (তৎপর) থাকবেন, আল্লাহ তার অভাব পূরণে (তৎপর) থাকবেন। যে ব্যক্তি (দুনিয়াতে) কোন মুসলমানের কোন বিপদ দূর করবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার বিপদসমূহের মধ্যে বড় কোন বিপদ দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন করবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন করবেন।

৫–অনুচ্ছেদঃ তোমর ভাইকে সাহায্য কর, সে জালেম হাক বা মজলুম।

٢٢٦٤– عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُنْصُرْ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُوْمًا ـ

২২৬৪. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন তোমার ভাইকে সাহায্য কর, সে জালিম হোক কিংবা মজলুম (অত্যাচারিত)।

٢٢٦٥– عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُنْصُرْ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُوْمًا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُوْمًا فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا قَالَ تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ ـ

২২৬৫. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তোমার ভাইকে সাহায্য কর। সে জালিম হোক কিংবা মজলুম। একজন বলল, হে আল্লাহর রসূল! মজলুমকে আমরা সাহায্য করবো এটা তো বুঝলাম, কিন্তু জালিমকে আমরা কেমন করে সাহায্য করব? তিনি বললেন, তুমি তার (জালিমের) হাত শক্ত করে ধরে রাখবে।

৬–অনুচ্ছেদঃ মজলুমকে সাহায্য করা।

٢٢٦٦ -- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ اَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ فَذَكَرَ عِيَادَةَ الْمَرِيْضِ وَاتِّبَاعَ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيْتَ الْعَاطِسِ وَرَدَّ السَّلَامِ وَنَصْرَ الْمَظْلُوْمِ وَاِجَابَةَ الدَّاعِى وَاِبْرَارَ الْقَسَمِ –

২২৬৬. বারাআ ইবনে আযেব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) আমাদেরকে সাতটি বিষয়ের আদেশ করেছেন এবং সাতটি বিষয়ে নিষেধ করেছেন। তারপর তিনি (আদেশকৃত সাতটি বিষয়ের) উল্লেখ করলেনঃ (১) পীড়িতকে দেখতে যাওয়া, (২) জানাযার অনুগমন করা, (৩) হাঁচিদাতার (আলহামদু লিল্লাহর) জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা, (৪) সালামের জবাব দেয়া, (৫) মজলুমকে সাহায্য করা, (৬) দাওয়াত কবুল করা, (৭) (কসমকারীর) কসম পুরা করা।

٢٢٦٧– عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ ـ

২২৬৭. আবু মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ এক মু'মিন আরেক মুমিনের জন্য প্রাসাদতুল্য যার এক অংশ আরেক অংশকে সুদৃঢ় করে। এ কথা বলে তিনি তাঁর আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে দেখালেন।

৭–অনুচ্ছেদঃ জালিম থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ। মহামহিম আল্লাহ বলেনঃ

لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلاَّ مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا * وَالَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ –

"আল্লাহ নিকৃষ্ট বাক্য প্রয়োগ করা পছন্দ করেন না। কিন্তু যদি কেউ অত্যাচারিত হয় (তবে সে করতে পারে) এবং আল্লাহ শ্রবণকারী ও জ্ঞানী"।

"যারা অত্যাচারিত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে"।

ইবরাহীম (নাখয়ী) বলেন, সাহাবীরা অপমানিত হওয়া পছন্দ করতেন না। তবে ক্ষমতা লাভ করলে ক্ষমা করে দিতেন।

৮–অনুচ্ছেদঃ মজলুমের ক্ষমা। মহান আল্লাহর বাণীঃ

لِقَوْلِهِ تَعَالٰى اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفٰى وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ اِنَّهُ لاَيُحِبُّ الظَّالِمِيْنَ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَاُولٰئِكَ مَاعَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيْلٍ اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَالَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِيْنَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ يَقُوْلُوْنَ هَلْ اِلٰى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيْلٍ –

"যদি তোমরা সৎকাজ প্রকাশ্যে কর কিংবা গোপনে কর অথবা অন্যায়কে ক্ষমা কর (তবে এটা তোমার মহত্ব)। কেননা আল্লাহ ক্ষমাশীল ও সর্বশক্তিমান।"

মন্দের পরিবর্তে সমপরিমাণ মন্দই হল উচিত বিনিময়। কিন্তু যে ক্ষমা করে দেয় এবং (মন্দের পরিবর্তে) সদাচার করে তার প্রতিদান আল্লাহর নিকট। তিনি জালিমদেরকে পছন্দ করেন না। যে ব্যক্তি অত্যাচারিত হওয়ার পর তার প্রতিশোধ গ্রহণ করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কোন সুযোগ নেই। সুযোগ আছে তাদের বিরুদ্ধে যারা মানুষের ওপর জুলুম করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আর যে ব্যক্তি (অত্যাচারিত হওয়ার পরও) ধৈর্য ধারণ করে এবং (অত্যাচারীকে) ক্ষমা করে দেয় তবে সেটা হবে বিরাট মহত্বের পরিচায়ক। আল্লাহ যাদেরকে গোমরাহ করেছেন তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। জালিমরা যখন (আল্লাহর) শাস্তি অবলোকন করবে তখন বলবে, (দুনিয়াতে) ফিরে যাবার কোন পথ রয়েছে কি?" (৪২ঃ ৪০–৪৪)

৯—অনুচ্ছেদঃ জুলুম কিয়ামতের দিন গাঢ় অন্ধকার রূপ ধারণ করবে।

٢٢٦٨– عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

২২৬৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ জুলুম (অত্যাচারীর জন্য) কিয়ামতের দিন গাঢ় অন্ধকার (রূপে প্রতিভাত) হবে।

১০—অনুচ্ছেদঃ মজলুমের বদদোয়াকে ভয় করা ও তা থেকে বেঁচে থাকা।

٢٢٦٩– عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ اِتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ ـ

২২৬৯. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) মুয়ায (রা)-কে ইয়ামানে পাঠান এবং (যাবার বেলায়) তাঁকে বলেন, মজলুমের বদদোয়াকে ভয় কর। কেননা তার বদদোয়া ও আল্লাহর মাঝে কোন প্রতিবন্ধক নেই।

১১—অনুচ্ছেদঃ কেউ যদি কারো ওপর অত্যাচার করে এবং অত্যাচারিত ব্যক্তি তাকে ক্ষমা করে দেয়, এরপরও সে অত্যাচারের কথা প্রকাশ করতে পারবে কি?

٢٢٧٠– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِاَحَدٍ مِنْ عِرْضِهِ اَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ اَنْ لَا يَكُوْنَ دِيْنَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ اِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ اُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلِمَتِهِ وَاِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ اُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ ـ

২২৭০. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্ভ্রম হানি কিংবা অন্য কোন বিষয়ে অত্যাচারের জন্য দায়ী সে যেন আজই (দুনিয়াতে থাকতেই) তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়, সেই দিন আসার পূর্বে যেদিন তার কোন অর্থ-সম্পদ থাকবে না। সে দিন তার কোন নেক আমল থাকলে তা থেকে জুলুমের দায় পরিমাণ কেটে নেয়া হবে। আর তার কোন নেক আমল না থাকলে তার প্রতিপক্ষের পাপ থেকে কিছু নিয়ে তার ওপর চাপিয়ে দেয়া হবে।

১২—অনুচ্ছেদঃ যদি কেউ কারো জুলুম বা অন্যায় ক্ষমা করে দেয় তবে ঐ জুলুমের জন্য পুনরায় তাকে দায়ী করা চলবে না।

٢٢٧١– عَنْ عَائِشَةَ وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا قَالَتِ الرَّجُلُ

يَكُوْنُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ لَيْسَ بِمُسْتَكْثِرٍ مِنْهَا يُرِيْدُ اَنْ يُفَارِقَهَا فَتَقُوْلُ اَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِيْ فِيْ حِلٍّ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فِيْ ذٰلِكَ ـ

২২৭১. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি "যদি কোন স্ত্রীলোক নিজ স্বামীর অসদাচরণ ও উপেক্ষার আশঙ্কা করে, তবে তারা পরস্পর কোন মীমাংসায় উপনীত হলে তাদের কোন অপরাধ নেই এবং মীমাংসাই কল্যাণকর" এ আয়াতের তাফসীর (বা শানে নুযূল) প্রসঙ্গে বলেন, কোন কোন লোক তার স্ত্রীর কাছে বেশি যাওয়া আসা করতে চাইত না, বরং তাকে আলাদা অর্থাৎ তালাক দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করত। এমতাবস্থায় স্ত্রী বলত, আমি তোমাকে আমার পাওনা মাফ করে দিলাম (তবু আমাকে ত্যাগ করো না)। উক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতেই এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

১৩–অনুচ্ছেদঃ যদি কোন ব্যক্তি কাউকে (কোন বিষয়ে) অনুমতি প্রদান করে কিংবা তাকে ক্ষমা করে কিন্তু কি পরিমাণ ক্ষমা করল কিংবা কতটুকুর জন্য অনুমতি দিল তা উল্লেখ না করে।

٢٢٧٢– عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِيْنِهِ غُلَامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الْاَشْيَاخُ فَقَالَ لِلْغُلَامِ اَتَأْذَنُ لِيْ اَنْ اُعْطِيَ هٰؤُلَاءِ فَقَالَ الْغُلَامُ لَا وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَا اُوْثِرُ بِنَصِيْبِيْ مِنْكَ اَحَدًا قَالَ فَتَلَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ يَدِهِ ـ

২২৭২. সাহল ইবনে সা'দ সাইদী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। একদিন নবী (সঃ)-এর নিকট কিছু পানীয় দ্রব্য (দুধ) আনা হলে তিনি তার কিছুটা পান করলেন। তাঁর ডানদিকে ছিল একটি যুবক আর বামদিকে ছিল বয়োজ্যেষ্ঠরা। তিনি তাকে বললেন, বয়োজ্যেষ্ঠদের দেয়ার জন্য তুমি আমাকে অনুমতি দেবে কি? যুবকটি বলল, হে আল্লাহর রসূল! না, আল্লাহর কসম, আমি (আপনার উচ্ছিষ্ট পানীয়ের ব্যাপারে) আমার অংশে কাউকে অগ্রাধিকার দিতে রাজী নই। রাবী বলেন, তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) পেয়ালাটা তার হাতে দিয়ে দিলেন।

১৪–অনুচ্ছেদঃ কারো জমি কেড়ে নিলে তার গুনাহ।

٢٢٧٣– عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ يَقُوْلُ مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْاَرْضِ شَيْئًا طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ اَرَضِيْنَ ـ

২২৭৩. সাঈদ ইবনে যায়েদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কারো জমি জোর করে কেড়ে নিবে, (কিয়ামতের দিন) সাত তবক জমি তার গলায় পরানো হবে।

٢٢٧٤- عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ اَنَّهُ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اُنَاسٍ خُصُوْمَةٌ فَذَكَرَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ يَا اَبَا سَلَمَةَ اجْتَنِبِ الاَرْضَ فَاِنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ ظَلَمَ قِيْدَ شِبْرٍ مِنَ الْاَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ اَرَضِيْنَ ـ

২২৭৪. আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁর ও কয়েকজন লোকের মধ্যে (জমি সংক্রান্ত) একটি বিবাদ ছিল। তিনি আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট ব্যাপারটা উল্লেখ করলে তিনি বলেন, হে আবু সালামা! জমি থেকে বেঁচে থাক। কেননা নবী (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি এক আঙ্গুল পরিমাণ জমি অন্যায়ভাবে কেড়ে নেবে (কিয়ামতের দিন) সাত তবক জমির শৃঙ্খল তার গলায় পরানো হবে।

٢٢٧٥- عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ اَخَذَ مِنَ الْاَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلٰى سَبْعِ اَرَضِيْنَ ـ لَ اَبُو عَبدِ اللّٰهِ هَذَا الحَدِيثُ لَيس بِخُرَاسَانَ فِى كِتَابِ ابنِ الْمُبَارَكِ اَملاَهُ عَلَيهِم بِالبَصرَةِ ـ

২২৭৫. সালিম (রঃ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে সামান্য কিছু জমিও কেড়ে নেবে, কিয়ামতের দিন তাকে সাত তবক জমিনের নীচ পর্যন্ত ধ্বসিয়ে দেয়া হবে।

আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক কর্তৃক খোরাসানে সংকলিত হাদীস গ্রন্থে এ হাদীসটি নেই। এ হাদীসটি তিনি (তাঁর স্মৃতি থেকে বসরায় তাঁর ছাত্রদের শিখিয়েছেন।

১৫—অনুচ্ছেদঃ যদি কোন ব্যক্তি কাউকে কোন বিষয়ে অনুমতি প্রদান করে তবে তা জায়েয।

٢٢٧٦- عَنْ جَبَلَةَ كُنَّا بِالْمَدِيْنَةِ فِى بَعْضِ اَهْلِ الْعِرَاقِ فَاَصَابَنَا سَنَةٌ فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا فَيَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْاِقْرَانِ اِلاَّ اَنْ يَسْتَاْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ اَخَاهُ ـ

২২৭৬. জাবালা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইরাকবাসী কিছু লোকের সাথে মদীনায় ছিলাম। এক বছর আমরা দুর্ভিক্ষে পতিত হলে ইবনে যুবাইর (রা) আমাদের কাছে খেজুর পাঠাতেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) আমাদের পাশ দিয়ে যেতেন। এবং বলতেনঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) এক সংগীর অনুমতি ছাড়া অপর সংগীকে একত্রে দুটো করে খেজুর খেতে নিষেধ করেছেন।

২২৭٧– عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ اَبُوْ شُعَيْبٍ كَانَ لَهُ غُلاَمٌ لَحَّامٌ فَقَالَ لَهُ اَبُوْ شُعَيْبٍ اِصْنَعْ لِىْ طَعَامَ خَمْسَةٍ لَعَلِّىْ اَدْعُو النَّبِىَّ ﷺ خَامِسَ خَمْسَةٍ وَاَبْصَرَ فِى وَجْهِ النَّبِىِّ ﷺ الْجُوْعَ فَدَعَاهُ فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ لَمْ يُدْعَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ هٰذَا قَدِ اتَّبَعَنَا اَتَاْذَنُ لَهُ قَالَ نَعَمْ ـ

২২৭৭. আবূ মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আবূ শুয়াইব নামক একজন আনসারের একটা কসাই ক্রীতদাস ছিল। (একদিন) আবূ শুয়াইব তাকে বলেন, আমার জন্য পাঁচ জন লোকের খাবার তৈরী কর। আমি নবী (সঃ)-কে দাওয়াত করব। তিনি পাঁচ জনের একজন। উক্ত আনসার নবী (সঃ)-এর মুখমন্ডলে ক্ষুধার ছাপ লক্ষ্য করেছিলেন। তাই তিনি তাঁকে দাওয়াত করলেন। কিন্তু তাঁদের সাথে আরেকজন লোক আসল যাকে দাওয়াত করা হয়নি। নবী (সঃ) (উক্ত আনসারকে) বললেন, এ লোকটা আমাদের পিছু পিছু চলে এসেছে। তুমি কি তাকে অনুমতি দিচ্ছ? তিনি বললেন, হাঁ।

১৬–অনুচ্ছেদঃ মহান আল্লাহ বলেন,"ওয়াহুয়া আলাদ্দুল খিসাম" (এবং সে ঘোর বিরোধী)।

٢٢٧٨– عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اَبْغَضَ الرِّجَالِ اِلَى اللّٰهِ الْاَلَدُّ الْخَصِمُ ـ

২২৭৮. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ আল্লাহর নিকট সেই লোক সর্বাধিক ঘৃণিত যে অত্যন্ত ঝগড়াটে।

১৭–অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি জেনেশুনে অযথা ঝগড়া করে তার গুনাহ।

٢٢٧٩– عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَخْبَرَتْهَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ سَمِعَ خُصُوْمَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ فَخَرَجَ اِلَيْهِمْ فَقَالَ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ وَاِنَّهُ يَاْتِيْنِى الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ اَنْ يَكُوْنَ اَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ فَاَحْسِبُ اَنَّهُ صَدَقَ فَاَقْضِىَ لَهُ بِذٰلِكَ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَاِنَّمَا هِىَ قِطْعَةٌ مِّنَ النَّارِ فَلْيَاْخُذْهَا اَوْ فَلْيَتْرُكْهَا ـ

২২৭৯. নবী (সঃ)-এর স্ত্রী উম্মে সালামা (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, (একদিন) তিনি (সঃ) তাঁর কামরার দরজার নিকটে ঝগড়ার শব্দ শুনতে পেয়ে তাদের নিকট চলে আসলেন। (তাঁর নিকট মামলা পেশ করা হলে) তিনি বলেন, আমি একজন মানুষ। আমার কাছে বিবাদকারীরা আসে। তাদের মধ্যে হয়ত কেউ অন্যের চাইতে অধিক বাকপটু। তখন আমি মনে করি যে, সে সত্য বলছে। তদনুযায়ী আমি তার পক্ষে রায় দেই।

সুতরাং বিচারে যদি আমি অপর কোন মুসলমানের হক তাকে দেই তবে তা দোযখের একটা টুকরো। এখন ইচ্ছা হলে সে তা গ্রহণ করুক বা ত্যাগ করুক।

১৮–অনুচ্ছেদঃ ঝগড়া–বিবাদকালে অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ।

٢٢٨٠– عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا اَوْ كَانَتْ فِيْهِ خَصلَةٌ مِنْ اَرْبَعَةٍ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا : اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ ـ

২২৮০. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ চারটি স্বভাব যার মধ্যে থাকবে সে মুনাফিক। অথবা যার মধ্যে এ চারটি স্বভাবের কোন একটা থাকবে তার মধ্যে মুনাফিকের একটা স্বভাব রয়েছে যে পর্যন্ত না সে তা পরিহার করে। (১) সে যখন কথা বলবে মিথ্যা বলবে, (২) যখন ওয়াদা করবে ভঙ্গ করবে, (৩) যখন চুক্তি করবে বিশ্বাসঘাতকতা করবে এবং (৪) যখন বিবাদ করবে অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করবে।

১৯–অনুচ্ছেদঃ জালিমের মাল যদি মজলুমের হস্তগত হয় তবে সে নিজের প্রাপ্য গ্রহণ করতে পারে। ইবনে সীরীন বলেন, তার প্রাপ্য যতটুকু ততটুকু গ্রহণ করতে পারে। অতঃপর তিনি কুরআনের এ আয়াত পাঠ করলেনঃ

وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما قبتم به –

"যদি তোমরা জুলুমের প্রতিশোধ নিতে চাও তবে ততটা নাও যতটা তোমার প্রতি জুলুম করা হয়েছে।"

٢٢٨١– عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيْكٌ فَهَلْ عَلَىَّ حَرَجٌ اَنْ اُطعِمَ مِنَ الَّذِى لَهُ عِيَالَنَا فَقَالَ لاَ حَرَجَ عَلَيْكِ اَنْ تُطْعِمِيْهِمْ بِالْمَعْرُوْفِ ـ

২২৮১. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) উতবা ইবনে রবীআর কন্যা হিন্দ এসে বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার স্বামী আবু সুফিয়ান অত্যন্ত কৃপণ। সুতরাং তার সম্পদ থেকে যদি আমি আমার সন্তান–সন্ততিদের খেতে দেই তবে আমার কোন গুনাহ হবে কি? নবী (সঃ) বলেন, যদি তুমি তাদেরকে ন্যায়সঙ্গতভাবে আহার করাও তবে তোমার কোন গুনাহ হবে না।

٢٢٨٢– عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْنَا لِلنَّبِيِّ ﷺ اِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ لاَ يَقْرُوْنَا فَمَاتَرٰى فِيْهِ فَقَالَ لَنَا اِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَاُمِرَ لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِىْ لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوْا فَاِنْ لَمْ يَفْعَلُوْا فَخُذُوْا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ ـ

২২৮২. উকবা ইবনে আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী (সঃ)–কে বললাম, যখন আপনি আমাদেরকে কোন কাজে (কোথাও) পাঠান তখন আমরা (কোন কোন সময়) এমন লোকদের মাঝে গিয়ে পড়ি যারা আমাদের আতিথ্য করে না। এ ব্যাপারে আপনি কি বলেন? তিনি আমাদের বললেন, যদি তোমরা কোন জনপদের মাঝে গিয়ে পড়, তোমাদের জন্য আতিথ্যের উপযুক্ত আয়োজন করা হয় তবে তোমরা তা গ্রহণ করবে। আর যদি তা না করে তবে তাদের কাছ থেকে অতিথির হক আদায় করে নাও।[১]

২০–অনুচ্ছেদঃ ছায়াযুক্ত জায়গা প্রসঙ্গে। নবী (সঃ) ও তাঁর সাহাবীরা সাকীফায়ে বনু সাইদা অর্থাৎ বনু সাইদা গোত্রের ছায়াযুক্ত আঙ্গিনায় বসেছিলেন।

٢٢٨٣– عَنْ عُمَرَ قَالَ حِيْنَ تَوَفَّى اللّٰهُ نَبِيَّهُ ﷺ اِنَّ الْاَنْصَارَ اِجْتَمَعُوْا فِىْ سَقِيْفَةِ بَنِى سَاعِدَةَ فَقُلْتُ لاَبِىْ بَكْرٍ اِنْطَلِقْ بِنَا فَجِئْنَا هُمْ فِىْ سَقِيْفَةِ بَنِىْ سَاعِدَةَ -

২২৮৩. উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ যখন তাঁর নবীকে উঠিয়ে নিলেন আনসাররা তখন বনু সাইদা গোত্রের ছায়াযুক্ত আঙ্গিনায় গিয়ে সমবেত হলেন। তখন আমি আবু বাক্র (রা)–কে বললাম, আমাদের সাথে চলুন। তারপর আমরা তাদের (আনসারদের) নিকট সাকীফা বনু সাইদাতে গিয়ে পৌছলাম।

২১–অনুচ্ছেদঃ কোন প্রতিবেশী যেন তার প্রতিবেশীকে তার দেয়ালে খুঁটি লাগাতে নিষেধ না করে।

٢٢٨٤– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لاَ يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ اَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِى جِدَارِهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ مَالِىْ اَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ وَاللّٰهِ لاَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ اَكْتَافِكُمْ -

২২৮৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কোন প্রতিবেশী যেন তার প্রতিবেশীকে তার দেয়ালে খুঁটি লাগাতে নিষেধ না করে। তারপর আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, কি ব্যাপার আমি তোমাদেরকে একাজ থেকে বিমুখ দেখতে পাচ্ছি! আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই সব সময় এ হাদীস তোমাদেরকে বলতে থাকব।

২২–অনুচ্ছেদঃ রাস্তায় মদ ঢেলে দেয়া।

٢٢٨٥– عَنْ اَنَسٍ كُنْتُ سَاقِىَ الْقَوْمِ فِى مَنْزِلِ اَبِىْ طَلْحَةَ وَكَانَ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ

১. এ হাদীস সে অবস্থার জন্য যখন কারো সাথে চুক্তি থাকে অথবা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত অবস্থায় যদি নিজেদের সাথে অর্থ বা খাদ্যবস্তু না থাকে।

الْفَضِيْخَ فَأَمَرَ رَسُوْلُ ﷺ مُنَادِيًا يُنَادِيْ أَلاَ اِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ لِي اَبُوْ طَلْحَةَ اُخْرُجْ فَاَهْرِقْهَا فَخَرَجْتُ فَهَرَقْتُهَا فَجَرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ قَدْ قُتِلَ قَوْمٌ وَهِيَ فِي بُطُوْنِهِمْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا اَلاٰيَةَ ـ

২২৮৫. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি আবু তালহার বাড়িতে লোকদেরকে শরাব পান করাচ্ছিলাম। তখনকার যুগে লোকেরা 'ফাদীখ'[২] শরাব ব্যবহার করত। রসূলুল্লাহ (সঃ) এক ব্যক্তিকে ঘোষণা করার আদেশ দিলেন যে, সাবধান! মদ হারাম করা হয়েছে। তখন আবু তালহা আমাকে বললেন, বাইরে যাও এবং সব শরাব ঢেলে ফেল। আমি বাইরে গেলাম এবং সব শরাব ঢেলে ফেললাম। তিনি (আনাস) বলেন, সেদিন মদীনার অলি-গলিতে শরাবের প্লাবন বয়ে গিয়েছিল। তখন কেউ কেউ বলল, একদল লোককে হত্যা করা হয়েছে অথচ তাদের পেটে শরাব ছিল। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল, "যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে তারা ইতিপূর্বে যা কিছু পোনাহার করেছে, তার জন্য তাদের কোন পাপ হবে না।"

২৩-অনুচ্ছেদঃ বাড়ির আঙ্গিনা এবং সেখানে ও রাস্তায় বসা। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আবু বাকর (রাঃ) তাঁর বাড়ির আঙ্গিনায় মসজিদ নির্মাণ করলেন। সেখানে তিনি নামায পড়তে ও কুরআন পাঠ করতে লাগলেন। এতে মুশরিকদের স্ত্রীরা ও তাদের সন্তানরা তার নিকটে এসে ভিড় জমাতে লাগল। তারা আবু বাকরের অবস্থা দেখে বিস্ময় বোধ করত। ঐ সময় নবী (সঃ) মক্কায় ছিলেন।

٢٢٨٦- عَنْ اَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ فَقَالُوْا مَالَنَا بُدٌّ اِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيْهَا قَالَ فَاِذَا اَبَيْتُمْ اِلاَّ الْمَجَالِسَ فَاَعْطُوا الطَّرِيْقَ حَقَّهَا قَالُوْا وَمَا حَقُّ الطَّرِيْقِ قَالَ : غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الاَذٰى وَرَدُّ السَّلاَمِ وَاَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ ـ

২২৮৬. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, তোমরা রাস্তাঘাটে বসা ছেড়ে দাও। লোকেরা বলল, আমাদের আর কোন গত্যন্তর নেই। এটাই আমাদের বসার জায়গা। আমরা সেখানে পরস্পর আলাপ-আলোচনা করে থাকি। তিনি বললেন, যখন তোমরা না বসে পার না, তখন রাস্তার হক আদায় করবে। তারা বলল, রাস্তার হক কি? তিনি বললেন, দৃষ্টি অবনত রাখা, কষ্ট দেয়া হতে বিরত থাকা, সালামের জবাব দেয়া, ন্যায় কাজের আদেশ করা এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখা।

২. খেজুর থেকে নিংড়ানো এক জাতীয় উত্তম পানীয়- যা আগুনের স্পর্শ ছাড়াই তৈরী করা হয়।

২৪—অনুচ্ছেদঃ রাস্তায় কূপ খনন করা যদি তা (যাতায়াতকারীদের) কষ্টের কারণ না হয়।

٢٢٨٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ بَيْنَا رَجُلٌ بِطَرِيْقٍ اِشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيْهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَاِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَاْكُلُ الثَّرٰى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ : لَقَدْ بَلَغَ هٰذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِى كَانَ بَلَغَ مِنِّىْ فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلاَ خُفَّهُ مَاءً فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ فَغَفَرَلَهُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاِنَّ لَنَا فِى الْبَهَائِمِ لاَ جْرًا فَقَالَ فِى كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ اَجْرٌ -

২২৮৭. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ একদা এক ব্যক্তি পথ চলতে চলতে অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হলো। সে পথিমধ্যে একটা কূপ দেখতে পেয়ে তাতে নেমে পড়ল এবং পানি পান করল। তারপর সে (কূপ থেকে) উঠে এলে হঠাৎ তার নজরে পড়ল একটা কুকুর (জিহ্বা বের করে) হাঁপাচ্ছে আর পিপাসার দরুন ভিজে মাটি চেটে খাচ্ছে। লোকটি ভাবলো, এ কুকুরটার আমার মতই তৃষ্ণা পেয়েছে। তারপর সে কূপের মধ্যে নামল এবং নিজের চামড়ার মোজায় পানি ভর্তি করে এনে কুকুরটাকে পান করাল। আল্লাহ তার এ কাজ কবুল করলেন এবং তাকে ক্ষমা করলেন। এ ঘটনা শুনে লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রসূল! পশুদের ব্যাপারেও কি আমাদের জন্য প্রতিদান রয়েছে? তিনি বললেন, প্রতিটি সজীব প্রাণের (সেবার) মধ্যেই পূণ্য রয়েছে।

২৫—অনুচ্ছেদঃ রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা। হাম্মাম বলেন, আবু হুরাইরা (রাঃ) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা সাদকা স্বরূপ।

২৬—অনুচ্ছেদঃ দালানের ছাদে বা অন্যখানে উঁচু বা নীচু চিলেকোঠা বা ব্যালকনি নির্মাণ।

٢٢٨٨- عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ اَشْرَفَ النَّبِىُّ ﷺ اُطُمٍ مِنْ اُطَامِ الْمَدِيْنَةِ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَرَوْنَ مَااَرٰى مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلاَلَ بُيُوْتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ -

২২৮৮. উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী (সঃ) কোন উঁচু স্থান থেকে মদীনার সৌধমালার কোন এক সৌধের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, আমি যা দেখছি তোমরা কি তা দেখতে পাচ্ছ? (আমি দেখতে পাচ্ছি) তোমাদের ঘরগুলোতে বৃষ্টি বর্ষণের ন্যায় ফিৎনা (বিপদ) বর্ষিত হচ্ছে।

২২৮৯– عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمْ اَزَلْ حَرِيْصًا عَلٰى اَنْ اَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ الْمَرْاَتَيْنِ مِنْ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّتَيْنِ قَالَ اللّٰهُ لَهُمَا : اِنْ تَتُوْبَا اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا فَحَجَجْتُ مَعَهُ فَعَدَلَ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِالْاِدَاوَاةِ فَتَبَرَّزَ حَتّٰى جَاءَ فَسَكَبْتُ عَلٰى يَدَيْهِ مِنَ الْاِدَاوَاةِ فَتَوَضَّأَ فَقُلْتُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنِ الْمَرْاَتَانِ مِنْ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ اللَّتَانِ قَالَ لَهُمَا : اِنْ تَتُوْبَا اِلَى اللّٰهِ فَقَالَ وَاعْجَبِىْ لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ ثُمَّ اِسْتَقْبَلَ عُمَرُ الْحَدِيْثَ يَسُوْقُهُ فَقَالَ : اِنِّىْ كُنْتُ وَجَارٌلِّىْ مِنَ الْاَنْصَارِ فِىْ بَنِىْ اُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ وَهِىَ مِنْ عَوَالِى الْمَدِيْنَةِ وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُوْلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَاَنْزِلُ يَوْمًا فَاِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ مِنْ خَبَرِ ذٰلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْاَمْرِ وَغَيْرِهِ وَاِذَانَزَلَ فَعَلَ مِثْلَهُ وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّاقَدِمْنَا عَلَى الْاَنْصَارِ اِذَا هُمْ قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَاْخُذْنَ مِنْ اَدَبِ نِسَاءِ الْاَنْصَارِ فَصِحْتُ عَلٰى اِمْرَاَتِىْ فَرَاجَعَتْنِىْ فَاَنْكَرْتُ اَنْ تُرَاجِعَنِىْ فَقَالَتْ وَلَمْ تُنْكِرْ اَنْ اُرَاجِعَكَ فَوَ اللّٰهِ اِنَّ اَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ لَيُرَاجِعْنَهُ وَاِنَّ اِحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرُهُ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ فَاَفْزَعَنِىْ فَقُلْتُ خَابَتْ مَنْ فَعَلَ مِنْهُنَّ بِعَظِيْمٍ ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِىْ فَدَخَلْتُ عَلٰى حَفْصَةَ فَقُلْتُ اَىْ حَفْصَةَ اَتُغَاضِبُ اِحْدَا كُنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ فَقَالَتْ نَعَمْ فَقُلْتُ خَابَتْ وَخَسِرَتْ اَفَتَاْمَنُ اَنْ يَغْضَبَ اللّٰهُ لِغَضَبِ رَسُوْلِهِ فَتَهْلَكِيْنَ لَا تَسْتَكْثِرِىْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَا تُرَاجِعِيْهِ فِىْ شَىْءٍ وَلَا تَهْجُرِيْهِ وَاسْاَلِيْنِىْ مَابَدَالَكِ وَلَا يَغُرَّنَّكَ اَنْ كَانَتْ جَارَتُكَ هِىَ اَوْضَاَ مِنْكِ وَاَحَبَّ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُرِيْدُ عَائِشَةَ وَكُنَّا تَحَدَّثْنَا اَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ النِّعَالَ لِغَزْوِنَا فَنَزَلَ صَاحِبِىْ يَوْمَ نَوْبَتِهِ فَرَجَعَ عِشَاءً فَضَرَبَ بَابِى ضَرْبًا شَدِيْدًا وَ قَالَ اَنَائِمٌ هُوَ فَفَزِعْتُ فَخَرَجْتُ اِلَيْهِ وَقَالَ حَدَثَ اَمْرٌ عَظِيْمٌ قُلْتُ مَاهُوَ اَجَاءَتْ غَسَّانُ قَالَ لَا بَلْ اَعْظَمُ مِنْهُ وَاَطْوَلُ طَلَّقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نِسَاءَهُ قَالَ قَدْ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ كُنْتُ اَظُنُّ اَنَّ هٰذَا يُوْشِكُ اَنْ يَكُوْنَ فَجَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِى فَصَلَّيْتُ صَلَاةَ

اَلْفَجْرِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَدَخَلَ مَشْرُبَةً لَهُ فَاعْتَزَلَ فِيْهَا فَدَخَلْتُ عَلٰى حَفْصَةَ فَإِذَا هِيَ
تَبْكِيْ قُلْتُ مَا يُبْكِيْكِ اَوَلَمْ اَكُنْ حَذَّرْتُكِ اَطَلَّقَكُنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ لَا اَدْرِيْ هُوَ
ذَافِي الْمَشْرُبَةِ فَخَرَجْتُ فَجِئْتُ الْمِنْبَرَ فَاِذَا حَوْلَهُ رَهْطٌ يَبْكِيْ بَعْضُهُمْ فَجَلَسْتُ مَعَهُمْ
قَلِيْلاً ثُمَّ غَلَبَنِيْ مَا اَجِدُ فَجِئْتُ الْمَشْرُبَةَ الَّتِيْ هُوَ فِيْهَا فَقُلْتُ لِغُلَامٍ لَهُ
اَسْوَدَ اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ فَدَخَلَ فَكَلَّمَ النَّبِيَّ ﷺ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ
فَانْصَرَفْتُ حَتّٰى جَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِيْنَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ثُمَّ غَلَبَنِيْ مَا اَجِدُ فَجِئْتُ
فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَجَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِيْنَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ثُمَّ غَلَبَنِيْ مَا اَجِدُ فَجِئْتُ الْغُلَامَ
فَقُلْتُ اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَلَمَّا وَلَّيْتُ مُنْصَرِفًا فَاِذَا الْغُلَامُ يَدْعُوْنِيْ قَالَ اَذِنَ
لَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَاِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلٰى رِمَالِ حَصِيْرٍ لَيْسَ
بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ قَدْ اَثَّرَ الرِّمَالُ بِجَنْبِهِ مُتَّكِئٌ عَلٰى وِسَادَةٍ مِنْ اَدَمٍ حَشْوُهَا
لِيْفٌ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ قُلْتُ وَاَنَا قَائِمٌ طَلَّقْتَ نِسَاءَكَ فَرَفَعَ بَصَرَهُ اِلَيَّ فَقَالَ لَا ثُمَّ
قُلْتُ وَاَنَا قَائِمٌ اَسْتَأْنِسُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ رَاَيْتَنِيْ وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ
النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلٰى قَوْمٍ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ فَذَكَرَهُ فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قُلْتُ
لَوْ رَاَيْتَنِيْ وَدَخَلْتُ عَلٰى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَا يَغُرَّنَّكِ اَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ اَوْضَاَ مِنْكِ
وَاَحَبَّ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُرِيْدُ عَائِشَةَ فَتَبَسَّمَ اُخْرٰى فَجَلَسْتُ حِيْنَ رَاَيْتُهُ تَبَسَّمَ ثُمَّ
رَفَعْتُ بَصَرِيْ فِيْ بَيْتِهِ فَوَاللّٰهِ مَا رَاَيْتُ فِيْهِ شَيْئًا يَرُدُّ الْبَصَرَ غَيْرَ اَهَبَةٍ ثَلَاثَةٍ
فَقُلْتُ اُدْعُ اللّٰهَ فَلْيُوَسِّعْ عَلٰى اُمَّتِكَ فَاِنَّ فَارِسَ وَالرُّوْمَ وُسِّعَ عَلَيْهِمْ وَاُعْطُوا الدُّنْيَا
وَهُمْ لَا يَعْبُدُوْنَ اللّٰهَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ اَوْ فِيْ شَكٍّ اَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ اُولٰئِكَ
قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِسْتَغْفِرْ لِيْ فَاعْتَزَلَ
النَّبِيُّ ﷺ مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ الْحَدِيْثِ حِيْنَ اَفْشَتْهُ حَفْصَةُ اِلٰى عَائِشَةَ وَكَانَ قَدْ قَالَ
مَا اَنَا بِدَاخِلٍ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حِيْنَ عَاتَبَهُ اللّٰهُ فَلَمَّا
مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ دَخَلَ عَلٰى عَائِشَةَ فَبَدَاَبِهَا فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ اِنَّكَ اَقْسَمْتَ اَنْ

لا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهرًا وَانَا اَصْبَحْنَا لِتِسْعٍ وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً اَعُدُّهَا عِدًا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ وَكَانَ ذٰلِكَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَاُنْزِلَتْ اٰيَةُ التَّخْيِيْرِ فَبَدَأَبِىْ اَوَّلَ اِمْرَأَةٍ فَقَالَ اِنِّىْ ذَاكِرٌلَكِ اَمْرًا وَلاَ عَلَيْكِ اَنْ لاَ تَعْجَلِىْ حَتّٰى تَسْتَأْمِرِىْ اَبَوَيْكِ قَالَتْ قَدْ اَعْلَمُ اَنَّ اَبَوَىَّ لَمْ يَكُوْنَا يَأْمُرَانِىْ بِفِرَاقِكَ ثُمَّ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ قَالَ : يَا اَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لاَزْوَاجِكَ اِلٰى قَوْلِهٖ عَظِيْمًا قُلْتُ اَفِىْ هٰذَا اَسْتَأْمِرُ اَبَوَىَّ فَاِنِّىْ اُرِيْدُ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ ثُمَّ خَيَّرَ نِسَاءَهُ فَقُلْنَ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ ـ

২২৮৯. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সঃ)-এর পত্নীদের মধ্যে ঐ পত্নীদ্বয় সম্পর্কে উমরের নিকট জিজ্ঞেস করতে সর্বদা আগ্রহী ছিলাম যাঁদের সম্বন্ধে আল্লাহ বলেছেন, "যদি তোমরা দু'জনে তওবা কর তবে সেটাই হবে তোমাদের জন্য কল্যাণকর। কেননা তোমাদের অন্তর বাঁকা হয়ে গেছে।" একবার আমি তাঁর সাথে হজ্জে যাত্রা করলাম। (কিছু পথ চলার পর) তিনি রাস্তা থেকে সরে গেলেন। আমিও একটি পানির পাত্র নিয়ে তাঁর সাথে গেলাম। তিনি (একটু দূরে গিয়ে) প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে ফিরে এলেন। আমি পানির পাত্র থেকে তাঁর দু'হাতে পানি ঢাললাম। তিনি উযূ করলেন। তখন আমি (তাঁকে) জিজ্ঞেস করলাম, হে আমীরুল মুমিনীন! নবী (সঃ)-এর পত্নীদের মধ্যে ঐ পত্নীদ্বয় কারা ছিলেন যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন, "যদি তোমরা দু'জনে তওবা কর তবে সেটাই হবে তোমাদের জন্য কল্যাণকর"। তিনি বললেন, হে ইবনে আব্বাস! তোমার জন্য অবাক লাগে (তুমি বুঝি এটা জান না)। এই দু'জন হলো আয়েশা ও হাফসা (রা)। অতঃপর উমর (রাঃ) পুরো ঘটনা বলতে শুরু করলেন। তিনি বললেন, আমি ও আমার এক প্রতিবেশী আনসার মদীনার অদূরে বনু উমাইয়া ইবনে যায়েদের মহল্লায় বসবাস করতাম। আমরা দু'জন পালাক্রমে নবী (সঃ)-এর নিকট আসতাম। একদিন তিনি যেতেন আর একদিন আমি যেতাম। আমি যখন যেতাম সেদিনকার অবস্থা তথা ওহী ইত্যাদি বিষয়ক খবরাখবর তাকে এসে বলতাম। আর তিনি যখন যেতেন তখন তিনিও তাই করতেন। আর আমরা কুরাইশ গোত্রের লোকেরা (সব সময়) নারীদের ওপর কর্তৃত্ব করতাম। কিন্তু যখন আমরা (মদীনায়) আনসারদের নিকট আসলাম তখন দেখলাম তাদের নারীরা তাদের ওপর কর্তৃত্ব করছে। ধীরে ধীরে আমাদের নারীরাও আনসারী নারীদের রীতিনীতি রপ্ত করতে লাগল। একদিন আমি আমার স্ত্রীকে জোর করে একটা কথা বললে সে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিউত্তর করতে থাকলো। তাঁরপর আমি জামা-কাপড় গায়ে জড়িয়ে হাফসার নিকট গেলাম এবং বললাম, হে হাফসা! তোমাদের কেউ নাকি রাত পর্যন্ত পুরো দিন রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে অসন্তুষ্ট রাখে? সে বলল, হাঁ। আমি বললাম, তবে তো সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তোমাদের কি ভয় হয় না যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) অসন্তুষ্ট হবেন এবং (এর ফলে) তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। সাবধান! রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর

সাথে বেশি কথা বলো না এবং তাঁর কোন কথার প্রতিউত্তর করো না এবং (কিছু সময়ের জন্যও) তাঁর থেকে আলাদা হয়ো না। তোমার কোন কথা বলার থাকলে আমাকে বল। তোমার নিকটপ্রতিবেশিনী তোমার চাইতে অধিক রুপসী এবং রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অধিক প্রিয়। এ বিষয়টি যেন তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে।

ঐ সময় আমাদের মধ্যে একটা জোর গুজব চলছিল যে, গাসসানের অধিবাসীরা আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ঘোড়াগুলোকে প্রস্তুত করছে। আমার সাথীটি তার পালার দিন নবী (সঃ)-এর নিকট গেলেন এবং রাতের বেলা ফিরে এসে আমার দরজায় খুব জোরে করাঘাত করলেন এবং বললেন, তিনি (উমর) কি ঘুমিয়েছেন? আমি অস্থির চিত্তে বেরিয়ে এলাম। তিনি বললেন, বিরাট ব্যাপার ঘটে গেছে। আমি বললাম, সেটা কি? গাস্সানের লোকেরা কি এসে পড়েছে? তিনি বললেন' না, বরং তার চাইতেও জটিল ব্যাপার। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর পত্নীদের তালাক দিয়েছেন। তিনি (উমর) বললেন, তাহলে তো হাফসার সর্বনাশ হয়েছে এবং সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমি (আগে থেকেই) ধারণা করছিলাম যে, এ ধরনের একটা কিছু ঘটে যাবে। তারপর (রাত ঘনিয়ে এলে) আমি জামা-কাপড় পরিধান করে বেরিয়ে পড়লাম এবং রসূলুল্লাহ (সঃ)- এর সাথে ফজরের নামায আদায় করলাম। নামায শেষে তিনি তাঁর কক্ষে প্রবেশ করে নির্জনে বসে থাকলেন। তখন আমি হাফসার কাছে গিয়ে দেখি সে কাঁদছে। আমি বললাম, (এখন) কাঁদছ কেন? আমি কি তোমাকে আগে থেকে সতর্ক করিনি? রসূলুল্লাহ (সঃ) কি তোমাদের তালাক দিয়েছেন? সে বলল, আমি জানি না। তিনি এখন তাঁর কক্ষে রয়েছেন। আমি (হাফসার কাছ থেকে) বেরিয়ে মিম্বারের কাছে আসলাম। দেখি যে, তাঁর (মিম্বারের) চারপাশ জুড়ে লোকেরা বসে আছে এবং কেউ কাঁদছে। আমি তাদের সাথে কিছুক্ষণ বসলাম। তারপর আমার কি যেন খেয়াল চাপল। আমি সে কক্ষের নিকটে আসলাম যেখানে রসূলুল্লাহ (সঃ) অবস্থান করছিলেন এবং তাঁর একটা কালো গোলামকে বললাম, উমরের জন্য (প্রবেশের) অনুমতি নাও। সে ঢুকে নবী (সঃ)-এর সাথে আলাপ করল। তারপর বেরিয়ে এসে বলল, আমি আপনার কথা তাঁকে বলেছি। কিন্তু তিনি চুপ থাকলেন (কিছুই বললেন না)। আমি ফিরে আসলাম এবং মিম্বারের পার্শ্বস্থ লোকগুলোর কাছে গিয়ে (আবার) বসে পড়লাম। কিছুক্ষণ পর আমার (আবার) খেয়াল চাপল। আমি এসে গোলামটাকে বললাম। সে [রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছ থেকে এসে) একই জবাব দিল। আমি (আবার) মিম্বারের নিকটস্থ লোকদের সাথে গিয়ে বসলাম। তারপর (পুনরায়) আমার খেয়াল আমাকে বাধ্য করল। আমি গোলামটাকে এসে বললাম, উমরের জন্য (প্রবেশের) অনুমতি নাও। এবারও সে একই জবাব দিল। তারপর আমি যখন (বাড়ির দিকে) ফিরে চললাম তখন হঠাৎ গোলামটি আমাকে ডেকে বলল, রসূলুল্লাহ (সঃ) আপনাকে অনুমতি দিয়েছেন। আমি তাঁর কাছে প্রবেশ করলাম। দেখলাম তিনি খেজুরের ছোবড়া ভর্তি একটা চামড়ার বালিশে হেলান দিয়ে চাটাইয়ের ওপর শুয়ে আছেন। তাঁর শরীর ও চাটাইয়ের মাঝে কোন বিছানা অর্থাৎ চাদর বা তোষক পাতা ছিল না। ফলে তাঁর পার্শ্বদেশে চাটাইয়ের দাগ পড়ে গিয়েছিল। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তারপর বললাম, আপনি কি আপনার পত্নীদেরকে তালাক দিয়েছেন? তিনি আমার দিকে চোখ তুলে তাকালেন এবং বললেন, 'না'। তারপর

আমি পরিবেশটাকে অন্তরঙ্গ করার জন্য দাঁড়িয়ে থেকেই বললাম, হে আল্লাহর রসূল! দেখুন আমরা কুরাইশ গোত্রের লোকেরা (সব সময়) নারীদের ওপর কর্তৃত্ব করতাম। তারপর আমরা এমন একটা কওমের নিকট এলাম যাদের ওপর তাদের নারীরা কর্তৃত্ব করছে। অতঃপর সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলে নবী (সঃ) মুচকি হাসলেন। তারপর আমি বললাম, আপনি হয়ত লক্ষ্য করেছেন যে, আমি হাফসার ঘরে গিয়েছি। আমি তাকে বলেছি, "তুমি একথা ভুলে যেও না যে, তোমার প্রতিবেশিনী (সতীন) তোমার চাইতে অধিক রূপসী এবং নবী (সঃ)-এর অধিকতর প্রিয়।" একথা দ্বারা তিনি আয়েশার দিকে ইংগিত করেছেন। (আমার কথা শুনে) তিনি আবার মুচকি হাসলেন। তাঁকে মুচকি হাসতে দেখে অমি বসে পড়লাম। তারপর আমি তাঁর ঘরের ভিতরে (এদিক সেদিক) দৃষ্টিপাত করলাম। কিন্তু আল্লার কসম! তিনটা কাঁচা চামড়া ভিন্ন আর কিছুই আমার নজরে পড়ল না। আমি আরয করলাম, আল্লাহর নিকট দোআ করুন, তিনি যেন আপনার উম্মতকে (আর্থিক) স্বচ্ছলতা দান করেন। কেননা পারস্য ও রোমের অধিবাসীদেরকে স্বচ্ছলতা দান করা হয়েছে এবং তাদেরকে অনেক প্রাচুর্য দেয়া হয়েছে। অথচ তারা আল্লাহ্র ইবাদত করে না। তিনি (সঃ) তখন হেলান দিয়েছিলেন। তিনি বললেনঃ হে ইবনে খাত্তাব! তোমার কি এতে সন্দেহ রয়েছে যে, তারা এমন এক জাতি যাদেরকে তাদের পুণ্যের প্রতিদান ইহকালেই দিয়ে দেয়া হয়েছে (পরকালে তাদের জন্যে আর কিছু নেই)। আমি বললাম, আল্লাহর রসূল! আমার জন্যে ক্ষমার দোআ করুন। হাফসা আয়েশার নিকট এ ধরনের কথাবার্তা বলার কারণেই নবী (সঃ) (পত্নীদের থেকে) আলাদা হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আমি এক মাস তাদের নিকট যাব না। কেননা (দুনিয়াবী প্রাচুর্যের কথা বলার কারণে) তাদের উপর তাঁর ভারী রাগ হয়েছিল। অবশেষে আল্লাহ তাঁকে মৃদু ভর্ৎসনা করলেন। উনত্রিশ দিন কেটে গেলে তিনি সর্বপ্রথম আয়েশার নিকট গেলেন। আয়েশা (রাঃ) তাঁকে বললেন, আপনি কসম করেছেন এক মাস আমাদের নিকট আসবেন না। আর এ পর্যন্ত আমরা উনত্রিশ রাত অতিবাহিত করেছি যা আমি ঠিক ঠিক গুণে রেখেছি। নবী (সঃ) বললেন, মাস উনত্রিশ দিনেও হয়। আর (মূলতঃ) ঐ মাসটা উনত্রিশ দিনেরই ছিল।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, যখন ইখ্তিয়ার সূচক আয়াত (যাতে নবী পত্নীদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল অথবা দুনিয়ার ভোগ-বিলাস এ দু'য়ের যে কোন একটাকে গ্রহণ করার ইখ্তিয়ার দেয়া হয়েছিল) অবতীর্ণ হল তখন সর্বপ্রথম তিনি আমার নিকট আসলেন এবং বললেন, আমি তোমাকে একটা কথা বলতে চাচ্ছি। তবে তোমার বাবা-মার সাথে পরামর্শ না করে তড়িঘড়ি তার জবাব দেয়া তোমার জন্য জরুরী নয়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, তিনি (সঃ) একথা জানতেন যে, আমার বাবা-মা তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরামর্শ আমাকে কখনো দেবেন না। তারপর তিনি (সঃ) বললেন, আল্লাহ বলেন, "হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদের বলুন, যদি তোমরা পার্থিব জীবনের ভোগ-বিলাস কামনা কর তবে আমি তোমাদেরকে (পার্থিব) সামগ্রী দেব এবং তোমাদেরকে খুব ভালভাবে বিদায় করব। আর যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূল এবং পারলৌকিক সুখ ভোগ করতে চাও তবে (জেনে নাও) তোমাদের মধ্যে পুণ্যবতীদের জন্য আল্লাহ বিরাট প্রতিদান প্রস্তুত

করে রেখেছেন।' (এ আয়াত শোনার পর) আমি বললাম, এ ব্যাপারে আমি আমার বাবা-মার কাছ থেকে কিসের পরামর্শ নেব। আমি তো আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সন্তুষ্টি এবং পরকালীন (সুখের) ঘর জান্নাত পেতে চাই। তারপর তিনি তাঁর অপর পত্নীদেরকেও ইখ্‌তিয়ার দিলেন এবং প্রত্যেকেই সেই জবাব দিলেন যা আয়েশা (রাঃ) দিয়েছিলেন।

٢٢٩٠- عَنْ اَنَسٍ قَالَ اٰلٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا وَكَانَتْ اِنْفَكَّتْ قَدَمُهُ فَجَلَسَ فِى عُلِّيَّةٍ لَهُ فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ اَطَلَّقْتَ نِسَائَكَ قَالَ لاَ وَلٰكِنِّى اٰلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا فَمَكَثَ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ ثُمَّ نَزَلَ فَدَخَلَ عَلٰى نِسَائِهِ -

২২৯০. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) একমাস তাঁর পত্নীদের নিকট যাবেন না বলে কসম করেন। ঐ সময়ে তাঁর পায়ের গ্রন্থি মচ্‌কে গিয়েছিল। তাই তিনি তাঁর একটি কুঠরিতে বসে গেলেন। (একদিন) উমর (রাঃ) এলেন এবং (তাঁকে) জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি আপনার পত্নীদেরকে তালাক দিয়েছেন? তিনি বললেন, না, তবে আমি একমাস তাদের কাছে যাব না বলে কসম করেছি। তারপর তিনি উনত্রিশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর (ঐ কুঠরি থেকে) অবতরণ করেন এবং নিজ পত্নীদের কাছে যান।

২৭-অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি নিজের উট মসজিদের দরজায় বিছানো পাথরের সাথে কিংবা মসজিদের দরজার সাথে বেঁধে রাখে।

٢٢٩١- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ دَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ اَلْمَسْجِدَ فَدَخَلْتُ اِلَيْهِ وَعَقَلْتُ الْجَمَلَ فِى نَاحِيَةِ الْبَلاَطِ فَقُلْتُ هٰذَا جَمَلُكَ فَخَرَجَ فَجَعَلَ يُطِيْفُ بِالْجَمَلِ قَالَ الثَّمَنُ وَالْجَمَلُ لَكَ -

২২৯১. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) মসজিদে প্রবেশ করলেন। আমি উটটাকে মসজিদের দরজায় বিছানো পাথরের এক কোণে বেঁধে রেখে তাঁর নিকট গেলাম এবং বললাম, এই যে আপনার উট। তিনি বেরিয়ে এলেন এবং উটের কাছে এসে ঘুরেফিরে দেখলেন। তারপর বললেন, উট ও উটের মূল্য দু'টোই তোমার।[৪]

২৮-অনুচ্ছেদঃ লোকদের আবর্জনা ফেলার স্থানে দাঁড়ান ও পেশাব করা।

٢٢٩٢- عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ لَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَوْ قَالَ لَقَدْ اَتَى النَّبِىُّ ﷺ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا -

৪. এ হাদীসটি একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশবিশেষ। বিস্তারিত বর্ণনা কিতাবুল বুয়ূতে (ক্রয় বিক্রয় অধ্যায়) দ্রষ্টব্য।

২২৯২. হুযাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দেখেছি অথবা তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) (একদা) লোকদের আবর্জনা ফেলার স্থানে গেলেন এবং সেখানে দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন। ৫

২৯–অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি ডালপালা এবং কষ্টদায়ক বস্তু রাস্তা থেকে তুলে দূরে নিক্ষেপ করে।

٢٢٩٣– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِىْ بِطَرِيْقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ فَاَخَذَهُ فَشَكَرَاللّٰهُ لَهُ فَغَفَرَلَهُ ـ

২২৯৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, একদা এক ব্যক্তি পথ চলছিল। (এক জায়গায় গিয়ে) সে দেখতে পেল কাটাযুক্ত একটা ডাল রাস্তায় পড়ে আছে। সে ডালটা রাস্তা থেকে সরিয়ে ফেলল। আল্লাহ তার কাজের মর্যাদা দিলেন এবং তাকে ক্ষমা করলেন।

৩০–অনুচ্ছেদ ঃ যদি এজমালি পতিত জমিতে রাস্তার ব্যাপারে লোকদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয় এবং কোন শরীক সেখানে বাড়ী নির্মাণ করতে চায় তবে রাস্তার জন্য তা থেকে সাত হাত (জমি) রেখে দিতে হবে।

٢٢٩٤– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَضَى النَّبِىُّ ﷺ اِذَا تَشَاجَرُوْا فِى الطَّرِيْقِ بِسَبْعَةِ اَذْرُعٍ ـ

২২৯৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা (এজমালী জমিতে) রাস্তার ব্যাপারে পরস্পর বিবাদ করলে নবী (সঃ) (রাস্তার জন্য) সাত হাত জায়গা ছেড়ে দেয়ার বিধান জারী করেন।

৩১–অনুচ্ছেদঃ মালিকের অনুমতি ছাড়া লুটপাট করা। উবাদা (রা) বলেন, আমরা নবী (সঃ)–এর নিকট এ মর্মে বাইআত করেছি যে, আমরা লুটতরাজ করব না।

٢٢٩٥–عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ الْاَنْصَارِىِّ وَهُوَ جَدُّهُ اَبُوْاُمِّهِ قَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنِ النُّهْبٰى وَالْمُثْلَةِ ـ

২২৯৫. আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) লুটতরাজ করতে এবং জীবকে বিকলাঙ্গ করতে নিষেধ করেছেন।

৫. দাঁড়িয়ে পেশাব করা নিষেধ। নবী (সঃ) কোন ওজর বশতঃ অর্থাৎ শারীরিক অসুস্থতা কিংবা আবর্জনার দরুন বসার অসুবিধা হেতু দাঁড়িয়ে পেশাব করেছিলেন। সুতরাং ওজর থাকলে দাঁড়িয়ে পেশাব করা যায়।

٢٢٩٦- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَزْنِي الزَّانِيْ حِيْنَ يَزْنِيْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ اِلَيْهِ فِيْهَا اَبْصَارَهُمْ حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

২২৯৬. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেনঃ কোন (পূর্ণাঙ্গ) মুমিন ব্যভিচারী হতে পারে না। কোন মদ্যপায়ী (পূর্ণাঙ্গ) মুমিন থেকে মদ পান করতে পারে না। কোন চোর (পূর্ণাঙ্গ) মুমিন থেকে চুরি করতে পারে না, কোন লুটেরা ডাকাত (পূর্ণাঙ্গ) মুমিন থেকে লুটতরাজ করতে পারে না, যখন লোকজন তার প্রতি তাকিয়ে তার লুটের দৃশ্য অবলোকন করছে।

সাঈদ (ইবনে মুসাইয়াব) ও আবু সালামা, আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে সূত্র পরম্পরায় (এ সনদেও) নবী (সঃ) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ আল-ফিরাবরী বলেন, আবু জাফরের এক চিঠিতে আমি দেখেছি, আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) বলেছেন যে, ইবনে আব্বাস (রা) এ হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, (যে মুমিন এধরনের গর্হিত কাজে লিপ্ত হয়) তার ঈমানের নূর ছিনিয়ে নেয়া হয়।

৩২-অনুচ্ছেদঃ ক্রুশ ভেঙে ফেলা ও শূকর হত্যা করা।

٢٢٩٧- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَنْزِلَ فِيْكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيْرَ وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ وَيَفِيْضَ الْمَالُ حَتّٰى لاَ يَقْبَلَهُ اَحَدٌ.

২২৯৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, ইবনে মরিয়ম [ঈসা (আঃ)] তোমাদের মাঝে ন্যায়বিচারক হয়ে যে পর্যন্ত না আসবেন সে পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। তিনি (এসে) ক্রুশ চূর্ণ করবেন, শূকর হত্যা করবেন এবং জিযিয়া কর তুলে দেবেন। তখন ধন-সম্পদের এতটা প্রাচুর্য হবে যে, কেউ তা গ্রহণ করবে না।

৩৩-অনুচ্ছেদঃ শরাবের মটকা (মৃৎপাত্র) ভেঙ্গে ফেলা কিংবা মশক ছিদ্র করা যায় কি? যদি কেউ নিজের লাঠি দ্বারা মূর্তি কিংবা ক্রুশ কিংবা তানপুরা অথবা কোন অপ্রয়োজনীয় বস্তু ভেঙ্গে ফেলে (তবে তার হুকুম কি)? কাজী শুরাইহ-এর কাছে একটা তানপুরা ভেঙ্গে ফেলার জন্যে মামলা দায়ের করা হলে তিনি তার জন্য কোন জরিমানার আদেশ দেননি।

٢٢٩٨- عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَاٰى نِيْرَانًا تُوْقَدُ يَوْمَ خَيْبَرَقَالَ عَلٰى مَاتُوْقَدُ هٰذِهِ النِّيْرَانُ قَالُوْا عَلَى الْحُمُرِ الْاِنْسِيَّةِ قَالَ اَكْسِرُوْهَا وَاَهْرِقُوْهَا قَالُوْا اَلاَ نُهَرِيْقُهَا وَنَغْسِلُهَا قَالَ اَغْسِلُوْا.

২২৯৮. সালামা ইবনুল আকওয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) খায়বার যুদ্ধের দিবসে (এক জায়গায়) আগুন জ্বলতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এ আগুন কিসের ওপর জ্বালানো হচ্ছে? লোকেরা বলল, গৃহপালিত গাধার ওপর (অর্থাৎ গৃহপালিত গাধার গোশত রান্না করা হচ্ছে)। তিনি বললেন, হাঁড়িটা ভেঙ্গে ফেল এবং গোশত ফেলে দাও। লোকেরা বলল, আমরা গোশত ফেলে দিয়ে হাঁড়িটা ধুয়ে নিলে চলে না? তিনি বললেন, ধুয়ে নাও।

٢٢٩٩– عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ مَكَّةَ وَحَوْلَ الْكَعْبَةِ ثَلاَثُمِائَةٍ وَسِتُّوْنَ نُصُبًا فَجَعَلَ يَطْعَنُهَا بِعُوْدٍ فِىْ يَدِهِ وَجَعَلَ يَقُوْلُ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اَلْاٰيَةَ ـ

২২৯৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) যখন (বিজয়ীর বেশে) মক্কায় প্রবেশ করেন তখন কা'বা ঘরের চারপাশে তিনশ' ষাটটি মূর্তি স্থাপিত ছিল। তিনি নিজের হাতের লাঠি দিয়ে ঐ মূর্তিগুলোকে আঘাত করতে থাকলেন আর বলতে লাগলেন, "সত্য সমাগত, অসত্য বিতাড়িত, অসত্যের পতন অবশ্যম্ভাবী"।

٢٣٠٠– عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا كَانَت اتَّخَذَت عَلَى سَهْوَةٍ تَمَاثِيلُ فَهَتَكَهُ النَّبِىُّ ﷺ فَاتَّخَذَت مِنهُ نَمرُ قَتَينِ فَكَانَتَا فِى البَيتِ يَجلِسُ عَلَيهِمَا –

২৩০০. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর কক্ষের জানালায় একটা পর্দা ঝুলিয়েছিলেন–যাতে প্রাণীর ছবি ছিল। নবী (সঃ) পর্দাটা ছিঁড়ে (দ্বিখণ্ডিত করে) ফেললেন। পরে আয়েশা (রাঃ) তা দিয়ে দু'খানা বসার গদ্দি তৈরী করেন। ঐ গদ্দি দু'খানা ঘরেই থাকত। নবী (সঃ) তার ওপর বসতেন।

৩৪–অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি তার মালের হিফাযতের জন্য নিহত হয়।

٢٣٠١– عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ ـ

২৩০১. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)–কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ।

৩৫–অনুচ্ছেদঃ যদি কেউ অন্য কারো পিয়ালা বা কোন জিনিস ভেংগে ফেলে।

٢٣٠٢– عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ فَاَرْسَلَتْ اِحْدٰى اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ مَعَ خَادِمٍ بِقَصعَةٍ فِيْهَا طَعَامٌ فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا فَكَسَرَتِ الْقَصْعَةَ فَضَمَّهَا

وَجعَلَ فِيْهَا الطَّعَامَ وَقَالَ كُلُوْا وَحَبَسَ الرَّسُوْلَ وَالْقَصْعَةَ حَتّٰى فَرَغُوْا فَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيْحَةَ وَحَبَسَ الْمَكْسُوْرَةَ۔

২৩০২. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। একদা নবী (সঃ) তাঁর কোন এক বিবির [আয়েশা (রাঃ)] নিকট ছিলেন। অন্য এক উম্মুল মুমিনীন (সাফিয়া বা উম্মে সালামা) নিজ দাসীর মারফত একটি কাচের পাত্রে খাবার পাঠালে ঐ বিবি [আয়েশা (রাঃ)] হাতের আঘাতে পাত্রটা ভেঙ্গে ফেলেন। তখন নবী (সঃ) তা (ভাঙ্গা পাত্রের টুকরা) জোড়া লাগিয়ে তাতে খাবার রাখলেন এবং (সাহাবীদের) বললেন, তোমরা খাও। যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা খাওয়া শেষ না করলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি (সঃ) পাত্রটা ও প্রেরিত লোকটাকে আটকে রাখলেন। তারপর তিনি ভাঙ্গা পাত্রটা রেখে (তার পরিবর্তে) একটা ভাল পাত্র ফেরত দিলেন।

৩৬–অনুচ্ছেদঃ যদি কোন ব্যক্তি কারো দেয়াল ফেলে দেয় তবে অনুরূপ দেয়াল নির্মাণ করে দিতে হবে।

٢٣٠٣– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَانَ رَجُلٌ فِى بَنِى اِسْرَائِيْلَ يُقَالُ لَهُ جُرَيْجٌ يُصَلِّىْ فَجَاءَتْهُ اُمُّهُ فَدَعَتْهُ فَاَبٰى اَن يُجِيْبَهَا فَقَالَ اُجِيْبُهَا اَوْ اُصَلِّىْ ثُمَّ اَتَتْهُ فَقَالَتْ اَللّٰهُمَّ لاَ تُمِتْهُ حَتّٰى تُرِيَهُ الْمُوْمِسَاتِ وَكَانَ جُرَيْجٌ فِىْ صَوْمَعَتِهِ فَقَالَتْ اِمْرَاَةٌ لَاَفْتِنَنَّ جُرَيجًا فَتَعَرَّضَتْ لَهُ فَكَلَّمَتْهُ فَاَبٰى فَاَتَتْ رَاعِيًا فَاَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوَلَدَتْ غُلاَمًا فَقَالَتْ هُوَ مِن جُرَيْجٍ فَاَتَوْهُ وَكَسَرُوْا صَوْمَعَتَهُ فَاَنْزَلُوْهُ وَسَبُّوْهُ فَتَوَضَّاَ وَصَلّٰى ثُمَّ اَتَى الْغُلاَمَ فَقَالَ مَنْ اَبُوْكَ يَا غُلاَمُ قَالَ الرَّاعِىْ قَالُوْا نَبْنِىْ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ لاَ اِلاَّ مِنْ طِيْنٍ ـ

২৩০৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, বনী ইসরাঈলের মধ্যে জুরাইজ নামক একজন (সাধু) লোক ছিলেন। একদিন তিনি নামায পড়ছিলেন। এমন সময় তাঁর মা তাঁকে ডাকলেন। কিন্তু তিনি তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন না। তিনি (মনে মনে) বললেন, নামায পড়ব নাকি তাঁর জবাব দেব। তারপর (ছেলের সাড়া না পেয়ে) মা তার নিকট এলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! তাকে মৃত্যু দিও না যে পর্যন্ত না তুমি তাকে কোন বেশ্যার মুখ দেখাও। (একদিনের ঘটনা) জুরাইজ তখন তাঁর ইবাদত–গৃহে ছিলেন। একটা স্ত্রীলোক (মনে মনে) বলল, আমি জুরাইজকে ফাঁসিয়ে ছাড়ব। তখন সে তাঁর নিকট গেল এবং তাঁর সাথে কথাবার্তা বলল (প্রেম নিবেদন করল), কিন্তু তিনি অস্বীকৃতি জানালেন। তারপর সে (স্ত্রীলোকটি) এক রাখালের নিকট গেল এবং স্বেচ্ছায় নিজেকে তার হাতে সঁপে দিল। কিছু দিন পর সে একটা ছেলে সন্তান প্রসব করল। সে বলে

বেড়াতে লাগল যে, এ ছেলে জুরাইজের। একথা শুনে লোকেরা তাঁর (জুরাইজের) নিকট এলো এবং তাঁর ইবাদত-গৃহ ভেঙ্গে তাঁকে বের করে আনল এবং গালিগালাজ করল। তিনি (কিছু না বলে) উযু করলেন এবং নামায পড়লেন। তারপর (শিশু) ছেলেটির কাছে গিয়ে বললেন, "হে ছেলে! তোমার পিতা কে?" সে উত্তর করল, রাখাল। তখন লোকেরা (আসল ঘটনা বুঝতে পারল এবং জুরাইজকে) বলল, আমরা তোমার ইবাদত-গৃহটি সোনা দিয়ে তৈরী করে দেব। জুরাইজ বললেন, না (তার দরকার নেই) মাটি দিয়েই তৈরী করে দাও (যেমনটা পূর্বে ছিল)।

অধ্যায়—২৩

كتاب الشركة

(অংশীদারিত্ব)

১—অনুচ্ছেদঃ খাদ্য, পাথেয় এবং দ্রব্যসামগ্রীতে অংশগ্রহণ। মাপ ও ওজনের বস্তু কিভাবে বিতরণ করা হবে? অনুমানের ভিত্তিতে, না কি মুট ভরে? যেহেতু মুসলমানরা সফরের সামগ্রীতে এটা কোন আপত্তিকর বা দোষের মনে করে না যে, কোন জিনিস এ খাবে, কোন জিনিস সে খাবে (অর্থাৎ যার যেটা ইচ্ছা সে তা খাবে, এতে দোষের কিছু নেই। তেমনিভাবে সোনা—রূপা অনুমানের ভিত্তিতে বন্টন ও এক সংগে জোড়া জোড়া খেজুর খাওয়া।

٢٣٠٤– عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْثًا قِبَلَ السَّاحِلِ فَاَمَّرَ عَلَيْهِمْ اَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَهُمْ ثَلَاثُمِائَةٍ وَاَنَا فِيْهِمْ فَخَرَجْنَا حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ فَنِيَ الزَّادُ فَاَمَرَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بِاَزْوَادِ ذٰلِكَ الْجَيْشِ فَجُمِعَ ذٰلِكَ كُلُّهُ فَكَانَ مِزْوَدَىْ تَمْرٍ فَكَانَ يُقَوِّتُنَا كُلَّ يَوْمٍ قَلِيْلاً قَلِيْلاً حَتّٰى فَنِيَ فَلَمْ يَكُنْ يُصِيْبُنَا اِلاَّ تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ فَقُلْتُ وَمَا تُغْنِي تَمْرَةٌ فَقَالَ لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِيْنَ فَنِيَتْ قَالَ ثُمَّ انْتَهَيْنَا اِلَى الْبَحْرِ فَاِذَا حُوْتٌ مِثْلُ الظَّرِبِ فَاَكَلَ مِنْهُ ذٰلِكَ الْجَيْشُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ثُمَّ اَمَرَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بِضِلَعَيْنِ مِنْ اَضْلَاعِهِ فَنُصِبَا ثُمَّ اَمَرَ بِرَاحِلَةٍ فَرُحِلَتْ ثُمَّ مَرَّتْ تَحْتَهُمَا فَلَمْ تُصِبْهُمَا ـ

২৩০৪. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) (অষ্টম হিজরীতে) সমুদ্র –তীর অভিমুখে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন এবং আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রা)–কে তাদের নেতা (সেনাপতি) নিযুক্ত করলেন। ঐ বাহিনীতে তিন'শ লোক ছিলেন। আমিও তাদের মধ্যে ছিলাম। আমরা যাত্রা করলাম। কিন্তু মাঝপথেই আমাদের খাদ্যসামগ্রী নিঃশেষ হয়ে গেল। (সেনাপতি) আবু উবাইদা (রাঃ) বাহিনীরি সব লোকের নিজ নিজ খাদ্যসামগ্রী এক জায়গায় জমা করতে আদেশ জারী করলেন। সুতরাং সব খাদ্যসামগ্রী জমা করা হল। এতে মোট দু'থলে খেজুর পাওয়া গেল। তিনি (আবু উবাইদা) প্রতিদিন আমাদেরকে (ঐ খেজুর থেকে) কিছু কিছু করে খেতে দিতেন। ক্রমশঃ তাও নিঃশেষ হয়ে আসল এবং জনপ্রতি একটা করে খেজুর ভাগে পড়তে লাগল। (অধস্তন রাবী

ওহাব ইবনে কাইসান বলেন,) আমি (জাবিরকে) বললাম, একটা করে খেজুরে কি হতো? তিনি বলবেনঃ তারও কদর বুঝলাম তখন যখন তা নিঃশেষ হয়ে গেল। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর (সব খেজুর শেষ হয়ে গেলে) আমরা সমুদ্রের দিকে গেলাম। হঠাৎ ছোট পাহাড়ের ন্যায় একটা (বিরাট) মাছ আমাদের নজরে পড়ল এবং ঐ বাহিনী আঠার দিন পর্যন্ত মাছটা খেল। তারপর আবু উবাইদার আদেশে ঐ মাছের পাঁজরের দু'টো হাড় দাঁড় করানো হল। তারপর তিনি (উটের পিঠে) হাওদা লাগাতে বললেন। হাওদা লাগানো হল। অতঃপর উট তার নীচ দিয়ে চলে গেল কিন্তু (পাঁজরের হাড় দু'টো এতে উঁচু ছিল যে) উটের দেহ তা স্পর্শই করল না।

٢٣٠٥- عَنْ سَلَمَةَ قَالَ خَفَّتْ اَزْوَادُ الْقَوْمِ وَاَمْلَقُوْا فَاَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فِىْ نَحْرِ ابِلِهِمْ فَاَذِنَ لَهُمْ فَلَقِيَهُمْ عُمَرُ فَاَخْبَرُوْهُ فَقَالَ مَابَقَاؤُكُمْ بَعْدَ اِبِلِكُم ، فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا بَقَاؤُهُمْ بَعْدَ اِبِلِهِمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَادِ فِى النَّاسِ فَيَاْتُوْنَ بِفَضْلِ اَزْوَادِهِمْ فَبُسِطَ لِذٰلِكَ نِطَعٌ وَجَعَلُوْهُ عَلَى النِّطَعِ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَدَعَا وَبَرَّكَ عَلَيْهِ ثُمَّ دَعَا بِاَوْعِيَتِهِمْ فَاحْتَثَى النَّاسُ حَتّٰى فَرَغُوا ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

২৩০৫. সালামা ইবনুল আকওয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক সফরে লোকদের পাথেয় কমে গিয়েছিল এবং তারা নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল। তারা নবী (সঃ)-এর নিকট তাদের উট যবাই করার (অনুমতি নেয়ার) জন্য আসলেন। তিনি তাদেরকে অনুমতি দিলেন। তারপর তাদের সাথে উমর (রাঃ)-এর সাক্ষাত হলে তারা তাঁকে এ খবর দিলেন। তিনি বললেন, উট নিঃশেষ হওয়ার পর তোমাদের বাঁচার কি উপায় থাকবে? তারপর তিনি (উমর) নবী (সঃ)-এর নিকট গেলেন এবং বললেন, "হে আল্লাহর রসূল! উট নিঃশেষ হওয়ার পর তাদের বাঁচার কি উপায় হবে?" তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, লোকদের মধ্যে ঘোষণা কর যেন তারা অবশিষ্ট সম্বল (আমার কাছে) নিয়ে আসে। এর জন্য একটা চামড়া বিছিয়ে দেয়া হল। তারা সেই চামড়ার ওপর তা রাখতে লাগল। রসূলুল্লাহ (সঃ) দাঁড়িয়ে তাতে বরকতের জন্য দোআ করলেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে তাদের পাত্র নিয়ে আসার জন্য আহবান করলেন। লোকেরা আঁজলা ভর্তি করে নিতে লাগল। সবার নেয়া শেষ হলে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর রসূল।

٢٣٠٦- عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّىْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعَصْرَ فَنَنْحَرُ جَزُوْرًا فَتُقْسَمُ عَشْرَ قِسَمٍ فَنَاْكُلُ لَحْمًا نَضِيْجًا قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ ـ

২৩০৬. রাফে ইবনে খাদীজ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী (সঃ)–এর সাথে আসরের নামায পড়ে উট যবাই করতাম। তারপর ঐ গোশত দশ ভাগে ভাগ করা হত এবং সূর্যাস্তের পূর্বেই আমরা রান্না গোশত খেয়ে নিতাম।

٢٣٠٧– عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ الْاَشْعَرِيِّيْنَ اِذَا اَرْمَلُوْا فِى الْغَزْوِ اَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِيْنَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوْهُ بَيْنَهُمْ فِىْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّىْ وَاَنَا مِنْهُمْ ـ

২৩০৭. আবু মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন, আশআরী গোত্রের লোকেরা যখন জিহাদে গিয়ে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে কিংবা মদীনাতেই তাদের পরিজনদের খাবার কম হয়ে যায় তখন তারা তাদের যাকিছু থাকে তা একটা কাপড়ে জমা করে। তারপর একটা পাত্র দিয়ে তা নিজেদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে নেয়। অতএব তারা আমার এবং আমি তাদের।

২–অনুচ্ছেদঃ কোন মালের দুইজন অংশীদার থাকলে তারা যাকাত প্রদানের পর তা আনুপাতিক হারে ভাগ কর নেবে।

٢٣٠٨– عَنْ اَنَسٍ حَدَّثَهُ اَبَابَكْرٍ كَتَبَ لَهُ فَرِيْضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِى فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَمَا كَانَ مِن خَلِيْطَيْنِ فَاِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ـ

২৩০৮. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) ফরয যাকাত সম্পর্কে যা নির্দিষ্ট করেছিলেন আবু বাকর (রাঃ) তা তাকে (আনাসকে) লিখে দিয়েছিলেন। তিনি (সঃ) বলেছেন, যে মালে দু'জন অংশীদার থাকে (যাকাত প্রদানের পর) তারা দু'জনে আনুপাতিক হারে আদান–প্রদান করে নেবে।

৩–অনুচ্ছেদঃ ছাগল ভেড়ার বন্টন।

٢٣٠٩– عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِذِى الْحُلَيْفَةِ فَاَصَابَ النَّاسَ جُوْعٌ فَاَصَابُوا اِبِلاً وَغَنَمًا قَالَ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِىْ اُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ فَعَجِلُوْا وَذَبَحُوْا وَنَصَبُوْا الْقُدُوْرَ فَاَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْقُدُوْرِ فَاُكْفِئَتْ ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشْرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيْرٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيْرٌ فَطَلَبُوْهُ فَاَعْيَاهُمْ وَكَانَ فِى الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيْرَةٌ فَاَهْوٰى رَجُلٌ مِنْهُم بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللّٰهُ ثُمَّ قَالَ : اِنَّ لِهٰذِهِ الْبَهَائِمِ اَوَابِدَ كَاَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُم مِنْهَا فَاصْنَعُوْا بِهِ هٰكَذَا فَقَالَ جَدِّىْ اِنَّا نَرْجُوْ اَوْ

نَخَافُ الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَتْ مُدًى اَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ قَالَ مَااَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَكُلُوْهُ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَاُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذٰلِكَ اَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَاَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ ـ

২৩০৯. রাফে ইবনে খাদীজ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী (সঃ)–এর সাথে যুলহুলাইফাতে [৬] ছিলাম। লোকেরা ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ল। তখন তারা কিছু ভেড়া–বকরী (গনীমাত) নিয়ে গেল। রাফে বলেন, নবী (সঃ) লোকদের পশ্চাদভাগে ছিলেন। তাঁরা তাড়াহুড়া করে সেগুলো যবাই করে হাঁড়িতে চড়িয়ে দিল। তারপর নবী (সঃ)–এর আদেশে হাঁড়ি উলটিয়ে ফেলা হল।[৭] অতঃপর তিনি বন্টন শুরু করলেন। তিনি দশটা ভেড়া–বকরীকে এক উটের সমান গণ্য করলেন। হঠাৎ তার মধ্য থেকে একটা উট পালিয়ে গেল। লোকেরা তার পিছু পিছু ছুটল, কিন্তু সেটা তাদেরকে ক্লান্ত করে ছাড়ল। সে সময় লোকদের নিকট ঘোড়া কম ছিল। অবশেষে তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি (উটটার প্রতি) তীর ছুড়ল। তখন আল্লাহ উটটাকে থামিয়ে দিলেন। নবী (সঃ) বললেন, নিশ্চয়ই পলায়নকারী বন্য জন্তুদের মত এ সকল চতুষ্পদ জন্তুর কতকগুলো পলায়নপর হয়ে থাকে। সুতরাং যদি এসব জন্তুর কোনটি তোমাদেরকে হারিয়ে দেয় তবে তার সাথে এরূপ করবে। (অধস্তন রাবী) তখন আমার দাদা (রাফে) বললেন, আমরা অবিলম্বে শত্রুদের (আক্রমণের) আশঙ্কায় পতিত হব। কিন্তু আমাদের নিকট কোন ছোরা নেই। (এমতাবস্থয়) আমরা কি বাঁশের ধারালো দিক দিয়ে যবাই করতে পারব? তিনি (সঃ) বললেন, (হাঁ) যা রক্ত প্রবাহিত করে এবং যার ওপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়, তা তোমরা খাও। কিন্তু (যবাইর অস্ত্র) দাঁত বা নখ যেন না হয়। আমি তোমাদেরকে এর কারণ বলে দিচ্ছি। দাঁত তো হাড় মাত্র, আর নখ হল হাবশীদের ছোরা।

৪–অনুচ্ছেদ ঃ একত্রে খেতে বসলে সংগীর অনুমতি ভিন্ন একত্রে দুটো করে খেজুর খাওয়া (নিষিদ্ধ)।

٢٣١٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ يَقُوْلُ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يَقْرُنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ جَمِيْعًا حَتّٰى يَسْتَاْذِنَ اَصْحَابَهُ ـ

২৩১০. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) কাউকে তার সাথীদের অনুমতি ছাড়া একসঙ্গে দুটো করে খেজুর খেতে নিষেধ করেছেন।

---

৬. এটা মদীনার নিকটস্থ যুল–হুলাইফা নয়। কামুস অভিধানে বলা হয়েছেঃ এটা তিহামা অঞ্চলে যাতু ইরক ও জাদার মধ্যে অবস্থিত যুল–হুলাইফা।

৭. গনীমতের মাল দলপতির বন্টনের পর লোকদের জন্য হালাল হয়, তার আগে কেউ তা যথেচ্ছ ব্যবহারে আনতে পারে না। অন্য হাদীস থেকে জানা যায়, ঐ গোশ্‌ত ফেলে দেয়া হয়নি। নবী (সঃ)–এর বন্টন অনুযায়ী পরে তা লোকেরা নিয়েছিল।

٢٣١١- عَنْ جَبَلَةَ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِيْنَةِ فَاَصَابَتْنَا سَنَةٌ فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا فَيَقُوْلُ لاَ تَقْرِنُوْا فَاِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْاِقْرَانِ اِلاَّ اَنْ يَسْتَاْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ اَخَاهُ -

২৩১১. জাবালা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমরা মদীনায় ছিলাম। একবার আমরা দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হলাম। তখন ইবনে যুবাইর আমাদেরকে প্রত্যহ খেজুর খেতে দিতেন। ইবনে উমর আমাদের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় বলতেন, তোমরা একসাথে দুটো করে খেজুর খেও না। কেননা নবী (সঃ) কাউকে তার ভাইয়ের অনুমতি ছাড়া একসঙ্গে দুটো করে খেজুর খেতে নিষেধ করেছেন।

৫—অনুচ্ছেদঃ শরীকদের মধ্যে এজমালী বস্তুর উচিত মূল্য নির্ধারণ প্রসঙ্গে।

٢٣١٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ اَوْ شِرْكًا اَوْ قَالَ نَصِيْبًا وَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيْمَةِ الْعَدْلِ فَهُوَ عَتِيْقٌ وَاِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ قَالَ لاَ اَدْرِىْ قَوْلُهُ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ قَوْلٌ مِنْ نَافِعٍ اَوْ فِى الْحَدِيْثِ عَنِ النَّبِيِّ -

২৩১২. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন (শরিকী) গোলাম থেকে তার নিজের অংশ মুক্ত করে দেয় এবং তার নিকট ঐ গোলামের সঙ্গত মূল্য আদায় করার মত সম্পদ থাকে তবে সে গোলাম (সম্পূর্ণ) মুক্ত হয়ে যাবে (এবং তার সম্পদ থেকে অন্যান্য শরীকদেরকে তাদের অংশের মূল্য দিয়ে দিতে হবে)। নতুবা (অর্থাৎ যদি ঐ ব্যক্তির অত পরিমাণ সম্পদ না থাকে তবে) যতটুকু সে মুক্ত করেছে ততটুকুই মুক্ত হবে। অধস্তন রাবী আইউব বলেন, বাক্যটি নাফে'র নিজস্ব কথা নাকি নবী (সঃ)–এর হাদীস তা আমি জানি না।

٢٣١٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَعْتَقَ شَقِيْصًا مِنْ مَمْلُوْكِهٖ فَعَلَيْهِ خَلاَصُهُ فِىْ مَالِهٖ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْمَمْلُوْكُ قِيْمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ اسْتُسْعِىَ غَيْرَ مَشْقُوْقٍ عَلَيْهِ -

২৩১৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন ক্রীতদাসের মধ্যে নিজের মালিকানা অংশ মুক্ত করে, তার সম্পদ দ্বারা ঐ ক্রীতদাসকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি দান করা তার জন্য অবশ্য কর্তব্য (যদি সে পরিমাণ সম্পদ তার থাকে)। আর যদি তার তত পরিমাণ সম্পদ না থাকে তাহলে ঐ ক্রীতদাসের সঙ্গত মূল্য নিরূপণ

করা হবে। তারপর তার প্রতি কোনরূপ কড়াকড়ি আরোপ না করে তাকে মযুর খাটতে দিতে হবে (এভাবে মযুর খেটে সে অপর শরীকদের প্রাপ্য পরিশোধ করবে)।

৬–অনুচ্ছেদঃ লটারীর মাধ্যমে অংশ নিরূপণ ও বন্টন করা যাবে কিনা।

٢٣١٤– عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْقَائِمِ عَلٰى حُدُوْدِ اللّٰهِ وَالْوَاقِعِ فِيْهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اِسْتَهَمُوْا عَلٰى سَفِيْنَةٍ فَاَصَابَ بَعْضُهُمْ اَعْلاَهَا وَبَعْضُهُمْ اَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِيْنَ فِيْ اَسْفَلِهَا اِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوْا عَلٰى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوْا لَوْ اَنَّا خَرَقْنَا فِى نَصِيْبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا فَاِنْ يَتْرُكُوْهُمْ وَمَا اَرَدُوْا هَلَكُوْا جَمِيْعًا وَاِنْ اَخَذُوْا عَلٰى اَيْدِيْهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيْعًا ـ

২৩১৪. নু'মান ইবনে বশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থানকারীর ও তা লংঘনকারীর, উপমা হলোঃ কিছু সংখ্যক লোক লটারীর মাধ্যমে একটা নৌযান ভাগ করে নিল। তাদের কেউ স্থান পেল উপর তলায় আর কতেকে নীচের তলায়। তাদের মধ্যে যারা নৌকার নীচের অংশে ছিল তারা যখন পানির পিপাসা বোধ করত তখন যারা তাদের ওপরে ছিল তাদের কাছে যেত (এতে ওপরের লোকদের কষ্ট হত)। এমতাবস্থায় নীচের লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, যদি আমরা নিজেদের অংশে ফুটো করে (পানি) নিতাম, আর ওপরের লোকদেরকেও কোন কষ্ট না দিতাম তাহলে ভাল হত। নবী (সঃ) বলেন, এখন যদি উপরের লোকেরা নীচের লোকদেরকে তাদের মর্জির ওপর ছেড়ে দেয় তাহলে সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যদি তাদেরকে বাধা দেয় তবে তারা নিজেরাও বাচঁবে এবং অন্য সবাইও বেঁচেযাবে।

৭–অনুচ্ছেদঃ ইয়াতীম ও ওয়ারিশদের অংশীদারিত্ব।

٢٣١٥– عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَاَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَاِنْ خِفْتُمْ اِلٰى وَرُبَاعَ فَقَالَتْ يَا ابْنَ اُخْتِىْ هِىَ الْيَتِيْمَةُ تَكُوْنُ فِىْ حَجْرِ وَلِيِّهَا تُشَارِكُهُ فِى مَالِه فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيْدُ وَلِيُّهَا اَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ اَن يَقْسِطَ فِى صَدَاقِهَا فَيُعْطِيْهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيْهَا غَيْرُهُ فَنُهُوْا اَنْ يُنْكِحُوْهُنَّ اِلاَّ اَنْ يُقْسِطُوْا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوْا بِهِنَّ اَعْلٰى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ وَاُمِرُوْا اَن يَنْكِحُوْا مَاطَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ اِنَّ النَّاسَ اِسْتَفْتَوْارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ هٰذِهِ الْاٰيَةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَاءِ اِلٰى قَوْلِه وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ وَالَّذِىْ ذَكَرَ

اللّٰهُ اَنَّهُ يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَابِ الْاٰيَةُ الْاُوْلٰى الَّتِىْ قَالَ فِيْهَا وَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لاَّ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتَامٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ اللّٰهِ فِى الْاٰيَةِ الْاُخْرٰى وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ يَعْنِىْ هِىَ رَغْبَةُ اَحَدِكُمْ لِيَتِيْمَتِهِ الَّتِىْ تَكُوْنُ فِىْ حَجْرِهِ حِيْنَ تَكُوْنُ قَلِيْلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ فَنُهُوْا اَنْ يَنْكِحُوْا مَارَغِبُوْا فِىْ مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ اِلاَّ بِالْقِسْطِ مِنْ اَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ ـ

২৩১৫. উরওয়া ইবনুয যুবাইর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রাঃ)- কে আল্লাহর বাণী "যদি তোমরা আশংকা কর যে, ইয়াতীম বালিকাদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে অন্য নারীদের মধ্য হতে তোমাদের পসন্দ মত দু'জন বা তিনজন কিংবা চারজনকে বিয়ে কর" -এর তাৎপর্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, হে ভাগ্নে। এ আয়াতে ঐ ইয়াতীম বালিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে, যে তার অভিভাবকের আশ্রিতা হত এবং তার ধন-সম্পদে অংশীদার হত। এমতাবস্থায় ঐ বালিকার অভিভাবক তার ধন-সম্পদ ও রূপে আকৃষ্ট হয়ে (তার আশ্রিতা বলে) তাকে ন্যায়সঙ্গত মোহরানা না দিয়ে বিয়ে করতে চাইত। তাই উপরোক্ত আয়াতে তাদের অভিভাবকদেরকে ঐ ইয়াতীম বালিকাদের বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে। হাঁ, যদি তারা তাদের প্রতি সুবিচার করে এবং তাদের মর্যাদানুযায়ী মোহরানা আদায় করে (তবে বিয়ে করতে পারে)।

উরওয়া বলেন, আয়েশা (রাঃ) বললেন, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর লোকেরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট নারীদের সম্পর্কে ফতোয়া জিজ্ঞেস করল। তখন আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করলেন, "হে নবী। তারা আপনার নিকট নারীদের সম্পর্কে ফতোয়া জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন, আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের সম্পর্কে ফতোয়া দিচ্ছেন। এবং পিতৃহীনা নারীদের সম্বন্ধে (ইতিপূর্বে) তোমাদের নিকট কিতাব থেকে পাঠ করে শুনানো হয়েছে যে, তাদের জন্যে যা বিধিবদ্ধ (মহরানা) রয়েছে তা তোমরা প্রদান করো না এবং (শুধু রূপ ও সম্পদের লোভে) তাদেরকে বিয়ে করতে চাও।" এ আয়াতে অর্থাৎ তোমাদেরকে কিতাব থেকে পাঠ করে শুনানো হয়েছে-এর দ্বারা পূর্ববর্তী ঐ আয়াতকে বুঝানো হয়েছে যে আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, "এবং যদি তোমরা আশংকা কর যে, ইয়াতীম বালিকাদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না তবে অন্য নারীদের মধ্য হতে তোমাদের পসন্দমত দু'জন বা তিন জন কিংবা চার জনকে বিয়ে কর।" আয়েশা (রাঃ) বলেন, দ্বিতীয় আয়াতে "ওয়া তারগাবূনা আন তানকিহূহুন্না"-এর অর্থ তোমাদের কারো ঐ পিতৃহীনা বালিকার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া, যে তার আশ্রিতা। কিন্তু যখন তার রূপ ও সম্পদ কম থাকে (তখন সে তার প্রতি আকৃষ্ট হয় না)। সুতরাং পিতৃহীনা বালিকার প্রতি আকর্ষণ না থাকা সত্ত্বেও শুধু তার রূপ ও সম্পদের লোভে তাকে বিয়ে করতে অভিভাবকদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। তবে যদি ন্যায়সঙ্গত মোহরানা আদায় করে (তবে বিয়ে করতে পারে)।

৮—অনুচ্ছেদঃ জমি (বাড়ী, বাগান) ইত্যাদিতে অংশীদারিত্ব।

٢٢١٦– عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اِنَّمَا جَعَلَ النَّبِىُّ ﷺ الشُّفْعَةَ فِىْ كُلِّ مَالَمْ يُقْسَمْ فَاِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ ـ

২৩১৬. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বন্টিত হয়নি এমন প্রত্যেক ভূ–সম্পত্তিতে নবী (সঃ) শুফআর[৮] (Pre emption) অধিকার দিয়েছেন। কিন্তু যখন সীমানা নির্ধারিত হয়ে যায় এবং রাস্তা পরিবর্তিত করা হয়, তখন তার শুফআর অধিকার থাকে না।।

৯—অনুচ্ছেদঃ যদি অংশীদাররা ঘর ইত্যাদি বন্টন করে নেয় তবে পুনরায় একত্রিত করার এবং শুফআ দাবী করার অধিকার তাদের থাকে না।

٢٣١٧– عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَضَى النَّبِىُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِىْ كُلِّ مَالَمْ يُقْسَمْ فَاِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ ـ

২৩১৭. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) প্রত্যেক অবিভক্ত স্থাবর সম্পত্তিতে শুফআর (অগ্রক্রয়াধিকারের) নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু যখন সীমানা নির্ধারিত হয় এবং রাস্তা পরিবর্তিত করা হয়, তখন তাতে শুফআ হয় না।

১০—অনুচ্ছেদঃ সোনা-রূপা ও নগদ লেনদেনের বস্তুতে অংশীদারিত্ব।

٢٣١٨– عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ اَبِىْ مُسْلِمٍ قَالَ سَاَلْتُ اَبَا الْمِنْهَالِ عَنِ الصَّرْفِ يَدًابِيَدٍ فَقَالَ اِشْتَرَيْتُ اَنَا وَشَرِيْكٌ لِىْ شَيْئًا يَدًابِيَدٍ وَنَسِيْئَةً فَجَاءَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فَسَاَلْنَاهُ فَقَالَ فَعَلْتُ اَنَا وَ شَرِيْكِىْ زَيْدُ بْنُ اَرْقَمَ وَسَاَلْنَا النَّبِىَّ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَخُذُوْهُ وَمَا كَانَ نَسِيْئَةً فَذَرُوْهُ ـ

২৩১৮. সুলাইমান ইবনে আবু মুসলিম (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু মিনহালকে সোনা–রূপার নগদ ক্রয়–বিক্রয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি এবং আমার এক অংশীদার নগদ ও বাকীতে একবার কিছু জিনিস কিনলাম। এরপর বারা' ইবনে আযেব (রা) আমাদের নিকট এলে আমরা তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমি এবং আমার শরীক যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) এরূপ করেছিলাম। তারপর আমরা নবী (সঃ)–কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, নগদ যা ক্রয় করেছো তা রাখ আর বাকীতে যা কিনেছো তা ফিরিয়ে দাও।

৮. শুফআর ব্যাখ্যা শুফআ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

১১-অনুচ্ছেদঃ যিম্মী ও মুশরিকদের ভাগচাষে অংশীদারিত্ব।

২৩১৯- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَعْطٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ خَيْبَرَالْيَهُوْدَ اَنْ يَعْمَلُوْهَا وَيَزْرَعُوْهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ـ

২৩১৯. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) ইহুদীদেরকে খায়বারের জমি এ শর্তে প্রদান করেন যে, তারা তাতে শ্রম দিবে, চাষাবাদ করবে এবং উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক লাভ করবে।

১২-অনুচ্ছেদ ঃ ছাগল-ভেড়ার ইনসাফ ভিত্তিক বন্টন।

২৩২٠- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلٰى صَحَابَتِهِ ضَحَايَا فَبَقِىَ عَتُوْدٌ فَذَكَرَهُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ ضَحِّ بِهِ اَنْتَ ـ

২৩২০. উক্‌বা ইবনে আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে কতকগুলো ছাগল-ভেড়া কোরবানীর জন্য সাহাবীদের মধ্যে বন্টন করতে দিয়েছিলেন। (বন্টনের পর) একটা বাচ্চা ছাগল বাকী থেকে গেল। তিনি এটা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বলেন, ওটা তুমি কোরবানী কর।

১৩-অনুচ্ছেদঃ খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতিতে অংশীদারিত্ব। উল্লেখযোগ্য যে, এক ব্যক্তি কোন একটি জিনিস দাম করছিলো, এ সময় আরেক ব্যক্তি তাকে চোখের ইশারায় (অংশীদারী হওয়ার প্রস্তাব করলে) উমর (রাঃ) দ্বিতীয় ব্যক্তির অংশীদারিত্বের পক্ষে রায় দিয়েছিলেন।

২৩২১- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ هِشَامٍ وَكَانَ قَدْ اَدْرَكَ النَّبِىَّ ﷺ وَذَهَبَتْ بِهِ اُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ حُمَيْدٍ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ بَايِعْهُ فَقَالَ هُوَ صَغِيْرٌ فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَالَهُ وَعَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ اَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِهِ جَدُّهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ هِشَامٍ اِلَى السُّوْقِ فَيَشْتَرِى الطَّعَامَ فَيَلْقَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الزُّبَيْرِ فَيَقُوْلاَنِ لَهُ اَشْرِكْنَا فَاِنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَدْ دَعَالَكَ بِالْبَرَكَةِ فَيَشْرَكُهُمْ فَرُبَّمَا اَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِىَ فَيَبْعَثُ بِهَا اِلَى الْمَنْزِلِ ـ

২৩২১. আবদুল্লাহ ইবনে হিশাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সঃ)-এর সাক্ষাত লাভ করেছিলেন। তাঁর মা যয়নব বিনতে হুমাইদ তাঁকে নিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট যান এবং বলেন, হে আল্লাহর রসূল! এর বাইআত (আনুগত্যের অঙ্গীকার) নিন। তিনি বললেন,

এ তো এখনো ছোট। তারপর তিনি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেন এবং তার জন্য দোআ করেন। (অধঃস্তন রাবী) যুহরা ইবনে মা'বাদ বলেন, তাঁর দাদা আবদুল্লাহ ইবনে হিশাম তাকে বাজারে নিয়ে যেতেন এবং খাদ্যবস্তু খরিদ করতেন। তাঁর সাথে ইবনে উমর ও ইবনে যুবাইরের দেখা হলেই দু'জনে তাঁকে বলতেন, (আপনার সাথে ব্যবসায়ে) আমাদেরকেও শরীক করে নিন। কেননা নবী (সঃ) আপনার জন্য বরকতের দোআ করেছেন। তিনি তাদেরকে শরীক করে নিতেন। অনেক সময় উট বোঝাই মাল পুরোপুরি (লাভে) পেতেন। তা তিনি বাড়ী পাঠিয়ে দিতেন।

আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) বলেন, যদি এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে বলে, আমাকে শরীক কর তখন সে যদি চুপ থাকে তবে এ ব্যক্তি তার অর্ধেক শরীক বলে বিবেচিত হবে।

১৪–অনুচ্ছেদ ঃ দাস–দাসীতে অংশীদারিত্ব।

٢٣٢٢– عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِى مَمْلُوْكٍ وَجَبَ عَلَيْهِ اَنْ يُعْتِقَ كُلَّهُ اِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَدْرَ ثَمَنِهِ يُقَامُ قِيمَةَ عَدْلٍ وَيُعْطٰى شُرَكَاؤُهُ حِصَّتَهُمْ وَيُخَلّٰى سَبِيْلُ الْمُعْتَقِ ـ

২৩২২. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি যৌথ মালিকানার ক্রীতদাসে নিজের অংশ মুক্ত করে দিলে ঐ ক্রীতদাসকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করা তার জন্য অবশ্য কর্তব্য। যদি ঐ ক্রীতদাসের মূল্য আদায় করার মত পরিমাণ সম্পদ তার থাকে তবে সঙ্গত মূল্য নিরূপণ করা হবে এবং অপর শরীকদেরকে তাদের অংশের মূল্য দিয়ে দেয়া হবে এবং মুক্ত ক্রীতদাসটিকে ছেড়ে দেয়া হবে (অর্থাৎ তাকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দেয়া হবে)।

٢٣٢٣– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِى عَبْدٍ اُعْتِقَ كُلُّهُ اِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَاِلَّايُسْتَسْعَ غَيْرَ مَشْقُوْقٍ عَلَيْهِ ـ

২৩২৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন (শরিকী) গোলামের মধ্যে নিজের অংশ মুক্ত করে দেয় তবে যদি তার (গোলামের পুরো দাম চুকিয়ে দেবার মত) সম্পদ থাকে তাহলে তার সম্পদ দ্বারা ঐ গোলামকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করতে হবে। নতুবা (অর্থাৎ যদি তার সম্পদ না থাকে) তার ওপর কোনরূপ কড়াকড়ি আরোপ না করে ক্রীতদাসটিকে মজুর খাটতে দিতে হবে (যাতে সে অপর শরীকদের পাওনা মিটিয়ে দিতে পারে)।

১৫–অনুচ্ছেদঃ কোরবানীর জন্তুতে ও উটে অংশগ্রহণ। কোরবানীর জন্তু (জবাই করার স্থানে) রওনা করার পর কেউ কোন লোককে তার কোরবানীর জন্তুতে শরীক করলে তার বিধান।

٢٣٢٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ صُبْحَ رَابِعَةٍ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ مُهِلِّيْنَ بِالْحَجِّ لاَ يَخْلِطُهُمْ شَيْءٌ فَلَمَّا قَدِمْنَا اَمَرَنَا فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً وَاَنْ نَحِلَّ اِلَى نِسَائِنَا فَفَشَتْ فِي ذٰلِكَ الْقَالَةُ قَالَ عَطَاءٌ فَقَالَ جَابِرٌ فَيَرُوْحُ اَحَدُنَا اِلَى مِنًى وَذَكَرُهُ يَقْطُرُ مَنِيًّا فَقَالَ جَابِرٌ بِكَفِّهِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَامَ خَطِيْبًا فَقَالَ بَلَغَنِيْ اَنَّ اَقْوَامًا يَقُوْلُوْنَ كَذَا وَكَذَا وَاللّٰهِ لَاَنَا اَبَرُّ وَاَتْقٰى لِلّٰهِ مِنْهُمْ وَلَوْ اَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ اَمْرِيْ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا اَهْدَيْتُ وَلَوْ لاَ اَنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ لَاَحْلَلْتُ فَقَامَ سُرَاقَةُ ابْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هِيَ لَنَا اَوْ لِلْاَبَدِ فَقَالَ لاَ بَلْ لِلْاَبَدِ قَالَ وَجَاءَ عَلِيُّ بْنُ اَبِي طَالِبٍ فَقَالَ اَحَدُهُمَا يَقُوْلُ لَبَّيْكَ بِمَا اَهَلَّ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ وَقَالَ الْاٰخَرُ لَبَّيْكَ بِحَجَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يُقِيْمَ عَلٰى اِحْرَامِهِ وَاَشْرَكَهُ فِي الْهَدْيِ -

২৩২৪. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) ও তাঁর সাহাবীরা যিলহজ্জের চতুর্থ তারিখ ভোরবেলা হজ্জের ইহরাম বেঁধে মক্কায় এসে পৌঁছুলেন। হজ্জের সাথে অন্য কিছু অর্থাৎ উমরাহ্ ইত্যাদির ইহরাম তাঁরা বাঁধেননি। (রাবী বলেন), যখন আমরা মক্কায় এসে পৌঁছুলাম, তিনি আমাদেরকে হজ্জের ইহরামকে উমরাতে পরিণত করার জন্য আদেশ দিলেন। তখন আমরা হজ্জকে উমরাতে পরিণত করলাম। তিনি আরো আদেশ করলেন, ইহরাম ত্যাগ করে আমরা যেন আমাদের স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা করি। এ ব্যাপারে সাহাবীদের মধ্যে গুঞ্জরন শুরু হয়ে গেল। (কেননা তাঁদের ধারণানুযায়ী হজ্জের মাসসমূহে উমরাহ সিদ্ধ নয়)। (অধস্তন রাবী) আতা বলেন, জাবির (রা) বললেন, তাহলে কি আমাদের কেউ কেউ সদ্য স্ত্রী-সহবাস করেই মিনায় গমন করবে? একথা বলে জাবির (রাঃ) নিজের হাত দ্বারা ইংগিত করেন। এ সংবাদ নবী (সঃ)-এর নিকট পৌঁছুলে তিনি খুতবা দিতে দাঁড়ালেন এবং বললেন, আমি শুনতে পেয়েছি যে, কিছু লোক এটা-সেটা বলছে। আল্লাহর কসম! আমি অধিক নেককার ও তাদের চাইতে অধিক খোদাভীরু। এ ব্যাপারে আমি যা পরে জেনেছি (অর্থাৎ হজ্জের মাসে উমরাও জায়েয) তা যদি পূর্বেই জানতাম তবে আমি কোরবানীর জন্তু আনতাম না। আর যদি আমার সাথে কোরবানীর জন্তু না থাকত তবে আমিও ইহরাম ত্যাগ করতাম। তখন সুরাকা (রা) ইবনে মালিক ইবনে জু'শুম দাঁড়িয়ে বললেন, হে রসূলুল্লাহ! এ হুকুম কি আমাদের জন্য খাস, না কি সব সময়ের জন্য? তিনি বললেন, না, বরং সব সময়ের জন্য। জাবির বলেন, তখন আলী ইবনে আবু তালিব (ইয়ামেন থেকে মক্কায়) এলেন। অধস্তন রাবী আতা ও তাউস দু'জনের একজন বলেন, আলী (রাঃ) এসে বললেন, নবী (সঃ) যেভাবে ইহরাম বেঁধেছেন, আমিও

সেভাবে ইহরাম বাঁধলাম। অপর জন বলেন, আলী (রাঃ) বললেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) যেভাবে হজ্জ করবেন, আমিও অনুরূপ হজ্জ করব। নবী (সঃ) তাঁকে ইহরাম অবস্থায় থাকার আদেশ দিলেন এবং তাঁকে কোরবানী জন্তুতে শরীক করলেন।

১৬ –অনুচ্ছেদঃ বন্টনকালে দশটি ভেড়া–বকরীকে একটা উটের সমান মনে করা।

٢٣٢٥- عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِذِى الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ فَاَصَبْنَا غَنَمًا وَاِبِلاً فَعَجَلَ الْقَوْمُ فَاَغْلَوْا بِهَا الْقُدُوْرَ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَرَ بِهَا فَاُكْفِئَتْ ثُمَّ عَدَلَ عَشْرًا مِنَ الْغَنَمِ بِجَزُوْرٍ ثُمَّ اِنَّ بَعِيْرًا نَدَّ وَلَيْسَ فِى الْقَوْمِ اِلاَّ خَيْلٌ يَسِيْرَةٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ فَحَبَسَهُ بِسَهْمٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِهٰذِهِ الْبَهَائِمِ اَوَابِدَ كَاَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوْا بِهِ هٰكَذَا قَالَ قَالَ جَدِّىْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نَرْجُوْ اَوْ نَخَافُ اَنْ نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى فَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ فَقَالَ اعْجَلْ اَوْ اَرْنِىْ مَااَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَكُلُوْا لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَاُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذٰلِكَ اَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَاَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ -

২৩২৫. রাফে ইবনে খাদীজ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী (সঃ)–এর সাথে তিহামার অন্তর্গত যুল–হুলাইফাতে ছিলাম। আমরা (গনীমাত হিসেবে) কিছু ভেড়া–বকরী ও উট পেয়ে গেলাম। লোকেরা নবী (সঃ)–এর অনুমতি না নিয়েই তাড়াহুড়া করে (গনীমাত লব্ধ) সেই সব জন্তুর গোশ্‌ত হাঁড়িতে চড়িয়ে দিল। তারপর রসূলুল্লাহ (সঃ) আসলে তাঁর আদেশে হাঁড়িগুলো উল্‌টিয়ে ফেলা হল। অতঃপর তিনি (বন্টন শুরু করলেন এবং) দশটা ভেড়া–বকরীকে একটা উটের সমান গণ্য করলেন। তারপর একটা উট হঠাৎ পালিয়ে গেল। সে সময় লোকদের নিকট ঘোড়ার সংখ্যাও ছিল খুব নগণ্য। এক লোক তীর নিক্ষেপ করে উটটাকে থামাল। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, নিশ্চয়ই পলায়নপর জন্তুদের মত এসব চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যেও কোন কোনটা পলায়নপর হয়ে থাকে। সুতরাং এসব জন্তুর কোনটি যদি তোমাদের পরাভূত করে ফেলে তবে তার সাথে এরূপ করবে (অর্থাৎ তীর মেরে তাকে কাবু করবে)। (অধস্তন রাবী আবায়া বলেন) তখন আমার দাদা (রাফে) বললেন, আমরা কাল শত্রুদের (আগমনের) আশংকা করি। কিন্তু আমাদের নিকট কোন ছোরা নেই। এমতাবস্থায় আমরা কি বাঁশের ধারাল দিক দিয়ে যবাই করতে পারব? তিনি (সঃ) বললেন, হাঁ, তাড়াতাড়ি যা দিয়ে পার রক্ত প্রবাহিত কর এবং যা খুন প্রবাহিক করে এবং যার ওপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়, তা তোমরা খাও। কিন্তু (যবেহর অস্ত্র) দাঁত বা নখ যেন না হয়। আমি তোমাদেরকে এর কারণ বলে দিচ্ছি। দাঁত তো হাড় মাত্র আর নখ হল হাবশীদের ছোরা।

অধ্যায়—২৪

كتاب الرهن

(বন্ধক সংক্রান্ত বর্ণনা)

১—অনুচ্ছেদঃ স্থায়ী বাসস্থানে থাকা অবস্থায় বন্ধক রাখা। মহান আল্লাহ বলেন,

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ـ (سورة البقرة اية ٢٨٣)

"যদি তোমরা সফরে থাক এবং কোন লেখক না পাও তবে (লেন—দেনের সময়) কোন জিনিস বন্ধক রাখ।"

٢٣٢٦– عَنْ اَنَسٍ قَالَ وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ ﷺ دِرْعَهُ بِشَعِيْرٍ وَمَشَيْتُ اِلَى النَّبِيِّ بِخُبْزِ شَعِيْرٍ وَاِهَالَةٍ سَنِخَةٍ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ مَا اَصْبَحَ لاٰلِ مُحَمَّدٍ اِلاَّ صَاعٌ وَلاَ اَمْسٰى وَاِنَّهُمْ لَتِسْعَةُ اَبْيَاتٍ ـ

২৩২৬. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) যবের বিনিময়ে তাঁর লৌহবর্ম (জনৈক ইহুদীর নিকট) বন্ধক রেখেছিলেন। (আনাস বলেন,) আমি (একবার) যবের রুটি ও বিকৃত—গন্ধ চর্বি নিয়ে নবী (সঃ)—এর নিকট গিয়েছিলাম। তখন আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, কোন দিন সকালবেলা বা সন্ধ্যাবেলা মুহাম্মদ (সঃ)—এর পরিবারবর্গের নিকট এক সা'র অতিরিক্ত (গম বা অন্য কোন খাদ্য) থাকে না। অথচ তাঁরা ছিলেন নয়টি পরিবার।

২—অনুচ্ছেদঃ নিজ বর্ম বন্ধক রাখা।

٢٣٢٧– عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِشْتَرٰى مِنْ يَهُوْدِيٍّ طَعَامًا اِلٰى اَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ ـ

২৩২৭. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) এক ইহুদীর কাছ থেকে নির্দিষ্ট মেয়াদে খাদ্যশস্য খরিদ করেন এবং নিজ বর্ম তার নিকট বন্ধক রাখেন।

৩—অনুচ্ছেদঃ অস্ত্রসস্ত্র বন্ধক রাখা।

٢٣٢٨– عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الاَشْرَفِ فَاِنَّهُ اٰذَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ﷺ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ اَنَا فَاَتَاهُ فَقَالَ اَرَدْنَا اَنْ

تُسْلِفَ وَسقًا اَوْ وَسقَيْنِ فَقَالَ ارْهَنُوْنِىْ نِسَاءَكُمْ قَالُوا كَيْفَ نَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا وَاَنْتَ اَجْمَلُ الْعَرَبَ قَالَ فَارْهَنُوْنِىْ اَبْنَاءَكُمْ قَالُوا كَيْفَ نَرْهَنُ اَبْنَاءَنَا فَيُسَبُّ اَحَدُهُمْ فَيُقَالُ رُهِنَ بِوَسقٍ اَوْ وَسقَيْنِ هٰذَا عَارٌ عَلَيْنَا وَلٰكِنَّا نَرْهَنُكَ اللَّاْمَةَ قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِى السِّلاَحَ فَوَعَدَهُ اَنْ يَاْتِيَهُ فَقَتَلُوْهُ ثُمَّ اَتَوُا النَّبِىَّ ﷺ فَاَخْبَرُوْهُ ـ

২৩২৮. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) (একদিন) বললেনঃ কা'ব ইবনে আশরাফকে হত্যা করার জন্য কে তৈরী আছ? কেননা সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অনেক যাতনা দিয়েছে। মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রা) বলেন, আমি তৈরী আছি। অতঃপর তিনি (মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা তাঁর কয়েকজন সঙ্গী সহ) তার নিকট গেলেন এবং বললেন, আমরা চাই যে, আপনি আমাদেরকে দু'এক ওয়াসক (খাদ্য) ধার দিবেন। সে বলল, তোমাদের স্ত্রীদেরকে আমার নিকট বন্ধক রাখ। তারা বললেন, আপনি আরবদের মধ্যে সুন্দরতম পুরুষ। এমতাবস্থায় আমরা কেমন করে আপনার নিকট আমাদের স্ত্রীদের বন্ধক রাখি? সে বলল, তবে তোমাদের পুত্রদেরকে আমার নিকট বন্ধক রাখ। তারা বললেন, আমরা কেমন করে আমাদের পুত্রদেরকে আপনার নিকট বন্ধক রাখি? কারণ পরে তাদেরকে এই বলে গালি দেয়া হবে যে, দু'এক ওয়াসক খাদ্যদ্রব্যের জন্য এদেরকে বন্ধক রাখা হয়েছিল। আর এটা আমাদের জন্য হবে অত্যন্ত কলঙ্কজনক। বরং আমরা আপনার নিকট অস্ত্রশস্ত্র বন্ধক রাখতে পারি। একথা বলে তিনি পরে তার কাছে আসার ওয়াদা করলেন এবং পরে এসে তাঁরা তাকে হত্যা করলেন। তারপর তাঁরা নবীর (সঃ)-এর নিকট এসে তাঁকে এ সংবাদ দিলেন।

৪–অনুচ্ছেদঃ বন্ধক রাখা জন্তুর ওপর আরোহণ করা যেতে পারে এবং তার দুধ দোহন করা যেতে পারে। মুগীরা ইবরাহীম নখয়ী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হারিয়ে যাওয়া জন্তুর ওপর তার ঘাসের খরচের পরিমাণ চড়া যেতে পারে এবং ঘাসের খরচের পরিমাণ দুধ দোহন করা যেতে পারে। আর বন্ধকও তারই অনুরূপ।

٢٣٢٩– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ وَيُشْرَبُ لَبَنُ الدَّرِّ اِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا ـ

২৩২৯. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, বন্ধকী জন্তুর ওপর তার খরচ বহনের বিনিময়ে আরোহণ করা যায়। আর যদি কোন দুগ্ধবতী জন্তু বন্ধক থাকে তবে তার খরচের বিনিময়ে দুধ পান করা যায়।[১]

٢٣٣٠– عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ اِذَا كَانَ

১. অধিকাংশ ইমামের মতে এ বিধি পরে বাতিল হয়ে গেছে।

مَرْهُوْنًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ اِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا وَعَلَى الَّذِىْ يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ ـ

২৩৩০. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যদি সওয়ারীর জন্তু কারো নিকট বন্ধক থাকে তবে তার খরচের বিনিময়ে সে তার ওপর চড়তে পারে। আর যদি কোন দুগ্ধবতী জন্তু বন্ধক থাকে তবে খরচের বিনিময়ে তার দুধ পান করা যেতে পারে। যে ব্যক্তি আরোহণ বা দুধ পান করবে খরচ বহনের দায়িত্ব তার ওপরই বর্তাবে।

৫—অনুচ্ছেদঃ ইহুদী ও অন্যান্য অমুসলিমদের নিকট বন্ধক রাখা।

٢٣٣١– عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِشْتَرٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ يَهُوْدِىٍّ طَعَامًا وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ ـ

২৩৩১. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) জনৈক ইহুদীর কাছ থেকে কিছু খাদ্যদ্রব্য (বাকীতে) খরিদ করে নিজের লৌহবর্মটি তার কাছে বন্ধক রেখেছিলেন।

৬—অনুচ্ছেদঃ বন্ধকদাতা ও বন্ধকগ্রহীতা কিংবা অনুরূপ কারো মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে বাদীর দায়িত্ব সাক্ষীপ্রমাণ পেশ করা আর বিবাদীর দায়িত্ব শপথ করা।

٢٣٣٢– عَنِ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ كَتَبْتُ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَكَتَبَ اِلَىَّ اَنَّ النَّبِىَّ قَضٰى اَنَّ الْيَمِيْنَ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ ـ

২৩৩২. ইবনে আবু মুলাইকা (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (একবার বাদী-বিবাদীর মতবিরোধ সম্পর্কে) ইবনে আব্বাস (রা) কে লিখে পাঠালাম। তার জবাবে তিনি আমাকে লিখলেন, নবী (সঃ) (এ ব্যাপারে) নির্দেশ দিয়েছেন যে, বাদী সাক্ষী পেশ করতে ব্যর্থ হলে বিবাদীর দায়িত্ব শপথ করা।

٢٣٣٣– عَنْ اَبِى وَائِلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالاً وَهُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ لَقِىَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَصْدِيْقَ ذٰلِكَ . اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً فَقَرَاَ اِلٰى عَذَابٌ اَلِيْمٌ ثُمَّ اِنَّ الْاَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ خَرَجَ اِلَيْنَا فَقَالَ مَايُحَدِّثُكُمْ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ فَحَدَّثْنَاهُ قَالَ فَقَالَ صَدَقَ لَفِىَّ وَاللّٰهِ اُنْزِلَتْ كَانَتْ بَيْنِى وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُوْمَةٌ فِى بِئْرٍ فَاخْتَصَمْنَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَاهِدُكَ اَوْ يَمِيْنُهُ قُلْتُ اِنَّهُ اِذًا يَحْلِفُ وَلَا يُبَالِىْ

فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالاً هُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ لَقِىَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَصْدِيْقَ ذٰلِكَ ثُمَّ اِقْتَرَاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ : اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً اِلٰى وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ـ

২৩৩৩. আবূ ওয়াইল (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মিথ্যা হলফ করে কোন সম্পদের অধিকারী হয় (কিয়ামতের দিন) সে আল্লাহর সাথে এমতাবস্থায় মিলিত হবে যে, তিনি তার প্রতি ক্রুদ্ধ থাকবেন (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সে আল্লাহর রোষানলে পতিত হবে)। তারপর এর সমর্থনে আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করেনঃ "নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর সাথে তাদের চুক্তি ও শপথের বিনিময়ে স্বল্প মূল্য গ্রহণ করে তারা এমন লোক যাদের পরকালে কোন প্রাপ্য অংশ নেই (অর্থাৎ আখেরাতের নিয়ামত তাদের ভাগ্যে জুটবে না) এবং কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কোনরূপ বাক্যালাপ করবেন না, তাদের প্রতি (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না এবং তাদরকে পরিশুদ্ধ করবেন না, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" (রাবী বলেন) তারপর আশআস ইবনে কাইস আমাদের কাছে এলেন এবং বললেন, আবূ আবদুর রহমান (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ) তোমাদেরকে কি হাদীস বললেন? আমরা তাঁকে তা বললাম। তিনি (আশআস) বললেন, (হাঁ) তিনি (ইবনে মাসউদ) সত্য বলেছেন। এ আয়াত তো আমাকে কেন্দ্র করেই অবতীর্ণ হয়েছে। (ঘটনা হলো এই যে,) আমার ও একটা লোকের মধ্যে একটি কূপ নিয়ে বিবাদ-বিসংবাদ চলছিল। আমরা (এ বিষয়ে) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট মামলা দায়ের করলাম। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, তোমার দু'জন সাক্ষী হাযির কর, নতুবা সে হলফ করবে। আমি বললাম, তবে তো সে হলফ করবেই। এতে সে মোটেই পরোয়া করবে না। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করে কোন সম্পদের অধিকারী হয় (কিয়ামতের দিন) সে আল্লাহর রোষানলে পতিত হবে। এর সমর্থনে আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেন। তারপর তিনি এ আয়াত পাঠ করেনঃ "নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর সাথে চুক্তি ও তাদের শপথের বিনিময়ে স্বল্পমূল্য গ্রহণ করে তারা এমন লোক, যাদের পরকালে কোন হিস্যা নেই এবং কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কোনরূপ বাক্যালাপ করবেন না, তাদের প্রতি তাকাবেন না এবং তাদের পরিশুদ্ধ করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"

অধ্যায়—২৫

كتاب العتق و فضله

(ক্রীতদাস মুক্ত করা ও তার মর্যাদার বর্ণনা)

১—অনুচ্ছেদঃ দাসমুক্ত করা ও তার ফযীলাত। মহান আল্লাহর বাণীঃ

فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا اَدْرٰكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ ـ اَوْ اِطْعَامٌ فِىْ يَوْمٍ ذِىْ مَسْغَبَةٍ يَتِيْمًا ذَامَقْرَبَةٍ ـ اَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ ـ (سورة البلد ـ ايات ـ ١١-١٢)

"আর হাঁ, সে (পাহাড়ী কংকরময়) কঠিন পথে চলতে চেষ্টা করেনি। আর তুমি কি জান, সে (পাহাড়ী কংকরময়) কঠিন পথ কি? তাহল কৃতদাস মুক্ত করা। ক্ষুধার দিনে নিকটআত্মীয় ইয়াতীমকে এবং ধুলায় লুণ্ঠিত হতভাগ্য দরিদ্রকে খাওয়ানো" (আল—বালাদঃ ১১—১৬)।

٢٣٣٤- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَيُّمَا رَجُلٍ اَعْتَقَ اِمْرَاً مُسْلِمًا اِسْتَنْقَذَ اللّٰهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ قَالَ سَعِيْدُ بْنُ مَرْجَانَةَ فَانْطَلَقْتُ اِلٰى عَلِىِّ بْنِ حُسَيْنٍ فَعَمَدَ عَلِىُّ بنُ حُسَيْنٍ اِلٰى عَبدٍ لَهُ قَد اَعطَاهُ بِهِ عَبدُ اللّٰهِ بنُ جَعْفَرٍ عَشَرَةَ اٰلاَفِ دِرْهَمٍ اَوْ اَلْفَ دِيْنَارٍ فَعَتَقَهُ ـ

২৩৩৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করবে, তার (আযাদকৃত দাসের) প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে আল্লাহ তার (মুক্তিদানকারী ব্যক্তির) প্রতিটি অঙ্গকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। সা'ঈদ ইবনে মারজানা বলেছেন, আমি আলী ইবনে হুসাইন (ইমাম যয়নুল আবেদীন)—এর নিকটে গিয়ে হাদীসটি বর্ণনা করলে আলী ইবনে হুসাইন তাঁর এমন একটি ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দেয়ার সংকল্প করলেন, যাকে খরিদ করার জন্য আবদুল্লাহ ইবনে জাফর দশ হাজার দিরহাম অথবা এক হজার দীনার দিতে প্রস্তুত ছিলেন। এরপর তিনি তাকে (দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে) মুক্ত করে দিলেন।

২—অনুচ্ছেদঃ কোন্ ধরনের ক্রীতদাস মুক্ত করা উত্তম।

٢٣٣٥- عَنْ اَبِى ذَرٍّ قَالَ سَاَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ اَىُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ قَالَ اِيْمَانٌ بِاللّٰهِ

وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ قُلْتُ فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ قَالَ أَغْلَاهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ قَالَ تُعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ قَالَ فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ قَالَ تَدَعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ ـ

২৩৩৫. আবু যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ প্রকার কাজ সবচাইতে উত্তম? তিনি বললেনঃ আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং তাঁর পথে জিহাদ। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, কোন ধরনের ক্রীতদাস মুক্ত করা উত্তম? তিনি বললেন, যার মূল্য অধিক ও মনিবের কাছে বেশি প্রিয়। আমি বললাম, যদি আমি এরূপ করতে সমর্থ না হই (তাহলে কি করব)? তিনি বললেন, কোন কারিগর বা শিল্পীকে (তার শিল্পকর্মে সাহায্য করবে) অথবা কোন অদক্ষ ও অনিপুণ লোককে সাহায্য করবে (অর্থাৎ তুমি দক্ষ হলে তাকে শিক্ষা দিবে)। আমি আবার বললাম, যদি আমি একাজও করতে সক্ষম না হই (তাহলে কি করব)? তিনি বললেন, মানব সমাজকে তোমার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে দূরে রাখবে। কেননা এটাও সদকা যা তুমি তোমার নিজের জন্য করতে পারো।

৩–অনুচ্ছেদঃ সূর্যগ্রহণ বা অনুরূপ কোন নিদর্শন প্রকাশের সময় দাস মুক্ত করা মুস্তাহাব।

٢٣٣٦- عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْعَتَاقَةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ تَابَعَهُ عَلِيٌّ عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ هِشَامٍ ـ

২৩৩৬. আসমা বিনতে আবূ বাক্‌র (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ সূর্যগ্রহণের সময় নবী (সঃ) ক্রীতদাস মুক্ত করার আদেশ করেছেন।

٢٣٣٧- عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ كُنَّا نُؤْمَرُ عِنْدَ الْخُسُوفِ بِالْعَتَاقَةِ ـ

২৩৩৭. আসমা বিনতে আবূ বাক্‌র (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, সূর্যগ্রহণের সময় আমরা ক্রীতদাস মুক্ত করার জন্য আদিষ্ট হতাম।

৪–অনুচ্ছেদঃ দুই বা ততোধিক জনের মালিকানাভুক্ত দাস–দাসী মুক্ত করা এবং তা কিভাবে করতে হবে?

٢٣٣٨- عَنْ سَالِمٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُعْتَقُ ـ

২৩৩৮. সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি এমন একজন ক্রীতদাস মুক্ত করতে চায় যে দুই ব্যক্তির

মালিকানাধীন, সে যদি স্বচ্ছল হয় তাহলে প্রথমে তার মূল্য নিরূপণ করে তারপর মুক্ত করবে।

٢٣٣٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَاللّٰه ﷺ قَالَ مَنْ اَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِىْ عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدلٍ فَاَعْطٰى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ وَاِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ـ

২৩৩৯. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন যৌথ মালিকানাধীন ক্রীতদাসের নিজের (মালিকানার) অংশটুকু মুক্ত করলো, যদি তার কাছে ক্রীতদাসটির পুরো মূল্য থাকে তবে পুরো মূল্য দিয়ে ক্রীতদাসটিকে মুক্ত করা তার জন্য অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং অন্যান্য মালিকদেরকে সে তাদের অংশের মূল্য পরিশোধ করে ক্রীতদাসটিকে মুক্ত করে দেবে। আর যদি পুরো মূল্য (তার কাছে) না থাকে, তাহলে সে যতটুকু মুক্ত করেছে দাসটি ততটুকুই মুক্ত বলে গণ্য হবে।

٢٣٤٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَعْتَقَ شِركًا لَهُ فِى مَمْلُوْكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ اِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يبلُغُ ثَمَنَهُ فَاِن لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيْمَةَ عَدلٍ فَاُعْتِقَ مِنْهُ مَا اَعْتَقَ ـ

২৩৪০. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যদি কেউ যৌথ মালিকানাধীন ক্রীতদাসের নিজের অংশ মুক্ত করে দেয় আর তার কাছে পুরো ক্রীতাদাসের মূল্য থাকে তবে তাকে পুরাপুরি মুক্ত করে দেয়া তার জন্য ওয়াজিব। কিন্তু যদি একজন ন্যায়বিচারক ব্যক্তির নিরূপিত মূল্যের সমান অর্থ মুক্তিদানকারী ব্যক্তির কাছে না থাক, তাহলে সে যতটুকু মুক্ত করলো দাসটি ততটুকুই মুক্ত হবে।

٢٣٤١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَعْتَقَ نَصِيْبًا لَهُ فِىْ مَمْلُوْكٍ اَوْ شِرْكًا لَهُ فِى عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَايَبْلُغُ قِيمَتَهُ بِقِيْمَةِ الْعَدْلِ فَهُوَ عَتِيْقٌ قَالَ نَافِعٌ وَاِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ قَالَ اَيُّوبُ لاَ اَدْرِىْ اَشَىْءٌ قَالَهُ نَافِعٌ اَوْ شَىْءٌ فِى الْحَدِيْثِ ـ

২৩৪১. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ কেউ যৌথ মালিকানাধীন কোন দাসের নিজের মালিকানা অংশ যদি আযাদ করে দেয় আর তার যদি এতটা সম্পদ থাকে যা কোন ন্যায়বান ব্যক্তির নিরূপিত মূল্য অনুযায়ী ক্রীতদাসটির মূল্যের সমান হয়, তাহলে নিজ অংশ মক্তকারী ব্যক্তির দায়িত্বে উক্ত ক্রীতদাস মুক্ত হয়ে যাবে।

বর্ণনাকারী নাফে বলেছেন, অন্যথায় সে (মুক্তিদাতা ব্যাক্ত) যতটুকু মুক্তি দিলো ততটুকুনই মুক্ত হবে। আইয়ুব সুখতিয়ানী বলেছেন, শেষের কথাটি নাফে'র কথা না হাদীসের অংশ তা আমার জানা নেই।

٢٣٤٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يُفْتِىْ فِى الْعَبْدِ اَوِ الْاَمَةِ يَكُوْنُ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَيُعْتِقُ اَحَدُهُمْ نَصِيْبَهُ مِنْهُ يَقُوْلُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ اِذَا كَانَ لِلَّذِىْ اَعْتَقَ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ يُقَوَّمُ مِنْ مَالِهِ قِيْمَةَ الْعَدْلِ وَيُدْفَعُ اِلَى الشُّرَكَاءِ اَنْصِبَاؤُهُمْ وَيُخَلَّى سَبِيْلُ الْمُعْتَقِ يُخْبِرُ ذٰلِكَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ

২৩৪২. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি যৌথ মালিকানাধীন দাস ও দাসীদের ব্যাপারে ফতোয়া দান করতেন যে, যদি কোন একজন মালিক তার নিজের অংশ মুক্ত করে দেয় আর তার কাছে ঐ দাসের বা দাসীর ন্যায্য মূল্যের সমান অর্থ থাকে তাহলে তাকে (দাস বা দাসীকে) পূর্ণভাবে মুক্ত করে দেয়া উক্ত (আংশিক) মুক্তিদাতার প্রতি বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। তাই অন্যান্য অংশীদারকে অংশমত মূল্য প্রদান করে দাসটির (মুক্তির) পথ উন্মুক্ত করে দেয়া হবে। ইবনে উমর (রা) নবী (সঃ) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করতেন।

৫–অনুচ্ছেদঃ কোন ব্যক্তি যদি যৌথ মালিকানাধীন কোন দাসের নিজ অংশ মুক্ত করে দেয় এবং দাসকে মুক্ত করার মত পূরা অর্থ তার কাছে না থাকে তবে মুক্তির জন্য মালিকদের সাথে লিখিত চুক্তিবদ্ধ দাসের মত তাকে স্বল্পশ্রমের কাজে নিয়োজিত করবে।

٢٣٤٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ اَعْتَقَ نَصِيْبًا اَوْ شَقِيْصًا فِىْ مَمْلُوْكٍ فَخَلَاصُهُ عَلَيْهِ فِى مَالِهِ اِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَاِلاَّ قُوِّمَ عَلَيْهِ فَيُسْتَسْعَى بِهِ غَيْرَ مَشْقُوْقٍ عَلَيْهِ -

২৩৪৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, কেউ কোন দাসের তার নিজস্ব মালিকানার অংশ আযাদ করে দিলো, এবং সে স্বচ্ছল হলে নিজের অর্থ দিয়ে ঐ দাসকে মুক্ত করা তার জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। কিন্তু দাসের মূল্যের সমান অর্থ না থাকলে দাসটির মূল্য নির্ধারিত করা হবে এবং তাকে সাধ্যমত পরিশ্রম করানো হবে।

৬–অনুচ্ছেদঃ ভুলক্রমে দাস মুক্ত করা, তালাক দেয়া এবং অনুরূপ কাজে ত্রুটি হওয়া সম্পর্কে। দাসমুক্তি শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হতে পারে। নবী (সঃ) বলেছেনঃ প্রত্যেক ব্যক্তি তার কাজের অভিপ্রায় অনুযায়ী ফল পাবে। ভুলক্রটিকারীদের কোন অভিপ্রায় থাকে না।

٢٣٤٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَجَاوَزَ لِىْ عَنْ اُمَّتِى مَاوَسْوَسَتْ بِهِ صُدُوْرُهَا مَالَمْ تَعْمَلْ اَوْ تَكَلَّمْ ـ

২৩৪৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ আমার উম্মতের হৃদয়ে সৃষ্ট গুনাহর ভাব ও চেতনাকে (ওয়াসওয়াসা) মাফ করে দিয়েছেন যতক্ষণ না তদনুযায়ী কাজ করবে বা কথার মাধ্যমে ব্যক্ত করবে।

٢٣٤٥- عَنْ عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِامْرِئٍ مَانَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوِ امْرَاَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ ـ

২৩৪৫. উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, সব রকমের কাজের ফলাফল নিয়াতের ওপর নির্ভরশীল। তাই প্রত্যেক ব্যক্তিই নিয়াত মোতাবেক ফলাফল লাভ করবে। যদি কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উদ্দেশ্যে হিজরত করে থাকে তবে তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উদ্দেশ্যেই গণ্য হবে। আর দুনিয়ার জন্য কারো হিজরত হলে অথবা কোন নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাকে বিবাহের উদ্দেশ্যে হিজরত করলে, যে নিয়াতে সে হিজরত করেছে, তাই প্রাপ্ত হবে।

৭–অনুচ্ছেদঃ যদি কেউ তার গোলাম সম্পর্কে বলে যে, সে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট এবং এই কথা দ্বারা তাকে মুক্তিদানের নিয়াত করে আর মুক্তিদানের ব্যাপারে কাউকে সাক্ষী রাখে তার হুকুম।

٢٣٤٦- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّهُ لَمَّا اَقْبَلَ يُرِيْدُ الْاِسْلَامَ وَمَعَهُ غُلَامُهُ ضَلَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ فَاَقْبَلَ بَعْدَ ذٰلِكَ وَاَبُوْ هُرَيْرَةَ جَالِسٌ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ هٰذَا غُلَامُكَ قَدْ اَتَاكَ فَقَالَ اَمَا اِنِّىْ اُشْهِدُكَ اَنَّهُ حُرٌّ قَالَ فَهُوَ حِيْنَ يَقُوْلُ : يَالَيْلَةً مِنْ طُوْلِهَا وَعَنَائِهَا * عَلٰى اَنَّهَا مِنْ دَارَةِ الْكُفْرِ نَجَّتِ ـ

২৩৪৬. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি যখন ইসলাম গ্রহণের জন্য নবী (সঃ)–এর কাছে আসলেন তখন তাঁর সাথে তাঁর ক্রীতদাসও ছিল। কিন্তু তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। এর কিছু দিন পরে দাসটি যখন এসে উপস্থিত হল আবু হুরাইরা তখন নবী (সঃ)–এর সাথে বসেছিলেন। দাসটিকে দেখে নবী (সঃ) বললেন, হে আবু হুরাইরা! এই যে তোমার দাস তোমার কাছে এসেছে। আবু হুরাইরা (রা) বললেন, আমি আপনাকে সাক্ষী করে বলছি, সে দাসত্ব থেকে মুক্ত। বর্ণনাকারী বলেন, (মদীনায় পৌছে) আবু হুরাইরা

বলতেন, হিজরতের রাত বড় দীর্ঘ ও কষ্টদায়ক ছিল। তবে হাঁ, দারুল কুফর থেকে তা আমাদেরকে মুক্তি দিয়েছে।

٢٣٤٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قُلْتُ فِى الطَّرِيْقِ . يَا لَيْلَةً مِنْ طُوْلِهَا وَعَنَائِهَا * عَلَى اَنَّهَا مِنْ دَارَةِ الْكُفْرِ نَجَّتِ.قَالَ وَاَبَقَ مِنِّىْ غُلاَمٌ لِى فِى الطَّرِيْقِ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ بَايَعْتُهُ فَبَيْنَا اَنَا عِنْدَهُ اِذْ طَلَعَ الْغُلاَمُ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ هٰذَا غُلاَمُكَ فَقُلْتُ هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللّٰهِ فَاَعْتَقْتُهُ-

২৩৪৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আমি যখন ইসলাম গ্রহণের জন্য নবী (সঃ)–এর কাছে আসলাম তখন রাস্তায় বললাম, রাত বড় দীর্ঘ ও কষ্টদায়ক। তবে তা দারুল কুফর থেকে মুক্তি দিয়েছে। আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেছেন, রাস্তায় আমার একটি গোলাম পালিয়ে চলে গেল। অতঃপর আমি নবী (সঃ)–এর কাছে পৌঁছে বায়আত করলাম এবং পরে এক সময় তাঁর কাছে উপস্থিত থাকা অবস্থায় গোলামটি আগমন করল। রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে (ডেকে) বললেনঃ হে আবু হুরাইরা! এই দেখ তোমার গোলাম। আমি বললাম, সে আল্লাহর ওয়াস্তে মুক্ত–স্বাধীন। আমি তাকে আযাদ করে দিলাম।[১]

٢٣٤٨- عَنْ قَيْسٍ قَالَ لَمَّا اَقْبَلَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَمَعَهُ غُلاَمُهُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْاِسْلاَمَ فَضَلَّ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِهٰذَا وَقَالَ اَمَا اِنِّىْ اُشْهِدُكَ اَنَّهُ لِلّٰهِ -

২৩৪৮. কায়েস ইবনে আবু হাযেম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবু হুরাইরা (রাঃ) যখন তাঁর গোলাম সহ ইসলাম গ্রহণের জন্য আগমন করলেন তখন তিনি ও তার গোলাম পরস্পরকে হারিয়ে ফেললেন (পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল)। এরপর তিনি (আবু হুরাইরা) বললেন, আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে ঘোষণা করছি, সে (আমার গোলাম) এখন আল্লাহর জন্য (অর্থাৎ সে এখন মুক্ত)।

৮–অনুচ্ছেদঃ উম্মুল ওয়ালাদ সম্পর্কে হাদীসে যা উল্লেখিত হয়েছে। আবু হুরাইরা নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, কিয়ামতের একটা আলামত হল, দাসী তার প্রভুকে প্রসব করবে (অর্থাৎ নিজের গর্ভজাত সন্তান তার প্রভু হবে)।[২]

---

২. " উম্মুল ওয়ালাদ" শব্দটির শাব্দিক অর্থ হল সন্তানের মা। সুতরাং উম্মুল ওয়ালাদ বলা হয় মনিবের ঔরসে যে দাসীর গর্ভ থেকে সন্তান জন্ম নিয়েছে। ইসলামী শরীআতে এই ধরনের দাসীদের স্থান (position) ছিল এই যে, মনিবের ঔরসে কোন দাসীর গর্ভে সন্তান জন্ম নিলে তাকে আর বিক্রি বা হস্তান্তর করা যাবে না এবং মনিবের মৃত্যুর সাথে সাথে সে আপনা থেকেই স্বাধীন হয়ে যাবে।

দাসী তার প্রভুকে প্রসব করবে। এর অর্থ হল প্রভুর ঔরসে তার গর্ভে যে সন্তান হবে তা হবে মনিবের সন্তান এবং পুরাপুরি স্বাধীন। মনিবের সন্তান হিসেবে সে–ও যেন তার মনিব।

٢٣٤٩- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ عُتْبَةَ بْنَ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَهِدَ اِلٰى اَخِيْهِ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ اَن يَقْبِضَ اِلَيْهِ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ قَالَ عُتْبَةُ اِنَّهُ ابْنِىْ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَمَنَ الْفَتْحِ اَخَذَ سَعْدُ ابْنَ وَلِيْدَةِ زَمْعَةَ فَاَقْبَلَ بِهِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَقْبَلَ مَعَهُ بِعَبْدِ بْنِ زَمْعَةَ فَقَالَ سَعْدٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا ابْنُ اَخِىْ عَهِدَ اِلَىَّ اَنَّهُ ابْنُهُ فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا اَخِىْ اِبْنُ وَ لِيْدَةِ زَمْعَةَ وُلِدَ عَلٰى فِرَاشِهِ فَنَظَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى ابْنِ وَلِيْدَةِ زَمْعَةَ فَاِذَا هُوَ اَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ لَكَ يَاعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ مِنْ اَجْلِ اَنَّهُ وُلِدَ عَلٰى فِرَاشِ اَبِيْهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِحْتَجِبِىْ مِنْهُ يَاسَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ مِمَّا رَاٰى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ وَكَانَ سَوْدَةُ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ -

২৩৪৯. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, উতবা ইবনে আবু ওয়াক্কাস যামআর দাসীর গর্ভজাত সন্তানকে গ্রহণ করার জন্য তাঁর ভাই সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাসকে অসিয়াত করেছিলেন। কারণ স্বরূপ উতবা বলেছিলেন যে, সে (যামআর দাসীর পুত্র) আমার পুত্র। মক্কা বিজয়ের সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কা আগমন করলে সা'দ যামআর দাসীর পুত্রকে সাথে নিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে আসলেন এবং আবদ ইবনে যামআকেও সাথে আনলেন। সা'দ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এ আমার ভাইয়ের পুত্র। আমার ভাই আমাকে অসিয়াত করে গিয়েছেন যে, সে তার সন্তান (তাকে যেন আমি গ্রহণ করি)। তখন আবদ ইবনে যামআ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এ আমার ভাই যামআর সন্তান। তার বিছানাতেই সে জন্ম নিয়েছে। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) যামআর দাসীর পুত্রের দিকে তাকালেন এবং তাকে তার (উতবা ইবনে আবু ওয়াককাসের) সাথে সর্বাপেক্ষা বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ দেখতে পেলেন। এরপর রসূলুল্লাহ (সঃ) আবদ ইবনে যামআকে লক্ষ্য করে বললেনঃ হে আবদ ইবনে যামআ! সে তোমারই। কেননা সে তার পিতার বিছানাতেই জন্মগ্রহণ করেছে। তবে উতবার সাথে তার চেহারার সাদৃশ্য দেখে (সন্দেহ হওয়ার কারণে) তিনি সাওদাকে বললেন, হে সাওদা! তুমি তার সামনে পর্দা করে চলবে। সাওদা (রা) ছিলেন নবী (সঃ)-এর স্ত্রী।

৯-অনুচ্ছেদঃ মুদাব্বার ক্রীতদাসের ক্রয়-বিক্রয়।[৩]

٢٣٥- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَدَعَا النَّبِىُّ ﷺ بِهِ فَبَاعَهُ قَالَ جَابِرٌ مَاتَ الْغُلَامُ عَامَ اَوَّلَ -

৩. মুদাব্বার হল এমন ক্রীতদাস যার মনিব ঘোষণা করেছে যে, তার মৃত্যুর পর ক্রীতদাসটি দাসত্ব বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েযাবে।

২৩৫০. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি তার নিজের মৃত্যুর পর তার একটি গোলামকে স্বাধীন হবে বলে ঘোষণা করল। নবী (সঃ) ঐ গোলামটিকে ডেকে নিয়ে অন্যত্র বিক্রি করে দিলেন। জাবের বর্ণনা করেছেন যে, গোলামটি প্রথম বছরেই মৃত্যুবরণ করেছিল।

১০–অনুচ্ছেদঃ দাসের অভিভাবকত্ব ক্রয়–বিক্রয় করা এবং হেবা বা দান করা।[৪]

٢٣٥١ - عَنْ عُمَرَ يَقُوْلُ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهٖ -

২৩৫১. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) দাসের অভিভাবকত্ব বিক্রি কিংবা দান করতে নিষেধ করেছেন।

٢٣٥٢ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِشْتَرَيْتُ بَرِيْرَةَ فَاشْتَرَطَ اَهْلُهَا وَلَاءَهَا فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اَعْتِقِيْهَا فَاِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ اَعْطَى الْوَرِقَ فَاَعْتَقْتُهَا فَدَعَاهَا النَّبِيُّ ﷺ فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَقَالَتْ لَوْ اَعْطَانِيْ كَذَا وَكَذَا مَا ثَبَتُّ عِنْدَهٗ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا

২৩৫২. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আমি বারীরাকে খরিদ করে আযাদ করতে চাইলে তার মালিক বললো যে, অভিভাবকত্ব তাদের থাকতে হবে। আমি নবী (সঃ)–এর কাছে এ কথা বললে তিনি বলেন, তুমি তাকে আযাদ করে দাও। অভিভাবকত্ব তারই হয় যে অর্থ প্রদান করে। সুতরাং আমি তাকে আযাদ করে দিলাম। এরপর নবী (সঃ) তাকে ডেকে তার স্বামীর ব্যাপারে তাকে এখতিয়ার দিলেন (অর্থাৎ এখন সে স্বাধীন, ইচ্ছা করলে দাসী থাকাকালে যে বিবাহ তার হয়েছিল তা সে বাতিল করতে পারে এবং ইচ্ছা করলে বহালও রাখতে পারে)। সে বলল, যদি সে (তার স্বামী) আমাকে এতো এতো পরিমাণ (অঢেল) সম্পদও দেয় তবুও আমি তার কাছে থাকব না। সুতরাং সে এখতিয়ারকে কাজে লাগিয়ে স্বামী থেকে আলাদা হয়ে গেল।

১১–অনুচ্ছেদঃ যদি কোন ব্যক্তির মুশরিক ভাই বা চাচা যুদ্ধে বন্দী হয়ে আসে তাহলে কি তাদের পক্ষ থেকে ফিদইয়া আদায় করে তাদেরকে মুক্তি দেয়া যাবে?

---

৪. যে সময় নবী (সঃ) আরবের বুকে ইসলামী বিপ্লবের ডাক দেন এবং এর ভিত্তিতে গোটা মানব সমাজের পুনর্বিন্যাস করার সংগ্রাম চালান সেই সময় আরব উপদ্বীপে তথা তৎকালীন সভ্য সমাজের সবখানেই অসংখ্য অন্যায়ের পাশাপাশি দাস কেনা–বেচাও চলত অবাধে। নবী (সঃ) এই দাসবৃত্তি ও প্রথাকে উৎখাত করতে সংকল্প করলেন। স্থায়ীভাবে দাস প্রথাকে উৎখাত করতে হলে মানুষকে এদিকে স্বতঃস্ফূর্তভাসহ এগিয়ে আসা দরকার। যাতে তারা নিজ হতে এ প্রথা ঘৃণাভরে উচ্ছেদ করে। এজন্য প্রথমে মানবিক দিক থেকে ব্যাপারটিকে তুলে ধরা হল এবং পরে বিভিন্ন পদ্ধতি যেমন তাদবীর, মোকাতাবা, আংশিকভাবে মুক্ত করলে সবটাই মুক্ত করা দায়িত্ব করে দেয়া এবং উমে ওয়ালাদ প্রভৃতি পদ্ধতি চালু করা হল। এর ফলে অসংখ্যে দাস মুক্তিলাভ করতে শুরু করল। কিন্তু অরাজক পরিবেশে সহায় সম্বল ও আত্মীয়–বন্ধুহীন এই মানুষগুলোকে আশ্রয়দান ও পৃষ্ঠপোষকতার একান্তই প্রয়োজন ছিল। তাই যারা তাদের মুক্তি দিত মুক্ত ক্রীতদাসগুলো তাদের ছত্রছায়ায় সমাজে বসবাস করত। এটাই হল অভিভাবকত্ব। ওয়ালী বা অভিভাবক তাদের ভরণপোষণ ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করত। অবশ্য এর বিনিময়ে জগণ্য কিছু স্বার্থলাভের আইনগত স্বীকৃতিও তাদের জন্য ছিল।

আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন, আব্বাস নবী (সঃ)–কে বলেছিলেন, আমি নিজের ও আকীলের (উভয়ের) পক্ষ থেকে ফিদইয়া আদায় করেছি। আলী (রা) তাঁর ভাই আকীল ও চাচা আব্বাসের সম্পদের অংশ গনীমাত হিসাবে লাভ করেছিলেন।

٢٣٥٣– عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رِجَالاً مِنَ الاَنْصَارِ اِسْتَأْذَنُوا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا ائْذَنْ فَلْنَتْرُكْ لاِبْنِ اُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ فَقَالَ لاَ تَدَعُوْنَ مِنْهُ دِرْهَمًا –

২৩৫৩. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আনসারদের কিছু সংখ্যক লোক রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর কাছে এসে বললঃ আমাদেরকে অনুমতি দিন আমরা আমাদের বোন–পুত্র (ভাগিনা) আব্বাসের ফিদইয়া গ্রহণ করেই তাকে মুক্তি দান করি।[৫] (একথা শুনে) নবী (সঃ) বললেন, তার একটি দিরহামও ছাড়তে পারবে না। (দীন ইসলামে বৈষম্যমূলক আচরণ পরিহার করার জন্যই নবী (সঃ) এরূপ করেছেন।)

১২–অনুচ্ছেদঃ মুশরিক ক্রীতদাসকে আযাদ করা এবং এ সম্পর্কিত বিধান।

٢٣٥٤– عَنْ هِشَامٍ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ اَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ اَعْتَقَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةَ رَقَبَةٍ وَحَمَلَ عَلٰى مِائَةِ بَعِيْرٍ فَلَمَّا اَسْلَمَ حَمَلَ عَلٰى مِائَةِ بَعِيْرٍ وَاَعْتَقَ مِائَةَ رَقَبَةٍ قَالَ فَسَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اَشْيَاءَ كُنْتُ اَصْنَعُهَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ كُنْتُ اَتَحَنَّثُ بِهَا يَعْنِىْ اَتَبَرَّرُبِهَا قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَسْلَمْتَ عَلٰى مَاسَلَفَ لَكَ مِنْ خَيْرٍ –

২৩৫৪. হিশাম (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আমার পিতা (উরওয়া) হাকীম ইবনে হিযাম সম্পর্কে আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি জাহিলী যুগে একশ' জন ক্রীতদাস মুক্ত করেছিলেন এবং সওয়ারীর জন্য তাদেরকে একশ'টি উট দান করেছিলেন। তিনি (হাকীম ইবনে হিযাম) যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন তখনও একশ'টি উট সওয়ারীর জন্য দিয়ে একশ'জন ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দিলেন। হাকীম ইবনে হিযাম বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)–কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি ঐ সব কাজ সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন যা আমি জাহিলী জীবনে নেকীর উদ্দেশ্যে করতাম। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, অতীতে যা কিছু ভাল কাজ করেছো তা সহকারেই তুমি ইসলাম গ্রহণ করেছো।

১৩–অনুচ্ছেদঃ কোন আরব যদি কোন দাস–দাসীর মালিক হয় এবং তাকে দান করে, বিক্রি করে, সহবাস করে এবং ফিদইয়া হিসেবে দেয় অথবা শিশুদেরকে বন্দী করে তাহলে এর বিধান কি? মহান আল্লাহর বাণীঃ

---

৫. আনসারগণ আব্বাসকে তাদের বোন–পুত্র বা ভাগ্নে বলে পরিচয় দেয়ার কারণ হল, আব্বাসের পিতা ও রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর দাদা আবদুল মোত্তালিবের মা সালমা বিনতে আমর মদীনার বনি নাজ্জার গোত্রের মেয়ে ছিলেন।

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً عَبْدًا مَمْلُوْكًا لاَّ يَقْدِرُ عَلٰى شَىْءٍ وَّمَنْ رَّزَقْنٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَّجَهْرًا هَلْ يَسْتَوٗنَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ ـ

(سورة النحل ـ اية ـ ٧٥)

" শোন আল্লাহ একটি উপমা দিয়েছেন। একদিকে একজন ক্রীতদাস, নিজের ইচ্ছামত কোন কিছুই করার অধিকার তার নেই। অপরদিকে আর একজন এমন, যাকে আমি আমার পক্ষ থেকে সম্পদের উত্তম সংস্থান দিয়েছি আর সে তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে থাকে। বল দেখি, এই দুজন কি পরস্পর সমান? সমস্ত প্রসংসা আল্লাহর কিন্তু অধিকাংশ লোক (এই সহজ কাথাটি) বুঝতে পারে না" (আন–নাহলঃ ৭৫)।

٢٣٥٥– عَنْ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ اَخْبَرَاهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَامَ حِيْنَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ فَسَاَلُوْهُ اَنْ يَرُدَّ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ فَقَالَ اِنَّ مَعِى مَنْ تَرَوْنَ وَاَحَبُّ الْحَدِيْثِ اِلَىَّ اَصْدَقُهُ فَاخْتَارُوْا اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ اِمَّا الْمَالَ وَاِمَّا السَّبْىَ وَقَدْ كُنْتُ اسْتَاْنَيْتُ بِهِمْ وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ انْتَظَرَهُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِيْنَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ غَيْرُ رَادٍّ اِلَيْهِمْ اِلاَّ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ قَالُوْا فَاِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا فَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ فِى النَّاسِ فَاَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ : اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ اِخْوَانَكُمْ جَاؤُنَا تَائِبِيْنَ وَاِنِّى رَأَيْتُ اَنْ اَرُدَّ اِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ فَمَنْ اَحَبَّ مِنْكُمْ اَنْ يُطَيِّبَ ذٰلِكَ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يَكُوْنَ عَلٰى حَظِّهِ حَتّٰى نُعْطِيَهُ اِيَّاهُ مِنْ اَوَّلِ مَا يُفِئُ اللّٰهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ فَقَالَ النَّاسُ طَيَّبْنَا ذٰلِكَ قَالَ اِنَّا لاَ نَدْرِىْ مَنْ اَذِنَ مِنْكُمْ مِمَّنْ لَمْ يَاذَنْ فَارْجِعُوْا حَتّٰى يَرْفَعَ اِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ اَمْرَكُمْ فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ ثُمَّ رَجَعُوْا اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَاَخْبَرُوْهُ اَنَّهُمْ طَيَّبُوْا وَاَذِنُوْا فَهٰذَا الَّذِىْ بَلَغَنَا عَنْ سَبْىِ هَوَازِنَ ـ

২৩৫৫. মারওয়ান ও মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেছেন, (হাওয়াযেন গোত্রের সাথে যুদ্ধের পর) হাওয়াযেন গোত্রের প্রতিনিধিদল নবী (সঃ)–এর কাছে এসে তাদের অর্থ সম্পদ ও বন্দীদের ফিরিয়ে দেয়ার আবেদন জানালে নবী (সঃ) বললেন, (আমি তো একা নই) তোমরা দেখছো আমার সাথে আরো লোক আছে। সত্য ও স্পষ্ট কথাই আমার কাছে সবচাইতে প্রিয়। দু'টি জিনিসের যে কোন একটিকে তোমরা গ্রহণ কর। হয় অর্থ–সম্পদ, নয় তো বন্দীদেরকে। আমি এজন্যই বন্দীদেরকে বন্টনের

ব্যাপারে বিলম্ব করেছিলাম। (বর্ণনাকারী বলেন,) নবী (সঃ) তায়েফ থেকে ফিরতে দশ রাতের (দিনের)-ও বেশী তাদের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। এভাবে হাওয়াযিন প্রতিনিধি দলের কাছে যখন স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, নবী (সঃ) দু'টির যে কোন একটির বেশি ফিরিয়ে দিচ্ছেন না, তখন তারা বলল, আমরা আমাদের বন্দীদেরকেই ফেরত নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। নবী (সঃ) সবার সামনে দাঁড়িয়ে যথাযোগ্যভাবে আল্লাহর প্রশংসা করার পর বললেনঃ তোমাদের ভাইয়েরা তওবা করে মুসলমান হয়ে আমাদের কাছে এসেছে এবং আমি তাদের বন্দীদেরকে তাদের কাছে ফেরত দিতে মনস্থ করেছি। সুতরাং তোমরা যারা এটাকে উত্তম মনে করো তারা এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ কর। আর যারা নিজের অংশের অধিকার ছাড়তে রাজি নও তাদেরকে এরপর প্রথমেই যে ফাই (বিনা যুদ্ধে শত্রু কর্তৃক পরিত্যক্ত সম্পদ)-এর অর্থ আল্লাহ আমাকে দান করবেন তা থেকে ঐ ব্যক্তির এই অংশ আমি পূরণ করে দেবো। এই শর্তে (এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী) কাজ করো। সবাই বলে উঠলো, আমরা উত্তম মনে করে ও খুশী হয়ে আপনার কথা গ্রহণ করলাম। নবী (সঃ) বললেন, আমি তো জানতে পারছি না যে, তোমাদের কে কে অনুমতি দিলে আর কে কে দিলে না। সুতরাং তোমরা চলে যাও। তোমাদের নেতারা তোমাদের এ ব্যাপারটা আমার সাথে আলোচনা করবে। সমস্ত লোক চলে গেল এবং নেতারা তাদের সাথে আলোচনা করে নবী (সঃ)-এর কাছে জানালো যে, সবাই খুশী মনে উত্তম মনে করে ব্যাপারটিকে গ্রহণ করেছে এবং (আপনি যা করেছেন সে ব্যাপারে) অনুমতি প্রদান করেছে। আনাস (রা) বলেন, হাওয়াযিনের বন্দীদের সম্পর্কে আমরা এতটুকু ঘটনাই অবহিত আছি।

আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আব্বাস (রা) রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেছিলেনঃ আমি বদর যুদ্ধে আমার নিজের ও আকীলের পক্ষ থেকে (একাই দু'জনের) ফিদইয়া আদায় করেছি। (সুতরাং হাওয়াযিনের গনীমাতের সম্পদ থেকে আমাকে বেশী করে অংশ প্রদান করুন)।

٢٣٥٦- عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ كَتَبْتُ اِلٰى نَافِعٍ فَكَتَبَ اِلَىَّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَغَارَ عَلٰى بَنِى الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّوْنَ وَاَنْعَامُهُمْ تُسْقٰى عَلَى الْمَاءِ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبٰى ذَرَارِيَّهُمْ وَاَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَةَ حَدَّثَنِى بِهٖ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ عُمَرَ وَكَانَ فِىْ ذٰلِكَ الْجَيْشِ-

২৩৫৬. ইবনে আওন (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আমি ইবনে ওমরের আযাদকৃত গোলাম নাফে'র কাছে পত্র পাঠালে জবাবে তিনি আমাকে লিখে জানালেন যে, নবী (সঃ) এমন অবস্থায় বনি মুস্তালিক গোত্রের ওপর আকস্মিক আক্রমণ করেছিলেন যখন তারা সম্পূর্ণ অসতর্ক ছিল। সেই সময় তাদের গবাদি পশুগুলোকে পানি পান করানো হচ্ছিল। নবী (সঃ) তাদের যুদ্ধোপযোগী সকলকে প্রাণদন্ড দিলেন। নাবালক সন্তানদেরকে বন্দী করলেন এবং ঐ দিনই জুয়াইরিয়া (বিনতে হারিস)-কে লাভ করলেন। না'ফে বলেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) আমার কাছে বর্ণনা করেছিলেন, তিনি ঐ যুদ্ধের সেনাদলের সঙ্গে ছিলেন।

২৩৫৭- عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيْزٍ قَالَ رَأَيْتُ اَبَا سَعِيْدٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى غَزْوَةِ بَنِى الْمُصْطَلِقِ فَاَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْىِ الْعَرَبِ فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ فَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَاَحْبَبْنَا الْعَزْلَ فَسَأَلْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَاعَلَيْكُمْ اَنْ لاَتَفْعَلُوْا مَامِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِلاَّ وَهِىَ كَائِنَةٌ -

২৩৫৭. ইবনে মুহাইরি (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি (এক সময়) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-কে দেখে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমরা বনি মুস্তালিক গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলাম। সেই যুদ্ধে আমরা কিছু আরব বন্দী লাভ করলাম। আমরা গনীমাত হিসেবে নারী বন্দীদের জন্য কাংখিত ছিলাম। কেননা (স্ত্রীদের ছেড়ে) দূরাঞ্চলে অবস্থান আমাদের কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। সুতরাং ঐসব স্ত্রীলাকদের সাথে সহবাসের সময় আমরা আযল করা পসন্দ করলাম। এরূপ করা সম্পর্কে আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তোমরা যদি এরূপ নাও কর (অর্থাৎ আযল নাও কর) তবুও তোমাদের কোন ক্ষতি নেই। কেননা কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মানুষ আসবে বলে ফয়সালা হয়ে গিয়েছে তারা আসবেই।[৬]

২৩৫৮- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ مَازِلْتُ اُحِبُّ بَنِىْ تَمِيْمٍ مُنْذُ ثَلاَثٍ سَمِعْتُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِيْهِمْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ هُمْ اَشَدُّ اُمَّتِىْ عَلَى الدَّجَّالِ قَالَ وَجَائَتْ صَدَقَاتُهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمِنَا وَكَانَتْ سَبِيَّةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَ اَعْتِقِيْهَا فَاِنَّهَا مِنْ وَلَدِ اِسْمٰعِيْلَ -

২৩৫৮. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট বনি তামীম সম্পর্কে তিনটি কথা শোনার পর থেকে আমি সব সময় তাদেরকে ভালবেসে আসছি। আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, দাজ্জালের মোকাবিলায় তারা (বনি তামীম) হবে আমার কঠোরতম মনোভাবাপন্ন উম্মত। একবার রসূলুল্লাহ (সঃ) -এর কাছে তাদের কিছু যাকাত আসলে তিনি (সঃ) বলেন, এগুলো আমার কওমের যাকাত। তাদের (বনি তামীমের) একজন স্ত্রীলোক আয়েশার নিকট বন্দী হিসেবে ছিল। নবী (সঃ) আয়েশাকে বললেন, একে আযাদ করে দাও। কেননা সে ইসমাঈলের সন্তান।

১৪–অনুচ্ছেদঃ নিজের দাসীকে জ্ঞান ও শিষ্টাচার (আদব) শিক্ষা দেয়ার মর্যাদা।

২৩৫৯- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَعَلَّمَهَا فَاَحْسَنَ اِلَيْهَا ثُمَّ اَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ اَجْرَانِ -

৬. অধিকাংশ আলেমের মতে স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে আযল করা জায়েয। সহবাসের সময় বীর্যস্খলনের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে যোনিদেশ থেকে পুরুষাঙ্গ বিচ্ছিন্ন করে বাইরে বীর্যপাত করা।

২৩৫৯. আবু মূসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যার কাছে একজন দাসী আছে সে যদি তাকে উত্তমরূপে ভরণপোষণ ও প্রতিপালন করে, তার প্রতি ইহসান করে, তাকে মুক্ত করে দেয় এবং তারপর বিয়ে করে তাহলে সেই ব্যক্তি দ্বিগুণ সওয়াবের অধিকারী হবে।[৭]

১৫-অনুচ্ছেদঃ নবী (সঃ)-এর বাণী, দাস-দাসীরা তোমাদের ভাই, তোমরা নিজেরা যা খাবে তাদেরকেও তাই খেতে দেবে। মহান আল্লাহর বাণীঃ

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى

وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ

وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوْرًا

"আল্লাহর দাসত্ব কর এবং তার সাথে কাউকে শরীক করো না। আর পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজন, নিকট প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, পথচারী, সংগী, মুসাফির এবং দাসদাসীদের প্রতি ইহসান বা মানবিক আচরণ কর। আল্লাহ অহংকারী ও গর্বিত লোকদেরকে পসন্দ করেন না" আন-নিসাঃ ৩৬)।

٢٣٦٠- عَنِ الْمَعْرُوْرِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ رَاَيْتُ اَبَا ذَرٍّ الْغِفَارِيَّ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلٰى غُلاَمِهٖ حُلَّةٌ فَسَاَلْنَاهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اِنِّىْ سَابَبْتُ رَجُلاً فَشَكَانِى اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ لِىَ النَّبِىُّ ﷺ اَعَيَّرْتَهٗ بِاُمِّهٖ ثُمَّ قَالَ اِنَّ اِخْوَانَكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ اَيْدِيْكُمْ فَمَنْ كَانَ اَخُوْهُ تَحْتَ يَدِهٖ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَاْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلاَ تُكَلِّفُوْهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَاِنْ كَلَّفْتُمُوْهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَاَعِيْنُوْهُمْ-

২৩৬০. মারূর ইবনে সুয়াইদ (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আমি আবু যার গিফারী (রাঃ)-কে দেখলাম, তিনি একজোড়া কাপড় পরিধান করে আছেন এবং তাঁর দাসও অনুরূপ একজোড়া কাপড় পরিধান করে আছে। এ বিষয়ে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি এক ব্যক্তিকে (ক্রীতদাস) গালি দিয়েছিলাম। সে গিয়ে নবী (সঃ)-এর কাছে অভিযোগ করলে নবী (সঃ) আমাকে বলেন, তুমি কি তার মায়ের কথা বলে তাকে লজ্জা দিয়েছো? তারপর বলেন, তোমাদের ভাইয়েরাই তোমাদের খাদেম। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্ত করে দিয়েছেন। সুতরাং তোমাদের কারো অধীনে তার ভাই

৭. একটি পুরস্কার হল, তাকে ইলম বা জ্ঞান ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়ার কারণে। অপরটি হল তাকে দাসত্ব বন্ধন থেকে মুক্ত করার কারণে। এ হাদীস থেকেও স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়, ইসলাম দাসপ্রথা ও এ ধরনের ঘৃণ্য কাজকে মানব সমাজের জন্য ক্ষতিকর বলে মনে করে এবং একে উচ্ছেদ করার জন্য কত আগ্রহী।

থাকলে সে নিজে যা খাবে তাই তাকে খাওয়াবে এবং নিজে যা পরিধান করবে তাই তাকে পরিধান করাবে। তাদের ওপর তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত কোন কাজ চাপিয়ে দিও না। আর কোন কষ্টকর কাজ দিলে সে ব্যাপারে তাদেরকে সাহায্য কর।

১৬—অনুচ্ছেদঃ যে ক্রীতদাস উত্তমরূপে তার মহান প্রভুর (আল্লাহর) ইবাদত করে এবং নিজের মালিকের কল্যাণ কামনা করে।

٢٣٦١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْعَبْدُ اِذَا نَصَحَ سَيِّدَهُ وَاَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ كَانَ لَهُ اَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ ـ

২৩৬১. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ গোলাম যদি তার মালিকের কল্যাণ কামনা করে এবং তার মহান ও সর্বশক্তিমান প্রভুর ইবাদত উত্তমরূপে আদায় করে তাহলে সে দ্বিগুণ সওয়াব লাভ করবে।

٢٣٦٢- عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَاَدَّبَهَا فَاَحْسَنَ تَاْدِيْبَهَا وَاَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ اَجْرَانِ وَاَيُّمَا عَبْدٍ اَدّٰى حَقَّ اللّٰهِ وَحَقَّ مَوَالِيْهِ فَلَهُ اَجْرَانِ ـ

২৩৬২. আবু মূসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেনঃ কোন ব্যক্তির যদি একজন দাসী থাকে আর সে তাকে আদব ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়, উত্তমরূপে শিক্ষাদান করে এবং দাসত্ব বন্ধন থেকে মুক্ত করে বিয়ে করে নেয় তাহলে ঐ ব্যক্তি দ্বিগুণ সওয়াব লাভ করবে। আর যে দাস আল্লাহর হক আদায় করে এবং তার মালিকের হকও আদায় করে সেও দ্বিগুণ সওয়াব লাভ করবে।

٢٣٦٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوْكِ الصَّالِحِ اَجْرَانِ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَوْ لَا الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْحَجُّ وَبِرُّ اُمِّىْ لَاَحْبَبْتُ اَنْ اَمُوْتَ وَاَنَا مَمْلُوْكٌ ـ

২৩৬৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) সৎকর্মশীল ক্রীতদাস সম্বন্ধে বলেছেন যে, সে দ্বিগুণ সওয়াব লাভ করবে। (আবু হুরায়রা বলেন,) যাঁর হাতে আমার প্রাণ সেই মহান সত্তার শপথ করে বলছি, যদি আল্লাহর পথে জিহাদ করা, হজ্জ আদায় করা এবং আমার মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার ও তাঁর খেদমত করার মত (উত্তম) কাজ না থাকতো, তাহলে আমি ক্রীতদাস হয়ে মৃত্যুবরণ করাকেই উত্তম মনে করতাম।

٢٣٦٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْـرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ نِعْمَ مَا لِاَحَدِهِمْ يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَيَنْصَحُ لِسَيِّدِهِ ـ

২৩৬৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেনঃ কতই না উত্তম অবস্থা ঐ ব্যক্তির যে উত্তমরূপে তার প্রভুর (আল্লাহর) ইবাদত করে এবং নিজ মালিকের কল্যাণ কামনা করে।

১৭–অনুচ্ছেদঃ দাসদের প্রতি হাত উঠানো (মারধর করা) এবং আমার দাস আমার দাসী ইত্যাদি বলা অপসন্দনীয়। মহান আল্লাহ্‌র বাণীঃ

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ ـ (سورة النور ـ ٣٢)

" তোমাদের বিধবাদের এবং সৎকর্মশীল দাস–দাসীদের বিয়ে দিয়ে দাও (সূরা নূরঃ ৩২)।

ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لايدر على شى – (سورة النحل :٧٥)

" আল্লাহ্ এমন এক ক্রীতদাসের উপমা পেশ করেছেন, যে স্বাধীনভাবে কোন কিছুই করতে সক্ষম নয়" (নাহলঃ ৭৫)।

والفيا سيدها لدى الباب – (سوة يوسف)

"উভয়ে তার গৃহকর্তাকে দরজার সামনে দেখতে পেল" (সূরা ইউসুফ)।

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ـ (سورة النساء ـ اية ٢٥)

" আর তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার স্বাধীন মেয়েদের বিয়ে করতে সক্ষম নয়, তারা তোমাদের ঈমানদার দাসীদের বিয়ে করবে" (নিসাঃ ২৫)।

একটি হাদীসে নবী (সঃ) " তোমাদের সাইয়েদ বা নেতাকে স্বাগত জানাও" কথাটি বলেছেন। আর কুরআন মজীদে আছে, "তোমার রব (বাদশাহ)–এর কাছে আমার কথা উত্থাপন কর" (সূরা ইউসুফ)। অর্থাৎ কুরআন মজীদে ও হাদীস শরীফে আবদুন, আমাতুন, মামলূকুন, সাইয়েদুন, ফাতান এবং রববুন, এইসব শব্দ দাসদাসী ও তার মালিকদের বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

٢٣٦٥– عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا نَصَحَ الْعَبْدُ سَيِّدَهُ وَاَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ كَانَ لَهُ اَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ ـ

২৩৬৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ দাস যখন তার মালিকের কল্যাণ কামনা করে (উত্তমরূপে তার খেদমত করে ও নির্দেশ পালন করে) এবং তার রবের (আল্লাহ তাআলার) ইবাদতও অতি উত্তমরূপে আদায় করে তখন সে দ্বিগুণ সওয়াবের অধিকারী হয়।

১৮–অনুচ্ছেদঃ শিরোনামের সাথে সাদৃশ্যঃ যে দাস উত্তমরূপে মালিকের খেদমত ও নির্দেশ পালন করলো, সে মালিক তাকে মারধর করা অপসন্দ করবে।

٢٣٦٦– عَنْ اَبِى مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمَمْلُوْكُ الَّذِىْ يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهٖ وَيُؤَدِّىْ اِلٰى سَيِّدِهِ الَّذِىْ لَهٗ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ وَالنَّصِيْحَةِ وَالطَّاعَةِ لَهٗ اَجْرَانِ ـ

২৩৬৬. আবু মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ যে দাস তার রব (আল্লাহ)–এর ইবাদত উত্তমরূপে সমাধা করে, তার মালিকের যে হক আদায় করা কর্তব্য তা আদায় করে, তার কল্যাণ কামনা করে এবং আনুগত্য করে এমন ক্রীতদাস সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সঃ) দ্বিগুণ সওয়াবের কথা বলেছেন।

٢٣٦٧– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهٗ قَالَ لاَيَقُلْ اَحَدُكُمْ اَطْعِمْ رَبَّكَ وَضِّئْ رَبَّكَ اَسْقِ رَبَّكَ وَلْيَقُلْ سَيِّدِىْ مَوْلاَىَ وَلاَ يَقُلْ اَحَدُكُمْ عَبْدِى اَمَتِىْ وَلْيَقُلْ فَتَاىَ وَفَتَاتِىْ وَغُلاَمِىْ ـ

২৩৬৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ তোমরা কেউ এরূপ বলবে না যে, তোমার প্রভুকে খাওয়াও, তোমার প্রভুকে উযু করাও বা তোমার প্রভুকে পানি পান করাও। দাস বা দাসীরা (তাদের প্রভুকে) বলবে আমার সাইয়েদ বা নেতা এবং আমার অভিভাবক বা তত্ত্বাবধায়ক। আর তোমাদের কেউ যেন দাসদাসীদেরকে এরূপও না বলে যে, আমার আবদ বা দাস এবং আমার দাসী, বরং বলবে, আমার ছেলেটা বা মেয়েটা কিংবা আমার কাজের ছেলে।

٢٣٦٨– عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ اَعْتَقَ نَصِيبًا لَهٗ مِنَ الْعَبْدِ فَكَانَ لَهٗ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيْمَتَهٗ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيْمَةَ عَدْلٍ وَاُعْتِقَ مِنْ مَالِهٖ وَاِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ ـ

২৩৬৮. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেনঃ যে যৌথ মালিকানার কোন ক্রীতদাসের নিজের অংশ মুক্ত করে দিল সেই ক্রীতদাসের জন্য নিরূপিত ন্যায্য মূল্যের পুরো অর্থ যদি সেই (মুক্তিদানকারী) ব্যক্তির থাকে তাহলে তার অর্থেই উক্ত গোলামকে মুক্ত করা হবে। অন্যথায় সে যতটুকু অংশ মুক্ত করেছে ততটুকুই মুক্ত হবে।

٢٣٦٩– عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ فَالْاَمِيْرُ الَّذِى عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهٖ

وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْاَةُ رَاعِيَةٌ عَلٰى بَيْتِ بَعْلِهَا وَ وَلَدِهٖ وَهِىَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلٰى مَالِ سَيِّدِهٖ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُ اَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ ـ

২৩৬৯. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ তোমরা প্রত্যেকেই শাসক বা রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং প্রত্যেকেই তার অধীনস্ত লোকদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। যিনি জনগণের নেতা বা আমীর তিনি তাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী ও তত্ত্বাবধায়ক। সুতরাং ঐসব লোক সম্পর্কে সে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন পুরুষ তার পরিবারের লোকদের শাসক ও রক্ষণাবেক্ষণকারী, সুতরাং পরিবারের লোকদের সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর ঘরবাড়ী ও সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানকারিনী। সুতরাং তাকেও তাদের (স্বামীর ঘরবাড়ী ও সন্তান সন্ততি) সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আর দাস তার মালিকের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণকারী। সুতরাং তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। তাই জেনে রাখ! তোমরা প্রতেকেই শাসক ও রক্ষণাবেক্ষণকারী। আর তাই প্রত্যেকেই তার অধীনস্তদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

٢٣٧٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِبْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا زَنَتِ الْاَمَةُ فَاجْلِدُوْهَا ثُمَّ اِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا فِى الثَّالِثَةِ اَوِ الرَّابِعَةِ بِيْعُوْهَا وَلَوْ بِضَفِيْرٍ ـ

২৩৭০. আবু হুরাইরা ও যায়েদ ইবনে খালিদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ ক্রীতদাসী যদি যেনা করে তাহলে তাকে বেত্রাঘাত করবে। আবার যেনা করলে আবার কোড়া মারবে। এরপরও যদি যেনা করে তাহলে এবারও কোড়া মারবে। (বর্ণনাকারী বলেন,) তৃতীয় অথবা চতুর্থবার নবী (সঃ) বললেন, আবারও যদি যেনা করে তাহলে চুলের একগাছি নগণ্য রশির বিনিময়ে হলেও তাকে বিক্রি করে দিবে।

১৯–অনুচ্ছেদঃ খাদেম বা সেবক খাদ্য পরিবেশন করলে তাকেও সাথে বসাবে।

٢٣٧١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اِذَا اَتٰى اَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهٖ فَاِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً اَوْ لُقْمَتَيْنِ اَوْ اُكْلَةً اَوْ اُكْلَتَيْنِ فَاِنَّهُ وَلِىَ عِلاَجَهُ ـ

২৩৭১. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ তোমাদের কারো খাদেম তার কাছে খাবার নিয়ে আসলে সে যদি তাকে সাথে নাও বসায় তাহলে অন্ততঃ এক বা দুই লোকমা খাবার তার মুখে তুলে দেবে। কেননা সে এই খাবার (পরিবেশন)–এর জন্য পরিশ্রম করেছে।

২০–অনুচ্ছেদঃ দাস তার মালিকের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণকারী। নবী (সঃ) মালিকের সাথে সম্পদের সম্পর্ক দেখিয়েছেন।

٢٣٧٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْاِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِىْ اَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْاَةُ فِى بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِىَ مَسْؤُلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِى مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، قَالَ فَسَمِعْتُ هٰؤُلَاءِ مِنَ النَّبِىِّ وَاَحْسِبُ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ وَالرَّجُلُ فِى مَالِ اَبِيْهِ رَاعٍ وَمَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ -

২৩৭২. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ তোমরা প্রত্যেকেই শাসক এবং নিজের শাসিতদের সম্পর্কে জিজ্ঞেসিত হবে। অতএব ইমাম বা নেতাও শাসক। তিনিও তার শাসিত বা অধীনস্তদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী তার স্বামীর বাড়ীর শাসক বা রক্ষণাবেক্ষণকারী। সেও তার শাসিত বা অধীনস্তদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। খাদেম বা দাস-দাসী তার মালিকের অর্থ সম্পদের রক্ষক। সেও তার দায়িত্বে ন্যস্ত বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেন, এসব কথা আমি নবী (সঃ) থেকে শুনেছি এবং আমার মনে হয় নবী (সঃ) (আরো) বলেছিলেন, ছেলে তার পিতার সম্পদের রক্ষক এবং তাকেও এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হবে। অতএব তোমরা সবাই রক্ষক এবং শাসক। আর তাই প্রত্যেককেই তার অধীনস্থদের বিষয়ে জাবাবদিহি করতে হবে।

২১-অনুচ্ছেদঃ কেউ তার দাসকে তার মুখমন্ডলে মারবে না।

٢٣٧٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا قَاتَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ -

২৩৭৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন লড়াই করে (যুদ্ধের ময়দানে কাফেরের মোকাবিলা কর) তখন মুখমন্ডলে আঘাত করা থেকে বিরত থাকবে।

অধ্যায়—২৬

كتاب المكاتب

(চুক্তিবদ্ধ দাসের বর্ণনা)

১—অনুচ্ছেদঃ চুক্তির ভিত্তিতে মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস ও তার দেয়া অর্থের কিস্তি অর্থাৎ প্রতি বছর এক কিস্তি করে আদায় করা। মহান আল্লাহর বাণীঃ

وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا وَّاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِىْٓ اٰتٰكُمْ - (سورة النور - اية ٣٣)

" আর তোমাদের দাস—দাসীদের মধ্যে যারা মুক্তির জন্য চুক্তিপত্র লিখতে চায় তাদের মধ্যে কল্যাণ লক্ষ্য করলে তা লিখে দাও এবং আল্লাহ তোমাদেরকে যে সম্পদ দান করেছেন (মুক্তির জন্য) তাদেরকে ঐ সম্পদ থেকে দান কর।" রাওহ (র) ইবনে জুরায়েজ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আমি আতাকে জিজ্ঞেস করলাম, আমার ক্রীতদাসের কাছে টাকা আছে এবং মুকাতাব হতে চায় একথা জানতে পারলে তার সাথে মুকাতাবাহ করা কি আমার জন্য ওয়াজিব হবে? জবাবে তিনি বললেন, আমি তো ওয়াজিবই মনে করি। আমর ইবনে দীনার বর্ণনা করেছেন, আমি আতাকে বললাম, আপনি কি (এ মত) কারো নিকট থেকে বর্ণনা করে থাকেন? জবাবে তিনি বললেন, আমি কারো নিকট থেকে বর্ণনা করি না। এরপর বললেন, মূসা ইবনে আনাস তাঁকে বর্ণনা করেছেন যে, আনাস ইবনে মালেকের আযাদকৃত গোলাম সীরীন (আইনুত্তামার যুদ্ধে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ কর্তৃক বন্দী) আনাসের সাথে মুক্তির জন্য চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে আবেদন করলো। যেহেতু তিনি অঢেল সম্পদের মালিক ছিলেন, তাই অস্বীকৃতি জানালেন। দাসটি উমরের কাছে গিয়ে বললে উমর (রা) আনাসকে চুক্তিপত্র করতে বললেন। তখনও তিনি অস্বীকার করলেন। সুতরাং উমর (রা) তাঁকে কষাঘাত করেন এবং এই আয়াত 'দাসদের মধ্যে কল্যাণ দেখতে পেলে তাদের সাথে মুকাতাবা কর' (সূরা নূর) পাঠ করেন। এরপর আনাস (রা) তার সাথে মুকাতাবাহ বা মুক্তিদানের চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন, বারীরা (একজন দাসী) তার মুকাতাবার ব্যাপারে সাহায্য পাওয়ার জন্য তার (আয়েশার) কাছে আসল। তাকে পাঁচ উকিয়া রৌপ্য প্রতি বছরে এক কিস্তি করে পাঁচ কিস্তিতে তার মনিবকে দিতে হবে। আয়েশার একান্ত আগ্রহ ছিল তাকে মুক্ত করা। তাই তিনি বললেঃ শোন, আমি যদি একবারেই সমুদয় অর্থ তাদেরকে পরিশোধ করে দেই তাহলে কি তোমার মনিব তোমাকে বিক্রি করতে রাজী হবে? এরপর আমি তোমাকে আযাদ করে দেব এবং তোমার

বেলায়েত বা অভিভাবকত্ব হবে আমার। বারীরা তার মনিবের কাছে গিয়ে সকল কথা তাদেরকে বললে তারা বলল, না, এই শর্তে হতে পারে না। তবে তোমার অবিভাবকত্ব যদি আমাদের হয় তাহলে হতে পারে। আয়েশা (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ)—এর কাছে এসব কথা ব্যক্ত করলে রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বললেন, তুমি তাকে খরিদ করে মুক্ত করে দাও। বেলায়েত বা অভিভাবকত্ব তো তারই, যে মুক্ত করে। এরপর রসূলুল্লাহ (সঃ) লোকদের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখলেন। তিনি বললেন, লোকদের কি হয়েছে যে, তারা এমন শর্ত আরোপ করে যা আল্লাহর কিতাবে নেই। মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর কিতাবে নেই, এমন শর্ত কেউ স্থির করে থাকলে তা বাতিল গণ্য হবে। আল্লাহর প্রদত্ত শর্ত অর্থাৎ বিধিবিধান বেশী অনুসরণীয়, অপরিবর্তনীয় ও মজবুত।

২—অনুচ্ছেদঃ মুকাতাব গোলামের সাথে যে ধরনের শর্ত করা যেতে পারে। আর কেউ যদি এমন শর্ত করে যা মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর কিতাবে নেই, এ বিষয়ে ইবনে উমর (রা) নবী (সঃ) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٣٧٤- عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ بَرِيْرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِيْنُهَا فِى كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِن كِتَابَتِهَا شَيْئًا قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ اِرْجِعِىْ اِلٰى اَهْلِكِ فَاِنْ اَحَبُّوْا اَنْ اَقْضِىَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُوْنَ وَلاَؤُكِ لِىْ فَعَلْتُ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ بَرِيْرَةُ لاَهْلِهَا فَاَبَوْا وَقَالُوْا اِنْ شَاءَتْ اَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُوْنَ وَلاَؤُكِ لَنَا فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ اِبْتَاعِىْ فَاَعْتِقِىْ فَاِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ قَالَ ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَقَالَ مَابَالُ اُنَاسٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ فَلَيْسَ لَهُ وَاِنْ شَرَطَ مِئَةَ مَرَّةٍ شَرْطُ اللّٰهِ اَحَقُّ وَاَوْثَقُ ـ

২৩৭৪. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, বারীরা তার মুকাতাবা (অর্থের বিনিময়ে দাসত্বমুক্তি)—এর ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থনা করে তাঁর (আয়েশার) কাছে আসল। সে কখনও তার দাসত্ব মোচনের অর্থের ব্যাপারে কিছুই করতে সক্ষম হয়নি বা কোন শর্তাদি স্থির হয়নি। আয়েশা (রা) তাকে বললেন, তোমার মালিকের কাছে গিয়ে বল, তারা চাইলে আমি তোমার মুকাতাবার সমুদয় অর্থ প্রদান করব। তবে বেলায়েত বা অভিভাবকত্ব হবে আমার। বারীরা তার মালিকের কাছে এসব কথা বললে তারা এতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলল, তিনি (আয়েশা) যদি সওয়াবের উদ্দেশ্যে তোমার জন্য এটা করতে চান, করুন। কিন্তু বেলায়েত বা অভিভাবকত্ব হবে আমাদের। সুতরাং আয়েশা (রা) ব্যাপারটি রসূলুল্লাহ (সঃ)—এর কাছে ব্যক্ত করলে তিনি তাঁকে বললেন, তুমি তাকে খরিদ

করে মুক্ত করে দাও। কেননা বেলায়েত বা অভিভাবকত্ব তারই, যে (ক্রীতদাসকে) মুক্ত করে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর রসূলুল্লাহ (সঃ) সবার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, লোকদের কি হল যে, তারা এমন এমন শর্ত আরোপ করতে চায়, যা আল্লাহর কিতাবে নেই! আল্লাহর কিতাবে নেই এমন একশটি শর্ত কেউ স্থির করলেও তদ্বারা তার কোন অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে না। একমাত্র আল্লাহর দেয়া শর্তই অতীব মজবুত ও অনুসরণযোগ্য বাস্তব শর্ত।

٢٣٧٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اَرَادَتْ عَائِشَةُ اُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْ تَشْتَرِىَ جَارِيَةً لِتُعْتِقَهَا فَقَالَ اَهْلُهَا عَلٰى اَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَايَمْنَعُكِ ذٰلِكِ فَانَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ اَعْتَقَ ـ

২৩৭৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) একজন দাসী খরিদ করে মুক্ত করতে ইচ্ছা করলেন। কিন্তু দাসীটির মালিক বলল, তিনি (আয়েশা) মুক্ত করলেও তার বেলায়েত বা অভিভাবকত্ব আমাদের হতে হবে। এসব শুনে রসূলুল্লাহ (সঃ) (আয়েশাকে) বললেন, ঐ শর্ত যেন তোমাকে পিছিয়ে না দেয়। কেননা বেলায়েত তো তার-ই হয়, যে আযাদ করে।

৩-অনুচ্ছেদঃ মুকাতাব (অর্থ দেয়ার প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে মুক্ত) দাস বা দাসীর মানুষের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা।

٢٣٧٦- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ بَرِيْرَةُ فَقَالَتْ اِنِّىْ كَاتَبْتُ اَهْلِىْ عَلٰى تِسْعِ اَوَاقٍ فِى كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ فَاَعِيْنِيْنِىْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ اِنْ اَحَبَّ اَهْلُكِ اَنْ اَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَاُعْتِقَكِ فَعَلْتُ وَيَكُوْنَ وَلَاؤُكِ لِىْ فَذَهَبَتْ اِلٰى اَهْلِهَا فَاَبَوْا ذٰلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ اِنِّىْ قَدْ عَرَضْتُ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ فَاَبَوْا اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ الْوَلَاءَ لَهُمْ فَسَمِعَ بِذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَسَاَلَنِىْ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ خُذِيْهَا فَاَعْتِقِيْهَا وَاشْتَرِطِىْ لَهُمُ الْوَلَاءَ فَاِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ اَعْتَقَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ فِى النَّاسِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِى كِتَابِ اللّٰهِ فَاَيُّمَا شَرْطٍ لَيْسَ فِى كِتَابِ اللّٰهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَاِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ فَقَضَاءُ اللّٰهِ اَحَقُّ وَشَرْطُ اللّٰهِ اَوْثَقُ مَا بَالُ رِجَالٍ مِّنْكُمْ يَقُوْلُ اَحَدُهُم اَعْتِقْ يَافُلَانُ وَلِىَ الْوَلَاءُ اِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ اَعْتَقَ ـ

২৩৭৬. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, বারীরা আমার কাছে এসে বলল, আমি প্রতি বছর এক উকিয়া (রৌপ্য মুদ্রা) করে পরিশোধযোগ্য মোট নয় উকিয়ার বিনিময়ে (আমার মনিবের সাথে) মুকাতাবাহ করেছি। আমাকে সাহায্য করুন। আয়েশা (রা) তাকে বললেন, তোমার মনিব চাইলে আমি একযোগে সমুদয় অর্থ দিয়ে তোমাকে মুক্ত করে দেব। তবে বেলায়েত (বা অভিভাবকত্ব)–এর অধিকার থাকবে আমার। বারীরা গিয়ে তার মনিবক একথা বললে তারা এই শর্তে তার সাথে মুকাতাবাহ করতে বা বিক্রি করতে অস্বীকার করলো। সে আয়েশার কাছে এসে বলল, আমি ঐ বিষয়টি তাদরে কাছে উথাপন করেছিলাম। কিন্তু বেলায়েত তাদের থাকবে এই শর্ত ছাড়া তারা অস্বীকার করেছে। আয়েশা বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ). ঐ ব্যাপারটি শুনে আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি তাঁকে অবহিত করলাম। তিনি বললেন, তাকে কিনে আযাদ করে দাও এবং তাদের বেলায়েতের শর্তও মেনে নাও। কেননা বেলায়েত তো তারই হয় যে আযাদ করে। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন, এরপর রসূলুল্লাহ (সঃ) লোকদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করলেন। অতঃপর বললেন, তোমাদের কিছু সংখ্যক লোকের কি হল যে, তারা (ক্রীতদাসদের মুক্তির ক্ষেত্রে) এমন সব শর্ত আরোপ করছে যা আল্লাহর কিতাবে নেই। শর্ত যাই হোক না কেন, আল্লাহর কিতাবে না থাকলে তা বাতিল গণ্য হবে, যদি একশ'টি শর্তও হয়। আল্লাহর নির্দেশই তো সবচাইতে বেশী অনুসরণযোগ্য এবং আল্লাহর আরোপিত শর্ত ও নিয়ম–বিধানই দৃঢ় এবং মজবুত। তোমাদের কিছু সংখ্যক লোকের কি হল যে, তাদের কেউ কেউ বলে, হে অমুক! তুমি (গোলামটিকে) মুক্ত কর, বেলায়েত কিন্তু আমার হবে। জেনে রাখ, বেলায়েত তারই হয়, যে মুক্ত করে।

৪–অনুচ্ছেদঃ মুকাতাব গোলামের সম্মতি নিয়ে তাকে বিক্রি করা। আয়েশা (রা) বলেছেন, যতক্ষণ দেয় অর্থের কিছু অংশ অপরিশোধিত থাকবে ততক্ষণ সে গোলাম হিসেবেই গণ্য হবে। যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) বলেছেন, এক দিরহাম বাকি থাকলেও সে গোলাম বলে বিবেচিত হবে। ইবনে উমর (রা) বলেছেন, এরূপ ক্ষেত্রে সে জীবন, মৃত্যু ও অপরাধ সর্বক্ষেত্রেই গোলাম গণ্য হবে।

٢٣٧٧– عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ بَرِيْرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِيْنُ عَائِشَةَ اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ فَقَالَتْ لَهَا اِنْ اَحَبَّ اَهْلُكِ اَنْ اَصُبَّ لَهُمْ ثَمَنَكِ صَبَّةً وَاحِدَةً فَاُعْتِقَكِ فَعَلْتُ فَذَكَرَتْ بَرِيْرَةُ ذٰلِكَ لِاَهْلِهَا فَقَالُوْا لاَ اِلاَّ اَنْ يَّكُوْنَ وَلاَؤُكِ لَنَا قَالَ مَالِكٌ قَالَ يَحْيٰى فَزَعَمَتْ عَمْرَةُ اَنَّ عَائِشَةَ ذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِشْتَرِيْهَا وَاَعْتِقِيْهَا فَاِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ ـ

২৩৭৭. আমরাহ বিনতে আবদুর রহমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, বারীরা উম্মুল মু'মিনীন আয়েশার নিকট এসে তার মুকাতাবার ব্যাপারে অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করল। আয়েশা (রা) তাকে বললেন, তোমার মালিক চাইলে আমি একযোগে তোমার

মুকাতাবার সমুদয় অর্থ দিয়ে তোমাকে আযাদ করে দেব। বারীরা তার মালিকের কাছে গিয়ে একথা বললে তারা বলল, না, তোমার বেলায়েত আমাদের হবে এই শর্ত ছাড়া তা হতে পারে না। ইমাম মালেক (র) ইয়াহইয়া (ইবনে সাঈদ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমার ধারণা যে, আয়েশা (রা) ঐ কথা (বারীরার মালিকের শর্ত আরোপের কথা) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে বললে তিনি তাঁকে বললেন, তুমি তাকে (বারীরাকে) খরিদ করে আযাদ করে দাও। বেলায়েত তো তারই যে আযাদ করে।

৫-অনুচ্ছেদঃ মুকাতাব গোলাম যদি কাউকে বলে, আমাকে খরিদ করে আযাদ করুন, আর সে ব্যক্তি ঐ উদ্দেশ্যে তাকে খরিদ করে নেয় তাহলে তা জায়েয হবে।

٢٣٧٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ اَيْمَنَ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَنْ اَبِيْ اَيْمَنَ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ فَقُلْتُ كُنْتُ لِعُتْبَةَ بْنِ اَبِيْ لَهَبٍ وَمَاتَ وَوَرِثَنِيْ بَنُوْهُ وَاِنَّهُمْ بَاعُوْنِي مِنِ ابْنِ اَبِيْ عَمْرٍو فَاَعْتَقَنِي ابْنُ اَبِيْ عَمْرٍو وَاشْتَرَطَ بَنُوْ عُتْبَةَ الْوَلَاءَ فَقَالَتْ دَخَلَتْ بَرِيْرَةُ وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ فَقَالَتْ اِشْتَرِيْنِيْ وَاَعْتِقِيْنِيْ قَالَتْ نَعَمْ : قَالَتْ لَايَبِيْعُنِيْ حَتّٰى يَشْتَرِطُوْا وَلَائِيْ فَقَالَتْ لَاحَاجَةَ لِيْ بِذٰلِكَ فَسَمِعَ بِذٰلِكَ النَّبِيُّ ﷺ اَوْ بَلَغَهُ فَذَكَرَلِعَائِشَةَ فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ مَا قَالَتْ لَهَا فَقَالَ اِشْتَرِيْهَا وَاَعْتِقِيْهَا وَدَعِيْهِمْ يَشْتَرِطُوْنَ مَاشَاؤُا فَاشْتَرَتْهَا عَائِشَةُ فَاَعْتَقَتْهَا وَاشْتَرَطَ اَهْلُهَا الْوَلَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْوَلَاءُ لِمَنْ اَعْتَقَ وَاِنْ اِشْتَرَطُوْا مِائَةَ شَرْطٍ ـ

২৩৭৮. আবু আয়মান (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আয়শার কাছে গিয়ে বললাম, আমি উতবা ইবনে আবু লাহাবের ক্রীতদাস ছিলাম। উতবা মারা গেলে তার ছেলেরা (আমার) উত্তরাধিকারী হয়ে ইবনে আবু আমর মাখযূমীর কাছে আমাকে বিক্রি করে দিলে তিনি (মাখযূমী) আমাকে আযাদ করে দেন। কিন্তু বিক্রির সময় উতবার ছেলেরা আমার অভিভাবক হওয়ার শর্ত করে রেখেছিল। (এই ঘটনা শুনে) আয়েশা (রা) বললেন, (এক সময়) বারীরা আমার কাছে এসেছিল তখন সে মুকাতাব দাসী ছিল। সে বলল, আমাকে খরিদ করে মুক্ত করে দিন। তিনি (আয়েশা) বললেন, ঠিক আছে, তাই হবে। বারীরা বলল, তারা বেলায়েত তাদের হবে এই শর্ত ছাড়া আমাকে বিক্রয়ই করবে না। আয়েশা (রা) বললেন, তাহলে এতে আমার প্রয়োজন নেই। নবী (সঃ) এই ঘটনা শুনতে পেয়ে আয়েশার কাছে তা জিজ্ঞেস করলেন। আয়েশা (রা) বারীরা তাঁর নিকট যা বলেছিল তা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে বর্ণনা করলেন। এসব শুনে তিনি (সঃ) আয়েশাকে বললেন, বারীরাকে খরিদ করে আযাদ করে দাও এবং তারা (বারীরার মালিক) যেভাবে শর্ত করতে চায় করতে দাও। সুতরাং আয়েশা (রা) তাঁকে খরিদ করে আযাদ করে দিলেন। তার মালিকেরা বেলায়েতের শর্ত করে রাখল। নবী (সঃ) বললেন, শত শর্ত আরোপ করলেও বেলায়েত তারই হয় যে আযাদ করে।

অধ্যায়—২৭

كتاب الهبة و فضلها و التحريض عليها

(দান করার মর্যাদা এবং এ ব্যাপারে উৎসাহিত করা)

٢٣٧٩- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَانِسَاءُ الْمُسْلِمَاتِ لاَتَحقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ -

২৩৭৯. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, হে মুসলমান নারীরা! তোমরা এক প্রতিবেশিনী আরেক প্রতিবেশিনীকে অবজ্ঞা করো না বা নগণ্য মনে করো না, যদি সে বকরীর ক্ষুরও (স্বল্প গোশত) পাঠিয়ে দেয়।

٢٣٨٠- عَن عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ لِعُرْوَةَ ابْنَ اُخْتِىْ اِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ اِلَى الْهِلاَلِ ثُمَّ الْهِلاَلِ ثَلاَثَةَ اَهِلَّةٍ فِىْ شَهْرَيْنِ وَمَا اُوْقِدَتْ فِىْ اَبْيَاتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَارٌ فَقُلْتُ يَاخَالَةُ مَاكَانَ يُعِيْشُكُمْ قَالَتِ الاَسْوَادَانِ التَّمْرُوَالْمَاءُ اِلاَّ اَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ جِيْرَانٌ مِّنَ الاَنْصَارِ كَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ وَكَانُوْا يَمْنَحُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مِنَ اَلْبَانِهِمْ فَيَسْقِيْنَا -

২৩৮০. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি উরওয়াকে সম্বোধন করে বললেন, ভাগ্নে! আমরা (মাসের শুরুতে নতুন) চাঁদ দেখতাম। এভাবে পর পর তিনটি চাঁদ দেখতাম এবং দুই দুইটি মাস কেটে যেত, কিন্তু রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ঘরে আগুন (চুলা) জ্বলতো না। উরওয়া বর্ণনা করেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, খালাআম্মা! আপনারা তাহলে কিভাবে বেঁচে থাকতেন? জবাবে আয়েশা বললেন, দু'টি কালো বস্তুর ওপর নির্ভর করে আমরা বেঁচে থাকতাম। তার একটি হল খেজুর , আরেকটি হল পানি। তবে হাঁ, কয়েক ঘর আনসার রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রতিবেশী ছিল। তাদের কিছু দুধেল বকরী ছিল। ঐ বকরীর দুধের কিছুটা তারা রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে পাঠাতেন। আর তা থেকে তিনি আবার আমাদেরকে পান করাতেন।

২—অনুচ্ছেদঃ অল্প পরিমাণ জিনিস দান করা।

٢٣٨١- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْ دُعِيْتُ اِلَىٰ ذِرَاعٍ اَوْ كُرَاعٍ لاَجَبْتُ وَلَوْ اُهْدِىَ اِلَىَّ ذِرَاعٌ اَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ -

২৩৮১. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ আমাকে যদি খুর ও হাতের সামান্য গোশতের দিকেও ডাকা হয়, তবুও আমি যাব এবং যদি খুর বা হাতের সামান্য গোশত আমাকে উপহার পাঠান হয় তাও গ্রহণ করব।

৩—অনুচ্ছেদঃ বন্ধু বা সংগীদের কাছে কোন জিনিস চাওয়া। আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) কোন এক ব্যাপারে সাহাবাদের বলেছিলেনঃ তোমাদের সাথে আমার জন্যও একটা অংশ রাখ।

٢٣٨٢- عَنْ سَهْلٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَرْسَلَ اِلٰى اِمْرَاَةٍ مِّنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَكَانَ لَهَا غُلاَمٌ نَجَّارٌ قَالَ لَهَا مُرِىْ عَبْدَكِ فَلْيَعْمَلْ لَنَا اَعْوَادَ الْمِنْبَرِ ، فَاَمَرَتْ عَبْدَهَا فَذَهَبَ فَقَطَعَ مِنَ الطَّرْفَاءِ فَصَنَعَ لَهُ مِنْبَرًا فَلَمَّا قَضَاهُ اَرْسَلَتْ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ اِنَّهُ قَدْ قَضَاهُ قَالَ اَرْسِلِىْ بِهِ اِلَىَّ فَجَاؤُابِهِ فَاحْتَمَلَهُ النَّبِىُّ ﷺ فَوَضَعَهُ حَيْثُ تَرَوْنَ ـ

২৩৮২. সাহল (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) একজন মুহাজির মহিলার কাছে লোক পাঠালেন। তার একজন কাঠ মিস্ত্রী ক্রীতদাস ছিল। [নবী (সঃ)] তার উদ্দেশ্যে এই বলে লোকটিকে পাঠালেন যে, (তাকে গিয়ে বল) তোমার গোলামকে নির্দেশ দাও সে আমার জন্য কাঠের একটা মিম্বার তৈরী করুক। সুতরাং মহিলাটি তার ক্রীতদাসকে নির্দেশ দিলে সে জংগলে গিয়ে ঝাউ গাছের কিছুটা কেটে এনে নবী (সঃ)-এর জন্য মিম্বার তৈরী করল। সেটি প্রস্তুত হয়ে গেলে (মহিলা) নবী (সঃ)-এর কাছে বলে পাঠান যে, সে (গোলাম) ওটির নির্মাণ শেষ করেছে। তখন নবী (সঃ) সেটি উঠিয়ে ঐ জায়গায় স্থাপন করলেন যেখানে আজ তোমরা দেখতে পাচ্ছ।

٢٣٨٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَبِى قَتَادَةَ السُّلَمِىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ يَوْمًا جَالِسًا مَعَ رِجَالٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ فِى مَنْزِلٍ فِىْ طَرِيْقِ مَكَّةَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَازِلٌ اَمَامَنَا وَالْقَوْمُ مُحْرِمُوْنَ وَاَنَا غَيْرُ مُحْرِمٍ فَاَبْصَرُوا حِمَارًا وَحْشِيًّا وَاَنَا مَشْغُوْلٌ اَخْصِفُ نَعْلِىْ فَلَمْ يُؤْذِنُوْنِىْ بِهِ وَاَحَبُّوْا لَوْ اَنِّىْ اَبْصَرْتُهُ وَالْتَفَتُّ فَاَبْصَرْتُهُ فَقُمْتُ اِلَى الْفَرَسِ فَاَسْرَجْتُهُ ثُمَّ رَكِبْتُ وَنَسِيْتُ السَّوْطَ وَالرُّمْحَ فَقُلْتُ لَهُمْ نَاوِلُوْنِى السَّوْطَ وَالرُّمْحَ فَقَالُوْا لاَ وَاللّٰهِ لاَ نُعِيْنُكَ عَلَيْهِ بِشَىْءٍ فَغَضِبْتُ فَنَزَلْتُ فَاَخَذْتُهُمَا ثُمَّ رَكِبْتُ فَشَدَدْتُ عَلَى الْحِمَارِ فَعَقَرْتُهُ ثُمَّ جِئْتُ بِهِ وَقَدْ مَاتَ فَوَقَعُوْافِيْهِ يَاْكُلُوْنَهُ ثُمَّ اِنَّهُمْ شَكُّوْا فِى اَكْلِهِمْ اِيَّاهُ وَهُمْ حُرُمٌ فَرُحْنَا وَخَبَاْتُ الْعَضُدَ مَعِىْ فَاَدْرَكْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ فَقُلْتُ نَعَمْ فَنَاوَلْتُهُ الْعَضُدَ فَأَكَلَهَا حَتّٰى نَفَّدَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ ـ

২৩৮৩. আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা (রাঃ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদিন আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর কিছু সংখ্যক সাহাবার সাথে মক্কার পথে একটি স্থানে বসে ছিলাম। আর রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের কিছুটা সম্মুখের দিকে অবস্থানরত ছিলেন। দলের সবাই ছিল ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায়। একমাত্র আমিই ছিলাম ইহ্‌রামবিহীন। আমি আমার জুতা সেলাই করছিলাম। এ সময় অন্য সবাই একটি জংলী গাধা দেখতে পেল কিন্তু আমাকে অবহিত করল না। অথচ তারাও মনে মনে আকাংখা করছিল যে, আমি সেটি দেখতে পেলে কতই না উত্তম হত। অতঃপর আমি এদিক ওদিক তাকালাম এবং ওটিকে দেখতে পেয়ে উঠে ঘোড়ার কাছে গেলাম। ঘোড়াতে জিন কষে সওয়ার হলাম, কিন্তু চাবুক ও বর্শা নিয়ে উঠতে ভুলে গেলাম। সুতারং অন্যদের আমি বললাম, চাবুক ও বর্শাটি উঠিয়ে দাও। তারা বলল, আল্লাহর শপথ! এ ব্যাপারে আমরা কোন জিনিস দিয়েই তোমাকে সাহায্য করব না। আমার বড় রাগ হল। আমি ঘোড়ার ওপর থেকে নেমে নিজেই ওই দু'টি উঠিয়ে আবার সওয়ার হলাম। এরপর গাধাটির ওপর আক্রমণ করে তাকে মেরে (যবেহ করে) নিয়ে আসলাম। এরপর (গোশ্‌ত পাকান হলে) সবাই খেতে শুরু করল। অতঃপর ইহ্‌রাম অবস্থায় এটি খাওয়া সম্পর্কে সবার সন্দেহ হল। তাই আমরা সবাই যাত্রা করলাম। আমি অবশ্য (গাধাটির) একটি রান সাথে লুকিয়ে রেখে নিয়ে চললাম (যাতে অন্য কেউ খেয়ে না ফেলে)। অতঃপর আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর কাছে পৌঁছে তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেনঃ তোমাদের সাথে ওটির কোন অংশ আছে কি? অমি বললাম, হাঁ, আছে। এরপর রানখানা তাঁকে দিলে তিনি খেলেন এমনকি (খেয়ে) শেষ করে ফেললেন। অথচ তিনি ইহ্‌রাম অবস্থায় ছিলেন।

৪–অনুচ্ছেদঃ পান করার জন্য পানি চাওয়া। সাহল (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, আমাকে পানি দাও।

٢٣٨٤– عَنْ أَنَسٍ يَقُوْلُ أَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي دَارِنَا هٰذِهِ فَاسْتَسْقٰى فَحَلَبْنَا لَهُ شَاةً لَنَا ثُمَّ شِبْتُهُ مِنْ مَاءِ بِئْرِنَا هٰذِهِ فَأَعْطَيْتُهُ وَأَبُوْبَكْرٍ عَنْ يَسَارِهِ وَعُمَرُ تُجَاهَهُ وَأَعْرَابِيٌّ عَنْ يَمِيْنِهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ عُمَرُ هٰذَا أَبُوْ بَكْرٍ فَأَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ ثُمَّ قَالَ الْأَيْمَنُوْنَ الْأَيْمَنُوْنَ أَلَا فَيَمِّنُوْا قَالَ أَنَسٌ فَهِيَ سُنَّةٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ـ

২৩৮৪. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের এই বাড়ীতে এসে আমাদের কাছে পানি চাইলে আমরা আমাদের একটা বকরী দোহন করে আমাদের এই কূপের পানি ঐ দুধের সাথে মিশিয়ে তাঁকে দিলাম। এই সময় আবু বাক্‌র (রা) তাঁর বামে, উমর সামনে ও এক বদূঈন তাঁর ডানে বসা ছিলো। তিনি (সঃ) যখন পান শেষ

করলেন তখন উমর বললেন, এই আবু বাক্‌র (তাঁকে দিন)। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সঃ) অবশিষ্ট দুধটুকু বেদুঈনকে দিয়ে বললেন, ডান দিক থেকে, ডান দিক থেকে অগ্রাধিকারী। ভাল করে জেনে নাও, ডান দিক থেকে শুরু করবে। আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন, এটিই সুন্নাত, এটিই সুন্নাত, এটিই সুন্নাত।

৫-অনুচ্ছেদঃ শিকারের (গোশতের) উপহার গ্রহণ করা। আবু কাতাদার কাছ থেকে নবী (সঃ) শিকারকৃত প্রাণীর একটি বাহু গ্রহণ করেছিলেন।

٢٣٨٥- عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغَبُوْا فَأَدْرَكْتُهَا فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا وَبَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ بِوَرِكِهَا أَوْ فَخِذَيْهَا قَالَ فَخِذَيْهَا لَا شَكَّ فِيْهِ فَقَبِلَهُ قُلْتُ وَأَكَلَ مِنْهُ قَالَ وَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ قَبِلَهُ -

২৩৮৫. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (মক্কার অদূরবর্তী) মাররুয্‌ যাহ্‌রান থেকে আমরা একটা খরগোশকে তাড়া করলাম। সমস্ত লোক এর পিছনে দৌড়াতে শুরু করল। অবশেষে খরগোশটি ক্লান্ত হয়ে পড়লে আমি ওটির কাছে গিয়ে ধরে আবু তালহার কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি খরগোশটিকে যবেহ্‌ করলেন, এর পিছনের অংশটা অথবা রান দু'টি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। শো'বা পরে বললেন, দুই রান পাঠিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। আর তিনি (সঃ) তা গ্রহণ করেছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তিনি তা থেকে খেয়েছিলেন? তিনি বললেন, হাঁ, খেয়েছিলেন। কিন্তু পরে আবার বললেন, গ্রহণ করেছিলেন।

٢٣٨٦- عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى مَافِيْ وَجْهِهِ قَالَ أَمَا إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ -

২৩৮৬. সা'ব ইবনে জাসসামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) যে সময় আবওয়া অথবা ওয়াদ্দান নামক জায়গাতে অবস্থানরত ছিলেন, তখন তিনি (সা'ব ইবনে জাসসামা) তাঁকে একটি জংলী গাধা উপহার পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তা ফেরত দিয়েছিলেন। তবে তিনি তার চেহারায় অসন্তুষ্টির ভাব দেখে বললেন, আমরা ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় না থাকলে এটা তোমাকে ফেরত দিতাম না।

৬-অনুচ্ছেদঃ উপহার গ্রহণ করা।

٢٣٨٧- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّاسَ كَانُوْا يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ يَبْتَغُوْنَ بِهَا أَوْ يَبْتَغُوْنَ بِذٰلِكَ مَرْضَاةَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ

২৩৮৭. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, লোকেরা [রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে] তাদের উপহারসমূহ পাঠানোর জন্য আয়েশার দিনের (অর্থাৎ যেদিন রসূলুল্লাহ (সঃ) আয়েশার ঘরে থাকবেন) অপেক্ষা করত। এর পেছনে তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হত রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সন্তুষ্টি লাভ করা।

٢٣٨٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَهْدَتْ اُمُّ حُفَيْدٍ خَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ اَقِطًا وَسَمْنًا وَأَضُبًّا فَاَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْاَقِطِ وَالسَّمْنِ وَتَرَكَ الضَّبَّ تَقَذُّرًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأُكِلَ عَلٰى مَائِدَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا اُكِلَ عَلٰى مَائِدَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

২৩৮৮ . ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ ইবনে আব্বাসের খালা উম্মে হুফায়েদ (হুবাইলা) উপহার হিসেবে নবী (সঃ)-এর কাছে পনির, ঘি এবং গুইসাপ পাঠালে নবী (সঃ) পনির ও ঘি খেলেন এবং নোংরা বস্তু হওয়ার কারণে ঘৃণায় গুই-সাপ পরিত্যাগ করলেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, (তবুও) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দস্তরখানে বসেই গুইসাপ খাওয়া হয়েছে। যদি তা হারাম হত তাহলে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দস্তরখানে বসে তা খাওয়া যেত না।

٢٣٨٩- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اُتِىَ بِطَعَامٍ سَاَلَ عَنْهُ اَهَدِيَّةٌ اَمْ صَدَقَةٌ فَاِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ قَالَ لِاَصْحَابِهِ كُلُوْا وَلَمْ يَاْكُلْ وَاِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ ضَرَبَ بِيَدِهِ فَاَكَلَ مَعَهُمْ -

২৩৮৯. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে কোন খাদ্য আনীত হলে তিনি জিজ্ঞেস করতেন, উপহার (হাদিয়া) না সদকা। যদি বলা হত সদকা তাহলে তিনি তাঁর সাহাবাদের বলতেন, খাও, কিন্তু নিজে খেতেন না। আর যদি বলা হত হাদিয়া বা উপহার তাহলে দ্রুত হাত বাড়িয়ে তাদের (সাহাবাদের) সাথে খেতে শুরু করতেন।

٢٣٩٠- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اُتِىَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَحْمٍ فَقِيلَ تُصُدِّقَ عَلٰى بَرِيْرَةَ قَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ -

২৩৯০. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ)-এর কাছে কিছু গোশত আনা হল। বলা হল, বারীরাকে সদকা হিসেবে দেয়া হয়েছে। তিনি বললেন, তার জন্য সদকা কিন্তু আমাদের জন্য উপহার।[১]

১. সদকা যাকে দেয়া হয়, সে যদি তা গ্রহণ করে তাহলে এর মালিকানা স্বত্ব পরিবর্তিত হয়ে যায়। তখন গ্রহণকারীই এর মালিক হয়ে যায় বলে তা আর সদকা থাকে না। তাই তাঁর নিকট থেকে নিয়ে তা ধনী-দরিদ্র সবাই খেতে পারে।

٢٣٩١- عَن عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَن تَشْتَرِىَ بَرِيرَةَ وَأَنَّهُم إِشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَن أَعْتَقَ وَأُهْدِىَ لَهَا لَحْمٌ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ هٰذَا تُصُدِّقَ عَلٰى بَرِيرَةَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ وَخُيِّرَتْ قَالَ عَبدُ الرَّحْمٰنِ زَوْجُهَا حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ قَالَ شُعْبَةُ سَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ عَن زَوجِهَا قَالَ لَا أَدْرِىْ أَحُرٌّ أَمْ عَبْدٌ ـ

২৩৯১. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বারীরাকে খরিদ করার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু তার মালিকরা অভিভাবকত্ব তাদের থাকবে বলে শর্ত আরোপ করল। নবী (সঃ)-এর কাছে একথা বলা হলে তিনি আয়েশাকে বলেন, তাকে খরিদ করে স্বাধীন করে দাও। অভিভাবকত্ব তো তারই যে স্বাধীন করে দেয়। তার (বারীরার) কাছে কিছু গোশ্‌ত পাঠান হলে নবী (সঃ)-কে বলা হল, এটা বারীরাকে সদকা হিসেবে দেয়া হয়েছে। নবী (সঃ) বললেন, তার জন্য সদকা কিন্তু আমাদের জন্য হাদিয়া বা উপহার। স্বাধীন হওয়ায় তাকে (বারীরাকে) তার স্বামী সম্পর্কে এখতিয়ার দেয়া হল (সে তার এই স্বামীর সাথে থাকবে, না বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করে অন্যত্র বিয়ে করবে)। বর্ণনাকারী আবদুর রহমান জিজ্ঞেস করলেন, তার স্বামী গোলাম না স্বাধীন? শো'বা বললেন, আমি আবদুর রহমানকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তার স্বামী গোলাম ছিল, না স্বাধীন। জবাবে তিনি বললেন, সে গোলাম ছিল, না স্বাধীন তা আমি জানি না।

٢٣٩٢- عَن أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَت دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى عَائِشَةَ فَقَالَ عِندَكُم شَىْءٌ قَالَت لَا إِلَّا شَىْءٌ بَعَثَتْ بِهِ أُمُّ عَطِيَّةَ مِنَ الشَّاةِ الَّتِىْ بَعَثَ إِلَيْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا ـ

২৩৯২. উম্মে আতিয়্যা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) আয়েশার কাছে গিয়ে বললেন, তোমার কাছে খাবার কিছু আছে কি? তিনি বললেন, সদকার যে বকরী আপনি উম্মে আতিয়্যাকে পঠিয়েছিলেন তিনি সেই বকরীর কিছু গোশত পাঠিয়েছেন এবং তাই আছে। এ ছাড়া আর কিছুই নেই। নবী (সঃ) বললেন, সদকা তো যথাস্থানে পৌঁছে গিয়েছে (তাই এখন উক্ত বকরীর গোশ্‌ত খাওয়া যেতে পারে)।

৭-অনুচ্ছেদঃ (বন্ধুর) নির্দিষ্ট স্ত্রীর ঘরে পালা বা রাত্রি যাপনের দিন বন্ধুকে হাদিয়া বা উপহার পাঠানোর জন্য অপেক্ষা করা)।

٢٣٩٣ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمِىْ وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ إِنَّ صَوَاحِبِىْ اجْتَمَعْنَ فَذَاكَرَتْ لَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهَا -

২৩৯৩. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, লোক তাদের হাদিয়া বা উপহার পাঠানোর জন্য আমার ঘরে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পালার দিনের অপেক্ষা করত। উম্মে সালামা (রা) বর্ণনা করেছেন, আমার সকল সতীনেরা একত্রিত হয়ে এ বিষয়টি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে বললে তিনি এর কোন জবাব না দিয়ে এড়িয়ে গেলেন।

٢٣٩٤- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ نِسَاءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كُنَّ حِزْبَيْنِ فَحِزْبٌ فِيْهِ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ وَصَفِيَّةُ وَسَوْدَةُ وَالْحِزْبُ الْاٰخَرُ اُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ نِسَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ الْمُسْلِمُوْنَ قَدْ عَلِمُوْا حُبَّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَائِشَةَ فَاِذَا كَانَتْ عِنْدَ اَحَدِهِمْ هَدِيَّةٌ يُرِيْدُ اَنْ يُّهْدِيَهَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَخَّرَهَا حَتّٰى اِذَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَيْتِ عَائِشَةَ بَعَثَ صَاحِبُ الْهَدِيَّةِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَيْتِ عَائِشَةَ فَكَلَّمَ حِزْبُ اُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْنَ لَهَا كَلِّمِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُكَلِّمُ النَّاسَ فَيَقُوْلُ مَنْ اَرَادَ اَنْ يُّهْدِىَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ هَدِيَّةً فَلْيُهْدِهِ اِلَيْهِ حَيْثُ كَانَ مِنْ بُيُوْتِ نِسَائِهِ فَكَلَّمَتْهُ اُمُّ سَلَمَةَ بِمَا قُلْنَ فَلَمْ يَقُلْ لَهَا شَيْئًا فَسَاَلْنَهَا فَقَالَتْ مَاقَالَ لِى شَيْئًا فَقُلْنَ لَهَا فَكَلِّمِيْهِ قَالَتْ فَكَلَّمَتْهُ حِيْنَ دَارَ اِلَيْهَا اَيْضًا فَلَمْ يَقُلْ لَهَا شَيْئًا فَسَاَلْنَهَا فَقَالَتْ مَاقَالَ لِىْ شَيْئًا فَقُلْنَ لَهَا كَلِّمِيْهِ حَتّٰى يُكَلِّمَكِ فَدَارَ اِلَيْهَافَكَلَّمَتْهُ فَقَالَ لَهَا لَاتُؤْذِيْنِىْ فِىْ عَائِشَةَ فَاِنَّ الْوَحْىَ لَمْ يَاْتِنِىْ وَاَنَا فِىْ ثَوْبِ اِمْرَاَةٍ اِلاَّ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَالَتْ اَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مِنْ اَذَاكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ثُمَّ اِنَّهُنَّ دَعَوْنَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَرْسَلَتْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَقُوْلُ اِنَّ نِسَاءَكَ يَنْشُدْنَكَ اللّٰهَ الْعَدْلَ فِىْ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ فَكَلَّمَتْهُ فَقَالَ يَا بُنَيَّةُ : اَلاَتُحِبِّيْنَ مَا اُحِبُّ قَالَتْ بَلٰى فَرَجَعَتْ اِلَيْهِنَّ فَاَخْبَرَتْهُنَّ فَقُلْنَ اِرْجِعِىْ اِلَيْهِ فَاَبَتْ اَنْ تَرْجِعَ فَاَرْسَلْنَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ فَاَتَتْهُ فَاَغْلَظَتْ وَقَالَتْ اِنَّ نِسَاءَكَ يَنْشُدْنَكَ اللّٰهَ الْعَدْلَ فِى بِنْتِ اِبْنِ اَبِى قُحَافَةَ فَرَفَعَتْ صَوْتَهَا حَتّٰى تَنَاوَلَتْ عَائِشَةَ وَهِىَ قَاعِدَةٌ فَسَبَّتْهَا حَتّٰى اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَيَنْظُرُ اِلٰى عَائِشَةَ هَل تَكَلَّمُ قَالَ فَتَكَلَّمَتْ عَائِشَةَ تَرُدُّ عَلٰى زَيْنَبَ حَتّٰى اَسْكَتَتْهَا قَالَتْ فَنَظَرَ النَّبِىُّ ﷺ اِلٰى عَائِشَةَ وَقَالَ اِنَّهَا بِنْتُ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَ الْبُخَارِىُّ الْكَلَامُ الْاٰخِيْرُ

قِصَّةُ فَاطِمَةَ يُذْكَرُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَقَالَ اَبُوْ مَرْوَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ ـ

২৩৯৪. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর স্ত্রীগণ দুই দলে বিভক্ত ছিলেন। একদলে ছিলেন, আয়েশা, হাফসা, সাফিয়া ও সাওদা (রা) এবং অপর দলে ছিলেন উম্মে সালামা ও রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অন্যান্য স্ত্রীগণ (যয়নাব, মায়মূনা, উম্মে হাবীবা ও জুয়াইরিয়া)। আয়েশার প্রতি নবী (সঃ)-এর ভালবাসা সম্পর্কে মুসলমানগণ জানত। সুতরাং রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দেয়ার জন্য তাদের কারো কাছে কোন উপহার থাকলে পাঠাতে বিলম্ব করতেন আয়েশার ঘরে যেদিন রসূলুল্লাহ (সঃ) অবস্থান করতেন, সেই দিন হাদীয়া বা উপহার প্রেরণকারী আয়েশার ঘরে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে তা পাঠিয়ে দিত। এ কারণে উম্মে সালামার দল উম্মে সালমার সাথে আলাপ আলোচনা করে তাঁকে বললেন, আপনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করে তাঁকে বলুন, তিনি যেন সব লোককে বলে দেন যে, কেউ রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে উপহার দিতে চাইলে তিনি তাঁর যে স্ত্রীর কাছেই অবস্থান করুন না কেন, সেখানেই যেন পাঠিয়ে দেয়। উম্মে সালামা (রা) তাঁদের [নবী (সঃ)-এর অন্যান্য স্ত্রীদের] বক্তব্য নিয়ে নবী (সঃ)-এর সাথে কথাবার্তা বললে তিনি তাঁকে কোন জবাব দিলেন না। পরে অন্য সবাই তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) এ বিষয়ে তাঁকে কিছুই বলেননি। তাঁরা তখন উম্মে সালামাকে বললেন, আপনি (আবার) রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তাঁর (আয়েশার) পালার সময় কথাগুলো বললে তিনি তাঁকে (এবারও) কোন জবাব দিলেন না। অতপর আবার ঐসব স্ত্রী বিষয়টি উম্মে সালামাকে জিজ্ঞেস করে জানতে চাইলে তিনি জবাব দিলেন যে, আমাকে তিনি কিছুই বলেননি। তাঁরা আবার বললেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) কোন জবাব না দেয়া পর্যন্ত আপনি তাঁর কাছে কথাগুলো পেশ করতে থাকেন। এবার রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পালা তাঁর ঘরে হলে তিনি আবার ঐ কথা নিয়ে আলোচনা করলেন। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বললেন, আয়েশার ব্যাপারে তুমি আমাকে কষ্ট দিও না। কেননা একমাত্র আয়েশা ছাড়া আর কোন স্ত্রীর সাথে এক বিছানায় থাকাকালে আমার কাছে ওহী আসেনি। আয়েশা বর্ণনা করেন, (একথা শুনে) উম্মে সালামা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনাকে কষ্ট দেয়া থেকে মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে তওবা করছি। এরপর তাঁরা [রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর স্ত্রীগণ] রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কন্যা ফাতেমাকে ডেকে এনে এই বলে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে পাঠালেন যে, আপনি যেয়ে বলুন, আপনার স্ত্রীগণ আল্লাহর শপথ দিয়ে আবু বাকরের কন্যার ব্যাপারে আপনাকে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার করতে বলেছেন। তিনি গিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে বিষয়টি নিয়ে কথা বললে তিনি বলেন, হে প্রিয় বেটি! আমি যা পসন্দ করি তুমি কি তা পসন্দ করো না? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ, অবশ্যই। এরপর তিনি ফিরে এসে তাদেরকে সব কিছু বললেন। তাঁরা তাকে আবার যেতে বললে তিনি অস্বীকৃতি

জানালেন। এরপর তাঁরা সবাই মিলে যয়নাব বিনতে জাহশ-কে পাঠালেন। তিনি এসে কঠোর ও কর্কশ ভাষায় কথা বলতে শুরু করলেন। তিনি বললেন, ইবনে আবু কুহাফার কন্যা সম্পর্কে ইনসাফ করার জন্য আপনার স্ত্রীগণ আপনাকে আল্লাহর কসম দিচ্ছেন। এরপর তিনি চড়া সুরে কথা বলতে শুরু করলেন এবং আয়েশাকে জড়িয়ে তাঁকেও ভালমন্দ বললেন। আয়েশা (রা) সেখানেই বসা ছিলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) শেষ পর্যন্ত আয়েশার প্রতি তাকাতে থাকলেন যে, তিনি কিছু বলেন কিনা? বর্ণনাকারী উরওয়া বলেন, এরপর আয়েশা (রা) কথা বললেন এবং সকল কথার জবাব দিয়ে যয়নাবকে নিশ্চুপ করে দিলেন। তখন নবী (সঃ) আয়েশার দিকে তাকিয়ে বললেন, সে আবু বাকরের মত ব্যক্তির কন্যা (অথবা সে আবু বাকরের কন্যা বটে)।

আবু মারওয়ান গাস্সানী হিশাম ও উরওয়ার মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, লোকেরা তাদের হাদিয়া ও উপহার-উপঢৌকন পাঠানোর ব্যাপারে আয়েশার পালার দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করত।

৮-অনুচ্ছেদঃ যে উপহার বা হাদিয়া ফিরিয়ে দেয়া যাবে না।

٢٣٩٥- عَنْ عَزْرَةَ ابْنِ ثَابِتٍ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ حَدَّثَنِى ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَنَاوَلَنِى طِيْبًا قَالَ كَانَ اَنَسٌ لاَ يَرُدُّ الطِيْبَ قَالَ وَزَعَمَ اَنَسٌ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ لاَ يَرُدُّ الطِّيْبَ -

২৩৯৫. আযরা বিনতে সাবেত আল-আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন ছুমামা ইবনে আবদুল্লাহর নিকট গেলাম তখন তিনি আমাকে উপঢৌকন হিসেবে কিছু সুগন্ধি দ্রব্য দিলেন এবং বললেন, আনাস (রা) সুগন্ধি দ্রব্যের উপহার প্রত্যাখ্যান করতেন না। আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সঃ) সুগন্ধি দ্রব্যের উপহার প্রত্যাখ্যান করতেন না।

৯-অনুচ্ছেদঃ কাছে নেই এমন জিনিস দান করা যারা জায়েয মনে করেন।

٢٣٩٦- عَنِ الْمِسْوَرِ ابْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ اَخْبَرَاهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ حِيْنَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ قَامَ فِى النَّاسِ فَاَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ اِخْوَانَكُمْ جَاؤُنَا تَائِبِيْنَ وَاِنِّىْ رَاَيْتُ اَنْ اَرُدَّ اِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ فَمَنْ اَحَبَّ مِنْكُم اَن يُّطَيِّبَ ذٰلِكَ فَلْيَفْعَلْ وَمَن اَحَبَّ اَن يَّكُوْنَ عَلٰى حَظِّهِ حَتّٰى نُعْطِيَهِ اِيَّاهُ مِنْ اَوَّلِ مَا يُفِئُ اللّٰهُ عَلَيْنَا فَقَالَ النَّاسُ طَيَّبْنَا لَكَ -

২৩৯৬. মিসওয়ার ইবনে মাখরামা ও মারওয়ান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তাঁরা (উভয়ে) বলেছেন, হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধিদল নবী (সঃ)-এর দরবারে আসলে তিনি সবার

সামনে দাঁড়িয়ে যথাযোগ্যভাবে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণাবলী বর্ণনা করার পর বললেন, তোমাদের (এই) ভাইয়েরা তওবা করে অর্থাৎ মুসলমান হয়ে আমাদের কাছে এসেছে এবং আমি তাদের বন্দীদের তাদের নিকট ফেরত দিতে মনস্থ করেছি। সুতরাং তোমরা যারা এ ব্যবস্থাকে উত্তম মনে কর তারা তদনুযায়ী কাজ কর। আর যারা নিজের অংশের অধিকার ছাড়তে রাজি নও তাদেরকে আমি বলছি, এরপর আল্লাহ প্রথমেই যে ফাই (বিনা যুদ্ধে শত্রু কর্তৃক পরিত্যক্ত সম্পদ)-এর অর্থ আমাদের দান করবেন তা থেকে আমি সর্বাগ্রে ঐ ব্যক্তির এই অংশ পূরণ করে দেব এই শর্তে (এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী) কাজ কর। একথার পর সবাই বলে উঠল, আমরা উত্তম মনে করে ও খুশি হয়ে আপনার কথা গ্রহণ করলাম।

১০-অনুচ্ছেদঃ হেবা বা দানের প্রতিদান দেয়া।

٢٣٩٧- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيْبُ عَلَيْهَا ـ

২৩৯৭. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) হাদীয়া বা উপহার গ্রহণ করতেন এবং কোন কোন সময় তার প্রতিদান দিতেন।

১১-অনুচ্ছেদঃ নিজের সন্তানকে কোন জিনিস হাদিয়া বা উপহার দেয়া। কোন এক সন্তানকে কিছু দিলে সমানভাবে অন্য সন্তানদেরকে সেই পরিমাণ না দেয়া পর্যন্ত জায়েয হবে না। এই ধরনের (যুলুমের) দানে কেউ সাক্ষী হবে না। নবী (সঃ) বলেছেন, সন্তানদেরকে কোন কিছু দেয়ার ব্যাপারে ইনসাফ কর। পিতা-মাতা সন্তানকে দান বা হেবা করার পর তা আবার ফেরত নিতে পারবে কি না? পিতা মাতা পুত্রের সম্পদ থেকে আইনসংগতভাবে প্রয়োজন পূরণের মত করে গ্রহণ করতে পারবে, তবে সীমালংঘন করা যাবে না। নবী (সঃ) উমরের নিকট থেকে একটি উট খরিদ করে তা ইবনে উমরকে দিয়ে বললেন, এটিকে যেভাবে ইচ্ছা কাজে লাগাও।

٢٣٩٨- عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيْرٍ اَنَّ اَبَاهُ اَتٰى بِهِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ نَحَلْتُ ابْنِىْ هٰذَا غُلَامًا فَقَالَ اَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ قَالَ لاَ قَالَ فَارْجِعْهُ ـ

২৩৯৮. নোমান ইবনে বাশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ তার পিতা তাকে সাথে নিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে গিয়ে বললেন, আমি আমার এই পুত্রকে একটি ক্রীতদাস দান করেছি। নবী (সঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তোমার সব সন্তানকেই তার মত দান করেছো? তিনি বললেন, না। নবী (সঃ) বললেনঃ তাহলে ওটি ফেরত নিয়ে নাও।

১২-অনুচ্ছেদঃ হেবা বা দানের ব্যাপারে কাউকে সাক্ষী মানা।

٢٤٩٩- عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ اَعْطَانِىْ اَبِىْ عَطِيَّةً فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ : لاَ اَرْضٰى حَتّٰى تُشْهِدَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ

فَأَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ اَعْطَيْتُ اِبْنِىْ مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً فَاَمَرَتْنِىْ اَنْ اُشْهِدَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هٰذَا قَالَ لاَ قَالَ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْدِلُوْا بَيْنَ اَوْلاَدِكُمْ قَالَ فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ ـ

২৩৯৯. আমের (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নো'মান ইবনে বাশীরকে মিম্বারে উঠে বলতে শুনেছি, আমার পিতা আমাকে একটা জিনিস দান করলে আমার মা আমরা বিনতে রাওয়াহা বললেন, যতক্ষণ না এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (সঃ) –কে সাক্ষী করছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি সন্তুষ্ট নই। তাই তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর কাছে গিয়ে বললেন, আমার স্ত্রী আমরার গর্ভজাত (আমার) পুত্রকে আমি একটি জিনিস দান করেছি। হে আল্লাহর রসূল! কিন্তু সে এ ব্যাপারে আপনাকে সাক্ষী করার জন্য আমাকে বলেছে। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এভাবে তোমার সব সন্তানকেই দিয়েছ? সে বলল, না। একথা শুনে তিনি (সঃ) বললেন, আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমার সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ কর। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি দান ফিরিয়ে নিলেন এবং তার ছেলেও তা ফিরিয়ে দিল।

১৩–অনুচ্ছেদঃ স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে এবং স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে কোন জিনিস দান করা। ইবরাহীম নাখয়ী এটাকে জায়েয বলেছেন। উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) বলেছেন, স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরকে এভাবে দান করার পর তা আর ফিরিয়ে নিতে পারবে না। নবী (সঃ) পীড়িত অবস্থায় আয়েশার ঘরে থাকার জন্য তাঁর স্ত্রীদের কাছে অনুমতি চেয়েছিলেন। নবী (সঃ) বলেছেন, দান করে তা প্রত্যাহারকারী এমন কুকুরের মত, যে বমি করে আবার তা খেয়ে ফেলে। যুহরী (র) বলেন, কেউ যদি স্ত্রীকে বলে, তোমার মোহরের কিছু বা পুরা অংশ আমাকে দান করে দাও, আর স্ত্রী তাই করে এবং এর অল্প দিনের মধ্যে সে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয় এবং স্ত্রী তার দান ফেরত চায় তবে সে প্রতারণার আশ্রয় নেয়ার কারণে তা ফেরত দিতে বাধ্য। আর স্ত্রী যদি খুশী মনে তাকে দান করে থাকে এবং প্রতারণার কোন উপাদান না থাকে তবে জায়েয হবে। মহান আল্লাহ বলেছেনঃ

وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْئًا مَّرِيْئًا ـ

তোমরা খুশী মনে স্ত্রীদের মোহর আদায় করে দাও। তবে তারা যদি খুশী মনে মোহর থেকে কিছু দান করে (মাফ করে দেয়) তাহলে তৃপ্তি ও আগ্রহ সহকারে তা খাও।"

٢٤٠٠– عَنْ عَائِشَةَ لَمَّا ثَقُلَ النَّبِىُّ ﷺ فَاشْتَدَّ وَجَعُهُ اِسْتَاْذَنَ اَزْوَاجَهُ اَنْ يُمَرَّضَ فِىْ بَيْتِىْ فَاَذِنَّ لَهُ فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلاَهُ الْاَرْضَ وَكَانَ بَيْنَ الْعَبَّاسِ وَبَيْنَ رَجُلٍ اٰخَرَفَقَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ فَذَكَرْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ مَاقَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ

لِيْ وَهَلْ تَدْرِيْ مَنِ الرَّجُلُ الَّذِيْ لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ قُلْتُ لاَ قَالَ هُوَ عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ ـ

২৪০০. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) (পীড়ার কারণে) নবী (সঃ) চলাফেরা করতে অক্ষম হয়ে পড়লে এবং তাঁর পীড়া কঠিন হয়ে পড়লে তিনি আমার (আয়েশার) ঘরে অবস্থানের জন্য তাঁর সকল স্ত্রীর কাছে অনুমতি চাইলেন। তাঁরা সবাই তাঁকে অনুমতি দিলেন। তিনি দুইজন লোকের কাঁধে ভর দিয়ে এমনভাবে চলতে থাকলেন যে, তাঁর পা দু'টি মাটিতে হেঁচড়ে যাচ্ছিল। যে দুইজন লোকের (কাঁধে ভর দিয়ে তাদের) মধ্যখানে তিনি চলছিলেন, তাদের একজন হলেন, আব্বাস (রা) অপরজন অন্য ব্যক্তি। বর্ণনাকারী উবায়দুল্লাহ বলেন, আয়েশা যা বললেন, তা আমি ইবনে আব্বাসের কাছে বর্ণনা করলে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আয়েশা যে লোকটির নাম উল্লেখ করেননি তিনি কে তা কি তুমি জান? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, সেই ব্যক্তি হলেন আলী ইবনে আবু তালিব (রা)।

٢٤٠١– عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْعَائِدُ فِيْ هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيْءُ ثُمَّ يَعُوْدُ فِيْ قَيْئِهِ ـ

২৪০১. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, দান করে তা প্রত্যাহারকারী ব্যক্তি এমন কুকুরের মত যে বমি করে পুনরায় তা খেয়ে ফেলে।

১৪–অনুচ্ছেদঃ বিবাহিতা স্ত্রীলোক ব্যতিরেকে অন্য কাউকে দান করা বা দাসত্ব থেকে মুক্ত করা জায়েয, যদি সে নির্বোধ না হয়। আর নির্বোধ হলে নাজায়েয।

ولا توتوا السفهاء اموا لكم التى جعل الله لكم فيها قياما –

"তোমরা তোমাদের সম্পদ নির্বোধের হাতে তুলে দিও না।"

٢٤٠٢– عَنْ اَسْمَاءَ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَالِيْ مَالٌ اِلاَّ مَا اَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ فَأَتَصَدَّقُ قَالَ تَصَدَّقِيْ وَلاَ تُوْعِيْ فَيُوْعَىٰ عَلَيْكِ ـ

২৪০২. আসমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! যুবায়ের আমাকে যা দিয়েছেন তা ছাড়া আমার কাছে আর কোন অর্থ–সম্পদ নেই। আমি কি তা থেকে সদকা করব? তিনি বললেন, হাঁ, সদকা কর এবং কৃপণতা করে সম্পদকে থলি বা বাক্সে আটকিয়ে রেখ না। তাহলে তোমাকে দেয়ার ব্যাপারেও আটকিয়ে রাখা হবে।

٢٤٠٣– عَنْ اَسْمَاءَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَنْفِقِيْ وَلاَ تُحْصِيْ فَيُحْصِيَ اللّٰهُ عَلَيْكِ وَلاَ تُوْعِيْ فَيُوْعِيَ اللّٰهُ عَلَيْكِ ـ

২৪০৩. আসমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, (হে আসমা) খরচ কর আর গুণে গুণে রেখ না। তাহলে আল্লাহও তোমাকে গুণে গুণে দান করবেন। আবার বাক্সে বা সিন্দুকে আটকিয়ে রেখ না। তাহলে আল্লাহও (তোমাকে দেয়ার ব্যাপারে) আটকিয়ে রাখবেন।

٢٤٠٤- عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ مَيْمُوْنَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا اَعْتَقَتْ وَلِيْدَةً وَلَمْ تَسْتَأْذِنِ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِىْ يَدُوْرُ عَلَيْهَا فِيْهِ قَالَتْ اَشَعَرْتَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى اَعْتَقْتُ وَلِيْدَتِىْ قَالَ اَوَفَعَلْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ اَمَا اِنَّكِ لَوْ اَعْطَيْتِهَا اَخْوَالَكِ كَانَ اَعْظَمَ لاَجْرِكِ ـ

২৪০৪. ইবনে আব্বাসের আযাদকৃত গোলাম কুরাইব [নবী (সঃ)-এর স্ত্রী] মায়মুনা বিনতে হারেস (হিলালীয়া) (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মায়মূনা তাকে বলেছেন, তিনি তাঁর একটি দাসীকে মুক্ত করে দিয়েছেন কিন্তু রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট থেকে অনুমতি নেননি (বা তাঁকে অবহিত করেননি)। পালাক্রমে তাঁর ঘরে থাকার দিন আসলে তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি জানেন যে, আমি আমার দাসীটিকে মুক্ত করে দিয়েছি। (একথা শুনে) রসূলুল্লাহ (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন, সত্যিই কি তাই করেছো? মায়মূনা (রা) বললেন, হাঁ। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, যদি তুমি তোমার মামাকে ওটি দান করতে তাহলে সবচাইতে বেশী সওয়াব লাভ করতে।

٢٤٠٥- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِذَا اَرَادَ سَفَرًا اَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَاَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَاَةٍ مِّنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا غَيْرَ اَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ تَبْتَغِىْ بِذٰلِكَ رِضَا رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ـ

২৪০৫. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন কোন সফরে বের হওয়ার ইচ্ছা করতেন তখন তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে লটারী করতেন। এতে তাদের (স্ত্রীদের) যার নাম উঠিত তাঁকে তিনি সফরে সাথে নিয়ে যেতেন। সাওদা বিনতে যামআ ছাড়া তিনি প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য একটি দিন এবং রাত বন্টন করতেন। সাওদা বিনতে যামআ তাঁর অংশের দিন ও রাত অন্য কাউকে না দিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তাঁর স্ত্রী আয়েশাকে দান করেছিলেন।

১৫-অনুচ্ছেদঃ হাদিয়া (উপহার) দেয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার। ইবনে আব্বাস (রা)-র আযাদকৃত গোলাম কুরাইব বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ)-এর স্ত্রী ময়মুনা (রা) তাঁর একটি দাসীকে আযাদ করে দিলে নবী (সঃ) তাঁকে বললেন, তুমি যদি তোমার মামাদের কাউকে দিতে তাহলে সবচাইতে বেশী সওয়াব লাভ করতে পারতে।

٢٤٠٦- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِىْ جَارَيْنِ فَالٰى اَيِّهِمَا اَهْدِىْ قَالَ اِلٰى اَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا ـ

২৪০৬. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার দু'জন প্রতিবেশী আছে। আমি উপহার পাঠালে তাদের কাকে পাঠাব? তিনি বললেন, যার দরজা তোমার দরজার বেশী নিকটবর্তী।

১৬–অনুচ্ছেদঃ কোন কারণে উপহার গ্রহণ না করা। উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) বলেছেন, হাদিয়া রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর যুগে হাদিয়াই ছিল। কিন্তু এখন তা ঘুষে পরিণত হয়েছে।

٢٤٠٧- عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ وَكَانَ مِن اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يُخْبِرُ اَنَّهُ اَهْدٰى لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حِمَارَ وَحْشٍ وَهُوَ بِالْاَبْوَاءِ اَوْ بِوَدَّانَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ قَالَ صَعْبٌ فَلَمَّا عَرَفَ فِىْ وَجْهِىْ رَدَّهُ هَدِيَّتِىْ قَالَ لَيْسَ بِنَارَدٌ عَلَيْكَ وَلٰكِنَّا حُرُمٌ ـ

২৪০৭. নবী (সঃ)–এর সাহাবা সা'ব ইবনে জাসসামা আল–লাইসী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)–কে একটি বন্য গাধা উপহার দিয়েছিলেন। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) আবওয়া অথবা ওয়াদ্দান নামক জায়গায় ইহরাম অবস্থায় ছিলেন। তিনি উপহার ফেরত দিলেন। সা'ব বর্ণনা করেছেন, আমার উপহার ফেরত দেয়ার কারণে আমার চেহারায় অসন্তুষ্টির অভিব্যক্তি দেখে তিনি বললেন, তোমার উপহার ফেরত দেয়ার কোন কারণ আমার কাছে নেই। কিন্তু আমরা সবাই যে ইহরাম অবস্থায় আছি।

٢٤٠٨- عَنْ اَبِىْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ اِسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً مِّنَ الْاَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْاُتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هٰذَا لَكُمْ وَهٰذَا اُهْدِىَ لِىْ قَالَ فَهَلاَّ جَلَسَ فِى بَيْتِ اَبِيْهِ اَو بَيْتِ اُمِّهِ فَيَنْظُرَ يُهْدٰى لَهُ اَمْ لاَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لاَيَاْخُذُ اَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا اِلاَّ جَاءَ بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلٰى رَقَبَتِهِ اِنْ كَانَ بَعِيْرًا لَهُ رُغَاءٌ اَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ اَوْ شَاةً تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ بِيَدِهِ حَتّٰى رَاَيْنَا عُفْرَةَ اِبْطَيْهِ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاَثًا ـ

২৪০৮. আবু হুমাইদ সায়েদী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবদ গোত্রের একটি লোককে নবী (সঃ) যাকাত আদায়কারীরূপে নিযুক্ত করলেন। সে তা আদায় করে ফিরে এসে বলল, এগুলো আপনার। আর এগুলো আমাকে উপহার দেয়া হয়েছে। তখন নবী (সঃ) বললেন, তবে সে কেন তার পিতার বা মায়ের ঘরে বসে থাকল না? তাহলে দেখা

যেত তাকে উপহার পাঠান হয় কি না? সেই মহান সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! এই যাকাতের অর্থ থেকে যে–ই কিছু গ্রহণ করবে কিয়ামতের দিন সেগুলো সে ঘাড়ে বহন করে আনবে। উট হলে তা উটের মত চীৎকার করে বলতে থাকবে (যে, আমি সদকার অর্থ)। এরপর তিনি তাঁর দুই হাত এতটা উত্তোলন করলেন যে, আমরা তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখতে পেলাম। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আমি কি পৌছিয়ে দিতে পেরেছি, হে আল্লাহ আমি কি পৌছিয়েছি? তিনি তিনবার এরূপ বললেন।

১৭–অনুচ্ছেদঃ কেউ যদি কোন জিনিস দান করে কিংবা দান করার ওয়াদা করে তা হস্তান্তর করার আগেই মরে যায়, তাহলে এ ক্ষেত্রে বিধান কি হবে? উবাইদা (র) বলেছেন, দানকারী যাকে দান করা হয়েছে তার জীবদ্দশায় যদি দানকৃত সম্পদকে পৃথক করে দিয়ে মরে যায় তবে তা (যাকে দান করা হয়েছে) তার ওয়ারিশদের হক হবে। আর পৃথক না করে থাকলে দানকারীর ওয়ারিশদের হবে। হাসান বসরী বলেছেন, যাকে দান করা হল তার পক্ষ থেকে প্রেরিত ব্যক্তি যদি উক্ত সম্পদ নিজ অধিকারে নিয়ে থাকে, তাহলে উভয়ের মধ্যে যে–ই মারা যাক না কেন, যাকে দান করা হয়েছে তার ওয়ারিশগণই উক্ত সম্পদের মালিক হবে।

٢٤٠٩– عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ لَوْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ اَعْطَيْتُكَ هٰكَذَا ثَلاَثًا فَلَمْ يَقْدَمْ حَتَّى تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ فَاَمَرَ اَبُوْ بَكْرٍ مُنَادِيًا فَنَادٰى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ عِدَةٌ اَوْ دَيْنٌ فَلْيَاْتِنَا فَاَتَيْتُهُ فَقُلْتُ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَعَدَنِيْ فَحَثٰى لِيْ ثَلاَثًا -

২৪০৯. জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) আমাকে বলেছিলেন, বাহরাইন থেকে যদি মাল আসে তাহলে আমি তোমাকে এত (দু'হাত দিয়ে দেখিয়ে অর্থাৎ অনেক) পরিমাণ মাল দেব। এভাবে তিনি তিনবার বলেছিলেন। কিন্তু (বাহরাইন থেকে) মাল আসার আগেই তিনি ইন্তেকাল করেন। আবু বাকর (খলীফা নির্বাচিত হয়ে) একজন ঘোষণাকারীকে ঘোষণা করতে বললেন। সে ঘোষণা করল, নবী (সঃ) কাউকে ওয়াদা দিয়ে থাকলে অথবা কারো কাছে ঋণী থাকলে সে যেন আমার (আবু বাকর) কাছে আসে জাবের (রা) বলেন, আমি তাঁর (আবু বাকর) কাছে গিয়ে বললাম, নবী (সঃ) বাহরাইন থেকে মাল আসলে আমাকে ওয়াদা করেছিলেন। একথা শুনে আবু বাকর (রা) আমাকে দু'হাত ভর্তি করে তিনবার দিলেন।

১৮–অনুচ্ছেদঃ দানকৃত গোলাম বা অন্য জিনিস কিভাবে নিজের দখলে আনতে হবে। ইবনে উমর (রা) বলেছেনঃ আমি একটি অবাধ্য উটের পিঠে সওয়ার ছিলাম। নবী (সঃ) সেটি কিনে বললেন, হে আব্দুল্লাহ! ওটি এখন তোমার।

٢٤١٠– عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ قَسَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَقْبِيَةً وَلَمْ يُعْطِ

مَخْرَمَةَ مِنْهَا شَيْئًا فَقَالَ مَخرمَةُ يَابُنَيِّ انْطَلِقْ بِنَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَقَالَ اُدْخُلْ فَادْعُهُ لِيْ قَالَ فَدَعَوْتُهُ فَخَرَجَ اِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا فَقَالَ خَبَأْنَا هٰذَالَكَ قَالَ فَنَظَرَ اِلَيهِ فَقَالَ رَضِيَ مَخْرَمَةُ ـ

২৪১০. মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) লোকদের মধ্যে কিছু রেশমী আলখাল্লা বন্টন করলেন। কিন্তু মাখরামাকে তা থেকে কিছুই দিলেন না। পরে মাখরামা তাঁর পুত্র (মিসওয়ার)-কে বলেন, আমার সাথে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দরবারে চল। আমি তার সঙ্গে গেলাম। তিনি বললেন, ভিতরে গিয়ে তাঁকে (সঃ) আমার কথা বলে ডাক। সুতরাং আমি (ভেতরে) গিয়ে ডাকলে তিনি বেরিয়ে আসলেন। সেই সময় তাঁর পরিধানে ছিল উক্ত আলখাল্লাগুলোর একটি। তিনি বললেন, এটি আমি তোমার জন্য লুকিয়ে রেখেছিলাম। বর্ণনাকারী বলেন, মাখরামা সেটি তাকিয়ে দেখলেন এবং খুশী হলেন।

১৯ –অনুচ্ছেদঃ কেউ কাউকে কোন জিনিস দান করলে গ্রহিতা যদি 'গ্রহণ করলাম' না বলেই তা কব্জা করে।

٢٤١١ - عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ هَلَكْتُ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ وَقَعْتُ بِاَهْلِيْ فِيْ رَمَضَانَ قَالَ تَجِدُ رَقَبَةً قَالَ لاَ قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لاَ قَالَ فَتَسْتَطِيْعُ اَنْ تُطْعِمَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا قَالَ لاَ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ بِعَرَقٍ وَالْعَرَقَ الْمِكْتَلُ فِيْهِ تَمْرٌ فَقَالَ اِذْهَبْ بِهٰذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ قَالَ عَلٰى اَحْوَجَ مِنَّا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَابَيْنَ لاَ بَتَيْهَا اَهْلُ بَيْتٍ اَحْوَجُ مِنَّا قَالَ اِذْهَبْ فَاَطْعِمْهُ اَهْلَكَ ـ

২৪১১. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এসে বলল, আমি ধ্বংস হয়ে গিয়েছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার? সে বললঃ রমযান মাসে আমি স্ত্রী সহবাস করেছি। নবী (সঃ) বললেনঃ তুমি কোন ক্রীতদাস যোগাড় করতে পারবে কিনা? সে বলল, না। তিনি বললেন, তুমি বিরামহীনভাবে দুইমাস রোযা রাখতে পারবে কি? সে বলল, না। তিনি আবার বললেন, তাহলে ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াতে পারবে? সে এবারও বলল, না। ইতিমধ্যে এক আনসার এক আরাক খেজুর নিয়ে আসল। আরাক হল নির্দিষ্ট মাপের ঝুরি যার মধ্যে খেজুর ছিল। নবী (সঃ) তাকে বললেন, এগুলো নিয়ে সাদকা করে দাও। সে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের চাইতে অভাবগ্রস্ত লোকদের মধ্যে কি? সেই মহান সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য বিধানসহ পাঠিয়েছেন! দুই কংকরময় ভূমির মধ্যবর্তী স্থানে (মদীনায়)

আমার চাইতে অভাবী আর কেউ নেই। নবী (সঃ) বললেনঃ যাও, এগুলো নিয়ে তোমার পরিবারের লোকদেরকে খাওয়াও।

২০ — অনুচ্ছেদঃ পাওনা মাফ করে দেয়া। হাকাম (র) বলেছেন, তা জায়েয। হাসান ইবনে আলী (রা) নিজের ঋণ আদায় করার দায়িত্ব এক ব্যক্তিকে দান করেছিলেন। নবী (সঃ) বলেছেন, যার ওপর কারো হক আছে সে হয় তা আদায় করবে নয় হকদারের নিকট থেকে অব্যাহতি চেয়ে নেবে। জাবের (রা) বলেছেন, আমার পিতা এমন অবস্থায় শহীদ হলেন যে, তিনি ঋণগ্রস্ত ছিলেন। সুতরাং নবী (সঃ) তাঁর পাওনাদারদেরকে আমার বাগানের খেজুরের বিনিময়ে আমার পিতাকে ঋণ থেকে অব্যাহতি দিতে বললেন।

٢٤١٢- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا فَاشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِيْ حُقُوقِهِمْ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَكَلَّمْتُهُ فَسَأَلَهُمْ أَنْ يَقْبَلُوْا ثَمَرَ حَائِطِيْ وَيُحَلِّلُوْا أَبِيْ فَأَبَوْا فَلَمْ يُعْطِهِمْ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ حَائِطِيْ وَلَمْ يَكْسِرْهُ لَهُمْ وَلٰكِنْ قَالَ سَأَغْدُوْ عَلَيْكَ فَغَدَا عَلَيْنَا حَتّٰى أَصْبَحَ فَطَافَ فِي النَّخْلِ وَدَعَا فِي ثَمَرِهِ بِالْبَرَكَةِ فَجَدَدْتُهَا فَقَضَيْتُهُمْ حُقُوقَهُمْ وَبَقِيَ لَنَا مِنْ ثَمَرِهَا بَقِيَّةٌ ثُمَّ جِئْتُ رَسُولَ اللّٰهِ وَهُوَ جَالِسٌ فَأَخْبَرْتُهُ بِذٰلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ لِعُمَرَ إِسْمَعْ وَهُوَ جَالِسٌ يَا عُمَرُ فَقَالَ أَلَا يَكُوْنُ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللّٰهِ ﷺ -

২৪১২. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি জানিয়েছেন, ওহুদ যুদ্ধে তাঁর পিতা শাহাদাত লাভ করলে ঋণদাতারা তাদের হক আদায়ের ব্যাপারে কঠোরতা শুরু করল। তাই আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে (সব কিছু) বললাম। তিনি কর্জদাতাদেরকে আমার বাগানের ফলের বিনিময়ে আমার পিতাকে কর্জ থেকে অব্যাহতি দেয়ার আহবান জানালে তারা অস্বীকৃতি জানাল। সুতরাং রসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে আমার বাগান দিলেন না এবং তারা এর ফলও আহরণ করতে পারল না। বরং রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, আগামী কাল সকালেই আমি তোমার কাছে আসছি। জাবের (রা) বলেন, পরদিন সকালেই তিনি আমাদের কাছে আসলেন এবং খেজুরের গাছসমূহ ঘুরে ঘুরে দেখে ফলে বরকতের জন্য দোয়া করলেন। এরপর আমি ফল উঠিয়ে তাদের হক পূর্ণরূপে আদায় করলাম এবং তারপরও কিছু ফল থেকে গেল। আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এসব বিষয় জানালাম। তিনি তখন উপবিষ্ট ছিলেন। সে সময় উমরও বসে ছিলেন। তিনি উমরকে লক্ষ্য করে বললেন, হে উমর শোন। উমর (রা) বললেন, আমরা পূর্ব হতে জানি যে আপনি আল্লাহর রসূল, হাঁ, অবশ্যই আপনি আল্লাহর রসূল।

২১ — অনুচ্ছেদঃ এক ব্যক্তি কর্তৃক একদল লোককে দান করা। আসমা (রা) কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ ও ইবনে আবু আতীককে বলেছিলেন, আমি আমার বোন আয়েশার

উত্তরাধিকারী হিসেবে গাবা নামক স্থানে কিছু জায়গা (ভূমি) পেয়েছি এবং মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) এর বিনিময়ে আমাকে একলক্ষ দিরহাম দিয়েছেন। এ সম্পদ তোমাদের দুইজনের জন্য।

٢٤١٣- عَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اُتِىَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ وَعَنْ يَمِيْنِهِ غُلاَمٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الْاَشْيَاخُ فَقَالَ لِلْغُلاَمِ اِنْ اَذِنْتَ لِىْ اَعْطَيْتُ هٰؤُلاَءِ فَقَالَ مَاكُنْتُ لاُوْثِرَ بِنَصِيْبِىْ مِنْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَحَدًا فَتَلَّهُ فِىْ يَدِهِ -

২৪১৩. সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) –এর কাছে কিছু পানীয় বস্তু আনা হলে তিনি (তা থেকে) পান করলেন। তাঁর ডান দিকে ছিল একজন অল্প বয়স্ক ছেলে (ইবনে আব্বাস), আর বাম দিকে ছিলেন বৃদ্ধেরা (আবু বাকরও তাদের মধ্যে ছিলেন)। নবী (সঃ) যুবকটিকে বললেন, তুমি অনুমতি দিলে এদেরকে (বামের বৃদ্ধদেরকে) দিতে পারি। ছেলেটি বলল, আপনার থেকে আমার প্রাপ্য অংশের ব্যাপারে আমি কাউকে অগ্রাধিকার দিতে পারি না। নবী (সঃ) তখন সেটি তার হাতের ওপর রেখে দিলেন।

২২ – অনুচ্ছেদঃ দখলকৃত ও দখলকৃত নয় এবং বন্টনকৃত ও বন্টনকৃত নয় এমন সম্পদ হেবা (দান) করা। নবী (সঃ) ও তাঁর সাহাবাগণ যুদ্ধলব্ধ অবন্টিত অর্থ–সম্পদ হাওয়াযিন গোত্রকে দান করে দিয়েছেন।

٢٤١٤- عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فِى الْمَسْجِدِ فَقَضَانِىْ وَزَادَنِىْ -

২৪১৪. জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি মসজিদে নবী (সঃ)–এর কাছে গেলাম। তিনি আমার প্রয়োজন মিটিয়ে আরো অতিরিক্ত কিছু আমাকে দিলেন।

٢٤١٥- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ بِعْتُ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ بَعِيرًا فِى سَفَرٍ فَلَمَّا اَتَيْنَا الْمَدِيْنَةَ قَالَ ائْتِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فَوَزَنَ قَالَ شُعْبَةُ اُرَاهُ فَوَزَنَ لِىْ فَاَرْجَحَ فَمَازَالَ مِنْهَا شَىْءٌ حَتّٰى اَصَابَهَا اَهْلُ الشَّامِ يَوْمَ الْحَرَّةِ -

২৪১৫. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কোন এক সফরে আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর কাছে একটি উট বিক্রি করলাম। আমরা মদীনা পৌঁছলে তিনি বললেন, মসজিদে গিয়ে দুই রাকআত নামায আদায় কর। তারপর তিনি আমাকে ওজন করে (উটের মূল্য) দিলেন। শো'বা বলেছেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছিলেন, ওজনে পাওনার বেশী করে দিলেন। হাররার ঘটনার সময় সিরিয়াবাসীরা আমার নিকট থেকে ছিনিয়ে না নেয়া পর্যন্ত ঐ অর্থের কিছু না কিছু সব সময়ই আমার কাছে ছিল।

٢٤١٦- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُتِىَ بِشَرَابٍ وَعَنْ يَمِيْنِهِ غُلاَمٌ

وَعَنْ يَسَارِهِ اَشْيَاخٌ فَقَالَ لِلْغُلاَمِ اَتَأْذَنُ لِىْ اَنْ اُعْطِىَ هٰؤُلاَءِ فَقَالَ الْغُلاَمُ لاَ وَاللّٰهِ لاَ اُوْثِرُ بِنَصِيْبِىْ مِنْكَ اَحَدًا فَتَلَّهُ فِىْ يَدِهِ ـ

২৪১৬. সাহল ইবনে সাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) নবী (সঃ)–এর কাছে কিছু পানীয় আনা হল। তাঁর ডান দিকে ছিল একজন অল্প বয়স্ক ছেলে আর বাম দিকে ছিলেন কিছু সংখ্যক প্রবীণ লোক। নবী (সঃ) ছেলেটিকে বললেনঃ এদেরকে (প্রথম) দেয়ার অনুমতি দিবে? সে বলল, না, আল্লাহর শপথ। আপনার (ঝুটা) থেকে আমার প্রাপ্য অংশের ব্যাপারে আমি অন্য কাউকে অগ্রাধিকার দিতে পারি না। তখন নবী (সঃ) সেটি তার হাতের ওপর সজোরে রেখে দিলেন।

٢٤١٧–عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ دَيْنٌ فَهَمَّ بِهِ اَصْحَابُهُ فَقَالَ دَعُوْهُ فَاِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً وَقَالَ اِشْتَرُوا لَهُ سِنًّا فَاَعْطُوْهَا اِيَّاهُ فَقَالُوْا اِنَّا لاَ نَجِدُ سِنًّا اِلاَّ سِنًّا هِىَ اَفْضَلُ مِنْ سِنِّهِ قَالَ فَاشْتَرُوْهَا فَاَعْطُوْهَا اِيَّاهُ فَاِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ اَحْسَنَكُمْ قَضَاءً ـ

২৪১৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তির রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর কাছে ঋণ পাওনা ছিল। (সে তা আদায় করার জন্য অশিষ্ট আচরণ করলে) রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর সাহাবাগণ তাকে শাস্তি দিতে সংকল্প করলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ ওকে ছাড়। কেননা পাওনাদার বা হকদার এরূপ কথাই বলে থাকে। তিনি বরং সাহাবাদেরকে বললেন, এক বছর বয়সের একটি উট খরিদ করে তাকে দিয়ে দাও। সাহাবারা বললেন, আমরা এ বয়সের কোন উট পাচ্ছি না, বরং এর চাইতে বেশী বয়সের পাচ্ছি। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, ওটিই কিনে দাও। কেননা তোমাদের মধ্যে সে–ই সবচাইতে উত্তম যে সুন্দরভাবে ঋণ পরিশোধ করে থাকে।

২৩ – অনুচ্ছেদঃ কয়েক ব্যক্তি মিলে একদল লোককে বা এক ব্যক্তি একদল লোককে দান করা জায়েয।

٢٤١٨– عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ اَخْبَرَاهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ حِيْنَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِيْنَ فَسَاَلُوْهُ اَنْ يَرُدَّ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ مَعِىْ مَنْ تَرَوْنَ وَاَحَبُّ الْحَدِيْثِ اِلَىَّ اَصْدَقُهُ فَاخْتَرُوْا اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ اِمَّا السَّبْىَ وَاِمَّا الْمَالَ وَقَدْ كُنْتُ اِسْتَاْنَيْتُ وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِنْتَظَرَهُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِيْنَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ غَيْرُ رَادٍّ اِلَيْهِمْ اِلاَّ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ

قَالُوْا فَانَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا فَقَامَ فِى الْمُسْلِمِيْنَ فَاَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَاهُوَ اَهْلُهٗ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ اِخْوَانَكُم هٰؤُلاَءِ جَاؤُنَا تَائِبِيْنَ وَاِنِّىْ رَاَيْتُ اَنْ اَرُدَّ اِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ فَمَنْ اَحَبَّ مِنْكُمْ اَنْ يُطَيِّبَ ذٰلِكَ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّكُوْنَ عَلٰى حَظِّهٖ حَتّٰى نُعْطِيَهُ اِيَّاهُ مِنْ اَوَّلِ مَايُفِيْءُ اللّٰهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَل فَقَالَ النَّاسُ طَيَّبْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ اِنَّا لاَ نَدْرِىْ مَن اَذِنَ مِنْكُمْ فِيْهِ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ فَارْجِعُوا حَتّٰى يَرْفَعَ اِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ اَمْرَكُمْ فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ ثُمَّ رَجَعُوْا اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَاَخْبَرُوْهُ اَنَّهُمْ طَيَّبُوْا وَاَذِنُوْا وَهٰذَا الَّذِىْ بَلَغَنَا مِنْ سَبْىِ هَوَازِنَ -

২৪১৮. মারওয়ান ইবনুল হাকাম ও মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (হাওয়াযিন গোত্রের সাথে যুদ্ধের পর) হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধি দল ইসলাম গ্রহণ করে নবী (সঃ)-এর কাছে এসে তাদের অর্থ সম্পদ ও বন্দীদের ফিরিয়ে দেয়ার আবেদন জানালে নবী (সঃ) বললেন, (আমি তো একা নই) তোমরা দেখছ আমার সাথে আরো লোক আছে। সত্য ও স্পষ্ট কথাই আমার কাছে বেশী প্রিয়। দু'টি জিনিসের যে কোন একটিকে তোমরা গ্রহণ কর। হয় অর্থ-সম্পদ গ্রহণ কর, নয় বন্দীদের গ্রহণ কর। আমি এজন্যই বন্দীদের বন্টনের ব্যাপারে বিলম্ব করেছিলাম (যে, তোমরা আসবে)। বর্ণনাকারী বলেন, নবী (সঃ) তায়েফ থেকে ফেরার সময় দশ রাতের (দিনের)-ও বেশী তাদের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। এভাবে তাদের কাছে যখন স্পষ্ট হয়ে গেল যে, নবী (সঃ) দু'টির যে কোন একটির অধিক ফিরিয়ে দিবেন না তখন তারা বলল, আমরা আমাদের বন্দীদের ফেরত নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। নবী (সঃ) মুসলমানদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আল্লাহর যথাযোগ্য প্রশংসা করার পর বললেন, তোমাদের এই ভাইয়েরা তওবা করে মুসলমান হয়ে আমাদের কাছে এসেছে এবং আমি তাদের বন্দীদের তাদের কাছে ফেরত দিতে মনস্থ করেছি। সুতরাং তোমরা যারা এই সিদ্ধান্ত উত্তম মনে কর, তারা তদনুযায়ী কাজ কর। আর যারা নিজের অংশের অধিকার ছাড়তে রাজি নও, তাদের আমি এরপর আল্লাহ সর্বপ্রথমেই ফাই (বিনা যুদ্ধে শত্রু কর্তৃক পরিত্যক্ত সম্পদ)-এর যে অর্থ আমাকে দান করবেন, তা থেকে ঐ ব্যক্তির এই অংশ আমি পূরণ করে দেব এই শর্তে (এই সিদ্ধান্ত মোতাবেক) কাজ কর। লোকেরা সবাই বলে উঠল, হে আল্লাহর রসূল! আমরা উত্তম মনে করে ও খুশী হয়ে তাদের স্বার্থে আপনার কথা গ্রহণ করলাম। নবী (সঃ) তাদের বললেনঃ আমি তো জানতে পারছি না, তোমাদের মধ্যে কে অনুমতি দিল এবং কে দিল না। তোমরা ফিরে যাও এবং তোমাদের নেতারা তোমাদের এই ব্যাপারটা আমার সাথে আলোচনা করবে। সমস্ত লোক চলে গেল এবং তাদের নেতারা তাদের সাথে আলোচনা করে নবী (সঃ)-এর কাছে এসে জানাল যে, সবাই খুশী মনে ও উত্তম মনে করে এ ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছে। হাওয়াযিন বন্দীদের সম্পর্কে আমরা এতটুকু ঘটনাই অবহিত আছি।

আবু আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী (র) বলেছেন, "হাওয়াযিন বন্দীদের সম্পর্কে আমরা এতটুকু ঘটনাই অবহিত আছি" শেষের এই কথাটুকু ইমাম যুহরীর।

২৪ — অনুচ্ছেদঃ কাউকে কিছু দান করার সময় যদি তার সংগীরাও তার সাথে উপস্থিত থাকে তবে তা (দানকৃত বস্তু) ঐ ব্যক্তিরই হবে। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করা হয়ে থাকে যে, সংগীরাও এর অংশীদার হবে বলে তিনি মত পোষণ করতেন, কিন্তু তা ঠিক নয়।

٢٤١٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ اَخَذَ سِنًّا فَجَاءَ صَاحِبُهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ اِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً ثُمَّ قَضَاهُ اَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ وَقَالَ اَفْضَلُكُمْ اَحْسَنُكُمْ قَضَاءً ـ

২৪১৯. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) এক বছর বয়সের একটি উট ধারে নিয়েছিলেন। উটের মালিক উটের তাগাদা করতে এসে কঠোর ও রুক্ষ ব্যবহার করলে তিনি তার উটের চাইতে উত্তম একটি উট দিয়ে ঋণ আদায় করলেন এবং সাহাবীদের বললেন, উত্তমভাবে ঋণ পরিশোধকারী ব্যক্তিই তোমাদের মধ্যে উত্তম।

٢٤٢٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَكَانَ عَلٰى بَكْرٍ لِعُمَرَ صَعْبٍ فَكَانَ يَتَقَدَّمُ النَّبِيَّ ﷺ فَيَقُوْلُ اَبُوْهُ يَاعَبْدَ اللّٰهِ لاَيَتَقَدَّمُ النَّبِيَّ ﷺ اَحَدٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِعْنِيْهِ فَقَالَ عُمَرُ هُوَلَكَ فَاشْتَرَاهُ ثُمَّ قَالَ هُوَلَكَ يَاعَبْدَ اللّٰهِ فَاصْنَعْ بِهِ مَاشِئْتَ ـ

২৪২০. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি কোন এক সফরে নবী (সঃ)-এর সাথে উমরের একটি অবাধ্য ও বেয়াড়া উটের ওপর সওয়ার ছিলেন। উটটি (কোন সময়) নবী (সঃ)-এর (উটের) আগে চলে যাচ্ছিল। আর তখনি উমর (রা) ডেকে বলছিলেন, হে আবদুল্লাহ! নবী (সঃ)-এর আগে আগে কেউ যেতে পারে না। নবী (সঃ) তাঁকে (উমরকে) বললেন, ওটিকে আমার কাছে বিক্রি কর। উমর (রা) বললেন, ওটি তো আপনারই। সুতরাং নবী (সঃ) সেটি কিনে বললেন, হে আবদুল্লাহ! ওটি তোমার, অতএব ওটা দ্বারা যা ইচ্ছে করতে পার।

২৫ — অনুচ্ছেদঃ কোন ব্যক্তিকে সে যে উটের পিঠে আরোহণ করে আছে সেটি দান করা জায়েয। ইবনে উমর (রা) বলেছেন, নবী (সঃ)-এর সাথে এক সফরে আমি একটি বেয়াড়া উটের ওপর সওয়ার ছিলাম। নবী (সঃ) উমর (রা)-কে বললেনঃ ওটা আমার কাছে বিক্রি কর। উমর সেটাকে বিক্রি করে দিলেন। নবী (সঃ) বললেনঃ হে আবদুল্লাহ! ওটা এখন তোমার।

২৬ – অনুচ্ছেদঃ এমন কিছু উপহার দেয়া যা পরিধান করা নিষিদ্ধ।

٢٤٢١–عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَاٰى عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَوِ اشْتَرَيْتَهَا فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ قَالَ اِنَّمَا يَلْبَسُهَا مَنْ لَاخَلَاقَ لَهُ فِى الْاٰخِرَةِ ثُمَّ جَاءَتْ حُلَلٌ فَاَعْطٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةً قَالَ اَكَسَوْتَنِيْهَا وَقُلْتَ فِى حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَاقُلْتَ فَقَالَ اِنِّىْ لَمْ اَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا فَكَسَا عُمَرُ اَخًالَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا ـ

২৪২১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) মসজিদের সামনে একজোড়া রেশমী কাপড় বিক্রি হতে দেখে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এই জোড়া খরিদ করলে আপনি জুমুআ ও প্রতিনিধি আসার দিন পরিধান করতে পারতেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ ঐসব কাপড় তারাই পরিধান করে আখেরাতে যাদের কোন অংশ নেই। এরপর কিছু রেশমী কাপড় আসলে তিনি (সঃ) তা থেকে উমর (রা)-কে একজোড়া কাপড় দান করলেন। উমর (রা) আরয করলেন, (হে আল্লাহর রসূল,) আমাকে পরিধান করার জন্য এই কাপড় দিয়েছেন? অথচ রেশমী কাপড় সম্পর্কে আপনি এরূপ বলেছিলেন। তিনি (সঃ) বললেনঃ তোমাকে পরিধান করার জন্য আমি এই কাপড় দেইনি। সুতরাং উমর (রা) মক্কায় বসবাসকারী তাঁর এক মুশরিক ভাইকে উক্ত কাপড় পাঠিয়ে দিলেন।

٢٤٢٢– عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَتَى النَّبِىُّ ﷺ بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا وَجَاءَ عَلِىٌّ فَذَكَرَتْ لَهُ ذٰلِكَ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنِّىْ رَاَيْتُ عَلٰى بَابِهَاسِتْرًا مَوْشِيًّا فَقَالَ مَالِىْ وَلِلدُّنْيَا فَاَتَاهَا عَلِىٌّ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهَا فَقَالَتْ لِيَأْمُرْنِىْ فِيْهِ بِمَا شَاءَ قَالَ تُرْسِلُ بِهِ اِلٰى فُلَانٍ اَهْلِ بَيْتٍ بِهِمْ حَاجَةٌ ـ

২৪২২. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ নবী (সঃ) (একদিন) ফাতেমা (রা)-র বাড়ীতে আসলেন, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করলেন না (ভিতরে প্রবেশ না করেই ফিরে গেলেন)। আলী (রা) আসলে ফাতেমা (রা) তাঁকে ব্যাপারটি অবহিত করলেন। তিনি (আলী) আবার নবী (সঃ)-এর কাছে বিষয়টির উল্লেখ করলে নবী (সঃ) বললেনঃ আমি তার ঘরের দ্বারে ছবিযুক্ত পর্দা লটকানো দেখেছি। এরপর বললেন, দুনিয়া ও তার সাজসজ্জায় আমার কি প্রয়োজন? আলী (রা) ফাতেমার কাছে এসে এসব জানালেন। ফাতেমা (রা) বললেন, ঐগুলোর ব্যাপারে কি করতে হবে তাঁর ইচ্ছামত আমাকে নির্দেশ

দান করুন। নবী (সঃ) বলে পাঠালেন, অমুক পরিবারের লোকদের কাছে পাঠিয়ে দাও, তাদের তীব্র প্রয়োজন রয়েছে। ৫

٢٤٢٣– عَنْ عَلِيٍّ قَالَ اَهْدٰى اِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ حُلَّةَ سِيَرَاءَ فَلَبِسْتُهَا فَرَاَيْتُ الْغَضَبَ فِيْ وَجْهِهٖ فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِيْ ـ

২৪২৩. আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) আমাকে একজোড়া রেশমী কাপড় উপহার পাঠিয়েছিলেন। আমি তা পরিধান করলে নবী (সঃ)–এর চেহারায় অসন্তোষের ভাব লক্ষ্য করলাম। তাই আমি ঐ কাপড় আমার আত্মীয়া মেয়েদের মধ্যে বন্টন করে দিলাম।

২৭ – অনুচ্ছেদঃ মুশরিকদের হাদিয়া (উপহার) গ্রহণ করা। আবু হুরাইরা (রা) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, ইবরাহীম (আঃ) তাঁর স্ত্রী সারাকে সাথে নিয়ে হিজরত করে এমন একটি জনপদে উপনীত হলেন যেখানে একজন বাদশাহ বা অত্যাচারী লোক ছিল। সে (বাদশাহ বা যালেম লোকটি) বলল, তাকে (সারাকে) উপহার হিসেবে আজারা (হাজেরা)–কে দান করে দাও। নবী (সঃ)–কে একটি (রান্নাকৃত) বিষাক্ত বকরী উপহার দেয়া হয়েছিল। আবু হুমায়েদ বর্ণনা করেছেন, আয়লার শাসক নবী (সঃ)–কে একটি সাদা খচ্চর উপহার দিয়েছিলেন। নবী (সঃ) তাকে একখানা চাদর দিয়েছিলেন এবং সেখানকার শাসক হিসেবে সনদ লিখে দিয়েছিলেন।

٢٤٢٤– عَنْ اَنَسٍ قَالَ اُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ ﷺ جُبَّةُ سُنْدُسٍ وَكَانَ يَنْهٰى عَنِ الْحَرِيْرِ فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا فَقَالَ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَمَنَادِلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ اَحْسَنُ مِنْ هٰذَا ـ

২৪২৪. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ)–কে একটা রেশমী জুব্বা উপহার দেয়া হয়েছিল। অথচ তিনি রেশমী বস্ত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করতেন। সেটা দেখে লোকেরা খুব খুশী হলে তিনি বললেনঃ সেই মহান সত্তার শপথ করে বলছি, যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! বেহেশতে সা'দ ইবনে মু'আযের রুমাল এর চাইতে বহু গুণে উৎকৃষ্ট হবে।

৫. দুনিয়ার সাজসজ্জা ইসলামের দৃষ্টিতে অবৈধ নয়। বরং অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় জিনিসকে ইসলাম সর্ব ক্ষেত্রেই অপসন্দ করেছে। সমাজে যদি কিছু মানুষ এমন থাকে যারা লজ্জা নিবারণের জন্য এক খণ্ড বস্ত্র পাচ্ছে না, তাদের এই অভাব দূর করার পূর্বে বাড়ীর দরজা–জানালায় বিনা প্রয়োজনে পর্দা লটকানো ইসলামের দৃষ্টিতে সংগত নয়। তাই রসূলুল্লাহ (সঃ) ফাতেমা (রা)–র বাড়ীর দরজার পর্দার কাপড় এমন একটা পরিবারে পাঠিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন, যাদের বস্ত্রের অভাব ছিল অত্যন্ত তীব্র।

٢٤٢٥- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ يَهُوْدِيَّةً اَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ بِشَاةٍ مَسْمُوْمَةٍ فَاَكَلَ مِنْهَا فَجِيْءَ بِهَا فَقِيْلَ اَلاَ نَقْتُلُهَا قَالَ لاَ : فَمَا زِلْتُ اَعْرِفُهَا فِيْ لَهَوَاتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

২৪২৫. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) এক ইহুদী নারী নবী (সঃ)-এর কাছে বকরীর বিষমাখা গোশত উপহার হিসেবে নিয়ে আসলে তিনি তা থেকে কিছু খেয়েছিলেন। পরে তাকে নবী (সঃ)-এর কাছে আনা হলে নবী (সঃ)-কে বলা হল, আপনি কি তাকে হত্যা করবেন না? তিনি বললেন, না। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেছেন, নবী (সঃ)-এর (মুখ গহবরের) তালুতে বিষক্রিয়ার লক্ষণ বরাবরই লক্ষ্য করতাম। ৬

٢٤٢٦- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى بَكْرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثَلاَثِيْنَ وَمِائَةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ مَعَ اَحَدٍ مِنْكُم طَعَامٌ فَاِذَا مَعَ رَجُلٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ اَوْ نَحْوُهُ فَعُجِنَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌ طَوِيْلٌ بِغَنَمٍ يَسُوْقُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْعًا اَمْ عَطِيَّةً اَوْ قَالَ اَمْ هِبَةً قَالَ لاَ بَلْ بَيْعٌ فَاشْتَرٰى مِنْهُ شَاةً فَصُنِعَتْ وَاَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِسَوَادِ الْبَطْنِ اَنْ يُشْوٰى وَاَيْمُ اللّٰهِ مَافِى الثَّلاَثِيْنَ وَالْمِائَةِ اِلاَّ قَدْ حَزَّ النَّبِيُّ ﷺ لَهُ حُزَّةً مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا اِنْ كَانَ شَاهِدًا اَعْطَاهَا اِيَّاهُ وَاِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَأَلَهُ فَجَعَلَ مِنْهَا قَصْعَتَيْنِ فَاَكَلُوْا اَجْمَعُوْنَ وَشَبِعْنَا فَفَضَلَتِ الْقَصْعَتَانِ فَحَمَلْنَاهُ عَلَى الْبَعِيْرِ اَوْ كَمَا قَالَ ـ

২৪২৬. আবদুর রহমান ইবনে আবু বাকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ কোন এক সফরে নবী (সঃ)-এর সাথে আমরা এক'শ ত্রিশ জন লোক ছিলাম। নবী (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন, কারো কাছে কোন খাবার আছে কি? দেখা গেল এক ব্যক্তির সাথে এক সা' অথবা অনুরূপ পরিমাণ খাদ্য (আটা) আছে। রুটি তৈরী করার জন্য আটা গোলানো হল। এ সময় দীর্ঘকায় অবিন্যস্ত চুল বিশিষ্ট এক মুশরিক ব্যক্তি একপাল বকরী নিয়ে আসলে নবী (সঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, বেচবে না উপহার দেবে অথবা দান করবে? সে বলল, না আমি এগুলো বিক্রি করব। নবী (সঃ) তার নিকট থেকে একটা বকরী কিনে নিলেন এবং সেটিকে জবেহ করা হল। নবী (সঃ) এর কলিজা ভাজতে নির্দেশ দিলেন। আল্লাহর শপথ!

৬. বিষমাখা গোশতের ঘটনা নবী (সঃ)-এর খায়বার অভিযানকালে সংঘটিত হয়। নবী (সঃ)-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে এক ইহুদী নারী বকরীর গোশ্ত ভাজা করে তাতে বিষ মিশিয়ে নবী (সঃ)-এর কাছে উপহার পাঠায়। গোশত খেয়ে বিষের প্রতিক্রিয়া নবী (সঃ)-এর তালুতে দেখা দেয় তবে বড় রকমের কোন ক্ষতি হয়নি, তবে তাঁর তিনজন সংগী এতে নিহত হন। অবশ্য শেষ জীবনে এর প্রতিক্রিয়া তিনি অনুভব করতেন এবং মৃত্যু শয্যায় তিনি এ বিষয়ে বলতেন।

একশ ত্রিশ জনের মধ্যে কেউই এমন থাকল না যাকে তিনি কলিজার এক টুকরা দিলেন না। উপস্থিত থাকলে তাকে তখনই দিলেন আর অনুপস্থিতদের জন্য সরিয়ে রাখলেন। আর গোশত দু'টি পাত্রে ভাগ করলেন। সবাই খেল। আমরা তো খেয়ে পরিতৃপ্ত হলাম। এরপরও দু'টি পাত্রে কিছু বাড়তি গোশত থেকে গেল। ঐগুলোকে আমরা উটের পিঠে উঠিয়ে নিয়ে যাত্রা করলাম অথবা অনুরূপ কিছু করলাম।

২৮–অনুচ্ছেদঃ মুশরিকদের হাদিয়া (উপহার) দেওয়া। মহান আল্লাহর বাণীঃ

لَايَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِنْ

دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ -

"যেসব মুশরিক দীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে লড়াই করে না এবং তোমাদেরকে নিজেদের দেশ (ঘরবাড়ী) থেকে উৎখাত করে না তাদের প্রতি ইহসান করতে এবং তাদের সাথে সুবিচারমূলক ব্যবহার প্রদর্শন করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। আল্লাহ সুবিচারকারীগণকে ভালবাসেন।"

٢٤٢٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَاٰى عُمَرُ حُلَّةً عَلٰى رَجُلٍ تُبَاعُ فَقَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اِبْتَعْ هٰذِهِ الْحُلَّةَ تَلْبَسْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاِذَا جَاءَكَ الْوَفْدُ فَقَالَ اِنَّمَا يَلْبَسُ هٰذَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِى الْاٰخِرَةِ فَاُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْهَا بِحُلَلٍ فَاَرْسَلَ اِلٰى عُمَرَ مِنْهَا بِحُلَّةٍ فَقَالَ عُمَرُ كَيْفَ اَلْبِسُهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيْهَا مَاقُلْتَ قَالَ اِنِّىْ لَمْ اَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا تَبِيْعُهَا اَوْ تَكْسُوْهَا فَاَرْسَلَ بِهَا عُمَرُ اَخٍ لَهُ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ قَبْلَ اَنْ يُّسْلِمَ -

২৪২৭. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, উমর (রা) এক ব্যক্তিকে রেশমী কাপড় বিক্রি করতে দেখে নবী (সঃ)–কে বললেন, আপনি এই কাপড় জোড়া খরিদ করুন, জুমুআ ও প্রতিনিধি দল আসার দিন পরিধান করবেন। নবী (সঃ) বললেনঃ এ ধরনের কাপড় একমাত্র তারাই পরিধান করতে পারে, আখেরাতে যাদের কোন অংশ নেই। পরে এ ধরনের কয়েক জোড়া কাপড় রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর কাছে আনা হলে তিনি তার (মধ্য হতে) এক জোড়া উমরকে পাঠিয়ে দিলেন। উমর (রা) বললেন, কেমন করে আমি এ কাপড় পরিধান করতে পারি? কেননা আপনি এ সম্বন্ধে খুব কঠোর কথা বলেছেন। নবী (সঃ) বললেন, আমি তোমাকে এ কাপড় পরিধান করার জন্য পাঠাইনি, বরং এজন্য পাঠিয়েছি যে, তুমি তা বিক্রি করে দেবে বা অন্য কোন অভাবী লোককে দান করবে। সুতরাং উমর (রা) তাঁর মক্কাবাসী এক ভাইয়ের কাছে তা পাঠিয়ে দিলেন যে তখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি।[৭]

---

৭. এই লোকটি ছিল হযরত উমর (রাঃ)–এর দুধভাই উসমান ইবনে হাকীম। এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে; মুশরিকদেরকেও উপহার–উপঢৌকন দেওয়া যায়।

٢٤٢٨- عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَىَّ اُمِّىْ وَهِىَ مُشْرِكَةٌ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ قُلْتُ وَهِىَ رَاغِبَةٌ اَفَاَصِلُ اُمِّىْ قَالَ نَعَمْ صِلِىْ اُمَّكِ -

২৪২৮. আসমা বিনতে আবু বাকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যুগে আমার মা আমার ইসলাম গ্রহণের পরে এক সময় আমার কাছে আসলেন। তখনও তিনি মুশরিক ছিলেন। (তাঁর সাথে কি ধরনের আচরণ করতে হবে) এ বিষয়ে আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে জানতে চাইলাম। আমি বললাম, তিনি আমার প্রতি খুবই আকৃষ্ট। সুতরাং আমি কি আমার মায়ের সাথে উত্তম আচরণ করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তোমার মায়ের সাথে উত্তম আচরণ কর।

২৯-অনুচ্ছেদঃ সদকা বা দান ফিরিয়ে নেয়া কারো জন্যেই বৈধ নয়।

٢٤٢٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلْعَائِدُ فِى هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِىْ قَيْئِهِ -

২৪২৯. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, দান করে তা প্রত্যাহারকারী বমি করে ভক্ষণকারীর মত।

٢٤٣٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الَّذِىْ يَعُوْدُ فِىْ هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِىْ قَيْئِهِ -

২৪৩০. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপন আমাদের জন্য শোভনীয় নয়। দান করে যে ব্যক্তি আবার তা প্রত্যাহার করে নেয় সে এমন কুকুরের ন্যায়, যে বমি করে আবার তা খেয়ে ফেলে।

٢٤٣١- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ حَمَلْتُ عَلٰى فَرَسٍ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاَضَاعَهُ الَّذِىْ كَانَ عِنْدَهُ فَاَرَدْتُ اَنْ اَشْتَرِيَهُ مِنْهُ وَظَنَنْتُ اَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ فَسَاَلْتُ عَنْ ذٰلِكَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ لاَ تَشْتَرِهِ وَاِنْ اَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ فَاِنَّ الْعَائِدَ فِىْ صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُوْدُ فِىْ قَيْئِهِ -

২৪৩১. উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার একটি ঘোড়া আমি এক ব্যক্তিকে আল্লাহর রাহে আরোহণ করার জন্য দান করলাম। কিন্তু তার কাছে ঘোড়াটি থাকাকালে সে ওটিকে (ঘাস পানি ঠিকমত না দিয়ে) প্রায় ধ্বংস করে ফেলল। তাই আমি আবার ঘোড়াটিকে তার নিকট থেকে খরিদ করে নেয়ার ইচ্ছা করলাম। আমি

মনে করলাম, সে সস্তায়ই হয়ত সেটা বিক্রি করবে। সুতরাং এ ব্যাপারে আমি নবী (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এক দিরহামেও যদি ওটা সে তোমাকে দেয় তবুও তুমি খরিদ করবে না। কেননা সদকা প্রত্যাহারকারী বমি করে তা ভক্ষণকারী কুকুরের ন্যায়।

৩০-অনুচ্ছেদঃ

٢٤٣٢- عَنْ بَنِيْ صُهَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ جُدْعَانَ اِدَّعَوْا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَعْطٰى ذٰلِكَ صُهَيْبًا فَقَالَ مَرْوَانُ مَنْ يَشْهَدُ لَكُمَا عَلٰى ذٰلِكَ قَالُوْا ابْنُ عُمَرَ فَدَعَاهُ فَشَهِدَ لَاَ عْطٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صُهَيْبًا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً فَقَضٰى مَرْوَانُ بِشَهَادَتِهِ لَهُمْ -

২৪৩২. আবদুল্লাহ ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে আবু মুলাইকা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ইবনে জুদআনের আযাদকৃত দাস সুহাইবের সন্তানরা দু'টি ঘর ও একটি কামরার অধিকার দাবী করে বলল যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) সেগুলো সুহাইবকে দান করেছিলেন। (একথা শুনে) মারওয়ান বলল, এ ব্যাপারে তোমাদের কোন সাক্ষী আছে কি? তারা বলল, ইবনে উমর (রা) সাক্ষী আছেন। মারওয়ান ইবনে উমরকে ডেকে পাঠালে তিনি এসে সাক্ষ্য দিলেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) সুহাইবকে দু'টি ঘর ও একটি কামরা দান করেছেন। সুতরাং তাঁর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে মারওয়ান তাদের অনুকূলে রায় প্রদান করলেন।

৩১-অনুচ্ছেদঃ উমরা (মৃত্যু পর্যন্ত ভোগদখলের জন্য কাউকে কিছু দান করা) ও রুকবা (মৃত্যুকে শর্ত করে কাউকে ঘর বা বাড়ী দান) করা। (যেমন কেউ অন্য একজনকে বলল, আমি আমার এই বাড়ীটা এই শর্তে তোমাকে বসবাসের জন্য দান করলাম যে, তুমি আগে মৃত্যুবরণ করলে বাড়ীটা আমার হয়ে যাবে। আর যদি আমি আগে মৃত্যুবরণ করি তাহলে তোমার হয়ে যাবে।) এ সম্পর্কে হাদীসে যা কিছু বলা হয়েছে। কেউ যদি একথা বলে যে, সারা জীবন বসবাসের জন্য তোমাকে আমি বাড়ী দান করলাম, একে বলে উমরা। আর যদি কেউ বলে, তোমাকে এই ঘর বসবাস করতে দিলাম এটাকে বলে রুকবা।[৮]

٢٤٣٣- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالْعُمْرٰى اَنَّهَا لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ -

২৪৩৩. জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ নবী (সঃ) উমরা সম্পর্কে এই মীমাংসা করেছেন যে, যাকে তা দেয়া হয়েছে তারই মালিকানা বহাল থাকবে।

٢٤٣٤- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْعُمْرٰى جَائِزَةٌ -

৮. কাউকে কোন জিনিস তার জীবদ্দশা পর্যন্ত ভোগদখল করতে দিলে তাকে বলে উমরা (জীবনস্বত্ব)। কেউ কোন জিনিস কাউকে দান করার সময় বলল, তুমি আমার আগে মারা গেলে আমিই এর মালিক হব আর আমি তোমার আগে মারা গেলে তুমি হবে এর মালিক, একে বলে রুকবা।

২৪৩৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, উমরা (জীবনস্বত্ব) জায়েয।

৩২–অনুচ্ছেদঃ ঘোড়া, চতুষ্পদ জন্তু বা অন্য কিছু ধার নেয়া।

٢٤٣٥– عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِيْنَةِ فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَسًا مِنْ اَبِيْ طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ الْمَنْدُوْبُ فَرَكِبَ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ مَارَاَيْنَا مِنْ شَيْءٍ وَاِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا ـ

২৪৩৫. কাতাদা (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আনাস (রা)–কে বলতে শুনেছি যে, (এক সময়ে শত্রুর আক্রমণের ভয়ে) মদীনাতে ভীতি ও ত্রাস সৃষ্টি হলে নবী (সঃ) আবু তালহার 'মানদূব' নামক ঘোড়াটি ধার নিলেন। অতঃপর তাতে আরোহণ করলেন [এবং (গোটা মদীনা টহল দিয়ে) ফিরে এসে বললেন, ভীত বা সন্ত্রস্ত হওয়ার মত কিছুই দেখতে পেলাম না। আমি ঘোড়াটিকে সমুদ্রের ন্যায় (সচ্ছল গতি বিশিষ্ট) পেলাম।

৩৩–অনুচ্ছেদঃ নব দম্পতির বাসর রাতে ব্যবহারের জন্য কিছু ধার নেয়া।

٢٤٣٦– عَنْ اَيْمَنَ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ وَعَلَيْهَا دِرْعُ قِطْرٍ ثَمَنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَقَالَت اِرْفَعْ بَصَرَكَ اِلٰى جَارِيَتِيْ اُنْظُرْ اِلَيْهَا فَاِنَّهَا تُزْهٰى اَنْ تَلْبَسَهُ فِى الْبَيْتِ وَقَدْ كَانَ لِى مِنْهُنَّ دِرْعٌ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَمَاكَانَتْ اِمْرَاَةٌ تُقَيَّنُ بِالْمَدِيْنَةِ اِلاَّ اَرْسَلَتْ اِلَىَّ تَسْتَعِيْرُهُ ـ

২৪৩৬. আয়মান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি এক সময় আয়েশা (রা)–এর কাছে গেলাম। দেখলাম, তিনি পাঁচ দিরহাম মূল্যের মোটা সূতার একটা কামিজ পরিধান করে আছেন। তিনি বললেন, আমার এই দাসীটাকে একটু চোখ তুলে দেখ, বাড়ীতেও সে এটি ব্যবহার করতে অস্বীকার করে। অথচ রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর যুগে আমার ঐ রকমই একটা কামিজ ছিল। লোক পাঠিয়ে আমার নিকট থেকে ওটা না নিলে বিয়ের সময় মদীনার কোন মেয়েকেই সাজান হত না।

৩৪–অনুচ্ছেদঃ দুধ পানের জন্য উট বা বকরী দান করার মর্যাদা।

٢٤٣٧– عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نِعْمَ الْمَنِيْحَةُ اللِّقْحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ تَغْدُوْ بِاِنَاءٍ وَتَرُوْحُ بِاِنَاءٍ ـ

২৪৩৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ দুগ্ধবতী উষ্ট্রী এবং দুগ্ধবতী বকরী যা সকালে এক পাত্র ভর্তি এবং বিকালে এক পাত্র ভর্তি দুধ দান করে উপহার হিসেবে কতই না উত্তম।

٢٢٣٨- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُوْنَ الْمَدِيْنَةَ مِنْ مَكَّةَ وَلَيْسَ
بِاَيْدِيْهِم يَعْنِىْ شَيْئًا وَكَانَ الاَنْصَارُ اَهْلَ الاَرْضِ وَالْعَقَارِ فَقَاسَمَهُمُ الاَنْصَارُ عَلٰى
اَنْ يُعْطُوْهُمْ ثِمَارَ اَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَامٍ وَيَكْفُوْهُمُ الْعَمَلَ وَالْمُؤْنَةَ وَكَانَتْ اُمُّهُ اُمُّ اَنَسٍ اُمُّ
سُلَيْمٍ كَانَتْ اُمَّ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ ، فَكَانَتْ اَعْطَتْ اُمُّ اَنَسٍ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ
عِذَاقًا فَاَعْطَاهُنَّ النَّبِىُّ ﷺ اُمَّ اَيْمَنَ مَوْلاَتَهُ اُمَّ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ
فَاَخْبَرَنِى اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمَّا فَرَغَ مِنْ قَتْلِ اَهْلِ خَيْبَرَ فَانْصَرَفَ
اِلَى الْمَدِيْنَةِ رَدَّ الْمُهَاجِرُوْنَ اِلَى الاَنْصَارِ مَنَائِحَهُمُ الَّتِىْ كَانُوْا مَنَحُوْهُمْ مِنْ ثِمَارِهِمْ
فَرَدَّ النَّبِىُّ ﷺ اِلٰى اُمِّهِ عِذَاقَهَا وَاَعْطٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمَّ اَيْمَنَ مَكَانَهُنَّ مِنْ
حَائِطِهِ وَقَالَ اَحْمَدُ بْنُ شَبِيْبٍ اَخْبَرَنَا اَبِىْ عَنْ يُوْنُسَ بِهٰذَا وَقَالَ مَكَانَهُنَّ مِنْ
خَالِصِهِ۔

২৪৩৮. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মুহাজিরগণ যে সময় মক্কা থেকে মদীনায় আসলেন তখন তাদের কাছে কিছুই ছিল না। কিন্তু আনসারগণ ভূমি ও সম্পদের অধিকারী ছিলেন। আনসারগণ তাদের ভূমি ও সম্পদ এই শর্তে মুহাজিরদের মধ্যে ভাগ-বন্টন করে দিলেন যে, প্রতি বছর তারা এর উৎপন্ন ফল ও ফসল একটা পরিমাণ মত তাদেরকে (আনসার) প্রদান করবে এবং শ্রম ও মজুরীর কাজ মুহাজিরগণ করবেন। আনাসের মা উম্মে সুলাইম (রা) আবদুল্লাহ ইবনে আবু তালহারও মা ছিলেন। এই আনাস ইবনে মালেকের মা রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে কয়েকটি খেজুর গাছ দিয়েছিলেন। নবী (সঃ) আবার সেগুলো তার আযাদকৃত দাসী উসমান ইবনে যায়েদের মা উম্মে আয়মানকে দিয়েছিলেন। ইবনে শিহাব (র) বর্ণনা করেছেন, আনাস (রা) আমাকে জানিয়েছেন, খায়বরবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষ করে নবী (সঃ) যে সময় মদীনায় ফিরে আসলেন, তখন মুহাজিরগণ আনসারদের দেয়া ফল ও সম্পদসমূহ ফিরিয়ে বা পরিশোধ করে দিলেন। সুতরাং নবী (সঃ)-ও আনাসের মাকে তার দেয়া খেজুর গাছগুলো ফেরত দিলেন এবং এর পরিবর্তে উম্মে আয়মানকে নিজের বাগান থেকে কয়েকটি গাছ দান করলেন।[৯]

٢٤٣٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْبَعُوْنَ خَصْلَةً اَعْلاَهُنَّ
مَنِيْحَةُ الْعَنْزِ مَامِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيْقَ مَوْعُوْدِهَا

---

৯ ইমাম বুখারী বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ ইসমাঈল ও মালেকের মাধ্যমে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যাতে "আল-মানহাতু" শব্দের পরিবর্তে "নিমাস-সাদাকাহ" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ কতই না উত্তম সাদকা।

اِلاَّ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ بِهَا الْجَنَّةَ قَالَ حَسَّانُ فَعَدَدْنَ مَادُوْنَ مَنِيْحَةِ الْعَنْزِ مِنْ رَدِّ السَّلاَمِ وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ وَاِمَاطَةِ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَنَحْوِهٖ فَمَا اسْتَطَعْنَا اَنْ نَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً ـ

২৪৩৯. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ চল্লিশটি উন্নত স্বভাব আছে যার মধ্যে কাউকে বকরী দান করা সবচাইতে উচ্চ ও উন্নত মানের স্বভাব। সওয়াবের আশায় ও আল্লাহর ওয়াদাকে সত্য জেনে যে কোন ব্যক্তি এর যে কোন একটি স্বভাবের ওপর আমল করবে, তার বিনিময়ে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। হাসসান (রা) বলেন, বকরী দান করা ছাড়া আমরা স্বভাবগুলোর মধ্য থেকে যেগুলোকে গণনা করলাম তা হল, সালামের জবাবদান, হাঁচির জবাবদান, কষ্টদায়ক বস্তু রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়া এবং অনুরূপ আরো কয়েকটি। কিন্তু পনরটি স্বভাবের অধিক গণনা করতে আমরা সক্ষম হলাম না।

٢٤٤٠ ـ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُوْلُ اَرَضِيْنَ فَقَالُوْا نُوَاجِرُهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ اَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا اَوْ لِيَمْنَحْهَا اَخَاهُ فَاِنْ اَبٰى فَلْيُمْسِكْ اَرْضَهُ ـ

২৪৪০. জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমাদের কিছু সংখ্যক লোকের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভূমি ছিল। তারা নবী (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, আমরা কি ঐসব ভূমি উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয়াংশ, এক-চতুর্থাংশ কিংবা অর্ধাংশের বিনিময়ে (চাষাবাদ করতে) দিব? নবী (সঃ) বললেন, যার ভূমি আছে, হয় সে নিজে তা চাষাবাদ করবে অথবা তার ভাইকে দান করবে। যদি এতে রাজি না থাকে, তবে আবাদ না করে ফেলে রাখবে।

٢٤٤١ ـ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِيٌّ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَاَلَهُ عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ وَيْحَكَ اِنَّ الْهِجْرَةَ شَاْنُهَا شَدِيْدٌ فَهَلْ لَكَ مِنْ اِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتُعْطِيْ صَدَقَتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تَمْنَحُ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتَحْلُبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ فَاِنَّ اللّٰهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا ـ

২৪৪১. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুইন নবী (সঃ)-এর নিকট এসে হিজরত সম্পর্কে জানতে চাইলে নবী (সঃ) বললেনঃ তোমার জন্য দুঃখ হয়! হিজরতের ব্যাপারটা অত্যন্ত কঠিন। তোমার কি উট আছে? লোকটি বলল, হাঁ আছে। তিনি বললেন, তুমি কি এর যাকাত আদায় করে থাক? সে বলল, হাঁ, করে থাকি। নবী (সঃ)

আবার বললেন, তুমি কি তা থেকে দান করে বা উপহার পাঠিয়ে থাক? লোকটি বলল, হাঁ, করে থাকি। নবী (সঃ) আবারও তাকে জিজ্ঞেস করলেন, পানি পান করানোর সময় কি ঐগুলো দোহন করো? সে (এবারও) বললো, হাঁ। নবী (সঃ) বললেন, তাহলে সমুদ্র পারে প্রত্যন্ত অঞ্চলে হলেও এগুলো অনুযায়ী আমল করে যাও অর্থাৎ এ কাজগুলো করতে থাক। কেননা আল্লাহ তোমার আমলের (ক্ষুদ্র বা বড়) কোনটাই বাদ দিবেন না।

٢٤٤٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ اِلَى اَرْضٍ تَهْتَزُّ زَرْعًا فَقَالَ لِمَنْ هٰذِهِ فَقَالُوْا اكْتَرَاهَا فُلاَنٌ فَقَالَ اَمَا اِنَّهُ لَوْ مَنَحَهَا اِيَّاهُ كَانَ خَيْرًا لَهُ مِنْ اَنْ يَّاْخُذَ عَلَيْهَا اَجْرًا مَعْلُوْمًا ـ

২৪৪২. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) একটি কৃষি ক্ষেতের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে দেখলেন মাঠ ভরা সুন্দর ফসল আন্দোলিত হচ্ছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ এই ফসলের ক্ষেত কার? লোকেরা বলল, অমুক ব্যক্তি এটাকে অর্থের বিনিময়ে ইজারা নিয়েছেন। নবী (সঃ) বললেন, যদি সে (মালিক) তাকে এটা দান করতো তাহলে নির্দিষ্ট অর্থ গ্রহণের চাইতে বেশী সওয়াব সে লাভ করতে পারতো।

৩৫–অনুচ্ছেদঃ প্রচলিত রীতি অনুযায়ী কোন ব্যক্তি যদি অপর কোন ব্যক্তিকে বলে, 'আমি এই দাসীটি তোমার সেবা বা খেদমতের জন্য দান করছি' তবে এরূপ বলে দান করা জায়েয বা বৈধ। কেউ কেউ বলেছেন, এটা ধার বা কর্জের মত হবে। আর যদি বলে, এই কাপড়খানা আমি তোমাকে পরিধান করালাম তাহলে তা দান বলে গণ্য হবে।

٢٤٤٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ هَاجَرَ اِبْرَاهِيْمُ بِسَارَةَ فَاَعْطَوْهَا اٰجَرَ فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ اَشَعَرْتَ اَنَّ اللّٰهَ كَبَتَ الْكَافِرَ وَاَخْدَمَ وَلِيْدَةً وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فَاَخْدَمَ هَاجَرَ ـ

২৪৪৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ইবরাহীম (আঃ) সারাকে সাথে করে হিজরত করলে তাকে আজরাকে (হাজেরাকে) দেয়া হল। তিনি (সারা) ফিরে এসে বললেন, তুমি কি জান আল্লাহ কাফেরকে লাঞ্ছিত করেছেন এবং খেদমতের জন্য হাজেরাকে দিয়েছেন। ইবনে সীরীন আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, অতঃপর তাঁর খেদমতের জন্য আজেরাকে প্রদান করল।

৩৬–অনুচ্ছেদঃ কোন ব্যক্তি কাউকে আরোহণের জন্য ঘোড়া দিলে তা উমরা (জীবনস্বত্ব) ও সদকা হিসাবে গণ্য হবে। কেউ কেউ বলেছেন, সে (দাতা) তা ফিরিয়ে নিতে পারে।

٢٤٤٤- عَنْ عُمَرَ قَالَ حَمَلْتُ عَلٰى فَرَسٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَرَأَيْتُهُ يُبَاعُ فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لاَ تَشْتَرِ وَلاَ تَعُدْ فِىْ صَدَقَتِكَ ـ

২৪৪৪. উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর পথে আরোহণের জন্য আমি একটি ঘোড়া দান করেছিলাম। এক সময় দেখলাম সেটি বিক্রি করা হচ্ছে। সুতরাং রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বললেনঃ সেটা খরিদ করো না এবং নিজের সদকা ফিরিয়ে নিও না।

অধ্যায়—২৮

كتاب الشهادات

(সাক্ষ্যদানের বর্ণনা)

১–অনুচ্ছেদঃ বাদীকেই (নিজ দাবীর পক্ষে) প্রমাণ পেশ করতে হবে, এ বিষয়ে যা কিছু বলা হয়েছে। মহান আল্লাহর বাণীঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَاِنْ كَانَ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لاَيَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَاِنْ لَمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰهُمَا الْاُخْرٰى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ اِذَا مَادُعُوْا وَلاَ تَسْأَمُوْا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰى اَجَلِهِ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰى اَنْ لاَّ تَرْتَابُوْا اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ لاَّ تَكْتُبُوْهَا وَاَشْهِدُوْا اِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَّلاَ شَهِيْدٌ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهُ فُسُوْقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ـ وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ـ فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ وَلاَ تَكْتُمُوْا الشَّهَادَةَ ـ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهُ اٰثِمٌ قَلْبُهُ ـ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ـ (سُوْرَة البقرة ـ ايات ـ ٢٨٢-٢٨٣)

"হে মুমিনগণ! কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যদি তোমরা ঋণ দেয়া নেয়া কর, তাহলে তোমরা তা লিখিতভাবে করবে। একজন তোমাদের (উভয়ের মধ্যেকার ঋণ দেয়া নেয়ার) এ বিষয়টি ইনসাফপূর্ণভাবে লিখে দেবে। লিখতে সক্ষম ব্যক্তি লিখতে অস্বীকৃতি জানাবে না, বরং লিখে দিবে। কারণ আল্লাহ তাকে লেখার যোগ্যতা

দিয়েছেন। যে ব্যক্তি এই বোঝা গ্রহণ করেছে সে (লিখককে) লিখনীয় বিষয় বলে দেবে। এ ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করা উচিত, যেন ফয়সালাকৃত কথাবার্তার কমবেশি করা না হয়। তবে ঋণ গ্রহণকারী যদি নির্বোধ বা দুর্বল হয় অথবা লিখনীয় বিষয় বলে দিতে অক্ষম হয়, তাহলে তার অভিভাবক সুবিচারপূর্ণভাবে লিখিয়ে দেবে। এরপর (এ ব্যাপারে) দু'জন পুরুষকে সাক্ষী বানাও। দু'জন পুরুষ না পাওয়া গেলে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোককে সাক্ষী বানাও যাতে একজন ভুলে গেলে অপরজন তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তোমাদের গ্রহণযোগ্য লোকই সাক্ষী হবে। সাক্ষীদের (সাক্ষ্যদানের জন্য) ডাকা হলে তারা অস্বীকার করবে না। ব্যাপার ছোট বড় যাই হোক না কেন মেয়াদ নির্দিষ্ট করে তা লিখে নিতে উপেক্ষা করো না। এই ব্যবস্থা আল্লাহর কাছে সুবিচারপূর্ণ এবং সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে সহজ-সরল এবং (এতে) সন্দেহ সৃষ্টির অবকাশ অধিকতর কম থাকে। তবে যেসব ব্যবসায় সংক্রান্ত লেনদেন তোমরা নগদ নগদ করে থাক তা না লিখলেও কোন দোষ নাই। তবে ব্যবসায় সংক্রান্ত ব্যাপারের সময় অবশ্যই সাক্ষী ঠিক করে নেবে। লিখক ও সাক্ষীকে কষ্ট দেয়া বা ক্ষতি করা যাবে না, যদি তোমরা এরূপ কর তবে এটা তোমাদের অপরাধ। (এ ব্যাপারে) আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তোমাদেরকে (সুষ্ঠু পন্থা) শিক্ষা দেন। তিনি সব কিছুই জানেন" (সূরা বাকারাঃ ২৮২-৩)।

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا فَلَاتَتَّبِعُوا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا وَاِنْ تَلْوُوْا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ـ (سورة النساء اية ١٣٥)

"হে ঈমানদারগণ। তোমরা আল্লাহর সাক্ষী হয়ে ইনসাফের ধারক হয়ে যাও। যদিও তোমাদের এই ইনসাফ ও সুবিচারের আঘাত তোমার নিজের ওপর অথবা তোমার পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের ওপরও পড়ে। আর (ইনসাফপ্রার্থী বাদী-বিবাদী) উভয়েই ধনী হোক কিংবা গরীব হোক আল্লাহর এই অধিকারই সর্বাধিক মনোযোগের উপযোগী। অতএব এ ব্যাপারে প্রবৃত্তির অনুসরণ করে ইনসাফ থেকে দূরে সরে যেও না। যদি এ ক্ষেত্রে রেখেঢেকে কথা বল অথবা মুখ ফিরিয়ে রাখো, তবে জেনো তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তার সবই অবহিত আছেন"-(সূরা নিসাঃ ১৩৫)।

২-অনুচ্ছেদঃ কেউ কোন লোকের সৎ স্বভাবের বর্ণনা দিতে গিয়ে যদি বলে, আমি তো তাকে সৎ বলেই জানি অথবা আমি তার সততা ছাড়া আর কিছু জানি না।

٢٤٤٥- عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ وَبَعْضُ حَدِيْثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا حِيْنَ قَالَ لَهَا اَهْلُ الْاِفْكِ فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلِيًّا وَاُسَامَةَ حِيْنَ

اسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ يَسْتَأْمِرُهُمَا فِى فِرَاقِ اَهْلِه فَاَمَّا أُسَامَةُ فَقَالَ : اَهْلُكَ وَلاَ نَعْلَمُ الاَّ خَيْرًا وَقَالَتْ بَرِيْرَةُ اِنْ رَأَيْتُ عَلَيْهَا اَمْرًا اَغْمِصُهُ اَكْثَرَ مِن اَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيْثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنْ عَجِيْنِ اَهْلِهَا فَتَأْتِى الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَعْذِرُنَا مِنْ رَجُلٍ بَلَغَنِى اَذَاهُ فِى اَهْلِ بَيْتِىْ فَوَاللّٰهِ مَاعَلِمْتُ مِنْ اَهْلِى الاَّ خَيْرًا وَلَقَدْ ذَكَرُوْا رَجُلاً مَاعَلِمْتُ عَلَيْهِ الاَّ خَيْرًا -

২৪৪৫. উরওয়া ইবনে যুবায়ের, ইবনুল মুসাইয়াব, আলকামা ইবনে ওয়াক্কাস ও উবায়দুল্লাহ (ইবনে আবদুল্লাহ) থেকে আয়েশা (রা)-র বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপের ঘটনা সম্পর্কে বর্ণিত আছে। তাঁদের বর্ণিত কোন কোন হাদীস কোন কোনটির সত্যতা প্রতিপন্নকারী। (তাঁরা বর্ণনা করেছেন) তাঁর (আয়েশা) বিরুদ্ধে অপবাদ রটনাকারীরা যে সময় অপবাদ রটনা করল এবং ওহী নাযিল হতে বিলম্ব হল তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর স্ত্রীকে তালাকদানের ব্যাপারে পরামর্শ চেয়ে আলী ইবনে আবু তালিব ও উসামা ইবনে যায়েদকে ডেকে পাঠালেন। উসামা (রা) বললেন, আপনার স্ত্রী, তাঁর সম্পর্কে তো আমরা শুধু ভালই জানি। বারীরা বর্ণনা করেছেন, তাঁর (আয়েশা) সম্পর্কে আমি একটা খারাপ ছাড়া আর কিছুই জানি না। তা হলো অল্পবয়স্কা হওয়ার কারণে তিনি প্রায়ই বাড়ীর লোকদের জন্য আটা খামীর করতে করতে ঘুমিয়ে পড়তেন আর এই ফাঁকে বকরী এসে তা খেয়ে ফেলত। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমাকে কে সাহায্য করবে যার জ্বালাতন আমার পারিবারিক ব্যাপারে অশান্তি সৃষ্টি করেছে।

আল্লাহর শপথ! আমি আমার স্ত্রী সম্পর্কে ভাল ছাড়া (মন্দ) জানি না। আর তারা (অপবাদ রটনাকারীরা) এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলছে যার সম্পর্কেও আমি শুধু ভালই জানি।[১]

১. রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সুন্নাত বা নিয়ম ছিল যখন তিনি দীর্ঘ সময়ের জন্য সফরে বের হতেন তখন স্ত্রীদের মধ্যে লটারী করে যার নাম উঠত সেই স্ত্রীকে সংগে করে সফরে নিয়ে যেতেন। বনু মুস্তালিক যুদ্ধের সময় এইভাবে লটারী করলে তাতে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নাম উঠে এবং তিনি তাঁকে সংগে নিয়ে যান। হযরত আয়েশা ছিলেন তখন অল্পবয়স্কা ও হাল্কা-পাতলা গড়নের। সওয়ারীতে আরোহণের সময় তিনি হাওদাজের (উটের পিঠে বসানো ছই) মধ্যে উঠে বসতেন। লোকেরা তাঁকেসহ হাওদাজ উটের পিঠে উঠিয়ে দিত আর অবতরণের সময়ও ঐভাবে অবতরণ করাতো। যুদ্ধাভিযান শেষে মুসলিম সেনাদল মদীনায় প্রত্যাবর্তন করার সময় মদীনার বাইরে তাঁবু করে রাত্রি যাপন করল। ভোরে কিছু রাত থাকতেই সেনাদলকে আবার মদীনার দিকে রওয়ানা দেয়ার নির্দেশ দেয়া হল। হযরত আয়েশা (রাঃ) সেনাদল ছেড়ে কিছু দূরে পায়খানার হাজত পূরণ করতে গেলেন। ফিরে এসে দেখলেন সেনাদলে যাত্রার প্রস্তুতি চলছে। এই সময় তিনি গলায় হাত দিয়ে দেখলেন তাঁর গলার হার ছিঁড়ে পড়ে গিয়েছে। হার খুঁজতে তিনি আবার ফিরে গেলেন। হারও পেয়ে গেলেন। কিন্তু এসে দেখলেন সেনা-কাফেলা রওয়ানা হয়ে গিয়েছে। তিনি ভাবলেন, তারা যখন আমাকে দেখবে না তখন নিশ্চয়ই আমার খোঁজে এখানে আসবে। একথা চিন্তা করে তিনি তাঁর রাত্রি যাপনের জায়গায় গিয়ে বসে পড়লেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। লোকেরা উটের পিঠে হাওদাজ উঠানোর সময় বুঝতেই পারেনি যে, হযরত আয়েশা তার মধ্যে নেই। তাই তারা খালি হাওদাজই উটের পিঠে উঠিয়ে দিয়েছিল।

নবী (সঃ)-এর নিয়ম ছিল কাফেলা রওয়ানা হওয়ার পর কেউ কিছু ফেলে গেল কিনা তা দেখার জন্য পেছনে কাউকে রেখে যাওয়া। এবারে তিনি সাফওয়ান ইবনে মু'আত্তালকে রেখে গিয়েছিলেন। সকাল হলে তিনি দর

৩-অনুচ্ছেদঃ অন্তরালে অবস্থান করে সাক্ষ্যদান। আমর ইবনে হুরাইস সাক্ষ্য দান করা বৈধ মনে করতেন। তিনি বলতেন, মিথ্যাবাদী পাপী লোকদের বিরুদ্ধে এরূপ আচরণই করা হবে। শাবী, ইবনে সীরীন, আতা এবং কাতাদা বলেছেন, শুনে থাকলেই সাক্ষ্যদান কর্তব্য হয়ে যায় (তাকে সাক্ষী মানা না হলেও)। (এরূপ ব্যক্তি যে ঘটনা শুনেছে বা জানে কিন্তু তাকে সাক্ষী মানা হয়নি তার সম্পর্কে) হাসান বসরী বলেছেন, সে এই বলে সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, তারা (বাদী বা বিবাদী) আমাকে সাক্ষী মানেনি। তবে আমি এরূপ ঘটনা শুনেছি।

٢٤٤٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ يَقُوْلُ انْطَلَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ الْاَنْصَارِىُّ يَؤُمَّانِ النَّخْلَ الَّتِى فِيْهَا ابْنُ صَيَّادٍ حَتّٰى اِذَا دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَفِقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَّقِىْ بِجُذُوْعِ النَّخْلِ وَهُوَ يَخْتِلُ اَنْ يَسمعَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ اَن يَرَاهُ وَابنُ صَيَّادٍ مُضطَجِعٌ عَلٰى فِرَاشِهٖ فِى قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا رَمرَمَةٌ

হতে ঘুমন্ত মানুষের মত দেখতে পেয়ে কাছে আসলেন। পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে তিনি আয়েশা (রাঃ)-কে দেখেছিলেন। তাই তিনি তাঁকে দেখে চিনতে পারলেন এবং উচ্চস্বরে 'ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন' পড়লে তা শুনে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর ঘুম ভেঙ্গে গেল। সাফওয়ান তার উট বসিয়ে দিলে তিনি তাতে সওয়ার হলেন। আর সাফওয়ান ইবনে মু'আত্তাল উটের রশি ধরে হেঁটে চললেন। অবশেষে তারা কাফেলায় এসে মিলিত হলেন।

সেনাদলের মুসলমানদের সাথে মোনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূলও ছিল। সে ব্যাপারটা লক্ষ্য করল এবং রসূলুল্লাহ (সঃ) ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে এটাকে একটা মারাত্মক হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করার সংকল্প করল। প্রকৃতপক্ষে এটা খুবই মারাত্মক ব্যাপার ছিল। এভাবে সে মুসলমানদের নৈতিক মনোবল ভেঙ্গে দিয়ে এবং তাদের মধ্যে বিশৃংখলা ও হানাহানির সৃষ্টি করে মহানবী (সঃ)-এর আসল মিশনকেই ব্যর্থ করে দিতে চেয়েছিল এবং প্রায় সফলকাম হয়ে গিয়েছিল। এনিয়ে মদীনার আওস ও খাযরাজ গোত্রীয় আনসারদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ শুরু হওয়ার উপক্রম হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বিজ্ঞ ও সময়োচিত ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে তা ব্যর্থ হয়ে যায়।

মোনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূলের নেতৃত্বে অতঃপর কাফেলার মধ্যে কানাঘুষা শুরু হয়ে যায় এবং মদীনায় পৌঁছে তা আরো জোরদার হয়ে উঠে। এভাবে তারা হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর চরিত্রে কলঙ্ক লেপনের ব্যর্থ চেষ্টা চালায়। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পক্ষে তাৎক্ষণিকভাবে এই ঘটনা সম্পর্কে কিছুই বলা সম্ভব ছিল না। তাই তিনি সব কিছু অবলোকন করতে থাকলেন।

এদিকে মদীনায় পৌঁছার পর আয়েশা (রাঃ) এক মাস পর্যন্ত অসুস্থ থাকলেন। তাই তিনিও ঘটনার কিছুই জানতে পারলেন না। অসুস্থ অবস্থায় একদিন রাতে তিনি সাহাবা মিছতাহ ইবনে উসাসার মা উম্মে মিছতাহ্‌র সাথে প্রকৃতির ডাকে বাইরে বের হলেন। চলতে গিয়ে পায়ে কাপড় জড়িয়ে গিয়ে উম্মে মিছতাহ হোঁচট খেলে সে তখন তার ছেলে মিছতাহকে অভিশাপ দিল। তখন আয়েশা এর প্রতিবাদ করলে উম্মে মিছতাহ তাঁকে তাঁর বিরুদ্ধে অপবাদ রটানোর বিষয় বর্ণনা করলেন এবং বললেন, যেসব লোক এ অপবাদ রটনাতে শামিল আছে তার ছেলে মিছতাহ ইবনে উসাসাও তাদের একজন। এ ঘটনা শোনার পর হযরত আয়েশার অসুখ আরো বেড়ে গেল এবং তিনি রাতদিন কাঁদতে থাকলেন। একদিন তিনি নবী (সঃ) থেকে অনুমতি নিয়ে পিতামাতার কাছে চলে গেলেন। পরে আল্লাহ তাআলা আয়াত (নূরঃ ১১-২৬) নাযিল করে তাঁর পবিত্রতার কথা ঘোষণা করলে সকল গোলযোগ ও কানাঘুষার অবসান হয়।

فَرَاَتْ اُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ يَتَّقِىْ بِجُذُوْعِ النَّخْلِ فَقَالَتْ لابْنِ صَيَّادٍ اَىْ صَافِ هٰذَا مُحَمَّدٌ فَتَنَاهَى ابْنُ صَيَّادٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ ـ

২৪৪৬. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, যে খেজুর বাগানে ইবনে সাইয়াদ থাকত, রসূলুল্লাহ (সঃ) এবং উবাই ইবনে কা'ব (রা) সেই বাগানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) সেখানে পৌছে বৃক্ষের শাখা–প্রশাখায় নিজেকে আড়াল করে চলতে থাকলেন যেন ইবনে সাইয়াদ তাঁকে দেখার পূর্বেই তিনি তার থেকে কিছু শুনতে পান। সেই সময় ইবনে সাইয়াদ একখানা চাদর মুড়িয়ে বিছানায় শায়িত ছিল এবং গুনগুন শব্দ করে কিছু বলছিল। এই সময় ইবনে সাইয়াদের মা দেখল, নবী (সঃ) খেজুর শাখার আড়াল হয়ে চলছেন। সে ইবনে সাইয়াদকে ডেকে বলল, হে সাফ! (ইবনে সাইয়াদের নামের সংক্ষেপ। ইবনে সাইয়াদ ছিল এক ইহুদী গণক। সে যাদু বা গণনার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছিল। এজন্যে কেউ কেউ তাকে দাজ্জাল বলে অভিহিত করেছেন) এই যে দেখ না মুহাম্মাদ। তখন ইবনে সাইয়াদ নিশ্চুপ হয়ে গেল। নবী (সঃ) বললেন, সে (ইবনে সাইয়াদের মা) যদি তাকে (কিছু না বলে) স্বাভাবিক অবস্থায় থাকতে দিত তাহলে সব কিছু স্পষ্ট হয়ে যেত।

٢٤٤٧– عَنْ عَائِشَةَ جَاءَتِ امْرَاَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِىِّ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِى فَاَبَتَّ طَلاَقِى فَتَزَوَّجْتُ عَبدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الزُّبَيْرِ اِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَقَالَ اَتُرِيْدِ يْنَ اَنْ تَرْجِعِىْ اِلٰى رِفَاعَةَ لاَ حَتّٰى تَذُوْقِى عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوْقَ عُسَيْلَتَكِ وَاَبُوْ بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَهُ وَخَالِدُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ اَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَقَالَ يَا اَبَا بَكْرٍ اَلاَ تَسْمَعُ اِلٰى هٰذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ

২৪৪৭. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রিফাআ আল–কুরাযীর স্ত্রী নবী (সঃ)-এর কাছে এসে বলল, আমি রিফাআর কাছে ছিলাম (স্ত্রী ছিলাম)। কিন্তু রিফাআ আমাকে বায়েন তালাক দিয়ে পৃথক করে দিয়েছে। পরে আমি আবদুর রহমান ইবনে যুবায়েরের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি। কিন্তু তার সাথে আছে কাপড়ের পুটলির মত কিছু (অর্থাৎ সে নপুংসক ছিল)। নবী (সঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি রিফাআর কাছে ফিরে যেতে চাও? না, তা হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা পরস্পরের স্বাদ গ্রহণ কর। ঐ সময় আবু বাকর সিদ্দীক তাঁর (সঃ) নিকট বসা ছিলেন, আর খালিদ ইবনে সাঈদ ইবনুল আস বাইরে দরজায় প্রবেশের অনুমতির জন্য অপেক্ষমান ছিলেন। খালিদ (ইবনে সাঈদ ইবনে আস) বললেনঃ হে আবু বাকর! এই নারী নবী (সঃ)–এর নিকট উচ্চস্বরে যা বলছে তা কি তুমি শুনছ না?

৪–অনুচ্ছেদঃ এক বা একাধিক ব্যক্তি যদি কোন বিষয় সম্পর্কে সাক্ষ্যদান করে এবং অন্যরা যদি বলে, এ বিষয়ে আমরা কিছু জানি না, তবে সাক্ষ্যদাতাদের সাক্ষ্যই গ্রহণ করা হবে। হুমাইদী বলেন, এটা ঠিক তেমন যেমন বিলাল (রা) বলেছেন, নবী (সঃ) কাবার অভ্যন্তরে নামায পড়েছেন। কিন্তু ফযল বলেছেন, তিনি (কাবার অভ্যন্তরে) নামায পড়েননি। অথচ লোকেরা বিলালের কথাই গ্রহণ করেছে। অনুরূপ দু'জন এই মর্মে সাক্ষ্য দেয় যে, অমুক অমুকের কাছে দু'হাজার দিরহাম ঋণী আছে। অপরদিকে অন্য দু'জন যদি (এক্ষেত্রে) দেড় হাজার দিরহাম ঋণী হওয়ার সাক্ষ্য দেয় তাহলে (ঋণের) বেশি পরিমাণটাই গ্রহণযোগ্য হবে।

٢٤٤٨– عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ اَنَّهُ تَزَوَّجَ اِبْنَةً لاَبِىْ اِهَابِ ابْنِ عَزِيْزٍ فَاَتَتْهُ اِمْرَاَةٌ فَقَالَتْ قَدْ اَرْضَعْتُ عُقْبَةَ .وَالَّتِىْ تَزَوَّجَ فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ مَا اَعْلَمُ اَنَّكِ اَرْضَعْتِنِىْ فَاَرْسَلَ اِلٰى اٰلِ اَبِىْ اِهَابٍ يَسْاَلُهُمْ فَقَالُوْا مَا عَلِمْنَا اَرْضَعَتْ صَاحِبَتَنَا فَرَكِبَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ فَسَاَلَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ وَقَدْ قِيْلَ فَفَارَقَهَا وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ ـ

২৪৪৮. উকবা ইবনে হারিস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু ইহাব ইবনে আযীযের এক কন্যাকে বিয়ে করলে একজন মহিলা এসে তাকে বলল যে, সে (মহিলাটি) উকবাকে এবং যে মেয়েকে সে বিয়ে করেছে তাকে দুধ পান করিয়েছে। (একথা শুনে) উকবা তাকে বলল, তুমি আমাকে দুধ পান করিয়েছিলে বলে আমি জানি না। আর তুমি আমাকে অবহিতও করনি। সুতরাং বিষয়টি জানার জন্য আবু ইহাবের পরিবারে একজন লোক পাঠান হল। সে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলে তারা বলল, ঐ মহিলা তাকে দুধ পান করিয়েছে কিনা তা তারা জানে না। উকবা (ইবনে হারিস) সওয়ারীতে করে মদীনায় নবী (সঃ)–এর কাছে গিয়ে বিষয়টি জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এরূপ যখন বলা হয়েছে তখন এটা (ঐ মহিলাকে বিবাহ করা) কি করে সম্ভব? সুতরাং উকবা (রা) তাকে তালাক দান করলে সে অন্যত্র বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হল।

৫–অনুচ্ছেদঃ – সত্যবাদী ও ন্যায়পরায়ণ সাক্ষ্যদাতা। মহান আল্লাহর বাণীঃ

واشهدوا ذوى عدل منكم وممن ترضون عن الشداء –

"যাদেরকে পছন্দ করো এমন দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে তোমরা সাক্ষী বানাও।"

٢٤٤٩– عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ اِنَّ اُنَاسًا كَانُوْا يُؤْخَذُوْنَ بِالْوَحْىِ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاِنَّ الْوَحْىَ قَدِ انْقَطَعَ وَاِنَّمَا نَأْخُذُكُمُ الْاٰنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ اَعْمَالِكُم فَمَنْ اَظْهَرَلَنَا خَيْرًا اَمِنَّاهُ وَقَرَّبْنَاهُ وَلَيْسَ اِلَيْنَا مِنْ سَرِيْرَتِهِ شَىْءٌ اَللّٰهُ

يُحَاسِبُهُ فِيْ سَرِيْرَتِهِ وَمَنْ اَظْهَرَ لَنَا سُوًا لَمْ نَأْمَنْهُ وَلَمْ نُصَدِّقْهُ وَاِنْ قَالَ اِنَّ سَرِيْرَتَهُ حَسَنَةٌ ـ

২৪৪৯. উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর যামানায় লোকদেরকে ওহীর ভিত্তিতে পাকড়াও করা হত। কিন্তু এখন তো ওহী বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাই এখন আমরা তোমাদেরকে পাকড়াও করব তোমাদের প্রকাশ্য আমল বা কাজকর্ম বিচার করে। সুতরাং এখন যে বাহ্যত ভাল আমলের প্রমাণ দিতে পারবে তাকে আমরা নিরাপত্তা দিব ও কাছে টেনে নেব। তার গোপন ও অপ্রকাশ্য বিষয়ে আমাদের কোন করণীয় নেই। তার গোপনীয় ব্যাপারের হিসাব–নিকাশ আল্লাহ তাআলাই গ্রহণ করবেন। আর যে ব্যক্তি খারাপ কাজের প্রমাণ দেবে আমরা তাকে নিরাপত্তা দেব না কিংবা তাকে সত্যবাদী বলেও জানব না। যদিও সে বলে যে, তার গোপন ও প্রকাশ্য দিকগুলো খুবই ভাল।২

৬–অনুচ্ছেদঃ কারো সাফাই প্রমাণের ব্যাপারে কতজনের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য?

٢٤٥٠– عَنْ اَنَسٍ قَالَ مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِجَنَازَةٍ فَاَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ وَجَبَتْ ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرٰى فَاَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا اَوْ قَالَ غَيْرَ ذٰلِكَ فَقَالَ وَجَبَتْ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قُلْتَ لِهٰذَا وَجَبَتْ وَلِهٰذَا وَجَبَتْ قَالَ شَهَادَةُ الْقَوْمِ الْمُؤْمِنُوْنَ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِى الْاَرْضِ ـ

২৪৫০. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ)–এর পাশ দিয়ে একটি জানাযা নিয়ে যাওয়া হল, সবাই (মৃত) লোকটি সম্বন্ধে ভাল কথা বললে নবী (সঃ) বলেন, ওয়াজিব হয়ে গেল। পরে অপর একটা জানাযা (পাশ দিয়ে) অতিক্রম করলে সবাই তার সম্বন্ধে খারাপ (হওয়ার) কথা বলল, অথবা ভাল কথা না বলে অন্যরূপ বলল। নবী (সঃ) বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেল। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রসূল! এ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেল আবার ঐ ব্যক্তি সম্পর্কেও বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেল (ব্যাপারটা কি)? জওয়াবে নবী (সঃ) বললেন, একদল লোকের সাক্ষ্য তো বটে। এই পৃথিবীতে মুমিনগণ আল্লাহর সাক্ষী।

٢٤٥١– عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ قَالَ اَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ وَهُمْ يَمُوْتُوْنَ

২. রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যামানায় আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে মানুষের ভালমন্দ ও দোষত্রুটির বিষয় অবহিত করা হত এবং সেইভাবেই ফয়সালা করা হত। হযরত উমর (রাঃ) সেই দিকেই ইংগিত করে বলেছেন যে, এখন যেহেতু ওহী নাযিল হয় না, তাই সব মানুষের আমল বা কাজকর্ম দেখে তা ভাল না মন্দ সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। যদি কারো বাহ্যিক কাজকর্ম ভাল হয় তাহলে তাকে ভাল মনে করা হবে। এর বিপরীত হলে খারাপ বলে মনে করা হবে। এমনকি সে নিজে নিজেকে ভাল বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করলেও।

مَوْتًا ذَرِيعًا فَجَلَسْتُ اِلَى عُمَرَ فَمَرَّتْ جَنَازَةٌ فَأُثْنِيَ خَيْرٌ فَقَالَ عُمَرُ وَجَبَت ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرٰى فَأُثْنِيَ خَيْرًا فَقَالَ وَجَبَت ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ فَأُثْنِيَ شَرًّا فَقَالَ وَجَبَت فَقُلْتُ مَا وَجَبَتْ يَا اَمِيرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ اَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ قُلْنَا وَثَلَاثَةٌ قَالَ وَثَلَاثَةٌ قُلْتُ وَاثْنَانِ قَالَ وَاثْنَانِ ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ ـ

২৪৫১. আবুল আসওয়াদ (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি মদীনা এসে দেখলাম এখানে একটা রোগ ছড়িয়ে পড়েছে। এতে আক্রান্ত লোকেরা দ্রুত ও ব্যাপকভাবে মৃত্যুবরণ করছে। আমি উমরের কাছে বসা ছিলাম। এমন সময় একজনের জানাযা (লাশ) সেখান দিয়ে বহন করা হলে তার প্রসংসা করা হল। (তা শুনে) উমর (রা) বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেল। পরে অন্য একটা লাশ বহন করা হলে তারও প্রশংসা করা হল। আবার তিনি (উমর) বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেল। এরপর আরেকটা লাশ বহন করা হলে তার সম্পর্কে খারাপ কথা বলা হলে এবারও তিনি (উমর) বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আমীরুল মুমিনীন! কি ওয়াজিব হয়ে গেল? তিনি বললেন, নবী (সঃ) যেমন বলেছিলেন আমিও ঠিক তেমনি বললাম। কোন মুসলমান সম্পর্কে যদি চারজন লোক ভাল সাক্ষ্যদান করে তাহলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। আমরা বললাম, যদি তিনজন লোক সাক্ষ্য দান করে তবে? তিনি বললেন, তিনজন হলেও। বললাম, যদি দু'জন লোক সাক্ষ্যদান করে তবুও কি? তিনি বললেন, দু'জন হলেও। এরপর একজন সম্পর্কে আর আমরা তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করিনি।

৭–অনুচ্ছেদঃ বংশধারা, স্তন্যদান, বহু পূর্বের মৃত্যু সম্পর্কে সাক্ষ্যদান এবং এর প্রতি স্থির থাকা। নবী (সঃ) বলেছেনঃ সুয়াইবা আমাকে ও আবু সালামাকে স্তন্য দান করেছে।৩

٢٤٥٢– عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِسْتَأْذَنَ عَلَيَّ اَفْلَحُ فَلَمْ اٰذَنْ لَهُ فَقَالَ اَتَحْتَجِبِيْنَ مِنِّي وَاَنَا عَمُّكِ فَقُلْتُ وَكَيْفَ ذٰلِكَ قَالَ اَرْضَعَتْكِ اِمْرَاَةُ اَخِيْ بِلَبَنِ اَخِيْ فَقَالَتْ سَاَلْتُ عَنْ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ صَدَقَ اَفْلَحُ اِئْذَنِيْ لَهُ ـ

২৪৫২. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আফলাহ্ আমার সামনে আসার জন্য অনুমতি চাইলে আমি তাকে অনুমতি দিলাম না। এতে তিনি বললেন, আমার ব্যাপারে পর্দা

৩. সুয়াইবা আবু লাহাবের আযাদকৃত ক্রীতদাসী। তিনি সর্বপ্রথম হামযাকে স্তন্য পান করান এরপর পান করান রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এবং সর্বশেষে আবু বালাযাকে। কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

করেছ? আমি তো তোমার চাচা। আমি (আয়েশা) বললাম, কেমন করে আপনি আমার চাচা হন? তিনি বললেন, আমার ভাইয়ের স্ত্রী তোমাকে দুধ পান করিয়েছে। তিনি (আয়েশা) বলেন, আমি ব্যাপারটা রসূলুল্লাহ (সঃ)–কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আফলাহ্ সত্য বলেছে। তাকে তোমার সাথে দেখা করার অনুমতি দাও।

٢٤٥٣– عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ لَاتَحِلُّ لِيْ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ـ

২৪৫৩. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) (তাঁর চাচা) হামযা (রা)–র কন্যা সম্পর্কে বলেছেন, সে আমার জন্য হালাল নয়। কারণ বংশগত সম্পর্কের কারণে যারা হারাম রেযাআত বা স্তন্য পান দ্বারাও তাঁরা হারাম হয়ে যায়। সে (হামযার কন্যা) তো আমার দুধ ভাইয়ের কন্যা অর্থাৎ রেযায়ী ভাতিজী।[৪]

٢٤٥٤– عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ اَخْبَرَتْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا وَ اَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَـأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُرَاهُ فُلَانًا لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا رَجُلٌ يَسْتَـأْذِنُ فِي بَيْتِكَ قَالَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُرَاهُ فُلَانًا لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضٰعَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ اِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ ـ

২৪৫৪. আমরাহ্ বিনতে আবদুর রহমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ)–এর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) তাঁকে জানিয়েছেন যে, (একদিন) রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর (আয়েশার) কাছে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় তিনি (আয়েশা) হাফসার [নবী (সঃ)–এর স্ত্রী] বাড়ীতে প্রবেশের অনুমতিপ্রার্থী এক ব্যক্তির আওয়াজ শুনতে পেলেন। আয়েশা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এই লোকটা (কেমন করে) আপনার ঘরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করছে? রসূলুল্লাহ (সঃ) হাফসার দুধ চাচা সম্পর্কে বললেনঃ আমার মনে হয় লোকটা অমুক। একথা শুনে আয়েশা (রা) তাঁর এক দুধ চাচা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে জানতে চাইলেন, তাহলে অমুক

৪. ইমাম আবু হানীফার মতে আড়াই বছর এবং ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদের মতে দু'বছর বয়সের মধ্যে কোন শিশু কোন নারীর স্তন্যপান করলে রেযাআত সাব্যস্ত হবে। এ সময়ের পরে কোন শিশু কোন স্ত্রীলোকের দুগ্ধ পান করলে রেযাআত সাব্যস্ত হবে না। বংশগত কারণে যেসব নারী পুরুষের বিয়ে নিষিদ্ধ রেযাআতের কারণেও তাদের মধ্যে বিয়ে হারাম হয়ে যায়। হযরত হামযা (রা) ও রসূলুল্লাহ (সঃ) সুহাইবার দুধ পান করেছেন। সেজন্য হামযার কন্যা তাঁর চাচাত বোন হওয়া সত্ত্বেও এদিক দিয়ে দুধ ভাতিজী হওয়ার কারণে তিনি তাকে বিয়ে করেন নি।

বেঁচে থাকলে কি আমার সামনে আসতে পারত? রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, হাঁ পারত। কারণ রেযাআত বা দুধের সম্পর্ক ঐসব লোকদের (মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক) হারাম করে দেয়, যারা জন্মগতভাবে হারাম।

٢٤٥٥– عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ النَّبِيُّ ﷺ وَعِنْدِىْ رَجُلٌ قَالَ يَا عَائِشَةُ مَن هٰذَا قُلْتُ اَخِى مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ يَا عَائِشَةُ : اُنْظُرْنَ مَنْ اِخْوَانُكُنَّ فَاِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ ـ

২৪৫৫. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) আমার কাছে আসলেন। সেই সময় আমার কাছে একজন লোক উপস্থিত ছিলেন। তিনি (সঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আয়েশা! এ লোক কে? আমি বললাম, আমার দুধ ভাই। তিনি (সঃ) বললেন, কে তোমার সত্যিকার দুধ ভাই তা যাচাই–বাছাই করে দেখ। কেননা রেযাআত বা দুধ সম্পর্ক কেবল ক্ষুধার্ত অবস্থায় (শিশু কালে) দুধপান করাতেই স্থাপিত হয়। [৫]

৮–অনুচ্ছেদঃ অপবাদ আরোপকারী, চোর ও ব্যভিচারীর সাক্ষ্যদান। আল্লাহর বাণীঃ

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَاتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جِلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ج وَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا ج فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (النور –٤–٥)

"আর যারা নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ চরিত্রের নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথচ চারজন সাক্ষী পেশ করতে পারে না, তাদেরকে আশিটা করে বেত্রাঘাত কর। আর কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করো না। কেননা তারা ফাসেক। তবে এদের মধ্যে যারা এরপর তওবা করে সংশোধন করে নিয়েছে (তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যেতে পারে)। আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান" (সূরা আন–নূর : ৪–৫)।

উমর (রা) আবু বাকরাহ, শিবল ইবনে মা'বাদ এবং নাফে ইবনে হারিসকে মুগীরার প্রতি অপবাদ আরোপের কারণে বেত্রাঘাত করেছিলেন এবং তাদেরকে তওবা করিয়ে বলেছিলেনঃ যে তওবা করেছে আমি তার সাক্ষ্য গ্রহণ করব। আবদুল্লাহ ইবনে উতবা, উমর ইবনে আবদুল আযীয, সাঈদ ইবনে জুবাইর, তাউস, মুজাহিদ, শা'বী, ইকরিমা, যুহরী, মুহারিব ইবনে দিসার, শুরাইহ ও মুআবিয়া

৫. এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রেযাআত বা দুধ সম্পর্ক কেবল শিশুকালে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দুধ পান করলেই হয়। কেননা ঐ সময় শিশুর প্রধান খাদ্য থাকে দুধ। দুধের দ্বারাই তার শরীর গঠন ও পরিপুষ্ট হয়। এমনকি দুধ ছাড়া শিশুর পক্ষে বেঁচে থাকাই অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ কারণে শিশু বড় হয়ে অন্য খাদ্যের ওপর নির্ভর করতে থাকলে রেযাআত বা দুধ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় না।

ইবনে কুররাহ এ ব্যবস্থাকে জায়েয বলেছেন। আবুল যিনাদ বলেছেন, আমাদের মদীনার লোকদের এ ব্যাপারে রায় হল, অপবাদ আরোপকারী তার কথা প্রত্যাহার করে মহান রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্যে হবে। শা'বী ও কাতাদা বলেছেনঃ নিজের মিথ্যাবাদিতা নিজে স্বীকার করলে তাকে বেত্রদন্ড দেয়া হবে। তবে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। সুফিয়ান সাওরী বলেছেন, অপবাদ আরোপের অভিযোগে কোন ক্রীতদাস বেত্রদন্ড পাওয়ার পর মুক্ত হলে তার সাক্ষ্য জায়েয বলে গণ্য হবে। হদ (শরীআতের নির্দিষ্ট শাস্তি) প্রাপ্ত ব্যক্তি যদি কাজী হয় এবং বিচার করে তাহলে তা জায়েয। কেউ কেউ বলেছেন, তওবা করার পরও অপবাদ আরোপকারীর সাক্ষ্য জায়েয নয়। কিন্তু তারা আবার একথাও বলেছেন যে, দু'জন সাক্ষী ছাড়া বিবাহ জায়েয নয়। তবে এ ক্ষেত্রে দু'জন হদপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। আর দু'জন ক্রীতদাসকে সাক্ষী করে বিয়ে করলে সে বিয়ে বৈধ নয়। রমযানের চাঁদ দেখার ব্যাপারে দাসদাসী ও হদপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। এ ব্যাপারে একথাও উঠেছে যে, তার তওবা করা সম্পর্কে কিভাবে অবহিত হওয়া যাবে? ব্যভিচারীকে নবী (সঃ) এক বছরের জন্য দেশান্তরিত করেছেন। আর নবী (সঃ) কা'ব ইবনে মালেক ও তার সংগীদ্বয়ের সাথে কথাবার্তা বলতে নিষেধ করেছিলেন এবং এ অবস্থায় পঞ্চাশটি রাত অতিবাহিত হয়েছিল। ৬

٢٤٥٦- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ امْرَاةً سَرَقَتْ فِىْ غَزْوَةِ الْفَتْحِ فَاُتِىَ بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ اَمَرَ فَقُطِعَتْ يَدُهَا قَالَتْ عَائِشَةُ فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا وَتَزَوَّجَتْ وَكَانَتْ تَأْتِىْ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاَرْفَعُ حَاجَتَهَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

২৪৫৬. উরওয়া ইবনুয যুবাইর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। ফাত্‌হ যুদ্ধকালে (মক্কা বিজয়ের অভিযানকালে) এক মহিলা চুরি করলে তাকে রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর কাছে আনা হল। তিনি হাত কাটার নির্দেশ দিলে তার হাত কেটে দেয়া হল। আয়েশা (রা) বলেছেন, তার

৬. তাবূক যুদ্ধে যারা বিনা ওজরে অংশগ্রহণ করেননি হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা) ও তাঁর সাথীদ্বয় হযরত হেলাল ইবনে উমাইয়া এবং হযরত মুরারা ইবনে রবীও তাদের মধ্যে ছিলেন। যুদ্ধে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না বলে রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর কাছে অনুমতি চেয়েছিলেন তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে তাদেরকে অনুমতি দিয়েছিলেন। এদের অধিকাংশই ছিল মোনাফিক ও দুর্বলচেতা মু'মিন। উক্ত তিনজন সাহাবাও কোনরূপ শারঈ ওজর ছাড়াই যুদ্ধযাত্রা থেকে বিরত ছিলেন। যুদ্ধাভিযান থেকে মদীনায় ফিরে এসে আল্লাহর নির্দেশে নবী (সঃ) এই সব লোককে ডেকে তাদের যুদ্ধে না যাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। মোনাফিকরা মিথ্যা ওজর ও অজুহাত বর্ণনা করলে তিনি তাদের হৃদয়ের রোগ উপলব্দি করে তাদেরকে আর কিছুই বললেন না। কিন্তু কা'ব ইবনে মালেক ও তাঁর সঙ্গীদ্বয়কে কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা মিথ্যা কোন অজুহাত পেশ না করে নিজেদের দোষ স্বীকার করলেন। তাদের এই অবহেলা ও দায়িত্বহীনতার শাস্তি স্বরূপ নবী (সঃ) সব সাহাবাকে নির্দেশ দিলেন যাতে কেউ তাদের সাথে কথা না বলে এবং কোন প্রকার যোগাযোগ না রাখে। আল্লাহর তরফ থেকে কোন নির্দেশ না আসা পর্যন্ত এভাবে তাদেরকে বয়কট করে রাখা হল। অবশেষে দীর্ঘ পঞ্চাশ দিন পর ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিলেন, তাদের তওবা কবুল করা হয়েছে এবং গোনাহ মাফ করে দেয়া হয়েছে।

তওবা উত্তম তওবা প্রমাণিত হল। সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হল এবং পরবর্তী সময়ে সে (আমার বাড়ীতে) আসত। আমি তার প্রয়োজনগুলো রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর কাছে 'পশ করতাম।

٢٤٥٧– عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ اَمَرَ فِيْمَنْ زَنٰى وَلَمْ يُحْصِنَ بِجِلْدِ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبِ عَامٍ –

২৪৫৭. যায়েদ ইবনে খালিদ (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেনঃ যেসব অবিবাহিত লোক যেনা করেছে তিনি তাদেরকে একশ' বেত্রাঘাত এবং এক বছরের জন্য দেশান্তরিত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

৯–অনুচ্ছেদঃ অন্যায়ের পক্ষে সাক্ষী মানলে সাক্ষ্য দেয়া চলবে না।

٢٤٥٨– عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ سَأَلَتْ اُمِّيْ اَبِيْ بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِيْ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ بَدَا لَهُ فَوَهَبَهَالِيْ فَقَالَتْ لاَ اَرْضٰى حَتّٰى تُشْهِدَ النَّبِيَّ ﷺ فَاَخَذَ بِيَدِيْ وَاَنَا غُلاَمٌ فَاَتٰى بِى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْنِى بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِهٰذَا فَقَالَ اَلَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ نَارَاهُ قَالَ لاَتُشْهِدْنِى عَلٰى جَوْرٍ وَقَالَ اَبُو حَرِيزٍ عَنِ الشَّعْبِى لاَاَشْهَدُ عَلٰى جَوْرٍ –

২৪৫৮. নোমান ইবনে বাশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমার মা আমার পিতাকে তার মালের কিছু অংশ দান করতে বললে এক সময় আমার পিতা রাজি হয়ে যান এবং আমাকে তা দান করেন। কিন্তু আমার মা বলেন, যতক্ষণ না তুমি (এ ব্যাপারে) নবী (সঃ)-কে সাক্ষী করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি সন্তুষ্ট নই। তাই তিনি আমার হাত ধরে নবী (সঃ)–এর নিকট নিয়ে গেলেন। সেই সময় আমি যুবক ছিলাম। তিনি বললেন, এর মা রাওয়াহার কন্যা (আমার স্ত্রী) এর জন্য কিছু দান করতে আমাকে বলছে। তিনি (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন, এ ছাড়াও কি তোমার আর সন্তান–সন্ততি আছে? তিনি বললেন, হাঁ আছে।। নোমান বলেন, আমার মনে আছে (একথা শুনে) তিনি (সঃ) বললেন, আমাকে অন্যায়ের পক্ষে সাক্ষী করো না। আবু হারিয শা'বী থেকে বর্ণনা করেছেন, [নবী (সঃ) বললেন] আমি অন্যায়ের পক্ষে সাক্ষী হতে পারি না।

٢٤٥٩– عَنْ عَمْرَ انَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ خَيْرُكُمْ قَرْنِى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوْنَهُم قَالَ عِمرَانُ لاَ اَدرِى اَذَكَرَ النَّبِىُّ ﷺ بَعْدُ قَرْنَيْنِ اَوْ ثَلاَثَةً قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ بَعْدَ كُمْ قَوْمًا يَخُوْنُوْنَ وَلاَ يُؤْتَمَنُوْنَ وَيَشْهَدُوْنَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُوْنَ وَيَنْذِرُوْنَ وَلاَ يَفُوْنَ وَيَظْهَرُ فِيْهِمُ السِّمَنُ ـ

২৪৫৯. ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) বলেছেন, আমার যুগের লোক তোমাদের মধ্যে উত্তম, এরপর এই যুগের পরবর্তী যুগের লোকেরা, এরপর এই যুগের পরবর্তী যুগের লোকেরা। ইমরান (রা) বর্ণনা করেছেন, জানি না নবী (সঃ) দুটি যুগ অথবা তিনটি যুগের কথা বলার পর পরবর্তী কথা উল্লেখ করেছেন। নবী (সঃ) বলেছেনঃ তোমাদের পরে কওম (বা মানবগোষ্ঠী) হবে যারা খেয়ানত করবে। তাদের মধ্যে আমানতদারী থাকবে না। তারা সাক্ষ্য দান করবে অথচ তাদের সাক্ষ্য চাওয়া হবে না। বা মানত করবে কিন্তু তা পূরণ করবে না। আর তাদের মধ্যে মেদবহুল লোক দেখা যাবে।[৭]

٢٤٦٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ اَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ اَحَدِهِمْ يَمِيْنَهُ شَهَادَتَهُ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ وَكَانُوْا يَضْرِبُوْنَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ ـ

২৪৬০. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, আমার যুগের লোক উত্তম লোক। অতঃপর এমন সব লোক হবে যারা কসমের পূর্বে সাক্ষ্য দেবে এবং সাক্ষ্যের পূর্বে কসম করবে।[৮] ইবরাহীম (নাখয়ী) বলেছেন, সাক্ষ্য ও শপথ একসাথে করলে আমাদেরকে মারা হত।

১০—অনুচ্ছেদঃ মিথ্যা সাক্ষ্যদান করা কিংবা সাক্ষ্য গোপন করা। মহান আল্লাহর বাণীঃ

والذين لايشهدون الزور

" আর (মহান করুনাময় আল্লাহর বান্দা তারাই) যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না।"—(ফুরকানঃ ৭২)।

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّه اثم قَلْبُهُ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ (رسورة البقرة اية ٢٨٣)

'আর সাক্ষ্য কখনো গোপন করো না। যে সাক্ষ্য গোপন করে তার হৃদয়—মন গোনাহ দ্বারা কলুষিত। আর তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা সব জানেন"(বাকারাঃ ২৮৩।

---

৭. তাদের মধ্যে মেদবহুল লোক দেখা যাবে, একথার অর্থ হল, তারা পার্থিব লালসা ও ভোগ বিলাসের মধ্যে ডুবে থাকবে। চর্ব-চোষ্য-লেহ-পেয় ছাড়া আর কিছুই তাদেরকে আকৃষ্ট করতে পারবে না। তারা দুনিয়ার সুখ সম্ভোগে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকবে, আখেরাতের কোন চিন্তা করবে না।

৮. কসমের পূর্বে সাক্ষ্য এবং সাক্ষ্যের পূর্বে কসমের অর্থ হল, দীনের ব্যাপারে বেপরোয়া হওয়ার কারণে একই সাথে সাক্ষ্য ও কসম করার লোভ সংবরণ করতে পারবে না। তাই সাক্ষ্যের পূর্বে কসম ও কসমের পূর্বে সাক্ষ্য দান করে নিশ্চিত হতে চাইবে।

ম।ান আল্লাহর বাণীঃ وتلـو والسـتـئـكـم

"আর তোমরা নিজেদের কথাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মিথ্যা বলবে (এমন কখনো করো না)।"

٢٤٦١- عَنْ اَنَسٍ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْكَبَائِرِ قَالَ الْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ -

২৪৬১ . আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ)-কে কবীরা গোনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, (কবীরা গোনাহ হল) আল্লাহ্র সাথে শরীক করা, পিতা মাতাকে কষ্ট দেয়া বা তাদের অবাধ্য হওয়া, কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া।

٢٤٦٢- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلاَ اُنَبِّئُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلاَثًا قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ : قَالَ الْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ : اَلاَ وَقَوْلُ الزُّوْرِ قَالَ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتّٰى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ -

২৪৬২. আবদুর রহমান ইবনে আবু বাকরাহ (রাঃ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (একদিন) নবী (সঃ) তিনবার বললেন, আমি কি তোমাদেরকে অবহিত করব না, কবীরা গোনাহগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় গোনাহ কোনটা? সবাই বলল, হাঁ হে আল্লাহর রসূল। তিনি বললেনঃ সর্বাপেক্ষা বড় কবীরা গোনাহ হল, আল্লাহ্র সাথে শরীক করা ও পিতা মাতাকে কষ্ট দেয়া।[১] তিনি হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন। এই কথাগুলো বলে তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেনঃ সাবধান! জেনে রেখ, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। তিনি এই কথাটি বারবার বলতে থাকলেন। আমরা তখন (মনে মনে) বললাম, আহ! তিনি যদি চুপ করতেন।

১১–অনুচ্ছেদঃ অন্ধের সাক্ষ্যদান, কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্তদান, নিজে বিয়ে করা বা অন্যকে বিয়ে দেয়া এবং ক্রয়–বিক্রয় করা, আযান দেয়া বা অনুরূপ কিছু যা শব্দ দ্বারা বুঝতে পারা যায়। কাসেম, হাসান, ইবনে সীরীন, যুহরী, আতা ও শা'বী তার সাক্ষ্যদান জায়েয বলেছেন যদি সে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান হয়। হাকাম বলেছেন, কতকগুলো বিষয় এমন আছে, যেসব ক্ষেত্রে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। যুহরী বলেছেন, কোন ব্যাপারে ইবনে আব্বাস (রা) যদি সাক্ষ্যদান করেন তাহলে কি তুমি

---

১. এখানে উল্লেখিত দুটি হাদীসে সব ক'টি কবীরা গোনাহ বর্ণনা করা লক্ষ্য নয় বা বর্ণনা করা হয়নি, বরং কবীরা গোনাহগুলোর উল্লেখযোগ্য কয়েকটির কথা বলা হয়েছে। অন্যথায় যেনা, চুরি, সন্তান হত্যা ইত্যাদি আরো বহু গোনাহ কবীরা গোনাহর অন্তর্ভুক্ত।

তা প্রত্যাখ্যান করবে? ইবনে আব্বাস (রা) একজন লোক পাঠাতেন। সে এসে সূর্য ডুবে গিয়েছে বললে তিনি ইফতার করতেন। তিনি ফজরের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। যদি বলা হতো ফজরের সময় হয়ে গিয়েছে তখন তিনি দু'রাকআত পড়তেন। সুলাইমান ইবনে ইয়াসার বর্ণনা করেছেন, আমি আয়েশা (রা)–র সামনে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি চাইলে তিনি কণ্ঠস্বরেই আমাকে চিনতে পারলেন এবং বললেন, সুলাইমান! এসো। কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত (মুক্তির জন্য সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী দেয় অর্থের) কিছু বাকি আছে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি দাসই। সামুরা ইবনে জুন্দুব (রা) নেকাব পরিহিত মহিলার সাক্ষ্যদান জায়েয রেখেছেন।

٢٤٦٣– عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعَ النَّبِىُّ ﷺ رَجُلاً يَقْرَأُ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ رَحِمَهُ اللّٰهُ لَقَدْ اَذْكَرَنِى كَذَا وَكَذَا اٰيَةً اَسْقَطْتُهُنَّ مِنْ سُوْرَةِ كَذَا وَكَذَا وَزَادَ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَائِشَةَ تَهَجَّدَ النَّبِىُّ ﷺ فِى بَيْتِىْ فَسَمِعَ صَوْتَ عَبَّادٍ يُصَلِّىْ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ اَصَوْتُ عَبَّادٍ هٰذَا قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْ عَبَّادًا ـ

২৪৬৩. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) এক ব্যক্তিকে মসজিদে কুরআন (মজীদ) পড়তে শুনে বললেন, আল্লাহ তার ওপরে রহমত নাযিল করুন। সে আমাকে অমুক অমুক সূরার অমুক অমুক আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যা আমি ভুলে গিয়েছিলাম। আয়েশা (রা) থেকে আব্বাদ ইবনে আবদুল্লাহর বর্ণনায় আরও আছে যে, নবী (সঃ) এক রাতে আমার ঘরে তাহাজ্জুদ নামায পড়াকালে আব্বাদের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। সে মসজিদে নামায পড়ছিল। তিনি (সঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ আয়েশা, এ কি আব্বাদের কণ্ঠ? আমি বললাম, হাঁ। তিনি (সঃ) বললেন, হে আল্লাহ! তুমি আব্বাদের প্রতি রহম কর।

٢٤٦٤– عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يُؤَذِّنَ اَوْ قَالَ تَسْمَعُوْا اَذَانَ ابْنِ اُمِّ مَكْتُوْمٍ وَكَانَ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ رَجُلاً اَعْمٰى لاَيُؤَذِّنُ حَتّٰى يَقُوْلَ لَهُ النَّاسُ اَصْبَحْتَ ـ

২৪৬৪. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত । নবী (সঃ) বলেছেনঃ বেলাল তো রাত থাকতেই আযান দিয়ে থাকে। সুতরাং (আবদুল্লাহ) ইবনে উম্মে মাকতূম আযান না দেয়া পর্যন্ত তোমরা পানাহার করতে থাক, অথবা (হাদীস বর্ণনাকারীর সন্দেহ) বলেছেন, যতক্ষণ না (আবদুল্লাহ) ইবনে উম্মে মাকতূমের আযান শুনতে পাও। (আবদুল্লাহ) ইবনে উম্মে মাকতূম ছিলেন একজন অন্ধ লোক। লোকেরা যতক্ষণ তাকে না বলত যে, সকাল হয়েছে, ততক্ষণ তিনি আযান দিতেন না।[১০]

১০. হাদীসের সাথে অনুচ্ছেদ শিরোনামের সামঞ্জস্য হল, লোকেরা অন্ধ লোকের কণ্ঠস্বর বা আযানের উপর ভরসা করত। অন্ধ বলে তার আযান অগ্রহণযোগ্য মনে করত না।

٢٤٦٥- عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ اَقْبِيَةٌ فَقَالَ لِىْ اَبِىْ مَخْرَمَةُ اِنْطَلِقْ بِنَا اِلَيْهِ عَسٰى اَنْ يُعْطِيَنَا مِنْهَا شَيْئًا فَقَامَ اَبِىْ عَلَى الْبَابِ فَتَكَلَّمَ فَعَرَفَ النَّبِىُّ ﷺ صَوْتَهُ فَخَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ وَمَعَهُ قَبَاءٌ وَهُوَ يُرِيْهِ مَحَاسِنَهُ وَهُوَ يَقُوْلُ : خَبَأْتُ هٰذَا لَكَ خَبَأْتُ هٰذَا لَكَ ـ

২৪৬৫. মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ)-এর কাছে কিছু রেশমী কাবা' (এক ধরনের পোশাক) আসলে আমার পিতা মাখরামা আমাকে বললেন, আমার সাথে নবী (সঃ)-এর কাছে চল। তিনি হয়ত সেগুলোর একটা আমাদের দিতে পারেন। (আমরা গেলাম) আমার পিতা নবী (সঃ)-এর বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলতে থাকলে তিনি কন্ঠস্বরে তাকে চিনতে পারলেন। তাই নবী (সঃ) একটা কাবা হাতে নিয়ে বের হয়ে আসলেন এবং তাকে (আমার পিতাকে) তাঁবুর উৎকৃষ্টতা দেখিয়ে বললেন, আমি এটি তোমার জন্য লুকিয়ে রেখেছিলাম। আমি এটি তোমার জন্য লুকিয়ে (আলাদা করে) রেখেছিলাম।[১১]

১২-অনুচ্ছেদঃ স্ত্রীলোকদের সাক্ষ্যদান। মহান আল্লাহর বাণীঃ

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰهُمَا الْاُخْرٰى (سورة البقرة ٢٨٢)

" আর দু'জন পুরুষকে সাক্ষী বানাও। কিন্তু দু'জন পুরুষ লোক না পাওয়া গেলে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোককে সাক্ষী বানাও তোমাদের পসন্দ মত। তাহলে তাদের একজন ভুলে গেলে অপর জন তাকে স্মরণ করিয়ে দেবে" (বাকারা-২৮২)।

٢٤٦٦- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْاَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَا بَلٰى . قَالَ فَذٰلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا ـ

২৪৬৬. আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) এক সময় স্ত্রীলোকদের জিজ্ঞেস করেছিলেন, স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য কি পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক নয়? (স্ত্রীলোকেরা) সবাই জবাব দিলেন, হাঁ। তখন তিনি বললেন, এটা তার (স্ত্রীলোকের) জ্ঞান-বুদ্ধির ঘাটতির কারণেই।

১৩-অনুচ্ছেদঃ ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীদের সাক্ষ্য । আনাস (রা) বলেছেন, ক্রীতদাস যদি ন্যায়বান হয় তবে তার সাক্ষ্যদানকে বৈধ। ইবনে সীরীন বলেছেন, ক্রীতদাসের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য তবে সে তার মনিবের পক্ষে সাক্ষ্য দিলে গ্রহণযোগ্য হবে না।

১১. নবী (সঃ) মাখরামার কন্ঠস্বর শুনে তাকে চিনতে পারলেন অনুচ্ছেদ শিরোনামের সাথে হাদীসটির এটাই সম্পর্ক।

হাসান বসরী ও ইবরাহীম নাখয়ী মামুলী ও নগণ্য মূল্যের জিনিসের ব্যাপারে ক্রীতদাসের সাক্ষ্য জায়েয বলেছেন। কাজী শুরাইহ বলেছেনঃ তোমরা তো সবাই দাস–দাসীর সন্তান–সন্ততি (অর্থাৎ সব মানুষই আল্লাহর দাস কিংবা দাসী)।

٢٤٦٧– عَن عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ اَنَّهُ تَزَوَّجَ اُمَّ يَحْيٰى بِنْتَ اَبِىْ اِهَابٍ قَالَ فَجَاءَتْ اُمَّةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ قَدْ اَرْضَعْتُكُمَا فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَاَعْرَضَ عَنِّىْ قَالَ فَتَنَحَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ قَالَ وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ اَنْ قَدْ اَرْضَعْتُكُمَا فَنَهَاهُ عَنْهَا ـ

২৩৬৭. উকবা ইবনে হারিস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু ইহাবের কন্যা উম্মে ইয়াহ্ইয়াকে বিয়ে করলে একজন কালো ক্রীতদাসী এসে বলল, আমি তোমাদের দুজনকেই দুধ পান করিয়েছি। উকবা বলেছেন, আমি ঐ ঘটনা নবী (সঃ)–কে বললে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। উকবা বলেন, আমি অন্য দিক দিয়ে তাঁর সামনে গিয়ে আবার ঐ ব্যাপারটি বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, কি করে তা হতে পারে অর্থাৎ এমতাবস্থায় কি করে তুমি তাকে বিয়ে করতে পার যখন সে (ক্রীতদাসী) বলছে যে, সে তোমাদের উভয়কে দুধ পান করিয়েছে। তাই নবী (সঃ) তাকে (উম্মে ইয়াহইয়াকে স্ত্রী হিসেবে) রাখতে নিষেধ করে দিলেন।

১৪–অনুচ্ছেদঃ স্তন্যদানকারিণী স্ত্রীলোকের সাক্ষ্যদান।

٢٤٦٨– عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ تَزَوَّجْتُ اِمْرَاَةً فَجَاءَتِ اِمْرَاَةٌ فَقَالَتْ اِنِّىْ قَدْ اَرْضَعْتُكُمَا فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ وَكَيْفَ وَقَدْ قِيْلَ دَعْهَا عَنْكَ اَوْ نَحْوَهُ حَدِيْثُ الْاِفْكِ –

২৪৬৮. উকবা ইবনে হারিস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি এক স্ত্রীলোককে বিয়ে করলে অপর এক স্ত্রীলোক এসে বলল, আমি তোমাদের দু'জনকেই (শিশুকালে) স্তন্য দান করেছি। সুতরাং আমি নবী (সঃ)–এর কাছে গিয়ে সব কিছু তাঁকে বললাম। তিনি (সঃ) বললেন, এ কথা যখন বলা হয়েছে তখন তুমি তাকে কেমন করে স্ত্রী হিসেবে রাখতে পার? তুমি তাকে ছেড়ে দাও। অথবা তিনি এ ধরনের কথা বলেছিলেন।

১৫–অনুচ্ছেদঃ স্ত্রীলোকদের একে অপরের ন্যায়পরায়ণতার সাক্ষ্য দেয়া।

٢٤٦٩– عن ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِىِّ عَن عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيِّ وَعُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بنِ عُتْبَةَ عَن عَائِشَةَ زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ قَالَ لَهَا اَهْلُ الْاِفْكِ مَا قَالُوْا فَبَرَّاَهَا اللّٰهُ مِنْهُ قَالَ الزُّهْرِىُّ وَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِىْ طَائِفَةً مِنْ حَدِيْثِهَا وَ بَعْضُهُمْ اَوْعٰى مِن بَعْضٍ وَاَثْبَتُ لَهُ اِقْتِصَاصًا

وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الْحَدِيْثَ الَّذِي حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ وَبَعْضُ حَدِيْثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا زَعَمُوْا اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا اَقْرَعَ بَيْنَ اَزْوَاجِهِ فَاَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ فَاَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ سَهْمِيْ فَخَرَجْتُ مَعَهُ بَعْدَ مَا اُنْزِلَ الْحِجَابُ فَاَنَا اُحْمَلُ فِي هَوْدَجٍ وَ اُنْزَلُ فِيْهِ فَسِرْنَا حَتّٰى اِذَا فَرَغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ غَزْوَتِهِ تِلْكَ وَ قَفَلَ وَدَنَوْنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ اٰذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيْلِ فَقُمْتُ حِيْنَ اٰذَنُوْا بِالرَّحِيْلِ فَمَشَيْتُ حَتّٰى جَاوَزْتُ الْجَيْشَ فَلَمَّا قَضَيْتُ شَاْنِي اَقْبَلْتُ اِلَى الرَّحْلِ فَلَمَسْتُ صَدْرِيْ فَاِذَا عِقْدٌ لِيْ مِنْ جَزْعِ اَظْفَارٍ قَدِ انْقَطَعَ فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِيْ فَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ فَاَقْبَلَ الَّذِيْنَ يَرْحَلُوْنَ لِيْ فَاحْتَمَلُوْا هَوْدَجِيْ فَرَحَلُوْهُ عَلٰى بَعِيْرِي الَّذِيْ كُنْتُ اَرْكَبُ وَهُمْ يَحْسِبُوْنَ اَنِّيْ فِيْهِ وَكَانَ النِّسَاءُ اِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يَثْقُلْنَ وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ وَاِنَّمَا يَاْكُلْنَ الْعُلْقَةَ مِنَ الطَّعَامِ فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ حِيْنَ رَفَعُوْهُ ثِقَلَ الْهَوْدَجِ فَاحْتَمَلُوْهُ كُنْتُ جَارِيَةً حَدِيْثَةَ السِّنِّ فَبَعَثُوْا الْجَمَلَ وَسَارُوْا فَوَجَدْتُ عِقْدِيْ بَعْدَ مَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ فَجِئْتُ مَنْزِلَهُمْ وَلَيْسَ فِيْهِ اَحَدٌ فَاَمَمْتُ مَنْزِلِي الَّذِيْ كُنْتُ بِهِ فَظَنَنْتُ اَنَّهُمْ سَيَفْقِدُوْنِيْ فَيَرْجِعُوْنَ اِلَيَّ فَبَيْنَا اَنَا جَالِسَةٌ غَلَبَتْنِيْ عَيْنَايَ فَنِمْتُ وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذَّكْوَانِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ فَاَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِيْ فَرَاٰى سَوَادَ اِنْسَانٍ نَائِمٍ فَاَتَانِيْ وَكَانَ يَرَانِيْ قَبْلَ الْحِجَابِ فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِيْنَ اَنَاخَ رَاحِلَتَهُ فَوَطِئَ يَدَهَا فَرَكِبْتُهَا فَانْطَلَقَ يَقُوْدُبِي الرَّاحِلَةَ حَتّٰى اَتَيْنَا الْجَيْشَ بَعْدَ مَا نَزَلُوْا مُعَرِّسِيْنَ فِي نَحْرِ الظَّهِيْرَةِ فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى الْاِفْكَ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ اُبَيِّ ابْنُ سَلُوْلَ فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَاشْتَكَيْتُ بِهَا شَهْرًا يُفِيْضُوْنَ مِنْ قَوْلِ اَصْحَابِ الْاِفْكِ وَيَرِيْبُنِيْ فِيْ وَجَعِيْ اَنِّي لَا اَرٰى مِنَ النَّبِيِّ ﷺ اللُّطْفَ الَّذِيْ كُنْتُ اَرٰى مِنْهُ حِيْنَ اَمْرَضُ اِنَّمَا يَدْخُلُ فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُوْلُ كَيْفَ تِيْكُمْ لَا اَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذٰلِكَ حَتّٰى نَقَهْتُ فَخَرَجْتُ اَنَا وَاُمُّ

مِسْطَحٍ قِبَلَ الْمَنَاصِعِ مُتَبَرَّزُنَا لاَ نَخْرُجُ اِلاَّ لَيْلاً اِلٰى لَيْلٍ وَذٰلِكَ قَبلَ اَن نَتَّخِذَ الْكُنُفَ قَرِيْبًا مِنْ بُيُوْتِنَا وَاَمْرُنَا اَمْرُ الْعَرَبِ الْاُوَلِ فِى الْبَرِيَّةِ اَو فِى التَّنَزُّهِ فَاَقْبَلْتُ اَنَا وَاُمُّ مِسْطَحٍ بِنْتُ اَبِىْ رُهْمٍ نَمْشِى فَعَثَرَتْ فِى مِرْطِهَا فَقَالَتْ تَعِسَ مِسْطَحٌ فَقُلْتُ لَهَا بِئْسَ مَا قُلْتِ اَتَسُبِّيْنَ رَجُلاً شَهِدَ بَدْرًا فَقَالَت يَا هَنْتَاهُ اَلَم تَسْمَعِىْ مَا قَالُوْا فَاَخْبَرَتْنِىْ بِقَوْلِ اَهْلِ الْاِفْكِ فَازْدَدْتُ مَرَضًا اِلٰى مَرَضِىْ فَلَمَّا رَجَعْتُ اِلٰى بَيْتِىْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَلَّمَ فَقَالَ كَيْفَ تِيْكُمْ فَقُلْتُ ائْذَنْ لِىْ اِلٰى اَبَوَىَّ قَالَتْ وَ اَنَا حِيْنَئِذٍ اُرِيْدُ اَنْ اَسْتَيْقِنَ الْخَبَرَ مِن قِبَلِهِمَا فَاَذِنَ لِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَتَيْتُ اَبَوَىَّ فَقُلْتُ لِاُمِّىْ مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ فَقَالَتْ يَا بُنَيَّةُ هَوِّنِىْ عَلٰى نَفْسِكِ الشَّأْنَ فَوَ اللّٰهِ لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَاَةٌ قَطُّ وَضِيْئَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا وَلَهَا ضَرَائِرُ اِلاَّ اَكْثَرْنَ عَلَيْهَا فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَلَقَدْ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ بِهٰذَا قَالَتْ فَبِتُّ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتّٰى اَصْبَحتُ لاَ يَرقَأُ لِىْ دَمْعٌ وَلاَ اَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ ثُمَّ اَصْبَحتُ فَدعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلِىَّ بْنَ اَبِى طَالِبٍ وَاُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حِيْنَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْىُ يَسْتَشِيْرُ هُمَا فِىْ فِرَاقِ اَهْلِهِ فَاَمَّا اُسَامَةُ فَاَشَارَ عَلَيْهِ بِالَّذِى يَعْلَمُ فِى نَفْسِهِ مِنَ الْوُدِّ لَهُمْ فَقَالَ اُسَامَةُ اَهلُكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلاَ نَعْلَمُ وَاللّٰهِ اِلاَّ خَيرًا وَاَمَّا عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَم يُضَيِّقِ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيْرٌ وَسَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَرِيرَةَ فَقَالَ يَا بَرِيْرَةُ هَلْ رَاَيْتِ فِيهَا شَيْئًا يَرِيْبُكِ فَقَالَتْ بَرِيْرَةُ لاَ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ اِنْ رَاَيْتُ مِنْهَا اَمرًا اَغمِصُهُ عَلَيْهَا اَكْثَرَ مِن اَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيْثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنِ الْعَجِيْنِ فَتَاْتِى الدَّاجِنُ فَتَاْكُلُهُ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ يَوْمِهِ فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُبَىِّ ابْنِ سَلُوْلَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَعْذُرُنِى مِنْ رَجُلٍ بَلَغَنِىْ اَذَاهُ فِىْ اَهْلِى فَوَ اللّٰهِ مَا عَلِمْتُ عَلٰى اَهْلِىْ اِلاَّ خَيْرًا وَقَدْ ذَكَرُوْا رَجُلاً مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ اِلاَّ خَيْرًا وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلٰى اَهْلِىْ اِلاَّ مَعِىْ فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَا وَاللّٰهِ اَعْذُرُكَ مِنْهُ

اِن كَانَ مِنَ الْاَوْسِ ضَرَبْنَا عُنُقَهُ وَاِنْ كَانَ مِنْ اِخْوَانِنَا مِنَ الْخَزْرَجِ اَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا
فِيْهِ اَمْرَكَ فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزْرَجِ وَكَانَ قَبْلَ ذٰلِكَ رَجُلاً صَالِحًا
وَلٰكِنِ احْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ فَقَالَ كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللّٰهِ لاَ تَقْتُلُهُ وَلاَ تَقْدِرُ عَلٰى ذٰلِكَ فَقَامَ
اُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ فَقَالَ كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ لَنَقْتُلَنَّهُ فَاِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ
الْمُنَافِقِيْنَ فَثَارَ الْحَيَّانِ الْاَوْسُ وَالْخَزْرَجُ حَتّٰى هَمُّوْا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ
فَنَزَلَ فَخَفَّضَهُمْ حَتّٰى سَكَتُوْا وَسَكَتَ وَبَكَيْتُ يَوْمِيْ لاَ يَرْقَاُ لِيْ دَمْعٌ وَلاَ اَكْتَحِلُ
بِنَوْمٍ فَاَصْبَحَ عِنْدِيْ اَبَوَايَ قَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَيَوْمًا حَتّٰى اَظُنُّ اَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقٌ
كَبِدِيْ قَالَتْ فَبَيْنَاهُمَا جَالِسَانِ عِنْدِيْ وَاَنَا اَبْكِيْ اِذِ اسْتَاْذَنَتْ امْرَاَةٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ
فَاَذِنْتُ لَهَا فَجَلَسَتْ تَبْكِيْ مَعِيْ فَبَيْنَا نَحْنُ كَذٰلِكَ اِذْ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ
فَجَلَسَ وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِيْ مِنْ يَوْمِ قِيْلَ فِيَّ مَا قِيْلَ قَبْلَهَا وَقَدْ مَكُثَ شَهْرًا لاَ يُوْحٰى
اِلَيْهِ فِيْ شَاْنِيْ شَيْءٌ قَالَتْ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ فَاِنَّهُ بَلَغَنِيْ عَنْكِ كَذَا
وَكَذَا فَاِنْ كُنْتِ بَرِيْئَةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللّٰهُ وَاِنْ كُنْتِ اَلْمَمْتِ فَاسْتَغْفِرِيْ اللّٰهَ وَتُوْبِيْ اِلَيْهِ
فَاِنَّ الْعَبْدَ اِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ
مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِيْ حَتّٰى مَا اُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً وَقُلْتُ لِاَبِيْ اَجِبْ عَنِّيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ
ﷺ قَالَ وَاللّٰهِ مَا اَدْرِيْ مَا اَقُوْلُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ لِاُمِّيْ اَجِيْبِيْ عَنِّيْ
رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْمَا قَالَ قَالَتْ وَاللّٰهِ مَا اَدْرِيْ مَا اَقُوْلُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ
وَاَنَا جَارِيَةٌ حَدِيْثَةُ السِّنِّ لاَ اَقْرَاُ كَثِيْرًا مِنَ الْقُرْاٰنِ فَقُلْتُ اِنِّيْ وَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُ
اَنَّكُمْ سَمِعْتُمْ مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ وَوَقَرَ فِيْ اَنْفُسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ قُلْتُ
لَكُمْ اِنِّيْ بَرِيْئَةٌ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَنِّيْ لَبَرِيْئَةٌ لاَ تُصَدِّقُوْنِيْ بِذٰلِكَ وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ
بِاَمْرٍ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَنِّيْ بَرِيْئَةٌ لَتُصَدِّقُنِّيْ وَاللّٰهِ مَا اَجِدُ لِيْ وَلَكُمْ مَثَلاً اِلاَّ اَبَا يُوْسُفَ
اِذْ قَالَ : فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ثُمَّ تَحَوَّلْتُ عَلٰى فِرَاشِيْ
وَاَنَا اَرْجُوْ اَنْ يُبَرِّئَنِي اللّٰهُ وَلٰكِنْ وَاللّٰهِ مَا ظَنَنْتُ اَنْ يُنْزِلَ فِيْ شَاْنِيْ وَحْيًا وَلاَ نَا

أَحْقَرُ فِى نَفْسِى مِنْ أَنْ يُتَكَلَّمَ بِالْقُرْاٰنِ فِى اَمْرِى وَلٰكِنِّىْ كُنْتُ اَرْجُو اَنْ يَّرٰى
رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى النَّوْمِ رُؤْيَا يُبَرِّئُنِى اللّٰهُ فَوَ اللّٰهِ مَا رَامَ مَجْلِسَهُ وَلاَ خَرَجَ اَحَدٌ
مِّنْ اَهْلِ الْبَيْتِ حَتّٰى اُنْزِلَ عَلَيْهِ فَاَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاءِ حَتّٰى اِنَّهُ
لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجُمَانِ مِنَ الْعَرَقِ فِى يَوْمٍ شَاتٍ فَلَمَّا سُرِّىَ عَنْ رَسُوْلِ
اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَضْحَكُ فَكَانَ اَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا اَنْ قَالَ لِىْ يَا عَائِشَةُ اَحْمَدِى
اللّٰهَ فَقَد بَرَّاَكِ اللّٰهُ فَقَالَتْ لِىْ اُمِّىْ قُوْمِىْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ لاَ وَاللّٰهِ لاَ
اَقُوْمُ اِلَيْهِ وَلاَ اَحْمَدُ اِلاَّ اللّٰهَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِنَّ الَّذِيْنَ جَاؤُا بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ
مِّنْكُمْ الْاٰيَاتِ فَلَمَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ هٰذَا فِى بَرَاءَتِى قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ وَكَانَ يُنْفِقُ
عَلٰى مِسْطَحِ بْنِ اُثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَاللّٰهِ لاَ اُنْفِقُ عَلٰى مِسْطَحٍ شَيْئًا اَبَدًا بَعْدَ
مَا قَالَ لِعَائِشَةَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَلاَ يَأْتَلِ اُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اِلٰى قَوْلِهِ
غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ : بَلٰى وَاللّٰهِ اِنِّىْ لاَ ُحِبُّ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لِىْ فَرَجَعَ اِلٰى
مِسطَحٍ الَّذِى كَانَ يُجْرِىْ عَلَيْهِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْاَلُ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ
عَنْ اَمْرِىْ فَقَالَ يَا زَيْنَبُ مَا عَلِمْتِ مَا رَاَيْتِ فَقَالَت يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَحْمِىْ
سَمْعِىْ وَبَصَرِىْ وَاللّٰهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا اِلاَّ خَيْرًا قَالَتْ وَهِىَ الَّتِىْ كَانَتْ تُسَامِيْنِىْ
فَعَصَمَهَا اللّٰهُ بِالْوَرَعِ –

২৪৬৯. উরওয়া ইবনুয যুবাইর, সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়াব, আলকামা ইবনে ওয়াক্কাস লাইসী এবং উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবা (রা) নবী (সঃ)–এর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আয়েশা) তাঁর বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপকারীদের সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। তারা অপবাদ আরোপ করেছিল আর আল্লাহ এ ব্যাপারে তাঁকে পবিত্র ঘোষণা করেছিলেন। যুহরী বর্ণনা করেছেন, তাঁরা (হাদীস বর্ণনাকারীগণ) সবাই আয়েশা বর্ণিত হাদীসের কোন কোন অংশ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। তাদের কেউ কেউ অপরের চাইতে বেশী স্মৃতিশক্তির অধিকারী এবং ঘটনা বর্ণনাকারী হিসেবে নির্ভরযোগ্য। আয়েশার নিকট থেকে তাদের প্রত্যেকের বর্ণিত হাদীস আমি স্মরণ রেখেছি। তাদের (বর্ণিত) কোন কোন হাদীস কোন কোনটির সত্যতা প্রতিপাদনকারী। তাঁরা বর্ণনা করেছেন যে, আয়েশা (রা) বলেছেনঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) সফরের ইচ্ছা করলে তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে লটারী করতেন। তাদের মধ্যে যার নাম উঠতো সফরে তিনি তাঁকে সাথে নিয়ে

যেতেন। (এইভাবে) কোন একটা যুদ্ধের সময় তিনি লটারী করলেন। তাতে আমার নাম উঠলে আমি তাঁর সাথে সফরে রওয়ানা হলাম। এটা পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পরের ঘটনা। আমি হাওদাযে (ছইয়ের ভিতরে) বসলে তা সহ আমাকে সওয়ারীতে উঠিয়ে দেয়া হত এবং ঐভাবেই নামানো হত। এভাবেই আমাদের সফর চলল। রসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ যুদ্ধ শেষ করে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং আমরা মদীনার নিকটে পৌছে গেলাম। তিনি রাতের বেলায় কাফেলা রওয়ানা হওয়ার কথা ঘোষণা করলেন। রওয়ানা হওয়ার ঘোষণা দেয়া হলে আমি উঠে সেনাদল অতিক্রম করে বাইরে গেলাম এবং আমার কাজ সেরে ফিরে আসলাম। এরপর আমার গলদেশে হাত দিয়ে দেখতে পেলাম আমার জায্'ই আযফারের মালাটা ছিড়ে পড়ে গিয়েছে। আমি আমার মালার সন্ধানে ফিরে গেলাম এবং তালাশে ব্যস্ত থেকে দেরী করে ফেললাম। যারা আমার হাওদায (উটের পিঠে) উঠিয়ে দিত ইতিমধ্যে তারা এসে আমি যে উটে আরোহণ করতাম সেই উটের পিঠে উঠিয়ে দিল। তাদের ধারণা ছিল যে, আমি ভিতরেই আছি। কারণ সে সময় মেয়েরা হালকা পাতলা হত, ভারী বা মোটাসোটা ও মাংসল হত না। কেননা তখন খুব সামান্য খাদ্যই তারা খেতে পেত। সুতরাং হাওদায উঠিয়ে দেয়ার সময় লোকেরা বুঝতেই পারেনি যে, আমি তার ভিতরে নেই। তাই উঠিয়ে দিয়েছে। উপরন্তু সেই সময় আমি অল্প বয়স্কা কিশোরী ছিলাম। তারা উট হাঁকিয়ে নিয়ে গেল। সেনাদল রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর আমি মালা খুঁজে পেয়ে জায়গায় ফিরে এসে দেখি সেখানে কেউ নেই। তখন আমি যে জায়গায় ছিলাম সেখানে যেতে মনস্থ করলাম। আমি মনে মনে ধারণা করলাম, তারা যখন আমাকে পাবে না তখন আমার সন্ধানে এখানে ফিরে আসবে এবং আমি বসে থাকলাম। ঘুমে আমার চোখ বন্ধ হয়ে আসলে ঘুমিয়ে পড়লাম। সাফওয়ান ইবনে মুআত্তাল যিনি প্রথমে সুলামী ও পরে যাকওয়ানী হিসেবে পরিচিত ছিলেন তিনি সেনাদলের পিছনে (পরিদর্শক হিসেবে) থেকে গিয়েছিলেন। ভোরে আমার জায়গার কাছাকাছি এসে নিদ্রামগ্ন মানুষের মত দেখতে পেয়ে আমার কাছে আসলেন। পর্দার বিধান জারী হওয়ার আগে তিনি আমাকে দেখেছিলেন। তিনি যে সময় উট বসাচ্ছিলেন সেই সময় তার " ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন" পড়ার শব্দে আমি জেগে উঠলাম। তিনি উটের দুই পা চেপে ধরে রাখলে আমি সওয়ার হলাম। আমাকে নিয়ে তিনি উটের লাগাম ধরে কাফেলার দিকে হেঁটে চললেন। লোকেরা ঠিক দুপুরে যে সময় সওয়ারী হতে অবতরণ করে আরাম করছিল সেই সময় আমরা গিয়ে সেনাদলের সাথে মিলিত হলাম। অতঃপর ধ্বংসযোগ্য লোকেরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। অপবাদ আরোপের ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল নেতৃত্ব দিচ্ছিল। পরে আমরা মদীনায় উপনীত হলাম। আমি একমাস পর্যন্ত অসুস্থ থাকলাম। অপবাদ আরোপকারীদের অপবাদ লোকদের মাঝে ছড়িয়ে পড়তে থাকল। অসুস্থ অবস্থায় আমার সন্দেহ হচ্ছিল যে, এর পূর্বে অসুস্থ হয়ে পড়লে আমি নবী (সঃ) থেকে স্নেহ মায়া ও মনোযোগ দেখেছি, (এখন) তা দেখতে পাচ্ছি না। তিনি আসতেন এবং সালাম দিয়ে বলতেন, কেমন আছ? আমি এর কিছুই বুঝলাম না। শেষ পর্যন্ত আমি খুব দুর্বল হয়ে পড়লাম। (একদিন রাতের বেলা) আমি ও মেছতাহর মা জংগলে পায়খানার জায়গার দিকে (প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য) বের হলাম। (এজন্য) আমরা শুধু রাতের বেলাতেই বের হতাম। এটা আমাদের ঘরের নিকটবর্তী স্থানে পায়খানা বানানোর পূর্বের

ঘটনা। আমরা পূর্বের যুগের আরবদের মত জংগলে কিংবা দূরে গিয়ে প্রয়োজন সেরে আসতাম। আমি ও আবু রুহমের কন্যা উম্মে মিছতাহ বের হয়ে হাঁটতে থাকলে সে তার কাপড়ে জড়িয়ে পড়ে গেল এবং বলে উঠলো, মিসতাহ ধ্বংস হোক। আমি তাকে বললাম, তুমি খুব খারাপ কথা বললে। তুমি এমন এক ব্যক্তিকে গালি দিচ্ছ যে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তখন সে (মিছতার মা) বললঃ আরে, তারা কি বলেছে তাকি আপনি শুনেননি? তখন তিনি অপবাদ আরোপকারীদের কথা আমাকে জানালেন। এরপর আমার অসুখ আরো বেড়ে গেল। আমি ঘরে ফিরে আসলে রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছ? আমি বললাম, আমাকে আমার পিতামাতার কাছে যাওয়ার অনুমতি দিন। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন, আমি সেই সময় তাদের (আমার পিতামাতা) নিকট থেকে অপবাদ রটনার খবরটা সম্বন্ধে সঠিকভাবে জানতে ইচ্ছুক ছিলাম। রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে অনুমতি দিলে আমি আমার পিতা–মাতার কাছে চলে গেলাম। সেখানে আমার মাকে জিজ্ঞেস করলাম, লোকেরা কি রটিয়ে বেড়াচ্ছে? তিনি বললেন, বেটি ব্যাপারটাকে নিজের জন্য হালকাভাবেই গ্রহণ কর। আল্লাহর শপথ! কোন মেয়ে যদি সুন্দরী হয়, তার স্বামীও যদি তাকে ভালবাসে, আর যদি তার সতীন থাকে তাহলে এ ধরনের কথা বহু হয়ে থাকে। আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ! লোকেরা একথা বলাবলি করছে। অতঃপর সে রাত আমি এমনভাবে কাটালাম যে, ভোর পর্যন্ত অশ্রুপাত বন্ধ হল না এবং চোখের দু'টি পাতা এক করতে পারলাম না। এভাবেই রাত কেটে ভোর হল। পরে ওহী নাযিল বন্ধ থাকলে রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর স্ত্রীকে (আমাকে) বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার ব্যাপারে পরামর্শের জন্য আলী ইবনে আবু তালিব এবং উসামা ইবনে যায়েদকে ডাকলেন। উসামা যেহেতু জানতেন যে, তিনি (সঃ) তার স্ত্রীদেরকে খুবই ভালবাসেন, তাই তিনি সেভাবেই কথা বললেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনার স্ত্রী সম্পর্কে? আল্লাহর শপথ! আমি তো তাঁদের ব্যাপারে ভাল ছাড়া (মন্দ) জানি না। আর আলী ইবনে আবু তালিব বললেনঃ হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর তরফ থেকে কোন কিছুই আপনার জন্য সংকীর্ণ বা কঠোর করে দেয়া হয়নি। তাকে ছাড়াও স্ত্রীলোক আরো অনেক আছে। দাসীটিকে জিজ্ঞেস করুন সে (এ ব্যাপারে) অবশ্যই আপনাকে সত্য কথা বলবে। সুতরাং রসূলুল্লাহ (সঃ) (দাসী) বারীরাকে ডেকে বললেনঃ বারীরা, তুমি কি তার (আয়েশা) মধ্যে সন্দেহজনক কিছু দেখেছো? বারীরা বললো, না, সেই মহান সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য বিধান সহ পাঠিয়েছেন! আমি তাঁর মধ্যে এ ছাড়া আর কোন কিছুই দূষণীয় দেখিনি যে, অল্প বয়স্কা হওয়ার কারণে তিনি আটার খামির রেখে ঘুমিয়ে পড়েন আর বকরী এসে তা খেয়ে ফেলে। রসূলুল্লাহ (সঃ) সেই দিনই খোতবাহ দিতে দাঁড়ালেন এবং আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূলের মোকাবিলায় সাহায্য চাইলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ ঐ ব্যক্তির মোকাবেলায় আমাকে কে সাহায্য করবে যে আমার পরিবার সম্পর্কে আমাকে কষ্ট দিয়েছে। আল্লাহর শপথ! আমার স্ত্রী সম্পর্কে আমি ভাল ছাড়া (মন্দ) জানি না। আর লোকেরা এমন এক ব্যক্তিকে জড়িয়ে কথা বলছে যার সম্পর্কেও আমি ভাল ছাড়া (মন্দ) জানি না। আর সে তো আমার সাথে ছাড়া আমার স্ত্রীদের সামনে যেত না। তখন (আওস গোত্রের) সাদ (ইবনে মুআয আনসারী) দাঁড়িয়ে বললেনঃ হে আল্লাহর

রসূল, আল্লাহর শপথ। তার মোকাবিলায় আমি আপনাকে সাহায্য করব। সে যদি আওস গোত্রের লোক হয়ে থাকে, আমরা তার গর্দান উড়িয়ে দেব। আর যদি আমাদের ভাই খাযরাজ গোত্রের লোক হয়ে থাকে তাহলে আপনি আদেশ করুন তার ব্যাপারে আমরা আপনার আদেশ কার্যকরী করব। তখন খাযরাজ গোত্রের নেতা সাদ ইবনে উবাদাহ উঠে দাঁড়ালেন। এর আগে তিনি একজন সৎ ও নেক্কার লোক ছিলেন। কিন্তু গোত্রীয় মনোভাব তাকে উত্তেজিত করে তুলল। তিনি বললেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। আল্লাহর কসম! তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না এবং সে শক্তিও তোমার নেই। সংগে সংগে উসায়েদ ইবনে হুদায়ের উঠে বললেন, তুমি মিথ্যা বলছ। আমরা অবশ্যই তাকে হত্যা করে ছাড়ব। তুমি একটা মোনাফিক। তাই মোনাফিকের পক্ষ নিয়ে বিবাদ করছ। এরপর আওস ও খাযরাজ উভয় গোত্রই প্রস্তুত হয়ে লড়াই করতে উদ্যত হল। রসূলুল্লাহ (সঃ) তখনও মিম্বরের ওপর ছিলেন। তিনি মিম্বর থেকে অবতরণ করে সবাইকে নিরস্ত করলেন। সবাই থেমে গেল। তিনিও থামলেন আর কিছু বললেন না। আয়েশা (রা) বলেন, আমি সারাদিন কাঁদতে থাকলাম। আমার অশ্রু বন্ধ হল না কিংবা সামান্যতম সময়ও ঘুমাতে পারলাম না। আমার পিতামাতা আমার পাশেই থাকতেন। ইতিমধ্যে ক্রন্দনরত অবস্থায় একটা রাত ও দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। অমার মনে হল, ক্রমাগত কান্নায় আমার কলিজা বিদীর্ণ হয়ে যাবে। তাঁরা (আমার পিতামাতা) উভয়ে আমার পাশে বসা ছিলেন আর আমি কাঁদছিলাম। সেই সময় একজন আনসারী মহিলা (বাড়ীর ভিতরে) আসার অনুমতি চাইলে আমি তাকে অনুমতি দিলাম। সেও আমার পাশে বসে কাঁদতে শুরু করল। এমন সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) প্রবেশ করে (আমার পাশে) বসলেন। অথচ যা রটানো হয়েছে তার পর থেকে তিনি আমার পাশে আর বসেননি। ইতিমধ্যে একমাস অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। ওহী নাযিল করে আমার ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে কিছু জানান হয়নি। তিনি তাশাহহুদ পড়ে আমাকে বললেন, হে আয়েশা! তোমার সম্পর্কে আমি এরূপ এরূপ কথা নেছি। তুমি যদি নির্দোষ ও নিস্পাপ হও তাহলে অচিরেই আল্লাহ তোমার নির্দোষ হওয়ার কথা ঘোষণা করবেন। আর যদি তুমি গোনাহে লিপ্ত হয়ে থাক, তাহলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও এবং তওবা কর। কেননা বান্দা যখন গোনাহ্ স্বীকার করে তওবা করে আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর কথা শেষ করলে আমার অশ্রু বন্ধ হয়ে গেল। এমনকি আমি এক বিন্দু অশ্রুও অনুভব করলাম না। তখন আমি আমার পিতাকে বললামঃ আমার পক্ষ থেকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জওয়াব দিন। তিনি বললেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি বুঝতে পারছি না রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে কি জওয়াব দেব? তখন আমার মাকে বললাম, আমাকে রসূলুল্লাহ (সঃ) যা বললেন আমার পক্ষ থেকে তার জওয়াব দিন। তিনি (আমার মা) বললেনঃ আল্লাহর শপথ! আমি বুঝতে পারছি না যে, রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে কি জওয়াব দেব? তখনও আমি অল্প বয়স্কা কিশোরী ছিলাম। আমি বললাম, আমি কুরআন মজীদ বেশী পড়ি নাই। আল্লাহর শপথ! আমি জানি লোকেরা যা বলাবলি করছে তা আপনারা শুনেছেন এবং তা আপনাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে। আর তা সত্য বলে ধরে নিয়েছেন। আমি যদি বলি, আমি নির্দোষ ও নিস্পাপ, আর আল্লাহ তো জানেন যে, আমি নির্দোষ ও নিস্পাপ তাহলেও আপনারা ঐ ব্যাপারে আমাকে বিশ্বাস করবেন না। আর যদি আমি আপনাদের কাছে ব্যাপারটা স্বীকার করি, আল্লাহর শপথ! তিনি জানেন এ ব্যাপারে

আমি নিষ্পাপ ও নির্দোষ, তাহলে আপনারা আমাকে বিশ্বাস করবেন। আল্লাহর শপথ! ইউসুফ (আঃ)–এর পিতাকে [হযরত ইয়াকূব (আঃ)] ছাড়া আমি আপনাদের ও আমার জন্য কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাচ্ছি না। তিনি বলেছিলেনঃ "ধৈর্যই (এখন আমার জন্য) উত্তম। তোমরা যা কিছু বলছ সে ব্যাপারে আল্লাহই আমার সাহায্যকারী–" (সূরা ইউসুফঃ ১৮)। অতঃপর আমি বিছানায় পাশ ফিরলাম। আমি আশা করছিলাম যে, আল্লাহ আমাকে পবিত্র ও নির্দোষ ঘোষণা করবেন। কিন্তু আল্লাহর শপথ! আমি কখনো ধারণা করিনি যে, আমার ব্যাপারে ওহী পাঠানো হবে। আমি নিজেকে এতটুকু যোগ্যও মনে করতাম না যে, আমার ব্যাপারে কুরআনের বক্তব্য আসবে। তবে আমি এ মর্মে আশা পোষণ করতাম যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার পবিত্রতা ও নির্দোষিতা সম্পর্কে স্বপ্ন দেখবেন। আল্লাহর শপথ! তিনি (সঃ) তাঁর জায়গা ছেড়ে তখনও উঠে পড়েননি, আর বাড়ীরও কেউ বের হয়ে পড়েননি, ঠিক তখনই তাঁর ওপর ওহী নাযিল হল। ওহী নাযিলের পূর্বক্ষণে তাঁর যে কষ্টকর অবস্থা হতো তাই শুরু হল। এমনকি এই অবস্থায় শীতের দিনেও তাঁর শরীর থেকে মুক্তার বিন্দুর মত ঘাম বের হত। রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর এই অবস্থা দূর হলে তিনি হাসলেন। তিনি সর্বপ্রথম যে কথাটা বললেন তা হল, হে আয়েশা! আল্লাহর প্রশংসা কর। আল্লাহ তোমাকে পবিত্র ও নিষ্পাপ ঘোষণা করেছেন। তখন আমার মা আমাকে বললেনঃ উঠে রসূলুল্লাহ (সঃ)–কে সম্মান দেখাও। আমি বললামঃ না, তা করব না। মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ আয়াত নাযিল করেছিলেন, "যারা এই অপবাদ আরোপ করেছে তারা তোমাদের মধ্যেকারই একদল লোক। এটাকে তোমরা তোমাদের জন্য খারাপ মনে করো না, বরং তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর তাদের প্রত্যেক ব্যক্তি যে গোনাহ অর্জন করল তা তার জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। আর যে এ ব্যাপারে বিরাট অংশ অর্জন করবে তার জন্য রয়েছে বড় আযাব। তোমরা যখন তা শুনলে তখন ঈমানদার নারী ও পুরুষেরা নিজেদের সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করলে না কেন? তারা কেন বললে না যে, এটা একটা অপবাদ। এ ব্যাপারে তারা কেন চারজন সাক্ষী আনলো না। সুতরাং যখন তারা সাক্ষী আনতে ব্যর্থ হয়েছে তখন নিজেরাই আল্লাহ্র নিকট মিথ্যাবাদী। দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহর ফযল ও রহমত যদি তোমাদের প্রতি না হত তাহলে যা তোমরা করেছ সেজন্য তোমাদের ওপর বড় শাস্তি নেমে আসত। যখন তোমরা জিহবায় এমন একটা বিষয় আওড়াচ্ছিলে আর মুখে মুখে উচ্চারণ করছিলে যে বিষয় সম্পর্কে তোমাদের কিছুই জানা ছিল না। আর একে খুবই সহজ ব্যাপার মনে করছিলে। কিন্ত আল্লাহ্র কাছে তা ছিল মারাত্মক। যখন তোমরা ঐ কথা শুনলে তখন কেন বললে না যে, এ বিষয়ে কথাবার্তা বলা আমাদের উচিত নয়। হে আল্লাহ! তুমি মাহান ও পবিত্র, আর এটা হল মারাত্মক অপবাদ। তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকলে পুনরায় অনুরূপ কাজ না করার জন্য আল্লাহ তোমাদের আদেশ দান করছেন, আর তার হুকুম স্পষ্ট বর্ণনা করে শুনাচ্ছেন। তিনি সর্বাপেক্ষা গুণী ও বিজ্ঞ। যারা ঈমানদারদের মধ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে দেয়া পসন্দ করে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের জন্য কষ্টদায়ক শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ সব কিছু জানেন কিন্তু তোমরা জান না। আল্লাহর ফযল ও রহমত তোমাদের প্রতি না হলে (তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যেতে)। আল্লাহ দয়ালু ও মেহেরবান–" (সূরা নূরঃ ১১–২০)।

আবু বাকর সিদ্দীক (রা) আত্মীয়তার কারণে মিছতাহ ইবনে উসাসার জন্য খরচ করতেন আমার পবিত্রতা সম্পর্কে আল্লাহ এসব আয়াত নাযিল করলে তিনি বলেন, আমি মিছতাহর জন্য কিছুই খরচ করব না। কারণ সে আয়েশার বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করেছে। এ সময় আল্লাহ এই নির্দেশ নাযিল করেনঃ "তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহর নিয়ামত প্রাপ্ত ও স্বচ্ছলতার অধিকারী তারা আল্লাহর রাস্তায় আত্মীয়-মিসকীন ও মুহাজিরদেরকে না দেয়ার জন্য যেন কসম না করে। বরং তাদের উচিত ক্ষমা করে দেয়া ও ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দিন। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও মেহেরবান-" (সূরা নূরঃ ২১)।

তখন আবু বাকর (রা) বললেন, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিন তাই আমি পসন্দ করি। তিনি মিছতাহকে ইতিপূর্বে যা দিতেন তা দিতে থাকলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) যয়নাব বিনতে জাহ্শকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি বলেছিলেনঃ হে যয়নাব, আয়েশা সম্বন্ধে তুমি কি জান এবং কি দেখেছ? জওয়াবে তিনি বলেছিলেনঃ হে আল্লাহর রসূল! আমি আমার কান ও চক্ষুকে রক্ষা করেছি। আল্লাহর শপথ! আমি তাঁর সম্পর্কে ভাল ছাড়া (মন্দ) জানি না। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেনঃ তিনিই (যয়নাব) আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। কিন্তু পরহেজগারী ও খোদাভীরুতার কারণে আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করলেন।

১৬-অনুচ্ছেদঃ একজন পুরুষ লোক অন্য একজন পুরুষ লোকের নির্দোষিতা বর্ণনা করলে তার নির্দোষিতা প্রমাণের জন্য সেটাই যথেষ্ট। আবু জামীলা বলেছেন, আমি একটা পরিত্যাক্ত শিশু কুড়িয়ে পেলাম। উমর (রা) আমাকে দেখে বললেনঃ গর্তটি শেষ পর্যন্ত কষ্টদায়ক না হয়। আমার এক পরিচিত ব্যক্তি তাকে বলল, তিনি (আমি) একজন সৎকর্মশীল ব্যক্তি। একথা শুনে তিনি (উমর) বললেনঃ এক্ষেত্রে এরূপই হয়ে থাকে। তাকে নিয়ে যাও। ওর ভরণপোষণ আমার দায়িত্বে হবে। (অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্র ওর ভরণপোষণের দায়িত্ব বহন করবে)

٢٤٧٠- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَثْنٰى رَجُلٌ عَلٰى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ مِرَارًا ثُمَّ قَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا اَخَاهُ لاَ مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ اَحْسِبُ فُلاَنًا وَاللّٰهُ حَسِيْبُهُ وَلاَ اُزَكِّىْ عَلَى اللّٰهِ اَحَدًا اَحْسِبُهُ كَذَا وَكَذَا اِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذٰلِكَ مِنْهُ ـ

২৪৭০. আবদুর রহমান ইবনে আবু বাকরাহ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সঃ) - এর সামনে এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির তারিফ করলে তিনি (সঃ) প্রশংসাকারীকে বললেনঃ তোমার জন্য ধ্বংস । তুমি তোমার বন্ধুর ঘাড় কেটে ফেললে, তুমি তোমার বন্ধুর ঘাড় কেটে ফেললে। (এ কথাটা তিনি) কয়েকবার বললেন। পরে বললেনঃ তোমাদের কাউকে যদি তাঁর (মুসলমান) ভাইয়ের প্রশংসা করতেই হয়, তাহলে বলা উচিত, আমি অমুককে এরূপ মনে করি। এর অধিক আল্লাহই জানেন। আমি আল্লাহর

তুলনায় কাউকে নির্দোষ মনে করি না। তাঁর সম্পর্কে ভাল কিছু জানা থাকলে বলবে, তাকে আমি এরূপ মনে করি।

٢٤٧١- عَنْ اَبِى مُوْسٰى قَالَ سَمِعَ النَّبِىُّ ﷺ رَجُلاً يُثْنِىْ عَلٰى رَجُلٍ وَيُطْرِيْهِ فِىْ مَدْحِهِ فَقَالَ اَهْلَكْتُمْ اَوْ قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ ـ

২৪৭১, আবু মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) এক ব্যক্তিকে অন্য এক ব্যক্তির প্রশংসা করতে শুনলেন। সে ঐ ব্যক্তির প্রশংসা করতে গিয়ে বাড়িয়ে বলছিল। তাই তিনি বললেনঃ তুমি তাকে ধ্বংস করলে অথবা বললেন, তার মেরুদন্ড ভেঙ্গে দিলে। [১২]

১৭–অনুচ্ছেদঃ শিশুদের সাবলকত্ব প্রাপ্তি ও সাক্ষ্যদান। মহান আল্লাহর বাণীঃ

وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوْا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ـ (سورة النور - ٥٩)

"আর তোমাদের শিশুরা যে সময় যৌবনপ্রাপ্ত হবে তখন তারাও তাদের পূর্বের লোকদের মত অনুমতি চাইবে (এবং তার পরে প্রবেশ করবে)। আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর বিধানসমূহ এভাবেই খোলাখুলি বর্ণনা করেন। আল্লাহ সব জানেন, তিনি জ্ঞানী–" (সূরা–নূরঃ ৫৯)।

মুগীরা ইবনে মুকসিম বলেছেন, বার বছর বয়সে আমার স্বপ্নদোষ হয়েছিল। আর মেয়েদের যৌবন প্রাপ্তির লক্ষণ হল হায়েয বা ঋতুস্রাব। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেনঃ

وَالّٰئِىْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِسَائِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ وَالّٰئِىْ لَمْ يَحِضْنَ وَاُوْلَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ـ (سورة الطلاق)

" আর তোমাদের স্ত্রীলোকদের মধ্যে যারা মাসিক ঋতুস্রাব বা হায়েয থেকে নিরাশ হয়ে গিয়েছে, তাদের ব্যাপারে তোমাদের মনে যদি কোনরূপ সন্দেহের সৃষ্টি হয়,

---

১২. প্রশংসা বা তারিফ মানুষের প্রাপ্য নয়। আর মানুষ তা হজমও করতে পারে না। কোন মানুষের প্রশংসা করলে সে নিশ্চিতভাবে নিজেকে অন্যদের চেয়ে স্বতন্ত্র ও যোগ্যতর মনে করতে থাকে। আর ধীর ধীরে তা সেই ব্যক্তিকে গর্বিত ও অহংকারী করে তোলে। সে নিজেকে নির্দোষ মনে করতে থাকে এবং পরিশেষে জুলুম, হটধর্মিতা ও অন্যান্য খারাপ দিকগুলো প্রকাশ পেতে থাকে। এইভাবে সে ধ্বংস ও অধঃপতনের অতল গহ্বরে নেমে যায়।

এ ছাড়াও মানুষের প্রশংসার ব্যাপারে আরেকটা কথা জানা থাকা দরকার। মানুষের মধ্যে যে যোগ্যতা ও প্রতিভা আছে আল্লাহ তাআলাই তা মানুষকে দান করেছেন। সুতরাং সত্যিকার অর্থে কারো প্রশংসা করতে হলে আল্লাহ তাআলারই প্রশংসা করতে হয়। এজন্য কুরআনে একমাত্র মহান আল্লাহর প্রশংসাই বৈধ রাখা হয়েছে এবং সকল প্রশংসা তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

তবে তাদের ইদ্দাত হবে তিন মাস। আর যাদের এখনো হায়েয আসেনি তাদের জন্যও একই হুকুম। আর গর্ভবর্তী মেয়েদের ইদ্দাতের সীমা হল সন্তান (গর্ভ) প্রসব করা পর্যন্ত (সূরা নূরঃ ৪)

হাসান ইবনে সালেহ বলেছেন, আমি আমার এক প্রতিবেশিনী স্ত্রীলোককে একুশ বছর বয়সেই দাদী বা নানী হতে দেখেছি।

٢٤٧١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَرَضَهُ يَوْمَ اُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ اَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِيْ ثُمَّ عَرَضَنِيْ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَاَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَاَجَازَنِيْ قَالَ نَافِعٌ فَقَدِمْتُ عَلٰى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَهُوَ خَلِيْفَةٌ فَحَدَّثْتُهُ هٰذَا الْحَدِيْثَ فَقَالَ اِنَّ هٰذَا الْحَدَّ بَيْنَ الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ وَكَتَبَ اِلٰى عُمَّالِهِ اَنْ يَّفْرِضُوْا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ ـ

২৪৭২. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। ওহদ যুদ্ধের দিন তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর সামনে (যুদ্ধে যাওয়ার জন্য) উপস্থিত হলে তিনি তাঁকে অনুমতি দেননি। তখন তাঁর বয়স ছিল চৌদ্দ বছর। তিনি বলেছেনঃ পরে খন্দক যুদ্ধের সময় আবার উপস্থিত হলাম তখন আমার বয়স ছিল পনর বছর। এবার তিনি অনুমতি দিলেন। নাফে বর্ণনা করেছেন, খলীফা উমর ইবনে আবদুল আযীযের কাছে গিয়ে আমি হাদীসটা বর্ণনা করলে তিনি তাঁর গভর্ণরদের কাছে লিখে পাঠালেন, (সেনাবাহিনীতে) যাদের বয়স ১৫ বছর পূর্ণ হয়েছে গনীমতের অর্থে তাদের জন্য অংশ নির্ধারিত কর।

٢٤٧٣- عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ـ

২৪৭৩. আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলমানের উপর জুমুআর দিনে গোসল করা ওয়াজিব।

১৮–অনুচ্ছেদঃ বিচারক কসম করানোর পূর্বে বাদীকে জিজ্ঞেস করবে, তার সপক্ষে কোন সাক্ষী আছে কি না?

٢٤٧٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ وَهُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ قَالَ فَقَالَ الْاَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فِيَّ وَاللّٰهِ كَانَ ذٰلِكَ كَانَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ رَجُلٍ مِّنَ الْيَهُوْدِ اَرْضٌ فَجَحَدَنِيْ فَقَدَّمْتُهُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اَلَكَ بَيِّنَةٌ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَقَالَ

لِلْيَهُوْدِيِّ احْلِفْ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِذًا يَحْلِفَ وَيَذْهَبَ بِمَالِيْ قَالَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً اُولٰئِكَ لاَخَلاَقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلاَ يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ـ

(سورة اٰل عمران ـ ٧٧)

২৪৭৪. অবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম করে কোন মুসলমানের অর্থ–সম্পদ আত্মসাত করবে (কিয়ামতের দিন) সে এমন অবস্থায় আল্লাহর সামনে হাযির হবে যে, তিনি ঐ ব্যক্তির প্রতি অত্যন্ত রাগান্বিত থাকবেন। এ হাদীস শুনে আশআস ইবনে কায়েস বললেন, আল্লাহর শপথ! এ হাদীস তো আমার সম্পর্কে বলা হয়েছে। আমার ও অপর ব্যক্তির (এক (ইহুদী) মধ্যে এক খন্ড জমি নিয়ে ঝগড়া ছিল। আমি তাকে নবী (সঃ)–এর সামনে এনে উপস্থিত করলে নবী (সঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে? আমি বললাম, না। তখন তিনি তাকে (ইহুদীকে) বললেন, কসম কর। এ কথা শুনে আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! তাহলে তো সে কসম করবে এবং আমার সমস্ত মাল আত্মসাত করে নেবে। ঐ সময় মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করলেনঃ "যারা আল্লাহ্র সাথে দেয়া প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথ নগণ্য মূল্যে (পার্থিব স্বার্থের কারণে) বিক্রি করে কিয়ামতের দিন তাদের জন্য কোন অংশ নেই। সেদিন আল্লাহ না তাদের সাথে কথা বলবেন, না তাদের প্রতি চেয়ে দেখবেন আর না তাদেরকে পবিত্র করবেন। বরং তাদেরকে সেদিন কঠিন শাস্তি দেয়া হবে" (সূরা আলে ইমনারঃ ৭৭)।

১৯–অনুচ্ছেদঃ অর্থ–সম্পদ ও হদের (শরীআত নির্ধারিত শাস্তির) ব্যাপারে বিবাদীকে কসম করতে হবে। নবী (সঃ) বাদীকে সম্বোধন করে বলেছেন, হয় তুমি দু'জন সাক্ষী আনবে অথবা সে (বিবাদী) কসম খাবে। কুতাইবা, সুফিয়ান ও ইবনে শুবরুমার মাধ্যমে আবুল যিনাদ থেকে দু'জন সাক্ষীর সাক্ষ্যদান ও বাদীর কসম খাওয়ার কথা বলেছেন। তখন আমি বললাম, মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেছেনঃ

واشتشهدوا شهدين من رجالكم ... فئذ كراحد هماالاخرى (البقرة :٢٨٢)

"দুজন পুরুষকে সাক্ষী বানাও। আর দু'জন পুরুষ না পাওয়া গেলে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোককে সাক্ষী বানাও, যাতে একজন ভুলে গেলে অপর জন তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আর তোমাদের গ্রহণযোগ্য ও পসন্দের লোককেই সাক্ষী বানাও।"

কুতাইবা বলেন, আমি বললাম, একজন স্ত্রীলোক সাক্ষ্য দিলে আর বাদী কসম করলে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য আরেকজন স্ত্রীলোকের কি প্রয়োজন?

٢٤٧٥- عَنِ ابْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ قَالَ كَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضٰى بِالْيَمِيْنِ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ ـ

২৪৭৫. ইবনে আবু মুলাইকা (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) আমার কাছে এ মর্মে পত্র লিখেছিলেন, নবী (সঃ) বিবাদীকে কসম করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। (অর্থাৎ বিবাদীর কসমের ওপর ভিত্তি করে বিচার সমাধা করেছিলেন)।

٢٤٧٦- عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالاً لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ تَصْدِيقَ ذٰلِكَ : اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ اِلٰى عَذَابٌ اَلِيْمٌ ثُمَّ اِنَّ الْاَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ خَرَجَ اِلَيْنَا فَقَالَ مَا يُحَدِّثُكُم اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَحَدَّثْنَاهُ بِمَا قَالَ فَقَالَ صَدَقَ لَفِيَّ اُنْزِلَتْ كَانَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُمَةٌ فِيْ شَيْءٍ فَاخْتَصَمْنَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ شَاهِدَاكَ اَوْ يَمِيْنُهُ فَقُلْتُ لَهُ اِنَّهُ اِذًا يَحْلِفَ وَلَا يُبَالِيْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالاً وَهُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَصْدِيْقَ ذٰلِكَ ثُمَّ اقْتَرَاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ ـ

২৪৭৬. আবু ওয়ায়েল (রঃ) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন, যে ব্যক্তি কসম করে অন্যের মাল আত্মসাত করে (কিয়ামতের দিন) সে যখন আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে তখন আল্লাহ তার প্রতি অত্যন্ত রাগান্বিত থাকবেন। পরে একথার সমর্থন করে মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ যে আয়াত নাযিল করেন তা হল, "যারা আল্লাহকে দেয়া প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথ নগণ্য মূল্যে বিক্রি করে সেদিন তাদের জন্য কোন অংশ থাকবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ না তাদের সাথে কথা বলবেন, না তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন আর না তাদেরকে পবিত্র করবেন। বরং সেদিন তাদের জন্য রয়েছে কঠিন আযাব" (সূরা আল ইমরানঃ ৭৭)।

পরে আশআস ইবনে কায়েস (কিন্দী) আমাদের কাছে এসে বললেন, আবু আবদুর রহমান (ইবনে মাসউদ) তোমাদের কাছে কি বর্ণনা করেছেন? তিনি (ইবনে মাসউদ) যা বলেছেন আমরা তা তাকে (আশআস ইবনে কায়েস কিন্দী) বর্ণনা করলাম। শুনে তিনি বললেনঃ হাঁ, তিনি সত্য বলেছেন। ঐ আয়াত আমার বিষয়েই নাযিল হয়েছিল। (ব্যাপারটা এই যে,) আমার ও অপর এক ব্যক্তির (ইহুদী) মধ্যে কোন একটা জিনিস (একখন্ড জমি) নিয়ে বিবাদ চলছিল। আমরা মামলাটা নবী (সঃ)-এর নিকট নিয়ে গেলে তিনি আমাকে বললেন, (দাবীর সমর্থনে) তুমি দু'জন সাক্ষী নিয়ে এস অথবা তার (ইহুদী) কসমের ওপর

নির্ভর করে ফয়সালা করা হবে।[১৩] তখন আমি বললাম, তাহলে তো সে (মিথ্যা) কসম করে বসবে এবং কোন পরোয়া করবে না। নবী (সঃ) বললেন, যে ব্যক্তি কসম করে অন্যের অর্থ-সম্পদ হস্তগত করে (কিয়ামতের দিন) সে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাত করবে যে, তিনি তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকবেন।

২০–অনুচ্ছেদঃ কেউ কোন দাবি উত্থাপন করলে বা কারো প্রতি অপবাদ আরোপ করলে তাকেই প্রমাণ পেশ করতে হবে এবং এজন্য সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (অর্থাৎ প্রমাণ পেশ করার জন্য যা কিছু করার তাকেই করতে হবে)।

২৪৭৭– عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ هِلاَلَ بْنَ اُمَيَّةَ قَذَفَ اِمْرَاَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِشَرِيْكِ بْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْبَيِّنَةُ اَوْ حَدٌّ فِيْ ظَهْرِكَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِذَا رَاٰى اَحَدُنَا عَلَى امْرَاَتِهِ رَجُلاً يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ يَقُوْلُ الْبَيِّنَةَ وَاِلاَّ حَدٌّ فِيْ ظَهْرِكَ فَذَكَرَ حَدِيْثَ اللِّعَانِ ـ

২৪৭৭. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। হেলাল ইবনে উমাইয়া নবী (সঃ)-এর কাছে শারীক ইবনে সাহমের সাথে তার স্ত্রীকে যেনার অপবাদ দিলে তিনি (সঃ) বলেনঃ সাক্ষী উপস্থিত কর। অন্যথায় তোমার পিঠে কোড়া মারা হবে। হেলাল ইবনে উমাইয়া বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের কেউ যদি নিজে তার স্ত্রীর বুকে অন্য পুরুষকে দেখে তাহলেও কি সাক্ষীর সন্ধান করে ফিরবে? এর পরও নবী (সঃ) বলতে থাকলেন, প্রমাণ পেশ কর অন্যথায় তোমার পিঠে কোড়া পড়বে। অতঃপর তিনি লিআনের হাদীস বর্ণান করলেন।[১৪]

---

১৩. কোন বিবদমান বিষয়ে সাক্ষী আদৌ না পাওয়া গেলে বা প্রয়োজনীয় সাক্ষী না পাওয়া গেলে বিবাদীকে কসম বা হলফ করতে নির্দেশ দেয়া হয় এবং এই কসমের উপর ভিত্তি করেই রায় দেয়া হয়। এমতাবস্থায় একটা মিথ্যা কসম করে অন্যের ধন-সম্পদ হস্তগত করা বা আত্মসাত করা খুবই সহজ। কেউ যাতে এভাবে কারো হক না মারে সে সম্পর্কেই এসব হাদীসে বলা হয়েছে এবং এর ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কেও সাবধান করে দেয়া হয়েছে, হস্তগত বা আত্মসাতকৃত অর্থ-সম্পদের পরিমান যাই হোক না কেন। মুসলিম শরীফের একটা হাদীসে আছে, কেউ মিথ্যা কসম দ্বারা মুসলমান ভাইয়ের হক হস্তগত করলে আল্লাহ তার জন্য দোযখ ওয়াজিব ও জান্নাত হারাম করে দেন। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, আত্মসাত করা বস্তু যদি খুব নগণ্য হয় তাহলে কি হবে? তিনি বললেনঃ পিলুর বৃক্ষের একখন্ড শুষ্ক ডাল হলেও।

১৪. স্বামী যদি স্ত্রীর বিরুদ্ধে যেনার অভিযোগ উত্থাপন করে আর তার কোন সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকে তাহলে ইসলামী শরীআতে তার বিধান হল, স্বামী বিচারকের সামনে নিজের সত্য কথা বলার হলফ করবে। অর্থাৎ বলবে, আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি যে কথা বলছি সে ব্যাপারে আমি সত্যবাদী। এরূপ চারবার বলার পর পঞ্চম বারে বলবে, আমি যদি মিথ্যা কথা বলে থাকি তাহলে আমার প্রতি আল্লাহর গযব হোক। স্বামী এরূপ বলার পর স্ত্রী চার বার বলবে, আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, সে (তার স্বামী) যা বলছে তা মিথ্যা। আর পঞ্চম বার বলবে, সে (স্বামী) যদি সত্যবাদী হয় তাহলে আমার উপরে আল্লাহর গযব হোক। স্বামী স্ত্রী এরূপ বলার পর বিচারক তাদেরক বিচ্ছিন্ন করে দিবেন এবং এই বিচ্ছিন্নতা তালাকে বায়েন গণ্য হবে। একেই লে'আন বলা হয়।

২১–অনুচ্ছেদঃ আসরের পর মিথ্যা শপথ করা।

٢٤٧٨- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ رَجُلٌ عَلٰى فَضْلِ مَاءٍ بِطَرِيْقٍ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيْلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً لاَ يُبَايِعُهُ إِلاَّ لِلدُّنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيْدُ وَفٰى لَهُ وَإِلاَّ لَمْ يَفِ لَهُ وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلاً بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللّٰهِ أُعْطِيَ بِهِ كَذَا وَكَذَا فَأَخَذَهَا -

২৪৭৮. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তিন শ্রেণীর লোকের সাথে না কথা বলবেন, না তাদের দিকে তাকাবেন আর না তাদেরকে পবিত্র করবেন। সেদিন তাদের জন্য থাকবে কঠিন শাস্তি। পথে যে ব্যক্তির কাছে অতিরিক্ত পানি আছে অথচ (প্রয়োজনে) অন্য পথিককে সে তা দেয় না। অপর ব্যক্তি হল যে এক ব্যক্তির (ইমামের) কাছে বাইয়াত বা আনুগত্যের শপথ করে। কিন্তু একমাত্র পার্থিব স্বার্থের জন্যই সে তার কাছে বাইয়াত করে। তার ইচ্ছামত ও আকাংখা পূরণ করে তাকে দিলে সে (বাইয়াত) পূরণ করে অন্যথায় পূরণ করে না অর্থাৎ বাইয়াত ভঙ্গ করে। আরেক ব্যক্তি হল, যে আসরের পরে কোন জিনিস খরিদ করতে গিয়ে আল্লাহর কসম করে বলে যে, সে এটা কিনতে এত কিংবা এত মূল্য দিয়েছে। আর তা শুনে খরিদ্দার ঐ জিনিস খরিদ করে নেয়।

২২–অনুচ্ছেদঃ যেখানে বিবাদীর কসম খাওয়া বাধ্যতামূলক হয়েছে সে স্থানেই সে কসম খাবে। শপথ করানোর জন্য তাকে জায়গা পরিবর্তন করানো হবে না। মারওয়ান যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)–কে মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে শপথ করতে হবে বলে রায় দিলে তিনি বলেন, আমি আমার জায়গায় থেকেই কসম করব। তারপর তিনি সেখানে থেকে কসম করতে শুরু করলেন এবং মিম্বরের ওপর যেতে অস্বীকার করলেন। তাঁর এ আচরণে মারওয়ান বিস্ময় প্রকাশ করলেন। নবী (সঃ) বাদীকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, দু'জন সাক্ষী পেশ কর অন্যথায় বিবাদীর শপথ প্রয়োজন হবে। এখানে তিনি এক জায়গা বাদ দিয়ে আরেক জায়গা নির্দিষ্ট করেন নি।

٢٤٧٩- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالاً لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ -

২৪৭৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি (অন্যের) অর্থ-সম্পদ আত্মসাত করার জন্য (মিথ্যা) কসম করে সে (কিয়ামতের দিন) যখন আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে তখন তিনি তার উপরে অসন্তুষ্ট থাকবেন।

২৩—অনুচ্ছেদঃ যারা শপথ করতে প্রতিযোগিতা করে বা উৎসাহ দেখায়।

٢٤٨٠- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِيْنَ فَأَسْرَعُوْا فَأَمَرَ أَنْ يُّسْهِمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِيْنِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ ـ

২৪৮০. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) কিছু সংখ্যক লোককে কসম করতে বললে তারা সবাই এসে একে অপরের আগে কসম করার জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করে দিল। তখন তিনি তাদের মধ্যে থেকে কে কসম করবে সে ব্যাপারে লটারী করার নির্দেশ দিলেন।

২৪—অনুচ্ছেদঃ মহান আল্লাহর বাণীঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً

"যারা আল্লাহকে দেয়া প্রতিশ্রুতি ও কসম নগণ্য মূল্যে (পার্থিব স্বার্থের বিনিময়ে) বিক্রি করে দেয় (কিয়ামতের দিন) তাদের জন্য কোন অংশ থাকবে না। সেদিন আল্লাহ্ না তাদের সাথে কথা বলবেন, না তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন আর না তাদেরকে পবিত্র করবেন। বরং সেদিন তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি—" (সূর. আল ইমরানঃ ৭৭)।

٢٤٨١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ اَوْفٰى يَقُوْلُ اَقَامَ رَجُلٌ سِلْعَتَهٗ فَحَلَفَ بِاللّٰهِ لَقَدْ اَعْطٰى بِهَا مَالَمْ يُعْطِهَا فَنَزَلَتْ : اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً وَقَالَ ابْنُ اَبِيْ اَوْفٰى : اَلنَّاجِشُ اٰكِلُ رِبًا خَائِنٌ ـ

২৪৮১. আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি তার মালপত্র বিক্রির জন্য বাজারে উঠিয়ে আল্লাহর কসম করে বলল যে, সে এত পরিমাণ মূল্য দিয়ে তা খরিদ করেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ পরিমাণ মূল্যে সে তা খরিদ করেনি। এই ব্যক্তি সম্পর্কে নাযিল হয়েছেঃ "যারা আল্লাহকে দেয়া প্রতিশ্রুতি ও শপথ নগণ্য মূলে (পার্থিব স্বার্থের বিনিময়ে) বিক্রি করে দেয়, আখেরাতে তাদের কোন অংশ নাই।" আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি নকল ক্রেতা সেজে (অতিরিক্ত মূল্য বলে আসল ক্রেতাকে) ধোঁকা দেয় সে সুদখোর ও খেয়ানতকারীর সমান।

٢٤٨٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ كَاذِبًا لِيَقْتَطِعَ مَالَ رَجُلٍ اَوْ قَالَ اَخِيْهِ لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَصْدِيْقَ ذٰلِكَ فِي الْقُرْاٰنِ : اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً الْاٰيَةَ فَلَقِيَنِى الْاَشْعَثُ فَقَالَ مَاحَدَّثَكُمْ عَبْدُ اللّٰهِ الْيَوْمَ قُلْتُ كَذَا وَكَذَا قَالَ فِيَّ اُنْزِلَتْ ـ

২৪৮২. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, কেউ কোন লোকের অথবা বলেছেন, তার ভাইয়ের অর্থ–সম্পদ হস্তগত করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা শপথ করে কিয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় আল্লাহর সাক্ষাত লাভ করবে যখন তিনি তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকবেন। এই কথার সমর্থনে আল্লাহ কুরআনের আয়াত নাযিল করলেন, "যারা আল্লাহকে দেয়া প্রতিশ্রুতি ও তার নামে করা শপথ নগণ্য মূল্যে (পার্থিব স্বার্থের বিনিময়ে) বিক্রি করে তাদের জন্য কিয়ামতে কোন অংশ থাকবে না। কিয়ামতে আল্লাহ না তাদের সাথে কথা বলবেন, না তাদের প্রতি তাকাবেন আর না তাদেরকে পবিত্র করবেন। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি" (সূরা আল ইমরানঃ ৭৭)। আবু ওয়ায়েল বর্ণনা করেছেন, আশআস (ইবনে কায়েস কিন্দী) পরে আমার সাথে সাক্ষাত করে জিজ্ঞেস করলেনঃ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) আজ তোমাদের কাছে কি বর্ণনা করেছেন? আমি বললাম, এরূপ এরূপ বলেছেন। তিনি বললেন, এটা (আয়াত) আমার সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

২৫–অনুচ্ছেদঃ কিভাবে হলফ করানো হবে। মহান আল্লাহর বাণীঃ

ثم جاوك يحلفون بالله ان اردنا الاحسانا وتوفيقا –

"অতঃপর তারা তোমার কাছে এসে আল্লাহর নামে শপথ করে।"

وَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيُرْضُوْكُمْ - فَيُقْسِمَانِ بِاللّٰهِ لَشَهَادَتُنَا اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا -

"তারা আল্লাহর কসম করে বলে, তারা তোমাদেরই লোক। তারা তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য আল্লাহর কসম করে, অতঃপর তারা আল্লাহর কসম করে বলবে, আমাদের সাক্ষ্য তাদের দু'জনের সাক্ষ্যের চেয়ে সত্য হবে।" নবী (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আসরের পরে আল্লাহর নামে মিথ্যা শপথ করে। আল্লাহ ছাড়া তো আর কারো নামে শপথ করা যাবে না।

٢٤٨٣– عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاِذَا هُوَ يَسْاَلُهُ عَنِ الْاِسْلَامِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا اِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَصِيَامُ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ قَالَ لَا اِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الزَّكَاةَ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا اِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ فَاَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ لَا اَزِيْدُ عَلٰى هٰذَا وَلَا اَنْقُصُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْلَحَ اِنْ صَدَقَ -

২৪৮৩. তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এসে তাঁকে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ দিনে ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা। লোকটি বলল, এ ছাড়া আর কোন নামায কি আমার জন্য ফরয? তিনি বললেনঃ না, তবে তুমি নফল নামায পড়তে পার। এরপর রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, রমযান মাসে রোযা রাখা। লোকটি বলল, এ ছাড়া অন্য কোন রোযা কি আমার জন্য ফরয? তিনি বললেনঃ না তবে নফল রোযা রাখতে পার। তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রা) বলেন, এরপর রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে যাকাতের কথা বললেন। লোকটি বলল, এ ছাড়া অন্য কোনভাবে অর্থ ব্যয় করা কি আমার জন্য ফরয? তিনি বললেনঃ না, তবে নফল দান-খয়রাত করতে পার। এরপর সে পিছন ফিরে যাওয়ার সময় বলেছিল, আমি এর চেয়ে কিছু বেশীও করব না কিংবা এর থেকে কিছু কমাবও না। তার কথা শুনে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, লোকটি যদি সত্য বলে থাকে তাহলে সে সফল হয়ে গেল। ১৫

٢٤٨٤– عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللّٰهِ اَوْ لِيَصْمُتْ ـ

২৪৮৪. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ কেউ কসম করতে চাইলে আল্লাহর নামে কসম করবে অন্যথায় চুপ থাকবে (অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কারো নামে কসম করা যাবে না)।

২৬-অনুচ্ছেদঃ বিবাদীর শপথের পর সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত করলে। নবী (সঃ) বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ প্রমাণাদি উপস্থিত করার ব্যাপারে অন্যদের চেয়ে পারদর্শী। তাউস ইবনে কায়সান, ইবরাহীম নাখয়ী ও কাজী শুরাইহ বলেছেনঃ মিথ্যা কসমের তুলনায় সত্যবাদী সাক্ষী গ্রহণযোগ্য।

٢٤٨٥– عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ اِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ اَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ اَخِيْهِ شَيْئًا بِقَوْلِهِ فَاِنَّمَا اَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ فَلَا يَاْخُذْهَا ـ

২৪৮৫. উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ তোমরা আমার কাছে বিবাদের বিষয় নিয়ে (ফয়সালার জন্য) এসে থাক। (অনেক সময় দেখা যায়) তোমাদের কেউ কেউ প্রমাণাদি পেশ করার ব্যাপারে অন্যদের চাইতে বাকপটু। এমতাবস্থায় অন্যের হক থেকে যার পক্ষে আমি ফয়সালা দিয়ে দেই তাকে দোযখের এক টুকরাই দিয়ে থাকি। তাই সে যেন এভাবে তা গ্রহণ না করে। ১৬

১৫. কালেমা তায়্যিবা গ্রহণ করার পর যে চারটা মৌলিক জিনিস কোন ব্যক্তিকে পালন করতে হয় হজ্জ তার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এখানে শুধুমাত্র নামায, রোযা, ও যাকাতের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ হল, তখনও পর্যন্ত হজ্জের বিধান নাযিল হয়েছিল না। আর এজন্য রসূলুল্লাহ (সঃ) লোকটিকে হজ্জের বিষয়ে কোন নির্দেশ দেননি।

১৬. এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, বাহ্যিকভাবে প্রমাণিত হলেও তা যদি কোন ব্যক্তির হক না হয় তাহলে এভাবে তা গ্রহণ করা বৈধ নয়। বাহ্যিকভাবে প্রমাণিত হলেই তা বৈধ হয়ে যায় না, এতে আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, নৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না।

২৭–অনুচ্ছেদঃ ওয়াদা পূরণের নির্দেশ দান করা। হাসান বসরী এরূপ করেছেন। আল্লাহ তাআলা হযরত ইসমাঈলের কথা উল্লেখ করে বলেছেনঃ তিনি ওয়াদা পূরণে সত্যবাদী ছিলেন। ইবনুল আশওয়া (কুফার কাজী সাইদ ইবনে আমর ইবনে আশওয়া) ওয়াদা পূরণ করার আদেশ দিয়ে রায় দিয়েছেন। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকেও এরূপ বর্ণিত হয়েছে। মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) বলেছেন, আমি নবী (সঃ)–কে তাঁর এক জামাতার কথা উল্লেখ করে বলতে শুনেছি, সে আমার সাথে ওয়াদা করে তা পূরণ করেছে। আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) বলেছেনঃ আমি ইবরাহীম (ইবনে রাহবিয়া)–কে ইবনে আশওয়ার হাদীস দলীল হিসাবে গ্রহণ করতে দেখেছি।

٢٤٨٦– عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبُوْ سُفْيَانَ اَنَّ هِرَقْلَ قَالَ لَهُ سَاَلْتُكَ مَاذَا يَاْمُرُكُمْ فَزَعَمْتَ اَنَّهُ اَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَاَدَاءِ الْاَمَانَةِ قَالَ وَهٰذِهِ صِفَةُ نَبِيٍّ ـ

২৪৮৬. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আবু সুফিয়ান আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, (রোমের সম্রাট) হিরাকল (হিরাক্লিয়াস) তাকে বললেন, আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি (সঃ) তোমাদেরকে কি কি কাজের আদেশ করেন? তুমি জবাব দিলে, তিনি তোমাদেরকে নামায, সততা, পবিত্রতা, ওয়াদা পূরণ ও আমানত আদায় করতে আদেশ করেন। আর এগুলোই তো একজন নবীর গুণাবলী।

٢٤٨٧– عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ ـ

২৪৮৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত । রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ মোনাফিকের লক্ষণ তিনটিঃ কথা বললে মিথ্যা বলে, আমানত রাখলে খেয়ানত করে এবং ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে।

٢٤٨٨– عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا مَاتَ النَّبِىُّ ﷺ جَاءَ اَبَا بَكْرٍ مَالٌ مِنْ قِبَلِ الْعَلَاءِ ابْنِ الْحَضْرَمِيِّ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ دَيْنٌ اَوْ كَانَتْ لَهُ قِبَلَهُ عِدَةٌ فَلْيَاْتِنَا قَالَ جَابِرٌ فَقُلْتُ وَعَدَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُّعْطِيَنِىْ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا فَبَسَطَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ جَابِرٌ فَعَدَّ فِىْ يَدِى خَمْسَمِائَةٍ ثُمَّ خَمْسَمِائَةٍ ثُمَّ خَمْسَ مِائَةٍ ـ

২৪৮৮. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ইন্তেকালের পর আলা ইবনুল হাদরামীর নিকট থেকে আবু বাকরের কাছে কিছু মাল আসলে তিনি ঘোষণা করলেন, নবী (সঃ)-এর কাছে কারো পাওনা থেকে থাকলে অথবা তিনি কাউকে কোন ওয়াদা করে থাকলে সে যেন আমার নিকট এসে তা নিয়ে যায়। জাবের (রা) বর্ণনা করেছেন, আমি (গিয়ে) বললাম, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে এত পরিমাণ, এত পরিমাণ এবং এত পরিমাণ (জাবের ইবনে আবদুল্লাহ তিনবার দুই বাহু ছড়িয়ে) দেয়ার ওয়াদা করেছিলেন। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন, তিনি (আবু বাকর) আমার দু'হাতে পাঁচশ' (মুদ্রা) গুণে দিলেন, তারপর পাঁচশ' এবং তারপর আরো পাঁচশ' দিলেন।

٢٤٨٩- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلَنِيْ يَهُوْدِيٌّ مِّنْ اَهْلِ الْحِيْرَةِ اَيَّ الْاَجَلَيْنِ قَضٰى مُوْسٰى قُلْتُ لَا اَدْرِيْ حَتّٰى اَقْدَمَ عَلٰى حَبْرِ الْعَرَبِ فَاَسْاَلَهُ فَقَدِمْتُ فَسَاَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ قَضٰى اَكْثَرَهُمَا وَاَطْيَبَهُمَا اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَالَ فَعَلَ ـ

২৪৮৯. সাঈদ ইবনে যুবায়ের (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হীরার অধিবাসী এক ইহুদী আমাকে জিজ্ঞেস করল যে, মূসা (আ) ওয়াদাকৃত দু'টি সময়সীমার কোনটি পূরণ করেছিলেন? বললাম, আমি জানি না। আরবের কোন আলেম ব্যক্তির নিকট গিয়ে জিজ্ঞস করে না জানা পর্যন্ত আমি বলতে পারব না। অতঃপর আমি এসে ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, মূসা দীর্ঘতর ও উত্তম সময়সীমা পূরণ করেছিলেন। কেননা আল্লাহর রসূল যা বলেন তা পূরণ করেন।

২৮-অনুচ্ছেদঃ সাক্ষ্য বা অনুরূপ বিষয়ে মুশরিকদের জিজ্ঞাসা করা যাবে না। শা'বী (র) বলেছেনঃ এক ধর্মাবলম্বীর সাক্ষ্য আরেক ধর্মাবলম্বীর বিরুদ্ধে গ্রহণ করা বৈধ নয়। কেননা মহান আল্লাহ বলেছেনঃ

فاغرينا بيتهم العداوة والبغضاء

"আমি তাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দিয়েছি।' আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, তোমরা আহলে কিতাবদের সত্য কিংবা মিথ্যা জানবে না, বরং

قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ اِلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَا اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَا اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ ـ (سورة البقرة ـ ١٣٦)

"তোমরা বলবে, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর ওপর, আমাদের প্রতি নাযিলকৃত কিতাবের ওপর এবং ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও ইয়াকূবের বংশধরদের প্রতি নাযিলকৃত বিষয়ের ওপর, মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীদেরকে তাদের প্রভুর তরফ

থেকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তার প্রতিও ঈমান এনেছি। আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না, আমরা একমাত্র তাঁরই (আল্লাহর) অনুগত" (বাকারাঃ ১৩৬)

٢٤٩٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ يَامَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ كَيْفَ تَسْأَلُوْنَ اَهْلَ الْكِتَابِ وَكِتَابُكُمُ الَّذِىْ اُنْزِلَ عَلٰى نَبِيِّهٖ اَحْدَثُ الاَخْبَارِ بِاللّٰهِ تَقْرَؤُنَهُ لَمْ يُشَبْ وَقَدْ حَدَّثَكُمُ اللّٰهُ اَنَّ اَهْلَ الْكِتَابِ بَدَّلُوا مَاكَتَبَ اللّٰهُ وَغَيَّرُوْا بِاَيْدِيْهِمُ الْكِتَابَ فَقَالُوْا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْابِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلاً اَفَلاَ يَنْهَاكُم مَا جَاءَكُمْ مِّنَ الْعِلْمِ عَنْ مُسَايَلَتِهِمْ وَلاَ وَاللّٰهِ مَا رَاَيْنَا مِنهُم رَجُلاً قَطُّ يَسْاَلُكُمْ عَنِ الَّذِىْ اُنْزِلَ عَلَيْكُمْ ـ

২৪৯০. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ হে মুসলমানেরা! কেমন করে তোমরা আহলে কিতাবদেরকে জিজ্ঞেস করতে পার? অথচ আল্লাহ তাঁর নবীর প্রতি যে কিতাব নাযিল করেছেন সেটাই তোমাদের কিতাব। এতে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সর্বশেষ খবর জানানো হয়েছে। এই কিতাব তোমরা পড়ে থাক। এতে কোন প্রকার সংমিশ্রণ ঘটেনি। এ কিতাবে আল্লাহ তোমাদের বলে দিয়েছেন যে, তিনি আহলে কিতাবদেরকে যা কিছু (তাদের কিতাবে) লিখে দিয়েছিলেন, তা তারা পরিবর্তন করে ফেলেছে এবং নিজেদের হাতে সেই কিতাবের বিকৃতি সাধন করার পর বলছে যে, সেটাই আল্লাহর বাণী। উদ্দেশ্য কিছু নগণ্য স্বার্থের (পার্থিব স্বার্থ) বিনিময়ে তা বিক্রি করা। তোমাদেরকে যে জ্ঞান দান করা হয়েছে তাতে কি তাদের কাছে জিজ্ঞেস করতে তোমাদেরকে নিষেধ করা হয়নি? আল্লাহর শপথ! আমি তাদের একজন লোককেও কখনো তোমাদের প্রতি নাযিলকৃত বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে দেখিনি।

২৯–অনুচ্ছেদঃ জটিল বিষয়ে লটারী করা। মহান আল্লাহর বাণীঃ

وما كنت لديهم اذ يلقون افلا ميم ابهم يكفل مريم –

"সেই সময় তুমি তাদের কাছে উপস্থিত ছিলে না যখন তারা এই প্রশ্নে কলম নিক্ষেপ করছিল যে, কে মরিয়মের তত্ত্বাবধান করবে।"

ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন, (কলম নিক্ষেপ করলে) একমাত্র যাকারিয়া (আঃ)– এর কলম ছাড়া সবার কলমই পানির স্রোতে ভেসে গেল। তাই যাকারিয়া (আ) তাঁর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পেলেন। আল্লাহর বাণীঃ 'ফাসাহামা' লটারিকরণ " ফাকানা মিনাল মুহদাদীন" অর্থাৎ লটারিতে যাদের নাম উঠল তিনি (ইউনুস) তাদের অন্তর্ভুক্ত হলেন। আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) কয়েক ব্যক্তিকে কসম করার সুযোগ দিলে আগে কসম করার জন্য তারা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করল। অতএব কে আগে কসম করবে তা নির্ধারণ করার জন্য তিনি তাদের মধ্যে লটারী করার নির্দেশ দিলেন।

٢٤٩١- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَثَلُ الْمُدْهِنِ فِي حُدُوْدِ اللّٰهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا مَثَلُ قَوْمٍ اسْتَهَمُوْا سَفِينَةً فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَسْفَلِهَا وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِيْ أَعْلاَهَا فَكَانَ الَّذِي فِي أَسْفَلِهَا يَمُرُّوْنَ بِالْمَاءِ عَلَى الَّذِيْنَ فِي أَعْلاَهَا فَتَأَذَّوْا بِهِ فَأَخَذَ فَأْسًا فَجَعَلَ يَنْقُرُ أَسْفَلَ السَّفِينَةِ فَأَتَوْهُ فَقَالُوْا مَالَكَ قَالَ تَأَذَّيْتُمْ بِيْ وَلاَ بُدَّلِيْ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ أَخَذُوْا عَلَى يَدَيْهِ أَنْجَوْهُ وَنَجَّوْا أَنْفُسَهُمْ إِنْ تَرَكُوْهُ أَهْلَكُوْهُ وَأَهْلَكُوْا أَنْفُسَهُمْ۔

২৪৯১. নো'মান ইবনে বাশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখার (আদেশ-নিষেধ) মধ্যে শিথিলতা প্রদর্শনকারীর উদাহরণ এমন একদল লোক যারা একখানা নৌযান নিয়ে লটারি করলে কারো অংশে পড়ল নৌযানের নীচের তলা আর কারো অংশে পড়ল উপরিতল। নীচের তলার লোকেরা পানির জন্য উপরের লোকদের কাছে যাওয়া-আসা করতে থাকায় তাদের কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াল। তাই নীচের একজন একখানা কুঠার নিয়ে নৌকার তলদেশ বিদীর্ণ করতে শুরু করল। এতে ওপরের লোকেরা এসে তাকে বলল, কি হয়েছে? তুমি এরূপ করছ কেন? সে বলল, আমাদের জন্য তোমরা কষ্ট পেয়ে থাক, অথচ পানি আমাদের একান্ত প্রয়োজন, তাই এরূপ করছি। এখন সবাই যদি তাকে বাধা দেয় তবে ঐ লোকটাকে বাঁচাতে পারবে এবং নিজেরাও বাঁচবে। আর যদি তাকে যা ইচ্ছে তাই করার জন্য ছেড়ে দেয় তাহলে ঐ লোকটাকেও ধ্বংস করবে এবং নিজেরাও ধ্বংস হবে। ১৭

٢٤٩٢- عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ أُمَّ الْعَلاَءِ امْرَأَةً مِّنْ نِسَائِهِمْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ طَارَ لَهُ سَهْمُهُ فِي السُّكْنٰى حِيْنَ أَقْرَعَتِ الْأَنْصَارُ سُكْنَى الْمُهَاجِرِيْنَ قَالَتْ أُمُّ الْعَلاَءِ فَسَكَنَ عِنْدَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ فَاشْتَكٰى فَمَرَّضْنَاهُ حَتّٰى إِذَا تُوُفِّيَ وَجَعَلْنَاهُ فِي ثِيَابِهِ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْكَ أَبَاالسَّائِبِ فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللّٰهُ فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَا يُدْرِيْكِ أَنَّ اللّٰهَ أَكْرَمَهُ فَقُلْتُ لاَ أَدْرِيْ بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَمَّا عُثْمَانُ فَقَدْ جَاءَهُ وَاللّٰهِ الْيَقِيْنُ وَإِنِّيْ لَأَرْجُوْلَهُ الْخَيْرَ

১৭. সমাজে কেউ খারাপ কাজ করতে শুরু করলে সবারই তাকে বাধা দেয়া দরকার। অন্যথায় পরিণামে ঐ কাজের জন্য সবাই ক্ষতিগ্রস্ত কিংবা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সমাজে বিস্তারলাভকারী অন্যায়কে সংঘবদ্ধভাবে এবং তাৎক্ষণিকভাবে বাধা দিতে হবে। এটাই এ হাদীসের মূলকথা।

وَاللّٰهِ مَا اَدْرِىْ وَاَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ مَايُفْعَلُ بِهٖ قَالَتْ فَوَاللّٰهِ لاَ اُزَكِّىْ اَحَدًا بَعْدَهٗ اَبَدًا وَاَحْزَنَنِىْ ذٰلِكَ قَالَتْ فَنِمْتُ فَاُرِيْتُ لِعُثْمَانَ عَيْنًا تَجْرِىْ فَجِئْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرْتُهٗ فَقَالَ ذٰلِكَ عَمَلُهٗ ـ

২৪৯২. খারেজা ইবনে যায়েদ আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। উম্মুল আলা নাম্নী তাদের গোত্রের একজন স্ত্রীলোক ছিলেন। তিনি নবী (সঃ)-এর কাছে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বর্ণনা করেছেন, মুহাজিরদেরকে বাসস্থান দেয়ার ব্যাপারে আনসারগণ লটারি করলে তাদের ভাগে উসমান ইবনে মাযউনের নাম উঠল। উম্মুল আলা বর্ণনা করেছেন, উসমান ইবনে মাযউন (রা) এরপর আমাদের কাছে থাকলেন। এক সময়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে আমরা খুব যত্নের সাথে তাঁর দেখাশুনা ও সেবাশুশ্রূষা করলাম। পরে তিনি মারা গেলেন। আমরা তাঁকে কাফন দিলাম। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাশরীফ আনলে আমি (উসমান ইবনে মাযউনকে লক্ষ্য করে) বললামঃ হে আবু সায়েব! তোমার প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। তোমার সম্বন্ধে আমার সাক্ষ্য হল, আল্লাহ তোমাকে সম্মানিত করেছেন। নবী (সঃ) বললেনঃ তুমি কিভাবে জানলে আল্লাহ তাকে মর্যাদা দিয়েছেন? আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার আব্বা-আম্মা আপনার জন্য কোরবান হোক। আমি (কিছুই) জানি না। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ)-ও বললেনঃ আল্লাহর শপথ! তার মৃত্যু এসে গেছে আমি তার কল্যাণের আশা রাখি। আল্লাহর শপথ! আল্লাহর রসূল হয়েও আমি জানি না তার সাথে কিরূপ ব্যবহার করা হবে। (একথা শুনে) উম্মুল আলা বললেনঃ আল্লাহর শপথ! এরপর আমি আর কোন দিনও কারো নির্দোষিতা বর্ণনা করব না। তবে এ ঘটনা আমাকে মনোকষ্টের মধ্যে ফেলে দিল। তিনি বর্ণনা করেছেন, পরে আমি ঘুমিয়ে পড়লে স্বপ্নে উসমানের জন্য একটা ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হতে দেখলাম। সুতরাং আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে গিয়ে তা জানালাম। তিনি বললেন, ওটা তার আমল।

٢٤٩٣- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَرَادَ سَفَرًا اَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهٖ فَاَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهٗ وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَاَةٍ مِّنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَهَا غَيْرَ اَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَهَا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ تَبْتَغِىْ بِذٰلِكَ رِضَا رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ـ

২৪৯৩. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) সফরে যেতে মনস্থ করলে তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে লটারি করতেন। এতে যার নাম উঠত তাকে সাথে নিয়ে তিনি সফরে যেতেন। সাওদা (রা) ছাড়া তিনি তাঁর প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য রাত দিন ভাগ করে দিয়ে পালাক্রমে প্রত্যেকের কাছে থাকতেন। কেবলমাত্র সাওদা (রা) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তাঁর অংশের দিন ও রাত নবী (সঃ)-এর (অপর) স্ত্রী আয়েশাকে দিয়ে দিয়েছিলেন।

٢٣٩٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَافِى النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْاَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا اِلاَّ اَنْ يَسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوْا وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَافِى التَّهْجِيْرِ لاَسْتَبَقُوْا اِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَافِى الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ـ

২৪৯৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ মানুষ যদি আযান ও প্রথম কাতারের মর্যাদা জানত এবং লটারি করা ছাড়া তা পাওয়ার সুযোগ না থাকলে লটারি করেই তা (প্রথম কাতারে দাঁড়ানো ও আযান দেওযার পালা) স্থির করে নিত। ভোরের নামাযে যাওয়ার কত মর্যাদা তা যদি জানত তাহলে প্রতিযোগিতা করে সেদিকে দৌড়ে যেত। আর এশা ও ফজরের জামআতে শামিল হওয়ার মর্যাদা তারা যদি উপলব্ধি করত তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাতে হাজির হত।[১৮]

১৮. এ হাদীস থেকে ফজর ও এশার নামায জামাআতে পড়ার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্যের সাথে সাথে আযান দেয়া ও প্রথম কাতারে শামিল হওয়ার মর্যাদাও স্পষ্ট বুঝা যায়। অন্য হাদীস থেকে জানা যায়, কিয়ামতের দিন মুয়াযযিনের মর্যাদা সবচাইতে বেশী হবে। অনুরূপ এক হাদীসে উল্লেখ আছে, যে ব্যক্তি এশার নামায জামাআতে পড়ল সে যেন অর্ধেক রাত জেগে নামায পড়ল, আর যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআতে পড়ল সে যেন সারা রাত জেগে নামায পড়ল।